ভ.ই. লেনিন

জনশিক্ষা

প্রগতি ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Anti-Duhring : Frederick Engels : a Bengali Translation by Deepak Roy.

প্রকাশিকা : প্রীতি মুখার্জী, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ১৯৬৫ ।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

ভূমিকা

সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ. ই. লেনিন যে সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, এ সংকলনে তার সবখানি তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। তাঁর যে সব প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদিতে কেবল স্কুল ও শিক্ষাদীক্ষার কথা আলোচিত হয়েছে, কেবল তাই-ই সন্নিবিষ্ট হয়েছে এতে।

সংকলনের একাংশ হল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পূর্বে লিখিত ভ. ই. লেনিনের প্রবন্ধাদি নিয়ে।

সোভিয়েত স্কুল গড়ে ওঠার প্রথম বছরটি ছিল গোটা জনশিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পুনর্গঠন, সাবেকী স্কুলের ত্রুটি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের বছর। সোভিয়েত রাজের প্রথম বছরেই স্কুলের ক্ষেত্রে যে বিরাট অগ্রগতি ঘটে তার মূল্যায়নের জন্য অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়ার স্কুলগুলির অবস্থা কী ছিল তার অন্তত সংক্ষিপ্ত একটা সমীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

অক্টোবর বিপ্লবের কিছু আগে, ১৯১৩ সালে, চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমায় বলশেভিক প্রতিনিধিদের ভাষণের খসড়া রচনা প্রসঙ্গে জার রাশিয়ায় জনশিক্ষার শোচনীয় অবস্থার বর্ণনায় ভ. ই. লেনিন লিখেছিলেন: 'জনসংখ্যার ২২ শতাংশ বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের কিন্তু ৪·৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায় — সেটা হল **মাত্র এক-পঞ্চমাংশের সামান্য বেশি!!** তার অর্থ, রাশিয়ায় শিশু আর যৌবনোন্মুখ কিশোরদের প্রায় **চার-পঞ্চমাংশ** জনশিক্ষা থেকে **বঞ্চিত!!**' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য) সরকারী পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই হিশেব তুলে ধরে ভ. ই. লেনিন সিদ্ধান্ত টানেন: 'এত বর্বর এবং যেখানে

জনগণের প্রধান অংশ শিক্ষা, আলোক আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন মাত্রায় লুণ্ঠিত এমন দেশ আর নেই — এমন দেশ ইউরোপে আর থাকে নি, রাশিয়া ব্যতিক্রম।... রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা উঠতি পুরুষের চার-পঞ্চমাংশের ভাগ্যে নিরক্ষরতা অবধারিত করে দিয়েছে।' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য)

রাশিয়ায় স্কুল ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সামাজিক অধিকারভেদ, রাশিয়ার অধিবাসী অন্যান্য অসংখ্য জাতির পীড়ন, এবং স্ত্রী-পুরুষের অসাম্যের নীতিতে।

প্রতিটি সামাজিক সম্প্রদায়ের ছিল তাদের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের স্কুল: যেমন, অভিজাতদের জন্য ছিল সামরিক মধ্যবিদ্যালয় (ক্যাডেট কোর), রাজ সেবা (পেইজ) কোর, সম্ভ্রান্ত কুমারীদের ইনস্টিটিউট; যাজকদের জন্য ছিল আধ্যাত্মিক সেমিনারি, আধ্যাত্মিক শিক্ষায়তন ইত্যাদি।

জিমনাসিয়াম, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কার্যকরী ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বাহ্যত অধিকারভেদ-ভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হত না, কিন্তু কার্যত সেগুলোতে পড়ত বেশির ভাগই অভিজাত ও বুর্জোয়াদের ছেলেমেয়েরা। কৃষক, কারুজীবী ও শ্রমিকদের তুষ্ট থাকতে হত গির্জার ২-শ্রেণী অবধি প্যারিশ স্কুল এবং ৩-৪ বছর পাঠের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

রাশিয়ায় বিশাল প্রত্যন্ত প্রদেশে যেখানে বাস করত অ-রুশ জাতিসত্তা সেখানে আদপেই প্রায় স্কুল ছিল না। এইসব বাশকির, ইয়াকুৎ, তুর্কমেন, উজ্‌বেক, কিরগিজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে সাক্ষরতা ছিল বড়োজোর ১ -২ শতাংশ, কোনো কোনো জাতিসত্তার ক্ষেত্রে এমনকি শতাংশেরও দশমিক ভাগ।

জার সরকার নারীশিক্ষা আটকে রাখত কৃত্রিমভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও টেকনিকাল উচ্চ শিক্ষায়তনে মেয়েদের ভর্তি করা চলত না। ১৮৯৭ সালের সারা রুশ আদমসুমারিতে দেখা যায় মেয়েদের সাক্ষরতা পুরুষদের প্রায় তিন গুণ কম। প্রাচ্যের জাতিগুলির মধ্যে সাক্ষর নারী প্রায় ছিলই না।

সাবেকী স্কুলের শিক্ষাদীক্ষার চরিত্রায়ন করে ভ. ই. লেনিন কমিউনিস্ট যুব লীগের ৩য় কংগ্রেসে বলেন: 'এই সব স্কুলে শ্রমিকচাষীদের

তরুণ পুরুষদের যতটা না মানুষ ক'রে তোলা হত, তার চেয়ে বেশি তাদের তালিম দেওয়া হত বুর্জোয়ার স্বার্থে। এমনভাবে তাদের গড়ে তোলা হত যাতে তারা বুর্জোয়ার যুতসই চাকর হতে পারে, তার শান্তি ও আলস্যের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মুনাফা তুলতে পারে তার জন্য।' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৯৯—১০০ দ্রষ্টব্য)

শুষ্ক অনুষ্ঠানিকতা, প্রধানত যান্ত্রিক মুখস্থবিদ্যার ওপর জোর, ছাত্রদের ছাঁচে ঢালা — এই ছিল তখনকার শিক্ষাদান ও লালন-পালন পদ্ধতির প্রধান কথা।

তবে সাবেকী স্কুলের শুধু এই ত্রুটিগুলি দেখে তার সদর্থক দিকটা উপেক্ষা করলে ভুল হবে। ভ. ই. লেনিন লিখেছিলেন: 'বলা হয় যে, সাবেকী স্কুল ছিল ঠেসে মাথা বোঝাই করার, না বুঝে রপ্ত করার, মুখস্থ করার স্কুল। সে কথা ঠিক, তবে পুরনো স্কুলের কোনটা খারাপ আর কোনটা আমাদের কাছে উপকারী তার তফাৎ করতে পারা চাই, কমিউনিজমের পক্ষে যা আবশ্যক সেটা তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারা চাই।' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ১০০ দ্রষ্টব্য)

এ কথায় লেনিন সাবেকী স্কুল প্রসঙ্গে দ্বান্দ্বিকভাবে এগুবার নির্দেশ দেন, সাবেকী স্কুলের অভিজ্ঞতার প্রতি সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে শেখান, কেননা, প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার ভালো স্কুলগুলির সদর্থক দিক ছিল তাদের পাঠবর্ষের একটা পরিপাটী ব্যবস্থা, স্কুল জীবনের সুবিন্যাস, শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার তালিম, ইত্যাদি। প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় স্কুলের ব্যাপারে সংগ্রাম চলেছিল দুটি প্রবণতার মধ্যে: একদিকে ছিল জারতন্ত্রের নীতি-প্রকাশক প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা – রাজতন্ত্র, ধর্ম ও বড়োরুশী শোভিনিজমের প্রচার; অন্যদিকে ছিল প্রগতিশীল প্রবণতা – সমাজ ও শিক্ষণবিদ্যার প্রগতিশীল আদর্শ প্রকাশ পেত যাতে, শিক্ষকসমাজের অগ্রণী অংশটি ছিল তার মুখপাত্র।

ভ. ই. লেনিন একাধিক বার জোর দিয়ে বলেছেন যে, সংস্কৃতি গড়ে তোলা সফল হতে পারে কেবল বৈপ্লবিক নূতনত্বের সঙ্গে অতীতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের মিলনের ভিত্তিতে।

অক্টোবরোত্তর পর্বে ভ. ই. লেনিনের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি পাঠকদের পক্ষে খুবই আগ্রহোদ্দীপক হবে।

জনশিক্ষার ক্ষেত্রে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব হাজির করে মানব-ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই সুবিশাল দায়িত্ব: চূড়ান্তরূপে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম এমন এক পুরুষ পর্যায় গড়ে তোলা।

যুব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসের বক্তৃতায় লেনিন বলেন যে, 'যুবজনের শিক্ষাদান, সংগঠন ও মানুষ ক'রে তোলার কাজটাকে আমূল পুনর্গঠিত ক'রেই কেবল আমরা এইটে নিশ্চিত করতে পারি যে, তরুণ পুরুষদের প্রচেষ্টার ফল হবে এমন সমাজের নির্মাণ যা সাবেকী সমাজের মতো হবে না — অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজের নির্মাণ।' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৯৮ দ্রষ্টব্য)

স্কুল ব্যবস্থাকে, স্কুল কর্মের সারার্থ, সংগঠন ও পদ্ধতিকে আমূল ঢেলে সাজার এই সুবিশাল কর্তব্যটা চট করেই সম্পন্ন হতে পারে না, তার জন্য দরকার ছিল সময়।

পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করল যে দেশটা, সেখানকার গুরুতর শ্রেণী-সংগ্রাম, জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সুকঠিন অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও শিক্ষা ও স্কুলের প্রশ্নে অনেক আয়াস ও মনোযোগ অর্পণের মতো সময় ও তৎপরতার অভাব লেনিনের হয় নি।

লেনিনের উদ্যোগে ও তাঁর পরিচালনায় রচিত হয় স্কুল সম্পর্কে সোভিয়েত রাজের প্রথমদিককার ডিক্রিগুলি, সুনির্দিষ্ট হয় তরুণ পুরুষদের মানুষ করে তোলার মূল কর্তব্যাদি। অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বছরগুলোয় জনশিক্ষার সবকটি সারা রুশ কংগ্রেসেই বক্তৃতা দেন তিনি।

সংকলনে ভ. ই. লেনিনের এই সব বক্তৃতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন পাঠকেরা।

স্কুলের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের প্রথম একটি ব্যবস্থা হল **রাষ্ট্র থেকে গির্জা, এবং গির্জা থেকে স্কুলকে পৃথক করার** জন্য লেনিন-স্বাক্ষরিত জনকমিসার পরিষদের ডিক্রি (২১শে জানুয়ারি ১৯১৮)। গির্জার প্যারিশ স্কুল এবং আধ্যাত্মিক সংস্থাধীন অন্যান্য শিক্ষালয়কে পুনর্গঠিত করা হয় সাধারণ শিক্ষার ঐহিক স্কুলে, একত্রে যেখানে পাঠ নেবে ছেলেমেয়েরা। নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সাক্ষরতা বিস্তার অনেক সহজ হয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সমস্ত পরিচালনা তুলে দেওয়া হয় শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিদের স্থানীয় সোভিয়েতের হাতে।

সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম মাসগুলি থেকেই জনসাধারণের মধ্যে নিরক্ষরতা লোপের জন্য গৃহীত হয় উদ্যোগী সব ব্যবস্থা। ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোকই পড়তেও পারত না, লিখতেও জানত না। ১৮৯৭ সালের আদমসুমারি অনুসারে, ৯ ও তদূর্ধ্ব বয়সের অধিবাসীদের মধ্যে সাক্ষর ছিল মাত্র ২৪ শতাংশ।

১৯১৮ সাল থেকে গড়া শুরু হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্কুল। ১৯১৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর জারী হয় জনকমিসার পরিষদের একটি ডিক্রি, যাতে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের লেখা-পড়া না জানা ৮—৫০ বছর বয়সের সমস্ত অধিবাসীর পক্ষে সাক্ষরতা অর্জন বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯২০ সালের ১৯শে জুন জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের অধীনে গঠিত হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের সারা রুশ জরুরী কমিশন।

১৯১৮ সালের ১৬ই অক্টোবর সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে পাশ হয়, 'রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য সমরূপ শ্রমবিদ্যালয়ের প্রস্তাব'। একই সময়ে শিক্ষার রাষ্ট্রীয় কমিশন প্রকাশ করে 'সমরূপ শ্রমবিদ্যালয়ের মূলনীতি' ('সমরূপ শ্রমবিদ্যালয় প্রসঙ্গে ঘোষণা')। যে পণ্ডিতিপনা এবং ছাঁচে ঢালা ও আনুষ্ঠানিকতা ছিল সাবেকী স্কুলের মজ্জাগত, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই চমৎকার দলিলগুলি বিপুল বৈপ্লবিক ভূমিকা নেয়। 'প্রস্তাব' ও 'ঘোষণায়' জারী হয় নতুন স্কুলের পরিপূর্ণ ইহলৌকিকতা ও সমরূপিতা, বিদ্যার্থীর ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা, ছেলেমেয়েদের আত্মশাসনের ব্যাপক অধিকার, গণতান্ত্রিকতা, বিদ্যার সাধারণ শিক্ষামূলক ও পলিটেকনিকাল চরিত্র। সমস্ত পর্যায়েই শিক্ষা হয় অবৈতনিক। প্রবর্তিত হয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অধিবাসী সমস্ত জাতিসত্তার জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান।

বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার আবশ্যিকতা দেখানো হয় তাতে।

নিরক্ষরতা বিলোপ ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্য সোভিয়েত রাজ যে সমস্ত ব্যবস্থা নেন, তাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে দাঁড়ায় ষোলো-আনা সাক্ষরতার দেশ।

সোভিয়েত স্কুল গড়ে তোলায় শিক্ষকসমাজের বিপুল ভূমিকায় ভ. ই. লেনিন বিশেষ জোর দিয়েছেন। আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষকদের প্রথম কংগ্রেসের বক্তৃতায় তিনি বলেন:

'শিক্ষকবাহিনীকে নিতে হবে বিপুল শিক্ষামূলক কর্তব্য, সর্বাগ্রে তাদের হতে হবে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাদানের প্রধান বাহিনী।'

বিদ্যমান শিক্ষককর্মীদের নতুন করে তালিম দেওয়া, অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত স্কুলের কর্তব্য ও তাৎপর্য তাঁদের বোঝানো, তাঁদের রাজনৈতিক আলোক-দান ও অধ্যাপনার নতুন পদ্ধতি শেখানোর প্রয়োজন হয়। প্রচুর পরিমাণে যেসব স্কুল খুলছিল, দরকার হয় তাদের জন্য এক নতুন শিক্ষকবাহিনী তৈরি করে তোলা।

সে সময় স্কুলের অরাজনৈতিকতা নিয়ে একটা অভিমতের ব্যাপক প্রচলন ছিল, বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শিক্ষাবিদরা তা প্রাণপণে শিক্ষকসমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইত। এ অভিমতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লেনিন ১৯১৮ সালের অগস্টে শিক্ষা কংগ্রেসে বলেন:

'...কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র যতই বেশি সংস্কৃতিসম্পন্ন, সেটা ততই বেশি কুশলী মিথ্যাভাষণ করেছে যখন সেটা ঘোষণা করেছে যে, বিদ্যালয়গুলি রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে পারে এবং সমগ্রভাবে সমাজের সেবা করতে পারে।

'প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যালয়গুলিকে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত শাসনের নিছক হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছিল।' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য) তাঁর সমস্ত উক্তিতেই ভ. ই. লেনিন রাজনীতির সঙ্গে স্কুলের নিবিড় সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

লেনিন যা বলেছিলেন, শিক্ষকসমাজকে পুনঃশিক্ষিত করে নেওয়ার কাজটা চলে অসংখ্য পাঠ্যক্রম, কংগ্রেস, সম্মেলন, শিক্ষক সভা ও চক্রের মধ্য দিয়ে।

স্কুল সম্পর্কে, ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকদের সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের প্রযত্ন দেখে, নতুন স্কুলের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দীপিত হয়ে বেশির ভাগ শিক্ষকই স্কুলের পুনর্গঠনে প্রচুর কাজ করেন। বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে সজীব অংশ গ্রহণ ছাড়াও তাঁরা বয়স্ক জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষামূলক কাজে অনেক শক্তি ও সৃজনোদ্যোগ ঢালেন: পাঠ মজলিশের আয়োজন করেন, তাঁরা, খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন সেখানে, রিপোর্ট ও বক্তৃতা দিতেন, কনসার্ট বসাতেন।

পঞ্চাশের কিছু বেশি বছরের মধ্যেই সোভিয়েত দেশে গড়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক একটি জনশিক্ষা-ব্যবস্থা।

এ ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে প্রাক-স্কুল লালন প্রতিষ্ঠান, সাধারণ শিক্ষার স্কুল, স্কুল-বহির্ভূত বাল-প্রতিষ্ঠান, বৃত্তিশিক্ষার স্কুল ও শিক্ষায়তন, বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিদ্যায়তন, এবং বয়স্কদের জন্য নানা ধরনের সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।

জনশিক্ষার মূল ধাপটা হল সাধারণ শিক্ষার স্কুল, ৭ বছর বয়স হতেই সমস্ত ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় তাতে।

কোনো না কোনো কারণে যারা মাধ্যমিক স্কুল শেষ করতে পারে নি, তাদের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে বয়স্কদের সান্ধ্য স্কুল, উৎপাদনের কাজ ছেড়ে না দিয়েই শ্রমিক ও যৌথখামারীরা এখানে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করতে পারে।

১৯৬১ সালের ৩১শে অক্টোবর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেসে গৃহীত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে আছে: 'শিক্ষাদান ও মানুষ করে তোলার ক্ষেত্রে মূল কর্তব্য হল:

'ক) বাধ্যতামূলক সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যকর করা... সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত হবে সাধারণ ও পলিটেকনিকাল জ্ঞান বৃদ্ধি মারফত...

'বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি সম্পর্কে পাকাপোক্ত জ্ঞান, কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টির নীতিগুলির আয়ত্তীকরণ, সমাজের চাহিদা এবং শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞান ও টেকনলজির ক্রমবর্ধিষ্ণু মান অনুসারে শ্রমাভ্যাস ও পলিটেকনিকাল তালিম, সেই সঙ্গে সুস্থ উঠতি পুরুষদের নৈতিক, নান্দনিক ও দৈহিক লালনের ব্যবস্থা করতে হবে মাধ্যামিক শিক্ষায়।' (সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেসের মালমসলা থেকে)

সমগ্র জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থ থেকে, শ্রমিক শ্রেণীর নবীন পুরুষদের শিক্ষা-মানের ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের দাবি থেকে আমাদের পার্টি **সার্বজনীন** মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি ঘোষণা করেছে।

শিক্ষিত, কমিউনিজমের প্রেরণায় লালিত নতুন সমাজের নির্মাতাদের একাধিক পুরুষ বেরিয়ে এসেছে সোভিয়েত স্কুল থেকে। আমাদের

জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে তা, গোটা বিশ্বে তার প্রতিষ্ঠা উঁচু দরের।

৪ কোটি ৯০ লক্ষ বালক-বালিকা পড়ত সোভিয়েত স্কুলে। বিভিন্ন ধরনের স্কুল, কোর্স ও উচ্চশিক্ষায়তনে সাবালক নাবালক সব ধরনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনশিক্ষার এমন প্রসার বিশ্বের আর কোনো দেশে নেই।

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, ১৯৭০ সালে সাধারণ শিক্ষার দিবা স্কুল শেষ করে প্রায় ১৯ লক্ষ কিশোর-কিশোরী।

তার মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক বিশেষ শিক্ষায়তনে ঢোকে স্কুলোত্তীর্ণদের প্রায় অর্ধেক, বাকিরা যোগ দেয় কলকারখানা ও অফিসাদির কাজে। পুঁজিবাদী দেশের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নে তরুণদের সামনে বেকারির ভয় নেই শুধু নয়, বরং নিজেদের আগ্রহ মতো কাজ বেছে নেবার কার্যত অবাধ এক সুযোগ পায় তারা।

স্কুল ও শিক্ষকসমাজের জন্য অবিরাম যত্ন নেয় পার্টি ও সরকার। ভ. ই. লেনিন লেখেন: 'আমাদের এখানে জনশিক্ষকদের এমন উঁচুতে তুলতে হবে যেখানে বুর্জোয়া সমাজে তারা কখনো ওঠে নি ও ওঠে না এবং উঠতে পারে না।' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ১৬০ দ্রষ্টব্য)

জনশিক্ষার পুরনো ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার বাধাবিঘ্ন জয় করা ও জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মুখস্থ লক্ষ্যার্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় সন্ধানের কাজটা সোভিয়েত শিক্ষণবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।

সোভিয়েত শিক্ষণবিদ্যার পদ্ধতি--প্রকরণের ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব। বিশ্বের ও স্বদেশের প্রগতিশীল শিক্ষণবিদ্যার অগ্রণী মুখপাত্ররা যে অতি সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তাই নিয়েই সোভিয়েত শিক্ষণবিদ্যার যাত্রা।

নতুন শিক্ষণবিদ্যায় বিপুল অবদান যোগ করেছেন বিশিষ্ট সোভিয়েত শিক্ষণবিদ ন. ক. ক্রুপস্কায়া, আ. স. মাকারেঙ্কো ও অন্যান্যেরা।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নামকরা নায়িকা, ভ. ই. লেনিনের স্ত্রী ও বিশ্বস্ত সহকর্মিণী নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়া অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের জনশিক্ষা

কমিসারিয়েতের কাজে সক্রিয় অংশ নেন, প্রাক-বিদ্যালয় ও পারিবারিক লালন, এবং সোভিয়েত স্কুলে সাধারণ ও পলিটেকনিকাল শিক্ষার সমস্যা নিয়ে খাটেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রে বয়স্কদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও শিক্ষাদানের কাজ পরিচালনা করেন অনেক বছর। ছেলেমেয়েদের কমিউনিস্ট আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কিশোর পাইওনিয়রদের আন্দোলনে অনেক মন দেন তিনি। নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসেন। তাদের সঙ্গে তাঁর বিস্তর পত্রালাপ চলত। দেশের প্রতিটি কোণ থেকে ছেলেমেয়েদের চিঠি পেতেন নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা, উত্তর দিতেন তাদের। সোভিয়েত শিক্ষণবিদ্যার স্বর্ণভান্ডারে তাঁর 'পাইওনিয়রদের কাছে পত্রাবলী' একটি অক্ষয় স্থান লাভ করেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ এক পরাক্রান্ত বৈষয়িক ঘাঁটি গড়ে তুলেছেন ও গড়ে যাচ্ছেন; এতে স্কুলের ব্যাপারটাকে এমনভাবে নিখুঁত করে তোলা যাচ্ছে যাতে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লব ও ঢালাও কমিউনিজম নির্মাণের সমস্ত চাহিদা আমাদের সমগ্র জনশিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পরিমাণে মেটে।

ভ. ই. লেনিন বলতেন যে, 'কমিউনিজমকে হতে হবে শ্রমিক জনগণের একটা নিজস্ব কাজের মতোই তাদের আয়ত্তাধীন।' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ১২৮ দ্রষ্টব্য) এ কর্তব্যটার সাধন শুরু হয় স্কুল থেকেই। এই জন্যই দেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরীর কাছে কমিউনিজম যাতে সত্য সত্যই তাদের নিজস্ব কাজের মতো আয়ত্তাধীন হয়ে ওঠে, সেইভাবে তাদের তৈরি করে তোলার জন্য একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে স্কুলের।

মধ্যশিক্ষালয় খামার এবং সংশোধক মধ্যশিক্ষালয় (১)

('রুস্‌কোয়ে বোগাৎস্তভো') (২)

রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যার নারোদনিকদের (৩) প্রস্তাবিত সমাধান, ইদানীং যার অতি লক্ষণীয় প্রবক্তা হয়েছে 'রুস্‌কোয়ে বোগাৎস্তভো', সেটা জানা আছে দীর্ঘ কাল যাবত। নারোদনিকরা পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না -- কেননা, এর বিকাশের কথা স্বীকার করতে তাঁরা বাধ্য হন — কিন্তু, আমাদের পুঁজিতন্ত্রটাকে তাঁরা রাশিয়ায় পণ্য অর্থনীতির দীর্ঘকালীন বিকাশের পরিণতিস্বরূপ স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া বলে গণ্য না ক'রে গণ্য করেন আপতিক ব'লে, যে-ব্যাপারটা দৃঢ়মূল নয় — জাতির সমগ্র ঐতিহাসিক জীবন দ্বারা নির্দিষ্ট পথ থেকে একটা বিচ্যুতি মাত্র। নারোদনিকরা বলেন, 'পিতৃভূমির জন্যে অন্যান্য পথ আমাদের বেছে নিতে হবে,' পুঁজিতান্ত্রিক পথ ছেড়ে উৎপাদনের 'সাধারণ্যীকরণ' ঘটাতে হবে, তাতে 'সমগ্র' 'সমাজের' বিদ্যমান শক্তিগুলিকে ব্যবহার করতে হবে, যে-সমাজ — তাঁরা বলেন পুঁজিতন্ত্রের কোন ভিত্তি নেই বলে ইতোমধ্যে দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে আরম্ভ করেছে।

পিতৃভূমির জন্যে ভিন্ন পথ যদি বেছে নেওয়া যেতে পারে, সমগ্র সমাজ যদি তার প্রয়োজন বুঝতে আরম্ভ করে থাকে, তাহলে তো, স্পষ্টতই, উৎপাদনের 'সাধারণ্যীকরণে' মস্ত কোন বাধা নেই, সে জন্যে কোন ঐতিহাসিক প্রস্তুতিকালপর্যায়ের দরকার নেই। শুধু এই রকমের সাধারণ্যীকরণের একটা পরিকল্পনা তৈরি করলেই হয়, আর তার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যথোপযুক্ত লোকেদের প্রত্যয় সৃষ্টি করলেই হয়, — তাহলেই 'পিতৃভূমি' পুঁজিতন্ত্রের ভ্রান্ত পথ ছেড়ে সামাজিকীকরণের সড়ক ধরবে।

যাতে এমন সমুজ্জ্বল পরিপ্রেক্ষিতের পূর্বলক্ষণ থাকবে সে-পরিকল্পনা যে কী অসাধারণ আগ্রহজনক হবে তা সবাই বোঝে; এই জন্যেই, 'রুস্কোয়ে বোগাৎস্ত্ভো'র একজন নিয়মিত লেখক মিঃ ইউঝাকভ এই রকমের পরিকল্পনা রচনার কাজ হাতে নিয়েছেন বলে তাঁর প্রতি রাশিয়ার জনসাধারণের খুবই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। 'রুস্কোয়ে বোগাৎস্ত্ভো'র মে সংখ্যায় আমরা দেখলাম তাঁর প্রবন্ধ 'শিক্ষা-সংক্রান্ত স্বপ্নরাজ্য', তাতে অনুশিরোনাম 'সর্বজনীন আবশ্যিক মধ্যশিক্ষার পরিকল্পনা'।

পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন — উৎপাদনের 'সাধারণ্যীকরণের' সঙ্গে এর সম্পর্কটা কী? খুবই সরাসরি সম্পর্ক -- কেননা, মিঃ ইউঝাকভের পরিকল্পনাটা খুবই বিস্তৃত। ইস্কুলে পড়ার বয়সের (৮ থেকে ২০ বছর এবং সর্বোচ্চ ২৫ বছর অবধি) সমস্ত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে প্রত্যেকটা ভলোস্তে একটা করে মধ্যশিক্ষালয় স্থাপন করাই ঐ লেখকের পরিকল্পনা। এইসব মধ্যশিক্ষালয় হবে উৎপাদনশীল পরিমেল, যা খামারের কাজ করবে এবং বিভিন্ন নীতি-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবে, তারা কেবল মধ্যশিক্ষালয়গুলির জনসংখ্যার (মিঃ ইউঝাকভের মতে সেটা সমগ্র জনসংখ্যার **এক-পঞ্চমাংশ**) ভরণপোষণ করবে তা নয়, তদতিরিক্ত **সমগ্র শিশু জনসংখ্যার** ভরণপোষণোপায়ও যোগাবে। ঐ লেখক আদর্শ ভলোস্ত মধ্যশিক্ষালয় (কিংবা 'মধ্যশিক্ষালয় খামার', কিংবা 'কৃষি মধ্যশিক্ষালয়') সম্বন্ধে যে বিশদ হিসেব করেছেন তাতে দেখা যায়, সব মিলিয়ে **সমগ্র স্থানীয় জনসংখ্যার কেবল অর্ধেকের বেশির** ভরণপোষণ করবে মধ্যশিক্ষালয়। যদি মনে রাখা হয় যে, এমন প্রত্যেকটা মধ্যশিক্ষালয়কে (রাশিয়ার জন্যে পরিকল্পিত হয়েছে ২০,০০০ যমল, অর্থাৎ ২০,০০০ পুং এবং ২০,০০০ স্ত্রী মধ্যশিক্ষালয়) যোগানো হবে জমি আর উৎপাদনের উপকরণ (বছরে ½ শতাংশ পুনরুদ্ধারযোগ্য ৪½ শতাংশ সরকারী-গ্যারাণ্টিযুক্ত জেম্স্ত্ভো পাট্টা দিতে মনস্থ করা হয়েছে) -- তাহলে আমরা বুঝতে পারব 'পরিকল্পনা'টা সত্যিই কী 'বিশাল'। জনসংখ্যার মোট অর্ধেকের জন্যে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ হয়ে গেল। মানে, এক-ঘায়ে ভিন্ন পথ বাছা হয়ে গেল পিতৃভূমির জন্যে! আর সেটা সাধিত হল 'সরকার, জেম্স্ত্ভো কিংবা জনগণের কোন খরচ ছাড়াই' (sic!*)। এটাকে 'প্রথম দৃষ্টিতে

* ঠিক তাই-ই আছে। — সম্পাঃ

স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হতে পারে', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে ঢের বেশি সম্ভাবনীয়'। মিঃ ইউঝাকভ হলফ করে বলছেন, এজন্যে আর্থিক ক্রিয়াপ্রণালী যা দরকার সেটা 'কিছু অলীক কিংবা কাল্পনিক নয়', এবং সেটা সাধিত হচ্ছে, যা আমরা দেখেছি, বিনা খরচে, কোন খরচ ছাড়াই, শুধু তাই নয়, এমনকি, 'শিক্ষা-সংক্রান্ত চালু পরিকল্পনাগুলিতে' কোন পরিবর্তন ছাড়াই!! মিঃ ইউঝাকভ বেশ ন্যায্য কথাই বলেছেন যে, 'কোন পরীক্ষাতে গণ্ডিবদ্ধ থাকতে না চেয়ে কেউ সত্যিকারের সর্বজনীন শিক্ষা ঘটাতে চাইলে এই সবকিছু কম গুরুত্বসম্পন্ন নয়'। তিনি বলেছেন, এ কথা সত্যি যে, 'আমি ফলিত পরিকল্পনা রচনা করার লক্ষ্য গ্রহণ করি নি', কিন্তু প্রত্যেকটা মধ্যশিক্ষালয়ের পুরুষ এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তাবিত সংখ্যা, মধ্যশিক্ষালয়গুলিতে মোট জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় লোকবলের হিসাব এবং শিক্ষণ-সংক্রান্ত আর প্রশাসনিক কর্মীদের বিস্তৃত বিবরণ তিনি আমাদের দিয়েছেনও বটে, তিনি নির্দেশ করেছেন মধ্যশিক্ষালয়গুলির সদস্যদের জন্যে জিনিসে-দেয় রেশন এবং শিক্ষক, ডাক্তার, টেকনিশিয়ন আর কারিগরদের নগদে দেয় মাইনে এই দুইই। কৃষি-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় কর্ম-দিনের সংখ্যা, প্রত্যেকটা মধ্যশিক্ষালয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ এবং সেগুলিকে স্থাপন করাবার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের বিষয়ে ঐ লেখক বিস্তৃত হিসাব কষেছেন। একদিকে, সর্বজনীন মধ্যশিক্ষার আশীর্বাদ যাদের জোটে না সেইসব সংখ্যালঘু জাতি এবং সম্প্রদায়ের লোকেদের জন্যে এবং, অন্যদিকে, কদাচারের দরুন মধ্যশিক্ষালয় থেকে বহিষ্কৃত লোকেদের জন্যে তিনি ব্যবস্থা রেখেছেন। ঐ লেখকের হিসাবাদি কোন একটা আদর্শ মধ্যশিক্ষালয়ের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। আদৌ তা নয়। পুরো ২০,০০০ যমল মধ্যশিক্ষালয় স্থাপন করবার বিষয়টাই তিনি উত্থাপন করেছেন; এজন্যে প্রয়োজনীয় জমি কিভাবে পেতে হবে এবং 'সন্তোষজনক একদল শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মী এবং ম্যানেজার' কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তা তিনি নির্দেশ করেছেন।

এমন পরিকল্পনায় অবিচলিত আগ্রহের বিষয়টা বোঝা যায় — এই আগ্রহ কেবল তত্ত্বগত নয় (শেষ পর্যন্ত সমস্ত সন্দেহবাদীর প্রত্যয় সৃষ্টি করা এবং এমন পরিকল্পনার সম্ভাবনীয়তা যারা অস্বীকার করে তাদের

সবাইকে চূর্ণ করাই যে এমন মূর্ত-নির্দিষ্টভাবে রচিত এই উৎপাদনের সাধারণ্যীকরণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সেটা স্পষ্ট), এই আগ্রহ অকৃত্রিমভাবে ব্যবহারিকও বটে। সর্বজনীন আবশ্যিক মধ্যশিক্ষা সংগঠিত করার এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ সরকার কোন মনোযোগ না দিলে সেটা হবে উদ্ভট — বিশেষত যখন এই প্রস্তাবের রচয়িতা দ্ব্যর্থহীন দৃঢ়োক্তি করছেন যে, জিনিসটা করা যেতে পারে 'কোন খরচ ছাড়াই', আর এটা 'বাধার সম্মুখীন হবে কাজটার আর্থিক এবং আর্থনীতিক পরিস্থিতি থেকে ততটা নয় যতটা কিনা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি থেকে', যা অবশ্য 'অনতিক্রম্য নয়'। এমন প্রকল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-মন্ত্রকই কেবল নয়, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রক, অর্থ-মন্ত্রক, কৃষি-মন্ত্রক, এমনকি, নিচে দেখা যাবে, যুদ্ধ-মন্ত্রকও সমানই সংশ্লিষ্ট। পরিকল্পিত 'সংশোধক মধ্যশিক্ষালয়ে'র খুব সম্ভবত যেতে হবে বিচার-মন্ত্রকে। এতে কোন সংশয় থাকতে পারে না যে, বাদবাকি মন্ত্রকগুলিও আগ্রহান্বিত হবে এই প্রকল্পে, যা -- মিঃ ইউঝাকভের ভাষায় — 'উপরে বিবৃত সমস্ত প্রয়োজনের (অর্থাৎ, শিক্ষা এবং ভরণপোষণের) এবং, খুব সম্ভবত, আরও অনেক প্রয়োজনেরও উপযোগী হবে'।

কাজেই, অতি লক্ষণীয় এই প্রকল্পটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করলে পাঠক নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন না।

মিঃ ইউঝাকভের প্রধান চিন্তা হল এই: গরমের সময়ে একেবারে কোন পড়াশুনাই হয় না, গরমের সময়টা লাগানো হয় কৃষিকাজে। এতদ্ব্যতীত, শিক্ষার্থীরা মধ্যশিক্ষালয় থেকে স্নাতক হবার পরে তাদের সেখানে কাজ করতে রাখা হয় কিছুকাল; তারা শীতকালীন কাজ করে এবং কৃষিকাজের অনুপূরক শিল্পক্ষেত্রের কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়, তারা প্রত্যেকটি মধ্যশিক্ষালয়কে তার নিজের শ্রম দিয়ে সমস্ত শিক্ষার্থী আর শ্রমিকের, সমগ্র শিক্ষণ-সংক্রান্ত আর প্রশাসনিক কর্মিদলের ভরণপোষণ করতে এবং শিক্ষার বিষয়ে ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম করে। মিঃ ইউঝাকভ ঠিকই বলেছেন, এমন মধ্যশিক্ষালয়গুলি হবে বড় বড় কৃষি আর্টেল। প্রসঙ্গত, পুঁজিতন্ত্রের ভাগ্যপরিবর্তনগুলো এড়াবার জন্যে রাশিয়াকে যে-নতুন পথ বেছে নিতে হবে তার অঙ্গ হিসেবে উৎপাদনের নারোদনিক 'সাধারণ্যীকরণের' প্রথম প্রথম ধাপ বলে মিঃ ইউঝাকভের পরিকল্পনাটাকে ধরলে আমরা

যে সঠিকই হব তাতে ঐ শেষ কথাটা আর সামান্যতম সংশয়ও রাখল না।

মিঃ ইউঝাকভ যুক্তি দেখিয়েছেন: 'বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীরা মধ্যশিক্ষালয় থেকে স্নাতক হয় ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সে, কখনও কখনও দু'-এক বছর দেরি হয়। আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়... দেরিটা হয়ে দাঁড়াবে আরও বেশি ব্যাপক। লোকে স্নাতক হবে বিলম্বে, আর ১৬ থেকে ২৫ বছরবয়সীদের নিয়ে হবে তিনটে উপরের শ্রেণী — যদি ২৫ বছর হয় বয়ঃসীমা, সে বয়সে পেঁছে তাদের পাঠ্যধারা শেষ না করেই ছেড়ে যেতে হবে। এইভাবে, পঞ্চম শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত দলটার কথা মনে রাখলে বেশ নিশ্চিত হয়েই মনে করা যায় মধ্যশিক্ষালয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী হবে... কাজ করবার বয়সের।' ঐ লেখক আরও হিসেব কষেছেন যে, অনুপাতটা ক'মে এক-চতুর্থাংশ হলেও, মধ্যশিক্ষার আট শ্রেণীর সঙ্গে প্রস্তুতিমূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটো শ্রেণী জুড়ে (নিরক্ষর আট-বছরবয়সীদের ভর্তি করা হবে) তখনও আমরা পাব খুব বহুসংখ্যক শ্রমিক, যারা আধা-শ্রমিকদের সহায়তায় গ্রীষ্মের কাজ নিয়ে এঁটে উঠতে পারবে। কিন্তু, মিঃ ইউঝাকভ ঠিকই বলেছেন, 'দশ-শ্রেণীর মধ্যশিক্ষালয় খামারে কিছু শীতকালীন শ্রমিকদল অপরিহার্যভাবেই দরকার'। তাদের পাওয়া যাবে কোথায়? ঐ লেখক দুটো সমাধান প্রস্তাব করেছেন: ১) মজুরি দিয়ে শ্রমিক লাগানো ('তাদের মধ্যে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কোন কোন লোককে লাভের ভাগ দেওয়া যেতে পারে')। মধ্যশিক্ষালয় খামার লাভজনক কারবার হওয়া দরকার এবং এমন মজুর খাটানোর পয়সা দিতে পারা চাই। কিন্তু ঐ লেখক 'মনে করেন আর একটা সমাধান অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন': ২) যারা মধ্যশিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রম শেষ করবে তারা নিচের শ্রেণীগুলিতে থাকবার সময়কার শিক্ষাগ্রহণ এবং ভরণপোষণ বাবত খরচ পুষিয়ে দেবার জন্যে কাজ করতে বাধ্য থাকবে। আরও বলেছেন মিঃ ইউঝাকভ, এটা তাদের 'প্রত্যক্ষ কর্তব্য', — একটা কর্তব্য, তা বটে, কর্তব্যটা শুধু তাদের যারা শিক্ষণ বাবত খরচ যোগতে পারে না। তাদেরই নিয়ে গড়া হবে প্রয়োজনীয় শীতকালীন শ্রমিকদল এবং অনুপূরক গ্রীষ্মের শ্রমিকদল।

পরিকল্পিত যে-সংগঠন জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের 'সাধারণ্যীকরণ'

ঘটিয়ে গড়বে কৃষি আর্টেলগুলো তার প্রথম উপাদানটি এমনই। পিতৃভূমির জন্যে যে কেমন ধারা ভিন্ন পথ বেছে নেওয়া হবে সেটা আমরা ইতোমধ্যেই এর থেকে দেখতে সক্ষম হচ্ছি। জীবনযাত্রার এবং 'শিক্ষণ বাবত খরচ যারা যোগাতে পারে না' তাদের জীবিকানির্বাহের জন্যে এখনকার একমাত্র উৎস মজুরি-শ্রমের জায়গায় আনা হচ্ছে বাধ্যতামূলক বেগার খাটুনি। কিন্তু তাতে আমাদের বিচলিত হওয়া চলবে না: একথা ভোলা যাবে না যে, তার বিনিময়ে জনসংখ্যা লাভ করবে সর্বজনীন মধ্যশিক্ষার আশীর্বাদ।

তারপর। সহশিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে অধিকতর যুক্তিসম্মত, কিন্তু তার বিরুদ্ধে ইউরোপের মূলভূখণ্ডে প্রচলিত বদ্ধধারণা গ্রহণ করতে মনস্থ ক'রে ঐ লেখক পুরুষ আর মেয়েদের আলাদা আলাদা মধ্যশিক্ষালয়ের কথা তুলে ধরেছেন। চলতি ধরনের একটা মধ্যশিক্ষালয়ে 'প্রত্যেক শ্রেণীতে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী কিংবা পুরো দশটা শ্রেণীতে ৫০০ জন, কিংবা প্রতি মধ্যশিক্ষালয় খামারে ১,০০০ শিক্ষার্থী (৫০০ ছেলে আর ৫০০ মেয়ে) — এই হবে বেশই স্বাভাবিক গড়ন'। এতে থাকবে ১২৫ 'জোড়া শ্রমিক' এবং অনুরূপসংখ্যক আধা-শ্রমিক। ইউঝাকভ বলেছেন, 'যদি একথা উল্লেখ করি যে, এই সংখ্যার শ্রমিকেরা দৃষ্টান্তস্বরূপ মালোরাশিয়ায় আবাদ-করা ২,৫০০ দেসিয়াতিনা* জমি আবাদ করতে সক্ষম, তাহলে প্রত্যেকেই বুঝবে কী বিপুল বল যোগায় মধ্যশিক্ষালয়ের শ্রম'!..

কিন্তু, এইসব শ্রমিক ছাড়াও থাকবে 'নিয়মিত শ্রমিকেরা' যারা 'খেটে পুষিয়ে দেবে' নিজেদের শিক্ষা আর ভরণপোষণ। তারা হবে কত জন? পুরুষ আর মেয়ে মিলিয়ে বছরে ৪৫ জন শিক্ষার্থী স্নাতক হবে। শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ তিন-বছর কালপর্যায়ের জন্যে সামরিক বৃত্তি নেবে (এখন সেটা করে এক-চতুর্থাংশ লোক। ঐ লেখক ফৌজে কার্যকাল কমিয়ে তিন বছর ক'রে সংখ্যাটাকে বাড়িয়ে করেছেন এক-তৃতীয়াংশ)। 'বাদবাকি দুই-তৃতীয়াংশকেও অনুরূপ অবস্থায় স্থাপন করা হবে ন্যায্যই, অর্থাৎ কিনা, তাদের নিজেদের শিক্ষা এবং তাদের যে-সাথীদের সৈন্যদলে ভরতি করা হয়েছে তাদের শিক্ষা বাবত খরচ খেটে পুষিয়ে দেবার জন্যে মধ্যশিক্ষালয়ে রাখা। একই উদ্দেশ্যে মেয়েদেরও সবাইকে রেখে দেওয়া যেতে পারে।'

* দেসিয়াতিনা — ১·০৯২ হেক্টর। — সম্পাঃ

ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে যে-পিতৃভূমি তার জন্যে সাজানো নতুন ব্যবস্থাটার ধরনধারনের মোটামুটি চেহারাটা ক্রমেই আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন রাশিয়ার সমস্ত নাগরিকই সৈন্যদলে কাজ করতে বাধ্য, কিন্তু যেহেতু সামরিক বয়সের লোকসংখ্যা প্রয়োজনীয় সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বেশি, তাই সৈন্য বেছে নেওয়া হয় লটারি করে। সাধারণ্যীকৃত উৎপাদনেও রংরুট বাছাই হবে লটারি করে, কিন্তু বাদবাকিদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে 'তাদের একই অবস্থায় স্থাপন করার' কথা, অর্থাৎ, তাদের বেলায় তিন বছর কাজে কাটানো বাধ্যতামূলক করা, সেটা সামরিক কাজ নয়, তা সত্যি, সেটা মধ্যশিক্ষালয়ে কাজ। তাদের যে-সাথীদের সৈন্যদলে ভরতি করা হয়েছে এদের ভরণপোষণ বাবত খরচ তাদের খেটে পুষিয়ে দিতে হবে। সবাইকেই কি সেটা করতে হবে? না। যারা শিক্ষণ বাবত খরচ দিতে পারে না শুধু তারা। ঐ লেখক ইতোমধ্যেই উপরে এই শর্তটা উত্থাপন করেছেন, আর নিচে আমরা দেখব যারা শিক্ষণ বাবত পয়সা দিতে সক্ষম তাদের জন্যে তিনি **পরিকল্পনা করেছেন একেবারে পৃথক মধ্যশিক্ষালয়, পুরন ধরনের।** প্রশ্ন ওঠে, যেসব সাথী সৈন্যদলে ভরতি হল তাদের ভরণপোষণের খরচ খেটে পুষিয়ে দেবে যারা শিক্ষণ বাবত খরচ যোগাতে পারে না তারা কেন? যারা তা পারে তারা নয় কেন? কারণটা খুবই বোধগম্য। মধ্যশিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের যদি খরচা-দেওয়া আর খরচা না-দেওয়া ভাগে ভাগ করা হয় সেক্ষেত্রে সমাজের সমসাময়িক গড়ন ঐ সংস্কারের ফলে প্রভাবান্বিত হবে না সেটা স্পষ্ট; মিঃ ইউঝাকভ নিজেও সেটা বেশ ভালভাবেই বোঝেন। সেক্ষেত্রে, এটা বোধগম্য যে, (সৈনিকদের জন্যে) রাষ্ট্রের সাধারণ খরচখরচা বহন করবে তারা যাদের জীবনোপায় নেই*, ঠিক এখন যেভাবে তারা সেটা বহন করে দৃষ্টান্তস্বরূপ পরোক্ষ কর, ইত্যাদি হিসাবে। নতুন ব্যবস্থাটা পৃথক কোন্ দিক থেকে? সেটা এই যে, যাদের কোন সংগতি-সংস্থান নেই তারা আজকাল নিজেদের শ্রম-শক্তি বিক্রি করতে পারে, আর নতুন ব্যবস্থার আমলে তারা কাজ করতে **বাধ্য থাকবে বেগার হিসেবে** (অর্থাৎ, শুধু তাদের ভরণপোষণের জন্যে)। রাশিয়া এইভাবে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাবতীয় ভাগ্যপরিবর্তন এড়াবে তাতে

* নইলে পরে-উল্লেখিতদের উপর পূর্বে-উল্লেখিতদের আধিপত্য বজায় থাকত না।

লেশমাত্র সন্দেহও থাকতে পারে না। মজুরি দিয়ে খাটানো শ্রম, যার মধ্যে থাকে 'প্রলেতারিয়েত দুষ্টক্ষতের' বিপদ, সেটা বহিষ্কৃত হল, তার জায়গায় এল... বাধ্যতামূলক বেগার খাটুনি।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, যেখানে শ্রম বাধ্যতামূলক এবং বেগার খাটুনি, সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থাপিত মানুষ দেখবে তারা ঐ সম্পর্কের সঙ্গে মানানসই অবস্থায়ই পড়ল। ঐ পূর্ববর্তী বিষয়ের ঠিক পরেই নারোদনিক ('জনগণবন্ধু') আমাদের কী বলছেন শুনুন একবার:

'পাঠ্যক্রম শেষ করে যারা তিন বছরের জন্যে মধ্যশিক্ষালয়ে থেকে যায় এমন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যদি বিয়ে হতে দেওয়া হয়; সংসারী শ্রমিকদের জন্যে যদি পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হয়; আর মধ্যশিক্ষালয়ের লাভ যদি এমন হয় যাতে তারা এখান থেকে ছেড়ে চলে যাবার সময়ে নগদে এবং জিনিসে অন্তত একটা পরিমিত ভাতা তাদের দেওয়া চলতে পারে, তাহলে সেখানে এই রকমের তিন বছরের অবস্থান তো সামরিক বৃত্তির চেয়ে অনেক কম দুর্বহ হবে...'

এমনসব সুবিধাজনক অবস্থা যে মধ্যশিক্ষালয়গুলোতে ভরতি হতে পাবার জন্যে জনসংখ্যাকে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে ঠেলে নিয়ে যাবে সেটা স্পষ্টপ্রতীয়মান নয় কি? নিজেই বিচার-মীমাংসা করে দেখুন: প্রথমত, তাদের বিয়ে করতে অনুমতি দেওয়া হবে। এখন বিদ্যমান দেওয়ানী আইনে এমন কোন অনুমতি (কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে) আদৌ দরকার হয় না, সেটা ঠিক। কিন্তু মনে রাখবেন, এরা হবে **মধ্যশিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী, পুরুষ আর মেয়ে,** বয়স পঁচিশে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু তবু মধ্যশিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী তো বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যদি বিয়ে করতে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাহলে মধ্যশিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের তা করতে অনুমতি দেওয়া যায়? আর তার উপর, অনুমতি নির্ভর করবে মধ্যশিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর, কাজেই, উচ্চতরশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের উপর: স্পষ্টতই, অনাচারের আশঙ্কা করার কোন হেতু নেই। তবে, মধ্যশিক্ষালয়ে থেকে স্নাতক হয়ে যারা সেখানে থাকে নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে তারা তো আর শিক্ষার্থী নয়। তবু, তাদেরও, এইসব ২১ থেকে ২৭ বছর বয়সের মানুষকে বিয়ে করার জন্যে অনুমতি পাওয়া চাই। পিতৃভূমি যে-নতুন পথ বেছে নিয়েছে তাতে রাশিয়ার নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হবার

ব্যাপার জড়িত থাকছে এটা আমরা না মেনে পারি নে, কিন্তু, সে যা-ই হোক, একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, কিছু কিছু ত্যাগ না করে সর্বজনীন মধ্যশিক্ষার আশীর্বাদ লাভ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, সংসারী শ্রমিকদের জন্যে আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা থাকবে, সেগুলি হয়ত এখনকার কারখানা শ্রমিকদের থাকার খুপরির চেয়ে খারাপ হবে না। আর তৃতীয়ত, নিয়মিত শ্রমিকেরা **এজন্যে একটা 'পরিমিত ভাতা'** পায়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, পুঁজিতন্ত্রের অশান্তি-আলোড়নের চেয়ে কর্তৃপক্ষের কক্ষপুটে শান্ত জীবনের সুবিধেগুলোই জনসংখ্যার বেশি মনাসিব, সেগুলো তাদের এমন মাত্রায় মনাসিব হবে যাতে কোন কোন শ্রমিক স্থায়িভাবেই মধ্যশিক্ষালয়ে থেকে যাবে (খুব সম্ভবত বিয়ে করতে অনুমতি পেয়ে কৃতজ্ঞতাবশত): 'নিয়মিত শ্রমিকদের যে-ছোট দলটা মধ্যশিক্ষালয়ে একেবারেই থেকে যায় এবং এর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলে (sic!!), তারা মধ্যশিক্ষালয় খামারের এইসব শ্রম-বলের অনুপূরক হয়। আমাদের কৃষি মধ্যশিক্ষালয় কোনক্রমেই কাল্পনিক নয় এবং সম্ভাব্য শ্রম-বল এমনই।'

দোহাই, দোহাই! এই সবেতে 'কাল্পনিকতার' কী আছে? নিয়মিত বেগার-খাটা মজুর, যারা 'নিজেদের যুক্ত করে ফেলেছে' মনিবদের সঙ্গে, সেই মনিব তাদের বিয়ে করার অনুমতি দেয় — যেকোন বৃদ্ধ কৃষককে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলবেন, এইসবই খুবই সম্ভব।

(ক্রমশ*)

১৮৯৫ সালে শরৎকালে লেখা — ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১—৬৯

* 'সামারস্কি ভেস্তনিক' পত্রিকায় কোন পূর্বানুবৃত্তি বেরয় নি। — **সম্পাঃ**

আমাদের মন্ত্রীরা ভাবছেন কী নিয়ে? (৪)

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী দুর্নোভো একখানা চিঠি লিখেছিলেন পবিত্র সিনোদের (যাজকীয় বিচারসভা) (৫) মহা-অভিশংসক পবেদনোস্ত্সেভের কাছে। ২৬০৩ নম্বর দেওয়া এই চিঠিখানা লেখা হয়েছিল ১৮৯৫ সালে ১৮ই মার্চ তারিখে, তাতে শিরোনাম আছে 'একান্ত গোপনীয়'। অতএব, মন্ত্রীটি চেয়েছিলেন চিঠিখানা যেন একান্তভাবে গুপ্ত থাকে। কিন্তু দেখা গেল, রাশিয়ার নাগরিকেরা সরকারের অভিপ্রায়াদি জানবে না এই মর্মে মন্ত্রীর যে-মত রয়েছে সেটা পোষণ করে না এমনসব লোক আছে, তার ফল হল এই যে, এই চিঠিখানার হাতে-লেখা নকল এখন প্রচারিত হচ্ছে সর্বত্র।

মিঃ দুর্নোভো মিঃ পবেদনোস্ত্সেভের কাছে লিখেছিলেন কী বিষয়ে?

তিনি তাঁকে লিখেছিলেন রবিবারের ইস্কুলগুলির বিষয়ে। চিঠিখানায় আছে; 'সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হস্তগত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সপ্তম দশকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে রাজনীতিকভাবে অনির্ভরযোগ্য বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ছাত্র যুবসমাজের কোন একটা প্রবণতাসম্পন্ন একটা অংশও শিক্ষক, লেক্চারার, গ্রন্থাগারিক, ইত্যাদি হিসেবে রবিবারের ইস্কুলগুলোতে ঢুকতে চেষ্টা করছে। এই ধারাবাহিক চেষ্টার প্রেরণা অর্থ রোজগারের ইচ্ছা থেকে আসতে পারে না, কেননা, এইসব ইস্কুলে কর্তব্য গ্রহণ করা হয় মাগনা — এই চেষ্টা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে সরকার-বিরোধীদের উপরে-নির্দেশিত

ক্রিয়াকলাপ হল রাশিয়ায় বিদ্যমান রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা এবং সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা আইনসম্মত উপায়।'

মন্ত্রীটি যুক্তি দেখিয়েছেন ঐভাবেই! শিক্ষিতদের মধ্যে এমনসব ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা নিজেদের জ্ঞান শ্রমিকদের দিতে চান, যাঁরা চান তাঁদের জ্ঞান কেবল তাঁদের নিজেদের উপকারে না লেগে তাতে জনগণেরও উপকার হোক — অমনি মন্ত্রীটি স্থির করে ফেললেন এখানে রয়েছে 'সরকার-বিরোধীরা', অর্থাৎ, কোন না কোন রকমের চক্রীরাই লোককে রবিবারের ইস্কুলগুলিতে ঢুকতে উসকানি দিচ্ছে। অন্যান্যকে শেখাবার ইচ্ছা কি কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে সত্যিই কোন উসকানি ছাড়া আসতে পারে না? কিন্তু মন্ত্রীটি বিচলিত হয়েছেন তার কারণ রবিবারের ইস্কুলের শিক্ষকেরা তো কোন মাইনে পান না। তিনি অভ্যস্ত তাঁর অধীনস্থ গোয়েন্দা আর আমলাদের সঙ্গে, যারা কাজ করে কেবল মাইনের জন্যে, যেকেউ তাদের সবচেয়ে ভাল পয়সা দেয় তারই কাজ করে তারা, পক্ষান্তরে, সহসা লোকে কাজ করছে, সেবা করছে, শিক্ষা দিচ্ছে, সবকিছু... মাগনা। সন্দেহজনক! -- ভাবলেন মন্ত্রীটি, আর গোয়েন্দাদের পাঠিয়ে দিলেন বিষয়টার তদন্ত করার জন্যে। চিঠিখানায় আরও বলা হয়েছে: 'নিম্নলিখিত তথ্য থেকে' (গোয়েন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া, মাইনে পায় বলে তাদের অস্তিত্বের সত্যতা প্রতিপন্ন) 'প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিপজ্জনক প্রবণতাসম্পন্ন লোকেরা শিক্ষকদের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে খাস ইস্কুলগুলিই অনির্ভরযোগ্য লোকেদের একটা গ্রুপের বেসরকারী পরিচালনাধীন, সরকারী লোকজনের সঙ্গে ঐসব লোকের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, সেখানে তারা নিজেরাই যেসব মেয়ে-পুরুষ শিক্ষকদের বসিয়েছে তাদের আমন্ত্রণক্রমে গিয়ে তারা শিক্ষার্থীদের কাছে সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় লেকচার দেয় এবং পাঠ দেয়... বাইরের লোকেদের যে লেকচার দিতে দেওয়া হয়, এর দরুন খোলাখুলি বৈপ্লবিক মহলগুলির লোকেদের লেকচারার হিসেবে অনুপ্রবেশের সুযোগ হয়।'

তাহলে, পাদরি আর গোয়েন্দাদের দ্বারা যারা অনুমোদিত এবং পরীক্ষিত হয় নি এমন 'বাইরের লোক' শ্রমিকদের সামনে লেকচার দিতে চাইলে — সেটা ডাহা বিপ্লব! মন্ত্রীটি শ্রমিকদের মনে করেন বারুদ বলে, আর জ্ঞান এবং শিক্ষাকে মনে করেন একটা স্ফুলিঙ্গ বলে; মন্ত্রীটির দৃঢ় বিশ্বাস আছে

ঐ স্ফুলিঙ্গ বারুদের মধ্যে পড়লে বিস্ফোরণটা চালিত হবে সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি সরকারের বিরুদ্ধে।

এই বিরল ক্ষেত্রটিতে আমরা হিজ্ এক্সেলেন্সির সঙ্গে সমগ্রত এবং নিঃশর্তে একমত, একথা উল্লেখ করার পুলক থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করতে পারি নে।

চিঠিখানায় আরও পরে মন্ত্রীটি নিজের 'তথ্যের' নির্ভুলতার 'প্রমাণ' উল্লেখ করেছেন। খাসা খাসা সব প্রমাণ!

প্রথমত, 'একটা রবিবারের ইস্কুলের একজন শিক্ষকের চিঠি — ঐ শিক্ষকের নামটা এখনও স্থির করা বাকি আছে'। একটা খানাতল্লাসির সময়ে চিঠিখানা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এতে ইতিহাস-সংক্রান্ত বিভিন্ন লেকচারের কর্মসূচির উল্লেখ আছে, সামাজিক স্তরগুলির দাসত্ব আর মুক্তির ভাব-ধারণার কথার উল্লেখ আছে এবং রাজিন আর পুগাচভের বিদ্রোহের (৬) উল্লেখ আছে।

স্পষ্টতই, শেষের ঐ নাম দুটো সুশীল মন্ত্রীটিকে এতই ভয় খাইয়ে দিয়েছে যে, খুব সম্ভবত তিনি পিচ্ফর্ক-হাতে কৃষকদের নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ:

'মস্কোর একটা রবিবারের ইস্কুলে বিভিন্ন প্রকাশ্য লেকচারের একটা কর্মসূচি বেসরকারী সূত্রে এসেছে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকের হাতে, তাতে লেকচারের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে: 'সমাজের উদ্ভব। আদিম সমাজ। সামাজিক সংগঠনের বিকাশ। রাষ্ট্র এবং তা কিসের জন্যে দরকার। শৃঙ্খলা। মুক্তি। ন্যায়পরতা। রাষ্ট্র কাঠামের বিভিন্ন রূপ। নিরঙ্কুশ এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। শ্রম — সাধারণের কল্যাণের ভিত্তি। কার্যকরতা এবং সম্পদ। উৎপাদন, বিনিময় এবং পুঁজি। সম্পদ বণ্টিত হয় কিভাবে। ব্যক্তিগত স্বার্থসন্ধান। সম্পত্তি এবং তার প্রয়োজন। ভূমির সঙ্গে একত্রে কৃষকের মুক্তি। খাজনা, লাভ, মজুরি। মজুরি এবং তার বিভিন্ন রূপ নির্ভর করে কিসের উপর। মিতব্যয়িতা।'

'নিঃসন্দেহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে অনুপযোগী এই কর্মসূচিতে লেকচারগুলি মার্ক্স, এঙ্গেলস, ইত্যাদির তত্ত্বগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ক্রমে পরিচিত করে তোলার জন্যে লেকচারারকে যাবতীয় সুযোগ দেয়,

কিন্তু যাজকীয় কর্তৃপক্ষের তরফে হাজির ব্যক্তিটি ঐ লেকচারগুলিতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রচারের উপাদানগুলো ধরতে বড় একটা পারবেন না।'

যেখানে 'মার্কস এবং এঙ্গেলসের তত্ত্বগুলির' লেশমাত্রও দেখা যায় না তেমন ধারা কর্মসূচিতেও মন্ত্রীটি যখন ঐ তত্ত্বের 'বিভিন্ন উপাদান' লক্ষ্য করছেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ঐ তত্ত্বগুলিকে খুব বেশি ভয় করেন। মন্ত্রীটি এর মধ্যে 'অনুপযোগী' দেখলেন কোন্‌টাকে? খুব সম্ভবত, রাষ্ট্র কাঠাম এবং সংবিধানের বিভিন্ন রূপ-সংক্রান্ত সমস্যা।

মন্ত্রিমহাশয়, ভূগোলের যেকোন পাঠ্যপুস্তক তুলে নিলে দেখবেন সেখানে ঐসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা আছে! শিশুদের যেসব জিনিস শেখানো হয় সেগুলি কি প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকেরা জানতে পারে না?

কিন্তু যাজকীয় বিভাগের লোকেদের উপর মন্ত্রীটি কোন আস্থা স্থাপন করেন না: 'খুব সম্ভবত, যা বলা হবে সেটা তাঁরা বুঝতে পারবেন না'।

মস্কোয় প্রখরভ টেক্সটাইল কম্পানির মিল্‌-এ যাজক-পল্লী রবিবারের বিদ্যালয়, ইয়েলেৎস শহরে রবিবারের ইস্কুল এবং তিফ্‌লিসে প্রস্তাবিত ইস্কুলে 'অনির্ভরযোগ্য' শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করে চিঠিখানা শেষ করা হয়েছে। 'ইস্কুলগুলিতে যেসব ব্যক্তিকে ক্লাস নিতে দেওয়া হয় তাদের বিশদভাবে পরীক্ষা করার' কাজ হাতে নেবার জন্যে মিঃ দুর্নোভো মিঃ পবেদনোস্ত্‌সেভকে পরামর্শ দিয়েছেন। এখন, শিক্ষকদের নামের তালিকা পড়তে পড়তে আপনার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠবে: মোট যা পাবেন তা হল প্রাক্তন ছাত্র, আবার একজন প্রাক্তন ছাত্র, আর আবারও একজন প্রাক্তন ছাত্রী — মহিলাদের বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের ছাত্রী। শিক্ষকেরা সব প্রাক্তন ড্রিল সার্জেণ্ট হলে মন্ত্রীটির পছন্দসই হত।

বিশেষ আতঙ্ক নিয়েই মন্ত্রীটি বলেছেন, ইয়েলেৎস-এ ইস্কুলটা 'অবস্থিত সোস্‌না নদীর ওপারে, যেখানে জনসংখ্যা প্রধানত সাধারণ' (কী ভয়ঙ্কর!) 'এবং মেহনতী মানুষ, আর যেখানে রয়েছে রেলওয়ে কারখানা'।

ইস্কুলগুলোকে রাখা চাই 'সাধারণ এবং মেহনতী মানুষ' থেকে যত দূরে সম্ভব।

শ্রমিকগণ! দেখতে পাচ্ছেন, মেহনতী মানুষ জ্ঞান অর্জন করায় আমাদের মন্ত্রীরা কী মারাত্মকভাবে আতঙ্কিত! তাহলে সবাইকে দেখিয়ে দিন   কোন শক্তি শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না! জ্ঞান ছাড়া শ্রমিকেরা রক্ষাব্যবস্থাবিহীন, জ্ঞান থাকলে তারা একটা শক্তি!

লেখা ১৮৯৫ সালের নভেম্বর —
ডিসেম্বরের পরে নয়

২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫--৮০

রুশীরা এবং নিগ্রোরা

পাঠক হয়ত ভাবতে পারেন, কী অদ্ভুত তুলনা। একটা জাতির সঙ্গে একটা নকুলের তুলনা করা যায় কেমন করে।

এ তুলনা অনুমত। ক্রীতদাসত্ব থেকে সবার শেষে মুক্ত হয়েছিল নিগ্রোরা; এখনও তারা ক্রীতদাসত্বের বিভিন্ন চিহ্ন ধারণ করে আছে আর যে-কেউয়ের চেয়ে বেশি -- এমনকি অগ্রসর দেশগুলিতেও -- কেননা, পুঁজিতন্ত্রে আইনগত ছাড়া অন্য মুক্তির 'স্থান' নেই, আর এই মুক্তিকেও পুঁজিতন্ত্র সংকুচিত করে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে।

রুশীদের বিষয়ে, ইতিহাসে আছে, ১৮৬১ সালে তারা **ভূমিদাসত্ব**-বন্ধন(৭) থেকে 'প্রায়' মুক্ত হয়েছিল। মার্কিন ক্রীতদাস-মালিকদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের পরে উত্তর আমেরিকার নিগ্রোরা ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিল ঐ একই সময়েই।

মার্কিন দাসদের মুক্তি ঘটেছিল রুশী দাসদের চেয়ে কম 'সংস্কারসাধক' ধরনে।

সেই কারণেই আজ, অর্ধশতক পরে, রুশীদের মধ্যে ক্রীতদাসত্বের বিভিন্ন চিহ্ন দেখা যায় নিগ্রোদের চেয়ে **অনেক বেশি**। বাস্তবিকপক্ষে, চিহ্নের কথা না বলে বিভিন্ন বিধানাদির কথা বললেই বেশি যথাযথ হবে... কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমরা যা বলেছি তার একটা ছোট উদাহরণেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকব — সেটা হল সাক্ষরতার প্রশ্ন। নিরক্ষরতা ক্রীতদাসত্বের একটা চিহ্ন, এটা জানা আছে। পাশা, পুরিশকেভিচ আর

তাদের স্বগোত্রীয়দের দ্বারা নিপীড়িত কোন দেশে জনসংখ্যার অধিকাংশ সাক্ষর হতে পারে না।

রাশিয়ায় ৯য় বছরের কম বয়সের শিশুরা বাদে **৭৩ শতাংশ নিরক্ষর।**

উত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের মধ্যে **৪৪·৫ শতাংশ** নিরক্ষর ছিল (১৯০০ সালে)।

নিরক্ষরের এমন কলঙ্ককর উঁচু মাত্রার শতাংশ উত্তর আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের মতো সভ্য, অগ্রসর দেশের পক্ষে লজ্জাকর। অধিকন্তু, প্রত্যেকেই জানে, আমেরিকায় **সাধারণভাবে** নিগ্রোদের অবস্থা কোন সভ্য দেশের পক্ষে অশোভন -- **পূর্ণ** মুক্তি, কিংবা এমনকি পূর্ণ সমানতা, কোনটাই পুঁজিতন্ত্র দিতে **পারে না।**

আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নিরক্ষরের অনুপাত ৬ শতাংশের বেশি নয়, এটা নির্দেশপূর্ণ। কিন্তু আমেরিকাকে আমরা যদি আগে যা ছিল ক্রীতদাসওয়ালা এলাকাগুলি (একটা মার্কিন 'রাশিয়া') এবং ক্রীতদাসবিহীন এলাকাগুলিতে (একটা মার্কিন না-রাশিয়া) ভাগ করি, তাহলে দেখা যাবে **শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে** নিরক্ষর পূর্বোক্ত এলাকাগুলিতে ১১--১২ শতাংশ এবং পরে-উল্লেখিত এলাকাগুলিতে ৪--৬ শতাংশ!

প্রাক্তন ক্রীতদাসওয়ালা এলাকাগুলিতে **শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে** নিরক্ষরের অনুপাত **দ্বিগুণ বেশি।** ক্রীতদাসত্বের বিভিন্ন চিহ্ন দেখা যায় সেটা কেবল নিগ্রোদের মধ্যে নয়!

নিগ্রোদের দুর্দশার জন্যে আমেরিকাকে ধিক্!..

১৯১৩ সালে জানুয়ারির শেষে এবং ফেব্রুয়ারির গোড়ায় লেখা

২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫--৩৪৬

ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্য

প্রাবন্ধিকের মন্তব্য

(অংশ)

১০

কাস্‌সোর জবাবদিহি সম্বন্ধে দুমায়(৮) বিভিন্ন পার্টির কার্যপদ্ধতিসূত্র খুবই আগ্রহজনক। সেগুলি আমাদের যোগাচ্ছে রাজনীতিক বিশ্লেষণের জন্যে যথাযথ মালমসলা, যে-মালমসলা বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারীভাবে সমর্থিত-অনুমোদিত। এই মালমসলায় সচরাচর যার অভাব সবচেয়ে বেশি সেটা হল বিশ্লেষণ। দৈনিক সংবাদপত্রের মন্তব্যগুলি কিংবা দুমার হুবহু বিবরণগুলির গাদার মধ্যে সেটা হারিয়ে যায়। তবু, বিভিন্ন পার্টির যথার্থ প্রকৃতি বুঝতে চাইলে সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা ভাল।

অনাস্থা সূত্র গৃহীত হবার পরদিন 'রেচ'এর(৯) একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়: 'এইভাবে, রুশী সমাজ যা আশা করতে হকদার ছিল সেটা পেয়েছে রাষ্ট্রীয় দুমা থেকে' (৩৭নং, ৭ই ফেব্রুয়ারি)। এটা শুনে মনে হয় যেন মিঃ কাস্‌সো দুমার আস্থাভাজন কিনা, শুধু তাইই 'সমাজের' জানা দরকার ছিল, আর কিছুই না!

তা ঠিক নয়। রাজনীতিতে অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত ঘটনের কারণগুলো যাতে **বোঝা যায়** এবং স্বাভাবিকে **যাবার উপায়** যাতে পেতে সমর্থ হওয়া যায় সেজন্যে অনাস্থার **উদ্দেশ্যগুলো** জনগণ এবং গণতন্ত্রীদের জানা চাই। খুবই গুরুত্বসম্পন্ন এইসব বিষয় যেখানে সংশ্লিষ্ট তাতে 'আমাদের আস্থা নেই' শুধু এই কথাটার উপর কাদেত(১০), অক্টোবরপন্থী(১১) এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ঐক্য অতি যৎসামান্য।

অক্টোবরপন্থীদের কার্যপদ্ধতিসূত্রটি এই:

'রাষ্ট্রীয় দুমা... বিবেচনা করে: ১) বিভিন্ন রাজনীতিক সংগ্রামে মধ্যবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমস্ত রকমের লিপ্ত হওয়া রাশিয়ার তরুণ শক্তিগুলির আত্মিক বিকাশের পক্ষে সর্বনাশা এবং সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক ধারার পক্ষে হানিকর; ২) মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে অবাঞ্ছিত ঘটনাবলি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যখনই যথাসময়ে জ্ঞাত হবে তখনই নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার — ঘটনাবলি অস্বাভাবিক প্রকৃতি ধারণ করা অবধি অপেক্ষা করা নয়*; ৩) স্বাভাবিক শিক্ষামূলক প্রভাবের পরিবর্তে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে ছাত্রদের উপর ১৯১২ সালে ১০ই ডিসেম্বরে যেমন হয়েছিল সেই রকমের পুলিসী ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে জোরালো ঘোষণা করছে; ৪) বিদ্যালয় থেকে অপসারিত ছাত্রদের ভাগ্য যত ধীরে নির্ধারিত হয় সেটাকে শিক্ষামূলকবিরোধী বলে বিবেচনা করছে এবং ছাত্রদের পক্ষে সদাশয়তা সহকারে অবিলম্বে ঘটনাটার ন্যায়বিচার হবে এই আশা করে পরবর্তী কাজ হাতে নিচ্ছে।'

এই ভোটের রাজনীতিক ভাব-ভাবনাগুলো কী?

বিদ্যালয়ে রাজনীতি হানিকর। ছাত্ররা নিন্দনীয়। কিন্তু তাদের যে শাস্তি দেবেন সে তাদের শিক্ষকেরা — পুলিস নয়। 'সদাশয়তার' অভাব আর ধীরতার জন্যে আমরা সরকারের উপর অসন্তুষ্ট।

এগুলো গণতন্ত্রবিরোধী ভাব-ভাবনা। এটা হল উদারনীতিক বিরোধিতা -- কেননা, এর নিহিতার্থ হল: কর্তৃত্বের পুরন ব্যবস্থা বজায় থাকুক, কিন্তু **এটাকে** প্রয়োগ করা হোক আরও নরম-হাতে। বেত মারতে পারো, কিন্তু যুক্তি-সীমার মধ্যে এবং জনসাধারণ্যে প্রকাশ না-ক'রে।

প্রগতিবাদীদের(১২) কার্যপদ্ধতিসূত্রটা দেখুন:

'...দুমা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, ১) সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে সম্প্রতি যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে অবগত হয়ে জনশিক্ষা-মন্ত্রক নিজ কর্তব্যের প্রতি নির্বিকার মনোভাব অবলম্বন করেছিল এবং পুলিসের অনধিকারপ্রবেশের বিরুদ্ধে মধ্যবিদ্যালয়গুলিকে রক্ষা করতে অপারগ হয়েছিল; ২) পুলিস অফিসারেরা যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল, যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল জনশিক্ষা-মন্ত্রকের তরফে

* ২৫এ জানুয়ারির বৈঠকে এই বয়ান পেশ করা হয়েছিল। ১লা ফেব্রুয়ারির বৈঠকে ২ ধারাটা নিম্নলিখিতরূপে সম্পাদিত হয়েছিল: 'এই বিশেষ ক্ষেত্রটি প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের প্রতি আনুষ্ঠানিকতার এবং উদাসীন মনোভাব বিদ্যমান, শিক্ষণ-কর্মীরা পরিবারগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, উঠতি পুরুষ সম্বন্ধে সাধারণ সদাশয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করা দরকার।'

প্রতিবাদ ছাড়াই, পদ্ধতিগুলি ছিল বিদ্যালয়গুলিতে খানাতল্লাসি চালানো, বাচ্চাদের ধরে নিয়ে পুলিসের থানায় গ্রেপ্তার করে রাখা এবং তদন্তের বিভিন্ন গর্হিত প্রণালীর প্রয়োগ, এইসব পদ্ধতি সর্বথা অন্যায্য, সেটা আরও বেশি অন্যায্য কেননা এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার ব্যাপার ছিল না — এটা ছিল মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের ব্যাপার; ৩) জনশিক্ষা-মন্ত্রক যে-সমগ্র এক-প্রস্থ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, যেসব ব্যবস্থা পরিবার থেকে বিদ্যালয়কে বিচ্ছিন্ন করার দিকে পরিচালিত, এই ব্যবস্থাগুলির উদাসীন আনুষ্ঠানিকতার ভিতর দিয়ে নবীন পুরুষের নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত বৃদ্ধি ব্যাহত করে, এইসব ব্যবস্থা বিদ্যালয়-জীবনে অস্বাভাবিক ঘটনাবলির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। শিক্ষামন্ত্রী যে-জবাবদিহি করেছেন সেটাকে না-সন্তোষজনক বিবেচনা করে দুমা পরবর্তী কাজ হাতে নিচ্ছে।'

এই সূত্র পেশ করা হয়েছিল ৩০এ জানুয়ারি তারিখে, আর প্রগতিবাদীরা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেছিল যে, অক্টোবরপন্থীরা অনাস্থা যুক্ত করলে প্রগতিবাদীরা ওদের পক্ষেই ভোট দেবে। দরকষাকষির ফলাফলটা আমরা উপরেই দেখেছি।

ঐ দরকষাকষি ঘটতে **পারল** কিসের ভিত্তিতে? মোটের উপর মতৈক্যের ভিত্তিতে।

প্রগতিবাদীরাও বিদ্যালয়ে রাজনীতিকে অস্বাভাবিক গণ্য করে, তারাও 'শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের' (সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলা) আহ্বান জানাচ্ছে। তারাও বিরোধী সম্বন্ধসূচক কারকে — এই বিরোধিতা নয় কর্তৃত্বের পুরন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কিন্তু তার প্রয়োগের বিরুদ্ধে — 'নির্বিকার, উদাসীন', ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১৮৬০'এর দশকে পিরোগভ মত দিয়েছিলেন যে, বেতানো চাইই, কিন্তু তিনি জিদ ধরে বলেছিলেন, কিন্তু নির্বিকারভাবে কিংবা উদাসীনভাবে বেতানো **হবে না**। এখনকার সামাজিক শক্তিগুলি 'শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন' করুক তাতে প্রগতিবাদীদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা করা হোক আরও 'সহানুভূতিসহকারে' এই পরামর্শই তারা দিচ্ছে। পাঁচ দশকে কী প্রগতিই না হয়েছে আমাদের দেশে!

কাদেতদের কার্যপদ্ধতিসূত্র:

'শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহি শুনে এবং এই বিবেচনা ক'রে যে, ১) দেখা যাচ্ছে ঐ জবাবদিহিতে শিক্ষা-সংক্রান্ত এবং পুলিসের দৃষ্টিভঙ্গি তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে; ২) বিদ্যালয় এবং পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হতে

পারে যে-স্বাভাবিক ভিত্তিতে তার পূর্ণাঙ্গ অগ্রাহ্যকরণ হল ঐ জবাবদিহি; ৩) ছাত্রদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ এবং সমাজে ন্যায্য বিরক্তি ঘটিয়ে মন্ত্রকের কর্মনীতিই এমন আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হচ্ছে যা বিদ্যালয়ের তরুণদের আগে-আগে বিভিন্ন রাজনীতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার দিকে নিয়ে যায় — এইভাবে এই কর্মনীতি নিজেই এমন অবস্থা সৃষ্টি করছে যার উদ্ভব এর রোধ করা উচিত; ৪) ছাত্ররা যেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী এইভাবে তাদের প্রতি আচরণ করলে উঠতি পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিভাশালীদের জীবন পঙ্গু হয়ে যায়, এই পুরুষের মধ্যে থেকে বহু শিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং সেটা হয় রাশিয়ার ভবিষ্যতের বিপদস্বরূপ, দুমা মনে করছে মন্ত্রী যে-জবাবদিহি করেছেন সেটা অসন্তোষজনক এবং দুমা পরবর্তী কাজ হাতে নিচ্ছে।'

এখানেও 'আগে-আগে' রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার নিন্দা করা হচ্ছে, কিন্তু অনেক নরম ভাষায় এবং বুলি দিয়ে ঢাকা রূপে। এটা একটা গণতন্ত্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। একইভাবে অক্টোবরপন্থীরা এবং কাদেতরা পুলিসী ব্যবস্থাবলির নিন্দা করছে, তার একমাত্র কারণ তার পরিবর্তে তারা চায় **নিবর্তন**। ব্যবস্থাটার উচিত সভা-সমাবেশ নিবারণ করা, সেগুলি ভাঙা নয়। স্পষ্টতই, এমন সংস্কার ব্যবস্থাটাকে শুধু সুশোভিত করে —সেটাকে বদলায় না। কাদেতরা বলছে, 'মন্ত্রকের কর্মনীতির প্রতি আমরা অসন্তুষ্ট',—আর তারা যা বলছে তার থেকে—ঠিক যেমন অক্টোবরপন্থীদের বেলায়—এই কথা আসে যে, ঢের বেশি মূলগত কিছু ছাড়াই এই কর্মনীতিতে কোন পরিবর্তন **ইচ্ছা করা সম্ভব**।

কাদেতরা সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় অক্টোবরপন্থীদের চেয়ে ঢের বেশি তীব্রভাবে, আর তীব্র ভাষার দরুন, **বিষয়টার উপস্থাপনায়** কাদেত এবং অক্টোবরপন্থীদের উদারনীতিক গণতন্ত্রবিরোধী ধরনের পূর্ণ অভিন্নতাটা রাজনীতিগতভাবে অপরিণত লোকেদের নজর এড়িয়ে যায়।

দুমার গুরুত্বসহকারে জনসাধারণকে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। যারা রাজনীতি শেখে কাদেতদের কাছে তারা নিজেদের রাজনীতিক চেতনাটাকে বিকৃত করছে — বিকশিত করছে না।

অক্টোবরপন্থী, প্রগতিবাদী আর কাদেতরা দরকষাকষি করে একটা সাধারণ সূত্র নিয়ে রফা করে ফেলেছে, এটা আপতিক নয়; এটা তাদের

মোটের উপর মতাদর্শগত এবং রাজনীতিক সংহতির একটা ফল। কাদেতদের কর্মনীতির চেয়ে তুচ্ছ হতে পারে না আর কিছুই, -- জবাবদিহিটাকে অসন্তোষজনক প্রতিপন্ন করার জন্যে তারা বিদ্যালয়গুলিতে রাজনীতির সরাসরি নিন্দা করতে সম্মত। কিন্তু কাদেতরা এতে মত দিয়েছে তার কারণ তারা নিজেরাই 'আগে-আগে' জড়িত হবার নিন্দা করে।

ত্রুদোভিক গ্রুপের (১৩) সূত্র:

'যেহেতু: ১) ১৯১২ সালে ৯ই ডিসেম্বর মধ্যবিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর ব্যবহৃত পশুবল, যা মধ্যবিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের উপর শিক্ষা-সংক্রান্ত তত্ত্বাবধানে গুপ্ত পুলিসের কলঙ্কজনক অংশগ্রহণের দরুন সমাজকে বিতৃষ্ণ করেছে, সেটা শিক্ষামন্ত্রী মিঃ কাস্সোর জবাবদিহিতে সম্পূর্ণত অনুমোদিত হয়েছে, যে-শিক্ষামন্ত্রী জনমতের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন; ২) গুপ্ত পুলিস আর গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা, যা হল সংযুক্ত মন্ত্রকের এবং বিশেষত শিক্ষামন্ত্রী কাস্সোর সমগ্র কর্মনীতির একটা ফল; তার থেকে আসে সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং তা ভবিষ্যতে উঠতি পুরুষের প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা ঘটাবার বিপদ সৃষ্টি করছে, — রাষ্ট্রীয় দুমা দৃঢ়তাসহকারে বলছে যে, ৯ই ডিসেম্বর যাদের বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের সবাইকে অবিলম্বে পুনর্নিয়োগ করা হোক এবং শিক্ষামন্ত্রী কাস্সোর জবাবদিহিটাকে অসন্তোষজনক বিবেচনা ক'রে দুমা তাঁর অবিলম্ব পদত্যাগ দাবি করছে এবং পরবর্তী কাজ হাতে নিচ্ছে।'

যথাযথভাবে বললে, এই সূত্রটা লক্ষণীয়ভাবে উদারনীতিক; কিন্তু উদারনীতিকের **মতো নয়,** কোন গণতন্ত্রীর যা বলা উচিত ছিল তা এতে নেই। শিক্ষা-সংক্রান্ত তত্ত্বাবধানে গুপ্ত পুলিসের সহায়তা দেওয়াটাকে একজন উদারনীতিকও কলঙ্কজনক মনে করতে পারেন, কিন্তু কোন গণতন্ত্রীর বলা উচিত (এবং জনসাধারণকে শেখানো উচিত) যে, বিভিন্ন রাজনীতিক চক্র এবং আলোচনা অবাধে সংগঠিত করার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপের অধিকার **কোন** 'তত্ত্বাবধায়কের' **নেই**। 'সংযুক্ত মন্ত্রকের সমগ্র কর্মনীতির' নিন্দা করতে পারেন একজন উদারনীতিকও, কিন্তু রাশিয়ায় কোন গণতন্ত্রীর স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত যে, এমন কোন কোন সাধারণ অবস্থা রয়েছে যার দরুন অন্য যেকোন মন্ত্রককেও কার্যত ঐ একই কর্মনীতি অনুসরণ করতে হত।

ত্রুদোভিক সূত্রের গণতান্ত্রিকতা দৃষ্টিগোচর হয় **কেবল** এর সুরে, এর

রচয়িতাদের ভাবাবেগে। ভাবাবেগ একটা রাজনীতিক লক্ষণ, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু, কার্যপদ্ধতিসূত্রে থাকা উচিত একটা সুচিন্তিত ধারণা, নিছক 'অন্তর-উদ্দীপক' ভাবাবেগ নয়, এমনটা দাবি করলে ভুল হবে না।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কার্যপদ্ধতিসূত্র:

'শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহি শুনে এবং এই বিবেচনা ক'রে যে, এতে সূচিত হচ্ছে: ১) বিদ্যালয়ের তরুণদের স্বয়ংশিক্ষার ভিতর দিয়ে নিজেদের মানসিক দিগন্ত সম্প্রসারিত করার এবং সাথীসুলভ ভাব-বিনিময় করার স্বাভাবিক এবং উৎসাহব্যঞ্জক কামনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দৃঢ়সংকল্প; ২) উচ্চতর, মধ্য এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঢোকানো হচ্ছে সরকারী আনুষ্ঠানিকতা, গোয়েন্দাগিরি আর পুলিসী তদন্তের যে-ব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থা তরুণ সমাজের মানসিক এবং নৈতিক পঙ্গুতা ঘটায়, চিন্তা এবং চরিত্রের স্বাধীনতার সমস্ত লক্ষণ নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে এবং যার ফলে ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার মড়ক দেখা দেয়, সেই ব্যবস্থার ন্যায্যতা প্রতিপাদন, রাষ্ট্রীয় দুমা বিবেচনা করছে জবাবদিহিটা অসন্তোষজনক। এরই সঙ্গে এই বিবেচনা করে যে, ১) জনশিক্ষার বিষয়ে পুলিসী দৃষ্টিভঙ্গির আধিপত্য এবং রাশিয়ার সমগ্র জীবনের উপর গুপ্ত পুলিসের আধিপত্য, নাগরিকদের সমস্ত রকমের সংগঠিত এবং স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ দমন এবং নাগরিকদের অধিকারহীনতার মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, এবং ২) একমাত্র, রাষ্ট্রীয় সংগঠনে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনব্যবস্থায় মূলগত পরিবর্তনই নাগরিকদের পুলিসী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে এবং তা থেকে বিদ্যালয়গুলিকেও মুক্ত করতে পারে, — রাষ্ট্রীয় দুমা পরবর্তী কাজ হাতে নিচ্ছে।'

এই সূত্রটিকেই খুব একটা নিখুঁত মনে করা যায় না। এমন ইচ্ছা না করে পারা যায় না যে, এতে যদি বিষয়টাকে আরও জনবোধ্য ভাষায় এবং আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করা হত, আর দুঃখ না করে পার' যায় না যে, রাজনীতিতে প্রবৃত্ত হবার ন্যায্যতার উপর এতে জোর দেওয়া হয় নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তবে, **সবগুলি সূত্রেরই** বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনার লক্ষ্যস্থল কোনক্রমেই সূত্রায়ণের খুঁটিনাটি নয়; একমাত্র লক্ষ্যস্থল হল সূত্রগুলির রচয়িতাদের **মৌলিক রাজনীতিক ভাব-ধারণাগুলি**। কোন গণতন্ত্রীর বলা উচিত ছিল গুরুত্বসম্পন্ন জিনিসটা — সেটা হল এই যে, বিভিন্ন রাজনীতিক চক্র আর আলোচনা **স্বাভাবিক এবং স্বাগত**। এই হল আসল কথা। রাজনীতিতে জড়িত হবার, সেটা এমনকি 'আগে-আগে' জড়িত হবার ব্যাপার

হলেও, তার সমস্ত নিন্দাবাদ ভণ্ডামি আর তমসাবাদ। কোন গণতন্ত্রীর উচিত ছিল বিষটার পর্যায়কে 'সংযুক্ত মন্ত্রক' **থেকে** রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতে তোলা। তার দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল 'অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটা' — প্রথমত, 'গুপ্ত পুলিসের আধিপত্যের সঙ্গে' এবং দ্বিতীয়ত, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ধরনের বড় জমিদার শ্রেণীর আধিপত্যের সঙ্গে।

১৯১৩ সালের ৬ই—৯ই (১৯শে—২২শে) ফেব্রুয়ারিতে লেখা

২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩—৩৮৪

জনশিক্ষা-মন্ত্রকের কর্মনীতির প্রশ্ন (১৪)

(জনশিক্ষা বিষয়ে আলোচনায় সম্পূরক)

আমাদের জন-(কথাটার জন্যে মার্জনা করবেন) 'শিক্ষা'-মন্ত্রক তার বিশেষ দ্রুত ব্যয়বৃদ্ধির জন্যে মাত্রাতিরিক্ত বড়াই করে। ১৯১৩ সালের বাজেটের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থ-মন্ত্রীর ব্যাখ্যামূলক টীকায় বিপ্লবোত্তর বছরগুলির জন্যে জন-(তথাকথিত) শিক্ষা-মন্ত্রকের প্রাক্কলনের একটা সারমর্ম দেখা যায়। এই প্রাক্কলন ১৯০৭ সালের ৪,৬০,০০,০০০ রুবল থেকে বেড়ে ১৯১৩ সালে হয় ১৩,৭০,০০,০০০ রুবল। প্রচন্ড বৃদ্ধি — বছর ছয়েকের মধ্যে প্রায় ত্রিগুণিত!

কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্রের গুণকীর্তনবাজ যারা রাশিয়ায় পুলিসী 'আইন-শৃঙ্খলা' বা **বিশৃঙ্খলার** গুণকীর্তন করে তাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হয় নি যে, বৃদ্ধি যখন দেখানো হয় শতাংশ হিসেবে তখন হাস্যকর ছোট ছোট অংক **'প্রচন্ড'** দ্রুতই বাড়ে বটে। যে-ভিখারীর আছে মাত্র তিন কোপেক তাকে যদি পাঁচ কোপেক দেন, তাহলে তার অবিলম্বে **'সম্পত্তির'** **'প্রচন্ড'** বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হবে — সেটা হবে পুরো ১৬৭ শতাংশ!

জনসাধারণের মন **ঝাপসা করে দেওয়া** এবং রাশিয়ায় জনশিক্ষার ওঁছা অবস্থাটা **গোপন করার** লক্ষ্য যদি না থাকত, তাহলে **অন্যান্য তথ্যাদির** উল্লেখ করাই কি ঐ মন্ত্রকের পক্ষে আরও বেশি শোভন হত না? যেসব অংকে গতকালের তিন কোপেকের সঙ্গে আজকের পাঁচ কোপেকের তুলনা না করে, একটা সভ্য রাষ্ট্রের পক্ষে যা **অপরিহার্য** তার সঙ্গে আমাদের যা আছে তার তুলনা করা হয়, তেমনি সব অংকের উল্লেখ করাই কি আরও বেশি শোভন হত না? যে নিজেকে কিংবা জনসাধারণকে প্রতারিত করতে

চায় না, তার স্বীকার করা উচিত যে, এইসব অঙ্ক প্রকাশ করতে ঐ মন্ত্রক **কর্তব্য অনুসারে বাধ্য ছিল** এবং **এই রকমের** সব অঙ্ক প্রকাশ না করে ঐ মন্ত্রক তার কর্তব্য পালন করে নি। আমাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনগুলি কী সেটা জনসাধারণ এবং জন-প্রতিনিধিদের কাছে **স্পষ্ট করে দেবার** বদলে ঐ মন্ত্রক সেই সব প্রয়োজন **গোপন করছে** এবং প্রবৃত্ত হয়েছে নির্বোধ সরকারী অঙ্কের খেলায়, যেসব সাবেকী অঙ্ক কিছুই বোধগম্য করে না তারই একটা সরকারী গাওনা।

জনশিক্ষা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার যত উপায়াদি আর প্রামাণিক উৎস মন্ত্রকের জন্যে মেলে তার শতাংশও অবশ্য আমার হাতে নেই। কিন্তু অন্তত **সামান্য কিছু** প্রামাণিক মালমসলা পাবার জন্যে আমি চেষ্টা করেছি। আমি বলিষ্ঠ দৃঢ়োক্তি করছি, আমি এমন সব **অবিসংবাদী** সরকারী অঙ্ক উদ্ধৃত করতে পারি যা আমাদের সরকারী জন-'অপশিক্ষা' ক্ষেত্রের পরিস্থিতিটাকে যথার্থই **স্পষ্ট করেই দেয়।**

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকের প্রকাশিত (সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯১১) ১৯১০ সালের জন্যে দস্তুরমতো সরকারী 'রুশী বর্ষপঞ্জি'খানা ধরছি।

২১১ পৃষ্ঠায় পড়ছি, সমস্ত রকমের প্রাথমিক, মধ্য এবং উচ্চতর বিদ্যালয় আর শিক্ষায়তনগুলি মিলিয়ে সর্বসাকল্যে রুশ সাম্রাজ্যে যারা বিদ্যালয়ে যায় তাদের **মোট** সংখ্যা ছিল ১৯০৪ সালে ৬২,০০,১৭২, আর ১৯০৮ সালে ৭০,৯৫,৩৫১। বেড়েছিল। **১৯০৫** সাল, রাশিয়ায় জনগণের প্রধান অংশের মহা-জাগরণের সাল, প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে মুক্তির জন্যে জনগণের মহা-সংগ্রামের সাল সেটা ছিল এমন সাল যা আমাদের আমলাতান্ত্রিক মন্ত্রককেও নড়তে চড়তে **বাধ্য করেছিল।**

কিন্তু, **এমনকি** অতি দ্রুত 'বিভাগীয়' প্রগতির অবস্থায়ও, আমলাবাহিনী বজায় থাকার দরুন, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সর্বশক্তিমান ক্ষমতার দরুন কী **দারিদ্র্য** আমাদের ভাগ্যে অবধারিত সেটা একবার তাকিয়ে দেখুন।

ঐ একই 'রুশী বর্ষপঞ্জিতে' ঐ একই জায়গায় বিবৃত হয়েছে, ১৯০৮ সালে প্রতি ১,০০০ অধিবাসীতে ৪৬·৭ জন বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল (১৯০৪ সালে অঙ্কটা ছিল প্রতি ১,০০০ অধিবাসীতে ৪৪·৩ জন)।

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকের প্রকাশিত মালমসলা থেকে এই অঙ্ক, যা জনশিক্ষা-

মন্ত্রক দুমায় জানাতে ইচ্ছা বোধ করে নি, এই অঙ্ক থেকে আমরা কী জানতে পাচ্ছি? এই অনুপাতটার অর্থ কী — বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ১,০০০ জনের মধ্যে ৫০ **জনের কম?**

সরকারী জন-অপশিক্ষাকে আপনারা ভদ্রমহোদয়েরা যাঁরা সমর্থন করেন, আমাদের রাষ্ট্রে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সর্বময় ক্ষমতার দরুন রাশিয়ার **অবিশ্বাস্য** অনগ্রসরতা আর বর্বরতার কথাই ওটা আমাদের বলছে। রাশিয়ায় বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের শিশু আর যৌবনোন্মুখ কিশোরদের সংখ্যা জনসংখ্যার ২০ শতাংশের বেশি, অর্থাৎ, **এক-পঞ্চমাংশের** বেশি। **এমনকি** কাস্সো আর ককোভৎসভ বাবুরাও নিজেদের বিভাগীয় কেরানিদের কাছ থেকে এইসব অঙ্ক অক্লেশে জানতে পারতেন।

তাহলে, জনসংখ্যার ২২ শতাংশ বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের কিন্তু ৪·৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায় — সেটা হল **মাত্র এক-পঞ্চমাংশের সামান্য বেশি!!** তার অর্থ, রাশিয়ায় শিশু আর যৌবনোন্মুখ কিশোরদের প্রায় **চার-পঞ্চমাংশ** জনশিক্ষা থেকে **বঞ্চিত!!**

এত বর্বর, এবং যেখানে জনগণের প্রধান অংশ শিক্ষা, আলোক আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন মাত্রায় **লুণ্ঠিত,** এমন দেশ আর নেই — এমন দেশ ইউরোপে আর থাকে নি, রাশিয়া ব্যতিক্রম। জনগণের প্রধান অংশকে, বিশেষত কৃষককুলকে এই যে পিছনে বর্বরতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া, এটা আপতিক নয়, এটা **অবশ্যম্ভাবী** ভূস্বামীদের জোয়ালের অধীনে, যে-ভূস্বামীরা গ্রাস করেছে কোটি কোটি এবং আরও কোটি কোটি দেসিয়াতিনা ভূমি, যারা রাষ্ট্রশক্তি গ্রাস করেছে দুমা এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ (১৫) উভয় ক্ষেত্রে এবং কেবল এইসব প্রতিষ্ঠানেই নয়, এগুলি তো অপেক্ষাকৃত **নিম্ন-পর্যায়ের** প্রতিষ্ঠান...

রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা উঠতি পুরুষের চার-পঞ্চমাংশের ভাগ্যে নিরক্ষরতা অবধারিত করে দিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনগণের এই হতবুদ্ধিকরণের অনুবন্ধী উপাদান রয়েছে দেশের নিরক্ষরতার মধ্যে। ঐ একই সরকারী 'রুশী বর্ষপঞ্জির' হিসেবে (৮৮ পৃষ্ঠা), রাশিয়ার জনসংখ্যার মাত্র ২১ শতাংশ সাক্ষর, আর **প্রাক**-বিদ্যালয় বয়সের শিশুদের (অর্থাৎ, ন' বছরের কমবয়সী শিশুদের) (মোট জনসংখ্যা থেকে) বাদ দিলেও তখনও সংখ্যাটা হবে মাত্র ২৭ শতাংশ।

সভ্য দেশগুলিতে আদৌ কোন নিরক্ষর নেই, যেমন, সুইডেনে কিংবা ডেনমার্কে, কিংবা আছে মাত্র এক কিংবা দুই শতাংশ, যেমন, সুইজারল্যাণ্ডে কিংবা জার্মানিতে। এমনকি অনগ্রসর অস্ট্রো-হাঙ্গেরিও তার স্লাভ জনসংখ্যার জন্যে এমন অবস্থা করে দিয়েছে যা সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়া যা করেছে তার চেয়ে **অতুলনীয়ভাবে** বেশি সভ্য: নিরক্ষর আছে অস্ট্রিয়ায় ৩৯ শতাংশ, হাঙ্গেরিতে ৫০ শতাংশ। আমাদের শোভিনিস্ট, দক্ষিণপন্থী, জাতীয়তাবাদী আর অক্টোবরপন্থীরা এইসব অংক সম্বন্ধে **ভেবে দেখলেও** তো পারে — যদি তারা চিন্তা করতে ভুলে যাবার 'রাজপুরুষোচিত' লক্ষ্য এবং সেটাই জনগণকে শেখাবার লক্ষ্য গ্রহণ না করে থাকে। কিন্তু তারা যদি ভুলেই গিয়ে থাকে তবু রাশিয়ার জনগণ আরও বেশি বেশি করে **শিখছে** চিন্তা করতে, — অধিকন্তু রাষ্ট্রে নিজ আধিপত্য দিয়ে রাশিয়ার কৃষকদের বৈষয়িক আর আত্মিক রিক্ততার ভাগ্য অবধারিত করছে সে কোন শ্রেণী সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখছে।

সাক্ষরের সংখ্যা যতখানি তাতে আমেরিকা অগ্রসর দেশগুলির মধ্যে **নয়**। সেখানে প্রায় ১১ শতাংশ নিরক্ষর, আর নিগ্রোদের মধ্যে অংকটা ৪৪ শতাংশ — এত চড়া। কিন্তু 'জনশিক্ষার' দিক থেকে আমেরিকার নিগ্রোরা রুশ কৃষকদের চেয়ে **দ্বিগুণের বেশি** অবস্থাপন্ন। আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাকর হয়ে আমেরিকার নিগ্রোরা যতই বেশি নিপীড়িত হোক না কেন, রাশিয়ার কৃষকদের চেয়ে তাদের অবস্থা ভাল — তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তার কারণ ঠিক অর্ধ-শতক আগে জনগণ মার্কিন ক্রীতদাস-মালিকদের চরম পরাজয় ঘটিয়েছিল, সেই সাপটাকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলেছিল, আমেরিকায় ক্রীতদাসপ্রথা আর দাস-মালিকানার রাষ্ট্রটাকে এবং দাস-মালিকদের বিশেষ রাজনীতিক সুযোগসুবিধাগুলোকে ঝেঁটিয়ে দূর করেছিল।

রাশিয়ার জনগণকে আমেরিকার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করতে শেখাবেন কাস্‌সোরা আর ককোভৎসভেরা আর মাক্‌লাকভেরা।

১৯০৮ সালে আমেরিকায় বিদ্যালয়ে পড়ত **১,৭০,০০,০০০ জন**, অর্থাৎ, **অধিবাসীদের প্রতি হাজারে ১৯২ জন** — রাশিয়ায় সংখ্যাটার **চারগুণের বেশি**। তেতাল্লিশ বছর আগে, ১৮৭০ সালে, যখন ক্রীতদাসপ্রথার দুর্মর সমর্থকদের থেকে দেশকে **বিমুক্ত করার** পরে আমেরিকা তার মুক্ত

জীবনযাত্রাপ্রণালী সবে গড়তে **আরম্ভ করেছিল** — সেই তেতাল্লিশ বছর আগে আমেরিকায় বিদ্যালয়গুলিতে পড়ছিল ৬৮,৭১,৫২২ জন, অর্থাৎ, রাশিয়ায় ১৯০৪ সালে যা তার চেয়ে বেশি এবং ১৯০৮ সালে যা **প্রায়** তত। কিন্তু সেই অত আগে, ১৮৭০ সালে আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে ভরতি হওয়া লোকের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজার অধিবাসীতে ১৭৮ (**এক-শ আটাত্তর**), **আজ** রাশিয়ায় যত জন ভরতি আছে তার চারগুণের সামান্য কম।

অর্ধ-শতক আগে আমেরিকানরা নিজেদের জন্যে **যে-মুক্তি** জিতে নিয়েছিল সেটা রাশিয়াকে **এখনও** নিজের জন্যে জয় করতে হবে অটলভাবে পরিচালিত বৈপ্লবিক সংগ্রামে, ঐ তার আরও প্রমাণ, ভদ্রমহোদয়গণ।

রাশিয়ার জন-অপশিক্ষা-মন্ত্রকের জন্যে ১৯১৩ সাল বাবত বরাদ্দ হয়েছে ১৩,৬৭,০০,০০০ রুবল। এটা দাঁড়ায় জনসংখ্যার (১৯১৩ সালে ১৭,০০,০০,০০০) মাথাপিছু মাত্র ৮০ কোপেক। বাজেটের সঙ্গে নিজের ব্যাখ্যামূলক টীকার ১০৯ পৃষ্ঠায় অর্থ-মন্ত্রী যে-'শিক্ষা খাতে সর্বমোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়' দিয়েছেন সেটাকে মেনে নিলেও — অর্থাৎ, ২০,৪৯,০০,০০০ রুবল — তবু আমরা পাচ্ছি মাথাপিছু মাত্র ১ রুবল ২০ কোপেক। বেলজিয়ম, বৃটেন এবং জার্মানিতে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয় জনসংখ্যার মাথাপিছু দুই থেকে তিন রুবল, এমনকি, তিন রুবল পঞ্চাশ কোপেক। ১৯১০ সালে আমেরিকা জনশিক্ষা বাবত ব্যয় করেছিল ৪২,৬০,০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ, ৮৫,২০,০০,০০০ রুবল বা জনসংখ্যার মাথাপিছু ৯ রুবল ২৪ কোপেক। তেতাল্লিশ বছর আগে, ১৮৭০ সালে আমেরিকা প্রজাতন্ত্র জনশিক্ষা খাতে ব্যয় করছিল বছরে ১২.৬০,০০,০০০ রুবল, অর্থাৎ, মাথাপিছু ৩ রুবল ৩০ কোপেক।

আমলাদের সরকারী রচনাগুলো এবং ঐ কর্মকর্তারা নিজেরাই আপত্তি তুলে আমাদের বলবে, রাশিয়া গরিব, তার টাকা নেই। তা সত্যি, রাশিয়া গরিবই শুধু নয়, জনশিক্ষার বেলায় সে ভিখারী। সেটাকে পুষিয়ে নেবার জন্যে, ভূস্বামীদের শাসিত সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের খাতে ব্যয়ের বেলায়, বা পুলিস খাতে, ফৌজ খাতে, খাজনা আদায় খাতে এবং যেসব ভূস্বামী 'উঁচু' সরকারী পদে উঠেছে তাদের দশ হাজার রুবল বেতনের খাতে ব্যয়ের বেলায়, গতকাল কোরিয়ায় কিংবা ইয়ালু নদীর

ধারে আর আজ মঙ্গোলিয়ায় কিংবা তুর্কী আর্মেনিয়ায় ঝুঁকিদার অভিযান আর লুণ্ঠনের খাতে ব্যয়ের বেলায় রাশিয়া খুবই 'ধনী'। **যতক্ষণ পর্যন্ত** না সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের জোয়াল ছুড়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট মাত্রায় জনসাধারণ নিজেদের শিক্ষিত করে তুলছে ততক্ষণ জনশিক্ষা খাতে ব্যয়ের ব্যাপারে রাশিয়া **বরাবরই** গরিব আর দীন-হীন থাকবে।

বিদ্যালয়-শিক্ষকদের মাইনের বেলায় রাশিয়া গরিব। শিক্ষকদের দেওয়া হয় অতি তুচ্ছ যৎসামান্য। মানুষের বাসোপযোগী নয় বললেই হয় এমন না-তাপিত কুঁড়েঘরে বিদ্যালয়-শিক্ষকেরা উপোসী থাকেন আর শীতে কাঁপেন। শীতকালে কৃষকেরা যেসব গবাদি পশুকে নিজেদের কুঁড়েঘরগুলোর ভিতরে নেয় সেইসব পশুর সঙ্গে একত্রে থাকেন বিদ্যালয়-শিক্ষকেরা। বিদ্যালয়-শিক্ষকদের নির্যাতন করে প্রত্যেকটা উরিয়াদনিক (পুলিস সার্জেন্ট)(১৬), 'কৃষ্ণশতের'(১৭) প্রত্যেকটা গ্রাম্য অনুচর, স্বেচ্ছাগুপ্তচর কিংবা গোয়েন্দারা, উচ্চতর কর্মকর্তাদের ছিদ্রানুসন্ধান আর নির্যাতনের কথা তো না বললেও হয়। রাশিয়া এত গরিব যে জনশিক্ষা ক্ষেত্রে সৎ কর্মীদের উপযুক্ত মাইনে দিতে পারে না, কিন্তু অভিজাত পরজীবীগুলো বাবত, সামরিক হঠকারী অভিযান বাবত এবং চিনিকলের মালিক, তৈল সম্রাট, ইত্যাদিকে যৎকিঞ্চিৎ দেবার বাবত নিযুত-নিযুত কোটি-কোটি অপচয় করবার পক্ষে রাশিয়া যথেষ্ট ধনী।

ভদ্রমহোদয়গণ, অন্য একটা অঙ্ক আছে, আমেরিকার জীবন থেকে নেওয়া শেষ অঙ্কটা, যেটা রুশী ভূস্বামীদের আর **তাদের** সরকারের হাতে নিপীড়িত জাতিগুলিকে দেখিয়ে দেবে, যারা বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মুক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে সেই জাতি **কিভাবে** জীবনযাপন করে। ১৮৭০ সালে আমেরিকায় ছিলেন ২,০০,৫১৫ জন বিদ্যালয়-শিক্ষক, তাঁদের মোট মাইনে ছিল ৩,৭৮,০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ, শিক্ষক প্রতি বছরে গড়ে ১৮৯ ডলার বা **৩৭৭ রুবল**। আর সেটা ছিল **চল্লিশ বছর** আগে! আমেরিকায় এখন বিদ্যালয়-শিক্ষক **৫,২৩,২১০ জন,** তাঁদের মোট মাইনে দাঁড়ায় ২৫,৩৯,০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ শিক্ষক প্রতি বছরে ৪৮৩ ডলার বা **৯৬৬ রুবল**। আর রাশিয়ায়, এমনকি উৎপাদন-শক্তিগুলির বর্তমান মাত্রায়ও, যে-বিদ্যালয়-শিক্ষকবাহিনী জনগণকে অজ্ঞতা, তমসা আর নিপীড়ন থেকে তুলে আনতে সাহায্য করছেন তাঁদেরও তার চেয়ে কম

সন্তোষজনক নয় এমন মাইনে নিশ্চিত করা খুবই সম্ভব হত, যদি... যদি রাশিয়ার সমগ্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থাটা আমেরিকান ব্যবস্থারই মতো গণতান্ত্রিক ধারায় সম্পূর্ণভাবে পুনঃসংগঠিত হত।

হয়, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের পূর্ণ ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত, 'তেসরা জুন আইনের'(১৮) শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য আর বর্বরতা, নইলে, মুক্তি জয় করবার **সামর্থ্য আর দৃঢ়সংকল্প** থেকে উদ্ভূত মুক্তি আর সভ্যতা, — জনশিক্ষা-মন্ত্রক থেকে উত্থাপিত প্রাক্‌কলন রাশিয়ার নাগরিকদের এই বস্তুমূলক **শিক্ষাই** দিয়েছে।

বিষয়টার নিছক বৈষয়িক কিংবা, এমনকি আর্থিক দিক সম্বন্ধেই আমি এযাবত কিছু বলেছি। রাশিয়ায় শিক্ষকদের এবং যাদের তাঁরা শিক্ষা দেন তাদের আত্মিক দাসত্ব-বন্ধন, হীনতা, দমন আর অধিকার-বিহীনতার চিত্র আরও বেশি বিষণ্ণ, কিংবা, আরও সঠিক ভাষায়, আরও বেশি ঘৃণাজনক। এ ক্ষেত্রে জনশিক্ষা-মন্ত্রকের সমগ্র ক্রিয়াকলাপই নাগরিকদের অধিকার নিয়ে নিছক প্রহসন, জনগণকে নিয়ে প্রহসন। সাধারণভাবে জনগণের এবং বিশেষত শ্রমিকদের শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিসের কড়া নজর, পুলিসের বলপ্রয়োগ, পুলিসের **হস্তক্ষেপ,** নিজেদের জ্ঞানোন্নয়নের জন্যে জনগণ নিজেরা যাকিছু করে পুলিসের হাতে সেসবের **ধ্বংস** — ঐ মন্ত্রকের **সমগ্র** ক্রিয়াকলাপ বলতে এইই বুঝায়, যে-মন্ত্রকের বরাদ্দ অনুমোদন করবে ভূস্বামী অভিজাতকুল, দক্ষিণপন্থীদের থেকে অক্টোবরপন্থী অবধি উভয় সমেত।

চতুর্থ দুমার ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথাগুলির নির্ভুলতা **প্রমাণ করার** জন্যে এমন একজনকে সাক্ষী মানবো যাতে **এমনকি** আপনারাও, ভূস্বামীরাও আপত্তি করতে পারেন না। আমার সাক্ষী হলেন অক্টোবরপন্থী মিঃ **ক্লুঝেভ,** যিনি তৃতীয় এবং চতুর্থ দুমার সদস্য, সামারায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নারী মধ্য শিক্ষালয়ের তত্ত্বাবধায়ক সংসদের সদস্য, সামারা নগর পরিষদের বিদ্যালয় কমিটির সদস্য, সামারা গুবেনির্য়া জেম্‌স্ত্‌ভোর(১৯) অডিটিং বোর্ডের সদস্য,. সরকারী শিক্ষায়তনগুলির প্রাক্তন পরিদর্শক। **খোদ** সরকারই, আমাদের ভূস্বামীদের জেম্‌স্ত্‌ভোতে ভূস্বামীরা **নিজেরাই** মিঃ ক্লুঝেভকে আমাদের জন-হতবুদ্ধিকরণ মন্ত্রকের 'কাজে' (গোয়েন্দা আর জল্লাদদের 'কাজে') সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন পদ দিয়েছে সেটা আপনাদের কাছে **প্রমাণ করার** জন্যে আমি এই অক্টোবরপন্থীটির পদ-

পদাবিগ্লোর ফিরিস্তি দিলাম (তৃতীয় দ্মার সরকারী নির্দেশক গ্রন্থ ব্যবহার করে)।

আর যে-কেউ হোক, মিঃ ক্লুঝেভ নিশ্চয়ই একজন আইনানুগ, ধর্মভীরু জনপালন কৃত্যশায়ী হিসেবে নিজের সমগ্র কর্মজীবন গড়ে তুলেছেন। আর যে-কেউ হোক, কিঃ ক্লুঝেভ জেলায় বিশ্বস্তভাবে কর্মসাধন করে অভিজাতকুল আর ভূস্বামীদের আস্থা অর্জন করেছেন।

একেবারে পুরোদস্তুর নির্ভরযোগ্য (সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে) এই সাক্ষীটির একটা বক্তৃতা থেকে কয়েকটা অংশ এখানে দিচ্ছি; জনশিক্ষা-মন্ত্রক থেকে পেশ করা বরাদ্দের বিষয়ে **তৃতীয়** দুমায় এই বক্তৃতাটা করা হয়েছিল।

মিঃ ক্লুঝেভ তৃতীয় দুমায় বলেছিলেন, কিছু গ্রাম্য দু'-সালা বিদ্যালয়কে চার-সালা বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে দরখাস্ত করার জন্যে মিঃ ক্লুঝেভের প্রস্তাব সামারা জেমস্তভোতে **সর্বসম্মতিক্রমে** গৃহীত হয়েছিল। আইনানুগ এবং ধর্মভীরু মিঃ ক্লুঝেভ বিবরণে বলেন, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক তাতে **অসম্মত হয়েছিল**। কেন? সরকারী জবাবদিহি ছিল: **'বিদ্যালয়ের বয়সের শিশুদের সংখ্যা নগণ্য এতদ্দৃষ্টে।'**

অতঃপর মিঃ ক্লুঝেভ নিম্নলিখিত তুলনা দিয়েছিলেন: সামারার গ্রামগুলির ৬,০০০ বাসিন্দার জন্যে **আমাদের** (তিনি বলেন ভূস্বামী-নিপীড়িত রাশিয়া সম্বন্ধে) চার-সালা বিদ্যালয় **নেই একটাও**। **২,৮০০** বাসিন্দার সের্দোবল শহরে (ফিনল্যান্ড) **চারটে** মাধ্যমিক (এবং মাধ্যমিকের চেয়ে উচ্চতর) বিদ্যালয় আছে।

এই তুলনা করেছিলেন অক্টোবরপন্থী, অতি সুযোগ্য পেরেদনভ*... ফসকানটার জন্যে মাপ করবেন, অতি সুযোগ্য মিঃ ক্লুঝেভ তৃতীয় দুমায়। দুমার প্রতিনিধিমহোদয়গণ, জনগণের না হলেও অন্তত ভূস্বামীদের, ঐ তুলনাটা নিয়ে ভেবে দেখুন। বিদ্যালয়গুলি খুলবার জন্যে দরখাস্ত করেছিল কে? বামপন্থীরা হতে পারে কি? মুঝিকেরা? শ্রমিকেরা? ঈশ্বর না করুন!! **সর্বসম্মতিক্রমে** দরখাস্তটা করেছিল সামারা জেমস্তভো, অর্থাৎ, সামারার

* পেরেদনভ — সলোগুবের উপন্যাস 'ক্ষুদে শয়তান' থেকে শিক্ষক গোয়েন্দা এবং অগা অভব্য চরিত্র।

ভূস্বামীরা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী কৃষ্ণশত অনুচরেরা। আর সরকার তার তত্ত্বাবধায়ক মারফত অনুরোধটায় অসম্মত হল, সেজন্যে ওজর দেখাল, বিদ্যালয়ের বয়সের শিশুদের সংখ্যা ছিল **'নগণ্য'**!! আমি যখন বলেছি, সরকার রাশিয়ায় জনশিক্ষা **ব্যাহত করে**, রাশিয়ায় জনশিক্ষার সবচেয়ে বড় শত্রু সরকার, তাতে আমি কি সর্বতোভাবেই সঠিক নই?

ফিনল্যান্ডে আমরা যে দেখি সংস্কৃতি, সভ্যতা, মুক্তি, সাক্ষরতা, শিক্ষিতা নারী ইত্যাদি, সেসব আসছে **সম্পূর্ণতই** এটা থেকে যে, সেখানে **নেই** রুশী সরকারের মতো কোন 'সামাজিক অমঙ্গল'। এখন আপনারা এই অমঙ্গলটাকে ফিনল্যান্ডের উপর চাপাতে চান এবং তাকেও একটা দাস দেশ করতে চান। তাতে আপনারা সফল হবেন না, ভদ্রমহোদয়গণ!! ফিনল্যান্ডের উপর রাজনীতিক দাসত্ব চাপাবার চেষ্টা দিয়ে আপনারা রাশিয়ার জাতিগুলির রাজনীতিক দাসত্ব থেকে জাগরণটাকেই ত্বরান্বিত করবেন শুধু!

অক্টোবরপন্থী সাক্ষী মিঃ ক্রুঝেভের বক্তৃতা থেকে আর একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 'শিক্ষকদের সংগ্রহ করা হয় কিভাবে?' মিঃ ক্রুঝেভ তাঁর বক্তৃতায় এই প্রশ্ন তুলে নিজেই নিম্নলিখিত উত্তর দেন:

> 'পপোভ নামে সামারার এক প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তি নারীদের জন্যে একটা শিক্ষিকা শিক্ষালয় পত্তন করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ উইল করে দিয়ে যান।' অতঃপর ঐ শিক্ষালয়ের প্রধানা নিযুক্ত হয়েছিলেন কে, আপনারা কি মনে করেন? প্রয়াত পপোভের উইল নির্বাহক যা লিখেছেন সেটা এই: **'গার্ড্‌স্‌-এর এক জেনারেলের বিধবা স্ত্রী** শিক্ষালয়ের প্রধানা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, নারীদের জন্যে শিক্ষিকা শিক্ষালয় নামে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কথা তিনি শুনলেন জীবনে এই প্রথম বার'!!

ভাববেন না যেন এটা আমি নিয়েছি দেমিয়ান বেদনির কোন উপকথা-সংগ্রহ থেকে, যে রকমের উপকথার জন্যে 'প্রস্‌ভেশ্চেনিয়ে' পত্রিকার জরিমানা হয়েছিল এবং অর সম্পাদক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তেমন কিছুই নয়। এই তথ্য নেওয়া হয়েছে অক্টোবরপন্থী ক্রুঝেভের বক্তৃতা থেকে — যে ক্রুঝেভ (ধর্মভীরু এবং পুলিস-ভীরু মানুষ হিসেবে) এই তথ্যটার তাৎপর্য সম্বন্ধে **ভেবে দেখতেও** ভয় পান। কেননা, এই তথ্যটি আবারও সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, রাশিয়ায় জনগণের শিক্ষায় রুশ

সরকারের চেয়ে অসৎ, তার চেয়ে অপ্রশম্য শত্রু আর নেই। যেসব সজ্জন জনশিক্ষার জন্যে অর্থ উইল করে দান করেন তাঁরাও বুঝুন, তাঁরা টাকাটা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন, ছুড়ে ফেলার চেয়ে খারাপ। তাঁরা নিজেদের টাকা উইল করে দান করতে চান জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে, কিন্তু **প্রকৃতপক্ষে** ফলত প্রমাণ হয় তাঁরা টাকা দিচ্ছেন **গার্ডস্-এর জেনারেলদের** আর তাদের **বিধবাদের**। এমনসব লোকহিতৈষী যদি টাকা ছুড়ে ফেলে দিতে না চান, তাহলে তাঁদের বুঝতেই হবে যে, টাকাটা উইল করে দান করতে হবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের, **একমাত্র** তারাই জনগণের **সত্যিকার** শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্যে সেই অর্থ ব্যবহার করতে সক্ষম, সে শিক্ষা হবে যথার্থই 'গার্ডস্-এর জেনারেলদের' থেকে স্বাধীন... এবং স্বাধীন ভীরু আর আইনানুগ ক্লুঝেভদের থেকে।

ঐ একই মিঃ ক্লুঝেভের বক্তৃতা থেকে আরও একটা অংশ:

'সেমিনারি শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষায়তনগুলিতে অবাধ প্রবেশের জন্যে তৃতীয় দুমার আমরা ইচ্ছা করেছিলাম বৃথাই। আমাদের ইচ্ছায় রাজি হওয়া মন্ত্রক সম্ভব মনে করে নি।' 'প্রসঙ্গত, সরকার উচ্চতর শিক্ষার পথরোধ করে সেটা কেবল সেমিনারি শিক্ষার্থীদের বেলায় নয়, সাধারণভাবে কৃষক এবং শহরের পেটি বুর্জোয়া সামাজিক স্তরগুলির সন্তানদের বেলায়ও। এটা কিছু চমৎকার কথা নয়, কিন্তু সত্য,'—এই কথা চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন জনশিক্ষা-মন্ত্রকের অক্টোবরপন্থী কর্মকর্তাটি। 'মধ্য শিক্ষালয়গুলিতে ১,১৯,০০০ ছাত্রের মধ্যে কৃষক মাত্র ১৮,০০০। জনশিক্ষা-মন্ত্রকের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশুনা করে তার মাত্র ১৫ শতাংশ কৃষক। ধর্মতত্ত্বের সেমিনারিগুলিতে ২০,৫০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১,৩০০ কৃষক। ক্যাডেট কোর এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কৃষকদের আদৌ ভরতি করা হয় না' (ক্লুঝেভের বক্তৃতা থেকে এই অংশগুলি ১৯১২ সালের ৬ নং 'নেভ্স্কায়া জ্ভেজ্দা'(২০) পত্রিকায় (তাং ২২ মে) ক. দরোসের্দভের একটা প্রবন্ধে প্রসঙ্গত উদ্ধৃত হয়েছিল)।

ঐভাবেই মিঃ ক্লুঝেভ বলেছিলেন তৃতীয় দুমায়। চতুর্থ দুমায় যাঁরা কর্তাব্যক্তি তাঁরা ঐ সাক্ষীর জবানবন্দিগুলিকে খণ্ডন করতে পারবেন না। এই সাক্ষীটি নিজের ইচ্ছার **বিরুদ্ধে** এবং নিজের যা কামনা তা **সত্ত্বেও**, সাধারণভাবে রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে জনশিক্ষা ক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্বন্ধে **বৈপ্লবিক** মূল্যায়নটিকেই সম্পূর্ণত দৃঢ়ভাবে

অনুমোদন করছেন। একজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা এবং অক্টোবরপন্থীদের শাসক পার্টির একজন সদস্যের কথা অনুসারে যে-সরকার কৃষক এবং শহরের পেটি বুর্জোয়াদের শিক্ষার **পথরোধ করে** সে-সরকার বাস্তবিক পক্ষে কিসের যোগ্য?

একটু ভেবে দেখুন, ভদ্রমহোদয়গণ, শহরের পেটি বুর্জোয়া আর কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এমন সরকার কিসের যোগ্য!

আর এটাও ভুলবেন না যে, কৃষক আর শহরের পেটি বুর্জোয়ারা হল জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ, অর্থাৎ, জনসাধারণের **নয়-দশমাংশের** সামান্য কম। মাত্র **দেড় শতাংশ** নিয়ে অভিজাতকুল। দেখা যাচ্ছে, সমস্ত রকমের বিদ্যালয় এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যে জনসাধারণের নয়-দশমাংশ থেকে সরকার অর্থ নিচ্ছে এবং **সেই অর্থ ব্যবহার করছে** অভিজাতকুলকে শিক্ষা দেবার জন্যে — কৃষক এবং শহরের পেটি বুর্জোয়াদের **পথরোধ করে!!** অভিজাতকুলের এই সরকার কিসের যোগ্য সেটা স্পষ্ট নয় কি? জনসংখ্যার **এক-শতাংশের** বিশেষ সুযোগসুবিধা বজায় রাখার জন্যে জনসংখ্যার নয়-দশমাংশকে নিপীড়িত করে এই যে সরকার -- এটা কিসের যোগ্য?

অতঃপর শেষে, আমার সাক্ষী জনশিক্ষা-মন্ত্রকের অক্টোবরপন্থী কর্মকর্তা এবং তৃতীয় (আর চতুর্থ) দুমার সদস্য মিঃ ক্লুঝেভের বক্তব্য থেকে শেষ উদ্ধৃতি:

'১৯০৬ থেকে ১৯১০ এই পাঁচ বছরে,' মিঃ ক্লুঝেভ বলেছেন, 'কাজান এলাকায় নিম্নোক্তরা তাঁদের পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন: মাধ্যমিক আর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ২১ জন প্রধান শিক্ষক, সরকারী বিদ্যালয়গুলির ৩২ জন পরিদর্শক এবং শহরের ১,০৫৪ জন বিদ্যালয়-শিক্ষক; এইসব শ্রেণীর ৮৭০ জনকে বদলি করা হয়েছে। ভাবুন তো,' চেঁচিয়ে বলে উঠেছেন মিঃ ক্লুঝেভ, 'আমাদের বিদ্যালয়-শিক্ষক শান্তিতে ঘুমোতে পারেন কেমন করে? তিনি হয়ত শুতে যেতে পারেন আস্ত্রাখানে, কিন্তু পরদিন তিনি ভিয়াৎকায় থাকবেন না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন না। শিকারের জন্যে তাড়িয়ে নিয়ে চলা র‍্যাবিটের মতো শিক্ষকের মনস্তত্ত্বটা বুঝবার চেষ্টা করুন!'

এটা কোন 'বামপন্থী' বিদ্যালয়-শিক্ষকের বিস্ময়-বেদনাহত চেঁচানি নয় — এটা একজন অক্টোবরপন্থীর। এইসব অঙ্কের উল্লেখ করেছেন একজন অধ্যবসায়ী জনপালন কৃত্যশায়ী। দক্ষিণপন্থী, জাতীয়তাবাদী আর

অক্টোবরপন্থী ভদ্রমহোদয়গণ, তিনি **আপনাদেরই** সাক্ষী!! শিক্ষকদের আচরণে সরকারের অতি কলঙ্কজনক, অতি নির্লজ্জ এবং অতি জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 'আপনাদেরই' এই সাক্ষীটি!! ভদ্রমহোদয়গণ যাঁরা চতুর্থ দুমায় এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে কর্তাব্যক্তি, **আপনাদেরই** এই সাক্ষীটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, রুশ সরকার রাশিয়ায় শিক্ষকদের র‍্যাবিটের মতো **'তাড়া করে ফেরে'**!!

রাশিয়ার জীবনে অনুরূপ হাজার হাজার তথ্যের অন্যতম এই তথ্যটি যে-ভিত্তি যুগিয়েছে সেখান থেকে রাশিয়ার জনগণ এবং রাশিয়ার সমস্ত জাতিকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি: অভিজাতকুলের বিশেষ সুযোগসুবিধাগুলো সংরক্ষণের জন্যে এবং জনগণের শিক্ষকদের **'তাড়া করার'** জন্যে আমাদের একটা সরকারের দরকার আছে কি? এই সরকার কি জনগণের দ্বারা **বিতাড়িত হবারই** যোগ্য নয়?

হ্যাঁ, রাশিয়ায় জনগণের শিক্ষকদের র‍্যাবিটের মতো তাড়া করা হয়! হ্যাঁ, রাশিয়ায় জনসংখ্যার নয়-দশমাংশের শিক্ষার পথরোধ করে এই সরকার। হ্যাঁ, আমাদের জনশিক্ষা-মন্ত্রক হল একটা পুলিসের গোয়েন্দাগিরির মন্ত্রক, যে-মন্ত্রক যুবসমাজকে উপহাস করে, জনগণের জ্ঞানতৃষ্ণাকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু, চতুর্থ দুমার মাননীয় সদস্যবৃন্দ, রাশিয়ার শ্রমিকদের কথা উল্লেখ না করলেই হয়, রাশিয়ার সমস্ত কৃষক বহু দূরের কথা, তারা **র‍্যাবিটের** অনুরূপ নয়। শ্রমিক শ্রেণী এটা ১৯০৫ সালে(২১) প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে, তারা আবারও প্রমাণ করতে সমর্থ হবে — আরও জাঁকালোভাবে এবং ঢের বেশি গুরুত্বসহকারে প্রমাণ করতে সমর্থ হবে যে, তারা যথার্থ মুক্তির জন্যে, এবং কাস্সো কিংবা অভিজাতকুলের মতো নয়, **প্রকৃত জন**-শিক্ষার জন্যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাতে সমর্থ!

১৯১৩ সালের ২৭শে এপ্রিল (১০ই মে) লেখা	২৩শ খণ্ড, পৃঃ ১২৫—১৩৫

ইহুদী বিদ্যালয়গুলির জাতীয়করণ

সরকারের রাজনীতি জাতীয়তাবাদের ভাবে ভিজে জবজবে। 'শাসক' জাতি অর্থাৎ 'বড়ো-রুশী' জাতিকে সমস্ত রকমের বিশেষ সুবিধা দেবার বিভিন্ন চেষ্টা হয়, যদিও 'বড়-রুশীরা' হল রাশিয়ার জনসংখ্যার একটা **সংখ্যালঘু সম্প্রদায়,** যথাযথ হিসাবে মাত্র ৪৩ শতাংশ।

রাশিয়ার অন্যান্য সমস্ত জাতির অধিকার আরও খর্ব করার জন্যে, একটিকে অপর থেকে পৃথক করে রাখার জন্যে এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন চেষ্টা হয়।

এখনকার দিনের জাতীয়তাবাদের চরম অভিব্যক্তি হল ইহুদী বিদ্যালয়গুলির জাতীয়করণের পরিকল্প। ওদেসা এলাকার শিক্ষা আধিকারিকের থেকে পরিকল্পটি উদ্ভূত হয়, জন'শিক্ষা'-মন্ত্রক পরিকল্পটিকে সহানুভূতিসহকারে বিবেচনা করেছে। এই জাতীয়করণের অর্থ কী?

এর অর্থ হল **বিশেষ** ইহুদী বিদ্যালয়গুলিতে (মধ্যবিদ্যালয়) ইহুদীদের পৃথক করে রাখা। অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের — বেসরকারী এবং রাষ্ট্রীয় উভয়ই — দরজা ইহুদীদের সামনে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। ইহুদী মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাটাকে কুখ্যাত 'কোটায়' গণ্ডিবদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়ে এই 'চমৎকার' পরিকল্পনাটাকে সুসম্পন্ন করা হয়েছে!

ইউরোপের সমস্ত দেশে ইহুদীদের বিরুদ্ধে এমনসব ব্যবস্থা আর আইনকানুন ছিল বিধর্মী-দমন বিচারালয় (ইংকুইজিশন), বিধর্মীদের পোড়ানো এবং অনুরূপ নানা পরমানন্দের মধ্যযুগের অন্ধকার শতকগুলিতেই

শুধু। ইউরোপে অনেক আগেই ইহুদীদের পূর্ণ সমানতা দেওয়া হয়েছে, তারা যেসব জাতির মধ্যে বসবাস করে সেগুলির সঙ্গে তারা আরও বেশি বেশি করে মিশে যাচ্ছে।

ইহুদীদের উপর নিপীড়ন এবং নির্যাতন ছাড়াও, সাধারণভাবে আমাদের রাজনীতিক জীবনে এবং বিশেষভাবে উপরের ঐ পরিকল্পটিতে সবচেয়ে হানিকর উপাদান হল হাওয়া দিয়ে জাতীয়তাবাদের আগুন জবালাবার চেষ্টা, রাষ্ট্রে জাতিসত্তাগুলির একটাকে অপর থেকে পৃথক করে রাখার চেষ্টা, তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়িটাকে বাড়াবার চেষ্টা, তাদের বিদ্যালয়গুলিকে পৃথক পৃথক করার চেষ্টা।

সম্পূর্ণ বিপরীতে, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে — এবং সাধারণভাবে রাজনীতিক স্বাধীনতার স্বার্থেও আবশ্যক বিনা ব্যতিক্রমে রাষ্ট্রের সমস্ত জাতিসত্তার পূর্ণতম সমানতা, এবং জাতিগুলির মধ্যেকার সমস্ত রকমের অন্তরায় দূর করা, একই বিদ্যালয়গুলিতে সমস্ত জাতির ছেলেমেয়েদের একত্রিত করা, ইত্যাদি। একমাত্র প্রত্যেকটা বর্বর আর নির্বোধ জাতিগত কুসংস্কার পরিত্যাগ করে, একমাত্র সমস্ত জাতির শ্রমিকদের একই পরিমেলে সম্মিলিত করিয়েই শ্রমিক শ্রেণী একটা শক্তি হয়ে উঠতে পারে, পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাতে পারে এবং নিজ জীবনযাত্রার অবস্থার গুরুত্বসম্পন্ন উন্নতি ঘটাতে পারে।

পুঁজিপতিদের দিকে তাকিয়ে দেখুন: তারা 'সাধারণ মানুষের' মধ্যে জাতিগত বিবাদের আগুন জবালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারা নিজেরা তাদের কাজ-কারবার চালায় লক্ষণীয়ভাবেই খাসা — রুশী, ইউক্রেনীয়, পোল, ইহুদী আর জার্মানরা একত্রে একই জয়েণ্ট স্টক কোম্পানিতে। সমস্ত জাতি আর ধর্মের পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু শ্রমিকদের বিভক্ত আর দুর্বল করে ফেলতে চায় জাতিগত বিবাদ দিয়ে!

ইহুদী বিদ্যালয়গুলির জাতীয়করণের এই অতি হানিকর পরিকল্পটা প্রসঙ্গত দেখিয়ে দিচ্ছে, তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন'(২২) পরিকল্পনা, অর্থাৎ, শিক্ষাকে রাষ্ট্রের হাত থেকে নিয়ে সেটাকে পৃথকভাবে প্রত্যেকটা জাতির হাতে দেবার ধারণাটা কত ভ্রান্ত। আমাদের যে চেষ্টা করা উচিত সেটা এজন্যে নয়, **সমস্ত** জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যথার্থ গণতান্ত্রিক **অভিন্ন** বিদ্যালয়ের জন্যে সংগ্রামে এবং সাধারণভাবে

রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যে সমস্ত জাতির শ্রমিকদের ঐক্যের জন্যেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির দৃষ্টান্ত — ধরা যাক, পশ্চিম ইউরোপে সুইজারল্যান্ড আর পূর্ব ইউরোপে ফিনল্যান্ড — আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, একমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদিই বিভিন্ন জাতির সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এবং মানবিক (পাশব নয়) সহ-অবস্থান নিশ্চিত করে — জাতিসত্তা অনুসারে শিক্ষার কৃত্রিম ও হানিকর বিচ্ছিন্নতা **ছাড়াই**।

'সেভেরনায়া প্রাভদা', ১৪ নং
১৮ই অগস্ট, ১৯১৩

২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৫—৩৭৬

বিশপ নিকন ইউক্রেনীয়দের সমর্থন করেন কী ভাবে?

'কিয়েভস্কায়া মীস্‌ল্‌'(২৩) পত্রিকায় প্রকাশ, ইউক্রেনীয় বিদ্যালয় এবং ইউক্রেনীয় পরিমেলগুলি সংক্রান্ত বিল'এ প্রথম সই দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় দুমার সদস্য বিশপ নিকন, দক্ষিণপন্থী।

ঐ বিল'এ বলা হয়েছে: প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইউক্রেনীয় ভাষায় শিক্ষণ অনুমত হবে; ইউক্রেনীয় শিক্ষকদের নিয়োগ করা হবে; ইউক্রেনীয় ভাষা এবং ইউক্রেনের ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষাদান চালু করা হবে; ইউক্রেনীয় পরিমেলগুলিকে নির্যাতন করা হবে না, 'কর্তৃপক্ষের বিচারবুদ্ধি, যা প্রায়ই নগ্ন অরাজকতা তদনুসারে' পরিমেলগুলিকে বন্ধ করা হবে না।

তাহলে, পুরিশ্‌কেভিচের পার্টি কমরেড বিশপ নিকন **কোন কোন** ক্ষেত্রে **অরাজকতা** পছন্দ করেন না।

বিশপ নিকন যে ধরে নিয়েছেন যে, তিনি 'যে প্রশ্ন' তুলছেন 'সেটা বিশিষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন, এমন প্রশ্ন যা তিন কোটি সত্তর লক্ষ ইউক্রেনীয়র স্বভাববিকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট'; তিনি যে বলেছেন যে, 'সম্পদশালী, সুন্দর, প্রতিভাসমৃদ্ধ, পয়মন্ত এবং কাব্যময় ইউক্রেনের অধঃপাত, ক্রমহ্রতবৃদ্ধি এবং বিলম্বিত বিলুপ্তির ভাগ্য অবধারিত করা হচ্ছে', তা সম্পূর্ণতই ঠিক।

ইউক্রেনীয়দের উপর বড়-রুশীদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সম্পূর্ণতই ন্যায্য। কিন্তু, ইউক্রেনীয় দাবিদাওয়ার সপক্ষে বিশপ নিকন যেসব যুক্তি-বিচার তুলে ধরেছেন সেটা দেখা যাক:

'এই কুখ্যাত স্বশাসন, জাপোরোঝিয়ে সেচ'এর (২৪) পুনঃসংস্থাপন কিংবা ঐ রকমের কিছু, এসবের কিছুই ইউক্রেনীয় জাতি পাবার চেষ্টা করছে না; ইউক্রেনীয়রা বিযুক্তিবাদী নয়... ইউক্রেনীয়রা বৈদেশিক কুলের মানুষ নয়, তারা আমাদের আপন জন, জ্ঞাতি ভাই, আর সেইমতো, তাদের ভাষা এবং তাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের দিক দিয়ে কোন সীমাবদ্ধতা তাদের ভোগ করতে হওয়া চলে না; নইলে, তাদের, আমাদের ভাইদের সমীকৃত করা হয় ইহুদী, পোল, জর্জীয় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে, যারা যথার্থই বৈদেশিক কুলের মানুষ।'

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই: ইউক্রেনীয় বিশপ নিকন এবং তাঁর চিন্তারাজ্যের অন্যান্যেরা মিনতি করছেন বড়-রুশী ভূস্বামীরা ইউক্রেনীয়দের **বিশেষ সুবিধা** দিক, যেহেতু তারা তাদের ভাই, আর ইহুদীরা হল বৈদেশিক কুলের মানুষ! কথাটা সহজ-সরলভাবে এবং স্পষ্টাস্পষ্টি এই: যেহেতু ইহুদীরা এবং অন্যান্যেরা বৈদেশিক কুলের, তাদের উপর উৎপীড়ন চালাতে আমরা সম্মত আছি — যদি তোমরা আমাদের বিভিন্ন অনুগ্রহ দাও।

এ হল, কৃষ্ণশত থেকে উদারনীতিক অবধি, এমনকি, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অবধি **সমস্ত** বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা 'জাতীয় সংস্কৃতির' পক্ষসমর্থনের সেই সুপরিচিত চিত্র!

বিশপ নিকন যা বুঝতে নারাজ সেটা হল এই যে, যতক্ষণ না বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত জাতি সমস্ত উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ হচ্ছে, যতক্ষণ না 'বৈদেশিক কুলের মানুষ'-সংক্রান্ত ধারণাটাকে রাষ্ট্র-জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হচ্ছে, যতক্ষণ না সমস্ত জাতিসত্তার পূর্ণ সমানাধিকার তুলে ধরা হচ্ছে, ততক্ষণ ইউক্রেনীয়দের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ করা যেতে পারে না। যতক্ষণ না অতি বিস্তৃত স্থানীয় আর আঞ্চলিক স্বশাসন এবং জনসংখ্যার অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে **সমস্ত** রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন মীমাংসার নীতি (অর্থাৎ, সামঞ্জস্যপূর্ণ গণতন্ত্রের নীতি) সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করা হচ্ছে, ততক্ষণ জাতিগত নিপীড়ন থেকে নিরাপদ করা যায় না কাউকে।

ইউক্রেনীয়দের জন্যে 'জাতীয় সংস্কৃতি' সম্বন্ধে বিশপ নিকনের স্লোগানের অর্থ কার্যক্ষেত্রে ইউক্রেনীয় ভাষায় কৃষ্ণশতের ভাব-ধারণার প্রচার, ইউক্রেনীয়-যাজকতান্ত্রিক সংস্কৃতির স্লোগান।

রাজনীতিগতভাবে সচেতন শ্রমিকেরা বুঝতে পেরেছে যে, 'জাতীয় সংস্কৃতির' স্লোগানটা যাজকীয় কিংবা বুর্জোয়া ভাঁওতা -- তা সেটা বড়ো-রুশী, ইউক্রেনীয়, ইহুদী, পোলীয়, জর্জীয় কিংবা অন্য যেকোন সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হোক না কেন। এক-শ' পঁচিশ বছর আগে, যখন জাতি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতে বিভক্ত হয় নি, তখন জাতীয় সংস্কৃতির স্লোগান সামন্ততন্ত্র আর যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একই অভিন্ন আর অখণ্ড আহ্বান হতে পারত। কিন্তু তারপর থেকে বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের গতিবেগ সর্বত্র ত্বরিত হয়েছে। 'অখণ্ড' জাতি শোষক এবং শোষিতদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়াটা একটা নিষ্পন্ন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণভাবে জাতীয় সংস্কৃতির কথা বলতে পারে কেবল যাজকতন্ত্রীরা আর বুর্জোয়ারা। মেহনতী জনগণ বলতে পারে কেবল বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির কথাই। ওটাই একমাত্র সংস্কৃতি যা নির্দেশ করে জাতিসমূহের পূর্ণাঙ্গ, প্রকৃত, আন্তরিক সমানতা, জাতিগত উৎপীড়নের অবর্তমানতা এবং গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন। একমাত্র, পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর **সমস্ত** সংগঠনে সমস্ত জাতির শ্রমিকদের ঐক্য আর সংহতির পথেই 'জাতিসমস্যার সমাধানে' পেঁছন যাবে।

'প্রাভদা ত্রুদা', ৩ নং
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৮—১০

‘সাংস্কৃতিক-জাতীয়’ স্বশাসন প্রসঙ্গে

যাকে বলা হয় ‘সাংস্কৃতিক-জাতীয়’ স্বশাসন (কিংবা: ‘যা জাতীয় উন্নয়নের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে এমন সব প্রতিষ্ঠানাদির স্থাপনা’) তার পরিকল্পনা বা কর্মসূচির মর্ম হল **প্রত্যেকটি জাতিসত্তার জন্যে পৃথক বিদ্যালয়।**

যাবতীয় প্রকাশ্য আর চাপা জাতীয়তাবাদীরা (বুন্দপন্থীরা(২৫) সমেত) এটাকে ঝাপসা করে দেবার জন্যে যত ঘন ঘন চেষ্টা করবে ততই বেশি এটাকে আমাদের চেপে ধরতে হবে।

পৃথক পৃথক সদস্যদের নিবেশস্থান নির্বিশেষে (ভূখন্ড নির্বিশেষে, ‘অতিরাষ্ট্রিক’ স্বশাসন এই কথাটা তারই থেকে) প্রত্যেকটি জাতি এক একটি সম্মিলিত সরকারীভাবে স্বীকৃত পরিমেল, যা জাতীয়-সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি চালায়। এইসব বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন হল শিক্ষা। নিবেশস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিককে অবাধে যেকোন জাতীয় পরিমেলের অন্তর্ভুক্ত বলে রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে দিয়ে বিভিন্ন জাতির সংস্থিতি নির্ধারণ করা হলে বিদ্যালয়গুলিকে জাতিসত্তা অনুসারে পৃথক করে রাখার চরম যথাযথতা আর পরম সামঞ্জস্য নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন তোলা যাক, সাধারণভাবে গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং বিশেষভাবে প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এমন বিভাগ কি অনুমত?

'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন' কর্মসূচির মর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি থাকলে সেটাই যথেষ্ট যাতে কেউ বিনা দ্বিধায় উত্তর দিতে সমর্থ হয় -- সেটা নিতান্ত অননুমত।

বিভিন্ন জাতি যতক্ষণ থাকে একই রাষ্ট্রের মধ্যে ততক্ষণ তারা নিয়ত নিয়ত এবং শত শত কোটি আর্থনীতিক, আইনগত আর সামাজিক বাঁধন দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। এইসব বাঁধন থেকে শিক্ষাকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায় কেমন করে? এটাকে কি রাষ্ট্রের 'এক্তিয়ার থেকে বের করে নেওয়া' যায়? উদ্ধৃতিটা বুন্দ'এর সূত্র থেকে, যে-সূত্রটার লক্ষণীয় আজগবি প্রকৃতি একেবারে ধ্রুপদী ধরনের। একই রাষ্ট্রের বাসিন্দা বিভিন্ন জাতি যদি বিভিন্ন আর্থনীতিক বাঁধনে আবদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে তাদের স্থায়িভাবে 'সাংস্কৃতিক' বিষয়ে এবং বিশেষত শিক্ষার বিষয়ে বিভক্ত করার চেষ্টা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী। বরং তার বিপরীতে, শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিগুলিকে **ঐক্যবদ্ধ করার** চেষ্টা হওয়া দরকার, যাতে বাস্তব জীবনে যথার্থ যা করা হয় তার জন্যে বিদ্যালয়গুলি একটা প্রস্তুতি হতে পারে। বর্তমানে আমরা দেখছি, বিভিন্ন জাতির যেসব অধিকার আছে, আর তাদের উন্নয়নের যা মাত্রা, তাতে তারা অসম। এই পরিস্থিতিতে, জাতিসত্তা অনুসারে বিদ্যালয়গুলিকে পৃথক করে ফেলা হলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলির অবস্থা **যথার্থই** এবং অবশ্যম্ভাবিভাবেই আরও **খারাপ** হবে। আমেরিকার দক্ষিণী (প্রাক্তন দাস) রাজ্যগুলিতে নিগ্রো শিশুদের এখনও আলাদা আলাদা বিদ্যালয়ে পৃথক করে রাখা হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে, উত্তরে শ্বেতাঙ্গ আর নিগ্রো শিশুরা একই বিদ্যালয়ে পড়ে। রাশিয়ায় সম্প্রতি পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয়েছিল 'ইহুদী বিদ্যালয়গুলির জাতীয়করণের', অর্থাৎ, ইহুদী শিশুদের অন্যান্য জাতির শিশুদের থেকে আলাদা আলাদা বিদ্যালয়ে পৃথক করে ফেলার। এর উপর বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছিল অতি প্রতিক্রিয়াপন্থী পুরিশ্‌কেভিচ মহলগুলিতে।

কেউ গণতন্ত্রী হতে পারে না যদি সে বিদ্যালয়গুলিকে জাতিসত্তা অনুসারে পৃথক করে দেবার ওকালতি করে। টীকা: এখন আমরা যুক্তি দেখাচ্ছি সাধারণ গণতান্ত্রিক (অর্থাৎ, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা অবশ্যই জাতিসত্তা অনুসারে বিদ্যালয়গুলির পৃথকীকরণের বিরোধিতা করব আরও জোরালোভাবে। কে না জানে যে, কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে সমস্ত জাতির পুঁজিপতিরা অতি ঘনিষ্ঠভাবে এবং অন্তরঙ্গভাবে সম্মিলিত থাকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলি, কার্টেল আর ট্রাস্টগুলি এবং কারখানা-মালিক সমিতিগুলি, ইত্যাদিতে, যেগুলি শ্রমিকদের **বিরুদ্ধে** পরিচালিত হয় জাতিসত্তা নির্বিশেষে? কে না জানে যে, উপান্তবর্তী, শান্তিপূর্ণ এবং নিদ্রালু গ্রামগুলির চেয়ে **যেকোন** পুঁজিতান্ত্রিক কারবারে -- প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খনি আর কল-কারখানা আর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে একেবারে পুঁজিতান্ত্রিক কৃষি-খামারগুলি অবধি — আমরা **সব সময়েই** বিনা ব্যতিক্রমে শ্রমিকদের মধ্যে অধিকতর প্রকারের জাতিসত্তা দেখতে পাই?

শহরের শ্রমিকেরা, যারা বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে সবচেয়ে ভালভাবে পরিচিত এবং শ্রেণী-সংগ্রামের মনস্তত্ত্বটাকে আরও বেশি গভীরভাবে উপলব্ধি করে — তাদের সমগ্র জীবনই তাদের শিক্ষা দেয় কিংবা তারা হয়ত মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই এটা আত্মভূত করে — এমন শ্রমিকেরা সাহজিকভাবে এবং অবশ্যম্ভাবিভাবেই বোঝে যে, জাতিসত্তা অনুসারে বিদ্যালয়গুলির পৃথকীকরণ একটা **হানিকর** পরিকল্প শুধু নয়, এটা **পুঁজিপতিদের তরফে** একটা ডাহা ফেরেববাজ প্রতারণা। এই রকমের ভাব-ধারণার ওকালতি দিয়ে এবং জনসাধারণের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকে জাতিসত্তা অনুসারে পৃথক করে আরও বেশি মাত্রায় শ্রমিকদের টুকরো-টুকরো, বিভক্ত এবং দুর্বল **করা যায়**; পক্ষান্তরে, পুঁজিপতিদের শিশুদের জন্যে পয়মন্ত বেসরকারী বিদ্যালয় এবং বিশেষভাবে নিযুক্ত শিক্ষকের সুবন্দোবস্ত আছে, 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন' দিয়ে পুঁজিপতিদের উপর কোন বিভাগ কিংবা দুর্বল করার বিপদ ঘনানো যায় না **কোনক্রমেই**।

প্রকৃতপক্ষে, 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন', অর্থাৎ জাতিসত্তা অনুসারে শিক্ষার পরম বিশুদ্ধ এবং সংগতিপূর্ণ পৃথকীকরণটাকে উদ্ভাবন করেছে পুঁজিপতিরা নয় (**আপাতত** তারা শ্রমিকদের বিভক্ত করার জন্যে আরও স্থূল বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে), উদ্ভাবন করেছে অস্ট্রিয়ার সুবিধাবাদী

কূপমণ্ডূক বুদ্ধিজীবী মহল। মিশ্র জনসংখ্যার গণতান্ত্রিক পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই জমকদার কূপমণ্ডূক এবং জমকদার জাতীয়তাবাদী ধারণার **লেশমাত্র নেই**। হতাশাগ্রস্ত পেটি বুর্জোয়াদের এই ধারণাটা দেখা দিতে পারত একমাত্র পূর্ব ইউরোপেই অনগ্রসর, সামন্ততান্ত্রিক, যাজকতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক অস্ট্রিয়ায়, যেখানে বিভিন্ন ভাষার প্রশ্নে জঘন্য বাজে-তুচ্ছ বাদ-বিতণ্ডায় (আরও খারাপ: শাপ-শাপান্ত আর তুলকালামে) **সমগ্র** জন-জীবন আর রাজনীতিক জীবন ব্যাহত। যেহেতু বেড়াল আর কুত্তা একমত হতে পারে না, সেক্ষেত্রে, শিক্ষা-সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে সমস্ত জাতিকে চিরকালের মতো অন্তত বিভিন্ন 'জাতীয় কিউরিয়ায়' পৃথক করে দেওয়া যাক চূড়ান্ত স্পষ্টভাবে এবং সংগতিপূর্ণভাবে! — এই রকম মনস্তত্ত্ব থেকেই 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' নির্বোধ ধারণাটার উদ্ভব। যে-প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে সচেতন এবং এটাকে সযত্নে পোষণ করে, সে মার্জিত জাতীয়তাবাদের এই প্রলাপ কখনও গ্রহণ করবে না।

এটা কিছু আপতিক ব্যাপার নয় যে, 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' ভাব-ধারণাটাকে রাশিয়ায় গ্রহণ করেছিল **কেবল সমস্ত** ইহুদী বুর্জোয়া পার্টি, তারপরে (১৯০৭ সালে) বিভিন্ন জাতিসত্তার **পেটি বুর্জোয়া** বাম-নারোদনিক পার্টিগুলির সম্মেলন(২৬), এবং শেষে **প্রায়-মার্কসবাদী** গ্রুপগুলির পেটি বুর্জোয়া সুবিধাবাদীরা, অর্থাৎ বুন্দপন্থীরা এবং লুপ্তিপন্থীরা(২৭) (শেষোক্তরা তো সেটা সোজাসুজি এবং স্পষ্টাস্পষ্টি করতেও সাহস পায় নি)। রাষ্ট্রীয় দুমায় 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' পক্ষে বলেছিলেন **কেবল** আধা-লুপ্তিপন্থী চ্খেনকেলি, যিনি জাতীয়তাবাদে সংক্রামিত, আর পেটি বুর্জোয়া কেরেনস্কি।

সাধারণভাবে, এই প্রশ্নে লুপ্তিপন্থী আর বুন্দপন্থীর অস্ট্রিয়ার উল্লেখের কথা পড়তে পড়তে রীতিমতো কৌতুক লাগে। প্রথমত, বহু-জাতির দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর দেশটিকেই কেন ধরতে হবে **আদর্শ** হিসেবে? সবচেয়ে অগ্রসর দেশকেই ধরা হোক না? এটা খুবই বেশি মাত্রায় রাশিয়ার খারাপ উদারনীতিক, কাদেতদের ধরনের — তারা আদর্শ সংবিধানের জন্যে তাকায় প্রধানত প্রাশিয়া আর অস্ট্রিয়ার মতো অনগ্রসর দেশের দিকে — ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড আর আমেরিকার মতো অগ্রসর দেশের দিকে নয়!

দ্বিতীয়ত, অস্ট্রিয়ার আদর্শটাকে ধরে নেবার পরে রুশী জাতীয়তাবাদী কূপমণ্ডূকেরা, অর্থাৎ, বুন্দপন্থী, লুপ্তিপন্থী, বাম-নারোদনিক, ইত্যাদিরা নিজেরাই সেটাকে বদলে **আরও বিশেষভাবে** নিকৃষ্ট করে তুলেছে। এদেশে বুন্দপন্থীরাই (তার সঙ্গে **সমস্ত** ইহুদী বুর্জোয়া পার্টি, যাদের পিছনে পিছনে বুন্দপন্থীরা চলে, অনেক সময়ে সেটা না বুঝে) প্রধানত এবং মুখ্যত এই 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' পরিকল্পনাটাকে ব্যবহার করে তাদের প্রচার আর আলোড়নের কাজে। অথচ, যে-দেশে এই 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' ধারণার উদ্ভব হয়েছিল সেই অস্ট্রিয়ায় এই ধারণার জনক অত্তো বাউয়ের তাঁর বইয়ের একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ দিয়েছেন একথা প্রমাণ করার জন্যে যে, 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন' ইহুদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা **যেতে পারে না!**

বিভিন্ন লম্বা লম্বা বক্তৃতার চেয়ে এটা থেকে আরও বেশি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হচ্ছে অত্তো বাউয়েরের কত স্বয়ংবিরুদ্ধ, আর নিজের ভাব-ধারণাটার প্রতি তাঁর বিশ্বাস কত কম — কেননা, অতিরাষ্ট্রিক জাতীয় স্বশাসনের পরিকল্পনা থেকে তিনি **একমাত্র** অতিরাষ্ট্রিক (যার নিজস্ব রাজ্য নেই) জাতিটিকেই বাদ দিচ্ছেন।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে, বুন্দপন্থীরা কিভাবে ইউরোপ থেকে **সেকেলে ঢঙের** বিভিন্ন পরিকল্পনা নকল করে নিয়ে ইউরোপের ভুলগুলো দশগুণ 'বাড়িয়ে-ফাঁপিয়ে' অসম্ভব আজগবি পর্যায়ে নিয়ে যায়।

ঘটনাটা হল এই যে, আর এই হল তৃতীয় বক্তব্য — ব্রুন'এর অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কংগ্রেসে (১৮৯৯ সালে) 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' কর্মসূচি প্রস্তাবিত হলে তারা সেটাকে **বাতিল করে দিয়েছিল।** তারা শুধু একটা আপস গ্রহণ করেছিল — সেটা ছিল রাষ্ট্রে জাতিগত ভিত্তিতে সীমা নির্দিষ্ট করা **অঞ্চলগুলির** সংযুক্তির জন্যে প্রস্তাব রূপে। এই আপসে অতিরাষ্ট্রিকতা, কিংবা জাতিসত্তা অনুসারে শিক্ষার পৃথকীকরণ, এর কোনটারই ব্যবস্থা **ছিল** না। এই আপস অনুসারে, সবচেয়ে অগ্রসর (পুঁজিতান্ত্রিক দিক থেকে) জনাকীর্ণ কেন্দ্র, শহর, কারখানা আর খনি এলাকা, গ্রামাঞ্চলের বড় বড় তালুক, ইত্যাদিতে প্রত্যেকটি জাতিসত্তার জন্যে কোন আলাদা বিদ্যালয় **নেই।**

'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' এই প্রতিক্রিয়াপন্থী, অতীব হানিকর, কূপমন্ডূক, জাতীয়তাবাদী ভাব-ধারণার বিরুদ্ধে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী লড়াই চালিয়ে আসছে এবং তা চালাতে থাকবে।

'জা প্রাভ্‌দু', ৪৬ নং ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪—১৭৮
২৮শে নভেম্বর, ১৯১৩

আমাদের বিদ্যালয়গর্নলি সম্বন্ধে

১৯১১ সালের ১৮ই জানর্নয়ারি তারিখের সারা রর্নশ বিদ্যালয়-শর্নমারে তথ্যাদির অতি নিরেস আকারণ সত্ত্বেও সেটা সরকারী গোপনতার যবনিকাটাকে সামান্য তুলে ধরা সম্ভব করেছে।

এখন অবধি একমাত্র যে-তথ্যাদি প্রাপ্তিসাধ্য সেটা সেণ্ট পিটার্সবর্নর্গ শিক্ষা-অঞ্চল সম্বন্ধে — শহর এবং গ্রামগর্নলির জন্যে পৃথক-পৃথকভাবে। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাক আমাদের **প্যারিশীয়-যাজকীয়** বিদ্যালয়গর্নলি (২৮) কী রকমের।

শহরগর্নলিতে, পৌর এক-শ্রেণীর বিদ্যালয় ৩২৯টা, বেসরকারী তৃতীয় পর্যায়ের বিদ্যালয় ১৩৯টা এবং যাজকীয় এক-শ্রেণীর বিদ্যালয় ১৭৭টা। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের গড় বেতনগর্নলির মধ্যে তুলনা করে দেখা যাক (বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা খর্নবই কম): পৌর বিদ্যালয়গর্নলিতে — বছরে ৯২৪ রর্নবল, বেসরকারী — ৬০৯, যাজকীয় —৩০২।

গরিব, ভুখা সব বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, এমনই আমাদের যাজকীয় বিদ্যালয়গর্নলি।

উচ্চতর এবং মাধ্যমিক অযাজকীয় সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শতকরা হার কি সেটা দেখা যাক। পৌর বিদ্যালয়গর্নলিতে — ৭৬ শতাংশ, বেসরকারী বিদ্যালয়গর্নলিতে — ৬৭ শতাংশ, এবং যাজকীয় বিদ্যালয়গর্নলিতে —১৮ শতাংশ!

অশিক্ষিতা সব বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (যাজকীয় বাণীর শিক্ষকদের কথা তো আমরা এখনও কিছর্ন বলছি নে), — এমনই আমাদের যাজকীয় বিদ্যালয়গর্নলি।

গ্রামগুলিতে আছে ৩,৫৪৫টা এক-শ্রেণীর জেমস্তভো বিদ্যালয় এবং ২,৫০৬টা এক-শ্রেণীর যাজকীয় বিদ্যালয়। প্রথমোক্তগুলিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের গড় বেতন বছরে ৩৭৪ রুবল, পরবর্তীগুলিতে —৩০১ **রুবল**।

প্রথমোক্তগুলিতে শিক্ষিত শিক্ষক (সাধারণভাবে সমস্ত শিক্ষক) ২০ শতাংশ, **পরবর্তীগুলিতে** —২·৫ শতাংশ (আবারও যাজকীয় বাণীর শিক্ষকদের ছাড়াই)।

যাজকীয় বিদ্যালয়গুলির কী শোচনীয় দশা, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায় এই সব তথ্য থেকে।

শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু গৃহতল-আয়তনের বর্গ আর্শিন(২৯) এবং বায়ু-আয়তনের ঘন আর্শিনের গড় সংখ্যাও — অর্থাৎ, বিদ্যালয়গুলিতে ঠাসাঠাসি সম্বন্ধে তথ্যও — এই শুমারে সংগ্রহ করা হয়েছে।

জেমস্তভো বিদ্যালয়গুলিতে ২·৬ বর্গ আর্শিন গৃহতল-আয়তন এবং ১০·১ ঘন আর্শিন বায়ু-আয়তন; যাজকীয় বিদ্যালয়গুলিতে যথাক্রমে ২·৪ বর্গ আর্শিন এবং ৯·৬ ঘন আর্শিন।

গৃহতল-আয়তন হওয়া উচিত জানালাগুলির আলোক-আয়তনের ছ'গুণ। প্রকৃতপক্ষে সেটা ন'গুণ বেশি, অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলিতে ঠাসাঠাসিই শুধু নয়, সেগুলি **অন্ধকারও** বটে।

এইসব তথ্য অবশ্য অতি অল্প। আমাদের বিদ্যালয়গুলির ওঁছা অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত, যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি সংগ্রহ না-হতে দেবার জন্যে মন্ত্রক বেজায় চেষ্টা করেছিল।

তবু, অসম্পূর্ণ, সরকারীভাবে কাটা-ছাঁটা এবং ত্রুটিপূর্ণভাবে আকারিত এইসব তথ্য থেকেও যাজকীয় বিদ্যালয়গুলির দিন-হীন অবস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জনশিক্ষা সম্বন্ধে আসন্ন সারা রুশ কংগ্রেসে প্রশ্নটিকে সর্বাঙ্গীণরূপে হাজির করা এবং আমাদের বিদ্যালয়গুলি এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থার উপর যথাসম্ভব আলোকপাত করা শ্রমিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সামনে একটা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন করণীয় কাজ।

'প্রলেতারস্কায়া প্রাভদা', ১০ নং ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৯—২৪০
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৩

জাতীয় সমস্যায় সমালোচনামূলক মন্তব্য

(অংশ)

সন্দেহ নেই যে, সাধারণ অর্থে, অর্থাৎ স্কুল ইত্যাদির অর্থে 'জাতীয় সংস্কৃতি' বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই যাজকতন্ত্র ও বুর্জোয়া শোভিনিস্টদের একান্ত প্রভাবাধীন। 'সাংস্কৃতিক-জাতীয়' স্বশাসনের সমর্থন করতে গিয়ে বুন্দপন্থীরা বলে যে, বিধিবদ্ধ জাতিগুলির অভ্যন্তরে শ্রেণী-সংগ্রাম সর্বপ্রকার বাইরের বিবেচনা থেকে **বিশুদ্ধ** হয়ে উঠবে, সেটি অতি স্পষ্ট ও হাস্যকর কূটতর্ক। পুঁজিবাদী প্রত্যেকটি দেশেই সত্যকারের শ্রেণী-সংগ্রাম চলে সর্বাগ্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। **এর থেকে** স্কুলের বিষয়টাকে বিচ্ছিন্ন করা হল প্রথমত, বিদঘুটে রকমের ইউটোপিয়া, কেননা স্কুলগুলিকে (সাধারণভাবে 'জাতীয় সংস্কৃতির' মতোই) রাজনীতি ও অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনই প্রতিপদে বিদঘুটে ও অচল সব জাতীয় বেড়া ও কুসংস্কার ভাঙতে **বাধ্য করে,** সুতরাং স্কুল ইত্যাদির ব্যাপারটা আলাদা করে নিলে 'বিশুদ্ধ' যাজকতন্ত্র ও 'বিশুদ্ধ' বুর্জোয়া শোভিনিজ্‌মই সুরক্ষিত, তীব্র ও প্রবল হয়ে উঠবে।

জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলিতে নানা জাতির পুঁজিপতিরা একত্রেই বসে, পরস্পরে একেবারে মিলে যায়। কারখানায় বিভিন্ন জাতির শ্রমিকেরা কাজ করে পাশাপাশি। সত্যকার গুরুত্বপূর্ণ ও সুগভীর সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নেই জোট গড়ে ওঠে জাতি অনুসারে নয়, শ্রেণী অনুসারে। স্কুল ইত্যাদি ব্যাপারকে 'রাষ্ট্রের এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে এনে' জাতিগুলির হাতে তুলে দেওয়ার অর্থই হল জাতিসমূহের মিলনসাধক অর্থনীতি থেকে, বলা

যেতে পারে, সমাজজীবনের সর্বাধিক মতাদর্শগত ক্ষেত্রটি **বিচ্ছিন্ন করার** চেষ্টা, যেখানে 'বিশুদ্ধ' জাতীয় সংস্কৃতি অথবা যাজকতন্ত্র ও শোভিনিজ্‌মের জাতীয় ফলন সবচেয়ে সহজ।

'অঞ্চল বহির্ভূত' (দেশ বহির্ভূত, বিশেষ একটি জাতি যে এলাকায় বাস করে তার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত) অথবা 'সাংস্কৃতিক-জাতীয়' স্বশাসনের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা হলে তার শুধু একটিই মানে হবে: **স্কুল ব্যাপারটিকে জাতিসত্তা অনুসারে বিভক্ত করা,** অর্থাৎ স্কুলের ব্যাপারে জাতিগত কুরিয়া প্রবর্তন। প্রসিদ্ধ বুন্দ পরিকল্পনাটির এই **আসল** মর্মটুকু চোখের সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরলেই, সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি তো দূরের কথা, গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও তার সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা বোঝা যাবে।

স্কুল ব্যাপারটিকে 'জাতীয়করণ' করার একটি দৃষ্টান্ত ও একটি পরিকল্পনা থেকেই পরিষ্কার দেখা যাবে ব্যাপারটা কী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর ও দক্ষিণ হিসাবে রাষ্ট্রগুলির বিভাজন আজও পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বর্তমান। ক্রীতদাস মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সর্বাধিক ঐতিহ্য আছে প্রথমটিতে; অপরটিতে আছে ক্রীতদাস মালিকানার সর্বাধিক ঐতিহ্য, নিগ্রো নিগ্রহের জের, সেই সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক হীনতা, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা (নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৪৪ এবং শ্বেতকায়দের মধ্যে শতকরা ৬ জন নিরক্ষর), ইত্যাদি। এখন, উত্তরের রাষ্ট্রগুলিতে নিগ্রো ছেলেরা শ্বেতকায় ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ে। দক্ষিণে আছে নিগ্রো ছেলেদের জন্যে পৃথক 'জাতীয়' স্কুল বা বর্ণগত স্কুল, যা বলবেন। আমি মনে করি, কার্যক্ষেত্রে 'জাতীয়করণের' এই হল একমাত্র দৃষ্টান্ত।

পূর্ব ইউরোপে এমন একটি দেশ আছে যেখানে বেইলিস মামলার(৩০) মতো মামলা আজো সম্ভব, যেখানে, শ্রীমান পুরিশ্‌কেভিচেরা নিগ্রোদের চেয়েও খারাপ একটা অবস্থায় ইহুদীদের দণ্ডিত রেখেছে। এ দেশের মন্ত্রকে সম্প্রতি **ইহুদী স্কুলগুলিকে জাতীয়করণের** জন্যে একটা পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে। সৌভাগ্যবশত, এই প্রতিক্রিয়াশীল ইউটোপিয়াটি কার্যকরী হবে কি না সন্দেহ, ঠিক যেমন সম্ভব হয় নি অস্ট্রীয় পেটি বুর্জোয়াদের ইউটোপিয়া, যাঁরা সুসঙ্গত গণতন্ত্রের প্রবর্তন ও জাতিগত কামড়াকামড়ির

অবসান সম্পর্কে হতাশ হয়ে স্কুলের ব্যাপারে জাতিগুলির জন্যে **আলাদা আলাদা কক্ষ** উদ্ভাবন করেছিলেন এইজন্যে যাতে স্কুলের **বাঁটোয়ারা নিয়ে** জাতিগুলি কামড়াকামড়ি করতে না পারে..., কিন্তু 'বিধিবদ্ধ' হতে পারবে বিভিন্ন 'জাতীয় সংস্কৃতিগুলি'র একের বিরুদ্ধে অপরের **চিরন্তন** কামড়াকামড়ির জন্যে।

পরিপূর্ণ সমানাধিকারের নীতি, তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করার ব্যাপারটা। 'সেভেরনায়া প্রাভদা'য় আমার প্রবন্ধে এই নীতিটি প্রায় সেই একই ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে যা পরে মার্কসবাদীদের সম্মেলনে আরো সঠিক ও সরকারী সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তে দাবি করা হয়েছে, 'সংবিধানে এমন একটি মৌলিক আইন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে একটি জাতির যে কোনো বিশেষ সুবিধা এবং জাতীয় সংখ্যালঘুর অধিকারের যে কোনো লঙ্ঘন বাতিল বলে ঘোষিত হবে।'

শ্রীযুত লিবমান এই সূত্রটি নিয়ে তামাসা করার চেষ্টায় জিজ্ঞেস করছেন: 'জাতীয় সংখ্যালঘুর অধিকারটা যে কী জিনিস তা কোত্থেকে জানা যাবে?' উনি জানতে চান, এই সব অধিকারের মধ্যে কি জাতীয় স্কুলের ক্ষেত্রে 'নিজস্ব কর্মসূচি' রাখার অধিকার পড়বে? নিজেদের আদালত, রাজকর্মচারী ও জাতীয় ভাষায় স্কুল থাকার অধিকার পেতে হলে জাতীয় সংখ্যালঘুদের কত বিপুলই বা হতে হবে? এই সব প্রশ্ন থেকে শ্রীযুত লিবমান একটি **'অস্তিবাচক'** জাতীয় কর্মসূচির আবশ্যিকতা বার করতে চান।

আসলে, এই সমস্ত প্রশ্ন থেকে পরিষ্কার দেখা যায় তথাকথিত গৌণ খুঁটিনাটি নিয়ে বিতর্কের আড়ালে কীসব প্রতিক্রিয়াশীল জিনিস আমাদের বুন্দপন্থীটি আমদানি করতে চাইছেন।

নিজেদের জাতীয় স্কুলের ক্ষেত্রে 'তার নিজস্ব কর্মসূচি'!.. প্রিয় জাতীয়তাবাদী-সমাজতন্ত্রী, মার্কসবাদীদের একটি **সাধারণ** স্কুল কর্মসূচি আছে, তাতে দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলের দাবি করা হয়েছে। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সাধারণ কর্মসূচি থেকে **বিচ্যুতি** কোথাও কখনো অনুমোদনযোগ্য নয় (কোনো 'স্থানীয়' বিষয়, ভাষা ইত্যাদি দিয়ে কর্মসূচি পরিপূরণের প্রশ্নটা নির্ধারিত

হবে স্থানীয় অধিবাসীদের সিদ্ধান্ত দ্বারা)। কিন্তু স্কুলের ব্যাপার 'রাষ্ট্রের এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে এনে' জাতিগুলির হাতে অর্পণ করার নীতি থেকে আসে যে, আমরা শ্রমিকেরা আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাজকতন্ত্রী স্কুলের জন্যে 'জাতিগুলিকে' জনগণের টাকা ব্যয় করতে দিচ্ছি! নিজের অজ্ঞাতসারেই শ্রীযুত লিবমান 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' প্রতিক্রিয়াশীলতা পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছেন।

'জাতীয় সংখ্যালঘুদের কত বিপুল হতে হবে?' বুন্দপন্থীদের পেয়ারের অস্ট্রীয় কর্মসূচিতেও তা স্থির করে দেওয়া হয় নি। এতে বলা হয়েছে (আমাদের কর্মসূচির চাইতেও সংক্ষেপে ও বেশি অস্পষ্টভাবে): — 'সাম্রাজ্যের লোকসভা কর্তৃক একটি বিশেষ আইন পাশ করে জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষিত হবে' (ব্রুন কর্মসূচির ৪র্থ অনুচ্ছেদ)।

অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কেউ কেন এই প্রশ্ন তুলে বিব্রত করে নি যে আইনটা কি হবে? তাতে কোন বিশেষ সংখ্যালঘুর কি বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত হবে?

কারণ, সমস্ত বিবেচক ব্যক্তিই বোঝে যে, একটা কর্মসূচিতে খুঁটিনাটি স্থির করে দেওয়া অনুচিত ও অসম্ভব। কর্মসূচিতে শুধু মূলগত নীতিই বিবৃত হয়। এক্ষেত্রে মূলগত নীতিটিকে অস্ট্রীয়রা ধরেই নিয়েছেন এবং রুশ মার্কসবাদীদের গত সম্মেলনের সিদ্ধান্তে সেটা সোজাসুজি অভিব্যক্ত হয়েছে। সে নীতি হল: কোনো জাতিগত বিশেষ সুযোগসুবিধা চলবে না; কোনো জাতীয় অসাম্য চলবে না।

বুন্দপন্থীর নিকট প্রশ্নটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। ১৯১১ সালের ১৮ই জানুয়ারির স্কুল সেন্সাসের তথ্য অনুসারে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শহরে জনশিক্ষা-মন্ত্রকের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র ছিল ৪৮,০৭৬। এর মধ্যে ৩৯৬ অর্থাৎ শতকরা একভাগেরও কম হল ইহুদী ছেলেমেয়ে। তাছাড়া, রুমানীয় ছাত্র —২, জর্জীয় —১, আর্মেনীয় —৩ ইত্যাদি। সম্পর্ক ও অবস্থার এই বিভিন্নতাকে আলিঙ্গন করার মতো কোনো 'অস্তিবাচক' জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করা কি সম্ভব? (এবং এমনও নয় যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গই হল রাশিয়ার সবচেয়ে 'পাঁচমিশালী' জাতির শহর।) জাতির 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে' বুন্দপন্থীদের মতো বিশেষজ্ঞেরাও বোধ হয় এরকম কর্মসূচি প্রণয়ন করতে অক্ষম।

এবং রাষ্ট্র-সংবিধানে যদি সংখ্যালঘুর অধিকার খর্ব করা প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই নাকচ করার মৌলিক আইন থাকে, তাহলেও যে কোনো নাগরিকই এমন সব ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবি করতে পারবেন, যাতে দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাষ্ট্রীয় খরচে ইহুদী ভাষার, ইহুদী ইতিহাস ইত্যাদির বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না অথবা ইহুদী, আর্মেনীয় বা রুমানীয় ছেলেমেয়েদের জন্যে, এমনকি একটি জর্জীয় ছেলের জন্যেও বক্তৃতা শোনার জন্যে সরকারী ভবন ব্যবহার করা চলছে না। যাই হোক না কেন, সমানাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সংখ্যালঘুর সমস্ত যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ করা মোটেই অসম্ভব নয়, এবং কেউই বলবে না যে, সমানাধিকারের প্রচারে ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে, স্কুল-সংক্রান্ত বিষয়টিকে জাতিসত্তা অনুসারে ভাগ করার প্রচার, দৃষ্টান্তস্বরূপ সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ইহুদী ছেলেদের জন্যে বিশেষ স্কুলের প্রচার হবে অবশ্যই ক্ষতিকর এবং **প্রত্যেকটি** জাতীয় সংখ্যালঘুর জন্যে, একটি কি দুটি কি তিনটি ছেলের জন্যে জাতীয় স্কুল স্থাপন করা — সে একেবারেই অসম্ভব।

পুনরপি, বিশেষ স্কুল বা অতিরিক্ত বিষয়গুলির জন্যে বিশেষ শিক্ষক ইত্যাদির অধিকার পেতে হলে জাতীয় সংখ্যালঘুদের কত বড়ো হওয়া প্রয়োজন সেটা ধার্য করা সর্বরাষ্ট্রীয় কোনো আইনে অসম্ভব।

অপর পক্ষে, সমানাধিকারের একটা সর্বরাষ্ট্রীয় আইন বিশদে রচনা করা সম্ভব, এবং বিশেষ নির্দেশাবলী ও আঞ্চলিক ডায়েট, শহর, জেমস্ত্ভো, গ্রামগোষ্ঠী ইত্যাদির সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিবর্ধিত করে নেওয়া চলে।

১৯১৩ সালের অক্টোবরে —
ডিসেম্বরে লেখা

২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৩—১৩৫,
১৪০—১৪২

মাক্সিম গোর্কির কাছে লেখা চিঠি

আ. ম. গোর্কির জন্যে

প্রিয় আলেক্সেই মাক্সিমোভিচ,

আমার স্ত্রীর লেখা 'জনশিক্ষা এবং গণতন্ত্র'(৩১) পুস্তিকাখানি রেজিস্ট্রি ডাকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।

শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়ে এই লেখিকা অধ্যয়ন করে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে, কুড়ি বছরের বেশি। পুস্তিকাখানির বনিয়াদ হল তাঁর নিজের পর্যবেক্ষণ এবং ইউরোপ আর আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ঘটনাবলির বিষয়ে মালমসলা, এই উভয়ই। অভ্যন্তরস্থ বস্তু থেকে দেখবেন, গণতান্ত্রিক মতামতের ইতিহাসের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রথমার্ধে রয়েছে। এটাও খুবই গুরুত্বসম্পন্ন — কেননা, অতীতের বড় বড় গণতন্ত্রীদের মতামত সাধারণত দেখানো হয় ভুলভাবে, কিংবা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। জানি নে, আপনি নিজে পড়বার জন্যে সময় করতে পারবেন কিনা, কিংবা আপনি আগ্রহান্বিত কিনা; §§২ এবং ১২ দৃষ্টান্তের কাজ করতে পারে। সর্বসাম্প্রতিক, সাম্রাজ্যবাদী যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলির মালমসলার বনিয়াদে, — রাশিয়ায় গণতন্ত্রীদের পক্ষে প্রশ্নে সেটা খুবই আগ্রহজনক কিছু আলোকপাত করেছে।

এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করতে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষে সাহায্য করলে সেটা হবে আমার প্রতি আপনার মস্ত অনুগ্রহ। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের জন্যে চাহিদা রাশিয়ায় এখন সম্ভবত খুবই বেড়েছে।

সশ্রদ্ধ শুভকামনা,

ভ. উলিয়ানভ

Wl. Ulianow. Seidenweg. 4a. Bern.

১৯১৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারির আগে লেখা

৪৯শ খণ্ড, পৃঃ ১৮২—১৮৩

পার্টি কর্মসূচি পুনর্বিচারের মালমশলা

(অংশ)

৪

সংশোধিত কর্মসূচির খসড়া

কর্মসূচির পুরন এবং নতুন বয়ান

কর্মসূচির পুরন আর নতুন বয়ানের মধ্যে তুলনা করা পাঠকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ এবং আরও সুবিধাজনক করার জন্যে উভয় বয়ানই নিম্নলিখিতভাবে একত্রে ছাপা হল:

পুরন কর্মসূচির যেসব অংশ নতুন কর্মসূচিতে অপরিবর্তিত রইল সেগুলি দেওয়া হল সাধারণ হরপে।

পুরন কর্মসূচির যেসব অংশ নতুন কর্মসূচি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে সেগুলি দেওয়া হল নিচে রেখা টানা হরপে।

নতুন কর্মসূচির যেসব অংশ পুরন কর্মসূচিতে ছিল না সেগুলি দেওয়া হল মোটা হরপে।

৮। অধিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার, যা নিশ্চিত হবে রাষ্ট্র ও স্বশাসন সংস্থার খরচে সেজন্যে আবশ্যক স্কুলের নির্মাণ মারফত; লোকসভায় প্রতি নাগরিকের নিজ মাতৃভাষায় ভাষণের অধিকার; সমস্ত স্থানীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় ভাষার সঙ্গে সমভাবে মাতৃভাষার প্রবর্তন; **বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রত্যাহার।**

১৩। রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলের বিচ্ছেদ; **স্কুলের পূর্ণ ঐহিকতা।**

১৪। ১৬ বছর পর্যন্ত বালক বালিকা উভয়েরই বিনামূল্য ও বাধ্যতামূলক

সাধারণ ও পেশাদারী শিক্ষা; রাষ্ট্রের খরচে গরিব শিশুদের জন্যে খাদ্য, পরিধেয় ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহ।

১৪। ১৬ বছর পর্যন্ত বালক বালিকা উভয়ের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক সাধারণ এবং পলিটেকনিক শিক্ষা (প্রধান প্রধান সবকটি শাখার সঙ্গে তত্ত্বগতভাবে ও হাতে-কলমে উৎপাদনের পরিচয়); বালক বালিকাদের সামাজিক উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগ।

১৫। রাষ্ট্রের খরচায় সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্যে খাদ্য, পরিধেয় ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহ।

১৬। জনশিক্ষার কাজ স্থানীয় স্বশাসনের গণতান্ত্রিক সংস্থার হাতে অর্পণ; স্কুলের কার্যক্রম ও শিক্ষক নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ লোপ; অধিবাসীদের দ্বারাই সরাসরি শিক্ষক নির্বাচন এবং অধিবাসীদের হাতে অবাঞ্ছিত শিক্ষক প্রত্যাহারের অধিকার।

৫। স্কুলোপযোগী বয়সের (১৬ বছর পর্যন্ত) বালক বালিকাদের শ্রম নিয়োগ উদ্যোক্তাদের পক্ষে নিষেধ এবং নাবালকদের (১৬—১৮ বছর) কর্মদিন ছয় ঘণ্টায় সীমাবদ্ধকরণ।

৫। উদ্যোক্তাদের পক্ষে স্কুলোপযোগী **(১৬ বছর পর্যন্ত) বালক বালিকাদের শ্রম নিয়োগ নিষেধ এবং তরুণদের (১৬—২০ বছর) কর্মদিন চার ঘণ্টায় সীমাবদ্ধকরণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উৎপাদনে ও খনিতে তাদের রাতে কাজ নিষেধ।**

১৯১৭ সালের এপ্রিল — মে'তে লেখা

৩২শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬

পেত্রগ্রাদে সাধারণের গ্রন্থাগারের করণীয় কাজ

বুদ্ধিমত্তা, অভিপ্রায় এবং সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হলে জ্ঞান থাকা দরকার।

যেহেতু বহু-বছরের কালপর্যায় ধরে জারশাহি জনশিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসন্ন কান্ড চালিয়ে গেছে তাই পেত্রগ্রাদে গ্রন্থাগার কৃত্যকের হাল খুবই খারাপ।

পশ্চিমের মুক্ত দেশগুলিতে, বিশেষত সুইজারল্যান্ডে এবং উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘকাল যাবত আচরিত বিভিন্ন নীতির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি অবিলম্বে এবং নিঃশর্তে ঘটাতে হবে:

১) সাধারণের গ্রন্থাগারকে (প্রাক্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি) অবিলম্বে পেত্রগ্রাদ আর প্রদেশগুলির **সমস্ত** সাধারণের এবং রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে এবং বিভিন্ন **বৈদেশিক** (ফিনল্যান্ডে, সুইডেনে, **ইত্যাদি**) গ্রন্থাগারের **সঙ্গে** পুস্তক-**বিনিময়** আরম্ভ করতে হবে।

২) **এক গ্রন্থাগার থেকে অন্য গ্রন্থাগারে** বই পাঠানো আইনত **ডাকমাশুলমুক্ত** করতে হবে।

৩) গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে প্রবেশ অবাধ করতে হবে - যা সভ্য দেশগুলিতে **ধনীদের** জন্যে **বেসরকারী** গ্রন্থাগার এবং পাঠকক্ষগুলিতে রেওয়াজি,

রবিবার এবং ছুটির দিনগুলি বাদ না-দিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৮টা থেকে ১১টা।

৪) প্রয়োজনীয় কর্মীদের অবিলম্বে সাধারণের গ্রন্থাগারে বদলি করতে হবে জনশিক্ষা-মন্ত্রকের বিভিন্ন দপ্তর থেকে (পুরুষের জন্যে সামরিক চাহিদার কারণে বেশি মেয়ে দিয়ে) — সেখানে কর্মীদের দশ ভাগের ন'ভাগ ব্যাপৃত রয়েছে শুধু অকাজে নয়, তাহা হানিকর কাজেও।

১৯১৭ সালের নভেম্বরে লেখা

৩৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৩২—১৩৩

শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসে বক্তৃতা
২৮শে অগস্ট, ১৯১৮

(অংশ)

এখন আমরা যে-সংগ্রাম চালাচ্ছি, জনশিক্ষা তার একটা অঙ্গ-উপাদান। কপটাচার আর মিথ্যাভাষণগুলোর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিঘাত হানতে পারি পূর্ণাঙ্গ আর আন্তরিক সত্য দিয়ে। যুদ্ধ যথেষ্ট স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা' মানে কি, কথাটাকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে বুর্জোয়ারা। যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে, মুষ্টিমেয় শাসক ধনকুবেরেরা নিজেদের স্বার্থে গোটা গোটা জাতিকে টেনে নিয়ে যায় গণহত্যাকাণ্ডে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র সংখ্যাগুরু অংশের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে চলে, এই ধারণাটা এখন চূড়ান্তভাবে অপদস্থ হয়ে গেছে। আমাদের সংবিধান, আমাদের সোভিয়েতগুলি, যা ছিল ইউরোপের পক্ষে নতুন কিছু, কিন্তু যার সঙ্গে আমরা আগেই পরিচিত ছিলাম ১৯০৫ সালের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে, সেগুলি আলোড়ন আর প্রচারের চমৎকার মসলার কাজ দেয় — বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মিথ্যাচারী আর কপট প্রকৃতিটাকে খুলে দেখিয়ে দেয়। আমরা মেহনতী আর শোষিত জনগণের শাসন প্রকাশ্যে উদ্‌ঘোষণা করেছি — আর তাতেই রয়েছে আমাদের শক্তি আর অপরাজেয়তার উৎস।

জনশিক্ষা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা ঠিক: কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র যতই বেশি সংস্কৃতিসম্পন্ন, সেটা ততই বেশি কুশলী মিথ্যাভাষণ করেছে যখন সেটা ঘোষণা করেছে যে, বিদ্যালয়গুলি রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে পারে এবং সমগ্রভাবে সমাজের সেবা করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যালয়গুলিকে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত শাসনের নিছক হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছিল। বিদ্যালয়গুলিকে বুর্জোয়া বর্ণগত

মেজাজে পুরোদস্তুর ভরপুর করে তোলা হয়েছিল। পুঁজিপতিদের অনুগত খিদমত্‌গার আর সুযোগ্য কর্মীর যোগান দেওয়া ছিল সেগুলির উদ্দেশ্য। যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে যে, নিযুত নিযুত শ্রমিককে বিনষ্ট করার একটা উপকরণ হিসেবে এবং যুদ্ধের ভিতর থেকে সৌভাগ্য লাভ করছে যে-পুঁজিপতিরা তাদের জন্যে বিপুল মুনাফাসৃষ্টির জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়গুলি। যুদ্ধ ভিতরে-ভিতরে অবক্ষয়িত হয়ে গেছে — কেননা সত্য দিয়ে তাদের মিথ্যাগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে আমরা সেগুলোর স্বরূপ খুলে ধরেছি। আমরা বলি, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের কাজ বুর্জোয়াদের বিপর্যস্ত করার সংগ্রামেরই একটা অঙ্গ। আমরা সর্বসাধারণ্যে ঘোষণা করি যে, জীবন এবং রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা — মিথ্যা এবং ভণ্ডামি। পুরন বুর্জোয়া সংস্কৃতির সেরা সেরা শিক্ষিত প্রতিনিধিরা যে অন্তর্ঘাতের শরণ নিয়েছিল তার অর্থটা ছিল কী? যেকোন আলোড়নকারীর চেয়ে ভালভাবে, আমাদের সমস্ত বক্তৃতার চেয়ে ভালভাবে, হাজার হাজার পুস্তিকার চেয়ে ভালভাবে এই অন্তর্ঘাত দেখিয়ে দিয়েছিল যে, এই লোকেরা জ্ঞানকে তাদের একচেটে বলে মনে করে এবং এটাকে তথাকথিত 'সাধারণ মানুষের' উপর শাসন চালাবার একটা হাতিয়ারে পরিণত করেছে। তারা তাদের শিক্ষাকে ব্যবহার করেছে সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ ব্যাহত করার জন্যে, তারা প্রকাশ্যে দাঁড়িয়েছিল মেহনতী জনগণের বিরুদ্ধে।

বৈপ্লবিক সংগ্রাম হয়েছে রাশিয়ার শ্রমিক এবং কৃষকদের সমাপ্তি বিদ্যালয়। তারা দেখেছে একমাত্র আমাদের ব্যবস্থাই তাদের প্রকৃত শাসন নিশ্চিত করে, তারা নিজেদের প্রত্যয় জন্মাতে পেরেছে যে, কুলাক, ভূস্বামী আর পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ সম্পূর্ণত চূর্ণ করার কাজে শ্রমিক এবং গরিব কৃষকদের সহায়তা দেবার জন্যে রাষ্ট্রক্ষমতা সবকিছুই করছে।

মেহনতী জনগণ জ্ঞান-তৃষিত, তার কারণ, জিতবার জন্যে সেটা তাদের দরকার। মেহনতী জনগণের প্রতি দশ-জনের ন'জন উপলব্ধি করেছে — মুক্তির জন্যে তাদের সংগ্রামে জ্ঞান একটা অস্ত্র, তাদের অকৃতকার্যতাগুলো শিক্ষার অভাবের দরুন, আর প্রত্যেককে যথার্থই শিক্ষালাভ করতে দেওয়া এখন তাদেরই কাজ। আমাদের আদর্শ সুরক্ষিত, তার কারণ জনগণ নিজেরাই নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়তে লেগে গেছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, নিজেদের অকৃতকার্যতাগুলো আর ভুলভ্রান্তিগুলো থেকে তারা

শিখছে, আর তাদের সংগ্রামের জয়যুক্ত নিষ্পত্তির জন্যে শিক্ষা কত অপরিহার্য সেটা তারা দেখছে। বহু প্রতিষ্ঠানের আপাতদৃষ্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং অন্তর্ঘাতক বুদ্ধিজীবীদের মহোল্লাস সত্ত্বেও আমরা দেখছি, সংগ্রামে অভিজ্ঞতা জনগণকে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নিতে শিখিয়েছে। যাঁরা কথায় নয় কাজেই জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁরা সবাই, সমস্ত সেরা সেরা শিক্ষক আমাদের সাহায্য করতে আসবেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ যে জয়যুক্ত হবে সেটা তার একটা নিশ্চয়তা। (**জয়ধ্বনি।**)

৩৭শ খণ্ড, পৃঃ ৭৬—৭৮

আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষকদের দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে বক্তৃতা ১৮ই জানুয়ারি, ১৯১৯ (৩২)

(প্রচণ্ড হাততালি হয়ে দাঁড়াল জয়ধ্বনি।) কমরেডসব, জনকমিসার পরিষদের তরফে আপনাদের কংগ্রেসকে অভিবাদন জানাই। শিক্ষকেরা এখন সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন কাজের সম্মুখীন। আমি আশা করি, যে-বছরটা আমরা সবে পার হয়ে এলাম তার পরে, এক বছরের সংগ্রামের পরে, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তার পরে, শিক্ষকদের মধ্যে যে-সংগ্রাম চলে আসছে — যাঁরা একেবারে গোড়া থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতার জন্যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে কাজ করার অবস্থান নিয়েছিলেন, আর যাঁরা এযাবত দাঁড়িয়েছেন পুরন ব্যবস্থার পক্ষে, শিক্ষা পুরন ব্যবস্থার ভিত্তিতেই চলতে থাকতে পারে এই পুরন বদ্ধধারণার পক্ষে, তাঁদের মধ্যে — সেটার অবসান ঘটা চাইই, আর সেটার অবসান ঘটছে। এতে আর কোন সংশয় থাকতে পারে না যে, শিক্ষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যাঁদের অবস্থান শ্রমিক শ্রেণী আর মেহনতী কৃষকদের খুব কাছাকাছি, তাঁদের এখন প্রত্যয় জন্মেছে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বদ্ধমূল এবং অবশ্যম্ভাবিভাবেই ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে। তাই আমি মনে করি, এখন শিক্ষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবেই চলে আসবেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে সংগ্রামে মেহনতী আর শোষিত জনগণের সরকারের পক্ষে এবং সেইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে যাঁরা এখনও বিভিন্ন পুরন বুর্জোয়া বদ্ধধারণা, পুরন ব্যবস্থা আর ভণ্ডামিগুলোর পক্ষে রয়েছেন এবং কল্পনা করছেন সেই ব্যবস্থার কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে।

বিদ্যালয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারে, এই মতটা এইসব

বুর্জোয়া ভণ্ডামির একটা। এই মতটা কত ভুয়ো সেটা আপনারা বেশ ভালভাবেই জানেন। বুর্জোয়ারা এই নীতির ওকালতি করত, আর তারা নিজেরাই নিজেদের বুর্জোয়া রাজনীতিকে করেছিল বিদ্যালয় ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর, এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষণকে বুর্জোয়াদের বশংবদ আর দক্ষ নোকর ট্রেনিংয়ে পর্যবসিত করতে, এমনকি সর্বজনীন শিক্ষাকেও সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়াদের বশংবদ আর দক্ষ গোলাম ট্রেনিংয়ে, পুঁজির দাস আর হাতিয়ার ট্রেনিংয়ে পর্যবসিত করতে চেষ্টা করেছিল। বিদ্যালয়কে মানব-ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা উপকরণ করার কথাটা তারা কখনও ভাবে নি। আর এখন সবার কাছে এটা স্পষ্ট যে, এটা করতে পারে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিদ্যালয়, যার বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে মেহনতী এবং শোষিত জনগণের সঙ্গে, এবং যা সোভিয়েত কর্মনীতি সমর্থন করে সর্বান্তঃকরণে।

শিক্ষার পুনর্গঠন অবশ্য সহজ ব্যাপার নয়। তাই, স্বভাবতই, ভুলভ্রান্তি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, শিক্ষা আর রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক-সংক্রান্ত নীতিটির অপব্যাখ্যা দেবার এবং নীতিটির স্থূল এবং বিকৃত অর্থ দেবার বিভিন্ন চেষ্টা আছে। যেমন, কনিষ্ঠ পুরুষকে যখন রাজনীতির জন্যে যথেষ্ট প্রস্তুত করা হয় নি তখন তাদের মনে রাজনীতি ঢুকাবার বিভিন্ন আনাড়ী চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মূলনীতিটির এই রকমের বিভিন্ন স্থূল প্রয়োগের বিরুদ্ধে আমাদের সব সময়ে লড়াই চালাতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, শিক্ষণ পেশার যাঁরা 'আন্তর্জাতিক' এবং সোভিয়েত সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের এখন মুখ্য কাজ হল বিস্তৃততর এবং যতদূর সম্ভব সর্বাত্মক শিক্ষক সমিতি গড়ার জন্যে কাজ করা।

আপনাদের সমিতিতে, আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সমিতিতে পুরন শিক্ষক সমিতির, যা বিভিন্ন বুর্জোয়া বদ্ধধারণা আঁকড়েছিল এবং বুঝসমঝের অভাব দেখিয়েছিল, তার কোন স্থান নেই। এইসব বিশেষ সুযোগসুবিধা সমর্থন করার জন্যে এটা লড়াই করছে সবার চেয়ে বেশি কাল যাবত, বেশি কাল অন্যান্য মাথা-মাথা সমিতির চেয়ে, যেগুলি গঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের একেবারে আরম্ভেই, যেগুলির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়েছিলাম জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে। আমার মতে, আপনাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী সমিতিটি খুব সংগতভাবেই হয়ে উঠতে পারে একটি অখণ্ড বিদ্যালয় শিক্ষক ট্রেড ইউনিয়ন, যা অন্যান্য সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের

মতো সোভিয়েত সরকারের কর্মনীতির পক্ষাবলম্বী হবে — যা খুবই স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় সারা রুশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস(৩৩)। শিক্ষকদের সামনে কাজ বিপুল। আগের বিপ্লব ঢিলেমি আর অনৈক্যের যেসব জের রেখে গেছে সেগুলির বিরুদ্ধে শিক্ষকদের লড়াই চালাতে হবে।

এরপরে, প্রচার আর আলোড়নের বিষয়ে। শিক্ষক সমাজের বুর্জোয়া অংশের অন্তর্ঘাত আর বদ্ধধারণাগুলোর দরুন শিক্ষকদের প্রতি আস্থার অভাবের কথা বিবেচনায় রাখলে, প্রচার আর শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে এখনও অনৈক্য বিদ্যমান থাকবে এটা তো স্বাভাবিকই — ঐ বুর্জোয়া অংশ ভাবতে অভ্যস্ত যে, আসল শিক্ষা পাবার অধিকারী শুধু ধনীরাই, পক্ষান্তরে, মেহনতী জনগণের শুধু ভাল ভৃত্য আর ভাল কর্মী হবার ট্রেনিং দরকার, জীবনের যথার্থ কর্তা হবার ট্রেনিং নয়। এটা শিক্ষকদের একাংশের ভাগ্যকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, ভুয়ো-শিক্ষা ক্ষেত্রে অবধারিত করে দেয়, এবং যাতে সমস্ত শিক্ষা-বিজ্ঞানশক্তি মিলিত হতে এবং আমাদের সহযোগী হতে পারে এমন একটা অখন্ড বন্দোবস্ত উপযুক্তরূপে আমাদের গড়তে দেয় নি। যখন আমরা পুরন বুর্জোয়া বদ্ধধারণাগুলো বর্জন করব, একমাত্র তখনই আমরা কৃতকার্য হব; আপনাদের সমিতির কাজ হল এখানেই শিক্ষকদের বিস্তৃত অংশকে আপনাদের পরিবারের মধ্যে টেনে আনা, শিক্ষণ পেশার সবচেয়ে অনগ্রসর অংশগুলিকে শিক্ষিত করে তোলা, সাধারণ প্রলেতারীয় কর্মনীতির আওতায় তাঁদের আনা এবং একই অভিন্ন সংগঠনের মধ্যে তাঁদের একত্রে সমবেত করা।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্মিলনে শিক্ষকদের হাতে রয়েছে বিরাট কাজ, এখন আমাদের দেশের যা অবস্থা তাতে, যখন গৃহযুদ্ধের সমস্ত বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে আসছে, আর যখন পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক লোকেরা ঘটনাস্রোতের স্বাভাবিক ধারায় সোভিয়েত সরকারের পক্ষে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে, কেননা, তারা নিজেরাই দেখেছে, এটা তাদের পছন্দ হোক, চাই না-হোক, অন্য যেকোন পথ তাদের ঠেলে নিয়ে যাবে শ্বেতরক্ষীদের আর আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করার দিকে। সারা পৃথিবীর সামনে এখন রয়েছে একই প্রধান কাজ, তাতে বিচার্য বিষয় হল: হয়, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা, সামরিক একনায়কত্ব আর গুলিবর্ষণ — যার

লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি বার্লিন থেকে — হয়, এই বিদ্বেষদুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা পুঁজিপতি জানোয়ারগুলোর পক্ষ থেকে, যারা উপলব্ধি করছে এই চার বছরের যুদ্ধের জন্যে তারা শাস্তি থেকে পার পাবে না, কাজেই যেকোন চরমে যেতে, মেহনতী জনগণের রক্তে মাটি ভিজিয়ে চলতেই তারা প্রস্তুত, নইলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মেহনতী জনগণের চূড়ান্ত জয়। আজ আর কোন মধ্যপন্থা হতে পারে না। তাই, যেসব শিক্ষক একেবারে গোড়া থেকেই 'আন্তর্জাতিকের' পক্ষাবলম্বন করেছেন এবং এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে, অপর শিবিরে শিক্ষকদের মধ্যে তাঁদের প্রতিপক্ষীয়রা কোন গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিরোধ খাড়া করতে পারে না, তাঁদের ঢের বেশি বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপ শুরু করতে হবে। আপনাদের ইউনিয়নের এখন হয়ে ওঠা উচিত একটি বিস্তৃত শিক্ষক ট্রেড ইউনিয়ন, যে ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে সোভিয়েত কর্মনীতি এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের মারফত সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের পক্ষে।

এখন অধিবেশনরত দ্বিতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই সূত্রই গ্রহণ করেছে। এই কংগ্রেস দাবি করেছে, কোন নির্দিষ্ট কাজে, কোন নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে কর্মরত প্রত্যেকে একই ইউনিয়নে যোগ দিক; এরই সঙ্গে সঙ্গে এই কংগ্রেস ঘোষণা করেছে, পুঁজি থেকে শ্রমের মুক্তির জন্যে সংগ্রামের মৌলিক কাজগুলি থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দূরে সরে থাকতে পারে না। কাজেই, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব দিয়ে সমাজতন্ত্রের জন্যে বৈপ্লবিক শ্রেণী-সংগ্রাম যেসব ইউনিয়ন স্বীকার করে কেবল সেগুলিই ট্রেড ইউনিয়নগুলির পূর্ণ এবং সমান-সমান সদস্য হতে পারে। আপনাদের ইউনিয়নটি এই রকমেরই ইউনিয়ন। আপনারা সেই অবস্থানে অবিচলিত থাকলে, শিক্ষকদের বৃহত্তর অংশকে টেনে আনতে, এবং যাতে জ্ঞান আর বিজ্ঞান আর বিশেষ-সুবিধাভোগীদের বস্তু হয়ে না থাকে, সেটা যাতে ধনী আর শোষকদের অবস্থানের শক্তি বাড়াবার মাধ্যম আর না হয়, সেটা যাতে হয় মেহনতী আর শোষিত জনগণের মুক্তির জন্যে একটা অস্ত্র, সেজন্যে কাজে কৃতকার্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন। এই প্রচেষ্টায় আপনাদের যাবতীয় সাফল্য কামনা করতে চাইছি।

৩৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩০—৪৩৩

কমিউনিস্ট ছাত্রদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসে বক্তৃতা
১৭ই এপ্রিল, ১৯১৯

বড় খুশি হয়ে আমি আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছি। এখানে কতগুলি গুবের্নিয়ার প্রতিনিধিত্ব আছে, কিংবা আপনারা এসেছেন কোথা থেকে, তা আমি জানি নে। যেটা গুরুত্বসম্পন্ন তা হল এই যে, যুবকসমাজ, কমিউনিস্ট যুবকসমাজ সংগঠিত হচ্ছে। যেটা গুরুত্বসম্পন্ন তা হল এই যে, নতুন ধরনের বিদ্যালয় গড়তে শিখবার জন্যে যুবকেরা একত্রে সমবেত হচ্ছে। এখন আপনাদের হয়েছে এক নতুন ধরনের বিদ্যালয়। পুরন, আমলাতান্ত্রিক বিদ্যালয়, যেটাকে আপনারা ঘৃণা করতেন, অতি জঘন্য মনে করতেন, যার সঙ্গে আপনাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তার অস্তিত্ব আর নেই। খুবই দীর্ঘ কালপর্যায়ের জন্যে আমরা আমাদের কাজের পরিকল্পনা করেছি। যে-ভবিষ্যৎ সমাজের জন্যে আমরা সাগ্রহে চেষ্টা করছি, যে-সমাজে সবাইকে কাজ করতেই হবে, যে-সমাজে থাকবে না কোন শ্রেণীগত পার্থক্য, তা গড়তে দীর্ঘ সময় লাগবে। বর্তমানে আমরা এই ভবিষ্যৎ সমাজের কেবল ভিত্তিস্থাপন করছি, কিন্তু বড় হয়ে আপনাদের তা গড়তে হবে। বর্তমানে, কাজ করুন যতখানি শক্তিতে কুলোয়; যা আপনাদের পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত তেমন কাজ হাতে নেবেন না; বয়োজ্যেষ্ঠদের নেতৃত্বে কাজ করুন। আরও একবার আমি এই কংগ্রেসকে অভিবাদন জানাচ্ছি এবং আপনাদের কাজে যাবতীয় সাফল্য কামনা করছি।

৩৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩২০

বয়স্ক-শিক্ষার
প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস
৬ই — ১৯শে মে, ১৯১৯

১

৬ই মে তারিখে অভিনন্দন ভাষণ

কমরেড, বয়স্ক-শিক্ষার কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। বলাই বাহুল্য, আমার কাছ থেকে এমন বক্তৃতার প্রত্যাশা আপনারা করেন না, যা ব্যাপারটার মর্মার্থে প্রবেশ করতে পারে, যা করেছেন পূর্ববর্তী বক্তা কমরেড লুনাচারস্কি, যিনি ওয়াকিবহাল ও সমস্যাটার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। আমি সীমাবদ্ধ থাকতে চাই অভিনন্দনের অল্প কয়েকটা কথায় এবং জনকমিসার পরিষদে আপনাদের প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সময় অল্প যা কিছু নজরে পড়েছে ও মনে হয়েছে তাতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাবালক শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচারের মতো সোভিয়েত ক্রিয়াকলাপের এমন ক্ষেত্র কমই মিলবে যেখানে দেড় বছরের মধ্যে এত বিপুল সাফল্য অর্জিত হতে পেরেছে। সন্দেহ নেই, অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে এক্ষেত্রে আপনাদের ও আমাদের পক্ষে কাজ করা সহজ ছিল। এক্ষেত্রে আমাদের সাবেকী বাধা ও সাবেকী প্রতিবন্ধক দূর করতে হয়েছিল। শ্রমিক ও কৃষক জনগণের মধ্যে জ্ঞানের, অবাধ শিক্ষার, অবাধ বিকাশের যে বিপুল চাহিদা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে, তা মেটাতে যাওয়া এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে বেশি সহজ হয়েছিল, কেননা জনগণের বিপুল চাপের কল্যাণে পথের বহিপ্রতিবন্ধক দূর করা, আমাদের যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বেঁধে রাখে ও সে যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ বিপুলতম ক্লেশভারে রাশিয়াকে নিপাতিত করে সেই সব ঐতিহাসিক বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ করা যদি বা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে থাকে, বাইরের প্রতিবন্ধক চূর্ণ করা যদি বা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে থাকে, তাহলেও অন্যদিকে আবার জনগণকে নতুন ক'রে শিখিয়ে তোলার ব্যাপারে, সংগঠন ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে, জ্ঞানপ্রচারের ব্যাপারে, তমসাছন্নতা

ও সংস্কৃতিহীনতা, বন্যতা ও বর্বরতার যে দায়ভাগ আমরা পেয়েছি তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে আমাদের কাজের পুরো চাপটা আরো বেশি তীব্রতায় টের পেতে হয়েছে। এখানে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে একেবারেই অন্য পদ্ধতিতে। আমাদের ভরসা করতে হয় কেবল সময়সাপেক্ষ সাফল্য ও জনগণের অগ্রণী স্তরের পক্ষ থেকে একরোখা নিয়মিত প্রভাব বিস্তারের ওপর, এমন প্রভাব যা জনগণ একান্ত আন্তরিকতায় বরণ ক'রে নেয়, এবং প্রায়ই আমরা এই অপরাধ করি যে দিই সাধ্যের চেয়ে কম। আমার মনে হয়, বয়স্ক-শিক্ষার প্রচারে, সাবেকী কাঠামো ও সর্তে আবদ্ধ নয় এমন অবাধ শিক্ষার যে প্রচারকে বয়স্ক জনগণ স্বাগত করছে, তার এই প্রথম পদক্ষেপগুলির ক্ষেত্রে প্রথম দিকে আমাদের সবচেয়ে বেশি লড়তে হয়েছে দুই ধরনের বাধার বিরুদ্ধে। দুটি প্রতিবন্ধকই আমরা উত্তরাধিকার পেয়েছি সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজের কাছ থেকে, যা এখনো পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখছে, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সূত্র, রজ্জু ও শৃঙ্খলে আমাদের নিচে টানছে।

প্রথম ত্রুটিটা হল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রাচুর্য, যারা নতুন ধারায় গঠিত শ্রমিক ও কৃষকদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতি প্রায়শই ধরে নিয়েছে দর্শন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত স্বকপোলকল্পনার অতি অনুকূল ক্ষেত্র হিসাবে, যেখানে অতি প্রায়শই একান্ত বিদঘুটে মুখ-ভঙ্গিকেই চালানো হয় নতুন কিছু ব'লে এবং বিশুদ্ধ প্রলেতারীয় শিল্প ও প্রলেতারীয় সংস্কৃতির নামে হাজির করা হয় এমন কিছু যা অস্বাভাবিক ও উৎকট(৩৪)। (**করতালি**।) কিন্তু গোড়ার দিকে এটা স্বাভাবিক এবং সম্ভবত মার্জনীয়, ব্যাপক আন্দোলনের ওপর তার দোষ চাপানো যায় না। এবং আমার আশা আছে যে যতই হোক শেষ পর্যন্ত তা থেকে বেরিয়ে আসছি ও বেরিয়ে আসব।

দ্বিতীয় ত্রুটিও হল পুঁজিবাদের উত্তরাধিকার। জ্ঞানতৃষ্ণায় ধাবিত পেটি বুর্জোয়া মেহনতীদের ব্যাপক জনগণ সাবেকীটাকে চূর্ণ করলেও সংগঠনশীল ও সংগঠিত কিছু চালু করতে পারে নি। জনকমিসার পরিষদে যখন সাক্ষরদের কাজে লাগানো ও গ্রন্থাগার বিভাগের প্রশ্ন আলোচনা হয় তখন আমি কিছুটা পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখি এবং এই স্বল্প পর্যবেক্ষণ থেকে এ ব্যাপারে অবস্থাটা যে কী খারাপ তা উপলব্ধি করি। বলাই বাহুল্য যেটা খারাপ, অভিনন্দন-ভাষণে তা উল্লেখের চল বিশেষ নেই। আমার আশা

আছে এই রেওয়াজ থেকে আপনারা মুক্ত এবং আমার খেদজনক পর্যবেক্ষণগুলি যদি আপনাদের শোনাই তাহলে আমায় মার্জনা করবেন। যখন সাক্ষরদের কাজে লাগানোর প্রশ্নটা আমরা তুলি, তখন সবচেয়ে বেশি এইটে চোখে পড়ে যে, সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া বিপ্লবের কাঠামো ছাড়িয়ে না গিয়েও চমৎকার সাফল্য লাভ করেছে আমাদের বিপ্লব। বিদ্যমান শক্তিগুলির জন্য অবাধ বিকাশের সুযোগ দেয় তা, আর এই বিদ্যমান শক্তিগুলি হল পেটি বুর্জোয়া শক্তি, সেই একই তাদের ধ্বনি 'যে যার নিজের জন্যে, সবার জন্যে ভগবান', সেই একই অভিশপ্ত পুঁজিবাদী ধ্বনি যা কলচাক ও সাবেকী বুর্জোয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ছাড়া আর কোথাও কখনো পেঁছয় না। নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমাদের এখানে কী করা হচ্ছে সেটা যখন দেখি, তখন আমার ধারণা ও ব্যাপারে করা হয়েছে খুবই কম, এবং এইটে বোঝা আমাদের সাধারণ কর্তব্য যে, প্রলেতারীয় উপাদানগুলির সংগঠনশীলতা আবশ্যক। এটা হাস্যকর কতকগুলো বুলির ব্যাপার নয়, যা কাগজেই থেকে যাবে, আসল কথা হল গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো ব্যবস্থা যা জনগণের জন্য এখুনি চালু করতে হবে, যাতে প্রতিটি সাক্ষর ব্যক্তি কতিপয় নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের আবশ্যকতাকে নিজের কর্তব্য ব'লে মেনে নিতে বাধ্য হবে। আমাদের ডিক্রিতে এটা ঘোষিত হয়েছে(৩৫)। কিন্তু সে দিকে প্রায় কিছুই করা হয় নি।

যখন জনকমিসার পরিষদে অন্য প্রশ্নটা, গ্রন্থাগারের প্রশ্নটা আসে, তখন আমি বলি: আমাদের যে বই কম, যথেষ্ট পরিমাণে তা ছাপাতে পারি না, তার জন্য আমাদের শিল্পগত পশ্চাৎপদতা দায়ী -- এই যে নালিশটা অবিরত শোনা যায়, নিজের মনে মনে আমি বলি — এটা সত্যি। সত্যিই আমাদের জ্বালানি নেই, কলকারখানা অচল, কাগজ কম, বই পাওয়া অসম্ভব। এ সবই ঠিক কথা, কিন্তু একথাটাও সত্যি যে, যে-বই আমাদের আছে তাও আমরা পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে আমরা ভুগছি চাষাড়ে বাতুলতা ও চাষাড়ে অসহায়তায়, চাষা যখন জমিদারের গ্রন্থাগারটি লুঠ করে, তখন সে নিজের ঘরে এসে ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে আবার অন্য কেউ সে গ্রন্থাগার ছিনিয়ে না নেয়, কেননা ন্যায্য বণ্টন যে সম্ভব, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিদ্বেষের জিনিস কিছু নয়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হল শ্রমিক ও মেহনতীদের সাধারণ সম্পদ — এ চেতনা তার থাকা সম্ভব ছিল না। অবিকশিত কৃষক

জনগণ তার জন্য দোষী নয়, বিপ্লব বিকাশের দিক থেকে এটা একান্তই সঙ্গত — এটা অপরিহার্য একটা পর্যায়, এবং কৃষক এই যে গ্রন্থাগারটি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে, এটা সে না ক'রে পারে না, কেননা সে বোঝে নি যে রাশিয়ার সমস্ত গ্রন্থাগারকে এক গ্রন্থাগারে সম্মিলিত করা যায়, তাতে সাক্ষরদের তৃষ্ণা মেটানো ও নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের মতো বই পাওয়া যাবে যথেষ্ট। এখন দরকার বিশৃঙ্খলার জেরের বিরুদ্ধে, অনাসৃষ্টির বিরুদ্ধে, হাস্যকর সব বিভাগীয় কলহের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এইটে হওয়া উচিত আমাদের প্রধান কর্তব্য। সাক্ষরদের কাজে লাগানো ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সরল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটায় আমাদের নামতে হবে। যা বই আমাদের আছে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের এবং গ্রন্থাগারের এমন সংগঠিত জাল বিস্তারে নামতে হবে, যাতে বিদ্যমান প্রতিটি বইয়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে লোকে, সমান্তরাল সব সংগঠন নয়, গড়তে হবে একটি একক প্রণালীবদ্ধ সংগঠন। এই ছোট ব্যাপারটিতেই প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের বিপ্লবের মূল কর্তব্য। এ কর্তব্য যদি বিপ্লব সাধন না করে, কাণ্ডজ্ঞানহীন এই রুশীয় বিশৃঙ্খলা ও আনাড়িপনার বদলে যদি তা সত্যকার প্রণালীবদ্ধ একক সংগঠন সৃষ্টির পথ না নেয়, তাহলে এ বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব হয়েই থেকে যাবে, কেননা কমিউনিজমের দিকে আগুয়ান প্রলেতারীয় বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্যই হল ঐটে, আর বুর্জোয়ার পক্ষে সাবেকীটা চূর্ণ ক'রে কৃষক জোতকে স্বাধীনতা দানই যথেষ্ট, যে জোত আগেকার সমস্ত বিপ্লবের মতোই ওই একই পুঁজিবাদের পুনর্জন্ম দিয়েছে।

আমরা যদি নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টি বলতে চাই, তাহলে বুঝতে হবে যে বাইরের প্রতিবন্ধক দূর করা ও সাবেকী প্রতিষ্ঠান চূর্ণ করার পর কেবল এই এখনই আমাদের সামনে এই প্রথম সত্যকার প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রথম কর্তব্যটা হাজির হয়েছে তার আসল চেহারায় ও সমগ্র আয়তনে — যথা, কোটি কোটি লোককে সংগঠিত করা। এক্ষেত্রে যে দেড় বছরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা এসেছি তারপর অবশেষে আমাদের এমন সঠিক পথে দাঁড়াতে হবে, যাতে চিরকাল যে সংস্কৃতিহীনতা, তমসাচ্ছন্নতা ও বর্বরতায় আমরা ভুগেছি তা পরাস্ত হয়। (**তুমুল করতালি**)

৩৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩২৯—৩৩২

শিক্ষা এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কর্মীদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসে বক্তৃতা ৩১শে জুলাই, ১৯১৯

(অংশ)

কমরেডসব, বড় খুশি হয়ে জনকমিসার পরিষদের তরফে আমি আপনাদের কংগ্রেসকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে এবং সংগঠনের সমস্ত ক্ষেত্রে সোভিয়েত ক্ষমতা যেসব বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয় সেই একই বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে আমাদের দীর্ঘ সংগ্রাম চালাতে হয়েছে জনশিক্ষাক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি, একমাত্র গণসংগঠন বলে বিবেচিত বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্বে একেবারে গোড়া থেকেই এমনসব লোক ছিল যারা দীর্ঘকাল যাবত বিভিন্ন বুর্জোয়া বদ্ধধারণার প্রভাবাধীন ছিল। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম দিনগুলিতে, ১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসে আমরা এও দেখেছি কিভাবে ফৌজ সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকার করে না এই মর্মে বিভিন্ন ঘোষণা দিয়ে পেত্রগ্রাদে আমাদের ছেয়ে দিয়েছিল, তারা পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে যাবার হুমকি দিয়েছিল এবং বিভিন্ন বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে সংহতি জাহির করেছিল। সেই অত আগেও আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, এইসব ঘোষণা আসত এইসব সংগঠনে উপরতলার লোকেদের কাছ থেকে, তখনকার দিনের ফৌজ কমিটিগুলি থেকে, যারা আমাদের ফৌজের মেজাজ, বিশ্বাস আর মতামত গঠনের ব্যাপারে অতীতেরই প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল। তখন থেকে সমস্ত গণসংগঠনে সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে — রেলওয়ে প্রলেতারিয়েতের ব্যাপারে, এবং আবার ডাক-তার কর্মচারীদের ব্যাপারে। আমরা বরাবর লক্ষ্য করেছি, গণসংগঠনগুলির উপর প্রথমে অতীতের ক্ষমতা আর প্রভাব বজায় থাকে। কাজেই, বিদ্যালয়-শিক্ষকদের মধ্যে যে দীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রাম চলছিল তাতে আমরা আদৌ বিস্মিত হই নি — তারা,

সবাই না হলেও, অধিকাংশই একেবারে গোড়া থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি বিরোধী মনোভাব অবলম্বন করেছিল। আমরা দেখেছিলাম কিভাবে বুর্জোয়া বদ্ধধারণাগুলোকে আমাদের ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং বিদ্যালয়-শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা শ্রমিক আর মেহনতী কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁদের কিভাবে প্রাক্তন বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল নিজেদের বিভিন্ন অধিকার অর্জনের জন্যে এবং মেহনতী জনগণের সঙ্গে অকৃত্রিম সম্প্রীতি স্থাপনের আর যে-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চলছিল তার প্রকৃতি সম্বন্ধে যথার্থ উপলব্ধির দিকে যাবার পথ করার জন্যে। এযাবত অন্য কারও চেয়ে আপনাদেরই বেশি মোকাবিলা করতে হয়েছে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায়ের পুরন বদ্ধধারণাগুলোর সঙ্গে, তাদের রেওয়াজী পদ্ধতিগুলো আর যুক্তি-তর্কের সঙ্গে, বুর্জোয়া বা পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে তাদের সমর্থনের সঙ্গে, তাদের সংগ্রামের সঙ্গে — যে-সংগ্রাম সাধারণত প্রত্যক্ষ নয়, যা চালানো হয়েছে বাহ্যত প্রীতিকর বিভিন্ন স্লোগানের আড়ালে, যেসব স্লোগান তোলা হয়েছে কোন-না-কোনভাবে পুঁজিতন্ত্রের সমর্থনে।

কমরেডসব, আপনাদের হয়ত মনে থাকতে পারে, শ্রমিক কোন পথে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক কারখানায় পেঁৗছেছিল সেটা মার্কস কিভাবে বর্ণনা করেছেন, সুশৃঙ্খল, সুসভ্য, 'মুক্ত' পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকের দাসত্বের বিশ্লেষণ তিনি কিভাবে করেছেন, শ্রমের উপর পুঁজির নিপীড়নের কারণগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদানগুলোকে তিনি কিভাবে বিচার করতে এগিয়েছেন, পুঁজিতান্ত্রিক কারখানায় শ্রমিকের প্রবেশের বিষয়টাকে তিনি কিভাবে বর্ণনা করেছেন — পুঁজিতান্ত্রিক কারখানায়, যেখানে উদ্বৃত্ত মূল্যের ডাকাতি ঘটে এবং পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বনিয়াদ স্থাপিত হয়, যেখানে গঠিত হয় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ, যে-সমাজ ধন-সম্পদ দেয় অল্প কয়েকজনকে, আর বহুকে রাখে নিপীড়নের দশায়। মার্কস যখন তাঁর বইয়ে পেঁৗছেছিলেন এই অতি তাৎপর্যসম্পন্ন, অতি মৌলিক জায়গায় — পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিশ্লেষণ — তখন এই বিশ্লেষণের ভূমিকার সঙ্গে এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছিলেন যে, পাঠককে তিনি নিচ্ছিলেন যে-জায়গাটায়, 'যে-জায়গায় পুঁজিপতিরা মুনাফা নিংড়ে বের করে নেয়, সেটা হল সেই জায়গা যেখানে কর্তৃত্ব করে স্বাধীনতা, সমানতা আর বেন্থাম।' এ কথায় মার্কস জোর

দিয়েছিলেন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়াদের সমর্থিত মতাদর্শের উপর, যে-মতাদর্শকে তারা ন্যায্য বলে জাহির করে, কেননা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সামন্তদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতা বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'স্বাধীনতা, সমানতা আর বেন্থাম' কর্তৃত্ব করে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে, যে-সমাজের বনিয়াদ হল পুঁজির কর্তৃত্ব, অর্থের কর্তৃত্ব, আর মেহনতী জনগণের উপর শোষণ। তারা যাকে বলে স্বাধীনতা সেটা হল মুনাফা করার স্বাধীনতা, অল্প কয়েক জনের ধনী হবার স্বাধীনতা, বাণিজ্যে টাকা খাটাবার স্বাধীনতা; তারা যাকে বলে সমানতা সেটা হল পুঁজিপতি আর শ্রমিকের মধ্যে সমানতা; আর বেন্থামের কর্তৃত্ব হল স্বাধীনতা আর সমানতা সম্বন্ধে পেটি বুর্জোয়া বদ্ধধারণার কর্তৃত্ব।

যদি আমাদের চারদিকে তাকাই, যদি একবার তাকাই ঐসব যুক্তি-তর্কের দিকে, যেসব যুক্তি-তর্ক গতকাল আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং যেগুলিকে আজ ব্যবহার করছে পুরন শিক্ষক সমিতি, আর যেগুলিকে এখনও দেখতে পাওয়া যায় আমাদের মতাদর্শগত প্রতিপক্ষীয়দের মধ্যে যারা নিজেদের বলে সমাজতন্ত্রী (সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, মেনশেভিকেরা), যেসব যুক্তি-তর্ক খুব সচেতন নয় এমন রূপে আমরা দেখতে পাই কৃষক জনগণের সঙ্গে দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে, যে-কৃষকেরা এখনও সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য বোঝে নি — এইসব যুক্তি-তর্কের মতাদর্শগত অর্থটার দিকে যদি তাকান এবং সে সম্বন্ধে যদি একটু ভাবেন, তাহলে দেখতে পাবেন হুবহু সেই একই বুর্জোয়া ধারণা, যার উপর মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থে জোর দিয়েছিলেন। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে কর্তৃত্ব করে স্বাধীনতা, সমানতা আর বেন্থাম, এই বাঁধা বুলিটাকে বারবার আওড়ায় এরা সবাই। যখন এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের সম্বন্ধে আপত্তি তোলা হয় এবং বলা হয় যে, আমরা বলশেভিকরা আর সোভিয়েত ক্ষমতা স্বাধীনতা আর সমানতা লঙ্ঘন করছি, যারা এমন কথা বলে আমরা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক তত্ত্বগুলির প্রতি, মার্কসের মৌলিক শিক্ষাগুলির প্রতি। আমরা এই মত পোষণ করি যে, বলশেভিকরা যে-স্বাধীনতা লঙ্ঘন করছে বলে তোমরা অভিযোগ করছ সেটা পুঁজির স্বাধীনতা, খোলা বাজারে শস্য বিক্রি করার জন্যে কোন মালিকের অধিকার, অর্থাৎ, অল্প কয়েক জনের মুনাফা করার অধিকার, যাদের উদ্বৃত্ত শস্য আছে তাদের। সংবাদপত্রের

যে-স্বাধীনতা বলশেভিকরা লঙ্ঘন করেছে বলে সর্বক্ষণ অভিযোগ করা হয় — কোন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতাটা কী? আমাদের 'স্বাধীন' রাশিয়ায় সংবাদপত্রজগৎটা কি ছিল তা প্রত্যেকেই দেখতে পারত। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংবাদপত্রাদি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যারা সুপরিচিত ছিল, সেগুলি যারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে পেরেছিল কিংবা সেগুলির সঙ্গে লেনদেন যাদের ছিল তারা এটা দেখেছিল আরও বেশি মাত্রায়। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ হল প্রকাশিত বস্তু নিয়ে এবং জনগণের উপর সেগুলির প্রভাব নিয়ে ব্যবসা করার স্বাধীনতা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ হল এই যে, সংবাদপত্র, যা জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করার একটা শক্তিশালী মাধ্যম, সেটা চালানো হয় পুঁজিপতিদের খরচে। সংবাদপত্রের এমনধারা স্বাধীনতাই বলশেভিকরা লঙ্ঘন করেছে এবং তারা গর্ববোধ করে যে, প্রথম তারা পুঁজিপতি-মুক্ত সংবাদপত্র বের করেছে, একটা বিশাল দেশে প্রথম তারাই এমন সংবাদপত্র স্থাপন করেছে যা মুষ্টিমেয় ধনী আর লাখপতির উপর নির্ভর করে না — যে-সংবাদপত্র সমগ্রভাবেই নিয়োজিত পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যে-সংগ্রামে আমরা অবশ্যই সবকিছুকে সাপেক্ষ করব। যারা শ্রেণী-সচেতন নয় এমন কৃষক জনগণকে পরিচালিত করতে সক্ষম একমাত্র কারখানার প্রলেতারিয়েত, তারাই এ সংগ্রামে মেহনতী জনগণের নেতা, অগ্রগামী বাহিনী হতে পারে।

এক-পার্টির একনায়কত্ব স্থাপন করেছি বলে যখন আমাদের নিন্দাবাদ করা হয় এবং, যা আপনারা শুনেছেন, সম্মিলিত সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রস্তাব তোলা হয়, আমরা বলি, 'হ্যাঁ, এটা এক-পার্টির একনায়কত্ব! আমরা এরই পক্ষে, এবং সেই অবস্থান থেকে আমরা সরব না, তার কারণ কয়েক দশক কালে কারখানা আর শিল্পের সমগ্র প্রলেতারিয়েতের অগ্রগামী বাহিনীর মর্যাদা অর্জন করেছে এই পার্টিই। এই পার্টি সেই মর্যাদা অর্জন করেছিল ১৯০৫ সালের বিপ্লবেরও আগে। এই পার্টিই ১৯০৫ সালে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং তখন থেকে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল— এমনকি ১৯০৫ সালের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার সময়ও, যখন স্তলিপিন দুমার আমলে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন অত কষ্টে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল — আর, পুরন সমাজে গভীর, মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে ঐ শ্রেণীকে পরিচালিত

করতে পারত কেবল এই পার্টিই।' আমাদের কাছে সম্মিলিত সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রস্তাব করা হলে আমরা বলি, এ প্রস্তাব তোলে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি আর মেনশেভিক পার্টিই, আর বলি, বিপ্লবের সর্বাংশে তারা বুর্জোয়াদের অনুকূলে দোদুল্যমান থেকেছে। আমাদের একটা যুগ্ম-অভিজ্ঞতা হয়েছে — কেরেনস্কি আমল, যখন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা একটা কোআলিশন সরকার গড়েছিল, যাকে সাহায্য করেছিল আঁতাঁত, অর্থাৎ, বিশ্ব বুর্জোয়ারা, ফ্রান্স আমেরিকা আর বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা। তার ফল দাঁড়িয়েছিল কী? তারা যে ক্রমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা হয়েছিল কি? না, হয়েছিল পতন, সাম্রাজ্যবাদীদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, বুর্জোয়াদের কর্তৃত্ব এবং শ্রেণী-সামঞ্জস্য-সংক্রান্ত সমস্ত রকমের মোহের ষোল-আনা দেউলিয়াপনা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গমনপথ চিহ্নিত করার ভূমিকা ইতিহাসনির্দিষ্ট হয়ে এসেছে এই দেশ রাশিয়ারই উপর, আর সেই কারণেই আমাদের কপালে জুটেছে এত সংগ্রাম আর দুর্ভোগ। অন্যান্য দেশের পুঁজিপতি আর সাম্রাজ্যবাদীরা বোঝে যে, রাশিয়া সক্রিয়-সংগ্রামরত; তারা বোঝে যে, কেবল রাশিয়ার পুঁজির নয়, আন্তর্জাতিক পুঁজির ভবিষ্যৎও নির্ধারিত হচ্ছে রাশিয়ায়। সেই কারণেই তাদের সমস্ত পত্রপত্রিকায় — তাদের বহু নিযুত উৎকোচে বশীভূত সমগ্র বুর্জোয়া বিশ্ব পত্রপত্রিকায় — তারা বলশেভিকদের সম্বন্ধে অতি অবিশ্বাস্য সব কুৎসা রটায়।

সেই একই 'স্বাধীনতা, সমানতা আর বেন্থাম' নীতির নামে তারা রাশিয়ার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এ দেশে যদি এমন কারও সঙ্গে দেখা হয় যে ভাবে সে যখন স্বাধীনতা আর সমানতার কথা এবং বলশেভিকদের দ্বারা তার লঙ্ঘনের কথা বলে তখন সে এমনকিছু সমর্থন করে যা একেবারে স্বতন্ত্র, সাধারণভাবে গণতন্ত্রের বিভিন্ন নীতি, তাকে ইউরোপের সংবাদপত্রজগতের দিকে একবার তাকাতে বলবেন। রাশিয়াকে চূর্ণ করার চেষ্টায় কী পর্দা ব্যবহার করছে দেনিকিন আর কলচাক, কী পর্দা ব্যবহার করছে ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা আর বুর্জোয়ারা? স্বাধীনতা আর সমানতা, তারা বলে শুধু এই কথা! মার্কিন, বৃটিশ আর ফরাসীরা যখন আর্খাঙ্গেলস্ক দখল করেছিল, যখন তারা তাদের ফৌজ পাঠিয়েছিল দক্ষিণে, তারা সেটা করেছিল স্বাধীনতা আর সমানতার সপক্ষে। ছদ্মাবরণ হিসেবে তারা ঐ

রকমের স্লোগানই ব্যবহার করে, আর সেই কারণেই রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত এই প্রচণ্ড সংগ্রামে বিশ্ব পুঁজির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছে। স্বাধীনতা আর সমানতার স্লোগানগুলোর এমনই মতলব — এই যে-স্লোগান বুর্জোয়াদের সমস্ত দালাল ব্যবহার করে জনগণকে ভাঁওতা দেবার জন্যে, যেসব বুদ্ধিজীবী যথার্থই শ্রমিক আর কৃষকদের পক্ষে তাঁদের যে-স্লোগানের স্বরূপ খুলে ধরতে হবে।

৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ১৩১—১৩৫, ১৩৭

গুবের্নিয়া জনশিক্ষা বিভাগগুলির বয়স্ক-শিক্ষা উপবিভাগ অধিকর্তাদের তৃতীয় সারা রুশ সম্মেলনে ভাষণ ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

(অংশ)

আপনাদের ক্রিয়াকলাপের ওপর, আপনারা যাঁরা বয়স্ক-শিক্ষা নিয়ে আছেন তাঁদের ওপর আমরা ভরসা করে আছি। স্কুল মারফত শিক্ষাটা আরো পাকাপোক্তভাবে দাঁড় করাতে হলে দরকার পুরো একসারি বৈষয়িক পরিবর্তন: বিদ্যালয় নির্মাণ, শিক্ষক সংগ্রহ, অধ্যাপনা-কর্মীদের সংগঠন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সংস্কার। এসব জিনিসের জন্য সুদীর্ঘ প্রস্তুতি দরকার। কিন্তু বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা এই দীর্ঘকালীন প্রস্তুতির চাপে তত পিষ্ট নন। প্রচলিত স্কুল-ব্যবস্থার বাইরে শিক্ষালাভের জন্য অধিবাসীদের চাহিদা এবং এক্ষেত্রে কর্মীর আবশ্যকতা প্রচণ্ড বেড়ে উঠছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এতদিন পর্যন্ত যা করা গেছে, সম্মিলিত সহায়তা ও প্রচেষ্টায় তার চেয়ে বেশি করা যাবে।

উপসংহারে বয়স্ক-শিক্ষার চরিত্রের কথা বলি, প্রচার ও আন্দোলনের সঙ্গে তা জড়িত। পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচার ব্যবস্থার একটা মূল ত্রুটি হল এই যে শ্রম-সংগঠনের মূল লক্ষ্যটা থেকে তা বিচ্ছিন্ন, কেননা পুঁজিপতির প্রয়োজন বাধ্য ও পোষ-মানা শ্রমিকদের ঠেলে আনা ও পোষ মানানো। জাতীয় শ্রম-সংগঠনের সত্যকার কর্তব্য ও অধ্যাপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না পুঁজিবাদী সমাজে। দেখা দেয় নিষ্প্রাণ, পণ্ডিতী, আমলাতন্ত্রী, যাজক-প্রভাবে কলুষিত চরিত্রের এক শিক্ষাদান — সর্বত্র, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও তাতে সবকিছু তাজা ও সুস্থ লুপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। সরাসরি, জীবন্তভাবে কাজটা চালানো ছিল কঠিন, কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-যন্ত্র ছাড়া, বৈষয়িক ও আর্থিক সহায়তা ছাড়া শিক্ষার

ব্যাপক ব্যবস্থা অসম্ভব। যে পরিমাণে আমরা সামরিক প্রস্তুতি ও সামরিক প্রত্যাঘাতের খাত থেকে শান্তিপূর্ণ নির্মাণের খাতে আমাদের গোটা সোভিয়েতী জীবনকে তুলে দেবার জন্য তৈরি হতে পারব এবং হতে হবে, সেই পরিমাণেই আপনাদের, বয়স্ক-শিক্ষার কর্মীদের পক্ষে এই বদলটা হিসাবে রাখা এবং নিজেদের প্রচার কর্ম, তার লক্ষ্য ও কর্মসূচিকে এই বদলটার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার ও অপরিহার্য।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তিত কর্তব্য অনুযায়ী শিক্ষা, অধ্যাপনা, লালন ও শিক্ষাদানের কর্তব্য ও গোটা চরিত্রটা আমি কী ভাবে বুঝছি তা দেখাবার জন্য আমি সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বিগত অধিবেশনে গৃহীত বৈদ্যুতীকরণের সিদ্ধান্তের কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাই; সম্ভবত তার কথা সকলেই জানেন। কিছু দিন আগে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল যে, দুই মাসের মধ্যে (সরকারীভাবে মুদ্রিত রিপোর্টে ছিল দুই সপ্তাহের মধ্যে — এটা ভুল) সর্বনিম্ন কর্মসূচি হিসাবে ২—৩ বছরের জন্য ও সর্বোচ্চ কর্মসূচি হিসাবে ১০ বছরের জন্য দেশের বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাবে। বিশুদ্ধ পার্টিগত এবং স্কুলগত অধ্যাপনা ও শিক্ষা, উভয় দিক থেকেই আমাদের সমস্ত প্রচারের চরিত্র এবং স্কুল বহির্ভূত অধ্যাপনার চরিত্র বদলানো উচিত এই অর্থে নয় যে, অধ্যাপনার মূলকথা ও ধারাকেই বদলাতে হবে; বদলটা এইখানে যে দেশের শিল্পগত ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকল্পনা সমেত এই শান্তিপূর্ণ নির্মাণকাজে উত্তরণের সঙ্গে ক্রিয়াকলাপের চরিত্রটা খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কেননা সাধারণ অর্থনৈতিক দুরূহতা ও সাধারণ কর্তব্য হল দেশের অর্থনৈতিক শক্তির এমন পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাতে ক্ষুদে কৃষি জোতের পাশেই প্রলেতারীয় বিপ্লব অর্থনৈতিক জীবনের নতুন ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে। এতদিন পর্যন্ত কৃষককে শ্রমিক রাষ্ট্রের জন্য শস্য দিতে হয়েছে কর্জ হিসাবে: রঙচঙে যে কাগজটাকে টাকা বলা হয় শস্যের বদলে সেটা পেয়ে কৃষকের তুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। তাতে তুষ্ট না হয়ে কৃষক তার ন্যায্য অধিকার দাবি করছে: তার দেয় শস্যের বিনিময়ে শিল্প দ্রব্য, যা অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাকে দিতে পারি না। পুনঃপ্রতিষ্ঠা — এই হল মূল কর্তব্য, কিন্তু সাবেকী অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল বনিয়াদের ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমরা ঘটাতে

পারি না। এটা টেকনিকাল দিক থেকেও অসম্ভব, এবং সেটা একটা বেয়াড়া ব্যাপার হত; নতুন ভিত্তি দরকার। সেরূপ নতুন ভিত্তি হল বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনা।

কৃষকদের কাছে, সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনগণের কাছে গিয়ে আমরা বলছি কেন সমগ্র সোভিয়েতী নির্মাণ কাজের সাফল্যের জন্য সংস্কৃতি ও টেকনিকাল শিক্ষার নতুন উচ্চতর পর্যায়ে উৎক্রমণটা প্রয়োজন। তাই, অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক। সবচেয়ে অজ্ঞ কৃষকও বোঝে যে, যে অর্থনীতি যুদ্ধে বিধ্বস্ত, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া সে দারিদ্র্যের সামাল দিতে পারবে না, শস্যের বিনিময়ে আবশ্যক মাল পাবে না। কৃষকের ঠিক এই অব্যবহিত ও জরুরী প্রয়োজনটার সঙ্গেই সংযুক্ত ও সংবদ্ধ হতে হবে আমাদের প্রচার, শিক্ষা, জ্ঞানপ্রচার ও বয়স্ক-শিক্ষার সমস্ত কাজকে, দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন থেকে তা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, তা যেন উত্থিত হয় ঠিক তাদের বিকাশ ও কৃষকদের উপলব্ধি পরিধির মধ্য থেকেই, এবং এইটেয় জোর দেয় যে, এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি শুধু শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। কিন্তু সাবেকী ভিত্তিতে শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে পারে না: তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে আধুনিক টেকনিকের ভিত্তিতে। তার অর্থ শিল্পের বৈদ্যুতীকরণ এবং সংস্কৃতির উন্নয়ন। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির জন্য দরকার দশ বৎসরাবধি কাজ, কিন্তু সংস্কৃতি ও সচেতনতার দিক থেকে অনেক উচ্চস্তরের কাজ।

কাজের একটা ব্যাপক পরিকল্পনা আমরা মেলে ধরব, যা ব্যাপক কৃষক জনগণের ধারণায় একটা সুস্পষ্ট ব্যবহারিক লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত থাকা উচিত। কয়েক মাসের মধ্যে তা করা সম্ভব নয়। সর্বনিম্ন কর্মসূচি হাসিল করা সম্ভব তিন বছরের কমে নয়। কিন্তু ইউটোপিয়ায় আত্মসমর্পণ না ক'রেই বলা যায় যে, দশ বছরের মধ্যে গোটা রাশিয়াকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জালে ছেয়ে ফেলতে আমরা সক্ষম এবং বৈদ্যুতিক শিল্পের এমন অবস্থায় উঠে যেতে পারি, যা টেকনলজির আধুনিক দাবি মেটাবে ও সাবেকী ধরনের কৃষক চাষের অবসান ঘটাবে। তার জন্য দরকার আরো উচ্চস্তরের সংস্কৃতি ও শিক্ষা।

বর্তমানের অব্যবহিত ব্যবহারিক কর্তব্য যে, পরিবহনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও খাদ্য আমদানি, — উৎপাদনশীলতার বর্তমান অবস্থায় ব্যাপক কর্তব্য

হাতে নেওয়া সম্ভব নয়, এ কথা নিজেদের কাছে না লুকিয়ে প্রচার ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আপনাদের উচিত উপযুক্ত সাংস্কৃতিক টেকনিকাল চাহিদার ভিত্তিতে পুরোপুরি পুনর্গঠনের এই কাজটা মনে রাখা ও পালন করা। পুরনো পদ্ধতির যে প্রচার অচলতায় দুষ্ট, এতদিন পর্যন্ত যাতে আমরা কৃষকদের কাছে গেছি নেহাৎ শ্রেণী-সংগ্রামের সাধারণ বুলি নিয়ে, যার ভিত্তিতে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি ইত্যাদির যত বাজে কথা বানানো হয়েছে, তা থেকে, একান্তই যা বাল্যকালের শিশু রোগের মতো সেই সব ছাইভস্ম থেকে আমরা অতি দ্রুত বেরিয়ে আসব। প্রচারে, আন্দোলনে এবং শিক্ষা ও জ্ঞানদানের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে আমরা চলে যাব সমস্যাটির আরো বেশি স্থিরমস্তিষ্ক ও ব্যবহারিক উপস্থাপনে, যা হবে সোভিয়েত রাজের যারা লোক তাদের যোগ্য, — দু'বছরের মধ্যে তারা কিছু-না-কিছু শিখেছে, চাষীর কাছে তারা যাচ্ছে সমস্ত শিল্প পুনর্গঠনের ব্যবহারিক, কার্যকরী ও পরিষ্কার পরিকল্পনা নিয়ে এবং এই প্রতিপাদ্য নিয়ে যে বর্তমানে চাষী ও মজুরেরা শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কর্তব্য পালন করতে পারে না, এবং নোংরামি, দারিদ্র্য, টাইফাস ও ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে না। স্পষ্টতই সংস্কৃতি ও শিক্ষার একটা উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই ব্যবহারিক কর্তব্যটাকেই হতে হবে মূল গ্রন্থি যাকে ঘিরে দানা বাঁধবে আমাদের পার্টির প্রচার ও ক্রিয়াকলাপ, আমাদের অধ্যাপনা ও শিক্ষাদানের গোটা চরিত্র। তবেই সেটা কৃষক জনগণের জরুরী স্বার্থের সঙ্গে এমন গভীরভাবে গ্রথিত হবে, জরুরী অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে সংস্কৃতি ও জ্ঞানের সাধারণ উন্নয়নটাকে এমনভাবে জড়িত করবে যে শ্রমিক জনগণের পক্ষ থেকে শিক্ষার চাহিদা আমরা আরো শত গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারব। আমরা একেবারেই দৃঢ় নিশ্চিত যে, দুই বছরের মধ্যে যদি আমরা কঠিনতম সামরিক কর্তব্য সাধন করতে পেরে থাকি, তাহলে আরো দুরূহতর কর্তব্য — সংস্কৃতি, শিক্ষা ও জ্ঞানদানের কর্তব্যটা সাধন করব ৫—১০ বছরের মধ্যে।

এই শুভেচ্ছাই হাজির করতে চেয়েছিলাম আপনাদের কাছে। (**করতালি**)

৪০শ খণ্ড, পৃঃ ১৬১—১৬৫

যুব লীগের কর্তব্য

রুশ যুব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা ২রা অক্টোবর, ১৯২০

(লেনিনের উদ্দেশে কংগ্রেসের তুমুল অভিনন্দনোচ্ছ্বাস।) কমরেড, আমি আজ আলোচনা করতে চাই যুব কমিউনিস্ট লীগের মূল কর্তব্য কী এবং এই প্রসঙ্গেই, সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সাধারণভাবে যুবজনের কীরূপ সংগঠন হওয়া উচিত তাই নিয়ে।

এ সমস্যা আলোচনা করা আরো আবশ্যক এই জন্য যে, এক অর্থে বলা যায়, কমিউনিস্ট সমাজ সৃষ্টির সত্যকার কর্তব্য পড়বে যুবজনেরই ওপর। কারণ এ কথা পরিষ্কার যে কর্মীদের যে পুরুষ পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ হয়েছে তারা শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজ জীবনের বনিয়াদটাই বড়োজোর ধ্বংস করতে পারে। বড়োজোর এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টির কর্তব্য পালন করতে পারে তারা, যা প্রলেতারিয়েত ও মেহনতী শ্রেণীগুলির হাতে ক্ষমতা বজায় রাখতে ও পাকা বনিয়াদ গড়তে সাহায্য করবে, যার ওপর নির্মাণ ক'রে তুলতে পারবে কেবল সেই পুরুষেরা যারা নতুন পরিস্থিতিতে, মানুষে মানুষে শোষণ যখন আর থাকছে না তেমন অবস্থায় কাজ আরম্ভ করছে।

তাই, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুবজনের কর্তব্যে এগুলে বলতেই হবে যে, সাধারণভাবে যুবজনের এবং বিশেষ ক'রে যুব কমিউনিস্ট লীগ ও অন্যান্য সংগঠনের কর্তব্য ব্যক্ত করা যায় একটি কথায়: শিখতে হবে।

অবশ্যই এটা মাত্র 'একটি কথা'। প্রধান ও সর্বাধিক জরুরী প্রশ্নের উত্তর মিলছে না তাতে, যথা: কী শিখব, কী ক'রে শিখব। এক্ষেত্রে গোটা কথাটাই হল এই যে, সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে

যে নতুন পুরুষেরা কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলবে তাদের শেখানো, মানুষ ক'রে তোলা ও তালিম দেবার কাজটাও পুরনো ধারায় চালানো যায় না। যুবজনকে শেখানো, মানুষ ক'রে তোলা ও তালিম দেবার কাজ চালাতে হবে সাবেকী সমাজ যে মালমসলা রেখে গেছে তাই থেকেই। কমিউনিজম আমরা নির্মাণ করতে পারি কেবল সাবেকী সমাজ যে জ্ঞান, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সমাহার, মানবিক বল ও উপায়াদির ভাণ্ডার আমাদের রেখে গেছে তা দিয়ে। যুবজনের শিক্ষাদান, সংগঠন ও মানুষ ক'রে তোলার কাজটাকে আমূল পুনর্গঠিত ক'রেই কেবল আমরা এইটে নিশ্চিত করতে পারি যে, তরুণ পুরুষদের প্রচেষ্টার ফল হবে এমন সমাজের নির্মাণ যা সাবেকী সমাজের মতো হবে না — অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজের নির্মাণ। সেইজন্যই কী আমরা শেখাব, এবং কমিউনিস্ট যুব এই নাম সত্যই সার্থক করতে চাইলে কী ভাবে যুবজনদের শিখতে হবে, আমরা যা শুরু করেছি তা সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করতে হলে কী ভাবে যুবজনকে তালিম দিতে হবে, এ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিশদে আলোচনা করা দরকার।

বলতে বাধ্য যে, মনে হবে প্রথম ও সবচেয়ে স্বাভাবিক জবাব হল, যুব লীগকে এবং যারা কমিউনিজমে পৌঁছতে চায় সাধারণভাবে এমন সমস্ত যুবজনকে কমিউনিজম শিখতে হবে।

কিন্তু 'কমিউনিজম শিখতে হবে' এ জবাব খুবই সাধারণ। কমিউনিজম শিখতে হলে আমাদের কী দরকার? কমিউনিজমের জ্ঞান অর্জন করতে হলে সাধারণ জ্ঞানের সমাহার থেকে কোন জিনিসটা বেছে নিতে হবে? এই ক্ষেত্রে একগুচ্ছ বিপদ দেখা দেয় আমাদের সামনে, কমিউনিজম শেখার কর্তব্যটা যখন বেঠিকভাবে হাজির করা হয় বা খুবই একপেশেভাবে তা বোঝা হয়, তখন প্রায়ই সর্বদাই এ বিপদ বাধে।

স্বভাবতই প্রথমেই মনে হবে যে, কমিউনিজম শেখা মানে কমিউনিস্ট পাঠ্যপুস্তক, পুস্তিকা ও গ্রন্থে যে জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে তা আয়ত্ত করা। কিন্তু কমিউনিজম অধ্যয়নের এমন সংজ্ঞা খুবই স্থূল ও অপ্রতুল। কমিউনিস্ট বইপত্তর পুস্তিকায় যা আছে কেবল তাই আয়ত্ত করাই কমিউনিজম অধ্যয়ন হলে খুব সহজেই আমরা কমিউনিস্ট পুঁথিবাগীশ, বাক্যবীরদের পেতে পারি এবং তাতে প্রায়ই আমাদের ক্ষতি ও অনিষ্ট হবে, কেননা কমিউনিস্ট বইপত্তর পুস্তিকায় যা আছে তা পড়ে মুখস্থ করার ফলে এই

সব লোকেরা সে জ্ঞানকে সম্মিলিত করতে ব্যর্থ হবে, কমিউনিজমের যা সত্যকার দাবি সেভাবে কাজ করতে পারবে না।

সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজ আমাদের যা রেখে গেছে তেমন একটা বৃহত্তম অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্য হল ব্যবহারিক জীবন থেকে পুস্তকের পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ, কারণ এমন বই আমাদের ছিল যাতে সবকিছুই যথাসম্ভব চমৎকার ক'রে বর্ণিত হয়েছে, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন বই হল অতি ন্যক্কারজনক ভণ্ডামিভরা মিথ্যা, যাতে মিথ্যে ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের।

সেইজন্যই কমিউনিজম বিষয়ে বইয়ে যা লেখা আছে তার স্রেফ পুঁথিগত বিদ্যায় চূড়ান্ত ভুল হবে। কমিউনিজম সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছিল, এখন আমাদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে কেবল তারই পুনরাবৃত্তি আমরা করি না, কারণ আমাদের দৈনন্দিন ও সর্বমুখী কাজের সঙ্গে আমাদের বক্তৃতা ভাষণাদি সম্পর্কিত। কাজ ছাড়া, সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিস্ট পুস্তিকা ও বইপত্তর থেকে পাওয়া কমিউনিজমের পুঁথিগত বিদ্যা মূল্যহীন, কেননা তত্ত্ব থেকে ব্যবহারের সেই পুরনো বিচ্ছেদই তাতে চলতে থাকবে, সেই সাবেকী বিচ্ছেদ, যেটা সাবেকী বুর্জোয়া সমাজের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক বৈশিষ্ট্য।

কেবলমাত্র কমিউনিস্ট স্লোগান আয়ত্ত করা শুরু করলে হবে আরো বেশি বিপদ। সময় থাকতে এই বিপদ হৃদয়ঙ্গম না করলে, এ বিপদ দূর করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ না করলে, যে পাঁচ কি দশ লাখ তরুণতরুণী এইভাবে কমিউনিজম শিখে নিজেদের কমিউনিস্ট বলবে, তারা কমিউনিজমের প্রভূত ক্ষতিই করবে কেবল।

এইখানে প্রশ্ন ওঠে: কমিউনিজম অধ্যয়নের জন্য এই সব মেলাব কী ক'রে? সাবেকী স্কুল, সাবেকী বিজ্ঞান থেকে কী আমরা নেব? সাবেকী স্কুল ঘোষণা করেছিল যে, সে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষিত মানুষ গড়তে চায়, সাধারণভাবে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই তার কাজ। আমরা জানি এটা একেবারেই মিথ্যা, কারণ শ্রেণীতে শ্রেণীতে, শোষকে শোষিতে লোকেদের ভাগাভাগির ওপরেই ছিল গোটা সমাজের ভিত্তি, তার ওপরেই তা টিকে থাকত। স্বভাবতই, এই শ্রেণী প্রেরণায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন থাকায় সমগ্র সাবেকী স্কুলব্যবস্থা জ্ঞানদান করত কেবল বুর্জোয়া সন্তানদের। তার প্রতিটি কথাই ছিল বুর্জোয়ার স্বার্থে জাল করা। এই সব স্কুলে শ্রমিকচাষীদের

তরুণপুরুষদের যতটা না মানুষ ক'রে তোলা হত, তার চেয়ে বেশি তাদের তালিম দেওয়া হত বুর্জোয়ার স্বার্থে। এমনভাবে তাদের গড়ে তোলা হত যাতে তারা বুর্জোয়ার যুতসই চাকর হতে পারে, তার শান্তি ও আলস্যের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মুনাফা তুলতে পারে তার জন্য। সেইজন্যই সাবেকী স্কুল বর্জন করার সময় আমরা তা থেকে শুধু সেইটুকু নেওয়া কর্তব্য ধরেছি যা সত্যকার কমিউনিস্ট শিক্ষা লাভের জন্য আমাদের প্রয়োজন।

এইখানটায়, সাবেকী স্কুলের বিরুদ্ধে যে অনুযোগ ও অভিযোগ আমরা অনবরত শুনি ও যা থেকে প্রায়ই একেবারে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এসে যায়, সেই কথায় আসছি। বলা হয় যে, সাবেকী স্কুল ছিল ঠেসে মাথা বোঝাই করার, না বুঝে রপ্ত করার, মুখস্থ করার স্কুল। সে কথা ঠিক, তবে পুরনো স্কুলের কোনটা খারাপ আর কোনটা আমাদের কাছে উপকারী তার তফাৎ করতে পারা চাই, কমিউনিজমের পক্ষে যা আবশ্যক সেটা তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারা চাই।

পুরনো স্কুল হল মুখস্থবিদ্যার স্কুল, এতে এক রাশ নিষ্প্রয়োজন অবান্তর প্রাণহীন জ্ঞান রপ্ত করতে বাধ্য হত ছাত্রেরা, যাতে মস্তিষ্ক বোঝাই হয়ে তরুণপুরুষেরা পরিণত হত একটি একক ছক অনুসারে তালিম পাওয়া আমলাতন্ত্রীতে। কিন্তু মানবিক জ্ঞান যা সঞ্চয় ক'রে তুলেছে তা অর্জন না ক'রে কমিউনিস্ট হওয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করলে ভয়ানক ভুল হবে। কমিউনিজম নিজেই যে জ্ঞান-সমষ্টির পরিণাম, তাকে রপ্ত না ক'রে কেবল কমিউনিস্ট স্লোগান রপ্ত করা, কমিউনিস্ট বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করাই যথেষ্ট, এ কথা ভাবলে ভুল হবে। মানবিক জ্ঞানের সমষ্টি থেকে কী ভাবে কমিউনিজমের উৎপত্তি হল তার নমুনা হল মার্কসবাদ।

আপনারা পড়েছেন ও শুনেছেন যে কমিউনিস্ট তত্ত্ব, কমিউনিজমের বিজ্ঞান, প্রধানত মার্কসই যা সৃষ্টি করেছেন, সেই মার্কসবাদের শিক্ষামালা এখন আর উনিশ শতকের প্রতিভাধর একক একটি সমাজতন্ত্রীর সৃষ্টি হয়ে নেই — সারা বিশ্বের লক্ষ কোটি প্রলেতারিয়েতের মতবাদ হয়ে উঠেছে তা, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা সে মতবাদ ব্যবহার করছে। মার্কসের শিক্ষা কী ক'রে সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রেণীর লক্ষ কোটি জনের হৃদয় অধিকার করতে পারল, এ প্রশ্ন যদি করেন তবে তার একটি জবাবই পাবেন: তার

কারণ পুঁজিবাদের অধীনে সঞ্চিত জ্ঞানের পাকা বনিয়াদের ওপরেই মার্কস দাঁড়িয়েছিলেন; মানবসমাজের বিকাশের নিয়মগুলি অধ্যয়ন করার পর মার্কস কমিউনিজম অভিমুখে পুঁজিবাদী বিকাশের অনিবার্যতা বুঝেছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, সেটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন পুঁজিবাদী সমাজের অতি যথাযথ, অতি বিশদ ও অতি গভীর অধ্যয়ন থেকেই, পূর্বতন সমস্ত বিজ্ঞান যা সৃষ্টি করেছে তাকে পুরোপুরি আয়ত্ত ক'রেই। মানবসমাজ যা কিছু সৃষ্টি করেছিল, তা সবই তিনি বিচার ক'রে ঢেলে সাজেন, একটি পয়েন্টও উপেক্ষা করেন নি। মনুষ্য চিন্তা যা কিছু সৃষ্টি করেছিল তাকে তিনি ঢেলে সাজেন, সমালোচনা করেন, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন থেকে তা যাচাই ক'রে নেন এবং এমন সব সিদ্ধান্ত টানেন যা বুর্জোয়া সীমায় সঙ্কুচিত বা বুর্জোয়া কুসংস্কারে আবদ্ধ লোকেরা টানতে পারে নি।

কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত যখন, ধরা যাক, প্রলেতারীয় সংস্কৃতির কথা আমরা বলি। আমরা যদি পরিষ্কার ক'রে এ কথা না বুঝি যে, মানবজাতির সমগ্র বিকাশের মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃতির যথাযথ জ্ঞান লাভ ক'রেই এবং সে সংস্কৃতিকে ঢেলে সেজেই কেবল আমরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়তে পারি — এ কথা যদি আমরা না বুঝি তাহলে সমস্যার সমাধান করতে পারব না। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি এমন একটা কিছু নয় যা কোত্থেকে উঠেছে কেউ জানে না, যারা নিজেদের প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত করে, তাদের স্বকপোলকল্পিত উদ্ভাবন তা নয়। ওটা একেবারে বাজে কথা। পুঁজিবাদী সমাজ, জমিদারী সমাজ, আমলাতন্ত্রী সমাজের জোয়ালের নিচে মানবজাতি যে জ্ঞানভাণ্ডার জমিয়েছে, প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে হতে হবে তারই সুনিয়মিত বিকাশ। মার্কসের হাতে ঢেলে সাজা অর্থশাস্ত্র যেমন আমাদের দেখিয়েছে মানবসমাজকে কোথায় যেতে হবে, অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে শ্রেণী-সংগ্রামে উত্তরণে, প্রলেতারীয় বিপ্লব শুরুর দিকে, ঠিক তেমনিভাবেই এই সমস্ত পথ ও রাস্তা পৌঁছিয়েছে, পৌঁছয় ও পৌঁছচ্ছে প্রলেতারীয় সংস্কৃতিতে।

যুবজানের প্রতিনিধিদের এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু কিছু পক্ষপাতীদের যখন আমরা সাবেকী স্কুলকে আক্রমণ করতে শুনি, বলতে শুনি যে সেটা মুখস্থবিদ্যার স্কুল, তখন তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য,

সাবেকী স্কুলের যেটা ভালো সেটা আমাদের নিতে হবে। যার দশের নয় ভাগ নিষ্প্রয়োজন ও বাকি একভাগ বিকৃত, প্রভূত পরিমাণে তেমন এক জ্ঞান দিয়ে তরুণদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করার পদ্ধতিটা আমরা সাবেকী স্কুলের কাছ থেকে নেব না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা কেবল কমিউনিস্ট সিদ্ধান্তে, কেবল কমিউনিস্ট স্লোগান মুখস্থে সীমাবদ্ধ থাকতে পারি। সেভাবে কমিউনিজম গড়া যায় না। লোকে কমিউনিস্ট হতে পারে কেবল তখনই যখন মানবজাতির সৃষ্টি করা সমস্ত সম্পদের জ্ঞান দিয়ে মনটা সমৃদ্ধ করা হচ্ছে।

মুখস্থবিদ্যা আমাদের দরকার নেই, কিন্তু বনিয়াদী তথ্যের জ্ঞান দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ ও পূর্ণতাসাধন আমাদের করতে হবে, কেননা অর্জিত সমস্ত জ্ঞান যদি চেতনার মধ্যে ঢেলে সাজা না হয়, তাহলে কমিউনিজম হয়ে উঠবে একটা ফাঁকা কথা, একটা সাইনবোর্ড, আর কমিউনিস্ট হয়ে দাঁড়াবে নিতান্ত এক বাক্যবাগীশ। এ জ্ঞানকে রপ্ত করতে হবে শুধু তাই নয়, রপ্ত করতে হবে বিচার ক'রে, মন যেন নিষ্প্রয়োজন আবর্জনায় ভরে না ওঠে, বরং যা ছাড়া আধুনিক শিক্ষিত মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, তেমন সব তথ্যে তা সমৃদ্ধ হয়। প্রচুর পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন পরিশ্রম ছাড়া, সমালোচকের মতো যা বিচার করে দেখার কথা সে সব তথ্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন না ক'রে কোনো কমিউনিস্ট যদি সংগৃহীত সব তৈরি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিউনিজমের বড়াই করার কথা ভাবে, তবে খুবই শোচনীয় কমিউনিস্ট হবে সে। এই ধরনের পল্লবগ্রাহিতা হবে নিশ্চিতই মারাত্মক। আমি অল্প জানি এ কথা জানা থাকলে আমি বেশি জানার জন্য চেষ্টা করব; কিন্তু কেউ যদি বলে সে কমিউনিস্ট, কোনো কিছুই গভীর ক'রে জানার তার দরকার নেই, তাহলে কমিউনিস্টের অনুরূপ কিছু একটা সে কদাচ হবে না।

পুঁজিপতিদের জন্য প্রয়োজনীয় চাকর তৈরি করত সাবেকী স্কুল, বিদ্বানদের তা পরিণত করত এমন লোকে যাদের লিখতে ও বলতে হত পুঁজিপতিদের মর্জি মতো। তাই তা ঝেঁটিয়ে দূর করা আমাদের উচিত। কিন্তু তা দূর করা, চূর্ণ করা উচিত এ কথার মানে কি এই যে, লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় যা কিছু মানবজাতি সঞ্চিত ক'রে তুলেছে, তা আমরা সেখান থেকে নেব না? তার মানে কি এই যে কোনটা পুঁজিবাদের পক্ষে

প্রয়োজন এবং কোনটা কমিউনিজমের জন্য দরকার, তার তফাৎ টানতে আমাদের হবে না?

অধিকাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজে যে সাবেকী ড্রিলের পদ্ধতি প্রযুক্ত হত তার বদলে আমরা আনছি শ্রমিক-কৃষকের সচেতন শৃঙ্খলা, যারা সাবেকী সমাজের প্রতি ঘৃণাকে মেলায় এই সংগ্রামের জন্য নিজ শক্তিকে সম্মিলিত ও সংগঠিত করার দৃঢ় সংকল্প, সামর্থ্য ও তৎপরতার সঙ্গে, যাতে একটা বিপুল দেশের ভূভাগ জুড়ে ছত্রভঙ্গ, বিভক্ত, বহু বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি লোকের ইচ্ছা পরিণত হয় একটি একক অভিপ্রায়ে, কেননা এই একক অভিপ্রায় নইলে আমাদের পরাজয় অবধারিত। এই নিবিড়তা ছাড়া, শ্রমিক-কৃষকের সচেতন শৃঙ্খলা ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এ নইলে সারা দুনিয়ার পুঁজিপতি ও জমিদারদের আমরা হারাতে পারব না। বনিয়াদের ওপর একটা নতুন কমিউনিস্ট সমাজ গড়া তো দূরের কথা, বনিয়াদটাকেই সংহত করতে পারব না আমরা। একইভাবে, সাবেকী স্কুলকে নাকচ করতে গিয়ে, সাবেকী স্কুলের প্রতি একান্ত সঙ্গত ও অত্যাবশ্যক ঘৃণা পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সাবেকী স্কুলকে ধ্বংস করার জন্য তৎপরতার কদর করার সাথে সাথে, আমাদের বুঝতে হবে যে, সাবেকী শিক্ষা প্রথা, সাবেকী মুখস্থবিদ্যা, সাবেকী ড্রিলের বদলে আমাদের চাই মানব জ্ঞানের সমষ্টি অর্জনের সামর্থ্য, এবং তা অর্জন করতে হবে এমনভাবে যাতে মুখস্থ করা কিছু একটা না হয়ে কমিউনিজম হয় আপনাদের নিজেদেরই ভেবে স্থির করা একটা জিনিস, হয় ঠিক সেই সব সিদ্ধান্তই যা আধুনিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনিবার্য।

কমিউনিজম শেখার কর্তব্যের কথা বলার সময় প্রধান কর্তব্যগুলিকে আমাদের হাজির করা উচিত এইভাবে।

এটা আপনাদের কাছে ব্যাখ্যার জন্য এবং সেই সঙ্গে কী ক'রে শিখব, এই সমস্যার দিকে এগুবার দিক থেকে একটা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সবাই জানেন যে, সামরিক কর্তব্য, প্রজাতন্ত্র রক্ষার কর্তব্যের অব্যবহিত পরেই আমরা এখন অর্থনৈতিক কর্তব্যের সম্মুখীন। আমরা জানি যে শিল্প ও কৃষিকে পুনর্জীবিত না করলে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ করা যায় না, আর সাবেকী ঢঙেও তাদের পুনর্জীবিত করা সম্ভব নয়। তাদের পুনর্জীবিত করতে হবে সাম্প্রতিক, বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক নির্দেশ

অনুসারে গড়া একটা ভিত্তিতে। আপনারা জানেন, এ ভিত্তি হল বিদ্যুৎ এবং সমগ্র দেশ, শিল্প ও কৃষির সমস্ত শাখাকে বিদ্যুতীকৃত করার পর, — এই কর্তব্যটা পালন করার পরই কেবল আপনারা সেই কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ করতে পারবেন যা পূর্বতন পুরুষেরা করতে অক্ষম। গোটা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করা, আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনিকের ওপর, বিদ্যুতের ওপর নির্ভর করা একটা আধুনিক টেকনিকের ভিত্তিতে শিল্প ও কৃষি উভয়েরই পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের কর্তব্য আপনাদের সামনে। বেশ বুঝতে পারছেন যে, বিদ্যুতীকরণের কাজ নিরক্ষর লোক দিয়ে চলে না, এ ক্ষেত্রে নিতান্ত সাক্ষরতাও যথেষ্ট নয়। বিদ্যুত কী জিনিস সেটা বুঝলেই এ ক্ষেত্রে চলবে না: শিল্প ও কৃষিতে এবং শিল্প ও কৃষির বিভিন্ন শাখায় তা কী ভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা জানা চাই। সেটা আমাদের নিজেদের শিখতে হবে এবং মেহনতী তরুণপুরুষদের সবাইকে শেখাতে হবে। প্রতিটি সচেতন কমিউনিস্ট, যে তরুণ নিজেকে কমিউনিস্ট মনে করে ও পরিষ্কার বোঝে যে, যুব কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিয়ে সে কমিউনিজম নির্মাণে পার্টিকে এবং কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণে সমগ্র তরুণপুরুষদের সাহায্য করার দায়িত্ব নিয়েছে, এমন প্রত্যেকের সামনেই রয়েছে এই কর্তব্য। তাকে বুঝতে হবে যে, এটা সে গড়তে পারে কেবল আধুনিক শিক্ষার ভিত্তিতে, এবং এ শিক্ষা যদি সে অর্জন না করে তাহলে কমিউনিজম কেবল একটা বাসনা হয়েই থেকে যাবে।

বিগত পুরুষদের কর্তব্য ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ। তখনকার প্রধান কাজ ছিল বুর্জোয়াদের সমালোচনা করা, জনগণের মধ্যে বুর্জোয়ার প্রতি ঘৃণা বাড়ানো, শ্রেণী-চেতনা ও শক্তি সম্মিলিত করার সামর্থ্য বিকশিত করা। নতুন পুরুষদের সামনে রয়েছে আরো বহু জটিল একটা কর্তব্য। পুঁজিপতিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক শাসনকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের সমস্ত শক্তি সংহত করতে হবে শুধু তাই নয়। সে তো করতেই হবে। সেটা আপনারা পরিষ্কার বুঝেছেন, কমিউনিস্ট তা ভালো ক'রেই জানে। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। একটা কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ করতে হবে আপনাদের। নানা দিক থেকে এ কাজের প্রথম অর্ধেকটা করা হয়েছে। সাবেকী ব্যবস্থা উচিত মতো চূর্ণ হয়েছে, উচিত মতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জমি পরিষ্কার হয়েছে, এবং এই জমিতে তরুণ কমিউনিস্ট

পুরুষদের গড়তে হবে এক কমিউনিস্ট সমাজ। নির্মাণের কর্তব্য আপনাদের সামনে এবং সে কর্তব্য আপনারা পালন করতে পারেন কেবল সমস্ত আধুনিক জ্ঞান আয়ত্ত ক'রেই, তৈরি-পাওয়া, মুখস্থ-করা সূত্র, উপদেশ, দাওয়াই, অনুশাসন ও কর্মসূচি থেকে যদি কমিউনিজমকে পরিণত করতে পারেন প্রত্যক্ষ কাজ সম্মিলিত করার মতো একটা জীবন্ত জিনিসে তবেই, ব্যবহারিক কাজের দিগদর্শনে যদি কমিউনিজমকে পরিণত করতে পারেন তবেই।

তরুণপুরুষদের সবাইকে শিক্ষিত করা, মানুষ ক'রে তোলা ও উত্থিত করার ব্যাপারে আপনাদের চলতে হবে এই কর্তব্য মেনে। প্রতিটি তরুণতরুণীর হওয়া উচিত কমিউনিস্ট সমাজের নির্মাতা এবং এই লক্ষ লক্ষ নির্মাতাদের মধ্যে আপনাদের হতে হবে অগ্রণী। কমিউনিজম নির্মাণের কাজে সমগ্র শ্রমিক-কৃষক তরুণজনকে না লাগাতে পারলে কমিউনিস্ট সমাজ আপনারা নির্মাণ করতে পারবেন না।

এ থেকে স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসে, কী ভাবে কমিউনিজম শেখাব, আমাদের পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কী হবে।

এখানে সর্বাগ্রে আমি আলোচনা করব কমিউনিস্ট নৈতিকতা নিয়ে।

কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে আপনাদের। যুব লীগের কর্তব্য হল এমনভাবে তার ব্যবহারিক কাজ সংগঠিত করা যাতে, অধ্যয়ন, সংগঠন, সম্মিলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার সদস্যরা নিজেদের এবং যারা তাকে নেতা বলে দেখে তাদের গড়ে তোলে, গড়ে তোলে কমিউনিস্টদের। আজকের যুবকদের তালিম দেওয়া, গড়ে তোলা ও শিক্ষাদানের সমগ্র লক্ষ্যই হবে তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট নৈতিকতা সঞ্চারিত করা।

কিন্তু কমিউনিস্ট নৈতিকতা ব'লে কিছু আছে কি? কমিউনিস্ট নীতিজ্ঞান ব'লে কিছু আছে? অবশ্যই আছে। প্রায়ই ভাব করা হয় যেন আমাদের কোনো নৈতিকতা নেই: সমস্ত নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়েছি বলে বুর্জোয়ারা প্রায়ই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এ হল একটা অর্থ বদলে দেবার, শ্রমিক কৃষকদের চোখে ধুলো দেবার একটা কায়দা।

নীতি ও নৈতিকতা আমরা নাকচ করি কোন অর্থে?

যে অর্থে তা প্রচার করে বুর্জোয়ারা, যারা নৈতিকতাকে টানে ঈশ্বরের

প্রত্যাদেশ থেকে। আমরা সে ব্যাপারে অবশ্যই বলি যে, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, এবং আমরা ভালোই জানি যে, যাজকেরা, জমিদাররা, বুর্জোয়ারা ঈশ্বরের নাম নিত কেবল নিজেদের শোষক স্বার্থ হাসিল করার জন্য। কিংবা নৈতিকতার প্রত্যাদেশ থেকে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে নীতিজ্ঞান না টেনে তারা এমন সব ভাববাদী বা আধা-ভাববাদী বুলি থেকে তা টানত, যা সর্বদা দাঁড়াত একান্তই ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মতোই একটা বস্তুতে।

মানবসমাজ-বহির্ভূত, শ্রেণী-বহির্ভূত সব বোধ থেকে আহরিত সমস্ত নৈতিকতাকেই আমরা বরবাদ করি। আমরা বলি, এটা প্রতারণা, একটা চালাকি, জমিদার পুঁজিপতিদের স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষকদের মন কুয়াসাচ্ছন্ন করা।

আমরা বলি, আমাদের নৈতিকতা পুরোপুরি প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থাধীন। আমাদের নৈতিকতা আসছে প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থ থেকে।

জমিদার ও পুঁজিপতি কর্তৃক সমস্ত শ্রমিক কৃষকের শোষণের ওপর ছিল সাবেকী সমাজের ভিত্তি। সেটা ধ্বংস করা, তাদের উচ্ছেদ করা দরকার হল আমাদের; কিন্তু তার জন্য দরকার ছিল ঐক্য সৃষ্টি করা। ঈশ্বর সে ঐক্য সৃষ্টি করবেন না।

এ ঐক্য পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল কলকারখানার কাছ থেকে, তালিম পাওয়া, সাবেকী নিদ্রা থেকে উত্থিত প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে। এ শ্রেণী গঠিত হবার পরেই কেবল সেই গণ আন্দোলন শুরু হয়, যার পরিণতি আমরা এখন দেখছি: দুর্বলতম এক দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়, সারা বিশ্বের বুর্জোয়াদের আক্রমণ যা ঠেকাচ্ছে তিন বছর ধ'রে। দেখছি প্রলেতারীয় বিপ্লব বেড়ে উঠছে গোটা দুনিয়ায়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা এখন বলতে পারি, যে সংহত শক্তিকে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত কৃষকেরা অনুসরণ করছে ও যা শোষকদের সমস্ত আক্রমণ ঠেকিয়েছে তা সৃষ্টি করতে পেরেছে কেবল প্রলেতারিয়েতই। মেহনতী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে, তাদের সমাবেশ ঘটাতে, এবং কমিউনিস্ট সমাজকে চূড়ান্তরূপে রক্ষা, চূড়ান্তরূপে সংহত, চূড়ান্তরূপে নির্মিত করতে মেহনতীজনকে সাহায্য করতে পারে কেবল এই শ্রেণীই।

সেইজন্যই আমরা বলি, মানবসমাজের বাইরে থেকে নেওয়া কোনো

নৈতিকতা আমাদের নেই; ওটা একটা জোচ্চুরি। আমাদের কাছে নৈতিকতা হল প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থাধীন।

এ শ্রেণী-সংগ্রামের অর্থ কী? এর অর্থ জারের উচ্ছেদ, পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ, পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলোপ।

আর সাধারণভাবে শ্রেণী কী? সমাজের একাংশের শ্রমকে অপর অংশ আত্মসাৎ করতে পায় যাতে তাই হল শ্রেণী। সমাজের একাংশ যদি সমস্ত জমি আত্মসাৎ ক'রে থাকে তাহলে পাই জমিদার শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী। সমাজের একাংশের হাতে যদি থাকে কলকারখানা, শেয়ার আর পুঁজি এবং অপর অংশ যদি সে সব কারখানায় খাটে, তাহলে পাই পুঁজিপতি শ্রেণী ও প্রলেতারীয় শ্রেণী।

জারকে তাড়িয়ে দেওয়া শক্ত হয় নি — মাত্র কয়েক দিনেই তা সম্ভব হয়। জমিদারদের বিতাড়িত করাও খুব কঠিন হয় নি — সেটা ঘটে মাস কয়েকের মধ্যে। পুঁজিপতিদের তাড়ানোও বিশেষ দুরূহ ছিল না। কিন্তু শ্রেণীর বিলোপ করা অতুলনীয় রকমের কঠিনতর; শ্রমিক ও চাষীর ভাগাভাগিটা এখনো আমাদের আছে। চাষী যদি তার পৃথক ভূমিখণ্ডে কায়েমী হয়ে বসে এবং উদ্বৃত্ত শস্য অর্থাৎ নিজের জন্য বা নিজের গরু বাছুরের জন্য যা লাগছে না, তেমন শস্য সে যদি আত্মসাৎ করে, অথচ বাকি লোকেরা রুটি ছাড়া দিন কাটায়, তাহলে সে চাষী হয়ে দাঁড়ায় শোষক। যত শস্য সে নিজে ধরে রাখতে পারে ততই তার লাভ, বাকি লোকেরা অনশন দিক: 'যত তারা অনশন দেবে ততই দুর্মূল্যে আমি এ শস্য বেচতে পারব।' একটা সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে সাধারণ ভূমিতে, সাধারণ কলকারখানায় এবং সাধারণ নিয়মানুবর্তিতায় খাটতে হবে সবাইকে। এটা করা কি সহজ? দেখতেই পাচ্ছেন জার, জমিদার বা পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে দেবার মতো অত সহজ সেটা নয়। এক্ষেত্রে দরকার যাতে চাষীদের একাংশকে নতুন শিক্ষা নতুন তালিমে গড়ে তোলে প্রলেতারিয়েত, যেসব চাষীরা ধনী এবং অবশিষ্টের দারিদ্র্য ও অনটন থেকে মুনাফা তুলছে তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য যাতে মেহনতী চাষীদের নিজের পক্ষে টানে। তাই জারকে উচ্ছেদ করেছি, জমিদার পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে দিয়েছি, এতেই প্রলেতারীয় সংগ্রামের কর্তব্য সমাধা হল না, সেটা হল সেই ব্যবস্থার কর্তব্য যাকে আমরা বলি প্রলেতারীয় একনায়কত্ব।

শ্রেণী-সংগ্রাম এখনো চলছে, শুধু তার রূপ বদলেছে। এ হল সাবেকী শোষকদের প্রত্যাবর্তন রোধের জন্য, তমসাচ্ছন্ন কৃষকদের বিক্ষিপ্ত জনগণকে এক সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে এবং আমাদের কর্তব্য হল সমস্ত স্বার্থকে তার অধীনস্থ করা। কমিউনিস্ট নৈতিকতাকেও আমরা এই কর্তব্যের অধীন করি। আমরা বলি: সাবেকী শোষক সমাজের ধ্বংসে এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের চারপাশে সমস্ত মেহনতীদের ঐক্যবন্ধনে যা সাহায্য করে, সেইটাই নৈতিকতা।

কমিউনিস্ট নৈতিকতা হল সেই নৈতিকতা যা এই সংগ্রামে সাহায্য করে, সব রকম শোষণের বিরুদ্ধে, সবরকম ক্ষুদে মালিকানার বিরুদ্ধে যা ঐক্যবদ্ধ করে মেহনতীদের; কেননা গোটা সমাজের মেহনতে যা তৈরি হয়েছে, ক্ষুদে মালিকানায় তা এসে পড়ে একের হাতে। আমাদের দেশে জমি তো সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

কিন্তু ধরা যাক, এই সাধারণ সম্পত্তির একটা টুকরো নিয়ে আমি তাতে আমার প্রয়োজনের দ্বিগুণ শস্য ফলিয়ে মুনাফাখোরি করলাম উদ্বৃত্তটা থেকে? ধরা যাক, আমি বলি, লোকে যত অনশন দেবে, ততই দাম মিলবে। সেটা কি কমিউনিস্টের মতো আচরণ হবে? না, আমার সে আচরণ হবে শোষকের মতো, মালিকের মতো। এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এটা চলতে দিলে পিছু হটে পেঁছব পুঁজিপতিদের শাসনে, বুর্জোয়াদের শাসনে, আগেকার বিপ্লবে যা একাধিকবার ঘটেছে। এবং পুঁজিপতি ও বুর্জোয়া শাসনের প্রত্যাবর্তন রোধ করতে হলে বেনিয়াগিরি চলতে দেওয়া উচিত নয় আমাদের, অবশিষ্টের ঘাড় ভেঙে ব্যক্তি বিশেষের ধনবৃদ্ধি হতে দেওয়া চলবে না, এবং প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলতে হবে মেহনতীদের। লীগের এবং কমিউনিস্ট যুব সংগঠনের মৌলিক কর্তব্যের এই হল প্রধান দিক।

সাবেকী সমাজের ভিত্তি ছিল এই নীতি: লুঠ করো নয় লুণ্ঠিত হও, অন্যের জন্য খাটো নয় অন্যকে নিজের জন্য খাটাও, হও দাসমালিক, নইলে হও দাস। স্বভাবতই এরকম সমাজে বেড়ে ওঠা লোকেরা, বলা যেতে পারে, মায়ের দুধের সঙ্গে সঙ্গেই পায় এই মনোবৃত্তি, এই অভ্যাস, এই ধারণা: তুমি হয় দাসমালিক নয় দাস, নয় এক ক্ষুদে মালিক, একজন ক্ষুদে

কর্মচারী, একজন ক্ষুদে রাজপুরুষ বা একজন বুদ্ধিজীবী — সংক্ষেপে এমন লোক যে কেবল নিজের কথাই ভাবে, অন্য কারো জন্য যার এতটুকু মাথাব্যথা নেই।

এই জমির টুকরোটায় আমি কর্তৃত্ব করতে পারলেই হল, আর কারো জন্য আমার মাথাব্যথা নেই; অন্যে যদি দিন কাটায় অনশনে, সে তো আরো ভালো, শস্যের জন্য আমি বেশি টাকা পাব। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষক বা কেরানীর একটা চাকরি যদি আমার থাকে, তাহলে আর কারো জন্য আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। ক্ষমতাধরদের যদি আমি ধামা ধরি, তোয়াজ করি, তাহলে হয়ত আমার চাকরিটি থাকবে, উন্নতিও হতে পারে, বুর্জোয়া হয়ে উঠতে পারি। এরকম মনোবৃত্তি, এরকম ভাবনা কমিউনিস্টের থাকা চলে না। শ্রমিক কৃষকেরা যখন প্রমাণ ক'রে দিল যে, তাদের স্বপ্রচেষ্টায় তারা নিজেদের রক্ষা করতে ও নতুন সমাজ গড়তে সক্ষম, — তখন সেই হল নতুন কমিউনিস্ট তালিমের সূত্রপাত — শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে তালিম, স্বার্থান্বেষী ও ক্ষুদে মালিকদের বিরুদ্ধে, 'আমি নিজের লাভের সন্ধানী, অন্য কিছুর জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই', এই কথা যা বলে তেমন মনোবৃত্তি অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের মধ্যে তালিম।

নবীন ও উঠতি পুরুষেরা কী ভাবে কমিউনিজম শিখবে, এই হল সে প্রশ্নের উত্তর।

সাবেকী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় ও মেহনতীরা যে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের অধ্যয়ন, তালিম ও শিক্ষাগ্রহণকে মিলিয়েই কেবল কমিউনিজম শিখতে পারে তারা। লোকে যখন আমাদের কাছে নৈতিকতার কথা তোলে, তখন আমরা বলি: কমিউনিস্টের কাছে নৈতিকতা কেবল এই অটুট ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলায় ও শোষকদের বিরুদ্ধে সচেতন গণসংগ্রামে। শাশ্বত নৈতিকতায় আমাদের বিশ্বাস নেই এবং নৈতিকতা নিয়ে আষাঢ়ে যত গল্পের বুজরুকি আমরা ফাঁস করি। মানবসমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নয়ন ও শ্রমশোষণ থেকে তার অব্যাহতির কাজে লাগবে নৈতিকতা।

তা অর্জন করার জন্য আমাদের দরকার এই তরুণপুরুষদের, যারা সচেতন জীবনে জাগ্রত হয়ে উঠতে শুরু করেছে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে

সুশৃংখল ও মরিয়া সংগ্রামের মধ্যে। এ সংগ্রামে তারা সাঁচ্চা কমিউনিস্টদের গড়ে তুলবে, নিজেদের অধ্যয়ন, শিক্ষাগ্রহণ ও তালিমের প্রতিটি ধাপকে তাদের এই সংগ্রামের অধীন করে তুলতে হবে। কমিউনিস্ট যুবজনের তালিম বলতে মিষ্টিমধুর বক্তৃতা ও নৈতিক অনুশাসন বোঝানো উচিত নয়। এটা তালিম নয়। লোকে যখন দেখল কী ভাবে তাদের মা-বাপেরা জমিদার পুঁজিপতিদের জোয়ালের নিচে দিন কাটিয়েছে, শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলে যে যন্ত্রণা নেমে আসে তাতে যখন তারা নিজেরাই ভুক্তভোগী হল, অর্জিতকে রক্ষা করার জন্য এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে কী আত্মত্যাগ প্রয়োজন, জমিদার পুঁজিপতিরা কী রকমের উন্মাদ শত্রু, এটা যখন তারা দেখল — তখন এই পরিবেশেই কমিউনিস্ট হবার তালিম পায় তারা। কমিউনিজমের সংহতি ও সম্পূর্ণীকরণের সংগ্রামই হল কমিউনিস্ট নৈতিকতার ভিত্তি। কমিউনিস্ট তালিম, পাঠ ও শিক্ষণেরও তাই ভিত্তি। কমিউনিজম কী ভাবে শিখতে হবে সে প্রশ্নের এই হল জবাব।

পাঠ, মানুষ করে তোলা ও শিক্ষার কাজ যদি কেবল স্কুলে সীমাবদ্ধ ও জীবনের ঝঞ্ঝা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে তাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। শ্রমিক ও চাষীরা যতদিন জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাতে পীড়িত হচ্ছে, এবং স্কুলগুলি যতদিন জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাতে থাকছে, ততদিন তরুণপুরুষেরা থাকবে অন্ধ ও অজ্ঞ। আর আমাদের স্কুলগুলির উচিত যুবজনের মধ্যে জ্ঞানের মূলকথাগুলি পেঁাছে দেওয়া, স্বাধীনভাবে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সামর্থ্য সঞ্চারিত করা, তাদের ক'রে তোলা চাই শিক্ষিত লোক। লোকে যতদিন স্কুলে পড়ছে সেই সময়ের মধ্যেই তাদের ক'রে তুলতে হবে শোষকদের হাত থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামে অংশীদার। শিক্ষাদান, তালিম ও মানুষ ক'রে তোলার কাজের প্রতিটি ধাপকে যদি শোষকদের বিরুদ্ধে সকল মেহনতীর সাধারণ সংগ্রামে অংশগ্রহণের সঙ্গে জড়াতে পারে, তবেই নবীন কমিউনিস্ট পুরুষদের লীগ হিসাবে যুব কমিউনিস্ট লীগ তার নাম সার্থক করবে। কারণ আপনারা ভালোই জানেন যে, রাশিয়া যতদিন একক শ্রমিক প্রজাতন্ত্র হয়ে থাকছে এবং বাকি দুনিয়ায় থাকছে সাবেকী বুর্জোয়া ব্যবস্থা, ততদিন আমরা থাকব তাদের চেয়ে দুর্বল, প্রতি পদে নতুন আক্রমণের বিপদ থাকবে আমাদের সামনে, আমরা যদি অটুট ও ঐক্যবদ্ধ হতে শিখি তাহলেই কেবল ভবিষ্যৎ সংগ্রামে

জয়লাভ করতে পারব আমরা, এবং শক্তি সংহত করার পর সত্যিই অজেয় হয়ে উঠব। তাই, কমিউনিস্ট হওয়ার অর্থ হল সমগ্র উঠতি পুরুষদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এবং এ সংগ্রামে তালিম ও শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। তাহলে আপনারা কমিউনিস্ট সমাজের সৌধ নির্মাণ শুরু করতে পারবেন, এবং তা সমাধা করতে পারবেন।

ব্যাপারটা আপনাদের কাছে আরো পরিষ্কার করার জন্য আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলি। কমিউনিস্ট মানে কী? কমিউনিস্ট একটা লাতিন শব্দ। কমিউনিস্ট মানে সার্বজনীন। কমিউনিস্ট সমাজ হল সার্বজনীন ভূমি, সার্বজনীন কলকারখানা, সার্বজনীন শ্রম। এই হল কমিউনিজম।

প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের জমির ওপর আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে, তাহলে কি সার্বজনীন শ্রম হল? সার্বজনীন শ্রম এক লহমাতেই গড়া সম্ভব নয়। সেটা অসম্ভব। আকাশ থেকে সেটা পড়ে না। সেটাকে খেটেখুটে, কষ্ট সয়ে গড়ে তুলতে হয়। তা গড়ে ওঠে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এ ক্ষেত্রে পুরনো বইয়ে কাজ হবে না, কেউ তা বিশ্বাস করবে না। দরকার নিজের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। সাইবেরিয়া ও দক্ষিণ থেকে কলচাক ও দেনিকিন যখন এগুতে থাকে, তখন চাষীরা ছিল তাদের পক্ষে। বলশেভিকবাদ তাদের পছন্দ হয় নি, কারণ বলশেভিকরা বাঁধা দামে শস্য নেয়। কিন্তু সাইবেরিয়া ও ইউক্রেনের চাষীদের যখন কলচাক ও দেনিকিন শাসনের অভিজ্ঞতা হল, তখন তারা বুঝল যে, তাদের একটাই গত্যন্তর আছে: হয় পুঁজিপতিদের পক্ষে যাওয়া, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই তারা জমিদারদের দাসত্বে তাদের সঁপে দেবে, নয় তো শ্রমিকের পেছনে যাওয়া, তারা ক্ষীরের পাহাড় দুধের নদীর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না সত্য, কঠিন সংগ্রামে তারা লৌহ শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তাই দাবি করছে, কিন্তু পুঁজিপতি ও জমিদারদের দাসত্ব থেকে তারা তাদের মুক্ত ক'রে আনবে। অজ্ঞ চাষীরাও যখন এটা বুঝল ও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখল, তখন তারা হয়ে পড়ল কমিউনিজমের সচেতন, অগ্নুত্তীর্ণ অনুগামী। যুব কমিউনিস্ট লীগের সমস্ত কার্যকলাপের ভিত্তিতে রাখা চাই এই ধরনের অভিজ্ঞতা।

কী শিখব, সাবেকী স্কুল ও সাবেকী বিদ্যা থেকে কী নেব, সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। কী ভাবে তা শিখতে হবে, এই প্রশ্নের জবাব দেবারও

চেষ্টা করব এবার। জবাব হল: স্কুলের কাজের প্রতিটি ধাপ, তালিম দেওয়া, মানুষ ক'রে তোলা ও শিক্ষাদানের প্রতিটি ধাপকে শোষকদের বিরুদ্ধে সমস্ত মেহনতীদের সংগ্রামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত ক'রেই।

কমিউনিজমের এই তালিম কী ভাবে এগুবে তা দেখাবার জন্য আমি কোনো কোনো যুব সংগঠনের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেব। সবাই নিরক্ষরতা দূর করার কথা বলছে। আপনারা জানেন, নিরক্ষর দেশে একটা কমিউনিস্ট সমাজ গড়া যায় না। সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ নির্দেশ জারি বা পার্টির পক্ষ থেকে একটা বিশেষ স্লোগান পেশ বা সে কর্তব্যে সেরা কিছু কর্মীকে বরাদ্দ করাই যথেষ্ট নয়। তরুণপুরুষদের নিজেদেরই এ কর্তব্য তুলে নিতে হবে। কমিউনিজমের মানে হল যুবজনেরা, যুব লীগের অন্তর্ভুক্ত তরুণতরুণীরা বলবে: এটা আমাদের কাজ, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা নিরক্ষরতা দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলে যাব, আমাদের উঠতি পুরুষদের মধ্যে যেন একজন নিরক্ষরও না থাকে। এই কর্তব্যে উঠতি পুরুষদের আত্মোদ্যোগ কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি আমরা। আপনারা জানেন, অজ্ঞ নিরক্ষর রাশিয়াকে চট ক'রে একটা সাক্ষর দেশে পরিণত করা যায় না। কিন্তু যুব লীগ যদি এই কাজে লাগে, সমস্ত যুবজন যদি সকলের উপকারের জন্য খাটে, তাহলে চার লক্ষ তরুণতরুণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এই লীগ যুব কমিউনিস্ট লীগ নামের যোগ্য হবে। লীগের আরেকটা কর্তব্য হল, নিজে কোনো একটা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে যেসব যুবজন নিজের জোরে নিরক্ষরতার তমসা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারছে না, তাদের সাহায্য করা। যুব লীগের সদস্য হওয়া মানে সাধারণ আদর্শে নিজের শ্রম ও উদ্যোগ উৎসর্গ করা। এই হল কমিউনিস্ট তালিমের অর্থ। এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়েই কেবল একজন তরুণ বা তরুণী সাচ্চা কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে। এ কাজে যদি তারা ব্যবহারিক সাফল্য অর্জন করে, কেবল তবেই তারা কমিউনিস্ট হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শহরতলির সব্জী চাষের কথা ধরা যাক। এটা কি কাজ নয়? যুব কমিউনিস্ট লীগের এ একটা অন্যতম কর্তব্য। লোকে অনশন দিচ্ছে; কলে কারখানায় অনশন চলছে। অনশন থেকে নিজেদের বাঁচার জন্য সব্জী-ভুঁই বাড়িয়ে তোলা দরকার। কিন্তু চাষ চলছে সাবেকী পন্থায়। তাই এ কাজ নিতে হবে তাদের যারা বেশি সচেতন, তখন দেখা যাবে

সব্জী-ভূঁইয়ের সংখ্যা বাড়ছে, আবাদের আয়তন বাড়ছে, ফল ভালো হচ্ছে। এ কাজে সক্রিয় অংশ নিতে হবে যুব কমিউনিস্ট লীগকে। প্রতিটি লীগ এবং লীগের প্রতিটি চক্রকে এটা কর্তব্য বলে গণ্য করতে হবে।

যুব কমিউনিস্ট লীগের হওয়া চাই একটা ঝাটিতি বাহিনী, সব কাজে যারা সাহায্য করবে, উদ্যোগ দেখাবে। লীগ এমন হওয়া চাই যাতে যে-কোনো শ্রমিকই দেখে যে তা এমন সব লোক নিয়ে গড়া যাদের মতবাদ সে নাও বুঝতে পারে, যাদের মতবাদ সে সম্ভবত এক্ষুণি বিশ্বাসও না করতে পারে, কিন্তু যাদের জীবন্ত কাজকর্ম থেকে সে যেন দেখতে পায় যে সত্যসত্যই এই লোকেরাই তাকে সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছে।

এইভাবে সর্বক্ষেত্রে যদি যুব কমিউনিস্ট লীগ তার কাজ সংগঠিত করতে না পারে, তবে তার অর্থ হবে সাবেকী বুর্জোয়া পথে নেমে যাওয়া। আমাদের তালিমকে মেলাতে হবে শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতীদের সংগ্রামের সঙ্গে, যাতে কমিউনিজমের শিক্ষাধারানুসারী কর্তব্য পালন করতে সাহায্য হয় মেহনতীদের।

সব্জী-ভূঁই উন্নয়নের জন্য, বা কোনো কলকারখানায় যুবজনের শিক্ষা সংগঠন ইত্যাদির জন্য অবকাশের প্রতিটি ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে লীগের সদস্যদের। দীনহীন অভাগা দেশ থেকে রাশিয়াকে আমরা রূপান্তরিত করতে চাই সমৃদ্ধ দেশে। এবং যুব কমিউনিস্ট লীগ যেন তার শিক্ষা, বিদ্যার্জন ও তালিমকে মেলায় শ্রমিক কৃষকদের মেহনতের সঙ্গে, বিদ্যালয়ে বন্ধ হয়ে যেন না থাকে এবং কেবল কমিউনিস্ট গ্রন্থ ও পুস্তিকা পাঠেই সীমাবদ্ধ না হয়। কেবল শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে একত্রে কাজ ক'রেই খাঁটি কমিউনিস্ট হওয়া সম্ভব। সকলেই যেন দেখতে পায় যে, যুব লীগের প্রতিটি সভ্য শিক্ষিত, এবং সেই সঙ্গে কাজ করতেও জানে। সবাই যখন দেখবে যে, আমরা সাবেকী স্কুল থেকে সাবেকী ড্রিল পদ্ধতি বিতাড়িত ক'রে সচেতন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করেছি, সমস্ত তরুণতরুণী সুবোৎনিকে অংশ নিচ্ছে, শহরতলির প্রতিটি খামারকে তারা ব্যবহার করছে অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য --- তখন লোকে আগে যেভাবে শ্রমকে দেখত, সেভাবে দেখবে না।

যুব কমিউনিস্ট লীগের কর্তব্য হল গ্রামে অথবা শহরের নিজের মহল্লায় এই ধরনের ব্যাপারে সাহায্য করা: যেমন, ছোটো একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা বা খাদ্যের বিতরণ। সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজে তা করা হত কী ভাবে? প্রত্যেকেই খাটত কেবল নিজের জন্য, বুড়ো বা রুগ্ন কেউ আছে কিনা, সংসারের সব কাজ মেয়েদের ঘাড়ে পড়ছে কিনা, যার ফলে তারা পীড়ন ও দাসত্বের অবস্থায় থাকছে, এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। এ নিয়ে লড়াই করার দায় কার? এটা যুব কমিউনিস্ট লীগের দায়, তাদের বলতে হবে: এ সব আমরা বদলে দেব, আমরা যুবদল সংগঠন করব, যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বা খাদ্য বিতরণ করতে সাহায্য করবে, নিয়মিত বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করবে তারা, গোটা সমাজের হিতের জন্য তারা সংগঠিতভাবে কাজ করবে, যথাযুক্তরূপে নিজেদের লোকবল বণ্টন করবে, দেখিয়ে দেবে যে শ্রম হওয়া চাই সংগঠিত শ্রম।

আজ যাদের বয়স প্রায় পঞ্চাশ সে পুরুষেরা কমিউনিজম দেখে যাবার আশা করতে পারে না। তার আগেই এ পুরুষদের মৃত্যু হবে। কিন্তু আজ যাদের বয়স পনের, সে পুরুষেরা কমিউনিস্ট সমাজ দেখবে এবং নিজেরাই তারা এ সমাজ গড়বে। তাদের জানতে হবে যে তাদের জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্যই হল সে সমাজ গড়া। সাবেকী সমাজে লোকে খাটত আলাদা আলাদা পরিবার হিসাবে, জনগণকে যারা পীড়ন করত সেই জমিদার পুঁজিপতি ছাড়া কেউ তাদের শ্রমকে ঐক্যবদ্ধ করত না। শ্রম যত নোংরা বা কঠিনই হোক, তেমন সমস্ত শ্রমকেই আমাদের এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে প্রতিটি শ্রমিক কৃষক ভাবতে পারে: মুক্ত শ্রমের মহা বাহিনীর আমি একটা অংশ, জমিদার পুঁজিপতি ছাড়াই আমি আমার জীবন গড়ে তুলতে পারি, কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কৈশোর থেকেই সচেতন ও সুশৃঙ্খল শ্রমে সবাইকেই তালিম দিতে হবে যুব কমিউনিস্ট লীগকে। যেসব সমস্যা আমাদের সম্মুখীন তার সমাধান হবে, এ ভরসা আমরা পেতে পারি কেবল এইভাবেই। আমাদের ধরে নেওয়া উচিত যে, অন্তত দশ বছর লাগবে দেশের বিদ্যুতীকরণের জন্য যার ফলে টেকনলজির সর্বাধুনিক সুকৃতি দিয়ে আমাদের দরিদ্রভূত দেশটার সেবা করা যাবে। তাই যাদের এখন পনের বছর বয়স, দশ কি কুড়ি বছর কালের মধ্যে যারা কমিউনিস্ট সমাজে বাস করবে, সেই পুরুষদের শিক্ষার সমস্ত কর্তব্য এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে প্রতিটি শহর ও প্রতিটি গ্রামের যুবজনেরা প্রতিদিন যত ছোটো হোক, যত সহজ হোক, সাধারণ শ্রমের কোনো না

কোনো একটা সমস্যা নিয়ে ব্যবহারিকভাবে তার সমাধান করে। প্রতিটি গ্রামে তা যে পরিমাণে ঘটবে, কমিউনিস্ট প্রতিযোগিতা যে পরিমাণে বাড়বে, যে পরিমাণে যুবকেরা প্রমাণ দেবে যে, তারা তাদের মেহনত ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, সেই পরিমাণেই কমিউনিস্ট নির্মাণের সাফল্য হবে নিশ্চিত। এই নির্মাণের সাফল্যের দিক থেকেই কেবল আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে বিচার ক'রে, ঐক্যবদ্ধ সচেতন মেহনতী হবার জন্য আমাদের যা সাধ্য তা সব করেছি কিনা নিজেদের এই প্রশ্ন ক'রেই কেবল যুব কমিউনিস্ট লীগ তার পাঁচ লক্ষ সদস্যকে শ্রমের একক বাহিনীতে পরিণত করতে পারবে ও সকলের শ্রদ্ধার্জন করবে। **(তুমুল করতালি)**

'প্রাভদা', ২২১, ২২২, ২২৩ নং
৫ই, ৬ই ও ৭ই অক্টোবর, ১৯২০

৪১শ খণ্ড, পৃঃ ২৯৮—৩১৮

প্রলেতারীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

(অংশ)

খসড়া সিদ্ধান্ত:

১। সোভিয়েত শ্রমিক-কৃষক প্রজাতন্ত্রে যেমন সাধারণভাবে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তেমনি বিশেষ ক'রে শিল্পকলার ক্ষেত্রে শিক্ষার সমস্ত ব্যাপারটা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের লক্ষ্য সফলভাবে কার্যকরী করার জন্য অর্থাৎ বুর্জোয়ার উৎখাত, শ্রেণী-লোপ, মানুষের ওপর মানুষের সর্ববিধ শোষণ অবসানের জন্য প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই।

২। সেই কারণে প্রলেতারিয়েতকে যেমন তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে তেমনি সাধারণভাবে সব ধরনের প্রলেতারীয় সংগঠনের সমগ্রতায় জনশিক্ষার সবকিছু ব্যাপারে সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রধানতম ভূমিকা নিতে হবে।

৩। সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং বিশেষ ক'রে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' আবির্ভাবের সময় থেকে বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের অর্ধশতাধিক বছরের বিপ্লবী সংগ্রামের সমগ্র অভিজ্ঞতায় তর্কাতীতরূপে প্রমাণ হয়েছে যে, কেবল মার্কসবাদের বিশ্বধ্যানই হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির সঠিক অভিব্যক্তি।

৪। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে এই জন্য যে, মার্কসবাদ কখনোই বুর্জোয়া যুগের মূল্যবান সুকৃতিকে বিসর্জন দেয় নি, বরং উলটে, মানব চিন্তা ও সংস্কৃতির দুই সহস্রাধিক বছরের বিকাশের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান ছিল তাকে আত্মস্থ করেছে ও ঢেলে সেজেছে। এই ভিত্তিতেই ও এই ধারাতেই সর্ববিধ

শোষণের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শেষ সংগ্রামস্বরূপ তার একনায়কত্বের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরো যে কাজ চলবে, তাকেই সত্যকার প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিকাশ বলে স্বীকার করা যায়।

৫। এই নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অটলভাবে দাঁড়িয়ে প্রলেত্‌কুল্‌তের সারা রুশ কংগ্রেস নিজেদের একটা বিশেষ সংস্কৃতি বানানো, নিজেদের বিচ্ছিন্ন সংগঠনে আত্মবদ্ধ হওয়া, জনশিক্ষা কমিসারিয়েত ও প্রলেত্‌কুল্‌তের কাজের ক্ষেত্র ভাগাভাগি করা, অথবা জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের প্রতিষ্ঠানাদির অভ্যন্তরে প্রলেতকুল্‌তের 'স্বায়ত্তাধিকার' স্থাপন ইত্যাদির সবকিছু প্রচেষ্টাকে তত্ত্বের দিক থেকে ভ্রান্ত এবং ব্যবহারিকভাবে ক্ষতিকারক ব'লে দৃঢ়ভাবে বর্জন করছে। উল্টে বরং কংগ্রেস এই নির্দেশ দিচ্ছে যে, জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের প্রতিষ্ঠান জালের পুরোপুরি সহায়ক সংস্থা হিসাবে নিজেদের গণ্য করতে এবং সোভিয়েত রাজ (বিশেষ ক'রে জনশিক্ষা কমিসারিয়েত) ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ পরিচালনাধীনে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যে কর্তব্য তার একাংশ হিসাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে প্রলেতকুল্‌তের সমস্ত সংগঠন বিনাসর্তে বাধ্য।

১৯২০ সালের ৮ই অক্টোবরে লেখা — ৪১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬—৩৩৭

জনশিক্ষার গুবের্নিয়া ও উয়েজ্দ্ দপ্তরের রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারকদের সারা রুশ সম্মেলনে ভাষণ

৩রা নভেম্বর, ১৯২০

কমরেড, রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটি গঠন প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ও জনকমিসার পরিষদে যে সব কথা উঠেছিল অংশত তাই নিয়ে এবং জনকমিসার পরিষদে আনীত প্রকল্প নিয়ে আমার যা মনে হয়েছিল অংশত তা নিয়েও কয়েকটা কথা বলতে চাই। গতকাল ও প্রকল্পটি মূলত গৃহীত হয়েছে, পরে খুঁটিনাটিতে তা আরো আলোচিত হবে(৩৬)।

আমি নিজের দিক থেকে শুধু এই বলতে চাই যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম বদলের ব্যাপারে আমার প্রথমটায় ভয়ানক আপত্তি ছিল। আমার মতে জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের কর্তব্য হল শিক্ষালাভে ও অন্যদের শিক্ষাদানে লোককে সাহায্য করা। আমরা সোভিয়েতী অভিজ্ঞতার সময়টায় বিভিন্ন নামকে বালকসুলভ ঠাট্টা হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, কেননা প্রতিটি নামই তো এক ধরনের ঠাট্টা। এখন নতুন নামটা অনুমোদিত হয়েছে: রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটি।

এ সমস্যাটার যেহেতু ফয়সালা হয়ে গেছে তাই আমার মন্তব্যটা যেন আপনারা একটা ব্যক্তিগত মতামতের বেশি কিছু ব'লে না ধরেন। ব্যাপারটা যদি নেহাৎ নাম বদলে সীমাবদ্ধ না থাকে, তাহলে সেটা অভিনন্দনেরই যোগ্য।

সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী কাজের জন্য যদি আমরা নতুন কর্মীদের আকৃষ্ট করতে পারি, তাহলে সেটা শুধু আর নতুন নামের ব্যাপার হয়ে থাকবে না, সেক্ষেত্রে প্রতিটি নতুন কাজ ও প্রতিটি নতুন প্রতিষ্ঠানের ওপর

লেবেল আঁটার 'সোভিয়েতী' দুর্বলতাটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। যদি সফল হই, তাহলে এতদিন পর্যন্ত যা হাসিল করেছি তার চেয়ে বেশি কিছুই আমরা হাসিল করব।

আমাদের রাজনীতির সঙ্গে জ্ঞানপ্রচারের সম্পর্কের প্রশ্নটাই হল প্রধান জিনিস যার জন্য আমাদের সঙ্গে একত্রে সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণী কাজে অংশ নিতে কমরেডরা বাধ্য বোধ করবে। দরকার পড়লে নামকরণের মধ্যে দিয়ে কিছু একটা পূর্বাভাস দেওয়া যায়, কেননা আমাদের জ্ঞানপ্রচারণী কাজের সমগ্র পরিধি জুড়ে জ্ঞানপ্রচারের অরাজনীতিকতার সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে পারি না, জ্ঞানপ্রচারের কাজটা রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে হাজির করতে পারি না।

সে রকম ধারণা প্রাধান্য পেয়েছে ও পাচ্ছে বুর্জোয়া সমাজে। জ্ঞানপ্রচারের 'অরাজনীতিকতা' বা 'রাজনীতিহীনতা' — এই কথাটাই হল বুর্জোয়ার ভণ্ডামি, আর কিছুই নয় জনগণকে প্রতারণা, যাদের শতকরা ৯৯ ভাগই গির্জা, ব্যক্তিমালিকানা প্রভৃতির প্রভুত্বে লাঞ্ছিত। এখনো পর্যন্ত যেসব দেশ বুর্জোয়া, সেখানে প্রভুত্বকারী বুর্জোয়ারা ঠিক এই জনপ্রতারণাতেই ব্যাপৃত থাকে।

সেখানে যন্ত্রটার তাৎপর্য যত বেশি, পুঁজি ও তার রাজনীতি থেকে তা তত কম মুক্ত।

সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রে রাজনৈতিক যন্ত্রটার সঙ্গে জ্ঞানপ্রচারের সম্পর্ক খুবই প্রবল, যদিও সরাসরি সেটা স্বীকার করতে বুর্জোয়া সমাজ অক্ষম। অথচ এ সমাজ গির্জা মারফত, ব্যক্তিমালিকানার সমগ্র প্রথাটা মারফত জনগণকে প্রভাবিত করে।

আমাদের মূল কর্তব্য প্রসঙ্গত হল বুর্জোয়া 'সত্যের' বিপরীতে আমাদের নিজস্ব সত্যকে হাজির করা, সেটাকে মেনে নিতে বাধ্য করা।

বুর্জোয়া সমাজ থেকে প্রলেতারিয়েতের রাজনীতিতে উৎক্রমণ — এটা খুবই কঠিন উৎক্রমণ, এবং সেটা আরো কঠিন এই জন্য যে, বুর্জোয়ারা তাদের প্রচার ও আন্দোলনের সমস্ত যন্ত্রটা দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত কুৎসা রটিয়ে চলে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আরো গুরুত্বপূর্ণ যে একটা ভূমিকা আছে, তার লোক শিখিয়ে তোলার কর্তব্য, সংখ্যাল্প জনসাধারণ

যেখানে প্রলেতারিয়েতের অন্তর্ভুক্ত সেই রাশিয়ায় যে কর্তব্যটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ — এটা তারা যথাসাধ্য চাপা দেবার চেষ্টা করে। অথচ এ দেশে এই কর্তব্যটাকে মুখ্য ক'রে তোলা উচিত, কেননা আমাদের দরকার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কাজের জন্য জনগণকে তৈরি ক'রে তোলা। প্রলেতারিয়েত যদি নিজের মধ্যে প্রভূত সচেতনতা, প্রভূত নিয়মানুবর্তিতা, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রভূত নিষ্ঠা গ'ড়ে না তোলে, অর্থাৎ তার চিরন্তন শত্রুর ওপর পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য যে কর্তব্যপুঞ্জ গ্রহণ করা দরকার তা যদি না করে, তাহলে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কথাই ওঠে না।

মেহনতী জনগণ বুঝি বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য প্রস্তুত, এমন ইউটোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমরা গ্রহণ করি নি। শ্রমিক সমাজতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাসের যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানি যে, ব্যাপারটা সে রকম নয়, সমাজতন্ত্রের প্রস্তুতি গড়ে ওঠে কেবল বৃহৎ শিল্প থেকে, ধর্মঘট সংগ্রাম থেকে, রাজনৈতিক সংগঠন থেকে। বিজয় লাভ করতে হলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে সম্মিলিত ক্রিয়ার সামর্থ্য, শোষকদের উচ্ছেদের সামর্থ্য রাখতে হবে প্রলেতারিয়েতকে। এবং এখন আমরা দেখছি যে, প্রয়োজনীয় সমস্ত সামর্থ্য সে সঞ্চয় করেছে এবং ক্ষমতা দখল ক'রে তা কার্যে পরিণত করেছে।

জ্ঞানপ্রচার কর্মীদের পক্ষে এবং সংগ্রামের অগ্রবাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মূল কর্তব্য হওয়া চাই মেহনতীজনকে গড়ে পিটে শিখিয়ে তোলায় এমনভাবে সাহায্য করা যাতে সাবেকী ব্যবস্থা থেকে পাওয়া সাবেকী অভ্যাস, সাবেকী আচার, মালিকানার যে আচার ও যে অভ্যাসে জনগণ সমূহ আচ্ছন্ন তা অতিক্রম করা যায়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও জনকমিসার পরিষদের মনোযোগ যাতে অত বেশি অর্পিত হয়েছে তেমন সব আংশিক সমস্যার আলোচনায় সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই মূল কর্তব্যটা কখনো দৃষ্টিচ্যুত করা উচিত নয়। রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটিটিকে কী ভাবে গড়া হবে, কী ভাবে তাকে সংযুক্ত করা হবে আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, শুধু কেন্দ্রের সঙ্গে নয় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও কী ভাবে তাকে সংশ্লিষ্ট করা যায়, এ ব্যাপারে যে সব কমরেডদের বেশি দখল আছে, যাঁরা ইতিমধ্যেই অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ও বিশেষভাবে ব্যাপারটা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা এ প্রশ্নের

জবাব দেবেন। আমি শুধু ব্যাপারটার নীতিগত দিকটার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিতে জোর দিতে চাই। আমরা ব্যাপারটা খোলাখুলি হাজির না ক'রে পারি না, সমস্ত সাবেকী মিথ্যা সত্ত্বেও খোলাখুলি স্বীকার করব যে, জ্ঞানপ্রচার রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে পারে না।

যে বিশ্ব বুর্জোয়া আমাদের চেয়ে বহু বহু গুণ প্রবল, তাদের সঙ্গে সংগ্রামের ঐতিহাসিক মুহূর্তটায় আমরা দিন কাটাচ্ছি। সংগ্রামের এরূপ মুহূর্তে আমাদের বিপ্লবী গঠনকাজ রক্ষা করতে হবে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে সামরিক পদ্ধতিতে তো বটেই, সেই সঙ্গে আরো বেশি ক'রে ভাবাদর্শ মারফত, শিক্ষাদীক্ষা মারফত, রাজনৈতিক মুক্তি লাভের সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী বহু দশক ধ'রে যে সব অভ্যাস রীতি ও প্রত্যয় গ'ড়ে তুলেছে, অভ্যাস রীতিনীতি ও ভাবাদর্শের এই সমগ্র সমাহারটা যেন সমস্ত মেহনতীদের শিখিয়ে তোলার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, আর ঠিক কী ভাবে শিখিয়ে তুলতে হবে এ প্রশ্ন সমাধানের দায়িত্ব প্রলেতারিয়েতেরই। এই চেতনা গ'ড়ে তোলা দরকার যে, প্রলেতারিয়েতের যে সংগ্রাম বর্তমানে বিনা ব্যতিক্রমে বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে ক্রমেই বেশি ক'রে ছড়িয়ে পড়ছে, তার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা, সমস্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, সেটা অমার্জনীয়। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বের সমস্ত পরাক্রান্ত পুঁজিবাদী দেশের ঐক্য — এই হল বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসল ভিত্তি। এবং স্বীকার করা দরকার যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির কোটি কোটি মেহনতীর ভাগ্য নির্ভর করছে এর ওপরেই। বর্তমান মুহূর্তে দুনিয়ায় এমন একটা প্রান্তও নেই যা মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী দেশের অধীনস্থ নয়। এইভাবে পরিস্থিতিটা যে রূপ পরিগ্রহ করছে, তাতে গত্যন্তর দাঁড়ায় হয় চলতি সংগ্রামটা থেকে সরে দাঁড়ানো ও তাতে ক'রে যেসব তমসাচ্ছন্ন লোক বিপ্লব ও যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল ও যারা বুর্জোয়ার সমগ্র জনপ্রতারণাটা দেখে না, ইচ্ছে ক'রেই বুর্জোয়ারা কী ভাবে এই জনগণকে অন্ধকারে রেখে দিচ্ছে তা দেখে না, তাদের মতোই পরিপূর্ণ অচেতনতার প্রমাণ দেওয়া, নয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামে নামা।

প্রলেতারিয়েতের এ সংগ্রামের কথা আমরা বলি একেবারেই খোলাখুলি, এবং প্রতিটি লোককেই হয় এই পক্ষ, আমাদের পক্ষ, নয় অন্য পক্ষ নিতে

হবে। কোনো পক্ষই না নেবার প্রতিটি প্রচেষ্টাই ভরাডুবি ও কেলেঙ্কারিতে শেষ হচ্ছে।

কেরেনস্কি আমলের জের, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অসংখ্য যে জের প্রকাশ পেয়েছে ইউদেনিচ, কলচাক, পেৎলিউরা, মাখনো ইত্যাদির মধ্যে, তা পর্যবেক্ষণ ক'রে আমরা রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবের এতই বিচিত্র রূপ ও বর্ণ দেখেছি যে বলতে পারি যে, অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে আমরা ইতিমধ্যেই পোক্ত হয়েছি অনেক বেশি এবং পশ্চিম ইউরোপের দিকে যখন আমরা তাকাই, তখন দেখি যে, আমাদের এখানে যা ঘটেছিল তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেখানে, আমাদের ইতিহাসের পুনরভিনয় হচ্ছে। প্রায় সর্বত্রই বুর্জোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে কেরেনস্কি আমলের উপাদান। পুরো একগুচ্ছ রাষ্ট্রে, বিশেষ ক'রে জার্মানিতে, তারা প্রভুত্ব করছে। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে একই ব্যাপার — মাঝামাঝি কোনো অবস্থান অসম্ভব, পরিষ্কার স্বীকার করতে হচ্ছে: হয় শ্বেত একনায়কত্ব (আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশের বুর্জোয়ারা তারই আয়োজন করছে), নয় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। এতই তীব্রতা ও গভীরতায় আমরা এটার ভুক্তভোগী যে রুশ কমিউনিস্টদের কথা আমার বেশি বলার দরকার নেই। এ থেকে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় কেবল একটাই, এবং রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটি সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা ও ব্যবস্থাদির ভিত্তি-প্রস্তর হতে হবে তাকে। সর্বাগ্রে এ সংস্থার কাজে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির প্রাধান্য খোলাখুলি স্বীকৃত হওয়া চাই। অন্য কোনো রূপের কথা আমরা জানি না, এবং অন্য কোনো দেশেও তা এখনো উদ্ভূত হয় নি। পার্টির পক্ষে তার স্বীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব কম অথবা বেশি, কোনো কোনো বদল বা সংশোধনের মধ্য দিয়ে সে যেতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে ভালো রূপ আমরা এখনো কিছু জানি না এবং তিন বছর ধ'রে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের হামলা ঠেকানো সোভিয়েত রাশিয়ার সমগ্র সংগ্রামের সঙ্গে এই কথাটা জড়িত যে, শিক্ষাদাতা, সংগঠক ও পরিচালক হিসাবে প্রলেতারিয়েতের যে ভূমিকা তা পালনে তাকে সাহায্য করার কর্তব্য পার্টি সচেতনভাবেই গ্রহণ ক'রে এসেছে — এ ভূমিকা ছাড়া পুঁজিবাদের পতন অসম্ভব। মেহনতীদের, কৃষক ও শ্রমিকদের পরাস্ত করতে হবে বুদ্ধিজীবীদের সাবেকী অভ্যাসকে এবং নিজেদের ঢেলে সাজাতে

হবে কমিউনিজম নির্মাণের জন্য — এ ছাড়া নির্মাণ কাজে হাত দেওয়াই চলে না। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই পার্টির প্রধান ভূমিকার স্বীকৃতিটা আমাদের সামনে থাকা চাই, ক্রিয়াকলাপের সমস্যা, সংগঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের সমস্যা আলোচনার সময় তা আমরা দৃষ্টিচ্যুত করতে পারি না। কী ভাবে সেটা কার্যকরী করা হবে, তা নিয়ে এখনো অনেক কথা উঠবে, তা নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও জনকমিসার পরিষদ উভয় ক্ষেত্রেই অনেক আলোচনা করতে হবে। কাল যে ডিক্রিটা অনুমোদিত হয়েছে সেইটেই হল রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটি বিষয়ে মূলকথা, কিন্তু জনকমিসার পরিষদের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা এখনো সাঙ্গ হয় নি। দিন কয়েকের মধ্যে ডিক্রিটা প্রকাশিত হবে এবং আপনারা দেখবেন যে তার চূড়ান্ত আইনী রূপে পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের কোনো সরাসরি বিবৃতি তাতে নেই।

কিন্তু আমাদের এইটে জেনে ও বুঝে রাখতে হবে যে, আইনী রূপে ও কার্যত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সমগ্র সংবিধানটা এই ভিত্তিতে রচিত যে, সবকিছু সংশোধন, নির্দেশদান ও নির্মাণ পার্টি চালায় একটি নীতি অনুসারে: প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সংযুক্ত কমিউনিস্ট উপাদান যেন এ প্রলেতারিয়েতকে নিজ প্রেরণায় উদ্দীপিত, তার আনুগত্য অর্জন করতে পারে, এত দীর্ঘদিন ধ'রে যে বুর্জোয়া প্রতারণা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা ক'রে আসছি তা থেকে তার মুক্তি সাধন করতে পারে। জনশিক্ষা কমিসারিয়েতকে একটা দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই চালায় শিক্ষক সংগঠন। এই শিক্ষক সমাজের মধ্যে বুর্জোয়া কুসংস্কার খুবই কায়েমী হয়ে ছিল। সোজাসুজি অন্তর্ঘাত ও জিদ ক'রে বুর্জোয়া কুসংস্কার আঁকড়ে থাকা, এই উভয় রূপেই এক্ষেত্রে সংগ্রাম চলে দীর্ঘদিন এবং ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা ক'রে এখানে কমিউনিস্ট ঘাঁটি জয় করতে হচ্ছে। সাবালক শিক্ষা নিয়ে যা কাজ করছে এবং সে শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচারের কর্তব্য পালন করছে, রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের সেই প্রধান কমিটির পক্ষে বিশেষ পরিষ্কার হয়ে যে কর্তব্যটা আসছে তা হল পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে এই বিরাট যে যন্ত্রটা, পাঁচ লক্ষ শিক্ষকের এই যে বাহিনীটা এখন শ্রমিকদের সেবায় লেগেছে তার আনুগত্য অর্জন, নিজেদের প্রেরণায় তাদের উদ্দীপন, নিজেদের উদ্যোগ দিয়ে তাদের

প্রজ্বালনের কাজটা মেলানো। জ্ঞানপ্রচারের কর্মীরা, শিক্ষকবৃন্দরা মানুষ হয়েছে বুর্জোয়া কুসংস্কার ও অভ্যাসের প্রভাবে, প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিদ্বেষের প্রেরণায়, তাদের সঙ্গে এদের কোনো যোগ ছিল না। এখন আমাদের লালন ক'রে তুলতে হবে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের নতুন একটা ফৌজ, যাদের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে হবে পার্টির সঙ্গে, তার আদর্শের সঙ্গে, উদ্দীপিত হতে হবে পার্টির প্রেরণায়, শ্রমিক জনগণকে আকৃষ্ট করতে হবে, কমিউনিজমের প্রেরণায় তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে, কমিউনিস্টরা কী করছে তাতে আগ্রহী ক'রে তুলতে হবে তাদের।

পুরনো অভ্যাস, আচার, আদর্শের সঙ্গে যেহেতু সম্পর্কচ্ছেদ করা দরকার, তাই এক্ষেত্রে রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটি ও তার কর্মীদের সামনে একটা সর্বপ্রধান কর্তব্য থাকছে, সেটা সবচেয়ে বেশি করে মনে রাখা দরকার। সত্যিই এখানে একটা উভয়সংকট দেখা দিচ্ছে আমাদের সামনে: পার্টি সদস্যদের সঙ্গে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে শিক্ষকসমাজকে জড়িত করা যায় কী ভাবে, যাদের অধিকাংশই সাবেকী ধারার লোক? সমস্যাটা অতি কঠিন এবং তা নিয়ে খুবই ভেবে দেখা দরকার।

এত বিভিন্ন ধরনের লোককে কী ভাবে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত করা যায় দেখা যাক। আমাদের কাছে নীতিগতভাবে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য রাখতেই হবে। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক শিক্ষাদানের লক্ষ্য হল এমন সাঁচ্চা কমিউনিস্ট গ'ড়ে তোলা যারা মিথ্যা ও কুসংস্কারকে পরাজিত করতে সমর্থ, সাবেকী ব্যবস্থাকে পরাজিত ক'রে পুঁজিপতি ছাড়া, শোষক ছাড়া, জমিদার ছাড়া রাষ্ট্র গঠনের কাজ চালাতে মেহনতীদের সাহায্য করতে সমর্থ। কিন্তু সেটা করা যায় কী ক'রে? সেটা করা সম্ভব কেবল বুর্জোয়ার কাছ থেকে শিক্ষকেরা যে জ্ঞানের উত্তরাধিকার পেয়েছে তার সবখানিকে আয়ত্ত ক'রে। তা ছাড়া কমিউনিজমের টেকনিকাল সমস্ত সুকৃতিই হবে অসম্ভব ও আকাশকুসুম। তাই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে কী ভাবে সংযুক্ত করা যাবে এই কর্মীদের, যারা রাজনীতির সঙ্গে যোগ রেখে এবং বিশেষ ক'রে আমাদের পক্ষে হিতকর রাজনীতির সঙ্গে অর্থাৎ কমিউনিজমের জন্য যা অপরিহার্য তেমন রাজনীতির সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। আগেই বলেছি এটি খুবই কঠিন কাজ। কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রশ্নটা আমরা আলোচনা

করেছি এবং আলোচনা করতে গিয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা আমরা হিসাবে নেবার চেষ্টা করেছি। আমাদের ধারণা হয়েছে যে, এখন আমি যে ধরনের কংগ্রেসে বক্তৃতা দিচ্ছি সে ধরনের কংগ্রেস, আপনাদের এই ধরনের সম্মেলন এদিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হবে। আগে যাদের গণ্য করা হত অমুক একটা চক্র, অমুক একটা সংগঠনের লোক হিসাবে, এমন প্রতিটি প্রচারককে নতুনভাবে দেখতে হবে প্রতিটি পার্টি কমিটিকে। এরা প্রত্যেকেই হল পার্টির লোক, যে পার্টি প্রশাসন চালাচ্ছে, গোটা রাষ্ট্রটা চালাচ্ছে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা করছে। সে হল সংগ্রামী শ্রেণী ও পার্টির প্রতিনিধি, যে পার্টি প্রকাণ্ড রাষ্ট্রযন্ত্রটায় প্রভুত্ব করছে ও করা উচিত। গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের বিদ্যালয় থেকে চমৎকার উত্তীর্ণ, সংগ্রামে অভিজ্ঞ ও পোক্ত বহু কমিউনিস্টই এই পরিবর্তন, এই উৎক্রমণটার পুরো তাৎপর্য বুঝতে চায় না ও পারে না, যাতে আন্দোলক বা প্রচারক থেকে সে পরিণত হচ্ছে আন্দোলকদের নেতায়, প্রকাণ্ড একটা রাজনৈতিক সংগঠনের পরিচালকে। সে জন্য তার একটা উপযুক্ত আখ্যা জুটবে কিনা, হয়ত বা এমনকি অস্বস্তিকর একটা আখ্যাই, যেমন ধরুন, জনবিদ্যালয় সমূহের অধিকর্তা -- সেটা কোনো কথা নয়, সে যেন শিক্ষক সমাজকে পরিচালিত করতে সমর্থ হয় এইটেই হল গুরুত্বপূর্ণ।

এ কথা বলা দরকার যে, লক্ষ লক্ষ শিক্ষক — এইটাই হল একটা যন্ত্র, যাতে কাজ এগুনো উচিত, চিন্তা জেগে ওঠা উচিত, এখনো পর্যন্ত জনগণের মধ্যে যে কুসংস্কার থেকে গেছে তার সঙ্গে লড়াই চলা উচিত। পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ত্রুটিতে শিক্ষকজনের যে আচ্ছন্নতা আছে, যা থাকার ফলে তারা কমিউনিস্ট হতে পারে না, তাতে কিন্তু জ্ঞানপ্রচারণী রাজনৈতিক কাজের কর্মিদলে এ শিক্ষকদের গ্রহণ করতে বাধা হয় না, কেননা এই শিক্ষকেরা জ্ঞানের অধিকারী, সে জ্ঞান ছাড়া আমরা লক্ষ্যার্জনে ব্যর্থ হব।

লক্ষ লক্ষ দরকারী লোককে কমিউনিস্ট জ্ঞানপ্রচারের কাজে লাগাতে হবে আমাদের। এ ধরনের কাজ আমরা হাসিল করেছি ফ্রন্টে, আমাদের লাল ফৌজের ক্ষেত্রে, যার ভেতর গৃহীত হয়েছে সাবেকী ফৌজের হাজার হাজার প্রতিনিধি। দীর্ঘকালব্যাপী একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, নতুন ক'রে তাদের লালন ক'রে তোলার প্রক্রিয়ায় তারা মিশে গেছে লাল ফৌজের

সঙ্গে, যেটা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে লাল ফৌজের বিজয়গুলিতে। আমাদের সাংস্কৃতিক-জ্ঞানপ্রচারণী কাজেও আমাদের এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। এ কথা সত্যি যে কাজটা তেমন চমকপ্রদ নয়, কিন্তু আরো বেশি তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি আন্দোলক ও প্রচারকই আমাদের দরকার, সে তার কর্তব্যই পালন করে যখন কাজ চালায় কঠোর পার্টি প্রেরণায়, কিন্তু সে শুধু পার্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বোঝে যে, তার কর্তব্য হল লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে পরিচালনা করা, তাদের আগ্রহী ক'রে তোলা, সাবেকী বুর্জোয়া কুসংস্কারকে পরাস্ত করা, আমরা যা করছি তাতে তাদের আকৃষ্ট করা, আমাদের কাজের অপরিমেয়তার চেতনায় তাদের সংক্রামিত করা; কেবল এই কাজে লেগেই আমরা পুঁজিবাদের দ্বারা পিষ্ট ও আমাদের কাছ থেকে বিকর্ষিত এই জনপিণ্ডটাকে সঠিক পথে টেনে আনতে পারি।

স্কুলের চৌহদ্দির বাইরে যারা কাজ চালাচ্ছে এমন প্রতিটি আন্দোলক ও প্রচারককে এ কর্তব্যগুলো পালন ক'রে যেতে হবে, কখনোই তা দৃষ্টিচ্যুত করা উচিত নয়। তা সাধন করতে গিয়ে রাশি রাশি ব্যবহারিক বাধাবিঘ্ন দেখা দেবে, ও কমিউনিজমের জন্য আপনাদের সাহায্য করতে হবে এবং শুধু পার্টি চক্রেই নয়, শ্রমিক শ্রেণীর হস্তস্থিত গোটা রাষ্ট্রক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি ও পরিচালক হয়ে উঠতে হবে।

আমাদের কর্তব্য হল পুঁজিপতিদের সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করা। সেটা শুধু সামরিক ও রাজনৈতিক নয়, ভাবাদর্শগতও বটে, যা সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে প্রবল। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মীদের কর্তব্য হল জনগণকে ঢেলে সাজার এই কাজটা সাধন করা। তার যে আগ্রহ, বিদ্যার্জন ও কমিউনিজমের জ্ঞানলাভের জন্য তার যে আকর্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইটেই হল গ্যারাণ্টি যে আমরা এক্ষেত্রেও বিজয়ী হব, যদিও হয়ত বা ফ্রণ্টের মতো অত শীঘ্র নয়, এবং হয়ত বা অনেক দুরূহতা, কখনো কখনো পরাজয় সয়েও, কিন্তু পরিণামে আমরাই হব বিজয়ী।

উপসংহারে আরো একটা কথা বলতে চাই: রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটি কথাটি বোধ হয় সঠিকভাবে বোঝা হচ্ছে না। রাজনৈতিক কথাটি যেহেতু এখানে উল্লিখিত হয়েছে, তাই রাজনীতিই এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়।

কিন্তু রাজনীতি বলতে কী বুঝব? সাবেকী অর্থে রাজনীতি ধরলে প্রকাণ্ড ও গুরুতর ভুল হতে পারে। রাজনীতি হল শ্রেণীসমূহের মধ্যে

সংগ্রাম, রাজনীতি হল সারা বিশ্বের বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের সম্পর্কপাত। কিন্তু আমাদের সংগ্রামে ব্যাপারটার দুটি দিক ফুটে উঠছে: একদিকে বুর্জোয়া ব্যবস্থার উত্তরাধিকার চূর্ণ করা, সমস্ত বুর্জোয়ার পক্ষ থেকে সোভিয়েত রাজ দমন করার পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টা চূর্ণ করার কর্তব্য। এত দিন পর্যন্ত এই কর্তব্যেই আমাদের মনোযোগ ব্যাপৃত থেকেছে সবচেয়ে বেশি, এবং অপর কর্তব্যে, নির্মাণের কর্তব্যে উত্তরণে বাধা দিয়েছে। বুর্জোয়া বিশ্ববোধের কাছে রাজনীতি যেন বা অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে কল্পিত হয়। বুর্জোয়ারা বলত: জীবিকা সংগ্রহের জন্য খাটো হে কৃষকেরা, বাজারে প্রয়োজনীয় সবকিছু কেনার জন্য, বাঁচার জন্য খাটো হে মজুরেরা, অর্থনৈতিক পলিসিটা চালাবে তোমাদের মনিবেরা। অথচ সেটা তো ঠিক নয়, রাজনীতি হওয়া চাই জনগণের কাজ, প্রলেতারিয়েতের কাজ। এক্ষেত্রে আমাদের জোর দিয়ে বলা উচিত যে, আমাদের কাজের ৯/১০ ভাগ সময়ই যায় বুর্জোয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে। ভ্রাঙ্গেলের ওপর বিজয়ের যে খবর আমরা গতকাল পড়েছি এবং যা আপনারা আজ এবং সম্ভবত কালও পড়বেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংগ্রামের একটা পর্যায় শেষ হতে চলেছে, একসার পশ্চিমী দেশের কাছ থেকে আমরা শান্তি আদায় করেছি, এবং সামরিক ফ্রন্টের প্রতিটি বিজয়েই আমরা আভ্যন্তরীণ ফ্রন্টে সংগ্রামের জন্য, রাষ্ট্র নির্মাণের রাজনীতির জন্য অবকাশ পাচ্ছি। শ্বেতরক্ষীদের ওপর বিজয় কাছিয়ে আনার প্রতিটি পদক্ষেপেই ধীরে ধীরে সংগ্রামের ভারকেন্দ্র সরে যাচ্ছে অর্থনীতির পলিসিতে। সাবেকী ধরনের প্রচারে কমিউনিজম কী তার বর্ণনা করা হয়, উদাহরণ দেওয়া হয়। কিন্তু এই সাবেকী প্রচার অকেজো, কেননা কী ভাবে সমাজতন্ত্র গড়তে হবে সেটা হাতে কলমে দেখাবার দরকার পড়েছে। অর্থনৈতিক নির্মাণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ওপর সমস্ত প্রচারকে দাঁড় করাতে হবে। এটা আমাদের প্রধান কর্তব্য, কেউ যদি সেটা সাবেকী অর্থে বুঝতে চায়, তাহলে সে পশ্চাৎপদ হয়ে দাঁড়াবে, কৃষক শ্রমিক জনগণের জন্য প্রচার চালাতে পারবে না। আমাদের প্রধান রাজনীতি এখন হওয়া উচিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নির্মাণ, আরো শস্য সংগ্রহ, আরো কয়লা প্রেরণ, এই সব শস্য ও কয়লার এমন সদ্ব্যবহার যাতে ক্ষুধার্ত কেউ না থাকে — এই হল আমাদের রাজনীতি। এর ওপরেই গ'ড়ে তুলতে হবে সমস্ত আন্দোলন ও সমস্ত প্রচার। বুলি

কমানো দরকার, কেননা বুলিতে মেহনতীদের পেট ভরবে না। বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রাম থেকে, ভ্রাঙ্গেল ও শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে ভারকেন্দ্র সরিয়ে আনার সুযোগ যুদ্ধে পাওয়ামাত্রই আমরা অর্থনীতির রাজনীতিতে ফিরব। আর এক্ষেত্রে আন্দোলন ও প্রচারের একটা বিপুল ক্রমবর্ধমান ভূমিকা থাকবে।

প্রতিটি আন্দোলককেই হতে হবে রাষ্ট্রীয় নেতা, অর্থনৈতিক নির্মাণের ব্যাপারে সমস্ত শ্রমিক কৃষকের পরিচালক। তার বলতে পারা চাই যে, কমিউনিস্ট হতে হলে জানতে হবে, অমুক পুস্তিকা অমুক গ্রন্থটা পড়তে হবে। এইভাবেই আমরা অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাব, তাকে আরো পাকা, আরো সামাজিক ক'রে তুলব, উৎপাদন বাড়িয়ে তুলব, খাদ্যসমস্যার সুরাহা করব, উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন করব আরো ন্যায্য, কয়লা উৎপাদন বাড়াব, শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব পুঁজিবাদ ছাড়াই, পুঁজিবাদী প্রেরণা বাদ দিয়েই।

কমিউনিজম কী জিনিস? কমিউনিজমের সমস্ত প্রচার এমনভাবে চলা উচিত যাতে ব্যাপারটা পরিণত হয় রাষ্ট্রীয় নির্মাণকাজের ব্যবহারিক পরিচালনায়। কমিউনিজমকে হতে হবে শ্রমিক জনগণের একটা নিজস্ব কাজের মতোই তাদের আয়ত্তাধীন। কাজটা চলছে খারাপ, হাজার হাজার ভুল হচ্ছে। সেটা আমরা লুকোই না, কিন্তু আমাদের সাহায্যে, আমাদের সামান্য ও ক্ষীণ সহযোগিতায় শ্রমিক ও কৃষকদের নিজেদেরই আমাদের যন্ত্রটাকে গড়ে তুলে মসৃণ ক'রে নিতে হবে। আমাদের কাছে ওটা আর কর্মসূচি, তত্ত্ব ও কর্তব্যভার হয়ে নেই, আমাদের কাছে এটা হল আজকের দিনের বাস্তব নির্মাণকাজের ব্যাপার। আমাদের যুদ্ধে আমরা শত্রুর হাতে অতি দুঃসহ সব পরাজয় সহ্য করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়েছি ও পরিপূর্ণ জয়লাভ করেছি। এখনো প্রতিটি পরাজয় থেকেই আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে, মনে রাখতে হবে যে, শ্রমিক কৃষকদের শেখানো দরকার কৃত কার্যের দৃষ্টান্ত থেকে। আমাদের যেটা খারাপ তার দিকে আঙুল দেখাতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে তা পরিহার করতে পারি।

এই নির্মাণকাজের দৃষ্টান্ত নিয়ে, বারম্বার তার পুনরাবৃত্তি ক'রে আমরা এইটে ঘটাব যাতে খারাপ কমিউনিস্ট-পরিচালকেরা পরিণত হয় সর্বাগ্রে আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সত্যকার স্রষ্টায়। যা দরকার সবই আমরা হাসিল করব, সাবেকী ব্যবস্থা থেকে যা রয়ে গেছে এবং যা সঙ্গে

সঙ্গেই দূর করা যায় না, তেমন সমস্ত প্রতিবন্ধই জয় করব; নতুন ক'রে গড়ে তুলতে হবে জনগণকে, আর জনগণকে নতুনভাবে মানুষ ক'রে তুলতে পারে কেবল আন্দোলন ও প্রচার; সর্বাগ্রে দরকার সাধারণ অর্থনৈতিক জীবনের নির্মাণকাজের সঙ্গে জনগণকে বাঁধা। প্রতিটি আন্দোলক প্রচারকের কাজে এইটেই হওয়া চাই মূল ও প্রধান কথা এবং এটা উপলব্ধি করলে তার কাজের সাফল্য হবে নিশ্চিত। (**তুমুল করতালি**)

৪১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮—৪০৮

পলিটেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে

নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্‌নার থিসিস সম্বন্ধে টীকা(৩৭)

(ব্যক্তিগত। কাঁচা খসড়া। **সাধারণ্যে প্রকাশিতব্য নয়।** এ বিষয়ে আমি আর একবার ভেবে দেখব।)

পলিটেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে **ওভাবে** লিখতে হয় না: ওটা শুনতে বিমূর্ত, যেন সুদূর ভবিষ্যতের জন্যে; চলতি, আজকালকার, শোচনীয় বাস্তবতাটাকে **বিবেচনায় রাখা হয় নি।**

দরকার হল

১) **মূলনীতির দিক দিয়ে** পলিটেকনিকাল শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে দু'একটা থিসিস যোগ করা

{**মার্কস অনুসারে**
আমাদের রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি অনুসারে।}

২) স্পষ্ট করে বলা যে, বিশেষ-নির্দিষ্টভাবে পলিটেকনিকাল ধারায় শিক্ষার নীতি এবং এই শিক্ষা অবিলম্বে **যতদূর সম্ভব** কার্যকর করাটাকে আমরা কোনক্রমেই ছাড়তে পারি নে।

১৭তম থিসিস **বাদ।**

মধ্য শিক্ষা (১২—১৭) সম্বন্ধে বলা দরকার:

প্রজাতন্ত্রের চূড়ান্ত মাত্রায় কঠিন আর্থনীতিক পরিস্থিতির দরুন বর্তমানে প্রশ্নাতীতভাবে এবং অবিলম্বে আবশ্যক হল

মধ্যবিদ্যালয়গুলি এবং বৃত্তিশিক্ষা টেকনিকাল বিদ্যালয়গুলির একীকরণ*,

মধ্যবিদ্যালয়গুলিকে টেকনিকাল বিদ্যালয়ে রূপান্তরিতকরণ*, কিন্তু, সঙ্গে

---

* (সংশোধন: গোটা মধ্যবিদ্যালয়ের একীকরণ নয়, —১৩-১৪ বছর থেকে একীকরণ, যা **শিক্ষকেরা নির্দেশ করেছেন এবং স্থির করেছেন।**

সঙ্গে **বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিতকরণ এড়িয়ে চলা,** নিম্নলিখিত কড়াকড়ি নিয়মগুলি নির্দেশ করা দরকার:

১) শীঘ্র বিশেষিতকরণ এড়িয়ে চলতে হবে; এ বিষয়ে একটা নির্দেশ রচনা করতে হবে।

২) **সমস্ত** বৃত্তিশিক্ষা টেকনিকাল বিদ্যালয়ে **সাধারণ শিক্ষা-সংক্রান্ত** বিষয়গুলি প্রসারিত করতে হবে।

বিভিন্ন বার্ষিক কর্মসূচি রচনা করতে হবে:

(এমনসব কর্মসূচি এখনও যদি না-থাকে, তাহলে লুনাচারস্কিকে ফাঁসি দেওয়া দরকার)	কমিউনিজম	ভূগোল
	সাধারণভাবে ইতিহাস	সাহিত্য
	বিভিন্ন বিপ্লবের "	ইত্যাদি
	১৯১৭ **সালে** বিপ্লবের "	

৩) একটা **অবশ্যকরণীয়** কাজ হবে **পলিটেকনিকাল** শিক্ষায় **অবিলম্ব** উত্তরণ, কিংবা, আরও যথাযথভাবে বললে, **পলিটেকনিকাল শিক্ষার দিকে পদক্ষেপের** কয়েকটার অবিলম্ব সংসাধন, বর্তমানে যেগুলি সম্ভব, যেমন:

গোয়েলরোর সঙ্গে যুক্তভাবে

ক) কোন বিদ্যুৎকেন্দ্রে, সবচেয়ে কাছেরটায় যাওয়া এবং সেখানে পরীক্ষাসহযোগে কতকগুলি লেকচার; **কতকগুলি ব্যবহারিক কাজ** — যেকোনটা, যা বিদ্যুৎ নিয়ে সম্ভব; বিভিন্ন বিস্তৃত কর্মসূচি এখনই রচনা করা
(১ বার যাবার জন্যে;
৫,১০টা লেকচারের পাঠ্যধারার জন্যে;
১,২ মাসের জন্যে, ইত্যাদি),

খ) **প্রত্যেকটি যথোপযুক্তভাবে** সংগঠিত **রাষ্ট্রীয় খামারের** বেলায়ও ঐ একই কথা,

গোয়েল্‌রোর সঙ্গে যুক্তভাবে

গ) **প্রত্যেকটি যথোপযুক্তভাবে** সংগঠিত **কারখানার** বেলায়ও ঐ একই কথা,

ঘ) **সমস্ত** ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা আর গণিত বিভাগের **সমস্ত স্নাতকের সমাবেশ** (বিদ্যুৎ আর পলিটেকনিকাল শিক্ষার জন্যে, ব্যবহারিক কাজ, ভ্রমণ, ইত্যাদির ভার নেবার জন্যে),

ঙ) পলিটেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে ছোট-ছোট মিউজিয়ম, ট্রেনে-ট্রেনে স্টীমারে-স্টীমারে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, ইত্যাদির বন্দোবস্ত।

এটা সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন। আমরা তো ভিখিরী। আমাদের সব জয়েনার, ফিটার চাই **অবিলম্বে**। **প্রশ্নাতীতভাবে**। **সবাইকে** হতে হবে জয়েনার, ফিটার, ইত্যাদি, **কিন্তু** সাধারণ-শিক্ষা এবং পলিটেকনিকের অমুক-অমুক সর্বনিম্ন জ্ঞান সমেত।

মধ্যবিদ্যালয়ের (আরও যথাযথভাবে: মধ্যবিদ্যালয়ে উচ্চতর শ্রেণীগুলির, ১২—১৭ বয়ঃক্রমের জন্যে): করণীয় কাজ হল তৈরি করা

জয়েনার,
ছুতোর,
ফিটার, ইত্যাদি, ইত্যাদি,

যে তার কাজ আদ্যোপান্ত জানে, যে দক্ষ হতে পুরোপুরি সমর্থ এবং সেজন্যে কার্যক্ষেত্রে ট্রেনিং পেয়েছে, **তবে, তার সঙ্গে** কিন্তু এটাও থাকা চাই যে, এই 'কারুশিল্পী'র **মোটামুটি সাধারণ শিক্ষা** থাকা চাই (নিম্নতম **বনিয়াদী** জ্ঞান থাকা চাই অমুক-অমুক বিজ্ঞানে: ঠিক কোন্ কোন্ বিজ্ঞান, তার নির্দেশ থাকা দরকার);

কমিউনিস্ট হওয়া চাই (যথাযথভাবে বলা ঠিক **কী** তার জানা থাকা চাই);

থাকা চাই পলিটেকনিকাল দৃষ্টিভঙ্গি এবং পলিটেকনিকাল শিক্ষার বনিয়াদগুলি (সূচনাগুলি),

যথা :

কক) বিদ্যুৎ সম্বন্ধে **মৌলিক** ধারণাগুলি (সেগুলি সংজ্ঞাবদ্ধ করা),

খখ) **ইঞ্জিনিয়ারিং** শিল্পে বিদ্যুতের প্রয়োগ,

গগ) **রাসায়নিক** শিল্পে ঐ,

ঘঘ) রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বিদ্যুৎসজ্জা পরিকল্পনা সম্বন্ধে মূল ধারণা,

ঙঙ) **অন্তত ১—৩** বার কোন বিদ্যুৎকেন্দ্রে, কোন কারখানায়, কোন রাষ্ট্রীয় খামারে যাওয়া,

চচ) কৃষিবিজ্ঞান, ইত্যাদি সম্বন্ধে **অমুক-অমুক** বনিয়াদ প্রয়োজনীয়। **নিম্নতম জ্ঞান সবিস্তারে** নির্ধারণ করতে হবে।

১৯২০ সালে শেষের দিকে লেখা

৪২শ খণ্ড, পৃঃ ২২৮—২৩০

জনশিক্ষা কমিসারিয়েতে কর্মরত কমিউনিস্টদের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ

১। পলিটেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অকপটে অনুগত থেকে (বিশেষত দ্রষ্টব্য — শিক্ষা-সংক্রান্ত ধারার ১ এবং ৮ উপধারা), পার্টিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, সাধারণ এবং পলিটেকনিকাল শিক্ষার বয়স সতের থেকে পনরতে নামানো কাজের সুবিধার একটা সাময়িক উপায় মাত্র, যা অপরিহার্য হয়েছে আমাদের উপর আঁতাঁতের(৩৮) চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের দরুন দেশের দারিদ্র্য আর ধ্বংসের ফলে।

'একত্রে... সাধারণ পলিটেকনিকাল শিক্ষার সঙ্গে' (উপরে-উল্লেখিত ৮ উপধারা) পনর বছর এবং তার বেশি বয়সের লোকের বৃত্তিগত ট্রেনিং দেশের সর্বত্র একেবারে আবশ্যিক, যেখানেই তা চালু করার সামান্যতম সুযোগও আছে।

২। জনশিক্ষার কমিসারিয়েতের প্রধান ত্রুটি হল কাজের ও ব্যবহারিক দক্ষতার অভাব, কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করা এবং যাচাই করার দিকে অপ্রতুল মনোযোগ, প্রাপ্ত শিক্ষাগুলির প্রণালীবদ্ধ প্রয়োগের অভাব এবং সাধারণ যুক্তি-তর্ক আর বিমূর্ত স্লোগানের লক্ষণীয় বিদ্যমানতা। জন-কমিসার এবং কলেজিয়ামকে এইসব ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

৩। কেন্দ্রে কাজের জন্যে বিশেষজ্ঞদের, অর্থাৎ, তত্ত্বগত আর দীর্ঘ ফলিত অভিজ্ঞতা আছে এমনসব শিক্ষক এবং বৃত্তিশিক্ষা টেকনিকাল (কৃষিবিদ্যা সমেত) ট্রেনিংয়ে এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগের

ব্যবস্থা সাধারণভাবে জনশিক্ষা কমিসারিয়েতে এবং বিশেষভাবে গ্লাভ্‌প্রোফব্‌র্‌'এ (৩৯) বেঠিকভাবে সংগঠিত।

এমন কর্মীদের রেজিস্ট্রিভুক্ত করা, তাঁদের অভিজ্ঞতা বিচার-বিশ্লেষণ করা, তাঁদের কাজের ফলাফল যাচাই করা, এবং স্থানীয় আর, বিশেষত, কেন্দ্রীয় কাজে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁদের ভরতি করা অবিলম্বে সংগঠিত হওয়া চাইই। এইসব বিশেষজ্ঞের মতামত নির্ধারণ না করে এবং তাঁদের অব্যাহত সহযোগিতা না পেয়ে একটিও গুরুত্বসম্পন্ন ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা চলবে না।

এটা তো স্বতঃপ্রতীয়মান যে, বিশেষজ্ঞদের ভরতি করার কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে এই দুটি অপরিহার্য শর্তাধীনে: প্রথমত, যেসব বিশেষজ্ঞ কমিউনিস্ট নন, তাঁরা অবশ্যই কাজ করবেন কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণাধীনে; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সাধারণ-শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় এবং বিশেষত দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান আর কমিউনিস্ট শিক্ষা যতখানি সংশ্লিষ্ট তাতে পাঠক্রমগুলির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন অবশ্যই কেবল কমিউনিস্টরা।

৪। প্রধান প্রধান ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্যে বিভিন্ন পাঠ্যধারা এবং লেকচার, পঠন, কলোকিয়াম, আর অনুশীলন পিরিয়ডের জন্যে পাঠক্রমগুলি অবশ্যই রচনা এবং অনুমোদন করবেন কলেজিয়াম্‌ এবং জন-কমিসার।

৫। বৃত্তিশিক্ষা টেকনিকাল এবং পলিটেকনিকাল শিক্ষা এগিয়ে নেবার জন্যে সমস্ত উপযোগী টেকনিকাল আর কৃষিবিদ্যা-সংক্রান্ত শক্তিগুলিকে বিস্তৃতভাবে এবং আরও প্রণালীবদ্ধভাবে নিয়োগ করার দিকে এবং সেই উদ্দেশ্যে একরকম উপযুক্তভাবে সুসংগঠিত প্রত্যেকটি শিল্প আর কৃষি প্রতিষ্ঠানের (রাষ্ট্রীয় খামার, পরীক্ষামূলক কৃষিকেন্দ্র, সুসংগঠিত খামার, ইত্যাদি, বিদ্যুৎকেন্দ্র ইত্যাদি) সদ্ব্যবহারের দিকে স্ট্যান্ডার্ড শ্রম বিদ্যালয় বিভাগকে এবং, বিশেষত, কেন্দ্রীয় বৃত্তিশিক্ষা দপ্তরকে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

উৎপাদনের স্বাভাবিক কাজকর্ম যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্যে, বিভিন্ন আর্থনীতিক কারবার আর প্রতিষ্ঠানকে পলিটেকনিকাল শিক্ষার জন্যে কোন্‌ কোন্‌ রূপে আর প্রণালীতে ব্যবহার করতে হবে সেটা সংশ্লিষ্ট আর্থনীতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে মিলজুল করে স্থির করতে হবে।

৬। কাজের পরিধির অনুমান করা এবং কাজের ফলাফল যাচাই করা সম্ভব করে তুলবার জন্যে বিবরণ রচনার স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত আর কার্যকর আকার-প্রকার বের করতে হবে। জনশিক্ষা কমিসারিয়েতে এই কাজের ব্যবস্থা খুবই অসন্তোষজনক।

৭। বিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্যত্র গ্রন্থাগার আর পাঠাগারগুলিতে সংবাদপত্র, পুস্তিকা, সাময়িক পত্রিকা বিলি করার ব্যবস্থাও খুবই অসন্তোষজনক। তার ফল এই যে, শুধু সোভিয়েত আপিস-কর্মীদের একটা ছোট অংশে আর অতি অল্পসংখ্যক শ্রমিক আর কৃষকের কাছে সংবাদপত্র আর বই পেৌঁছয়। এই সমগ্র ব্যবস্থাটাকে অবশ্যই সম্পূর্ণত পুনঃসংগঠিত করতে হবে।

'প্রাভ্দা', ২৫ নং
৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১

৪২শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৯—৩২১

আ. ভ. লুনাচারস্কি, ম. ন. পক্রভস্কি এবং ইয়ে. আ. লিৎকেন্স'এর কাছে

৮ই এপ্রিল, ১৯২১

সর্বকমরেড লুনাচারস্কি, পক্রভস্কি এবং লিৎকেন্স

জনশিক্ষা কমিসারিয়েত যখন পুনঃসংগঠিত হচ্ছিল তখন কেন্দ্রীয় কমিটির যে-নির্দেশাবলি ছিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটি যা বিশেষভাবে জ্ঞাপন করেছিল তা সত্ত্বেও প্রণালীবদ্ধ এবং পরিকল্পিত কাজের দিক থেকে জনশিক্ষা কমিসারিয়েতে বিষয়াবলির উন্নতি হচ্ছে না, এমন লক্ষণ বাড়ছে।

কাজের প্রধান পরিকল্পনা রচনা করা হবে কখন? কী-কী প্রশ্ন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে? এই রকমের সব প্রশ্ন, যেমন, বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক লেখা — গ্রন্থাগারজালি এবং তার ব্যবহার — বিভিন্ন আদর্শ বিদ্যালয় — শিক্ষকদের দায়িত্ব — বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা, লেক্চার, ক্লাস সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি -- বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যকর সংসাধনের মাত্রা এবং ক্লাসের পড়াশুনায় অগ্রগতির উপর তত্ত্বাবধান?

কিংবা অন্যান্য প্রশ্ন? কী-কী?

সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন এবং জরুরী বলে চিহ্নিত হয়েছে কোন্-কোন্ প্রশ্ন?

এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত আছে? সেগুলি সংসাধনের উপর প্রণালীবদ্ধ তত্ত্বাবধানের জন্যে কী ব্যবস্থাবলি অবলম্বন করা হচ্ছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনকমিসার পরিষদের সভাপতি **ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)**

৫২শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৩—১৩৪

নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি এবং রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুলির বিভিন্ন করণীয় কাজ

রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুলির
দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে বিবরণ
১৭ই অক্টোবর, ১৯২১
(অংশ)

বিভিন্ন সেকেলে প্রণালী

এক সময়ে আমাদের বিভিন্ন ঘোষণাপত্র, বিবৃতি, ইস্তাহার আর ডিক্রির প্রয়োজন ছিল। সেগুলো আমাদের হয়ে গেছে যথেষ্ট। এক সময়ে আমাদের সেগুলির প্রয়োজন ছিল লোককে দেখাতে কিভাবে কী আমরা গড়তে চেয়েছি, কিসব নতুন এবং এযাবত অদৃষ্ট জিনিস পাবার জন্যে আমরা চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু, কী আমরা গড়তে চাই সেটা আমরা লোককে দেখিয়েই চলতে থাকতে পারি কি? না! এমনকি যেকোন সাধারণ মেহনতিও আমাদের দিকে মুখ সিট্‌কে বলবে: 'কি তোমরা গড়তে চাও সেটা আমাদের দেখিয়েই চলতে থাকার দরকারটা কী? গড়তে পারো, সেটা তো আমাদের দেখাও। তোমরা যদি গড়তে না পারো, আমরা তোমাদের সঙ্গে নেই, তাহলে তোমরা জাহান্নমে যেতে পারো!' তার কথাটা হবে ঠিকই।

বড় বড় কাজের রাজনীতিক চিত্র আঁকার প্রয়োজন যখন ছিল সে-সময় চলে গেছে; আজ এইসব কাজ নিষ্পন্ন করা চাই হাতে-কলমে। আজ আমরা সম্মুখীন হয়েছি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজের, সেই রাজনীতিক অভিজ্ঞতা আত্তীকরণের কাজ, যা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় এবং তা করতে হবে। হয় আমরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনীতিক লাভগুলির জন্যে আর্থনীতিক ভিত্তি স্থাপন করব, নইলে সেই সবই আমরা হারাব। এই

ভিত্তি এখনও স্থাপন করা হয় নি — সেই কাজেই এখন আমাদের নামতে হবে।

আমাদের সামনে সবচেয়ে জরুরী কাজগুলির একটি হল সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করা। সেই কাজই তো করতে হবে রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুলিকে, যদি তারা 'রাজনীতিক শিক্ষা'র লক্ষ্যসাধনের যোগ্য হয়, সেই নামই তো তারা ধারণ করেছে। নাম ধারণ করা সহজ; কিন্তু কাজে সেটা বজায় রাখার বেলায়? আশা করা যাক. এই কংগ্রেসের পরে আমরা এ বিষয়ে যথাযথ তথ্যাদি পাব। নিরক্ষরতা বিলুপ্তকরণের জন্যে একটা কমিশন বসানো হয়েছিল ১৯২০ সালে ১৯শে জুলাই। এই কংগ্রেসে আসার আগে আমি ইচ্ছাপূর্বকই সেই কমিশন বসাবার ডিক্রিটা পড়েছি। তাতে বলা হয়েছে· নিরক্ষরতা বিলুপ্তকরণের জন্যে সারা রুশ কমিশন. . শুধু তাই নয় — নিরক্ষরতা বিলুপ্তকরণের জন্যে বিশেষ কমিশন। আশা করা যাক, এই কংগ্রেসের পরে আমরা তথ্যাদি পাব এক্ষেত্রে কি করা হয়েছে সে-সম্বন্ধে, আর তা কতগুলি গুবের্নিয়ায়, আশা করা যাক বিবরণীটা হবে মূর্ত-নির্দিষ্ট। কিন্তু, নিরক্ষরতা বিলুপ্তকরণের জন্যে একটা বিশেষ কমিশন বসাবার প্রয়োজনটাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা হলাম (এর জন্যে সবচেয়ে নরম কোন্ কথাটা ব্যবহার করতে পারি?), তা, আধা-বর্বর গোছের কিছু, তার কারণ, যে-দেশ আধা-বর্বর নয় সেখানে নিরক্ষরতা বিলুপ্তকরণের জন্যে একটা বিশেষ কমিশন বসাতে হওয়া একটা লজ্জার কারণ বলে বিবেচিত হত। এই রকমের দেশগুলিতে নিরক্ষরতা বিলুপ্ত করা হয় বিদ্যালয়গুলিতে। সেখানে তাদের আছে একরকম চলনসই ভাল ভাল বিদ্যালয়, যেখানে লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের শেখানো হয় কী? সর্বপ্রথমে তাদের শেখানো হয় পড়তে আর লিখতে। আমরা যদি এখনও এই প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করতে না পেরে থাকি, তাহলে কোন নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতির কথা বলা হাস্যকর।

সবচেয়ে বড় অবাককাণ্ড

কোন নতুন কর্মনীতি নিয়ে কী কথা চলতে পারে? নিরক্ষরতা বিলুপ্ত করার জন্যে আমাদের যদি বিভিন্ন জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় তাহলে, ঈশ্বর করুন, আমরা যেন পুরন কর্মনীতিতে লেগে থেকে যেতেই

পারি। সেটা স্পষ্টপ্রতীয়মান। কিন্তু, সামরিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন অবাককাণ্ড করেছি, এটা আরও বেশি স্পষ্টপ্রতীয়মান। নিরক্ষরতা বিলুপ্তকরণ কমিশনটাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হত, আর সেটাকে জনশিক্ষা কমিসারিয়েত থেকে পৃথক করার জন্যে যদি কোন প্রস্তাব, যেমনটা আমি এখানে শুনেছি, না করা হত, আমার মতে, সেটাই হত সবচেয়ে বড় অবাককাণ্ড। তা যদি ঠিক হয়, আর আপনারা যদি এটা একটু ভেবে দেখেন, তাহলে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, কোন কোন কু-প্রস্তাব বিলুপ্ত করার জন্যে একটা বিশেষ কমিশন বসানো দরকার।

শুধু তাই নয়, নিরক্ষরতা বিলুপ্ত করাই যথেষ্ট নয়, সোভিয়েত অর্থনীতি গড়ে তোলা দরকার, কিন্তু তাতে কেবল সাক্ষরতাই আমাদের বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না। সংস্কৃতিকে আমাদের উন্নীত করা চাই ঢের বেশি উঁচু মাত্রায়। লোকে পড়তে এবং লিখতে পারার ক্ষমতা ব্যবহার করবে নিশ্চয়ই, তার পড়ার কিছু চাইই, তার চাইই সংবাদপত্র আর প্রচার-পুস্তিকা, যা ঠিকমতো বিলি হওয়া দরকার, পাঠাবার পথে সেগুলি যাতে হারিয়ে না যায়, যা এখন হয়, ফলে, সেগুলি পড়া হয় অর্ধেকের বেশি নয়, আর বাদবাকিগুলো বিভিন্ন আপিসে ব্যবহৃত হয় কোন-না-কোন কাজে। লোকের কাছে পেঁছয় না বোধহয় চতুর্থাংশও। সংগতি-সংস্থান যা আমাদের আছে টায়টোয় তা ষোল-আনা ব্যবহার করতে আমাদের শেখা চাই।

এই কারণেই, নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি প্রসঙ্গে আমাদের অবিরাম এই ধারণাটা জনে জনে ছড়িয়ে দিতে হবে যে, রাজনীতিক শিক্ষার জন্যে যেকোন মূল্য দিয়ে সংস্কৃতির মান উন্নীত করানো চাই। পড়া আর লেখার ক্ষমতাটাকে সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করার উদ্দেশ্য সাধনে লাগানো চাই; পড়া আর লেখার ক্ষমতাটাকে কৃষকদের খামার আর তাদের রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানে ব্যবহার করতে তাদের সমর্থ হওয়া চাই।

সোভিয়েত আইনকানুন খুবই ভাল আইনকানুন — কেননা, এগুলি প্রত্যেককে দেয় আমলাতন্ত্র আর আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর সুযোগ, যে-সুযোগ কোন পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক আর কৃষকদের নেই। কিন্তু কেউ কি এর সদ্ব্যবহার করে? বড় একটা কেউ নয়! কেবল কৃষকেরা নয়, আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি আর আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, কিংবা ঘুষখোরির মতো খাঁটি রুশ ব্যাপারটার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে

সোভিয়েত আইনকানুন কাজে লাগাতে হয় কিভাবে তা কমিউনিস্টদেরও বিপুল শতাংশ জানে না। যা তার বিরুদ্ধে লড়াই ব্যাহত করছে সেটা কী? আমাদের আইনকানুন? আমাদের প্রচার? তার উল্টো! আমাদের আইনকানুনের ইয়ত্তা নেই! তাহলে কেন আমরা এই সংগ্রামে কোন সাফল্য লাভ করতে পারি নি? তার কারণ এই সংগ্রাম কেবল প্রচার দিয়ে চালানো যায় না। এটা করা যায় যদি জনগণের প্রধান অংশ সাহায্য করে। আমাদের কমিউনিস্টদের অন্তত অর্ধেক লড়তে অপারগ — এই লড়াইয়ে যারা বাধা তাদের কথা আর কী বলব। আপনাদের শতকরা নিরানব্বই জন কমিউনিস্ট, তা ঠিক, আর আপনারা জানেন, ঐ পরে-উল্লেখিত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমরা একটা ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছি। পার্টিকে অবাঞ্ছিত-বিমুক্ত করার কমিশন এই ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে, আমাদের পার্টি থেকে লাখখানেককে অপসারিত করার আশা রাখি আমরা। কেউ কেউ বলে দু'লাখ, আমার তো এই অংকটা অনেক বেশি পছন্দসই।

আমি খুবই আশা করছি যে, আমরা বহিষ্কৃত করব এক লাখ কিংবা দু'লাখ কমিউনিস্টকে, যারা পার্টির সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করেছে, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি আর ঘুষখোরির বিরুদ্ধে লড়তে অপারগ শুধু তাই নয়, এমনকি, এই লড়াইয়ে তারা একটা বাধা।

রাজনীতিক শিক্ষাব্রতীদের বিভিন্ন কাজ

আমরা যদি পার্টিকে লাখ দুয়েক অবাঞ্ছিত থেকে বিমুক্ত করি, সেটা কাজের হবে, কিন্তু সেটা হবে আমাদের যা অবশ্যকরণীয় তার একটা ছোট্ট ভগ্নাংশ মাত্র। রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুলিকে তাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপকে এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবেই, কিন্তু, তেমনি, কেবল সাক্ষরতাই যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও প্রয়োজন সেই সংস্কৃতির, যা আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি আর ঘুষখোরির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে শেখায়। এ একটা দুষ্টক্ষত, যাকে কোন সামরিক বিজয় এবং কোন রাজনীতিক সংস্কার নিরাময় করতে পারে না। এইসব জিনিসের প্রকৃতিটাই এমন যাতে এটা বিভিন্ন সামরিক বিজয় আর

রাজনীতিক সংস্কার দিয়ে নিরাময় করা যায় না, নিরাময় করা যায় কেবল সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করে। অতঃপর সেই কাজই বর্তাচ্ছে রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুলির উপর।

রাজনীতিক শিক্ষাব্রতীরা কিছুতেই যেন তাঁদের কাজটাকে কৃত্যশায়ীর কাজ বলে না বোঝেন, ব্যাপারটা সেই রকমই মনে হয় প্রায়ই যখন লোকে আলোচনা করে যে, গুবের্নিয়া রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুলির প্রতিনিধিরা গুবের্নিয়া আর্থনীতিক সম্মেলনগুলিতে(৪০) নিযুক্ত হবেন, কি হবেন না। কথাটা বলবার জন্যে আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু, আপনারা কোন পদে নিযুক্ত হবেন তা আমার মনে হয় না; আপনাদের নিজেদের কাজ করা উচিত সাধারণ নাগরিক হিসেবে। আপনাদের কোন পদে নিযুক্ত করা হলে আপনারা আমলা হয়ে পড়েন; কিন্তু আপনারা যদি জনগণের সঙ্গে সম্পর্কে আসেন, আপনারা তাদের যদি রাজনীতিগতভাবে জ্ঞানালোক দেন, তাহলে অভিজ্ঞতা আপনাদের দেখাবে, রাজনীতিগতভাবে জ্ঞানালোক-প্রাপ্ত জনগণের মধ্যে কোন ঘুষখোরি থাকবে না। বর্তমানে ঘুষখোরি আমাদের ঘিরে আছে চারদিক থেকে। আপনাদের লোকে জিজ্ঞাসা করবে ঘুষখোরি বিলুপ্ত করার জন্যে, নির্বাহী কমিটিতে অমুক-অমুকের ঘুষখাওয়া বন্ধ করার জন্যে কী করা যায়? এটা কী করে বন্ধ করা যায়, তা আপনাদের শেখাতে বলা হবে লোককে। তখন যদি কোন রাজনীতিক শিক্ষাব্রতী জবাবে বলেন, এটা তাঁর বিভাগের কাজের মধ্যে পড়ে না, কিংবা, ও বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ঘোষণা জারি করা হয়েছে, লোকে বলবে তিনি খারাপ পার্টি সদস্য। এটা আপনাদের বিভাগের কাজের মধ্যে পড়ে না, তা ঠিক, সেজন্যে আমাদের রয়েছে 'শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন'(৪১) কিন্তু আপনারা কি পার্টির সদস্য নন? আপনারা রাজনীতিক শিক্ষাব্রতীর নাম ধারণ করেছেন। আপনারা যখন ঐ নাম ধারণ করতে যাচ্ছিলেন তখন অত ডাঁটওয়ালা নাম বেছে না নিতে, অপেক্ষাকৃত পরিমিত কিছু বেছে নিতে বলে আপনাদের হুঁশিয়ারি জানানো হয়েছিল। কিন্তু আপনারা রাজনীতিক শিক্ষাব্রতী নাম চেয়েছিলেন, এই নামে নিহিতার্থ বিস্তর। আপনারা সাধারণ শিক্ষাব্রতীর নাম নেন নি, নাম নিয়েছেন রাজনীতিক শিক্ষাব্রতীর। আপনাদের বলা যেতে পারে: 'লোককে আপনারা পড়তে আর লিখতে এবং আর্থনীতিক অভিযান চালাতে শেখাচ্ছেন, এটা ভাল

জিনিস; এ সবই খুব ভাল, কিন্তু এটা রাজনীতিক শিক্ষা নয় -- কেননা, রাজনীতিক শিক্ষা হল সবকিছুর যোগফল।'

আমরা প্রচার চালাচ্ছি বর্বরতার বিরুদ্ধে এবং ঘুষখোরির মতো দুষ্টক্ষতগুলোর বিরুদ্ধে, আমি আশা করি আপনারাও তাইই করছেন, কিন্তু রাজনীতিক শিক্ষা এই প্রচারের চেয়ে ঢের বেশি কিছু — এর অর্থ হল প্রয়োগীয় ফল, এর অর্থ হল এইসব ফল কী করে পেতে হয় সেটা লোককে শেখানো, এবং অন্যান্যের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা — সেটা কোন নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন সদস্য হিসেবে নয়, সাধারণ নাগরিক হিসেবে, যে-নাগরিকেরা রাজনীতিগতভাবে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত বলে আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির উপর শাপ-শাপান্ত হানতে সক্ষম শুধু তাই নয় — সেটা আমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালানো হয়ে থাকে — তারা দেখাতে সক্ষম কী করে এই অমঙ্গল যথার্থই অতিক্রম করা যায়। এটা খুবই কঠিন বিদ্যা, যা আচরিত হতে পারে না যতক্ষণ না সংস্কৃতির সাধারণ মান উন্নীত হচ্ছে, যতক্ষণ না শ্রমিক আর কৃষকদের প্রধান অংশ এখনকার চেয়ে বেশি সংস্কৃতিমান হচ্ছে। এই কাজটার প্রতিই আমি কেন্দ্রীয় রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই সবচেয়ে বেশি।

আমি যাকিছু বলেছি সেই সবই এখন চুম্বক করতে চাই এবং গুবের্নিয়া রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুলির সামনে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলির ব্যবহারিক সমাধানের ইঙ্গিত দিতে চাই।

তিনটে প্রধান শত্রু

আমার মতে, কারও বিভাগীয় কাজ নির্বিশেষে তার সামনে আছে তিনটে শত্রু; এইসব কাজ রয়েছে যেকোন রাজনীতিক শিক্ষাব্রতীর সামনে, যদি তিনি কমিউনিস্ট হন — বেশির ভাগ রাজনীতিক শিক্ষাব্রতী তো তাইই। তাঁর সামনে রয়েছে যে তিনটে শত্রু সেগুলি নিম্নলিখিত রূপ: প্রথম হল কমিউনিস্ট আত্মশ্লাঘা, দ্বিতীয় — নিরক্ষরতা, আর তৃতীয় — ঘুষখোরি।

প্রথম শত্রু — কমিউনিস্ট আত্মশ্লাঘা

কমিউনিস্ট পার্টির যে-সদস্যকে এখনও খুঁজে বের করা হয় নি, এবং যে কল্পনা করে বিভিন্ন কমিউনিস্ট ডিক্রি জারি করে সে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে, সে কমিউনিস্ট আত্মশ্লাঘাদোষে অপরাধী। যেহেতু সে এখনও শাসক পার্টির একজন সদস্য এবং সে কোন সরকারী আপিসে কর্মে-নিযুক্ত আছে, তাই সে ভাবে এটা তাকে রাজনীতিক শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে কথা বলার হকদার করে দিয়েছে। আদৌ অমন কিছুই নয়! ওটা নিছক কমিউনিস্ট আত্মশ্লাঘা। কথাটা হল রাজনীতিক জ্ঞান দান করতে শেখা নিয়ে; কিন্তু তা আমরা এখনও শিখি নি; বিষয়টাকে ঠিকমতো ধরা যায় কিভাবে তা আমরা এখনও শিখি নি।

দ্বিতীয় শত্রু — নিরক্ষরতা

দ্বিতীয় শত্রু নিরক্ষরতা সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, আমাদের দেশে নিরক্ষরতার মতো একটা জিনিস যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজনীতিক শিক্ষার কথা বলাটা বাড়াবাড়ি। এটা একটা রাজনীতিক সমস্যা নয়; এটা এমন একটা অবস্থা যা ছাড়া রাজনীতি নিয়ে কথা বলা নিরর্থক। নিরক্ষর ব্যক্তি পড়ে রাজনীতির বাইরে; আগে তাকে অ-আ-ক-খ শিখতে হবে। সেটা ছাড়া কোন রাজনীতি হতে পারে না; সেটা ছাড়া হয় গুজব, জল্পনাকল্পনা, রূপকথা আর বদ্ধধারণা, কিন্তু রাজনীতি নয়।

তৃতীয় শত্রু — ঘুষখোরি

শেষে, ঘুষখোরির মতো ব্যাপার যদি সম্ভব হয়, তাহলে রাজনীতি নিয়ে কথা বলে কোন লাভ নেই। এক্ষেত্রে রাজনীতির দিকে যাবার পথ আমাদের নেই; এক্ষেত্রে রাজনীতি চালানো অসম্ভব, কেননা, যাবতীয় ব্যবস্থাই শূন্যে ঝুলে পড়ে থাকে এবং সেগুলিতে একেবারে কোন ফলই ফলে না। যে

অবস্থায় ঘুষখোরি চলতে পারে তাতে আইন খাটালে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় আদৌ কোন রাজনীতিই চালানো যায় না; রাজনীতিতে প্রবৃত্ত হবার মৌলিক শর্তটারই অভাব। জনগণের কাছে আমাদের রাজনীতিক কাজগুলি মোটামুটি হাজির করতে সমর্থ হতে হলে, কী সব জিনিসের জন্যে আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে সেটা জনগণের বিরাট অংশের কাছে বলতে সমর্থ হতে হলে (এবং এটাই তো আমাদের করতে থাকা চাই!), আমাদের বুঝতেই হবে যে, যা দরকার সেটা হল জনগণের বিরাট অংশের উচ্চতর সাংস্কৃতিক মান। এই উচ্চতর মান আমাদের অর্জন করতেই হবে, নইলে যথার্থই আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করা অসম্ভব হবে।

সামরিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাবলির মধ্যে পার্থক্য

রাজনীতিক আর সামরিক সমস্যাবলির মতো দ্রুত কোন সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করা যায় না। এটা বুঝতেই হবে যে, আরও প্রগতির জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শর্ত। অবস্থা যা ছিল, এখন আর তা নয়। তীব্র সংকটের কালপর্যায়ে কোন রাজনীতিক জয় অর্জন করা সম্ভব কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব কয়েক মাসের মধ্যে। কিন্তু এত কম সময়ে কোন সাংস্কৃতিক জয় অর্জন করা অসম্ভব। এর যা প্রকৃতি তারই দরুন এতে দীর্ঘতর কালপর্যায় দরকার হয়; কাজেই এই দীর্ঘতর কালপর্যায়ের সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে, তদনুসারে আমাদের কাজের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে, এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় অধ্যবসায়, অটলতা আর প্রণালী দেখাতে হবে। এইসব গুণ ছাড়া রাজনীতিক শিক্ষার কাজ আরম্ভ করাও অসম্ভব। হ্যাঁ, রাজনীতিক শিক্ষার ফলাফল বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হল শিল্প আর কৃষির ক্ষেত্রে অর্জিত উন্নতি। আমাদের বিলুপ্ত করতে হবে কেবল নিরক্ষরতা নয়, আর নয় কেবল ঘুষখোরি, যা লেগে পড়ে থাকে নিরক্ষরতার জমিনে, আমাদের দেখতে হবে যাতে জনগণ সত্যিসত্যিই গ্রহণ করে আমাদের প্রচার, আমাদের প্রদর্শিত পথ আর

আমাদের পুস্তিকাগুলি, যাতে ফল হতে পারে জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে উন্নতি।

নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি প্রসঙ্গে ঐগুলিই রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুলির কাজ; আমি আশা করি, এক্ষেত্রে আরও বেশি সাফল্যলাভের জন্যে এই কংগ্রেস আমাদের সাহায্য করবে।

৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৬৯—১৭৫

নবম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস
২৩শে — ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২১

৩

আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলিতে নবম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের নির্দেশাবলি
২৮শে ডিসেম্বর

(অংশ)

নবম কংগ্রেসের মত এই যে, এই নতুন কালপর্যায়ে জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের কাজ হল সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃষক এবং শ্রমিকদের ভিতর থেকে ট্রেনিং দিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলা; তাই এই কংগ্রেস নির্দেশ দিচ্ছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং বিদ্যালয়বহির্ভূত শিক্ষা সমগ্রভাবে প্রজাতন্ত্রেরও এবং নির্দিষ্ট অঞ্চল আর এলাকার চলতি আর্থনীতিক কাজগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়া উচিত। বিশেষত, নবম সোভিয়েত কংগ্রেস ঘোষণা করছে, রাশিয়ার বিদ্যুৎসজ্জা পরিকল্পনাটিকে জনসাধারণ্যে প্রচলিত করার বিষয়ে অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার জন্যে কাজ মোটেই যথেষ্ট হয় নি, তাই কংগ্রেস দাবি করছে যে, প্রত্যেকটি বিদ্যুৎশক্তিকেন্দ্র যাবতীয় উপযুক্ত শক্তি সমবেত করুক এবং বিদ্যুতের গুরুত্বের বিষয়ে এবং বিদ্যুৎসজ্জা পরিকল্পনার বিষয়ে শ্রমিক আর কৃষকদের ওয়াকিবহাল করাবার জন্যে নিয়মিত আলোচনা, লেকচার এবং ব্যবহারিক অনুশীলনের বন্দোবস্ত করুক। যেসব উয়েজ্‌দে এখনও কোন বিদ্যুৎকেন্দ্র নেই সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্তত ছোট ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে হবে এবং প্রচার, শিক্ষা এবং এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উদ্যোগে উৎসাহনের জন্যে সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে।

৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭—৩৩৮

জঙ্গী বস্তুবাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে

(অংশ)

দ্বিতীয়ত, এমন পত্রিকা(৪২) হতেই হবে জঙ্গী নাস্তিকতাবাদী মুখপত্র। এই কাজের জন্যে ভার-দেওয়া বিভিন্ন বিভাগ, কিংবা, অন্তত, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের রয়েছে। কিন্তু কাজটা চালানো হচ্ছে চূড়ান্ত অনীহার সঙ্গে এবং অত্যন্ত অসন্তোষজনকভাবে, স্পষ্টতই আমাদের খাঁটি রুশী (অবশ্যি যদিও সোভিয়েত) আমলাতান্ত্রিক ধরনধারনের সাধারণ অবস্থার দরুন কাজটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই, এইসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর বাড়তি হিসেবে এবং ঐ কাজে উন্নতিবিধান আর প্রাণসঞ্চারের জন্যে অতি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে একটি পত্রিকা, যা জঙ্গী বস্তুবাদের প্রচারণে এগিয়ে চালাবে অক্লান্ত নাস্তিকতাবাদী প্রচার এবং অক্লান্ত নাস্তিকতাবাদী লড়াই। এই বিষয়ে সমস্ত ভাষায় সাহিত্য সযত্নে লক্ষ্য করতে হবে, এক্ষেত্রে আদৌ মূল্যবান সবকিছু অনুবাদ করাতে হবে, কিংবা, অন্তত পর্যালোচনা করতে হবে।

জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্যে আঠার শতকের শেষের দিককার জঙ্গী নাস্তিকতাবাদী সাহিত্যের(৪৩) অনুবাদ করতে এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েতের সমকালীন নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন অনেক আগেই। আজও অবধি আমরা তা করি নি — আমাদের এই লজ্জার কথাটা বলতে হবে (ক্ষমতা ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানার চেয়ে বৈপ্লবিক যুগে ক্ষমতা দখল করা যে ঢের বেশি সহজ, এটা তারই বহু প্রমাণের মধ্যে একটা)। আমাদের অনীহা, নিষ্ক্রিয়তা আর অযোগ্যতাকে কখনও কখনও রেহাই দেবার জন্যে হরেক রকমের 'সমুন্নত' কারণের ওজর দেখানো হয় — কারণগুলি

দেখানো হয় যেমন, আঠার শতকের পুরন নাস্তিকতাবাদী সাহিত্য সেকেলে, অবিজ্ঞানসম্মত, অতি-সরল, ইত্যাদি। এমন অপবিজ্ঞানসম্মত কুতর্কের চেয়ে ওঁছা আর কিছু নেই; হয় পণ্ডিতিপনা, নইলে মার্কসবাদ সম্বন্ধে ষোল-আনা ভ্রান্ত-বোধের জন্যে আবরণের কাজ করে এটা। আঠার শতকের বিপ্লবীদের বিভিন্ন নাস্তিকতাবাদী রচনায় নিঃসন্দেহে অবিজ্ঞানসম্মত এবং অতি-সরল অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু প্রকাশকেরা এইসব রচনা সংক্ষিপ্ত করলে এবং সেগুলির সঙ্গে পুনশ্চ জুড়ে তাতে যদি এ বিষয়ে সর্বসাম্প্রতিক রচনাগুলির কথা উল্লেখ করে দেখানো হয় যে, আঠার শতক শেষ হবার পর থেকে ধর্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনায় মানবজাতির কি প্রগতি ঘটেছে ইত্যাদি, তাতে তো কেউ বাধা দেয় না! সমস্ত আধুনিক সমাজ যে-কোটি কোটি মানুষের (বিশেষত কৃষক আর কারিকরদের) ভাগ্যে তিমির, অজ্ঞতা আর কুসংস্কার অবধারিত করে রেখেছে, তারা এই তিমির থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে একমাত্র বিশুদ্ধ মার্কসীয় শিক্ষার সিধে পথ ধরে, এমনটা মনে করলে সেটা হবে কোন মার্কসবাদীর পক্ষে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে শোচনীয় ভুল। এই জনগণকে যুগিয়ে দিতে হবে অতি বিভিন্ন নাস্তিকতাবাদী প্রচারের মালমসলা, জীবনের অতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের তথ্যাদি সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করতে হবে, সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে তাদের কাছে পেঁছিতে হবে, যাতে তাদের আগ্রহান্বিত করা যায়, যাতে তাদের ধর্মীয় জড়তা থেকে জাগিয়ে তোলা যায়, অতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আর অতি বিভিন্ন প্রণালীতে তাদের যাতে নাড়া দেওয়া যায়, ইত্যাদি।

আঠার শতকের পুরন নাস্তিকদের তীক্ষ্ণ, প্রাণবন্ত এবং প্রতিভাময় রচনাগুলিতে তখনকার প্রবলক্ষমতাসম্পন্ন যাজকতন্ত্রের উপর বিচক্ষণ এবং প্রকাশ্য আক্রমণ চালানো হয়েছিল, অনেক সময়ে দেখা যাবে, ধর্মীয় জড়তা থেকে জনগণকে জাগানোর জন্যে সেগুলি হাজারগুণ বেশি উপযোগী হবে মার্কসবাদের বিভিন্ন নিস্তেজ আর নীরস শব্দান্তরিত ভাষ্যের চেয়ে, এগুলি দক্ষতার সঙ্গে বেছে নেওয়া তথ্যাদি দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণতই না-বিশদীকৃত, এগুলিই আমাদের সাহিত্যে প্রধান এবং (সত্য গোপন করে কোন লাভ নেই) এগুলিতে প্রায়ই মার্কসবাদকে বিকৃত করা হয়। মার্কস এবং এঙ্গেলসের সমস্ত প্রধান রচনার অনুবাদ আমাদের আছে। পুরন নাস্তিকতা এবং পুরন বস্তুবাদ মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রবর্তিত সংশোধনীগুলি দিয়ে অভাবপূরণ

না-হওয়া অবস্থায় থেকে যাবে এমন আশঙ্কা করার একেবারে কোন কারণই নেই। এখনও অনগ্রসর জনগণের মধ্যে কীভাবে বিভিন্ন ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নে বিচারশক্তিসম্পন্ন মনোভাব এবং বিভিন্ন ধর্মের বিচারশক্তিসম্পন্ন সমালোচনা জাগিয়ে তোলা যায়, সেটা জানাই সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন জিনিস আর আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে যারা তথাকথিত মার্কসবাদী, কিন্তু যারা আদতে মার্কসবাদকে কাটাছেঁড়া করে, তারা প্রায়ই এই জিনিসটাকেই উপেক্ষা করে।

অন্যদিকে, ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমালোচকদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। এইসব শিক্ষিত বুর্জোয়া লেখকেরা প্রায় বিনা-ব্যতিক্রমেই বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার খণ্ডন করে হাজির-করা নিজেদের বক্তব্যের 'অনুপূরক' হিসেবে এমন সব যুক্তি দেয় যাতে সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত দাস হিসেবে, 'যাজকতন্ত্রের মার্কামারা চাপরাসী' হিসেবে তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে।

দুটো দৃষ্টান্ত। প্রফেসর র. ইউ. ভিপপার ১৯১৮ সালে 'ভজ্‌নিক্‌নোভেনিয়ে খ্রিস্তিয়ান্‌স্তভা' ('খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি') ('ফারোস' প্রকাশনভবন, মস্কো) নামে একখানা ছোট বই প্রকাশ করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান ফলাফল সম্বন্ধে বিবরণে এই লেখক রাজনীতিক সংগঠন হিসেবে যাজকসম্প্রদায়ের হাতে কুসংস্কার আর ভাঁওতার অস্ত্রগুলোর বিরোধিতা করতে বিরত থেকেছেন শুধু তাই নয়, এইসব প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন শুধু তাই নয়, তিনি নিছক হাস্যকর এবং অতি প্রতিক্রিয়াপন্থী দাবি করেছেন যে, তিনি ভাববাদী আর বস্তুবাদী উভয় 'চরমপন্থার' ঊর্ধ্বে। এটা শাসক বুর্জোয়াদের হীন মোসাহেবি, যে-শাসক বুর্জোয়ারা পৃথিবীর সর্বত্র মেহনতী মানুষের কাছ থেকে নিংড়ে নেওয়া মুনাফা থেকে কোটি কোটি রুবল নিয়োজিত করে ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে।

সুপরিচিত জার্মান বিজ্ঞানী আর্তুর দ্রেভস তাঁর 'খৃষ্টীয় অতিকথা' বইয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার আর ধর্মীয় উপকথা খণ্ডন করার সঙ্গে সঙ্গে, এবং খৃষ্টের অস্তিত্ব কখনও ছিল না এটা দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে, বইখানির শেষের দিকে বলেছেন ধর্মের অনুকূলে, যদিও সেটা নবরূপী, বিশুদ্ধীকৃত এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ধরনের ধর্ম, যা 'প্রতিদিন বৃদ্ধিশীল নৈসর্গিক প্রবল স্রোতের' বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোট বজায় রাখতে সক্ষম (চতুর্থ জার্মান

সংস্করণ, ১৯১০, ২৩৮ পৃষ্ঠা)। ইনি হলেন একজন স্পষ্টভাষী এবং ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী, শোষকেরা যাতে পুরন, ক্ষয়ে-যাওয়া ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোর জায়গায় নতুন নতুন, আরও জঘন্য আর ইতর কুসংস্কারগুলোকে আনতে পারে তাতে ইনি তাদের প্রকাশ্যে সাহায্য করছেন।

তার অর্থ এই নয় যে, দ্রেভ্‌স-এর লেখা অনুবাদ করা উচিত নয়। এর অর্থটা হল এই যে, বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে কোন একটা পরিমাণে মৈত্রী করবার সঙ্গে সঙ্গে, সেই অংশটা যখন প্রতিক্রিয়াশীলতার দোষযুক্ত হবে তখন কমিউনিস্টরা এবং সমস্ত সঙ্গতিপূর্ণ বস্তুবাদীরা তাদের স্বরূপ খুলে ধরবে অদম্যভাবে। এর অর্থটা হল এই যে, আঠার শতকের বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অর্থাৎ, যে-কালপর্যায়ে তারা বিপ্লবী ছিল তখনকার বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মৈত্রী বর্জন করা হলে মার্কসবাদ এবং বস্তুবাদের সঙ্গে ছলনা করা হয়; কেননা, প্রাধান্যশালী ধর্মীয় তিমিরবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের জন্যে দ্রেভ্‌সদের সঙ্গে কোন না কোন রূপের এবং কোন না কোন মাত্রার 'মৈত্রী' অপরিহার্য।

জঙ্গী বস্তুবাদের মুখপত্র হবে বলে এগিয়েছে 'পদ্ জ্‌নামেনেম মার্কসিজ্‌মা' ('মার্কসবাদের পতাকাতলে') — নাস্তিকতাবাদী প্রচারে এবং এ বিষয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যালোচনা এবং এক্ষেত্রে আমাদের সরকারী কাজে বিপুল ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনে এর অনেকটা জায়গা নিয়োজিত হওয়া উচিত। আধুনিক বুর্জোয়াদের বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থ আর শ্রেণীগত সংগঠন কিভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর ধর্মীয় প্রচারের সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত সেটা যা দিয়ে দেখানো হয়েছে এমন বহু মূর্ত-নির্দিষ্ট তথ্যাদি আর তুলনা যাতে আছে এমনসব বই আর পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন।

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম আর পুঁজির মধ্যে সরকারী, রাষ্ট্রীয় সম্পর্কটা কম স্পষ্টপ্রতীয়মান — সেখানকার সংক্রান্ত সমস্ত মালমসলা খুবই গুরুত্বসম্পন্ন। কিন্তু, অন্যদিকে, আমাদের কাছে আরও বেশি বেশি করে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, তথাকথিত 'আধুনিক গণতন্ত্র' (মেনশেভিকরা, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা, অংশত নৈরাজ্যবাদীরাও, ইত্যাদি যার অমন অযুক্তিসম্মত পূজারী) হল যা কিছু বুর্জোয়াদের পক্ষে সুবিধাজনক সেগুলি, যেমন, অতি প্রতিক্রিয়াপন্থী বিভিন্ন ভাব-ধারণা, ধর্ম, তমসাবাদ, শোষকদের পক্ষসমর্থন, ইত্যাদি প্রচারের স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই নয়।

আশা করা যেতে পারে, যে-পত্রিকা জঙ্গী বস্তুবাদী মুখপত্র হবে বলে এগোচ্ছে তাতে আমাদের পাঠকসমাজের জন্যে নাস্তিকতাবাদী সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যালোচনা যোগানো হবে, দেখিয়ে দেওয়া হবে কোন কোন পাঠকমহলের জন্যে কোন বিশেষ লেখা কোন দিক দিয়ে উপযোগী হতে পারে, উল্লেখ করা হবে কোন সাহিত্য আমাদের দেশে প্রকাশিত হয়েছে (কেবল উপযুক্ত অনুবাদগুলির কথাই জানানো দরকার, সেগুলি তত বেশি নয়) আর কি এখনও প্রকাশিত হয় নি।

‘পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা’, ৩ নং মার্চ, ১৯২২ — ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৫—২৯

ই. ই. স্তেপানভের 'রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিদ্যুৎসজ্জা এবং বিশ্ব অর্থনীতির উত্তরণকালীন পর্ব' বইয়ের ভূমিকা

কমরেড স্তেপানভের এই বইখানি উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলে আমি অন্তর থেকে সমস্ত কমিউনিস্টের কাছে তুলে ধরছি।

অতি দুরূহ এবং গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন সমস্যার খুবই সুযোগ্যভাবে অর্থপ্রকাশ করতে লেখক কৃতকার্য হয়েছেন। তিনি খুব ভাল করেছেন যে, বইখানা লেখেন নি বুদ্ধিজীবীদের জন্যে (আমাদের অনেকে যারা বুর্জোয়া লেখকদের নিকৃষ্ট ভাবভঙ্গিগুলো নকল করে তাদের মধ্যে যা রেওয়াজ), লিখেছেন শ্রমজীবীদের জন্যে, জনগণের জন্যে, সাধারণ শ্রমিক আর কৃষকদের জন্যে। সাধারণত এই বিষয়ে রাশিয়ায় এবং বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রধান প্রধান রচনা যারা পড়ে দেখতে চায় তাদের সুবিধের খাতিরে, তেমনি, আরও ব্যাখ্যা ছাড়া এই বইয়ের কোন কোন অংশ যাদের পক্ষে বোঝা শক্ত হতে পারে তাদের সুবিধের খাতিরে লেখক তাঁর বইয়ে অনুপূরক পাঠের জন্যে একটা নির্দেশ-তালিকা জুড়ে দিয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সূচনার কথা, যেখানে নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতির তাৎপর্যটিকে লেখক অতি চমৎকারভাবে সংক্ষেপে আর মোটামুটি তুলে ধরেছেন, এবং বিদ্যুৎসজ্জার সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে কোন কোন মহল থেকে 'চালিয়াতির সঙ্গে' যে-সংশয়বাদ প্রদর্শন করা হয় তার জমকালোভাবে খণ্ডন করেছেন। এই সংশয়বাদ সাধারণত বিষয়টি সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তার অভাব ঢাকবার ছল (অর্থাৎ কিনা, সেটা যাবতীয় সোভিয়েত নির্মাণ-কাজের প্রতি শ্বেতরক্ষী, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি আর মেনশেভিক

বিরোধিতা ঢাকবার ছল যদি না হয়, যা, প্রকৃতপক্ষে, কখনও কখনও বটে)।

প্রকৃত (অকার্যকর-আমলাতান্ত্রিক নয়) জনশিক্ষার জন্যে আমাদের যে-জিনিসটার অভাব সবচেয়ে বেশি সেটা হল ঠিক এখানারই মতো 'বিদ্যালয়ের সারগ্রন্থ' (একেবারে সমস্ত বিদ্যালয়েরই জন্যে)। সংবাদপত্রে আর সাময়িক পত্রিকায় যেসব জমকানো রাজনীতিক ঝালার জন্যে প্রত্যেকে উত্ত্যক্ত এবং ক্লান্ত সেগুলিতে প্রচেষ্টার অপচয় না করে আমাদের সমস্ত মার্কসবাদী লেখক যদি বিনাব্যতিক্রমে সমস্ত সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে এই রকমের সব সারগ্রন্থ বা পাঠ্যপুস্তক লিখতে বসতেন, তাহলে আসত না এখনকার মতো লজ্জাকর পরিস্থিতি, যাতে, প্রলেতারিয়েত রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করার প্রায় পাঁচ বছর পরে, প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রে পুরন বুর্জোয়া আবর্জনা ব্যবহার করে পুরন বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা দেয় (কিংবা, বরং, বিকৃতি ঘটায়)।

অষ্টম সোভিয়েত কংগ্রেস আইন জারি করেছিল যে, বিনাব্যতিক্রমে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত শিক্ষায়তনে বিদ্যুৎসজ্জা পরিকল্পনার বিষয়ে শিক্ষাদান হবে আবশ্যিক(৪৪)। আরও অনেক ডিক্রির মতো এটিও আমাদের (বলশেভিকদের) সাংস্কৃতিক দৈন্যের দরুন বলবত না হয়ে পড়ে রয়েছে। এখন কমরেড স্তেপানভের 'বিদ্যালয়ের সারগ্রন্থখানি' প্রকাশিত হয়েছে, এবার আমাদের নজর দিয়ে দেখতে হবে — এবং নজর দিয়ে আমরা ব্যবস্থা করবই! — যাতে প্রত্যেকটি উয়েজ্‌দ্‌ গ্রন্থাগার (এবং পরে প্রত্যেকটি ভলোস্ত গ্রন্থাগার) এই বইয়ের কয়েকখানা করে পায়, এবং যাতে রাশিয়ায় প্রত্যেকটা বিদ্যুৎশক্তিকেন্দ্রে (এমন কেন্দ্র আছে ৮০০'র বেশি) এই বইয়ের একাধিক কপি থাকে শুধু তাই নয়, তারা যাতে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে, রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিদ্যুৎসজ্জা সম্বন্ধে এবং সাধারণভাবে ইঞ্জিনিয়রিং সম্বন্ধে জনবোধ্য বক্তৃতার আয়োজন করে। আমাদের নজর দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গ্রামে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়-শিক্ষক এই বইখানি পড়েন এবং আত্তীভূত করেন (এতে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে প্রত্যেকটা উয়েজ্‌দ্‌'এ ইঞ্জিনিয়র এবং পদার্থবিদ্যা-শিক্ষকদের একটা চক্র বা গ্রুপ সংগঠিত করা দরকার), যাতে তিনি নিজে পড়েন, বোঝেন এবং আত্তীভূত করেন শুধু তাই নয়,

যাতে নিজের শিক্ষার্থীদের কাছে এবং সাধারণভাবে তরুণ কৃষকদের কাছে তিনি সাদাসিধে করে এবং বোধগম্য কায়দায় বিবৃত করতে পারেন কী আছে এই বইয়ে।

এটা করতে প্রচেষ্টা দরকার হবে বড় কম নয়। আমরা গরিব এবং অশিক্ষিত। কিন্তু, তাতে কিছু এসে-যায় না -- যদি কেবল আমাদের জনগণ বোঝে যে, তাদের জ্ঞানলাভ করতেই হবে, যদি কেবল তারা শিখতে ইচ্ছুক হয়; যদি কেবল শ্রমিক আর কৃষকেরা স্পষ্ট বোঝে যে, এখন তাদের শিখতে-জানতে হবেই জমিদার আর পুঁজিপতিদের 'লাভবান করার' এবং তাদের মুনাফা সৃষ্টি করার জন্যে নয় — তাদের **নিজেদের** জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নীত করার জন্যে।

এই জ্ঞান এবং ইচ্ছা রয়েছে। কাজেই, অতঃপর আমরা জ্ঞানলাভ করতে আরম্ভ করব নিশ্চিতভাবেই, আর কিছু শিখবও নিশ্চয়ই।

১৮ই মার্চ, ১৯২২ ন. লেনিন

'প্রাভদা', ৬৪ নং
২১শে মার্চ, ১৯২২

৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৫১—৫২

শিক্ষা কর্মীদের কংগ্রেসের প্রতি

কমরেডসব, আপনাদের অভিবাদনের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের নতুন সমাজ গড়ার কাজের জন্যে উঠতি পুরুষকে ট্রেনিং দেবার যে-বিরাট আর দায়িত্বসম্পন্ন কাজ আপনাদের সামনে রয়েছে তার মোকাবিলা করায় আপনাদের সাফল্য কামনা করছি।

লেনিন

১৯২২ সালের ২৬শে নভেম্বরে লেখা

৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৪

দিনলিপির পাতা

১৯২০ সালের গণনা মতে রুশ অধিবাসীদের সাক্ষরতার যে রিপোর্ট দিন কয়েক আগে প্রকাশিত হয়েছে ('রাশিয়ায় সাক্ষরতা', মস্কো, ১৯২২, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, জনশিক্ষা পরিসংখ্যান বিভাগ), সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

এই বইটি থেকে আহরণ ক'রে নিচে ১৮৯৭ ও ১৯২০ সালের রুশ জনসাধারণের সাক্ষরতার একটি তালিকা তুলে দিচ্ছি:

	প্রতি হাজার জন পুরুষের মধ্যে সাক্ষর		প্রতি হাজার জন নারীর মধ্যে সাক্ষর		প্রতি হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে সাক্ষর	
	১৮৯৭	১৯২০	১৮৯৭	১৯২০	১৮৯৭	১৯২০
১। ইউরোপীয় রাশিয়া . . .	৩২৬	৪২২	১৩৬	২৫৫	২২৯	৩৩০
২। উত্তর ককেশাস	২৪১	৩৫৭	৫৬	২১৫	১৫০	২৮১
৩। সাইবেরিয়া (পশ্চিম) . . .	১৭০	৩০৭	৪৬	১৩৪	১০৮	২১৮
মোট	৩১৮	৪০৯	১৩১	২৪৪	২২৩	৩১৯

আমরা যখন প্রলেতারীয় সংস্কৃতি নিয়ে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে বচন ঝাড়ছি, তখন বাস্তবে যে সংখ্যাতথ্য পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এমনকি বুর্জোয়া সংস্কৃতির দিক থেকেও আমাদের হাল বড়ো খারাপ। দেখা গেল, যেটা আশা করাই উচিত ছিল যে, সার্বজনীন সাক্ষরতা থেকে আমরা এখনো অনেক পেছিয়ে, এবং জার আমলের সময় (১৮৯৭) থেকে আমাদের যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাও খুবই মন্থর। 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতির' মহাকাশে যারা ভেসে বেড়িয়েছে ও বেড়াচ্ছে, এটা তাদের পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী ও ভর্ৎসনার কাজ করবে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিম ইউরোপের সাধারণ সভ্য হিসেবে একটি রাষ্ট্রের মান অর্জন করতে হলে কী পরিমাণ একটানা গতরখাটুনি আমাদের এখনো চালাতে হবে। এ থেকে আরো দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রলেতারীয় অর্জনগুলির ভিত্তিতে সত্যিকারের কিছুটা পরিমাণ সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে হলে কী বিপুল কাজ এখনো আমাদের বাকি।

তবে এই তর্কাতীত কিন্তু বড়ো বেশি তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার দরকার নেই। দরকার ত্রৈমাসিক বাজেটের আসন্ন পর্যালোচনার সময় আমরা যেন ব্যবহারিকভাবেও কাজটা হাতে নিই। বলাই বাহুল্য, সর্বাগ্রে ব্যয় সংকোচ করতে হবে শিক্ষা জনকমিসারিয়েতে নয়, অন্যান্য দপ্তরে, যাতে খালাস পাওয়া টাকাটা লাগানো যায় জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের প্রয়োজনে। বর্তমানের মতো বছরে যখন আমাদের রুটির অপেক্ষাকৃত সুসংস্থান ঘটেছে, তখন শিক্ষকদের জন্য রুটির কোটা বাড়াতে কার্পণ্য করা উচিত নয়।

জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে কাজ চলছে, তাকে সাধারণভাবে খুব সংকীর্ণ বলা চলে না। সাবেকী শিক্ষকদের কোটরচ্যুত করার জন্য, নতুন কর্তব্যে তাদের আকৃষ্ট করার জন্য, অধ্যাপনাবিদ্যার সমস্যাটাকে নতুনভাবে উপস্থাপনে তাদের আগ্রহান্বিত করে তোলার জন্য, ধর্মের মতো সমস্যায় তাদের আগ্রহী করার জন্য কাজ হচ্ছে মোটেই কম নয়।

কিন্তু প্রধান জিনিসটা আমরা করছি না। জনশিক্ষকদের যে উচ্চ মাত্রায় তুলতে না পারলে প্রলেতারীয়, এমনকি বুর্জোয়া — কোনো সংস্কৃতির কথাই ওঠে না, সেখানে তাদের তোলার জন্য আমরা যত্ন নিচ্ছি না, অথবা আদৌ পর্যাপ্ত কোনো যত্ন নিচ্ছি না। প্রশ্নটা হওয়া উচিত

আধা-এশীয় সেই সংস্কৃতিহীনতা নিয়ে, যা থেকে আমরা আজো পর্যন্ত মুক্তি পাই নি, এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া মুক্তি পেতে পারি না, যদিও সে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কেননা সত্যকার সংস্কৃতির জন্য আমাদের দেশে জনগণ যে পরিমাণ সতৃষ্ণ তা আর কোথাও দেখা যায় নি, এ সংস্কৃতির সমস্যাটা আমাদের দেশে যতটা গভীর ও সুসঙ্গতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তেমন আর কোথাও হয় নি; আর কোথাও, কোনো একটা দেশেও রাষ্ট্রক্ষমতা যায় নি শ্রমিক শ্রেণীর হাতে, যারা ব্যাপকভাবেই তাদের, সংস্কৃতির কথা ছেড়ে দিচ্ছি, সাক্ষরতার ঘাটতিটা চমৎকারই বোঝে; এদিক থেকে নিজেদের হাল উন্নত করার জন্য আমাদের এখানকার মতো এতটা আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত থাকতে ও আত্মোৎসর্গ করতে তাকে আর কোথাও দেখা যায় নি।

সর্বাগ্রে প্রাথমিক জনশিক্ষার চাহিদা মেটানোর দিকে আমাদের গোটা রাষ্ট্রীয় বাজেটটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে খুবই কম, অসম্ভব কম। এমনকি আমাদের জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের অধীনেও অতি প্রায়শই এক একটা রাষ্ট্রীয় প্রকাশভবনের বেয়াড়া রকমের কর্মচারীবাহুল্য চোখে পড়ে, অথচ রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব যে হওয়া উচিত প্রকাশভবন নিয়ে নয়, পড়বার মতো কেউ যেন থাকে, পঠনক্ষমদের সংখ্যা যেন বেশি হয়, যাতে ভবিষ্যৎ রাশিয়ায় প্রকাশনের রাজনৈতিক পরিধি বেড়ে উঠে, তা নিয়ে কোনোই মাথাব্যথা নেই। জন সাক্ষরতার সাধারণ রাজনৈতিক প্রশ্নের চেয়ে প্রকাশভবনের মতো যান্ত্রিক প্রশ্নে সাবেকী (খারাপ) অভ্যাসবশত আমরা খুব বেশি সময় ও শক্তি ব্যয় করছি।

যদি কেন্দ্রীয় বৃত্তিশিক্ষা দপ্তর ধরি, তাহলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখানেও অবান্তর, বিভাগীয় স্বার্থে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা এমন অনেক কিছুই পাব, যা ব্যাপক জনশিক্ষার চাহিদার সঙ্গে খাপ খায় না। আমাদের কলকারখানার তরুণদের শিক্ষা প্রথমে উন্নীত করা ও তার একটা ব্যবহারিক খাত কাটার ন্যায্য বাসনা দিয়েই কেন্দ্রীয় বৃত্তিশিক্ষা দপ্তরের সবকিছুই মোটেই সঙ্গত প্রতিপন্ন হয় না। কেন্দ্রীয় বৃত্তিশিক্ষা দপ্তরের স্টাফকে যদি মন দিয়ে নজর করি, তাহলে এদিক থেকে সেখানে অনেক কিছুই দেখা যাবে ফোলানো ফাঁপানো, অবাস্তব, যা ছেঁটে দেওয়া উচিত। জনগণের সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রে এখনো অনেক কিছুতেই ব্যয়

সংকোচ করা সম্ভব ও করতে হবে যত রকম আধা-নবাবী ধাঁচের খেলনা অথবা এমন প্রতিষ্ঠান বন্ধ ক'রে দিয়ে, যা ছাড়াই পরিসংখ্যানে গণ সাক্ষরতার যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে তাতে এখনো চালিয়ে নেওয়া সম্ভব এবং অনেক দিন ধরেই চালিয়ে নেওয়া সম্ভব থাকবে ও চালাতে হবে।

আমাদের এখানে জনশিক্ষকদের এমন উঁচুতে তুলতে হবে যেখানে বুর্জোয়া সমাজে তারা কখনো ওঠে নি ও ওঠে না এবং উঠতে পারে না। এটা স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণের দরকার হয় না। এই অবস্থার দিকে আমাদের যেতে হবে তার আত্মিক উন্নয়ন এবং তার সত্যিকারের উচ্চ বৃত্তির জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি, এই উভয় লক্ষ্যেই এবং প্রধান, প্রধান কথাই হল তার বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে নিয়মিত একটানা অধ্যবসায়ী কাজ চালিয়ে।

জনশিক্ষকদের সংগঠনের জন্য নিয়মিতভাবে আমাদের প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে আজো পর্যন্ত তারা বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই যা হয়ে আছে, বুর্জোয়ার ব্যবস্থার তেমন এক স্তম্ভ থেকে তারা পরিণত হয় সোভিয়েত ব্যবস্থার স্তম্ভে, যাতে তাদের মারফত বুর্জোয়ার সঙ্গে জোট থেকে কৃষকদের ছিন্ন ক'রে সামিল করা যায় প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে জোটে।

সংক্ষেপে বলি যে, এদিক থেকে নিয়মিত গ্রামযাত্রার বিশেষ ভূমিকা থাকা চাই, এটা অবশ্য আমাদের এখানে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে, তাকে সুপরিকল্পিতভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে। এই সফরগুলোর মতো ব্যবস্থায় টাকা দিতে কুণ্ঠা করা উচিত নয়, যে টাকা আমরা প্রায়ই খামোকা অপচয় করি প্রায় পুরোপুরি পুরনো ঐতিহাসিক একটা পর্বের রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য।

গ্রামবাসীদের জন্য শহুরে মজুরদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত কংগ্রেসে যে বক্তৃতাটা আমার দেওয়া হয় নি, তার জন্য আমি মালমসলা জোগাড় করেছিলাম। কিছু কিছু মালমসলা আমি পেয়েছিলাম কমরেড খদরোভস্কির কাছ থেকে, এবং প্রসঙ্গটা নিয়ে যেহেতু একটা বক্তব্য খাড়া ক'রে সোভিয়েত কংগ্রেস মারফত তা প্রচার করা আমার হয়ে ওঠে নি, তাই এটা আমি এখন কমরেডদের কাছে পেশ করছি।

এখানে মূল রাজনৈতিক সমস্যাটা হল গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক নিয়ে, আমাদের সমগ্র বিপ্লবের পক্ষে যার তাৎপর্য নির্ধারক। রাষ্ট্রের খরচে এবং জারতন্ত্রী ও বুর্জোয়া পার্টিদের খরচে প্রকাশিত সমস্ত সাহিত্য কাজে

লাগিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেক্ষেত্রে তার সমস্ত উদ্যোগ নিয়োগ করে শহরের মজুরদের বিমূঢ় ক'রে রাখার জন্য, সেক্ষেত্রে শহুরে মজুরদের সত্য সত্যই গ্রাম্য প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারার বাহক ক'রে তোলার জন্য আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করা সম্ভব ও করতে হবে।

বলেছি 'কমিউনিস্ট', তাই পাছে আমায় কেউ ভুল বোঝে বা অত্যন্ত আক্ষরিক অর্থে নেয় সে জন্যে তাড়াতাড়ি একটু ব্যাখ্যা দিই। গ্রামে এক্ষুণি নিখাদ ও সংকীর্ণ কমিউনিস্ট ভাবধারা নিয়ে যেতে হবে, এভাবে ব্যাপারটা বোঝা কোনোক্রমেই উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের গ্রামে কমিউনিজমের বৈষয়িক ভিত্তি গ'ড়ে না উঠছে, ততদিন পর্যন্ত বলা যেতে পারে, ওটা হবে অনিষ্টকর; বলা যেতে পারে, ওটা হবে কমিউনিজমের পক্ষে সর্বনাশা।

ওভাবে নয়। আমাদের শুরু করতে হবে এই থেকে যেন গ্রাম ও শহরের মধ্যে সাযুজ্য স্থাপিত হয়, গ্রামে কমিউনিজম প্রবর্তনের একটা স্থিরীকৃত লক্ষ্য নিয়ে মোটেই নয়। তেমন লক্ষ্য বর্তমানে সাধিত হওয়া অসম্ভব। এ লক্ষ্য অকালপ্রসূত। এরূপ লক্ষ্য গ্রহণে উপকারের বদলে অপকার হবে।

কিন্তু শহরের মজুরদের সঙ্গে গ্রামের মেহনতীদের সাযুজ্য স্থাপন, তাদের মধ্যে যে ধরনের সাথিত্ব সহজে গড়া সম্ভব সেটা গড়া — এটা আমাদের অবশ্যকর্তব্য, ক্ষমতাধর শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এটা একটা মূল কর্তব্য। তার জন্য কলকারখানা শ্রমিকদের নিয়ে একগুচ্ছ সমিতি গঠন করা দরকার (পার্টিগত, ট্রেড ইউনিয়নী, ব্যক্তিগত), গ্রামের সাংস্কৃতিক বিকাশে সাহায্য করার নিয়মিত লক্ষ্য তারা অনুসরণ করবে।

সমস্ত শহুরে চক্রগুলিকে গ্রামের সমস্ত চক্রের জন্য এমনভাবে 'বরাদ্দ' করা সম্ভব হবে কি, যাতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য চক্রের জন্য 'বরাদ্দ' প্রতিটি শহুরে চক্র তার সহচক্রের কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাবার জন্য প্রতিটি সুযোগ, প্রতিটি উপলক্ষের নিয়মিত সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট থাকবে? নাকি যোগাযোগের অন্য কোনো রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে? আমি এক্ষেত্রে শুধু প্রশ্ন উত্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকছি, যাতে কমরেডদের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়, যাতে পশ্চিম সাইবেরিয়ার অভিজ্ঞতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায় (এ অভিজ্ঞতার কথা আমায় বলেন কমরেড খদরোভস্কি) এবং এই সুবিশাল বিশ্বঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক কর্তব্যটাকে তার সমগ্র আয়তনে হাজির করা যায়।

আমাদের সরকারী বাজেটের বাইরে এবং সরকারী সম্পর্কের খাতের বাইরে গ্রামের জন্য আমরা প্রায় কিছুই করছি না। শহরের সঙ্গে গ্রামের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আমাদের এখানে আপনা থেকেই ও অনিবার্যরূপেই অন্য চরিত্র পরিগ্রহ করছে তা সত্যি। পুঁজিবাদের আমলে শহর গ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, দৈহিক ইত্যাদি অধঃপতন ঘটিয়েছে। আমাদের এখানে শহর আপনা থেকে ঠিক তার উল্টো জিনিসটা ঘটাতে শুরু করছে। কিন্তু সবই এটা ঘটছে আপনা থেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এবং এ ব্যাপারে চেতনা, প্রণালীবদ্ধতা ও নিয়মিতি আমদানি ক'রে এটাকে জোরালো করা যায় (ও তৎপরে বাড়িয়ে তোলা যায় শতগুণ)।

আমরা সামনে এগুতে পারব কেবল তখনই (এবং খুবই সম্ভব তখন চলতে শুরু করব শতগুণ দ্রুত) যখন এ সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখব, সর্বোপায়ে আমলাতান্ত্রিকতা পরিহার ক'রে শ্রমিকদের নানা ধরনের সমিতি স্থাপন করব সমস্যাটা গ্রহণ ক'রে, আলোচনা ক'রে কার্যে পরিণত করার জন্য।

২রা জানুয়ারি, ১৯২৩

'প্রাভদা', ২ নং
৪ঠা জানুয়ারি, ১৯২৩

৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩—৩৬৮

সমবায় প্রসঙ্গে

(অংশ)

'সুসভ্য' (সর্বাগ্রে সাক্ষর) ইউরোপীয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমবায়-কর্মে নিঃশেষে সকলকেই শুধু নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণে বাধ্য করতে আমাদের খুব বেশি কিছু করার দরকার নেই। সঠিকভাবে বলতে হলে, **'কেবল'** একটি জিনিসই আমাদের করার আছে: আমাদের জনসাধারণকে এতটা 'সুসভ্য' করে তুলতে হবে, যাতে সমবায়ের কাজে সকলের অংশগ্রহণের পুরো সুবিধা তারা বুঝতে পারে এবং সে অংশগ্রহণ সংগঠিত করতে পারে। **'কেবল'** এইটেই। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য অন্য কোনো পণ্ডিতির আর আমাদের এখন দরকার নেই। কিন্তু এই 'কেবল'টুকু সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন একটা গোটা বিপ্লবের, সমগ্র জনসাধারণের সাংস্কৃতিক বিকাশের একটা গোটা যুগ। তাই, আমাদের নিয়ম হওয়া উচিত: যথাসম্ভব কম পণ্ডিতিপনা এবং যথাসম্ভব কম চালিয়াতি। এদিক থেকে নেপ (নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি) (৪৫) এই অর্থে একটা অগ্রগতি যে, তা অতি সাধারণ স্তরের কৃষকের উপযোগী এবং তার কাছ থেকে উচ্চ কিছু দাবি করে না। কিন্তু নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতির মাধ্যমে সমবায়ে সমগ্র জনসাধারণের সার্বজনীন অংশগ্রহণ সম্ভব করে তুলতে হলে একটা গোটা ঐতিহাসিক যুগের দরকার। উত্তম ক্ষেত্রে এ যুগ আমরা পেরতে পারি একটি কি দুটি দশকে। তাহলেও, এটি হবে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগ — এই ঐতিহাসিক যুগ ছাড়া, সার্বজনীন সাক্ষরতা ছাড়া, উপযুক্ত মাত্রার জ্ঞান ছাড়া, বই পড়ার অভ্যাসে জনসাধারণকে যথেষ্ট মাত্রায় শিক্ষিত করে তোলা ছাড়া এবং তার পেছনে একটা বৈষয়িক ভিত্তি ছাড়া, শস্যহানি দুর্ভিক্ষ

ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছুটা রক্ষাকবচ ছাড়া -- এছাড়া আমরা আমাদের লক্ষ্যার্জনে অক্ষম হব। এখন প্রধান কথাই হল, যে বৈপ্লবিক উদ্যম, যে বিপ্লবী উদ্দীপনা আমরা দেখিয়েছি এবং দেখিয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে ও পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছি -- তার সঙ্গে মেলাতে পারা (প্রায় বলবার ইচ্ছে হচ্ছে) এক বুদ্ধিমান ও সাক্ষর ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা, ভালো সমবায়ী হবার পক্ষে তা সম্পূর্ণ যথেষ্ট। ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি সংস্কৃতিবান ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা। সেই সব রুশী অথবা সাধারণভাবে চাষীর মাথায় যেন কথাটা ভালো করে ঢোকে, যারা ভাবে: ব্যবসা যখন করছে তখন ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা রাখে। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। ব্যবসা করছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতিবান ব্যবসায়ী হওয়া এখনো অনেক বাকি। এখন সে ব্যবসা করছে এশীয় ধরনে, কিন্তু ব্যবসায়ী হতে হলে দরকার ইউরোপীয় ধরনে ব্যবসা করতে পারা। তার সঙ্গে এর তফাত একটা গোটা যুগের।

রবার্ট ওয়েন থেকে শুরু করে সেকালের সমবায়ীদের পরিকল্পনাগুলোর উৎকল্পনাটা কোথায়? এইখানে যে, তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বনাশ -- এই বনিয়াদী প্রশ্নটিকে হিসাবে না এনে সমাজতন্ত্র দিয়ে বর্তমান সমাজকে শান্তিপূর্ণভাবে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই জন্যই এই 'সমবায়মূলক' সমাজতন্ত্রের মধ্যে কল্পচারণ দেখে, লোককে কেবল সমবায়বদ্ধ ক'রেই শ্রেণী-শত্রুকে শ্রেণী-সহযোগী এবং শ্রেণী-সংগ্রামকে শ্রেণী-শান্তিতে (তথাকথিত নাগরিক শান্তি) রূপান্তরিত করার স্বপ্নে রোমাণ্টিক, এমনকি মামুলী কিছু একটা দেখে আমরা ঠিকই করেছিলাম।

বর্তমান কালের বনিয়াদী কর্তব্যের দিক থেকে আমরা নিঃসন্দেহেই ঠিক করেছিলাম, কেননা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা যখন শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এসে গেছে, শোষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন খতম হয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই যখন রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত উপায় (শ্রমিক রাষ্ট্র যেগুলি সাময়িকভাবে পারমিট হিসাবে সর্তসাপেক্ষে শোষকদের স্বেচ্ছায় দিয়ে রেখেছে শুধু সেইগুলি বাদে), তখন অবস্থা কী ভাবে বদলে গেছে দেখুন।

এখন এ কথা বললে ঠিকই বলব যে, আমাদের পক্ষে সমবায়ের সাধারণ বৃদ্ধিই হল সমাজতন্ত্রের বৃদ্ধির সমতুল্য (পূর্বোল্লিখিত 'সামান্য' ব্যতিরেকটুকু বাদে) এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতেও আমূল বদল ঘটেছে। এই আমূল বদলটা হল এই যে, আগে রাজনৈতিক সংগ্রাম, বিপ্লব, ক্ষমতা-দখল ইত্যাদির ওপরেই আমরা ভারকেন্দ্র রেখেছিলাম এবং রাখা উচিত ছিল। এখন সে ভারকেন্দ্র বদলে গিয়ে শান্তিপূর্ণ, সাংগঠনিক, 'সাংস্কৃতিক' কাজের ওপর সরে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন না থাকলে, আমাদের অবস্থানের জন্য আন্তর্জাতিক আয়তনে লড়াই চালাবার বাধ্যতা না থাকলে আমি এই কথাই বলতাম যে, আমাদের ভারকেন্দ্রটা সরে যাচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে। কিন্তু ও কথা ছেড়ে দিয়ে কেবল আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে, আমাদের কাজের ভারকেন্দ্র সত্যসত্যই এসে দাঁড়াচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে।

এ যুগটা গড়ে উঠেছে আমাদের সম্মুখস্থ দুটি প্রধান কর্তব্য দিয়ে: এটা হল রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে পুনর্গঠিত করার কর্তব্য, যে-যন্ত্র একেবারেই অকেজো, আগের যুগ থেকে যা আমরা সমগ্রভাবেই গ্রহণ করেছি; গত পাঁচ বছরের সংগ্রামের সময় তার গুরুতর কোনো পুনর্গঠন আমরা করে উঠতে পারি নি, তা সম্ভবও ছিল না। আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল কৃষকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কাজ। আর সমবায়ীকরণই হল কৃষকদের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক কাজের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণ থাকলে আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রের জমির ওপর দুপায়েই দাঁড়াতাম। কিন্তু পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণের এই পরিস্থিতি বললে ধরতে হয় কৃষকদের (বিপুলায়তন জনগণ হিসাবে বিশেষ করে কৃষকদেরই) এমন একটা সাংস্কৃতিক মান যে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া এই পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণ সম্ভব নয়।

আমাদের বিরোধীরা একাধিকবার আমাদের বলেছে যে, যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন নয় এমন একটা দেশে সমাজতন্ত্র রোপণের হঠকারী কাজ আমরা নিয়েছি। কিন্তু তারা ভুল করেছে এইখানে যে, তত্ত্বে বর্ণিত প্রান্ত থেকে আমরা শুরু করি নি (যত রকমের শাস্ত্রবাগীশদের তত্ত্ব) এবং আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বসূরী, যা সবকিছু সত্ত্বেও এখন আমাদের সামনে।

পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে উঠতে হলে আমাদের দেশটার জন্য এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবই এখন যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের পক্ষে এ সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আছে এমন ধরনের অবিশ্বাস্য দুরূহতা, যা বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক (কেননা আমরা নিরক্ষর), এবং বিশুদ্ধ বৈষয়িক (কেননা সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হলে উৎপাদনের বৈষয়িক উপায়গুলির একটা নির্দিষ্ট বিকাশ দরকার, একটা নির্দিষ্ট বৈষয়িক ভিত্তি দরকার)।

৬ই জানুয়ারি, ১৯২৩

প্রথম প্রকাশিত
২৬শে ও ২৭শে মে, ১৯২৩
'প্রাভদা', ১১৫ ও ১১৬ নং

৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭২, ৩৭৩;
৩৭৫—৩৭৭

আমাদের বিপ্লবের কথা

(ন. সুখানভের নোট প্রসঙ্গে)

(অংশ)

২

আপনারা বলছেন সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য সভ্যতা দরকার। খুবই ভালো কথা। কিন্তু কেনই বা আমরা জমিদার বিতাড়ন ও রুশ পুঁজিপতি বিতাড়ন— সভ্যতার এই ধরনের পূর্বশর্ত আগে গড়ে পরে সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা শুরু করতে পারি না? কোন পুঁথিতে আপনারা পড়েছেন যে, সাধারণ ঐতিহাসিক পরম্পরার এই ধরনের অদলবদল অমার্জনীয় অথবা অসম্ভব?

মনে পড়ছে, নেপোলিয়ন লিখেছিলেন: 'On s'engage et puis... on voit'; স্বচ্ছন্দ রুশ তর্জমায় তার মানে 'প্রথম একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নামা যাক, তারপর দেখা যাবে'। আমরাও ১৯১৭ সালের অক্টোবরে একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নেমেছি, এবং তারপর ব্রেস্ত শান্তি (৪৬), অথবা নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিকাশও দেখেছি (বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টি থেকে এগুলো নিঃসন্দেহেই খুঁটিনাটি)। বর্তমানে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, মূলতঃ আমরা জিতেছি।

সুখানভের দক্ষিণে দণ্ডায়মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের সুখানভদেরও এ কথা স্বপ্নেও মনে হয় না যে, এ ছাড়া আদপেই বিপ্লব ঘটা সম্ভব নয়। আমাদের ইউরোপীয় কূপমণ্ডূকদের স্বপ্নেও মনে হয় না যে, জনসংখ্যায় অপরিসীম সমৃদ্ধ এবং সামাজিক পরিস্থিতির বৈচিত্র্যে অপরিসীম বিভিন্ন প্রাচ্য দেশগুলির ভবিষ্যৎ বিপ্লব নিঃসন্দেহেই রুশ বিপ্লবের চেয়ে অনেক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবে।

কাউৎস্কির কায়দায় লেখা একটা পাঠ্যপুস্তক স্বকালে খুবই হিতকর বস্তু ছিল বৈকি। কিন্তু যতই হোক, সে পাঠ্যপুস্তকে পরবর্তী বিশ্ব ইতিহাসের বিকাশের সর্বকিছু রূপই ধ'রে দেওয়া হয়েছে, এ ধারণা বর্জনের সময় হয়েছে। যারা তা ভাবে তাদের নির্বোধ ঘোষণা করাই হবে সময়োচিত।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯২৩

প্রকাশিত: ৩০শে মে, ১৯২৩
'প্রাভদা', ১১৭ নং

৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮১—৩৮২

টীকা

(১) **'মধ্যশিক্ষালয় খামার এবং সংশোধক মধ্যশিক্ষালয়'** প্রবন্ধটি ভ. ই. লেনিন ১৮৯৫ সালের হেমন্তে লেখেন ওই বছর মে মাসে 'রুস্‌কোয়ে বোগাৎস্তভো' পত্রিকায় প্রকাশিত স. ন. ইউঝাকভের 'জ্ঞানপ্রচারণী ইউটোপিয়া। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা' প্রবন্ধটির জবাবে।

ইউঝাকভের পরিকল্পনায় দরিদ্র ছাত্ররা শিক্ষালাভের খরচা খেটে শোধ দেবে এবং এই ভিত্তিতে মধ্যশিক্ষালয় খামারে বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা ছিল। লেনিন তার তীব্র সমালোচনা করে পরিকল্পনাটির প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র দেখিয়ে দেন।

'মধ্যশিক্ষালয় খামার এবং সংশোধক মধ্যশিক্ষালয়' প্রবন্ধটি 'সামারস্কি ভেস্তনিক' পত্রিকায় ১৮৯৫ সালের ২৫শে নভেম্বর (৭ই ডিসেম্বর) প্রকাশিত হয় ক. ত.-ইন স্বাক্ষরে।

'সামারস্কি ভেস্তনিক' ('সামারা সংবাদ') সংবাদপত্র; সামারা (বর্তমান কুইবিশেভ) থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত। ঊনিশ শতকের ৯০-এর দশকে তাতে বিপ্লবী রুশী মার্কসবাদীদের কিছু কিছু প্রবন্ধ ছাপা হয়। পৃঃ ১৬

(২) **'রুস্‌কোয়ে বোগাৎস্তভো' ('রুশ সম্পদ')** — মাসিকপত্র; পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ৯০-এর দশকের গোড়া থেকে এটি হয়ে দাঁড়ায় উদারনীতিক নারোদনিকদের মুখপত্র। জার সরকারের সঙ্গে আপোসের প্রচার করত পত্রিকাটি এবং মার্কসবাদ ও রুশী মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাত। পৃঃ ১৬

(৩) **নারোদনিক; নারোদপন্থা** — রুশ বৈপ্লবিক আন্দোলনে পেটি বুর্জোয়া ধারা, দেখা দেয় ১৯ শতকের ৭০-এর দশকে। নারোদনিকরা স্বৈরতন্ত্রের বিলোপ এবং

জমিদারী জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেবার দাবি করত। সেই সঙ্গে রাশিয়ায় পর্ঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ যে একটা নিয়মানুগ ব্যাপার সেটা তারা অস্বীকার করত, ফলে প্রধান বিপ্লবী শক্তি হিশেবে ধরত প্রলেতারিয়েতকে নয়, কৃষককে, গ্রাম-গোষ্ঠীকে গণ্য করত সমাজতন্ত্রের ভ্রূণ বলে। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষককে উত্থিত করার জন্য তারা যায় গ্রামে, 'নারোদ' বা জনগণের কাছে, কিন্তু সমর্থন পায় না।

১৯ শতকের ৮০—৯০-এর দশকে নারোদনিকরা জারতন্ত্রের সঙ্গে আপোসের পথ নেয়। কুলাকসম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রকাশ করে, প্রচণ্ড লড়াই চালায় মার্কসবাদের বিরুদ্ধে। পৃঃ ১৬

(৪) **'আমাদের মন্ত্রীরা ভাবছেন কী নিয়ে?'** — প্রবন্ধটি পিটার্সবুর্গের 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের সঙ্ঘ' কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'রাবোচেয়ে দেলো' ('শ্রমিক ব্রত') পত্রিকায় ছাপা হবার কথা ছিল। 'রাবোচেয়ে দেলো' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন লেনিন। পৃঃ ২৫

(৫) **সিনোদ** — রাশিয়ায় সনাতনী গির্জার সর্বোচ্চ পরিচালন সংস্থা। পৃঃ ২৫

(৬) রাজিন ও পুগাচভের নেতৃত্বে বৃহৎ দুটি কৃষক বিদ্রোহের কথা বলা হচ্ছে।

রাজিন, স. ত. (মৃত্যু ১৬৭১) — দন কসাক, রাশিয়ায় ১৭শ শতকের ৬০-এর দশকের শেষে কৃষক যুদ্ধের নেতা।

পুগাচভ, ইয়ে. ই. (আনুমানিক ১৭৪২—১৭৭৫) — দন কসাক, রাশিয়ায় ১৭৭৩—১৭৭৫ সালে কৃষক ও কসাকদের সামন্তবিরোধী বিদ্রোহের নেতা। সামন্ত যুগে কৃষক আন্দোলনের সমস্ত নেতাদের মতোই রাজিন ও পুগাচভেরও কোনো পরিষ্কার রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না, জার সম্পর্কে কৃষকদের মোহ, 'দয়ালু জারে' বিশ্বাস তাদেরও ছিল। বিদ্রোহ দমনের পর নেতাদের প্রাণদণ্ড হয়। পৃঃ ২৭

(৭) **ভূমিদাসত্ব, ভূমিদাসপ্রথা** — সামন্তদের নিকট কৃষকদের ব্যক্তিগত পরাধীনতা নির্দিষ্ট করার আইনী ব্যবস্থা। 'ভূমিদাসপ্রথার মূল লক্ষণ হল এই যে কৃষককে... ধরা হত জমির সঙ্গে বাঁধা, ভূমিদাস কথাটাই এসেছে এই থেকে' (লেনিন)।

ভূমিদাসপ্রথার উদয় হয় প্রাচীন রুশ রাষ্ট্র রূপ নেবার সময় (৯ম—১১শ শতক), সামন্ত সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশের ফলে তখন স্বাধীন কৃষক বা স্মের্দ-রা শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। ১৫শ শতকের ৮০-এর দশকে কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় কৃষকদের স্বাধীনতা হরণ বৃদ্ধি পায়। ১৪৯৭ সালের আইন সংহিতায় ভূমিদাসপ্রথা সর্বরাষ্ট্রীয় পরিসরে বিধিবদ্ধ হয়।

পংজিবাদী সম্পর্কের প্রভাবে সামন্ত-ভূমিদাসপ্রথার সংকট তথা কৃষক আন্দোলন বৃদ্ধির ফলে ভূমিদাসপ্রথা ১৮৬১ সালে লোপ পায়। কিন্তু তার জের — জমিদারী ভূমি-মালিকানা, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ খাটুনি, সামাজিক অধিকারভেদ ইত্যাদি দূর হয় কেবল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহা বিপ্লবেই। পৃঃ ৩০

(৮) **রাষ্ট্রীয় দুমা** — প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, ১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর চাপে জার সরকার এটি ডাকতে বাধ্য হয়। বাহ্যত, রাষ্ট্রীয় দুমা ছিল আইনপ্রণয়নী সংস্থা, কিন্তু কার্যত তার কোনো বাস্তব ক্ষমতা ছিল না। রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচন সরাসরি, সমান ও সার্বজনীন ছিল না। মেহনতী শ্রেণীগুলির এবং রাশিয়ায় অধিবাসী অরুশ জাতিসত্তাদের ভোটাধিকার ছিল খুবই সংকুচিত। শ্রমিক কৃষকদের বড়ো একটা অংশের আদৌ ভোটাধিকার ছিল না। ১৯০৫ সালের ১১ই (২৪শে) ডিসেম্বরের নির্বাচনী আইন অনুসারে জমিদারদের ১টি ভোট ছিল শহুরে বুর্জোয়াদের ৩টি, কৃষকদের ১৫টি ও শ্রমিকদের ৪৫টি ভোটের সমান।

প্রথম (এপ্রিল — জুলাই ১৯০৬) ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় দুমাকে (ফেব্রুয়ারি — জুন ১৯০৭) সরকার ভেঙে দেয়। ১৯০৭ সালের ৩রা জুন কু'দেতা ঘটিয়ে সরকার যে নতুন নির্বাচনী আইন জারী করে তাতে শ্রমিক কৃষক ও শহুরে পেটি বুর্জোয়াদের অধিকার আরো হরণ করে। তৃতীয় (১৯০৭—১৯১২) ও চতুর্থ (১৯১২—১৯১৭) রাষ্ট্রীয় দুমায় জমিদার ও বৃহৎ পংজিপতিদের প্রতিক্রিয়াশীল জোটের পরিপূর্ণ প্রাধান্য নিশ্চিত করা হয়। পৃঃ ৩২

(৯) **'রেচ'** (**'বাণী'**) — দৈনিক সংবাদপত্র, কাদেত পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি (৮ই মার্চ) থেকে ১৯১৮ সালের অগস্ট পর্যন্ত। পৃঃ ৩২

(১০) **কাদেত'রা** — নিয়মতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক পার্টি, রাশিয়ায় উদারনীতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টি; গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবরে, তাতে যোগ দেয় বুর্জোয়া, জেমস্তভোর কর্মকর্তা ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দাবি ছাড়িয়ে কাদেতরা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা জার সরকারের রাজ্যগ্রাসী বহির্নীতির সক্রিয় সমর্থন করে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে তারা রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। সাময়িক বুর্জোয়া সরকারের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থেকে তারা জন-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কাদেতরা সমস্ত সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ও হস্তক্ষেপ অভিযানে অংশ নেয়। পৃঃ ৩২

(১১) **অক্টোবরপন্থী (অক্টোব্রিস্ত)** — ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর জার ঘোষণাপত্র প্রকাশের পর গঠিত '১৭ই অক্টোবরের সঙ্ঘ' পার্টির সভ্য। এটি ছিল প্রতিবিপ্লবী পার্টি, বৃহৎ বুর্জোয়া এবং পুঁজিবাদী ধরনে খামার চালানো জমিদারদের প্রতিনিধি ও স্বার্থরক্ষক। জার সরকারের আভ্যন্তরীণ ও বহির্নীতির পুরো সমর্থক ছিল অক্টোবরপন্থীরা। পৃঃ ৩২

(১২) **প্রগতিবাদী'রা** — রুশ উদারনীতিক রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের একটি রাজনৈতিক গ্রুপ, রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে ও দুমার ক্রিয়াকলাপে এরা বিভিন্ন বুর্জোয়া জমিদার দল ও গ্রুপের লোক নিয়ে 'পার্টি বহির্ভূতির' ধ্বনিতে ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করে।

১৯১২ সালে ৪র্থ রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে প্রগতিবাদীরা কাদেতদের সঙ্গে যুক্ত ব্লক গঠন করে।

১৯১২ সালের নভেম্বরে প্রগতিবাদীরা নিম্নোক্ত কর্মসূচি নিয়ে স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি হিশেবে সংগঠিত হয়: সঙ্কীর্ণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নরমপন্থী সংবিধান, ছোটোখাটো সংস্কার, দায়িত্বশীল মন্ত্রক, অর্থাৎ দুমার নিকট জবাবদিহিতে বাধ্য সরকার, বিপ্লবী আন্দোলন দমন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পার্টির কিছু নেতা সাময়িক বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেয়। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহা বিপ্লবের বিজয়ের পর প্রগতিবাদীদের পার্টি সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালায়। পৃঃ ৩৩

(১৩) **ত্রুদোভিক গ্রুপ** — রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় দুমায় কৃষক এবং নারোদনিক মনোভাবের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের একটি গ্রুপ; গঠিত হয় ১৯০৬ সালের এপ্রিলে।

সামাজিক স্তরগত সমস্ত অধিকারভেদ এবং জাতীয় অসাম্যের বিলোপ, জেম্স্ত্ভো ও নাগরিক স্বশাসনের গণতন্ত্রীকরণ এবং রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবি করে ত্রুদোভিকরা।

রাষ্ট্রীয় দুমায় কাদেত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে দোল খেত ত্রুদোভিকরা। ১৯১৭ সালে তারা বুর্জোয়া সাময়িক সরকারকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর তারা বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের পক্ষে চলে যায়। পৃঃ ৩৬

(১৪) **'জনশিক্ষা-মন্ত্রকের কর্মনীতির প্রশ্ন'** — রাষ্ট্রীয় দুমায় বলশেভিক প্রতিনিধির বক্তৃতার লেনিন লিখিত মুসাবিদা। ১৯১৩ সালের ৪ঠা (১৭ই) জুন জনশিক্ষা-মন্ত্রকের ১৯১৩ সালের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে বাজেট কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা-কালে এ বক্তৃতা দেন আ. ইয়ে. বাদায়েভ। দুমায় লেনিনের খসড়াটি তিনি

প্রায় পুরোই পেশ করেন, কিন্তু বক্তৃতা সমাপ্ত হতে পারে না। 'এ সরকার কি জনগণ কর্তৃক বিতাড়িত হবার যোগ্য নয়?' এই উক্তি করায় বাদায়েভ বক্তৃতার অধিকার হারান। পৃঃ ৩৯

(১৫) **রাষ্ট্রীয় পরিষদ** — জার রাশিয়ায় উচ্চতন একটি রাষ্ট্র-সংস্থা। আইনপ্রণয়নের পরামর্শদাতা সংস্থা হিশেবে এটি গঠিত হয় ১৮১০ সালে, তার সভ্যদের নির্বাচন ও অনুমোদন করতেন জার। এটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় দুমায় গৃহীত নরমপন্থী বিলগুলিকেও তা নাকচ করে দিত। পৃঃ ৪১

(১৬) **উরিয়াদনিক** — প্রাকবিপ্লব রাশিয়ায় নিম্নতন পুলিস কর্মচারী। পৃঃ ৪৪

(১৭) **কৃষ্ণশত** — বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জার পুলিস কর্তৃক গঠিত রাজতন্ত্রী গুণ্ডাবাহিনী। কৃষ্ণশতেরা বিপ্লবীদের খুন করত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ওপর হামলা চালাত, ইহুদি-নিধন দাঙ্গা বাধাত। পৃঃ ৪৪

(১৮) ১৯০৭ সালের ৩রা জুনের কু'দেতায় সরকার যে নতুন নির্বাচনী আইন জারী করে তার কথা বলা হচ্ছে (৮নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৫

(১৯) **জেম্‌স্তভো** — জার রাশিয়ায় ১৮৬৪ সালে প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় গুবের্নিয়াগুলির স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা। জেম্‌স্তভোর এক্তিয়ার ছিল বিশুদ্ধ স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রশ্নে সীমাবদ্ধ (হাসপাতালের সুবন্দোবস্ত, রাস্তা পাতা, পরিসংখ্যান, বীমা ইত্যাদি)। কাজকর্ম চলত গুবের্নিয়ার লাট ও আভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে, সরকারের মনোমত না হলে জেম্‌স্তভোর সিদ্ধান্ত তারা বাতিল করে দিত। পৃঃ ৪৫

(২০) **'নেভ্‌স্কায়া জ্‌ভেজ্‌দা' ('নেভা তারকা')** — বৈধ বলশেভিক সংবাদপত্র, পিটার্সবুর্গে প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১০ই মার্চ) থেকে ৫ই (১৮ই) অক্টোবর, মোট ২৭টি সংখ্যা। বিদেশ থেকে কাগজটির ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব দিতেন ভ. ই. লেনিন। অবিরাম সরকারী নিপীড়ন চলে পত্রিকাটির ওপর। পৃঃ ৪৮

(২১) রাশিয়ায় ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৫০

(২২) **'সাংস্কৃতিক-জাতীয়' স্বশাসন** — গত শতকের ৯০-এর দশকে জাতীয় সমস্যায় অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও. বাউয়ের এবং ক. রেন্নের প্রস্তাবিত সুবিধাবাদী কর্মসূচি। এর মূল কথা ছিল: এক জাতিসত্তার লোক দেশের যেখানেই বাস করুক না কেন, তারা একটি স্বশাসিত জাতীয় লীগ গঠন করবে

এবং স্কুল ব্যবস্থা (বিভিন্ন জাতিসত্তার ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক স্কুল) এবং জ্ঞানপ্রচার ও সংস্কৃতির অন্যান্য শাখাকে রাষ্ট্র পুরোপুরি তাদের হাতে তুলে দেবে। এ কর্মসূচি প্রবর্তিত হলে প্রতিটি জাতীয় গ্রুপের মধ্যে যাজক সম্প্রদায় ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের প্রভাব বাড়ত এবং জাতি অনুসারে শ্রমিকদের বিভাগ গভীর করায় শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন বাধাগ্রস্ত হত। পৃঃ ৫২

(২৩) **'কিয়েভস্কায়া মীস্‌ল্‌'** ('কিয়েভ চিন্তা') —১৯০৬ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত কিয়েভ থেকে প্রকাশিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার দৈনিক পত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পত্রিকাটি প্রতিরক্ষাবাদী মনোভাব নেয়। পৃঃ ৫৪

(২৪) **জাপোরোঝিয়ে সেচ্‌** — নীপার নদীর ভাঁটি অঞ্চলে ('জা পরোগামি' — অর্থাৎ ভাঁটি অঞ্চলে) ইউক্রেনীয় কসাকদের সংগঠন, পলাতক ভূমিদাস ও শহুরে গরিবদের নিয়ে এটি গড়ে ওঠে ১৬ শতকের প্রথমার্ধে।

১৬ শতকের শেষে জাপোরোঝিয়ে সেচের সামরিক সংগঠন হয়, কম্যান্ডার নির্বাচনের প্রথা ছিল তাতে। তাতার ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালায় সেচ, ১৬৪৮—১৬৫৪ সালে ইউক্রেন জনগণের মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেয়। রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবার পরও জাপোরোঝিয়ে সেচের কিছু কিছু স্বশাসনাধিকার বজায় ছিল (কসাক স্বশাসন)। পৃঃ ৫৫

(২৫) **বুন্দ** ('লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড ও রাশিয়ার ইহুদী শ্রমিকদের সাধারণ লীগ') — ১৮৯৭ সালে গঠিত হয় ভিল্‌নোতে ইহুদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপগুলির প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসে; রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানত আধাপ্রলেতারীয় ইহুদী হস্তশিল্পীরা সংঘবদ্ধ হয় এতে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ১ম কংগ্রেসে (১৮৯৮) বুন্দ ঐ পার্টিতে যোগ দেয়।

রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদের বাহক ছিল বুন্দ।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির অভ্যন্তরে বুন্দ পার্টির সুবিধাবাদী অংশটিকে ক্রমাগত সমর্থন করে, লড়াই চালায় বলশেভিকদের বিরুদ্ধে। বলশেভিকদের কর্মসূচিতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবি করা হয়, তার বিপরীতে বুন্দ দাবি করে সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) বুন্দপন্থীরা সোশ্যাল-শোভিনিজমের অবস্থান নেয়। ১৯১৭ সালে বুন্দ সাময়িক বুর্জোয়া সরকারকে সমর্থন করে, লড়াই চালায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে। ১৯২১ সালের মার্চে বুন্দের আত্মবিলোপ ঘটে, তার একাংশ সাধারণ নীতিগত ভিত্তিতে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সভ্য হিশেবে গৃহীত হয়। পৃঃ ৫৭

(২৬) বিভিন্ন জাতির পেটি বুর্জোয়া বামপন্থী নারোদনিক পার্টির সম্মেলন বা রাশিয়ার জাতীয়-সমাজতান্ত্রিক পার্টির সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। এই সম্মেলন বসেছিল ১৯০৭ সালের ১৬ই — ২০শে এপ্রিলে ফিনল্যান্ডে।

প্রতি বছর জাতীয়-সমাজতান্ত্রিক পার্টির সম্মেলন আহ্বান, সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পালনের জন্য বিশেষ সেক্রেটারিয়েট গঠন, জাতীয়-সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সেক্রেটারিয়েটের মুখপত্র প্রকাশ নিয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সম্মেলনে। পৃঃ ৬০

(২৭) **লুপ্তিপন্থী (লিকুইডেটর)** —১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর মেনশেভিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে প্রচলিত সুবিধাবাদী ধারার অনুগামী।

লুপ্তিপন্থীরা শ্রমিক শ্রেণীর গুপ্ত বিপ্লবী পার্টির বিলোপ দাবি করে ও সুবিধাবাদী একটি 'ব্যাপক শ্রমিক পার্টি' গঠনের কথা বলে, যা বিপ্লবী ধ্বনি পরিহার করে কেবল জার সরকারের অনুমোদিত বৈধ ক্রিয়াকলাপে ব্যাপৃত থাকবে। শ্রমিক জনগণের মধ্যে লুপ্তিপন্থীরা প্রভাব লাভ করতে পারে না। ১৯১২ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রাগ সম্মেলনে লুপ্তিপন্থীরা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। পৃঃ ৬০

(২৮) **প্যারিশীয়-যাজকীয় বিদ্যালয়** — যাজক পল্লীর গির্জা স্কুল — প্রাকবিপ্লব রাশিয়ায় যাজক-পল্লীর অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়। অন্যান্য ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় এতে অনেক কম মনোযোগ দেওয়া হত রুশ ভাষা ও পাটীগণিত শিক্ষায়, প্রধান বিষয় ছিল ধর্মীয় অনুশাসন, স্লাভ গির্জার স্তোত্র পাঠ এবং ধর্মীয় গান। শিক্ষার মেয়াদ ছিল ২ বছর (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪ বছর), বিশ শতক থেকে তা বাড়ানো হয় ৩ বছরে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫ বছরে)। পৃঃ ৬৩

(২৯) **আর্শিন** — মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হবার আগে দৈর্ঘ্যের রুশী মাপ, ৭১·১২ সেন্টিমিটারের সমান। পৃঃ ৬৪

(৩০) **বেইলিস মামলা** — ধর্মীয় উদ্দেশ্যে খৃষ্টান বালক বলিদানের মিথ্যা অভিযোগে (আসলে বালকটিকে খুন করে কৃষ্ণশতেরা) কিয়েভে ১৯১৩ সালে ইহুদী বেইলিসের বিরুদ্ধে জার সরকার কর্তৃক আনীত প্ররোচনামূলক মামলা। এই মামলা সাজিয়ে জার সরকার বর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলন থেকে জনগণকে বিচ্যুত করার জন্য ইহুদী-বিরোধিতা ও ইহুদী-নিধন দাঙ্গা উসকিয়ে তোলার চেষ্টা করে। মামলায় প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়ন দেখা দেয়, বহু শহরে শ্রমিকদের প্রতিবাদ মিছিল বেরয়। মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হন বেইলিস। পৃঃ ৬৬

(৩১) ন. ক. ক্রুপস্কায়ার 'জনশিক্ষা এবং গণতন্ত্র' বইটি 'পারুস' প্রকাশ করবে কথা

ছিল, কিন্তু করে নি। এটি ছাপায় কেবল ১৯১৭ সালে 'জিজ্‌ন্‌ ই জ্‌নানিয়ে' ('জীবন ও জ্ঞান') প্রকাশালয়। পৃঃ ৭০

(৩২) আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষকদের দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয় ১৯১৯ সালের ১২ই—১৯শে জানুয়ারি। জনশিক্ষা কমিসারিয়েত গঠিত হবার অল্প পরেই আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং কমিসারিয়েতের কাজে অনেক সাহায্য করে।

শিক্ষকদের পশ্চাৎপদ যে অংশ মনে করত যে, স্কুল হওয়া উচিত রাজনীতি-বহির্ভূত এবং রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের সক্রিয় বিরোধিতা করে আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষকদের যেসব গ্রুপ সমাজতন্ত্রের প্রচার চালাত, তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এই ইউনিয়ন।

অভিনন্দন বাণীতে লেনিন 'আরো প্রসারিত ও যথাসম্ভব সর্বব্যাপী' শিক্ষক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কর্তব্য হাজির করেন। কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তে 'শিক্ষা ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির কর্মীদের সারা রুশ ইউনিয়ন' গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। পৃঃ ৭৮

(৩৩) দ্বিতীয় সারা রুশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয় ১৯১৯ সালের ১৫ই—২৫শে জানুয়ারি। পৃঃ ৮০

(৩৪) 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতির' নামধারী এক অ-মার্কসীয় মতবাদের কথা বলছেন লেনিন। জনশিক্ষার কমিসারিয়েতের আওতায় প্রলেতকুল্‌ত বা সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক সংস্থাটি ছিল সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন হিশেবে। সংগঠিত আকারে প্রলেত্‌কুল্‌ত রূপ নেয় ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে। অক্টোবর বিপ্লবের পরেও প্রলেত্‌কুল্‌ত নিজের 'স্বাধীনতা' বজায় রেখে চলে ও তাতে করে কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করায়। তার ফলে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা তার ভেতর ঢোকে ও তার নীতিকে খুবই প্রভাবিত করে। প্রলেত্‌কুল্‌ত-ওয়ালারা কার্যত অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের গুরুত্ব অস্বীকার করে, ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজ চালাবার দায়িত্ব পরিহার করে 'ল্যাবরেটরিতে' জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি' সৃজনের চেষ্টা চালায়। সংগঠন হিশেবে প্রলেত্‌কুল্‌ত সমপ্রকৃতির ছিল না। প্রলেত্‌কুল্‌তের অনেক সংস্থায় কর্তৃত্ব করত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক তরুণেরাও এতে ঢোকে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক নির্মাণ-কর্মে এরা ছিল আন্তরিকভাবেই সাহায্য প্রয়াসী। প্রলেত্‌কুল্‌ত সংগঠন সবচেয়ে বাড়ে ১৯১৯ সালে। বিশের দশকের গোড়ায় তার অবক্ষয় শুরু হয়। ১৯৩২ সালে প্রলেত্‌কুল্‌ত উঠে যায়। পৃঃ ৮৪

(৩৫) ১৯১৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জনকমিসার পরিষদে গৃহীত এবং ১২ই ডিসেম্বর 'কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া' ২৭২ নম্বরে প্রকাশিত 'সাক্ষরদের নিয়োজন ও সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রচার সংগঠন' নামক ডিক্রিটির কথা বলা হচ্ছে। ডিক্রিতে সমস্ত সাক্ষর অধিবাসীদের হিশেব নিয়ে তাদের মধ্য থেকে ভালো ভালো কথকদের বেছে গ্রুপ তৈরির কথা থাকে, গ্রুপগুলির কাজ ছিল... 'প্রথমত, সরকারের সমস্ত ব্যবস্থার কথা নিরক্ষরদের জানানো, দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবেই সমগ্র জনসাধারণের রাজনৈতিক বিকাশে সাহায্য করা...' পৃঃ ৮৫

(৩৬) ভ. ই. লেনিনের নির্দেশক্রমে রচিত 'প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটি' নামক জনকমিসার পরিষদের ডিক্রিটি লেনিন সই করেন ১৯২০ সালের ১২ই নভেম্বর এবং ২৬৩ নং 'কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ইজ্‌ভেস্তিয়া' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালের ২৩শে নভেম্বর। পৃঃ ১১৮

(৩৭) রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত জনশিক্ষার পার্টি সম্মেলনে রিপোর্ট দেবার জন্য ন. ক. ক্রুপস্কায়া যে থিসিসগুলি তৈরি করেন, লেনিনের মন্তব্যগুলি তারই ওপর। এ সম্মেলন চলে মস্কোয় ১৯২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ১৯২১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পর্যন্ত এবং তার কাজ ছিল রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১০ম কংগ্রেসের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে মালমসলা তৈরি করা। সামাজিক লালন, শিক্ষণ সংস্কার, বৃত্তিশিক্ষার কাজ নিয়ে আলোচনা চলে সম্মেলনে। পলিটেকনিকাল শিক্ষা নিয়ে ন. ক. ক্রুপস্কায়ার রিপোর্ট দেবার কথা ছিল সম্মেলনে, কিন্তু অসুস্থতার জন্য তা দিতে পারেন নি। পৃঃ ১৩০

(৩৮) **আঁতাঁত** — ত্রয়ী জোটের (জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, ইতালি) বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী জোট, চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯০৭ সালে; আঁতাঁত নাম হয় ১৯০৪ সালের ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি 'Entente Cordiale' ('আন্তরিক বোঝাপড়া') থেকে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) আঁতাঁতে যোগ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশ। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পর এ জোটের প্রধান পাণ্ডা — ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান — হয় সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রেরণাদাতা, সংগঠক ও সহযোগী। পৃঃ ১৩৪

(৩৯) **গ্লাভ্‌প্রোফবুর** — জনশিক্ষা কমিসারিয়েতে কেন্দ্রীয় বৃত্তিশিক্ষা দপ্তর। পৃঃ ১৩৫

(৪০) **গুবের্নিয়া আর্থনীতিক সম্মেলন** — ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৮ম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের নির্দেশে গুবের্নিয়া সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির আওতায় গঠিত শ্রম ও প্রতিরক্ষা সোভিয়েতের স্থানীয় সংস্থা। পৃঃ ১৪২

(৪১) ভ. ই. লেনিনের উদ্যোগে 'শ্রমিক-কৃষক পরিদর্শন' গঠিত হয় ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। পৃঃ ১৪২

(৪২) দার্শনিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক মাসিক পত্র 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা'র ('মার্কসবাদের পতাকাতলে') কথা বলা হচ্ছে। পত্রিকাটি মস্কো থেকে বেরয় ১৯২২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪৪ সালের জুন পর্যন্ত। পৃঃ ১৪৮

(৪৩) ফ. এঙ্গেলসের 'দেশান্তরী সাহিত্য' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৪৮

(৪৪) ১৯২০ সালের ২২শে—২৯শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৮ম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত বিদ্যুতীকরণ সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন ভ. ই. লেনিন। পৃঃ ১৫৪

(৪৫) নেপ (নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি) — পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্বে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের পলিসি। বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের পর্বে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে আর্থনীতিক কর্মনীতি অনুসৃত হয়, 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের' (১৯১৮—১৯২০) নীতি বলে যা ইতিহাসে পরিচিত, তার বিপরীতে এ কর্মনীতি হল 'নতুন'। যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্য ছিল উৎপাদন ও বণ্টনের চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবন, স্বাধীন ব্যবসা নিষেধ এবং খাদ্য বরাদ্দ, যাতে সমস্ত উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্য চাষীরা রাষ্ট্রকে দিতে বাধ্য থাকত।

নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতিতে চলে আসার পর সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও ক্ষুদে-কৃষক জোতের মধ্যে সম্পর্কের মূল রূপ দাঁড়াল পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক। নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতির উদ্দেশ্য ছিল বুনিয়াদী অর্থনৈতিক ঘাঁটিগুলি প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের হাতে রেখে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে থাকতে দেওয়া, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উপাদানগুলির মধ্যে সংগ্রাম চালানো, পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখা, কমিয়ে আনা ও পরে পুরোপুরি তুলে দেওয়া এবং ক্ষুদে-কৃষক জোতের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা। পৃঃ ১৬৩

(৪৬) ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি — নিষ্পন্ন হয় ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক শহরে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে। শর্তগুলি ছিল রাশিয়ার পক্ষে চূড়ান্ত কঠোর। এ চুক্তি স্বাক্ষরে সোভিয়েত সরকার বাধ্য হয় কেননা সাবেকী জার ফৌজ ভেঙে পড়েছিল, সবে শুরু হচ্ছিল লাল ফৌজ গড়ার কাজ। ব্রেস্ত শান্তি চুক্তির সবকিছু কঠোরতা সত্ত্বেও তাতে সোভিয়েত দেশ একটা প্রয়োজনীয় অবকাশ লাভ করে এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার মতো শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পায়।

জার্মানিতে বিপ্লবের পর (নভেম্বর ১৯১৮) ব্রেস্ত চুক্তি নাকচ হয়ে যায়। পৃঃ ১৬৭

নামের সূচি

ই

ইউঝাকভ, স. ন. (১৮৪৯—১৯১০) — উদারনীতিক নারোদবাদের একজন প্রবক্তা, সমাজবিদ ও প্রবন্ধিক। 'অতেচেস্ত্ভেন্নীয়ে জাপিস্কি' ('পিতৃভূমির লিখন'), 'ভেস্ত্‌নিক ইয়েভরোপী' ('ইউরোপের ঘোষক') ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতেন। 'রুস্‌কোয়ে বোগাৎস্ত্ভো' পত্রিকার অন্যতম পরিচালক। 'মধ্যশিক্ষালয় খামার এবং সংশোধক মধ্যশিক্ষালয়' এবং 'নারোদবাদী প্রকল্পপনার মণিমুক্তো' প্রবন্ধে ভ. ই. লেনিন ইউঝাকভের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতামতের তীব্র সমালোচনা করেন —১৭—২২।

ইউদেনিচ, ন. ন. (১৮৬২—১৯৩৩) — জার সৈন্যবাহিনীর জেনারেল। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী উত্তর-পশ্চিম ফৌজের সর্বাধিনায়ক। আঁতাঁত সাম্রাজ্যবাদীদের ঢালাও সমর্থন লাভ করেন। ১৯১৯ সালে দুইবার পেত্রগ্রাদ দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯১৯ সালে নভেম্বরে লাল ফৌজের কাছে পরাস্ত হয়ে এস্তোনিয়ায় পশ্চাদপসরণ করেন ও পরে ইংলণ্ডে চলে যান —১২২।

এ

এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক (১৮২০—১৮৯৫) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা ও গুরু, কার্ল মার্কসের বন্ধু ও সহযোগী —২৮, ১৪৮, ১৪৯।

ও

ওয়েন (Owen), **রবার্ট** (১৭৭১—১৮৫৮) — মহান ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী; পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তির তীব্র সমালোচনা করেন, কিন্তু পুঁজিবাদের সত্যকার মৌলিক বিরোধগুলি উদ্ঘাটন করতে পারেন নি; তিনি মনে করতেন, সামাজিক অসাম্যের মূল কারণ নিহিত রয়েছে খোদ পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে নয়, জ্ঞানপ্রচারের অপ্রতুলতায়, সুতরাং

সে অসাম্য দূর হতে পারে জ্ঞানপ্রচার ও সামাজিক সংস্কার মারফত; তার একটা ব্যাপক কর্মসূচিও তিনি পেশ করেন। আইন করে শ্রম-দিন সীমাবদ্ধকরণ, শ্রম রক্ষা, শিশুদের সামাজিক প্রতিপালনের জন্য ওয়েন লড়াই চালান। ৩০—৪০'এর দশকে ওয়েন ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন; শ্রমিকদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য অনেক কিছু করেন —১৬৪।

ক

ককোভৎসভ, ভ. ন. (১৮৫৩—১৯৪৩) — জার রাশিয়ার একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা। ১৯০৪—১৯১৪ সালে সামান্য ছেদ সহ অর্থমন্ত্রী, আর ১৯১১ সালে স্তলিপিনের হত্যার পর একই সময়ে মন্ত্রিপরিষদেরও সভাপতি। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্বেত দেশান্তরী —৪১, ৪২।

কলচাক, আ. ভ. (১৮৭৩—১৯২০) — জার নৌবহরের অ্যাডমিরাল, রাজতন্ত্রী; ১৯১৮ — ১৯১৯ সালে রুশ প্রতিবিপ্লবের একজন প্রধান নেতা, আঁতাতের তাঁবেদার। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে নিজেকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ শাসক বলে ঘোষণা করেন এবং উরাল, সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যের বুর্জোয়া-জমিদার সামরিক একনায়কত্বের শীর্ষে থাকেন। ১৯১৯ সালের শেষে লাল ফৌজের হাতে বিধ্বস্ত হন —৯১, ১১১, ১২২।

কাউৎস্কি (Kautsky), **কার্ল** (১৮৫৪—১৯৩৮) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও ২য় আন্তর্জাতিকের একজন নেতা, গোড়ায় মার্কসবাদী, পরে মার্কসবাদ থেকে ভ্রষ্ট হন, সুবিধাবাদের একটি অতি বিপজ্জনক ও অনিষ্টকর রকমফের মধ্যপন্থার (কাউৎস্কিপন্থার) প্রবক্তা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় কাউৎস্কি মধ্যপন্থা নেন, আন্তর্জাতিকতার বুলি দিয়ে সোশ্যাল-শোভিনিজম চাপা দেন। অতি-সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের স্রষ্টা। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর খোলাখুলি প্রলেতারীয় বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে, বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ান —১৬৮।

কাসসো, ল. আ. (১৮৬৫—১৯১৪) — বৃহৎ জমিদার, খারকভ ও পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। ১৯১০—১৯১৪ সালে জনশিক্ষার মন্ত্রী। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চালান, বিপ্লবী ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল অধ্যাপকদের নিগৃহীত করেন —৩২, ৩৬, ৪১, ৪২, ৫০।

কেরেনস্কি, আ. ফ. (১৮৮১—১৯৭০) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সাময়িক বুর্জোয়া সরকারে আইন-মন্ত্রী, স্থল ও নৌযুদ্ধের মন্ত্রী, এবং পরে সভাপতি-মন্ত্রী ও সর্বাধিনায়ক। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, ১৯১৮ সালে বিদেশে পালান —৬০।

ক্রুপস্কায়া, নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না (১৮৬৯ — ১৯৩৯) — সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশিষ্ট কর্মকর্তা, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রাচীনতম সভ্য, লেনিনের স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠ সাহায্যকারিণী, বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষণবিদ।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের মণ্ডলী-সভ্য, ১৯২১ সাল থেকে রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটির পরিচালক, ১৯২৯ সালে জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের উপ-প্রধান —১৩০।

ক্রুঝেভ, ই. স. (জন্ম ১৮৫৬) — অক্টোবরপন্থী, সামারা উয়েজ্দ্ ও সামারা শহরের বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক। উয়েজ্দ্ ও গুবের্নিয়ার জেম্স্ত্ভো এবং নগর দুমার সদস্য। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধি —৪৫—৪৯।

খ

খদরোভস্কি, ই. ই. (১৮৮৫—১৯৪০) — ১৯০৩ সাল থেকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সভ্য। ১৯০৩—১৯১১ সালে রাশিয়ার নানা শহরের পার্টি সংগঠনে কাজ করেন। একাধিকবার জার সরকারের দমনের কবলে পড়েন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় মস্কোর অভ্যুত্থানে অংশ নেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর পার্টি, সামরিক ও সোভিয়েত সংস্থায় কাজ করেন। ১৯২২-১৯২৮ — জনশিক্ষার সহকমিসার। ১৯৩২—১৯৩৪ সাল — সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধীনে টেকনিকাল উচ্চ শিক্ষা কমিটির সহসভাপতি —১৬০, ১৬১।

গ

গোর্কি, মাক্সিম (পেশ্কভ্, আ. ম.) (১৮৬৮ — ১৯৩৬) — মহান প্রলেতারীয় সাহিত্যিক, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠাতা, সোভিয়েত সাহিত্যের জনক —৭০।

চ

চ্খেনকেলি, আ. ই. (জন্ম ১৮৭৪) — সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, মেনশেভিক, পেশায় আইনজীবী। প্রতিক্রিয়া ও নতুন বিপ্লবী জোয়ারের যুগে লুপ্তিপন্থী (লিকুইডেটর)। ৪র্থ রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধি ও সেখানে মেনশেভিক গ্রুপের একজন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ককেশাস অঞ্চলে বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের প্রতিনিধি। ১৯১৮—১৯২১ সালে জর্জিয়ার মেনশেভিক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। পরে শ্বেত দেশান্তরী —৬০।

দ

দব্রোসের্দভ, ক. — বলশেভিক পত্রিকা 'নেভ্স্কায়া জ্ভেজ্দা'র ৬ নং সংখ্যায় ১৯১২ সালের ২২শে মে

প্রকাশিত 'রাষ্ট্রীয় দুমা ও জনশিক্ষা' প্রবন্ধের লেখক —৪৮।

দুর্নোভো, ই. ন. (১৮৩০—১৯০৩) — প্রতিক্রিয়াশীল রুশ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, জার আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৮৯—১৮৯৫), পরে মন্ত্রী কমিটির সভাপতি (১৮৯৫—১৯০৩); ৩য় আলেক্সান্দরের অভিজাততান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেন, জেম্স্ত্ভো কর্মকর্তাদের ইনস্টিটিউট এবং কৃষকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব হরণ করে জেম্স্ত্ভো প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নতুন ব্যবস্থা চালু করেন, রাশিয়ায় সংখ্যালঘু জাতিগুলির নিপীড়ন, সেন্সর ব্যবস্থার কঠোরতা ইত্যাদি বাড়িয়ে তোলেন —২৫, ২৮।

দেনিকিন, আ. ই. (১৮৭২—১৯৪৭) — জার সৈন্যবাহিনীর জেনারেল, বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের পর্বে (১৯১৮—১৯২০) ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার, দক্ষিণ রাশিয়ায় শ্বেতরক্ষী সশস্ত্র শক্তির সর্বাধিনায়ক। লাল ফৌজের নিকট পরাস্ত হয়ে (১৯২০, মার্চ) বিদেশে পালান —৯১, ১১১।

দ্রেভস (Drews), আর্তুর (১৮৬৫—১৯৩৫) — জার্মান, আদি খৃষ্টধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ঐতিহাসিক। যীশু খৃষ্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন; তবে গির্জার আপ্তবাক্য ও ধর্মীয় কুসংস্কারগুলির সমালোচনা তিনি করেন ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে —১৫০।

ন

নিকন (বেসসোনভ, ন.) (১৮৬৯—১৯১৯) — ৪র্থ রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধি, দুমার অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর একজন। ১৯১৩ সালে নিযুক্ত হন ইয়েনিসেই'র বিশপ ও ক্রাস্নইয়ার্স্কের ভিকার। ১৯১৭ সালে যাজক-বৃত্তি ত্যাগ করেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী বাহিনীতে থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়েন, ইউক্রেনে ডিরেক্টরির বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সরকারে ধর্মমন্ত্রী —৫৪, ৫৫।

নেপোলিয়ন, প্রথম (বোনাপার্ট) (১৭৬৯—১৮২১) — ফরাসী সম্রাট (১৮০৪—১৮১৪ এবং ১৮১৫) — ১৬৭।

প

পক্রভস্কি, ম. ন. (১৮৬৮—১৯৩২) — ১৯০৫ সাল থেকে পার্টি সভ্য। ১৯১৮ সাল থেকে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সহকারী জনশিক্ষা কমিসার —১৩৭।

পবেদনোস্ত্সেভ, ক. প. (১৮২৭—১৯০৭) — জার রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সিনোদের উচ্চ অভিশংসক, ৩য় আলেকসান্দরের রাজত্বকালে কার্যত সরকারের কর্তা এবং বলগাহীন সামন্ত প্রতিক্রিয়ার প্রধান হোতা, ২য় নিকোলাইয়ের রাজত্বকালেও বৃহৎ ভূমিকা পালন করে যান। সারা জীবন ধরে বিপ্লবী আন্দোলনের

বিরুদ্ধে একরোখা লড়াই চালান। ৬০'এর দশকের বুর্জোয়া সংস্কারের ঘোর বিরোধী, নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের পক্ষপাতী, বিজ্ঞান ও জ্ঞানালোকের শত্রু —২৫, ২৮।

পিরোগভ, ন. ই. (১৮১০—১৮৮১) — বিখ্যাত রুশী অস্ত্রচিকিৎসক ও শরীরবিদ। ১৮৫৬ সালে ওদেসা ও পরে কিয়েভ পাঠ্য অঞ্চলের অছি নির্বাচিত হন। তখনকার শিক্ষাদান ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন, সার্বজনীন শিক্ষার প্রচার চালান, সামাজিক স্তরভেদ বা জাতীয়তা অনুসারে শিক্ষাধিকার সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ১৮৬১ সালে শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কার প্রবর্তন করতে গিয়ে পদচ্যুত হন। অনেক বৈজ্ঞানিক রচনা লিখে গেছেন —৩৪।

পুরিশকেভিচ, ভ. ম. (১৮৭০—১৯২০) — বৃহৎ জমিদার, প্রতিক্রিয়াশীল, কৃষ্ণশত, রাজতন্ত্রী। কৃষ্ণশতপন্থী 'রুশ জনগণের লীগ' স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধি, দুমায় দাঙ্গা-প্ররোচক ইহুদীবিরোধী বক্তৃতার জন্য কুখ্যাত। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়েন — ৩০, ৫৪, ৫৮, ৬৬।

পেৎলিউরা, স. ভ. (১৮৭৭—১৯২৬) — ইউক্রেনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের একজন নেতা। ১৯১৭ সালে ইউক্রেনের প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্রীয় রাদায় সামরিক ব্যাপারের সাধারণ সেক্রেটারি। বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের সময় ইউক্রেনে প্রতিবিপ্লবের একজন পাণ্ডা। ইউক্রেনে সোভিয়েত রাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর শ্বেত দেশান্তরী —১২২।

ব

বাউয়ের (Bauer), অত্তো (১৮৮২—১৯৩৮) — অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও ২য় আন্তর্জাতিকের একজন নেতা, সংস্কারবাদের একটি রকমফের তথাকথিত অস্ট্রীয় মার্কসবাদের প্রবক্তা। 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন' নামক বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী তত্ত্বেরও অন্যতম স্রষ্টা তিনি। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব নেন — ৬১।

বেদনি, দেমিয়ান (প্রিদ্‌ভরভ, ইয়ে. আ.) (১৮৮৩ — ১৯৪৫) — প্রখ্যাত সোভিয়েত কবি। ১৯১২ সাল থেকে বলশেভিক পার্টির সভ্য। ১৯১১ সাল থেকে বলশেভিক পত্রিকা 'জ্‌ভেজ্‌দা' ও 'প্রাভদায়' লেখেন। তাঁর কবিতা ও কাহিনীগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার রক্ষকদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় ঝঙ্কৃত। বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের পর্বে তিনি ফ্রন্টে আন্দোলক হিশেবে কাজ করেন — ৪৭।

বেন্থাম (Bentham), ইয়েরেমিয়া (১৭৪৮ — ১৮৩২) — বৃটিশ আইনবিদ এবং দার্শনিক, বুর্জোয়া

উদারনীতিবাদের আদর্শবিদ। তিনি মনে করতেন যে, পৃথক পৃথক স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়ে সমাজ গড়া হয়। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিকৃত ধারণার জন্যে ক. মার্কস তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন —৮৮, ৮৯, ৯১।

ভ

ভিপপার, র. ইউ. (১৮৫৯—১৯৫৪) — বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। বহু পাঠ্যপুস্তকের লেখক —১৫০।

ভ্রাঙ্গেল, প. ন. (১৮৭৮—১৯২৮) — জার সৈন্য বাহিনীর জেনারেল, ব্যারন, ঘোর রাজতন্ত্রী। বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের পর্বে ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার; দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের একজন নেতা। ১৯২০ সালের এপ্রিল — নভেম্বরে শ্বেতরক্ষী 'দক্ষিণ রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর' সর্বাধিনায়ক। লাল ফৌজের নিকট পরাজিত হয়ে বিদেশে পালান —১২৭, ১২৮।

ম

মাক্লাকভ, ভ. আ. (জন্ম ১৮৭০) — দক্ষিণপন্থী কাদেত, জমিদার, পেশায় অ্যাডভোকেট, অনেক রাজনৈতিক মামলায় লড়েছেন। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাষ্ট্রীয় দুমায় মস্কো থেকে প্রতিনিধি, কাদেত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্যারিসে সাময়িক বুর্জোয়া সরকারের দূত; পরে শ্বেত দেশান্তরী —৪২।

মাখনো, ন. ই. (১৮৮৪—১৯৩৪) — ইউক্রেনে প্রতিবিপ্লবী নৈরাজ্যবাদী-কুলাক বাহিনীর পাণ্ডা, ১৯১৮ — ১৯২১ সালের এরা সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে লড়ে। কৃষক স্বার্থের রক্ষক হিসাবে নিজেকে জাহির করে মাখনো ও তার অনুচরেরা কৃষক জনগণকে নিজেদের সঙ্গে ভিড়িয়ে সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে তাদের চালাবার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির অদল-বদল অনুসারে মাখনো আঁকাবাঁকা চাল নেয়, কখনো শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে লড়ে, কখনো লাল ফৌজের বিরুদ্ধে। মাখনোর নৈরাজ্যবাদী-কুলাক দলগুলো রাজনৈতিক দস্যুতার পথ নেয়, হামলা করত সোভিয়েত সংগঠনের ওপর, দাঙ্গা বাধাত, জনগণের ধনসম্পদ লুট করত, খুন করত পার্টি ও সোভিয়েত কর্মীদের। মাখনোর দল চূড়ান্তরূপে বিধ্বস্ত হয় ১৯২১ সালের বসন্তে। মাখনো নিজে পালিয়ে যায় বিদেশে —১২২।

মার্কস, কার্ল (১৮১৮—১৮৮৩) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা ও গুরু —২৮, ১০০, ১০১, ১৪৯।

ল

লিৎকেন্স, ইয়ে. আ. (১৮৮৮—১৯২২) — ১৯০৪ সাল থেকে

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সভ্য। ১৯১৭ সালে আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯১৯ সালে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সদস্য হন। ১৯২০ সালে রাজনৈতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটির সহ-পরিচালক, ১৯২১ সাল থেকে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনশিক্ষা কমিসারিয়েতের উপ-প্রধান —১৩৭।

লিবমান, ফ. (গের্শ, প. ম.) (জন্ম ১৮৮২) — বিশিষ্ট বুন্দপন্থী, ১৯১১ সালে বুন্দের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য, 'অর্থোক্লিক বুন্দা' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জারতন্ত্রের রাজ্যগ্রাস-নীতির সমর্থক —৬৭, ৬৮।

লুনাচারস্কি, আ. ভ. (১৮৭৫—১৯৩৩) — বিপ্লবী আন্দোলনে আসেন গত শতকের ৯০-এর দশকের গোড়ায়। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসের পর বলশেভিক। বলশেভিক পত্রিকা 'ভ্পেরিয়দ', 'প্রলেতারি' এবং পরে 'নভায়া জিজ্ন' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। প্রতিক্রিয়ার যুগে মার্কসবাদ থেকে সরে যান, 'ভ্পেরিয়দের' পার্টিবিরোধী গ্রুপে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লুনাচারস্কি আন্তর্জাতিকতাবাদী মত পোষণ করেন। ১৯১৭ সালের গোড়ায় 'মেজরাইঅনপন্থী' গ্রুপে যোগ দেন ও তাদের সঙ্গে একত্রে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে পার্টিতে গৃহীত হন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত জনশিক্ষার কমিসার, পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধীনে বিদ্যা পরিষদের সভাপতি। শিল্প সাহিত্য নিয়ে এ'র অনেক লেখা আছে —৮৩, ১৩১, ১৩৭।

স

সুখানভ, ন. (গিম্মের, ন. ন.) (জন্ম ১৮৮২) — পেটি বুর্জোয়া ঝোঁকের অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক, মেনশেভিক। প্রথমে ছিলেন নারোদনিক, পরে মেনশেভিকদের সঙ্গে ভেড়েন, মার্কসবাদের সঙ্গে নারোদবাদ মেলাবার চেষ্টা করেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় নিজেকে আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে ঘোষণা করেন। ১৯১৭ সালে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন; আধা-মেনশেভিক 'নভয়া জিজ্ন' পত্রিকায় লিখতেন, সাময়িক বুর্জোয়া সরকারের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত অর্থনৈতিক সংস্থাদিতে কাজ করেন —১৬৭।

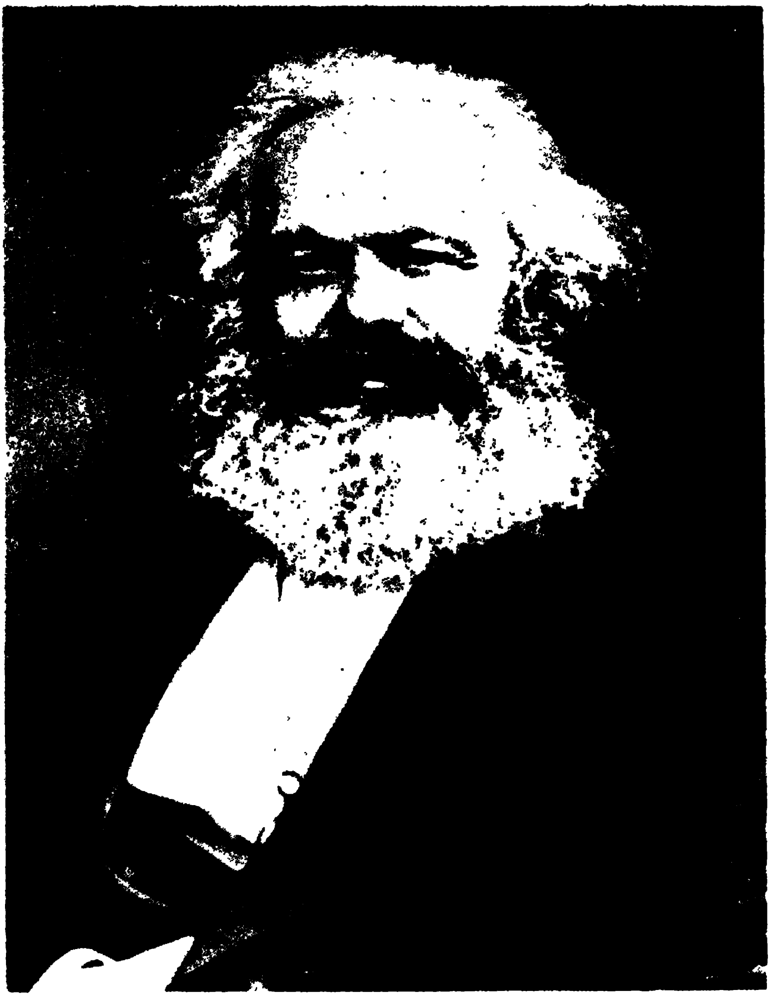

Karl Marx

কার্ল মার্কস

মার্কসবাদের প্রতিপাদ্য সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী

নতুন পঞ্জিকা অনুসারে ১৮১৮ সালের ৫ই মে ত্রিয়ার শহরে (প্রুশিয়ার রাইন অঞ্চল) **কার্ল মার্কসের** জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন এডভোকেট, ইহুদী, ১৮২৪ সালে তিনি প্রটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। পরিবারটি ছিল সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবান, কিন্তু বিপ্লবী নয়। ত্রিয়ারের স্কুল থেকে পাশ করে মার্কস প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, আইনশাস্ত্র পড়েন, কিন্তু বিশেষ করে অধ্যয়ন করেন ইতিহাস ও দর্শন। ১৮৪১ সালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করে এপিকিউরাসের দর্শন সম্পর্কে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়-থিসিস পেশ করেন। মতামতের দিক থেকে মার্কস তখনো ছিলেন হেগেলপন্থী ভাববাদী। বার্লিনে তিনি 'বামপন্থী হেগেলবাদী' (ব্রুনো বাউয়ের প্রভৃতি) গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। হেগেলের দর্শন থেকে এঁরা নাস্তিক ও বিপ্লবী সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে মার্কস অধ্যাপক হবেন আশা করে বন শহরে আসেন। কিন্তু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে — এ সরকার ১৮৩২ সালে লুদভিগ ফয়েরবাখকে অধ্যাপক পদ থেকে বিতাড়িত করে ও ১৮৩৬ সালে ফের তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয় না, ১৮৪১ সালে বন-এ তরুণ অধ্যাপক ব্রুনো বাউয়েরের বক্তৃতার অধিকার কেড়ে নেয় — মার্কস অধ্যাপক জীবন ছাড়তে বাধ্য হন। সে সময় জার্মানিতে

বামপন্থী হেগেলবাদীদের মতামত অতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল। লুদভিগ ফয়েরবাখ বিশেষ করে ১৮৩৬ সালের পর থেকে ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা শুরু করেন এবং মোড় ফেরেন বস্তুবাদের দিকে, যা ১৮৪১ সালে তাঁর মধ্যে ('খৃষ্টধর্মের সারমর্ম') প্রধান হয়ে ওঠে; ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভবিষ্যৎ দর্শনশাস্ত্রের মূলসূত্র'। ফয়েরবাখের এই সব রচনা সম্পর্কে এঙ্গেলস পরে লিখেছিলেন, এই সব বইয়ের 'মুক্তি ক্রিয়া নিজের অভিজ্ঞতায় অনুভব করার মতো'। 'আমরা সকলে' (অর্থাৎ মার্কস সমেত বামপন্থী হেগেলবাদীরা) 'তৎক্ষণাৎ ফয়েরবাখপন্থী হয়ে গেলাম।' (১) এই সময় বামপন্থী হেগেলবাদীদের সঙ্গে যাঁদের কিছু কিছু মিল ছিল রাইন অঞ্চলের এমন কিছু র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া কলোন শহরে 'রাইনিশ গেজেট' নামে সরকার বিরোধী একটি পত্রিকা স্থাপন করেন (প্রকাশ শুরু হয় ১৮৪২ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে)। মার্কস ও ব্রুনো বাউয়েরকে পত্রিকাটির প্রধান লেখক হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮৪২ সালের অক্টোবরে মার্কস পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হয়ে বন থেকে কলোনে চলে আসেন। মার্কসের সম্পাদনায় পত্রিকাটির বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক প্রবণতা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং সরকার পত্রিকাটির ওপর প্রথমে দুইদফা ও তিনদফা সেন্সর ব্যবস্থা চাপায় এবং পরে ১৮৪৩ সালের ১লা জানুয়ারি পত্রিকাটিকে একেবারেই বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করে। এই সময় মার্কসকে কাগজের সম্পাদনায় ইস্তফা দিতে হয়, কিন্তু ইস্তফা দিয়েও পত্রিকাটি রক্ষা পেল না, ১৮৪৩ সালের মার্চ মাসে সেটি বন্ধ হয়ে গেল। 'রাইনিশ গেজেট' পত্রিকায় মার্কসের প্রধান প্রধান লেখা হিসাবে নিচে যেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য) (২) তা ছাড়াও মোসেল উপত্যকায় আঙুর চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের (৩) উল্লেখ এঙ্গেলস করেছেন। পত্রিকায় কাজ করে মার্কস বুঝলেন অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নেই, তাই এ বিষয়ে তিনি সাগ্রহে পড়াশুনা শুরু করলেন।

১৮৪৩ সালে ক্রয়েজনাখ শহরে মার্কস জেনি ফন ভেস্তফালেনকে বিবাহ করেন। জেনি তাঁর বাল্যবন্ধু, ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁদের বাকদান হয়েছিল। মার্কসের স্ত্রী প্রুশিয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত পরিবারের মেয়ে। প্রুশিয়ার এক সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল যুগে, ১৮৫০—১৮৫৮ সালে এঁর বড়ো ভাই প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন। আর্নোল্দ রুগে'র (১৮০২—

১৮৮০; বামপন্থী হেগেলবাদী, ১৮২৫—১৮৩০ সালে কারারুদ্ধ; ১৮৪৮ সালের পর স্বদেশ থেকে পলাতক; ১৮৬৬—১৮৭০ সালের পর বিসমার্কপন্থী) সঙ্গে একত্রে বিদেশ থেকে একটি র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা বার করার জন্যে মার্কস ১৮৪৩ সালের শরৎকালে প্যারিসে আসেন। 'জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী' নামক এই পত্রিকাটির শুধু একটি সংখ্যাই বার হয়েছিল। জার্মানিতে গোপন প্রচারের অসুবিধা এবং রুগের সঙ্গে মতান্তরের ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকায় মার্কস যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তখনই তিনি বেরিয়ে আসেন এমন এক বিপ্লবী রূপে যিনি 'বর্তমান সব কিছুর নির্মম সমালোচনা', বিশেষ করে 'অস্ত্রের সমালোচনা' ঘোষণা করছেন (৪) এবং আবেদন জানাচ্ছেন **জনগণ** ও **প্রলেতারিয়েতের** কাছে।

১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কয়েক দিনের জন্যে প্যারিসে আসেন এবং তখন থেকে মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। উভয়েই তাঁরা প্যারিসের তদানীন্তন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল প্রুধোঁর মতবাদ, ১৮৪৭ সালে মার্কস তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে সে মতের দৃঢ় ফয়সালা করেছিলেন) টগবগে জীবনে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত অংশ নেন এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের নানাবিধ মতবাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে বিপ্লবী **প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্র** অথবা কমিউনিজমের (মার্কসবাদের) তত্ত্ব ও রণকৌশল গড়ে তোলেন। নিচের **গ্রন্থপঞ্জীতে** মার্কসের এই যুগের (১৮৪৪—১৮৪৮) লেখাগুলি দ্রষ্টব্য। প্রুশীয় সরকারের দাবিতে ১৮৪৫ সালে বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। মার্কস ব্রুসেল্স-এ আসেন। ১৮৪৭ সালের বসন্তে তিনি ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে একটি গুপ্ত প্রচার সমিতিতে যোগ দেন; লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (লন্ডন, ১৮৪৭ সালের নভেম্বর) তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেস থেকে ভার পেয়ে তাঁরা সুপ্রসিদ্ধ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' রচনা করেন, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা প্রকাশিত হয়। প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতায় এই রচনাটিতে রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্ববীক্ষা, সমাজ জীবনের ক্ষেত্রের উপরও প্রযোজ্য সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সব থেকে সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীর মতবাদ — দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন, কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ায় (৫) মার্কস বেলজিয়ম থেকে নির্বাসিত হন। তিনি আবার প্যারিসে চলে এলেন এবং মার্চ বিপ্লবের পর (৬) ফিরে যান জার্মানিতে, কলোন শহরেই। এইখানে প্রকাশিত হয় 'নতুন রাইনিশ গেজেট' পত্রিকা, ১৮৪৮ সালের ১লা জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে পর্যন্ত; মার্কস ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক। নতুন তত্ত্বের চমৎকার সমর্থন পাওয়া গেল ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবী ঘটনাস্রোতের গতিতে, যেমন তা সমর্থিত হয়েছে পরবর্তী কালে পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত প্রলেতারীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে। প্রথমে বিজয়ী প্রতিবিপ্লব মার্কসকে আদালতে অভিযুক্ত করে (১৮৪৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন) এবং পরে নির্বাসিত করে জার্মানি থেকে (১৮৪৯ সালের ১৬ই মে)। মার্কস প্রথমে প্যারিসে গেলেন, ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের শোভাযাত্রার পর (৭) সেখান থেকেও পুনরায় নির্বাসিত হয়ে লণ্ডনে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান।

মার্কসের নির্বাসিত জীবন অত্যন্ত কষ্টে কাটে, মার্কস এঙ্গেলস পত্রাবলী (১৯১৩ সালে প্রকাশিত) (৮) থেকে তা বিশেষ পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে। অভাব অনটনে মার্কস ও তাঁর পরিবার একেবারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠেন; এঙ্গেলসের নিরন্তর ও আত্মোৎসর্গী অর্থ-সাহায্য না পেলে মার্কসের পক্ষে 'পুঁজি' বইখানি শেষ করা তো দূরের কথা, অভাবের তাড়নায় নিশ্চিতই মারা পড়তেন। তাছাড়া, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের, সাধারণভাবে অ-প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের প্রাধান্যকারী মতবাদ ও ধারাগুলি মার্কসকে নিরন্তর কঠিন সংগ্রামে বাধ্য করেছে এবং মাঝে মাঝে অতি ক্ষিপ্ত বন্য ব্যক্তিগত আক্রমণও প্রতিহত করতে হয়েছে তাঁকে ('Herr Vogt') (৯)। দেশান্তরী চক্রগুলি থেকে তফাৎ হয়ে মার্কস তাঁর একাধিক ঐতিহাসিক রচনায় (গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য) নিজের বস্তুবাদী তত্ত্ব বিকশিত করে তোলেন, এবং প্রধানত অর্থশাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই বিজ্ঞানটির ক্ষেত্রে মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১৮৫৯) এবং 'পুঁজি' (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৭) রচনা করে বিপ্লব-সাধন করেছেন (নিচে মার্কসের মতবাদ দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম দশকের শেষে ও ষষ্ঠ দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের যুগ মার্কসকে আবার প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের মধ্যে ডাক দেয়। ১৮৬৪ সালে (২৮শে সেপ্টেম্বর) লণ্ডনে বিখ্যাত প্রথম আন্তর্জাতিকের,

'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কস ছিলেন এই সমিতির প্রাণস্বরূপ, তার প্রথম 'অভিভাষণ' (১০) এবং বহুবিধ প্রস্তাব, ঘোষণা ও ইশতেহার তাঁরই লেখা। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভিন্ন ধরনের প্রাক-মার্কসীয় অ-প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রকে (মাৎসিনি, প্রুধোঁ, বাকুনিন, ইংলণ্ডের উদারনীতিক ট্রেড ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে লাসালপন্থীদের দক্ষিণ দিকে দোদুল্যমানতা ইত্যাদি) সংযুক্ত কার্যকলাপের পথে চালনার চেষ্টা করে এবং এই সব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলির মতবাদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে চালাতে মার্কস বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রলেতারীয় সংগ্রামের একটি একক রণকৌশল গড়ে তোলেন। যে প্যারিস কমিউনের অমন সুগভীর, পরিষ্কার, চমৎকার, **কার্যকরী**, বিপ্লবী মূল্যায়ন মার্কস উপস্থিত করেন ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', ১৮৭১) তার পতন (১৮৭১) (১১) ও বাকুনিনপন্থীগণ কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাতিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পর ইউরোপে সংগঠনটির অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের (১৮৭২) পর মার্কস আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদকে নিউ-ইয়র্কে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অনেক বেশি বৃদ্ধির একটা যুগ — তার **প্রসারবৃদ্ধি** এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক **গণ** শ্রমিক পার্টি সৃষ্টির একটা যুগের জন্যেই তা পথ ছেড়ে দেয়।

আন্তর্জাতিকে কঠিন পরিশ্রম এবং তত্ত্বগত কাজের জন্যে কঠিনতর মেহনত করার ফলে মার্কসের স্বাস্থ্য চূড়ান্ত রূপে ভেঙে গিয়েছিল। অর্থশাস্ত্রকে ঢেলে সাজা এবং 'পুঁজি' বইখানিকে সম্পূর্ণ করার কাজ তিনি চালিয়ে যান, রাশি রাশি নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন ও একাধিক ভাষা (যথা রুশ) আয়ত্ত করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যে 'পুঁজি' বইখানি সম্পূর্ণ করা তাঁর হয়ে উঠল না।

১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ আরাম-কেদারায় বসে শান্তভাবে মার্কস তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লণ্ডনের হাই গেট সমাধিক্ষেত্রে মার্কসকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সমাধিস্থ করা হয়। মার্কসের সন্তানদের মধ্যে কিছু বাল্যাবস্থাতেই মারা যায় লণ্ডনে, যখন চরম অভাবের মধ্যে পরিবারটি বাস করছিল। এলেওনোরা

আভেলিং, লাউরা লাফার্গ ও জেনি লংগে — মেয়েদের এই তিনজনের বিয়ে হয় ইংরেজ ও ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে। শেষোক্ত জনের পুত্র ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির একজন সভ্য।

মার্কসের মতবাদ

মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষামালার নাম **মার্কসবাদ**। জার্মান চিরায়ত দর্শন, ইংরেজী চিরায়ত অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র তথা সাধারণভাবে ফরাসী বিপ্লবী মতবাদ — মানবজাতির সবচেয়ে অগ্রসর তিনটি দেশে আবির্ভূত উনিশ শতকের এই তিনটি প্রধান ভাবাদর্শগত প্রবাহের ধারাবাহক ও প্রতিভাধর পূর্ণতাসাধক হলেন মার্কস। পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মসূচী স্বরূপ আধুনিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পাওয়া যায় মার্কসের যে মতামতের সমগ্রতা থেকে, তার অপূর্ব সঙ্গতি ও অখণ্ডতা তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করে। এই সঙ্গতি ও অখণ্ডতার কারণে মার্কসবাদের প্রধান বস্তু, অর্থাৎ মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের পরিব্যাখ্যানের আগে মার্কসের বিশ্ববোধ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ করা দরকার।

দার্শনিক বস্তুবাদ

১৮৪৪—১৮৪৫ সালে যখন মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি রূপ নিচ্ছিল তখন থেকেই মার্কস বস্তুবাদী, বিশেষ করে ল. ফয়েরবাখের অনুগামী, এমনকি পরবর্তী কালেও মার্কস মনে করতেন যে ফয়েরবাখের দুর্বল দিকগুলির একমাত্র কারণ এই যে তাঁর বস্তুবাদ যথেষ্ট সুসঙ্গত ও সর্বাঙ্গীণ নয়। মার্কস মনে করতেন ফয়েরবাখের বিশ্ব-ঐতিহাসিক, 'যুগান্তকারী' গুরুত্ব ঠিক এই যে তিনি হেগেলের ভাববাদ দৃঢ়ভাবে পরিহার করে ঘোষণা করেছিলেন বস্তুবাদের, ইতিপূর্বেই 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে ফ্রান্সে যার সংগ্রাম বেধেছিল শুধু প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে নয়... সর্ববিধ অধিবিদ্যার (অর্থাৎ 'স্থিতধী দর্শনচিন্তার' বদলে 'মাতাল কল্পানুমান') সঙ্গেও' ('সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' পুস্তকের 'পবিত্র পরিবার' দ্রষ্টব্য)। মার্কস লিখেছিলেন, 'হেগেলের কাছে মনন প্রক্রিয়া

হল বাস্তবতার ডিমিয়ারগস (অর্থাৎ স্রষ্টা, নির্মাতা)। এই প্রক্রিয়াকে তিনি আইডিয়া আখ্যা দিয়ে একটি স্বাধীন কর্তায় পর্যন্ত পরিণত করেছিলেন... উল্টো দিকে, আইডিয়াল আমার কাছে মনুষ্য মানসে পুনরুপ্ত ও সেখানে রূপান্তরিত বাস্তব ছাড়া কিছু নয়' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা)। মার্কসের এই বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এবং তারই বিবরণ প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য) লেখেন (বইখানির পাণ্ডুলিপি মার্কস পড়েছিলেন): — 'বিশ্বজগতের ঐক্য তার সত্তায় নয়, তার বস্তুময়তায়... দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও দুরূহ অগ্রগতির মধ্য থেকে তার প্রমাণ মিলবে... গতিই হল বস্তুর অস্তিত্বের রূপ। গতিবিহীন বস্তু অথবা বস্তু বিচ্ছিন্ন গতি কোথাও কখনো ছিল না, থাকতেও পারে না... যদি প্রশ্ন করা যায়... ভাবনা ও চেতনা কী জিনিস, কোথা থেকেই বা তারা এল, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে তাদের সৃষ্টি আর খোদ মানুষেরও সৃষ্টি প্রকৃতি জগত থেকে, একটা নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিকাশমান। এ থেকে স্বতঃই বোঝা যায় যে মনুষ্য-মস্তিষ্কের সৃষ্টি চূড়ান্ত বিবেচনায় প্রকৃতিরই সৃষ্টি হওয়ায় তা অবশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলির বিরোধী নয়, বরং তদনুসারী।' 'হেগেল ছিলেন ভাববাদী, অর্থাৎ তাঁর কাছে মানসিক ভাবনা বাস্তব বস্তু ও প্রক্রিয়ার ন্যূনাধিক বিমূর্ত প্রতিবিম্ব (Abbilder, প্রতিফলন, মাঝে মাঝে এঙ্গেলস 'ছাপ'ও লিখেছেন) নয়, — পক্ষান্তরে তাঁর মতে বিশ্বজগত আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই কোথায় যেন বর্তমান কোনো এক আইডিয়ার প্রতিচ্ছবিই হল বস্তু ও তার বিকাশ।' 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' গ্রন্থে এঙ্গেলস লিখেছেন (বইখানিতে এঙ্গেলস ফয়েরবাখের দর্শন সম্পর্কে তাঁর ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেছেন; হেগেল, ফয়েরবাখ ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার বিষয়ে ১৮৪৪—১৮৪৫ সালে তিনি ও মার্কস যা লিখেছিলেন, তার পুরনো পাণ্ডুলিপিটি আবার সযত্নে পড়ে দেখার পর তিনি এ বইটি ছাপতে দিয়েছিলেন): — 'সমস্ত দর্শনের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক দর্শনচিন্তার বিরাট বনিয়াদী প্রশ্ন হল সত্তার সঙ্গে ভাবনার, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন... কোনটা কার আগে: আত্মার আগে প্রকৃতি না প্রকৃতির আগে আত্মা... এই প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দুইটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। যাঁরা

প্রকৃতির আগেই আত্মার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন এবং সেই কারণে শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো ভাবে বিশ্ব সৃষ্টির প্রকল্প মেনেছেন ... তাঁরা হলেন ভাববাদী শিবির। যাঁরা প্রকৃতিকেই আদি প্রেরণা বলে ধরেছেন তাঁরা হলেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর বস্তুবাদী।' এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে (দার্শনিক) ভাববাদ ও বস্তুবাদ কথাটির ব্যবহার শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে। সর্বদাই কোনো না কোনো রূপে ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাববাদকেই যে শুধু মার্কস চূড়ান্তরূপে বর্জন করেছেন তাই নয়, আমাদের সময়ে যা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে হিউম ও কাণ্টের সেই সব দৃষ্টিভঙ্গি, অজ্ঞেয়বাদ, সমালোচনাবাদ, বিভিন্ন ধরনের পজিটিভিস্ট মতবাদকেও তিনি নাকচ করেছেন। এই ধরনের দর্শনকে তিনি মনে করতেন ভাববাদের কাছে 'প্রতিক্রিয়াশীল' নতিস্বীকার, কিংবা বড়োজোর 'বস্তুবাদকে জগতের সামনে অস্বীকার করে গোপনে তা গ্রহণ করার এক লজ্জিত ধরন মাত্র' (১২)। এই প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্বোক্ত রচনাবলী ছাড়াও ১৮৬৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর এঙ্গেলসের কাছে লেখা মার্কসের একটি চিঠি দ্রষ্টব্য। তাতে সুবিদিত প্রকৃতিবিজ্ঞানী টমাস হাকসলির সচরাচরের চেয়ে 'বেশি বস্তুবাদী' উক্তির, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমরা সত্যই পর্যবেক্ষণ করছি ও চিন্তা করছি ততক্ষণ বস্তুবাদের মাটি থেকে কদাচ সরে যাওয়া আমাদের সম্ভব নয়,' তাঁর এই স্বীকৃতির উল্লেখ করেও তিনি অজ্ঞেয়বাদ, হিউমবাদের জন্যে 'ফাঁক' রেখে গেছেন বলে মার্কস তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। আবশ্যিকতার (necessity) সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য: 'আবশ্যিকতার উপলব্ধি না থাকলেই তা অন্ধ। আবশ্যিকতার উপলব্ধিই হল স্বাধীনতা' (এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-দ্যুরিং')। এর অর্থ হল প্রকৃতির বাস্তব নিয়মবদ্ধতা এবং স্বাধীনতায় আবশ্যিকতারই দ্বান্দ্বিক রূপান্তর স্বীকার করা (ঠিক যেভাবে অজ্ঞাত কিন্তু জ্ঞেয় 'আসল বস্তু' (thing-in-itself) পরিবর্তিত হয় 'আমাদের বস্তুতে' (thing-for-us), 'বস্তুর মর্মসার' পরিবর্তিত হয় 'ঘটনায়')। 'সেকেলে' বস্তুবাদ তথা ফয়েরবাখের বস্তুবাদের (এবং আরো বিশেষ করে ব্যুখনার, ফগ্‌ত ও মোলেশৎ-এর 'অর্বাচীন' বস্তুবাদের) মৌলিক ত্রুটি মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে এই: (১) এই বস্তুবাদ 'প্রধানত যান্ত্রিক', রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের (পদার্থের বৈদ্যুতিক তত্ত্বের কথাটাও আজকের দিনে যোগ করা দরকার) হিসাব নেয় নি: (২) সেকেলে বস্তুবাদ অনৈতিহাসিক ও অ-

দ্বান্দ্বিক (দ্বান্দ্বিকতা বিরোধী এই অর্থে অধিবিদ্যামূলক), বিকাশের দৃষ্টিকোণকে সুসংগত ও সর্বাঙ্গীণ ভাবে অনুসরণ করে নি; (৩) এতে 'মানব-সারসত্তাকে' 'সর্বপ্রকার' (বিশেষ নির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক) 'সামাজিক সম্পর্কের সমাহার' হিসাবে না দেখে দেখা হয়েছে বিমূর্তভাবে, সুতরাং এতে শুধু বিশ্বের 'ব্যাখ্যাই করা হয়েছে' যেখানে প্রশ্ন হল এ বিশ্বকে 'পরিবর্তন করা', অর্থাৎ 'বিপ্লবী ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের' গুরুত্ব এ বস্তুবাদ বোঝে নি।

দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব

বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ, সবচেয়ে বিষয়সমৃদ্ধ এবং সবচেয়ে সুগভীর মতবাদ হিসাবে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে মার্কস ও এঙ্গেলস চিরায়ত জার্মান দর্শনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করতেন। বিকাশের, বিবর্তনের অন্য সমস্ত নীতি-সূত্রকে তাঁরা গণ্য করতেন একপেশে ও বিষয়-দৈন্যসূচক, তাতে প্রকৃতিজগতের ও সমাজের সত্যকার বিকাশধারার বিকৃতি ও অঙ্গহানি ঘটানো হয় (এ বিকাশ প্রায়শই উল্লম্ফন, বিপর্যয় ও বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ঘটে)। 'বলা চলে প্রায় একমাত্র মার্কস এবং আমিই সচেতন দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে উদ্ধার করতে' (ভাববাদ তথা হেগেলবাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে) 'এবং প্রকৃতিজগতের বস্তুবাদী বোধের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছি।' 'দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের সমর্থনক্ষেত্র হল প্রকৃতি, এবং ঠিক আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এ সমর্থন অসাধারণ সমৃদ্ধ' (এ কথা লেখা হয়েছিল রেডিয়ম, ইলেকট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভৃতি আবিষ্কারের আগেই!), 'যার মধ্যে দিন দিন সঞ্চিত হয়ে উঠছে রাশি রাশি মালমসলা ও তা প্রমাণিত করছে যে চূড়ান্ত বিচারে প্রকৃতির ব্যাপার স্যাপার অধিবিদ্যামূলক নয় -- দ্বন্দ্বমূলক।' (১৩)

এঙ্গেলস লিখেছেন, 'আগে থেকে তৈরি, পরিসমাপ্ত কতকগুলি বস্তু দিয়ে এ বিশ্ব গড়া নয়, এ বিশ্ব হল প্রক্রিয়াসমূহের সামগ্রিকতা, যেখানে দৃশ্যত অপরিবর্তমান বস্তু তথা আমাদের মস্তিষ্কে তাদের মানসপ্রতিচ্ছবি, ধ্যান-ধারণা চলেছে এক অবিরাম পরিবর্তন-স্রোতের মধ্য দিয়ে, কখনো উদ্ভূত হচ্ছে, কখনো বিলয় পাচ্ছে, — এই মহান বনিয়াদী কথাটি হেগেলের সময় থেকে সর্বজনীন চেতনার সঙ্গে এতখানি মিশে গেছে যে সাধারণ আকারে এ উক্তির প্রতিবাদ কেউ প্রায়ই করে না। কিন্তু এই বনিয়াদী ভাবনাটিকে মুখে স্বীকার করা এক

কথা, আর প্রতিটি আলাদা ঘটনায়, অনুসন্ধানের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, সে হল অন্য কথা।' 'দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের কাছে চিরকালের জন্যে স্থিরনির্দিষ্ট, পরম, পবিত্র বলে কিছুই নেই। সব কিছুরই ওপরেই, সব কিছুর ভেতরেই অনিবার্য পতনের সিলমোহর তা দেখে এবং উদ্ভব ও বিলয়ের এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া, নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে অন্তহীন উদ্বর্তন ছাড়া কিছুই এর কাছে টেকে না। দ্বন্দ্বমূলক দর্শন ব্যাপারটাই হল চিন্তাশীল মনের ওপর এই প্রক্রিয়ারই প্রতিচ্ছবি মাত্র।' এই ভাবে মার্কসের মত অনুসারে দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল 'বহির্জগৎ ও মানবচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই গতির সাধারণ নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান' (১৪)।

হেগেলীয় দর্শনের এই বিপ্লবী দিকটাকে মার্কস গ্রহণ করেন ও তাকে বিকশিত করে তোলেন। 'অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনো দর্শনের প্রয়োজন নেই' দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের। পূর্বতন দর্শন থেকে রইল শুধু 'চিন্তা এবং তার নিয়মকানুনের বিজ্ঞান — সাধারণ (formal) যুক্তিবিদ্যা ও দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব' (১৫)। সেই সঙ্গে হেগেলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কস যেভাবে দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে বুঝেছিলেন তাতে সেই দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের মধ্যে পড়ে যাকে আজকাল বলা হয় জ্ঞানের তত্ত্ব, এপিস্টেমলজি; এই বিদ্যাটির বিষয়বস্তুকেও দেখতে হবে ঐতিহাসিক ভাবে, এবং জ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ, অ-জ্ঞান থেকে জ্ঞানে উৎক্রান্তির পর্যালোচনা ও সাধারণীকরণ করতে হবে।

বিকাশের ধারণা, বিবর্তনের ধারণা বর্তমানে প্রায় সমগ্র সামাজিক চেতনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা করেছে অন্য পথে, হেগেলীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে নয়। তবু হেগেলকে ভিত্তি করে মার্কস ও এঙ্গেলস যেভাবে তার সূত্র দিয়েছেন সে আকারে এটা বিবর্তনের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার চেয়ে অনেক বেশি সর্বাঙ্গীণ ও অনেক বেশি সারগর্ভ। অতিক্রান্ত স্তরের পুনরাবর্তনের মতো বিকাশ, কিন্তু পুনরাবর্তন অন্য একটা উচ্চতর ভিত্তিতে ('নেতির নেতীকরণ'), সরল রেখায় বিকাশ নয়, বলা যেতে পারে সর্পিলবৃত্ত বা স্পাইর‍্যাল আকারে বিকাশ; — উল্লম্ফন, বিপর্যয়, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিকাশ; — 'ক্রমিকতায় ছেদ'; পরিমাণ থেকে গুণে উত্তরণ, — একটি বস্তুর ওপর, অথবা নির্দিষ্ট ঘটনার পরিসীমার মধ্যে কিংবা একটি সমাজের অভ্যন্তরে সক্রিয় বিভিন্ন শক্তি ও প্রবণতার বিরোধ থেকে, সংঘাত থেকে পাওয়া বিকাশের আভ্যন্তরীণ তাড়না; — প্রত্যেকটি ঘটনার সবকটি দিকের পরস্পর নির্ভরতা এবং সুনিবিড়

অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক (সেই সঙ্গে আবার ইতিহাস কর্তৃক অনবরত নতুন নতুন দিকের উম্ঘাটন), এমন সম্পর্ক যা থেকে গতির একক নিয়মানুগ বিশ্বপ্রক্রিয়ার উদ্ভব — বিকাশের আরো সারগর্ভ (সচরাচরের তুলনায়) মতবাদ স্বরূপ দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের এই হল কয়েকটি দিক। (১৮৬৮ সালের ৮ই জানুয়ারি এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের পত্র তুলনীয়, এই পত্রে মার্কস বিদ্রূপ করেছিলেন স্তাইনের 'কেঠো ট্রিকটমিকে', বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের সঙ্গে যা গুলিয়ে ফেলা হাস্যকর।)

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

সেকেলে বস্তুবাদের অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা উপলব্ধি করায় মার্কস নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে, 'সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে... বস্তুবাদী ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভিত্তির উপর এই বিজ্ঞানের পুনর্গঠন করা আবশ্যক' (১৬)। বস্তুবাদ যে হেতু সত্তা দিয়ে চেতনার ব্যাখ্যা করে, বিপরীতটা নয়, সেই হেতু মানুষের সামাজিক জীবনে বস্তুবাদের প্রয়োগ করলে **সামাজিক** সত্তা দিয়ে **সামাজিক** চেতনার ব্যাখ্যা দাবি করবে বস্তুবাদ। মার্কস লিখেছেন ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড), 'যন্ত্রবিদ্যা (টেক্‌নলজি) উম্ঘাটিত করছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক, তার জীবনের প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি এবং তা থেকে উদ্ভূত মানসিক ধ্যান-ধারণা (১৭)।' মানব সমাজ ও মানব ইতিহাসের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত বস্তুবাদের মূলনীতির সামগ্রিক সূত্র মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' পুস্তকের ভূমিকায় এই ভাবে দিয়েছেন:

'নিজেদের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে মানুষ এমন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অপরিহার্য সম্পর্কের মধ্যে — উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে — প্রবেশ করে, যা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ, যা বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরটির পক্ষেই উপযোগী।

'এই সব উৎপাদন-সম্পর্কের সমষ্টি থেকেই গড়ে ওঠে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, বাস্তব বনিয়াদ, এই বাস্তব বনিয়াদের ওপরেই খাড়া হয় আইনবিষয়ক ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং তারই উপযোগী হয়ে দেখা দেয় সামাজিক চৈতন্যের নির্দিষ্ট রূপগুলি। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতি থেকেই নির্দিষ্ট হয় সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মননবিষয়ক জীবনধারা। মানুষের চৈতন্য থেকে তার সত্তা নির্ধারিত হচ্ছে না, বরং মানুষের সামাজিক

2—313

সত্তা থেকেই নির্ধারিত হচ্ছে তাদের চৈতন্য। বিকাশের এক একটা বিশেষ স্তরে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধ বাধে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির, -- অথবা, ওই একই কথাকে আইনের পরিভাষায় বললে দাঁড়ায়, -- যে সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে এই সব উৎপাদন-শক্তি এতাবৎ বিকশিত হচ্ছিল বিরোধ ঘটে তারই সঙ্গে। উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা রূপ থেকে তা পরিণত হয় তার শৃঙ্খলে। তখন আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উপরিকাঠামোর সবখানিও ন্যূনাধিক অচিরাৎ রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এই রকমের রূপান্তরের পর্যালোচনা করতে হলে আইনবিষয়ক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সৌন্দর্যতত্ত্ববিষয়ক বা দার্শনিক, অর্থাৎ, সংক্ষেপে বললে, যে সকল মতাদর্শগত মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ও সংগ্রাম করে তার নিষ্পত্তি করার জন্য, -- এগুলির সঙ্গে অবশ্যই তফাৎ করে দেখতে হবে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষয়িক রূপান্তরের কথাটা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই নির্ভুলভাবে এ রূপান্তরকে নির্ধারণ করা সম্ভব।

'নিজের সম্পর্কে যার যা ধারণা, তার ওপরেই যেমন আমরা একটি মানুষ সম্পর্কে আমাদের মতামত স্থির করি না, তেমনি পরিবর্তনের এইরূপ একটা যুগকেও তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করা চলে না। এই চেতনাটাকেই বরং ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের বিরোধগুলি দিয়ে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের তদানীন্তন সংঘর্ষ দিয়ে...' 'মোটামুটিভাবে এশীয়, পৌরাণিক, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতিকে অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার ধারাবাহিক পর্যায় হিসাবে ধরা চলে।' (তুলনীয়, ১৮৬৬ সালের ৭ই জুলাই তারিখে এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কসের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা: 'শ্রমের সংগঠন নির্ধারিত হচ্ছে উৎপাদনের উপায় দিয়ে — আমাদের এই তত্ত্ব'।)

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আবিষ্কার, কিংবা বলা ভালো, সামাজিক ঘটনার ক্ষেত্রে বস্তুবাদের সুসঙ্গত প্রসারের ফলে পূর্বতন ঐতিহাসিক তত্ত্বাদির দুটি প্রধান ত্রুটি দূরীভূত হল। প্রথমত, এই সব তত্ত্বে বড়োজোর মানুষের ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের পেছনে ভাবাদর্শগত কী প্রেরণা আছে কেবল তারই বিচার করা হত, কিন্তু সে প্রেরণা কোথা থেকে সৃষ্টি হল তার অনুসন্ধান করা হত না, সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থার বিকাশে যে বাস্তব নিয়মবদ্ধতা

রয়েছে তা বোঝা হত না, এবং বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশ মাত্রার মধ্যে ঐ সব সম্পর্কের মূল খুঁজে দেখা হত না; দ্বিতীয়ত, পূর্বেকার তত্ত্বে **ব্যাপক** জনগণের ক্রিয়াকলাপেরই স্থান ছিল না, সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসুলভ যাথার্থ্যের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের সামাজিক অবস্থা ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে অধ্যয়ন সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক বস্তুবাদই সম্ভব করে তুলল। প্রাক-মার্কসবাদী 'সমাজবিজ্ঞান' ও ইতিহাস-বিদ্যায় **সর্বোত্তম** ক্ষেত্রে কিছু এলোমেলোভাবে নির্বাচিত কাঁচামাল তথ্যের সঞ্চয় দেওয়া হত এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দিকের বর্ণনা থাকত। মার্কসবাদ পরস্পর-বিরোধী সমস্ত প্রবণতার **মিশ্র সমষ্টিকে** বিচার করল, সেগুলিকে সমাজের বিভিন্ন **শ্রেণীর** জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করাল, বিভিন্ন সব 'নিয়ন্তা' ধারণার নির্বাচন অথবা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আত্মমুখীনতা ও যথেচ্ছপনাকে বর্জন করল, উদ্ঘাটন করে দিল যে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত ধারণা ও সমস্ত বিভিন্ন প্রবণতার **মূল** রয়েছে বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিগুলির পরিস্থিতির মধ্যে, — এবং এইভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয় প্রক্রিয়ার সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ অধ্যয়নের পথ দেখাল। লোকেরা নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু লোকেদের, বিশেষ করে ব্যাপক জনগণের প্রেরণা স্থির হয় কিসে, কোথা থেকে সৃষ্টি হয় পরস্পর-বিরোধী ধারণা ও প্রচেষ্টার সংঘাত, মানব সমাজের সমগ্র জনসাধারণের এইরূপ সমস্ত সংঘাতের মোট যোগফলটা কী, মানুষের সবকিছু ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের যা ভিত্তি, সেই বৈষয়িক জীবনের উৎপাদনের বাস্তব পরিস্থিতিগুলি কী, এই সব পরিস্থিতির বিকাশের নিয়ম কীরূপ, এই সবের দিকে মার্কস মনোযোগ দেন এবং তার সবকিছু বৈচিত্র্য ও বিরোধ সত্ত্বেও একটি একক নিয়মানুগ প্রক্রিয়া হিসাবে ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের পথ দেখান।

শ্রেণী-সংগ্রাম

এ কথাগুলি সুবিদিত যে একটা নির্দিষ্ট সমাজের কিছু লোকের প্রচেষ্টার সঙ্গে অন্য কিছু লোকের প্রচেষ্টার সংঘাত বাধে, সামাজিক জীবন বিরোধে ভরা, ইতিহাসে দেখা যায় শুধু জাতিতে জাতিতে ও সমাজে সমাজে সংগ্রাম নয়, জাতির অভ্যন্তরে, সমাজের অভ্যন্তরেও সংঘাত লাগে এবং উপরন্তু পালা করে দেখা দেয় বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, শান্তি ও সমর, অচলাবস্থা ও দ্রুত

প্রগতি অথবা অবক্ষয়ের পর্ব। এই আপাতদৃশ্যমান বিশৃঙ্খলা ও গোলকধাঁধার মধ্যে নিয়মবদ্ধতা আবিষ্কার করার চাবিকাঠি এনে দিয়েছে মার্কসবাদ। সে চাবিকাঠি হল শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব। কোনো একটি সমাজ বা সমাজসমষ্টির সকল সভ্যের প্রচেষ্টা-প্রবণতার সমষ্টি পর্যালোচনা করলেই তবে এই সব প্রচেষ্টা-প্রবণতার ফলাফল সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নির্ধারণে পৌঁছনো সম্ভব। আবার প্রত্যেক সমাজ যে সব শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের অবস্থা ও জীবন-পরিস্থিতির পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই সব বিরোধী প্রচেষ্টার মূল। 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' মার্কস লিখেছেন, 'আগেকার সকল সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।' (এঙ্গেলস পরে যোগ করেছেন, আদিম গোষ্ঠীগুলির ইতিহাস এর মধ্যে পড়ে না।) 'স্বাধীন ও দাস, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড-কর্তা ও কারিগর, এক কথায় একদিকে নিপীড়ক এবং অন্যদিকে নিপীড়িতের মধ্যে বিরোধ লেগে থেকেছে চিরকাল, কখনো প্রকাশ্যে কখনো আড়ালে সংগ্রাম চলেছে অবিরাম, এবং সে সংগ্রাম প্রতিবারে শেষ হয়েছে হয় গোটা সমাজসৌধের বিপ্লবী পুনর্গঠনে, নয়ত সংগ্রামী শ্রেণীগুলির সমবেত ধ্বংসে... সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে যে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের জন্ম হল তার মধ্যে শ্রেণী-বৈরিতার অবসান হয় নি। পুরনো শ্রেণী, পুরনো নিপীড়ন পরিস্থিতি, সংগ্রামের পুরনো ধরনের বদলে এ সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন শ্রেণী, নিপীড়নের নতুন পরিস্থিতি, সংগ্রামের নতুন ধরন। আমাদের যুগ, বুর্জোয়া এই যুগের কিন্তু এই একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, শ্রেণী-বৈরিতাকে তা এখন অনেক সরল করে দিয়েছে: ক্রমেই বেশি করে সমাজ দুটি বৃহৎ শত্রু শিবিরে, পরস্পরের সম্মুখীন দুটি বৃহৎ শ্রেণী — বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতে বিভক্ত হচ্ছে।' মহান ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপীয় ইতিহাস একাধিক দেশে অতি পরিষ্কারভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে ঘটনাস্রোতের এই আসল অন্তর্বস্তুটি — শ্রেণী-সংগ্রাম। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্বে (১৮) একাধিক ঐতিহাসিক (তিয়েরি, গিজো, মিনিয়ে, তিয়ের) দেখা দেন যাঁরা ঘটনাবলীর সাধারণীকরণ করতে গিয়ে না মেনে পারেন নি যে, গোটা ফরাসী ইতিহাস বোঝার চাবিকাঠি হল শ্রেণী-সংগ্রাম। এবং সাম্প্রতিক যুগে, বুর্জোয়াদের পরিপূর্ণ জয়লাভ, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান (সার্বজনীন যদি বা না হয় তাহলেও) ব্যাপক ভোটাধিকার, বহুল প্রচারিত সুলভ দৈনিক

সংবাদপত্র ইত্যাদির এই যুগে, শক্তিশালী ও ক্রমব্যাপক শ্রমিক সমিতি ও মালিক সঙ্ঘ প্রভৃতির এই যুগে আরো স্পষ্ট করে (যদিও প্রায়ই একপেশে 'শান্তিপূর্ণ' ও 'নিয়মতান্ত্রিক' রূপের মধ্যে দিয়ে) দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রেণী-সংগ্রামই হল ঘটনাধারার ইঞ্জিন। প্রত্যেকটি শ্রেণীর বিকাশের সর্ত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর পরিস্থিতির বিষয়নিষ্ঠ বিশ্লেষণের কী দাবি মার্কস সমাজবিজ্ঞানের কাছে করেছেন, তা বোঝা যাবে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' এই অনুচ্ছেদটি থেকে: 'যে সব শ্রেণী আজ বুর্জোয়াদের সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে সত্যকার বিপ্লবী শ্রেণী হল একমাত্র প্রলেতারিয়েত। বৃহদাকার শিল্প-কারখানার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল শ্রেণীর পতন ও বিলোপ ঘটে; প্রলেতারিয়েতই তার স্বকীয় সৃষ্টি। মধ্য-শ্রেণীগুলি: ক্ষুদে শিল্পপতি, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী, কৃষক — বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এরা সকলেই লড়াই করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হিসাবে আপন অস্তিত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। সুতরাং তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। এমনকি আরো বেশি, তারা প্রতিক্রিয়াশীল: ইতিহাসের চাকাকে তারা পিছন দিকে ঠেলতে চায়। যদি তারা বিপ্লবী হয়ে ওঠে, তবে তা হয় সেই পরিমাণে যে পরিমাণে তাদের প্রলেতারিয়েত শ্রেণীভুক্তি আসন্ন হয়ে উঠেছে, যে পরিমাণে তারা লড়ছে তাদের বর্তমান স্বার্থরক্ষার জন্যে নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষার জন্যে: যে পরিমাণে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তারা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করছে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি।' একাধিক ঐতিহাসিক রচনায় (**গ্রন্থপঞ্জী** দ্রষ্টব্য) মার্কস বস্তুবাদী ইতিহাস-বিদ্যার চমৎকার ও সুগভীর নিদর্শন রেখে গেছেন, আলাদা আলাদা ভাবে **প্রত্যেকটি** শ্রেণীর এবং কখনো কখনো শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর ও গোষ্ঠীর অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন ও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কেন এবং কী করে 'প্রত্যেকটা শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম'(১৯)। উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ থেকে দেখা যাবে একটা শ্রেণী থেকে আর একটা শ্রেণীতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে **উৎক্রান্তি** স্তর ও সমাজ সম্পর্কের কী জটিল জাল মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক বিকাশের সমস্ত ফলাফলের (resultant) হিসাব নেবার জন্যে।

মার্কসীয় তত্ত্বের সবচেয়ে সুগভীর পূর্ণাঙ্গ এবং বিশদ প্রমাণ তথা প্রয়োগ হল তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ।

মার্ক্সের অর্থনৈতিক মতবাদ

'পুঁজি' বইখানির ভূমিকায় মার্ক্স লিখেছেন, 'আধুনিক সমাজের', অর্থাৎ পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজের 'গতিধারার অর্থনৈতিক নিয়ম উদ্ঘাটন করাই এ রচনার শেষ লক্ষ্য'। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কের উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের অনুসন্ধান -- এই হল মার্ক্সের অর্থনৈতিক মতবাদের বিষয়বস্তু। পুঁজিবাদী সমাজে **পণ্য** উৎপাদনেরই প্রাধান্য। মার্ক্সের বিশ্লেষণ তাই শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে।

মূল্য

পণ্য হল প্রথমত এমন একটি বস্তু যা দিয়ে মানুষের কোনো একটা চাহিদা মেটে; দ্বিতীয়ত, এ হল এমন একটা বস্তু যার সঙ্গে অন্য বস্তুর বিনিময় চলে। বস্তুর উপযোগিতা থেকে তার **ব্যবহার-মূল্যের** সৃষ্টি। বিনিময়-মূল্য (কিংবা সহজ ভাষায় মূল্য) সর্বাগ্রে হল একটি সম্পর্ক, নির্দিষ্ট পরিমাণ এক ধরনের ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য ধরনের ব্যবহার-মূল্য বিনিময়ের অনুপাত। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাবে যে, এই ধরনের কোটি কোটি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত সব রকমের ব্যবহার-মূল্য, এমনকি একেবারে মিল নেই, একেবারে ভিন্ন জাতীয় ব্যবহার-মূল্যগুলিকে পর্যন্ত পরস্পর সমীকরণ করা হচ্ছে। এই ধরনের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে, সামাজিক সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভেতর যেসব বস্তু প্রতিনিয়ত পরস্পর সমীকৃত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সাধারণ মিলটা কী? এদের সাধারণ মিল এইখানে যে এরা সকলেই **শ্রমের ফল**। বস্তুর বিনিময় করতে গিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের শ্রমের সমীকরণ করে। পণ্য উৎপাদন হল সামাজিক সম্পর্কের এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু তৈরি করছে (সামাজিক শ্রমবিভাগ), এবং বিনিময়ের মধ্যে সেই সব বস্তুর পারস্পরিক সমীকরণ ঘটছে। সুতরাং সমস্ত পণ্যের মধ্যেই যে সাধারণ জিনিসটা রয়েছে সেটা কোনো বিশেষ উৎপাদন-শাখার প্রত্যক্ষ শ্রম নয়, নির্দিষ্ট এক ধরনের শ্রম নয়, সেটা হল **বিমূর্ত** মনুষ্য শ্রম, সাধারণভাবে মনুষ্য শ্রম। কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যস্বরূপ মোট শ্রমশক্তি হল এই এক ও অভিন্ন মনুষ্য শ্রমশক্তি: কোটি কোটি বিনিময়ের ঘটনায় তার প্রমাণ

মিলবে। এবং সুতরাং স্বতন্ত্র প্রত্যেকটি পণ্যই হল **সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়** শ্রম-সময়ের এক একটা নির্দিষ্ট অংশ মাত্র। মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ দিয়ে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যটি, নির্দিষ্ট ব্যবহার-মূল্যটির উৎপাদনে যেটুকু শ্রম-সময় সামাজিকভাবে আবশ্যক, সেই শ্রম-সময় দিয়ে। 'বিনিময় মারফত ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের সমীকরণ করতে গিয়ে লোকে নিজেদের বিভিন্ন ধরনের শ্রমেরও পরস্পর সমীকরণ করে। এ সম্পর্কে তারা সচেতন থাকে না বটে, কিন্তু করে এইটেই।' (২০) জনৈক পূর্বতন অর্থনীতিবিদের কথা অনুসারে মূল্য হল দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক; ভালো হত যদি তিনি যোগ করতেন, সামগ্রীর আবরণে ঢাকা সম্পর্ক। মূল্য কী তা বোঝা যাবে শুধু তখনই, যখন আমরা তার বিচার করব সমাজের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিন্যাসের সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক-ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যেখানে এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলিও আবার আত্মপ্রকাশ করছে কোটি কোটি বার পুনরাবর্তিত ব্যাপক বিনিময় ঘটনার মধ্যে। 'মূল্য হিসাবে দেখলে পণ্য হল কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণের একটা ঘনীভূত শ্রম-সময়' (২১)। পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের সবিস্তার বিশ্লেষণের পর মার্কস **মূল্যের রূপ** ও **মুদ্রার** বিশ্লেষণ করেছেন। এ গবেষণায় তাঁর প্রধান কাজ ·মূল্যের মুদ্রারূপের **উদ্ভব** পর্যালোচনা, বিনিময়ের **ঐতিহাসিক বিকাশধারার** পর্যালোচনা, — বিনিময়ের বিচ্ছিন্ন আপতিক ঘটনা থেকে ('মূল্যের সরল বিচ্ছিন্ন অথবা আপতিক রূপ': বিশেষ পরিমাণের কোনো একটি পণ্য বিনিময় হচ্ছে আর একটি পণ্যের বিশেষ একটি পরিমাণের সঙ্গে) শুরু করে মূল্যের সার্বজনীন রূপ, যখন ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতীয় পণ্যগুলিকে বিনিময় করা যায় বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পণ্যের সঙ্গে, এবং তা থেকে মূল্যের মুদ্রারূপ পর্যন্ত পর্যালোচনা, যখন সোনা হল সেই বিশেষ পণ্য, সার্বজনীন তুল্যমূল্য। বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের বিকাশে উচ্চতম পরিণতি হল মুদ্রা; মুদ্রায় ব্যক্তিগত কাজগুলির সামাজিক চরিত্র ও বাজারের মারফত সংযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ক আবৃত ও গুপ্ত হয়ে যায়। মুদ্রার কী কী কাজ সে বিষয়ে অতি সবিস্তারে মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বিশেষ জরুরী যে, এখানেও ('পুঁজি' গ্রন্থের প্রথমদিককার সমস্ত পরিচ্ছেদের মতো) বিমূর্ত এবং আপাতদৃষ্টে প্রায়ই অবরোহমূলক (deductive) পদ্ধতির উপস্থাপন আসলে বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের

বিকাশের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্যের ওপর নির্ভর করেই রচিত। 'মুদ্রা বললেই পণ্য বিনিময়ের একটা নির্দিষ্ট উচ্চ স্তর ধরে নিতে হয়। মুদ্রার কোন কাজটা কী কী পরিমাণে সাধিত হচ্ছে, তুলনামূলক ভাবে তাদের কোনটার প্রাধান্য ঘটছে তার উপর নির্ভর করে মুদ্রার বিভিন্ন রূপ — যথা পণ্যের সরল তুল্যমূল্য অথবা সঞ্চালনের মাধ্যম, অথবা লেনদেনের মাধ্যম, ধন অথবা সার্বজনীন মুদ্রা — সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অতি বিভিন্ন সব স্তর সূচিত করে' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড) (২২)।

উদ্বৃত্ত মূল্য

পণ্য উৎপাদনের একটা বিশেষ স্তরে মুদ্রা পরিণত হয় পুঁজিতে। পণ্য সঞ্চালনের সূত্র ছিল: প (পণ্য) — মু (মুদ্রা) — প (পণ্য), অর্থাৎ একটি পণ্য ক্রয়ের জন্যে অন্য পণ্য বিক্রয়। পক্ষান্তরে, পুঁজির সাধারণ সূত্র হল: মু — প — মু, অর্থাৎ (মুনাফায়) বিক্রয়ের জন্যে ক্রয়। সঞ্চালনে ঢালা আদি মুদ্রা মূল্যের এই বৃদ্ধিটাকে মার্কস বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজিবাদী সঞ্চালন ব্যবস্থায় মুদ্রার এই 'বৃদ্ধির' ঘটনাটা সুবিদিত। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট বিশেষ একটি সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক হিসাবে যে **পুঁজি**, মুদ্রাকে সে **পুঁজিতে** পরিণত করে এই 'বৃদ্ধিটাই'। পণ্য সঞ্চালন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না, কেননা পণ্য সঞ্চালনে শুধু তুল্যমূল্যেরই বিনিময় ঘটে থাকে; দর বাড়িয়ে দিলেও উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না, কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের পারস্পরিক লাভ লোকসান কাটাকাটি হয়ে যাবে; অথচ এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত নয়, গড়পড়তা, ব্যাপক, সামাজিক একটা ঘটনা নিয়ে। উদ্বৃত্ত মূল্য পেতে হলে 'মুদ্রার মালিককে অবশ্যই বাজারে এমন একটি পণ্য বের করতে হবে, যার ব্যবহার-মূল্যটাই মূল্যের উৎস হবার মতো একটা স্বকীয় গুণ রাখে' (২৩) — এমন একটি পণ্য যাকে ভোগ করার প্রক্রিয়াটাই হল যুগপৎ মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এরকম পণ্য কিন্তু সত্যিই আছে, এ হল মানুষের শ্রমশক্তি। তার ভোগ মানে শ্রম, এবং শ্রম থেকেই সৃষ্টি মূল্যের। মুদ্রার মালিক শ্রমশক্তিকে কেনে তার মূল্য দিয়ে, অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতোই এ মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে তার উৎপাদনের জন্যে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় থেকে (অর্থাৎ সপরিবারে শ্রমিকের ভরণপোষণের

খরচ থেকে)। শ্রমশক্তি ক্রয় করার পর মুদ্রার মালিক তা ভোগ করার, অর্থাৎ সারাদিনের জন্যে, ধরা যাক বারো ঘণ্টার জন্যে, তাকে খাটাবার অধিকার অর্জন করে। অথচ নিজের ভরণপোষণের খরচা তোলার মতো উৎপাদন শ্রমিক তৈরি করছে ছয় ঘণ্টার মধ্যেই ('প্রয়োজনীয়' শ্রম-সময়) এবং বাকি ছয় ঘণ্টায় ('উদ্বৃত্ত' শ্রম-সময়) সে তৈরি করছে 'উদ্বৃত্ত' উৎপাদন, অথবা উদ্বৃত্ত মূল্য, যার জন্যে পুঁজিপতি কোনো দাম দেয় নি। অতএব উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে, পুঁজিকে দু ভাগে ভাগ করে দেখতে হবে: স্থির পুঁজি, যা ব্যয় হচ্ছে উৎপাদনের উপায়সমূহের পেছনে (যন্ত্রপাতি, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল ইত্যাদি) — এ পুঁজির মূল্যে কোনো বদল না হয়ে তা সম্পূর্ণরূপে (একসঙ্গে অথবা ভাগে ভাগে) উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে এসে জমা হয়; এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি, যা ব্যয় হয় শ্রমশক্তির জন্যে। শেষোক্ত পুঁজির মূল্য অপরিবর্তনীয় থাকে না, শ্রমপ্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তা বাড়ে এবং সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত মূল্য। সুতরাং পুঁজি কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা প্রকাশ করতে হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে পুরো পুঁজির তুলনা না করে তুলনা করতে হবে কেবল পরিবর্তনশীল পুঁজির। এ হিসাবে, পূর্বোক্ত উদাহরণে এই অনুপাত, মার্কস যার নাম দিয়েছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, হবে ৬:৬, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ।

পুঁজি সৃষ্টির ঐতিহাসিক পূর্বসর্ত হল, প্রথমত, সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে ব্যক্তি বিশেষের হাতে কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়, এবং দ্বিতীয়ত, এমন শ্রমিকের অস্তিত্ব যে উভয় অর্থে 'মুক্ত': শ্রমশক্তি বিক্রয়ের পথে সবরকমের বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত এবং জমি ও সাধারণভাবে উৎপাদনের সবকিছু উপায় থেকেও মুক্ত, বেওয়ারিস মজুর, শ্রমজীবী-'প্রলেতারীয়', স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রয় ছাড়া যার জীবিকানির্বাহের উপায় নেই।

উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়িয়ে তোলার দুটি মূল পদ্ধতি আছে: শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাড়ানো ('অনপেক্ষ (absolute) উদ্বৃত্ত মূল্য') অথবা প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় কমানো ('আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য')। প্রথম পদ্ধতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস রোজের ঘণ্টা কমাবার জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং রোজের ঘণ্টা বাড়ানো (চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী) এবং কমানোর (উনিশ শতকের ফ্যাক্টরি আইন) জন্যে সরকারী হস্তক্ষেপের এক বিপুল চিত্র উন্মোচিত করেছেন। 'পুঁজি' বইখানি প্রকাশিত হবার পর পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের শ্রমিক

আন্দোলনের ইতিহাস থেকে হাজার হাজার নতুন তথ্যে সে চিত্র পূর্ণতর হয়ে উঠেছে।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস তিনটি মূল ঐতিহাসিক পর্যায়ের আলোচনা করেছেন, যার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদ শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়েছে: ১) সরল সমবায়; ২) শ্রমবিভাগ ও হস্তশিল্প কারখানা (manufacture); ৩) যন্ত্রপাতি ও বৃহদাকার শিল্প। পুঁজিবাদী বিকাশের বুনিয়াদী ও বৈশিষ্ট্য-সূচক দিকগুলির যে কী গভীর বিশ্লেষণ মার্কস এখানে করেছেন তা, প্রসঙ্গত, বোঝা যাবে এই থেকে যে, রাশিয়ার 'কুটির' শিল্প বলে যা পরিচিত তার অনুসন্ধান থেকে উল্লিখিত তিনটির প্রথম দুটি পর্যায়ের উদাহরণস্বরূপ প্রচুর তথ্য মিলেছে। আর বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ১৮৬৭ সালে মার্কস যা লিখেছিলেন, তা পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর মধ্যে একাধিক 'নতুন' দেশে (রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি) দেখা গেছে।

অপিচ। **পুঁজির সঞ্চয়,** অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশের পুঁজিতে রূপান্তর, পুঁজিপতির ব্যক্তিগত প্রয়োজন অথবা খেয়ালখুশি মেটাবার জন্যে ব্যবহার না করে নতুন উৎপাদনের জন্যে তার ব্যবহার, এই বিষয়ে মার্কসের বিশ্লেষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব। পূর্বেকার সমস্ত চিরায়ত অর্থশাস্ত্রে (অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে) ধরে নেওয়া হয়েছিল যে পুঁজিতে রূপান্তরিত উদ্বৃত্ত মূল্যের সবখানিই যায় পরিবর্তনশীল পুঁজিতে। মার্কস তার ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে সেটা **উৎপাদনের উপায়** এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি, এই দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। (মোট পুঁজির ভেতরে) পরিবর্তনশীল পুঁজির অংশটার তুলনায় স্থির পুঁজির অংশটার দ্রুততর বৃদ্ধি পুঁজিবাদের বিকাশ প্রক্রিয়া এবং সমাজতন্ত্রে তার রূপান্তরের পক্ষে প্রভূত তাৎপর্যপূর্ণ।

পুঁজির সঞ্চয় শ্রমিকের বদলে যন্ত্র নিয়োগ করার গতিকে ত্বরান্বিত করে, এক প্রান্তে ধনসম্পদ এবং অন্য প্রান্তে দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, গড়ে তোলে তথাকথিত 'শ্রমের মজুত বাহিনী', শ্রমিকদের 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্তি', অথবা 'পুঁজিবাদী অতিজনতা', যা বিভিন্নতম রূপে প্রকাশ পায় এবং অসাধারণ দ্রুত হারে উৎপাদনের প্রসার ঘটাবার সুযোগ করে দেয় পুঁজির। প্রসঙ্গত, এই সম্ভাবনা এবং সেই সঙ্গে ক্রেডিট ও উৎপাদনের উপায়রূপে পুঁজির যে সঞ্চয় — তা থেকে অতি উৎপাদন **সংকট** বোঝার সূত্র পাওয়া যাবে, যা

পুঁজিবাদী দেশে প্রথমে দেখা দিত পর্যায়ক্রমে গড়ে প্রতি দশ বছর অন্তর, এবং পরে ঘটছে আরো দীর্ঘ ও কম সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে। পুঁজিবাদের ভিত্তিতে পুঁজির যে সঞ্চয় তা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে তথাকথিত আদি সঞ্চয়: উৎপাদনের উপায় থেকে জোর করে শ্রমজীবীর বিচ্ছেদ, জমি থেকে চাষীর বিতাড়ন, গ্রামগোষ্ঠীর জমি চুরি, উপনিবেশ ব্যবস্থা, জাতীয় ঋণ, সংরক্ষণ শুল্ক ইত্যাদি। 'আদি সঞ্চয়' থেকে সৃষ্টি হয় এক প্রান্তে 'মুক্ত' প্রলেতারীয় এবং অন্য প্রান্তে টাকার মালিক - পুঁজিপতির।

'পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতায়' মার্কস নিম্নোল্লিখিত সুবিখ্যাত কথায় বর্ণনা করেছেন: 'সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উচ্ছেদ-কার্য সম্পন্ন করা হয় নৃশংসতম বর্বরতার মধ্য দিয়ে এবং জঘন্যতম, কদর্যতম, তুচ্ছ ও ক্ষিপ্ততম প্রবৃত্তির তাড়নায়। মালিকের' (কৃষক ও হস্তশিল্পীদের) 'শ্রমোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আলাদা আলাদা স্বাধীন মেহনতকারীদের সঙ্গে তাদের শ্রমের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের বলা যায় অবিচ্ছিন্নতার ওপর ভিত্তি করে যা গড়ে উঠেছিল -- তার স্থান গ্রহণ করে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অপরের, নামেই-স্বাধীন শ্রমের শোষণের ওপর যার ভিত্তি... এবার স্বাধীনবৃত্তিধারী মেহনতকারীকে নয়, বহু শ্রমিককে শোষণ করছে এমন পুঁজিবাদীদেরই উচ্ছেদ করার পালা। এ উচ্ছেদ সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির ক্রিয়া অনুসারেই, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে। অনেক পুঁজিপতিকে ঘায়েল করে একজন পুঁজিপতি। এই কেন্দ্রীভবন অথবা অল্প পুঁজিপতি কর্তৃক বহু পুঁজিপতিকে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আরো বিস্তারিত, বৃহৎ আকারে বিকশিত হতে থাকে শ্রমপ্রক্রিয়ার সমবায়মূলক রূপ, সচেতনভাবে বিজ্ঞানের টেক্‌নিকাল প্রয়োগ, ভূমির পরিকল্পিত সদ্ব্যবহার, উৎপাদনোপায়গুলির এমন রূপান্তর যাতে তা শুধু যৌথভাবেই ব্যবহার করা সম্ভব, সমষ্টিকৃত সামাজিক শ্রমের উৎপাদনোপায় হিসাবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সমস্ত উপায়সমূহের অপচয় নিরোধ, বিশ্বজোড়া বাজারের জালে সমস্ত জাতির বিজড়ন আর সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী আমলের আন্তর্জাতিক চরিত্র। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সব কিছু লাভ যারা বে-দখল করছে, একচেটিয়া করে নিচ্ছে, পুঁজির সেই সব রাঘব বোয়ালদের সংখ্যা ক্রমাগত কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দারিদ্র্য, নিপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপাত ও শোষণের ব্যাপকতা; কিন্তু তার সঙ্গেই বাড়তে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর রোষ, — পুঁজিবাদী উৎপাদন

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যারা শিক্ষিত, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে উঠছে। পুঁজির একচেটিয়া অধিকার সেই উৎপাদন-পদ্ধতির পথেই একটা শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায় যা তার সঙ্গে সঙ্গে ও তার অধীনেই বেড়ে উঠেছে। উৎপাদন-উপায়ের কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন একটা মাত্রায় গিয়ে পৌঁছয় যখন তার সঙ্গে আর পুঁজিবাদী খোলাটা খাপ খায় না। খোলা ফেটে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যু ঘণ্টা বাজে। উচ্ছেদ করা হয় উচ্ছেদকারীদের' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড) (২৪)।

পুনরপি, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব হল মোট সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন বিষয়ে 'পুঁজি' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত মার্কসের বিশ্লেষণ। এ ক্ষেত্রেও মার্কস একক ঘটনা না নিয়ে ব্যাপক ঘটনা নেন, সমাজের অর্থনীতির একটা ভগ্নাংশ না নিয়ে সমগ্রভাবে পুরো অর্থনীতিটাকেই বিচার করেছেন। পূর্বোক্ত চিরায়ত অর্থনীতিবিদদের ভ্রান্তি সংশোধন করে মার্কস সমগ্র সামাজিক উৎপাদনকে ভাগ করেছেন দুটি বৃহৎ ভাগে: ১) উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদন; ২) ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন; এবং পূর্বপরিমাণে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চয় এই উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত সামাজিক পুঁজির মোট সঞ্চালন বিষয়ে সংখ্যাগত দৃষ্টান্ত তুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'পুঁজি' বইটির তৃতীয় খণ্ডে **মুনাফার গড় হার** সৃষ্টির সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে মূল্যের নিয়ম ভিত্তি করে। অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস যে বৃহৎ অগ্রগতি ঘটিয়েছেন সেটা এইখানে যে, অর্বাচীন অর্থশাস্ত্র অথবা সাম্প্রতিক 'প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব' ('theory of marginal utility') (২৫) যেভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা প্রতিযোগিতার বাহ্যিক অগভীর দিকগুলিতে প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকে, মার্কস সেরকম কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে তাঁর বিশ্লেষণ চালিয়েছেন ব্যাপক অর্থনৈতিক ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে, সামাজিক অর্থনীতির সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মার্কস প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন কী ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় এবং তারপরে পর্যালোচনা করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য কী ভাবে মুনাফা, সুদ ও ভূমি-খাজনায় ভাগ হয়ে যায়। মুনাফা হল কারবারে ঢালা মোট পুঁজির তুলনায় উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত। যে পুঁজির 'আঙ্গিক গঠন উঁচু' ('high organic composition') (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির পরিমাণ যেখানে সামাজিক গড়পড়তা অনুপাতের চেয়ে বেশি) তার মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে কম; যে পুঁজির 'আঙ্গিক গঠন নিচু' তার

মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে বেশি। বিভিন্ন ধরনের পুঁজির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজির স্বাধীন চলাচলের ফলে উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফার হার গড় হারের দিকে যায়। কোনো একটি সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যের সঙ্গে সমস্ত পণ্যের মোট দাম মিলে যায়। কিন্তু প্রতিযোগিতার দরুন ভিন্ন ভিন্ন কারবারে এবং উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পণ্য তাদের যথাযথ মূল্যে বিক্রয় হয় না, বিক্রয় হয় **উৎপাদনের দাম** (অথবা উৎপাদনী দাম) অনুসারে। এটা হল ব্যয়িত পুঁজির সঙ্গে গড় মুনাফার যোগফল।

মূল্যের নিয়ম ভিত্তি করে এই ভাবে মার্কস মূল্য থেকে দামের বিচ্যুতি এবং মুনাফার সমতা বিষয়ক সুবিদিত ও তর্কাতীত ঘটনাটিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছেন, কেননা সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যে তার মোট দামের সঙ্গে সমান। (সামাজিক) মূল্যের সঙ্গে (ব্যক্তিমূলক) দামের সমীকরণ অবশ্য সরলভাবে ও সোজাসুজি হয় না, হয় অতি জটিল এক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। যে সমাজে আলাদা আলাদা পণ্য-উৎপাদকদের মধ্যে কেবলমাত্র বাজারের মারফতই মিলন সম্ভব, সেখানে খুবই স্বাভাবিক যে নিয়মবদ্ধতা শুধুমাত্র গড়পড়তা, সামাজিক, সমষ্টিগত নিয়মবদ্ধতা ছাড়া অন্য কোনোভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, সেখানে বিশেষ এক একটা ক্ষেত্রের এদিক বা ওদিকের হেরফের পরস্পর কাটান হয়ে যায়।

শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হল পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি। এবং উদ্বৃত্ত মূল্য যেহেতু সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল পুঁজি থেকে, তাই একথা খুবই পরিষ্কার যে মুনাফার হার (শুধু পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে নয়, সমগ্র পুঁজির সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত) ক্রমশ কমে যাবার ঝোঁক দেখায়। এই ঝোঁক সম্পর্কে এবং যে সব পরিস্থিতিতে এই ঝোঁকটা ঢাকা থাকে অথবা বাধা পায় তাদের সম্পর্কে মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'পুঁজি' বইখানির তৃতীয় খণ্ডে তেজারতী পুঁজি, বাণিজ্যিক পুঁজি ও মুদ্রা পুঁজি বিষয়ে অসাধারণ চিত্তাকর্ষক যে সব অধ্যায় আছে তার বিবরণ দেবার জন্যে না থেমে এবার সবচেয়ে প্রধান কথাটা, **ভূমি-খাজনার** তত্ত্বে চলে আসা যাক। যেহেতু ভূমিক্ষেত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং পুঁজিবাদী দেশে তা সবখানি ব্যক্তিগত মালিকের অধিকারাধীন, সেইহেতু গড় সাধারণ জমির ওপর উৎপাদনের

যা খরচা তাই দিয়ে কৃষি উৎপাদনের দাম স্থির হয় না, স্থির হয় সর্বনিকৃষ্ট জমির ওপর উৎপাদনের খরচা দিয়ে, বাজারে উৎপন্ন সামগ্রী প্রেরণের গড় অবস্থা থেকে সে দাম ঠিক হয় না, ঠিক হয় সর্বনিকৃষ্ট অবস্থা থেকে। এই দামের সঙ্গে উন্নততর জমির (কিংবা উন্নততর অবস্থার) উৎপাদনের দামের যে তফাৎ হয় তাই হল **আন্তর** খাজনা (differential rent)। এই বিষয়টা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে, এই আন্তর খাজনা কী ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিখণ্ডের উর্বরতার বিভিন্নতা থেকে, জমিতে যে পুঁজি ঢালা হচ্ছে তার পরিমাণের বিভিন্নতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তা দেখিয়ে মার্কস সমূহ উদ্ঘাটন করেছেন ('উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব'ও দ্রষ্টব্য: এখানে রদবের্তুসকে যে সমালোচনা করা হয়েছে তা বিশেষ করে লক্ষণীয়) রিকার্ডোর এই ভ্রান্তি যেন আন্তর খাজনার সৃষ্টি হয় কেবল ক্রমান্বয়ে ভালো জমি থেকে খারাপ জমিতে উত্তরণে। কিন্তু উল্টো দিকের উত্তরণও তো ঘটে, এক ধরনের জমি রূপান্তরিত হয় অন্য ধরনের জমিতে (কৃষি টেকনলজির অগ্রগতি, শহরের বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে); এবং 'ভূমির ক্রমক্ষীয়মাণ উর্বরতার' কুখ্যাত 'নিয়মটি' হল প্রগাঢ় ভ্রান্তিমূলক, পুঁজিবাদের ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্বিরোধ এতে প্রকৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, শিল্পের এবং সাধারণভাবে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় মুনাফার সমতা-সাধন হতে হলে প্রতিযোগিতার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজির অবাধ চলাচল ধরে নিতে হয়। কিন্তু জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া অধিকার এবং তাতে এই অবাধ চলাচল ব্যাহত হয়। কৃষি উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য হল তার পুঁজির নিম্নতর আঙ্গিক গঠন, সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে মুনাফার উচ্চতর হার; কিন্তু এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে কৃষি উৎপাদন মুনাফার হারের সমতা-সাধনের পরিপূর্ণ স্বাধীন প্রক্রিয়াটির অন্তর্ভুক্ত হয় না। জমির মালিক একচেটিয়া-অধিকারী হিসাবে গড়পড়তার চেয়ে বেশি দাম ধরার সুযোগ পায় আর এই একচেটিয়া দাম থেকেই জন্ম নেয় **অনপেক্ষ** খাজনা (absolute rent)। পুঁজিবাদের আওতায় আন্তর খাজনার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু অনপেক্ষ খাজনার অবসান **সম্ভব** — যেমন জমির জাতীয়করণ হলে, রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে তার রূপান্তর ঘটলে। এইরূপ রূপান্তরের অর্থ হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-মালিকের একচেটিয়া ধ্বংস এবং কৃষির ক্ষেত্রে অধিকতর সুসঙ্গত ও পরিপূর্ণতর স্বাধীন প্রতিযোগিতার প্রয়োগ। এবং সেইজন্যেই, মার্কস

বলেছেন, ইতিহাসে র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়ারা জমি জাতীয়করণের এই প্রগতিশীল বুর্জোয়া দাবিটিকে কম উপস্থিত করে নি, কিন্তু অধিকাংশ বুর্জোয়াই তাতে ভয় পেয়ে গেছে, কেননা তাতে অতিমাত্রায় 'স্পৃষ্ট হয়ে পড়ে' আমাদের কালের পক্ষে বিশেষ জরুরী ও 'স্পর্শকাতর' আর এক ধরনের একচেটিয়া অধিকার — সাধারণভাবে উৎপাদনের উপায়গুলির ওপর একচেটিয়া অধিকার। (১৮৬২ সালের ২রা আগস্ট এঙ্গেলসের কাছে লেখা একটি পত্রে মার্কস পুঁজির ওপর মুনাফার গড় হার এবং অনপেক্ষ ভূমি খাজনা সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের একটি আশ্চর্য জনবোধ্য, সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার পরিব্যাখ্যান দিয়েছেন। 'পত্রাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭—৮১ দ্রষ্টব্য; ১৮৬২ সালের ৯ই আগস্টের পত্রটিও তুলনীয়, ঐ, পৃঃ ৮৬—৮৭।) ভূমি-খাজনার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মার্কসের বিশ্লেষণ অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস দেখিয়েছেন, কী করে শ্রম-খাজনা (চাষী যখন জমিদারের জমিতে নিজের মেহনতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন তৈরি করছে) রূপান্তরিত হচ্ছে ফসল বা সামগ্রী হিসাবে প্রদত্ত খাজনায় (চাষী যখন তার নিজের জমিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন তৈরি করছে এবং জমিদারকে তা দিচ্ছে 'অর্থনীতি বহির্ভূত বাধ্যতার' জন্যে), তারপর মুদ্রা-খাজনায় (সামগ্রীরূপে প্রদত্ত খাজনা পণ্য উৎপাদনের বিকাশের ফলে মুদ্রায় পরিণত — সেকালের রাশিয়ার 'ওব্রোক') এবং পরিশেষে পুঁজিবাদী খাজনায়, যখন চাষীর বদলে আসছে কৃষি-উদ্যোক্তা যে চাষ চালাচ্ছে মজুরি শ্রমের সাহায্যে। 'পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনার উদ্ভবের' এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস **কৃষিতে পুঁজিবাদের বিবর্তন** সম্পর্কে যে কয়েকটি সুগভীর (এবং রাশিয়ার মতো পশ্চাদ্বর্তী দেশগুলির পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ) ধারণা দিয়ে গেছেন তা অনুধাবন করার যোগ্য। 'সামগ্রী হিসাবে প্রদত্ত খাজনা যখন মুদ্রা-খাজনায় রূপান্তরিত হয়, তখন তার অনিবার্য সহগামী শুধু নয়, এমনকি আগে থেকেই সৃষ্টি হয় সম্পত্তিহীন দিনমজুরের একটি শ্রেণী, যারা মজুরি নিয়ে খাটে। এই শ্রেণীটির উদ্ভবের পর্বে, যখন তাদের সবে এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে, তখন স্বভাবতই অবস্থাপন্ন মুদ্রা-খাজনাদায়ী কৃষকদের মধ্যে নিজেদের কাজে ক্ষেতমজুর শোষণ করার একটা রীতি বেড়ে উঠতে থাকে, ঠিক যেভাবে সামন্তযুগে অবস্থাপন্ন ভূমিদাস চাষীরা নিজেরাও আবার ভূমিদাস রাখত। এইসব চাষীদের পক্ষে ক্রমে ক্রমে হাতে কিছু সম্পদ জমিয়ে ভবিষ্যৎ পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়। স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ

চালানো আগেকার জমি-মালিকদের মধ্যে থেকেই এইভাবে গড়ে ওঠে পুঁজিপতি ইজারাদারের সূতিকাগার, যাদের বিকাশ নির্ভর করছে কৃষি অঞ্চলের বাইরে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ বিকাশের ওপর' ('পুঁজি', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩২)... (২৬) 'গ্রামবাসীদের একাংশের উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে বিতাড়নের ফলে শিল্প পুঁজির জন্যে শুধু যে শ্রমিক, শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণ ও তাদের শ্রমের হাতিয়ার 'মুক্ত হয়ে যায়' তাই নয়, আভ্যন্তরীণ বাজারও গড়ে ওঠে' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৮) (২৭)। কৃষিজীবী জনগণের দারিদ্র্য-বৃদ্ধি ও ধ্বংস আবার পুঁজির জন্যে শ্রমের মজুত বাহিনী সৃষ্টিতে ভূমিকা নেয়। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই 'তাই কৃষিজীবী জনগণের একাংশ অনবরত শহরের বা কারখানা এলাকার (অর্থাৎ কৃষিজীবী নয়) অধিবাসীতে পরিণত হবার অবস্থায় থাকে। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতার এই উৎসটি অবিরাম প্রবহমান... গ্রাম্য মেহনতীকে নেমে আসতে হয় সর্বনিম্ন মাত্রার মজুরিতে, এক পা তার সবসময়েই ডুবে থাকে নিঃস্বতার পাঁকে' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৮) (২৮)। কৃষক যে জমি চাষ করছে তাতে তার ব্যক্তিগত মালিকানা হল ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের ভিত্তি, তার প্রস্ফুটন ও ক্ল্যাসিকাল রূপ পরিগ্রহের সর্ত। কিন্তু এ ধরনের ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন খাপ খায় শুধু একটা অপরিসর আদিম ধাঁচের উৎপাদন ও সমাজের সঙ্গে। পুঁজিবাদের আওতায় কৃষকদের 'শোষণ শুধু রূপের দিক দিয়েই শিল্প শ্রমিকদের শোষণ থেকে ভিন্ন ধরনের। শোষক একই: পুঁজি। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষণ করে মর্টগেজ ও সুদখোরি মারফৎ; গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে সরকারী ট্যাক্স মারফৎ' ('ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম') (২৯)। 'কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন সম্পত্তি এখন পুঁজিপতিদের পক্ষে জমি থেকে মুনাফা সুদ ও খাজনা আদায়ের অছিলায় মাত্র দাঁড়িয়েছে আর নিজের মজুরিটুকু কী করে তোলা যাবে তার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভূমির কর্ষকেরই উপর' ('আঠারোই ব্রুমেয়ার') (৩০)। প্রায়ই চাষীকে এমনকি তার নিজ মজুরির একটা অংশ পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজের জন্যে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যে ছেড়ে দিতে হয় এবং নিজেকে নামতে হয় 'আইরিশ প্রজাচাষীর সমপর্যায়ে আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিমালিক হওয়ার অছিলায়' ('ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম') (৩১)। 'যে দেশে ক্ষুদ্রাকার চাষবাসের আধিক্য সে দেশে শস্যের দাম, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যে দেশে গ্রহণ করা

হয়েছে সেখানকার শস্যের দামের চেয়ে যে কম হয়, তার অন্যতম কারণ' কী? ('পংজি', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)। কারণ, কৃষক তার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ বিনামূল্যে সমাজের হাতে (অর্থাৎ পংজিপতি শ্রেণীর হাতে) ছেড়ে দেয়। 'সুতরাং (শস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের) এই নিচু দাম হল উৎপাদকদের দারিদ্র্যের ফল, কোনো ক্রমেই তাদের শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার ফল নয়।' ('পংজি', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের স্বাভাবিক রূপ হল ক্ষুদে ভূমি মালিকানা; পংজিবাদের আওতায় তা অধঃপতিত, বিলুপ্ত ও ধ্বংস হয়। 'ক্ষুদে ভূমি মালিকানার প্রকৃতিটাই এমন যে তাতে শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-শক্তির বিকাশ, শ্রমের সামাজিক রূপ, পংজির সামাজিক পুঞ্জীভবন, বৃহদাকারে গবাদি পশুপালন এবং বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ সম্ভব নয়। তেজারতি ও ট্যাক্স ব্যবস্থার ফলে সর্বত্রই তার নিঃস্বভবন অনিবার্য। জমি কেনার জন্যে পংজি ব্যয়ের ফলে সে পংজি ভূমি উন্নয়ন থেকে বাদ পড়ে। উৎপাদন-উপায়ের অশেষ বিখণ্ডীকরণ এবং খোদ উৎপাদকদেরই বিচ্ছিন্নতা।' (সমবায়, অর্থাৎ ক্ষুদে চাষীদের সমিতিগুলি অসাধারণ প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভূমিকা পালন করলেও তাতে করে এ ঝোঁকটা দুর্বল হয় মাত্র, একেবারে বন্ধ হয় না; একথাও ভুললে চলবে না যে অবস্থাপন্ন কৃষকদের জন্যে সমবায় অনেক কিছু করলেও গরিব চাষীদের ব্যাপক অংশের জন্যে যৎসামান্য করে, প্রায় কিছুই করে না। তাছাড়া পরে সমবায় সমিতিগুলি নিজেরাই মজুরি-শ্রমের শোষক হয়ে বসে।) 'মনুষ্যশক্তির বিপুল অপচয়। টুকরো (ক্ষুদে) মালিকানার নিয়মই হল উৎপাদন অবস্থার ক্রমান্বয় অবনতি, এবং উৎপাদন-উপায়ের দামে ক্রমাগত বৃদ্ধি' (৩২)। যেমন শিল্পে তেমনি কৃষিতেও পংজিবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটায় শুধু 'উৎপাদককে শহীদ বানিয়ে'। 'অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে থাকার দরুন গ্রাম্য শ্রমিকদের প্রতিরোধক্ষমতা ভেঙে পড়ে, আবার পুঞ্জীভবনের ফলে শহুরে শ্রমিকদের প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যেমন সাম্প্রতিক শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে, তেমনি সাম্প্রতিক পংজিবাদী কৃষি-ব্যবস্থাতেও শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি এবং তার বিপুল সচলতা অর্জন করা হয় শ্রমশক্তিকেই ধ্বংস ও শীর্ণ করে তোলার বিনিময়ে। অধিকন্তু, পংজিবাদী কৃষির যা কিছু প্রগতি তা হল শুধু শ্রমিককে নয় ভূমিকেও লুঠ করার কৌশলের প্রগতি... সুতরাং পংজিবাদী উৎপাদন যন্ত্রবিদ্যা এবং উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার সম্মিলনের

বিকাশ ঘটায় কেবল এমন পথে যাতে একই সঙ্গে সর্বসম্পদের মূলাধার — ভূমি ও শ্রমিককেও — বিধ্বস্ত করা হয়' ('পুঁজি', প্রথম খন্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ)।

সমাজতন্ত্র

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রী সমাজে রূপান্তর যে অবশ্যম্ভাবী এ সিদ্ধান্ত মার্কস পুরোপুরি ও একমাত্র টেনেছেন সাম্প্রতিক সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়ম থেকেই। শ্রমের যে সামাজীকরণ হাজার হাজার রূপের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং মার্কসের মৃত্যুর পর যে অর্ধশতাব্দী কেটে গেল, তার ভেতর বৃহদাকার উৎপাদন, পুঁজিবাদী কার্টেল, সিন্ডিকেট ও ট্রাস্টের বৃদ্ধিতে তথা ফিনান্স পুঁজির পরিমাণ ও ক্ষমতার প্রচন্ড বৃদ্ধির মধ্যে যা বিশেষ স্পষ্ট করে আত্মপ্রকাশ করছে, তাই হল সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয়ের প্রধান বৈষয়িক বনিয়াদ। এ রূপান্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চালিকা শক্তি এবং বাস্তব কর্মকর্তা হল প্রলেতারিয়েত, পুঁজিবাদই তাদের শিক্ষিত করে তোলে। বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের যে সংগ্রাম নানাভাবে এবং উত্তরোত্তর সারসমৃদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তা অপরিহার্যরূপেই পরিণত হয় এক রাজনৈতিক সংগ্রামে, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারই যার লক্ষ্য ('প্রলেতারীয় একনায়কত্ব')। উৎপাদনের সামাজীকরণ উৎপাদনের উপায়সমূহকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত না করে, 'উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ' না ঘটিয়ে পারে না। এরূপ পরিণতির প্রত্যক্ষ ফল হবে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার প্রভূত বৃদ্ধি, শ্রমদিনের হ্রাস, আদিম প্রকৃতির ছোটো ছোটো বিখণ্ডিত উৎপাদনের জেরগুলির, ধ্বংসস্তূপগুলির স্থানে যৌথ ও উন্নততর শ্রম। কৃষি ও শিল্পের যোগাযোগ পুঁজিবাদের ফলে চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার উচ্চতম বিকাশের ফলে বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ, যৌথ প্ররিশ্রমের প্রণালী এবং জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাসের ভিত্তিতে তা গড়ে তোলে এই বন্ধনের, শিল্পের সঙ্গে কৃষির মিলনের নতুন উপকরণ (এই পুনর্বিন্যাসে গ্রামাঞ্চলের দূরত্ব, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা ও বর্বরতা, এবং বড়ো বড়ো শহরের বিপুল জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পুঞ্জীভবনের অবসান হবে)। আধুনিক পুঁজিবাদের

উচ্চতম রূপের ফলে পরিবারের নতুন রূপ, নারীদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং নবীন পুরুষদের মানুষ করে তোলার ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে চলেছে — নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম, পুঁজিবাদ কর্তৃক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাঙন বর্তমান সমাজে অবশ্যই অতি ভয়াবহ, বিপর্যয়কর ও জঘন্য রূপ নেয়। কিন্তু তাহলেও 'বৃহৎ শিল্প নারী, কিশোর ও বালকবালিকাদের জন্যে তাদের গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারক ভূমিকা অর্পণ করে পরিবার ও নরনারী সম্পর্কের একটা উচ্চতর রূপের নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলে। বলা বাহুল্য, পরিবারের খ্রীষ্টীয় জার্মান রূপটিকে পরম বলে গণ্য করা অথবা তার প্রাচীন রোমক, প্রাচীন গ্রীক কিংবা প্রাচ্য দেশীয় রূপকেই পরম গণ্য করা সমান বোকামি। প্রসঙ্গত, পরস্পর যোগাযোগে এরা হল একটি একক ঐতিহাসিক বিকাশধারা। একথা পরিষ্কার যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত কদর্য পুঁজিবাদী রূপের ক্ষেত্রে, যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্যে শ্রমিকের অস্তিত্ব, শ্রমিকের জন্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া নয়, সেখানে নরনারী উভয়কে নিয়ে সকল বয়সের লোক মিলিয়ে সমষ্টিকৃত শ্রমিক বাহিনী গঠন ধ্বংস ও দাসত্বের সংক্রামক জন্মস্থল হলেও উপযুক্ত অবস্থায় অবধারিতভাবেই তা বরং মানবোচিত বিকাশের উৎস হতে বাধ্য' ('পুঁজি', প্রথম খন্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদের শেষ)। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় দেখি 'ভবিষ্যৎ যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থার বীজ, যখন নির্দিষ্ট বয়সের পরে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্যেই উৎপাদন-শ্রমের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা ও শরীরচর্চার মিলন ঘটবে, সামাজিক উৎপাদন বাড়াবারই একটা উপায় হিসাবে মাত্র নয়, সর্বাঙ্গীণ বিকশিত মানুষ গড়ে তোলার একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে' (ঐ)। জাতীয় সমস্যা ও রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকেও এই একই ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করায় মার্কসের সমাজতন্ত্র এবং তা শুধু অতীতকে ব্যাখ্যা করার দিক থেকে নয়, নির্ভয় ভবিষ্যদ্বাণী করে সে ভবিষ্যৎ রূপায়িত করার লক্ষ্যে সাহসী ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের দিক থেকেও। সামাজিক বিকাশধারায় বুর্জোয়া যুগের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল ও একটি অপরিহার্য রূপ হল জাতি। 'জাতির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে', 'জাতীয়' না হয়ে ('কথাটা বুর্জোয়ারা যে অর্থে বোঝে মোটেই সেই অর্থে না হলেও') শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা, পরিণত হওয়া, গঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশে জাতীয় গন্ডি ক্রমেই বেশি করে ভাঙতে থাকে, জাতীয় বিচ্ছিন্নতার অবসান হয় এবং জাতিতে

জাতিতে বৈরিতার বদলে দেখা দেয় শ্রেণী-বৈরিতা। সুতরাং, বিকশিত পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে একথা পুরোপুরি সত্য যে, 'মেহনতীদের দেশ নেই' এবং অন্ততপক্ষে সুসভ্য দেশগুলির শ্রমিকের 'মিলিত প্রচেষ্টাই' হল 'প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই' ('কমিউনিস্ট ইশতেহার') (৩৩)। রাষ্ট্র হল সংগঠিত বলপ্রয়োগ, তার উদ্ভব হয় সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন সমাজ আপোসহীন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে, যখন বাহ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং সমাজ থেকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র একটা 'ক্ষমতা' ছাড়া সমাজ টিকতে পারছে না। শ্রেণী-বিরোধের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়ে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে 'সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে উঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এই ভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাসের দমনের জন্যে দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্যে অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিপতিদের কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার।' (এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', যেখানে তিনি নিজের ও মার্কসের মতামত উপস্থিত করেছেন) (৩৪)। যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক, সবচেয়ে প্রগতিশীল রূপ সেখানেও এ ব্যাপারটা এতটুকু মোছে না, বদলায় শুধু তার রূপ (সরকার ও স্টক একসচেঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংবাদপত্র ও সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচে ক্রয় ইত্যাদি)। সমাজতন্ত্র শ্রেণীর বিলোপ ঘটিয়ে বিলোপ ঘটায় রাষ্ট্রের। 'অ্যান্টি-দ্যুরিং'এ এঙ্গেলস লিখেছেন, 'প্রথম যে কাজটা করে রাষ্ট্র সত্যসত্যই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে এগিয়ে আসে — সমগ্র সমাজের হিতার্থে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ — সেই হবে যুগপৎ রাষ্ট্র হিসাবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্রমেই একের পর এক ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে উঠতে থাকবে ও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষকে প্রশাসনের বদলে আসে বস্তুর প্রশাসন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রের 'উচ্ছেদ হবে না, শুকিয়ে মরবে'।' 'উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্র-যন্ত্রকে পাঠিয়ে

দেবে তার যোগ্যস্থানে: পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে, চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ুলের পাশে।' (এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি') (৩৫)।

পরিশেষে, উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ করার যুগেও যে ক্ষুদে চাষীরা থেকেই যাবে, তাদের প্রতি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মনোভাব সম্পর্কিত প্রশ্নে এঙ্গেলসের একটি উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাতে তিনি মার্কসের মতামতই উপস্থিত করেছেন: 'আমরা যখন রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করব তখন ছোট কৃষকদের জোর করে উৎখাত (ক্ষতিপূরণসহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে) করার কথা আমরা চিন্তায়ও স্থান দেব না, কিন্তু বড় বড় ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে সেই পথই আমাদের নিতে হবে। ছোট কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, জবরদস্তি করে নয়, উদাহরণ দেখিয়ে, এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোটো কৃষককে তার ভবিষ্যৎ সুবিধা দেখিয়ে দেবার প্রচুর সুযোগ আমরা পাব, যে সুবিধা এমনকি আজই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা।' (এঙ্গেলস, 'পশ্চিমের কৃষক সমস্যা', আলেক্সেয়েভার সংস্করণ, পৃঃ ১৭, রুশ অনুবাদে ভুলভ্রান্তি আছে। মূল লেখাটি আছে 'Neue Zeit' পত্রিকায়) (৩৬)।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশল

ব্যবহারিক বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম ও গুরুত্ব অনুধাবনে অক্ষমতাই যে পূর্বতন বস্তুবাদের একটি প্রধান ত্রুটি সেটা ১৮৪৪—১৮৪৫ সালেই উদ্ঘাটিত করে মার্কস তাঁর তাত্ত্বিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশলের প্রতিও সারা জীবন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে বিপুল উপাদান মার্কসের সমস্ত লেখাতেই পাওয়া যাবে, বিশেষ করে পাওয়া যাবে ১৯১৩ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পত্রাবলীতে। এই সব মালমশলা এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত, যথাবিন্যস্ত, অধীত ও বিশ্লেষিত হয় নি। এক্ষেত্রে তাই শুধু সবচেয়ে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই সীমাবদ্ধ থেকে কেবল এইটুকুর ওপর জোর দিতে চাই যে বস্তুবাদের মধ্যে এই দিকটা না থাকলে মার্কস তাকে ন্যায্যতই গণ্য করতেন

আধখেঁচড়া একপেশে ও নিষ্প্রাণ বলে। প্রলেতারীয় রণকৌশলের মূল কর্তব্য মার্কস নির্ণয় করেছিলেন তাঁর বস্তুবাদী-দ্বন্দ্বমূলক বিশ্ববীক্ষার সবকটি প্রতিজ্ঞার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে। কোনো একটি সমাজের বিনা ব্যতিক্রমে সকল শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের যোগফলের বিষয়নিষ্ঠভাবে হিসাব এবং সুতরাং, সেই সমাজের বিকাশের বাস্তব পর্যায় এবং সেই সমাজের সঙ্গে অন্যান্য সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারই অগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে সঠিক রণকৌশল নির্ধারণের ভিত্তি হতে পারে। তাতে সমস্ত শ্রেণী ও সকল দেশকে দেখতে হয় স্ট্যাটিক ভাবে নয় ডাইনামিক ভাবে, অর্থাৎ গতিহীন অবস্থায় নয়, গতির মধ্যে (প্রত্যেক শ্রেণীর অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে তার নিয়মকানুনের উদ্ভব)। গতিকেও আবার দেখা হয় শুধু অতীতের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকেও, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুঝতে হবে দ্বন্দ্বমূলকভাবে, যাঁরা শুধু ধীর পরিবর্তনটুকুই দেখেন সেইরূপ 'বিবর্তনবাদীদের' অর্বাচীন ধারণা অনুসারে নয়; এঙ্গেলসের কাছে মার্কস লিখেছিলেন, 'বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ বছর হয়ে দাঁড়ায় এক দিনের সমান, যদিও পরে এমন দিন আসতে পারে যখন তার এক একটা দিনেই এ'টে যায় বিশ বছর' ('পত্রাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৭) (৩৭)। বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রলেতারীয় রণকৌশলের পক্ষে উচিত মানবিক ইতিহাসের এই বাস্তবভাবে অবশ্যম্ভাবী দ্বান্দ্বিকতার হিসাব করা; একদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা বা শম্বুকগতি তথাকথিত 'শান্তিপূর্ণ' বিকাশের যুগকে ব্যবহার করে অগ্রসর শ্রেণীর শ্রেণী চেতনা, শক্তি ও সংগ্রাম-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা এবং অন্যদিকে, ব্যবহার করার এই সবখানি কাজকে পরিচালিত করা এই শ্রেণীর আন্দোলনের 'চূড়ান্ত লক্ষ্যের' দিকে, যখন 'এক একটা দিনের মধ্যেই বিশ বছর এ'টে যেতে' থাকবে, সেই সব মহান দিবসের মহান কর্তব্যগুলির ব্যবহারিক সম্পাদনের মতো দক্ষতা সৃষ্টি করার দিকে। এই প্রসঙ্গে মার্কসের দুটি যুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: এর একটি আছে 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে, প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক সংগঠন উপলক্ষে, অন্যটি আছে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে', প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক কর্তব্য প্রসঙ্গে। প্রথমটিতে বলা হয়েছে: 'বৃহদাকার শিল্পের ফলে একজায়গায় পরস্পর অপরিচিত একগাদা লোক পুঞ্জীভূত হয়। প্রতিযোগিতা তাদের স্বার্থে স্বার্থে ভেদ ঘটায়। কিন্তু মজুরির হার ঠিক রাখা—মালিকের বিরুদ্ধে তাদের এই

সাধারণ স্বার্থ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে একই সাধারণ প্রতিরোধ চিন্তায়, জোটবদ্ধতায়... প্রথমে ছাড়া ছাড়া ভাবে দেখা দেওয়া এই জোটবদ্ধতা রূপ নেয় দলবদ্ধতায়, এবং অবিরাম ঐক্যবদ্ধ পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের এই সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখা মজুরদের পক্ষে এমনকি তাদের মজুরি রক্ষার চেয়েও বেশি জরুরী হয়ে দাঁড়ায়... এই সংগ্রামের মধ্যে - খাঁটি এই গৃহযুদ্ধে — আসন্ন লড়াইয়ের সবকিছু উপাদান ঐক্যবদ্ধ ও বিকশিত হয়ে ওঠে। আর এই পর্যায়ে এসে জোটবদ্ধতা গ্রহণ করে রাজনৈতিক চরিত্র।' আগামী কয়েক দশকের জন্যে, আসন্ন লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে' প্রলেতারিয়েতের শক্তি প্রস্তুতির দীর্ঘতর সব যুগের জন্যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মসূচী ও রণকৌশলও এখানে পাওয়া যাবে। বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের যে সব অসংখ্য দৃষ্টান্ত মার্কস ও এঙ্গেলস দিয়েছেন সেগুলিকেও এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে: কেমন করে শিল্পজনিত 'সমৃদ্ধির' ফলে চেষ্টা হয় 'শ্রমিককে কিনে নেবার' ('পত্রাবলী', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬) (৩৮), সংগ্রাম থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করার; কেমন করে এই সমৃদ্ধির ফলে সাধারণভাবে 'মজুরেরা মনোবল হারায়' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৮) (৩৯); বৃটিশ প্রলেতারিয়েত কেমন করে 'বুর্জোয়া বনে যায়' — 'সবার চেয়ে বুর্জোয়া এই জাতিটার' (ইংরেজদের) 'লক্ষ্য যেন পরিণামে বুর্জোয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বুর্জোয়া অভিজাত শ্রেণী এবং বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতও গড়ে তোলা' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯০) (৪০); কেমন করে তাদের 'বিপ্লবী উদ্দীপনা' লোপ পায় (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৪) (৪১); তাদের 'এই আপাত প্রতীয়মান বুর্জোয়া-অধঃপতন থেকে মুক্তির জন্যে' কেমন করে এখনো মোটামুটি দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৭) (৪২); বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কেমন করে 'চার্টিস্ট-সুলভ তেজ' রইল না (১৮৬৬; তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫) (৪৩); কী ভাবে বৃটিশ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ 'র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া ও শ্রমিকের' মাঝামাঝি একটা টাইপে পরিণত হচ্ছে (হোলিওক প্রসঙ্গে, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৯) (৪৪); কী ভাবে ইংলণ্ডের একচেটিয়া অধিকারের দরুন এবং যতদিন পর্যন্ত এই অধিকার না ভাঙছে ততদিন পর্যন্ত আর 'বৃটিশ শ্রমিকদের দিয়ে কিছু হবে না' (চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩) (৪৫)। শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ ধারা (ও **পরিণতি**) প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রামের রণকৌশলকে এখানে দেখা হয়েছে একটি চমৎকার সুপ্রসর, সর্বাঙ্গীণ, দ্বান্দ্বিক এবং যথার্থ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

রাজনৈতিক সংগ্রামের রণকৌশল প্রসঙ্গে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' হাজির করেছে মার্কসবাদের মূল প্রতিজ্ঞা: 'শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিত লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য... কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে; কিন্তু আন্দোলনের বর্তমানের মধ্যেও তারা আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, তার রক্ষক' (৪৬)। সেইজন্যেই ১৮৪৮ সালে মার্কস সমর্থন জানিয়েছিলেন পোল্যান্ডের 'কৃষি বিপ্লবের' পার্টিকে, 'সেই পার্টি যা ১৮৪৬ সালে ক্রাকোভ-এ অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিল' (৪৭)। জার্মানিতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালে মার্কস চরমপন্থী বিপ্লবী গণতন্ত্রের সমর্থন করেছিলেন এবং রণকৌশল সম্পর্কে তখন যা বলেছিলেন তা পরে কদাচ প্রত্যাহার করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে জার্মান বুর্জোয়ারা হল এমন লোক যারা 'জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুরনো সমাজের রাজমুকুটধারী প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আপোস করার জন্যে একেবারে প্রথম থেকেই ঝুঁকেছে' (কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রীতেই কেবল বুর্জোয়াদের কর্তব্যের সামগ্রিক সাধন সম্ভব হতে পারত)। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে জার্মান বুর্জোয়াদের শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে মার্কস প্রদত্ত বিশ্লেষণের সারটুকু এখানে তুলে দেওয়া গেল — প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ বিশ্লেষণ হল সেই বস্তুবাদের একটি আদর্শ, যাতে সমাজকে গতির মধ্যে দেখা হয় এবং গতির শুধু **পশ্চাৎমুখী** দিক থেকে নয়: ... 'না আছে নিজের ওপর আস্থা, না আছে জনগণের ওপর বিশ্বাস; ওপরের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, নিচের সামনে কাঁপুনি;... বিশ্ব ঝটিকায় ভীত; কোনো দিকেই উদ্যোগ নেই, আর সব দিকেই কুম্ভিলক বৃত্তি; ... উদ্যমহীন; ... অভিশপ্ত এক বৃদ্ধ যার ওপর পড়েছে একটা নবীন ও বলিষ্ঠ জাতির প্রথম যৌবন-উদ্দীপনাকে নিজের জরাগ্রস্ত স্বার্থে চালিত করার দন্ড'... ('নতুন রাইনিশ গেজেট' ১৮৪৮; 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার', তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২১২ দ্রষ্টব্য) (৪৮)। প্রায় কুড়ি বছর পরে এঙ্গেলসের নিকট পত্রে (তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২২৪) মার্কস ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার এই কারণ ঘোষণা করেন যে, মুক্তির জন্যে সংগ্রামের কেবল একটা পরিপ্রেক্ষিতের চাইতে বুর্জোয়ারা দাসত্ব সহ শান্তিই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবী যুগ যখন অবসান লাভ করল, তখন বিপ্লব নিয়ে খেলা করার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার বিরোধিতা মার্কস করেছিলেন (শাপার ও ভিলিখ এবং তাদের সঙ্গে সংগ্রাম) এবং আপাত-'শান্তিপূর্ণভাবে' নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি-চলা নতুন যুগে কাজ করতে পারার কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন। কী ভাবে সে কাজ চালানোর

দাবি মার্কস করেছিলেন তা দেখা যাবে প্রতিক্রিয়ার ঘোরতর কালে, ১৮৫৬ সালে জার্মানির অবস্থা সম্পর্কে তাঁর এই মূল্যায়নে: 'কৃষক-সমরের কোনো একটা দ্বিতীয় সংস্করণ দিয়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সমর্থন করতে পারার সম্ভাবনার ওপরেই জার্মানির সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করবে' ('পত্রাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৮) (৪৯)। জার্মানিতে গণতান্ত্রিক (বুর্জোয়া) বিপ্লব সমাধা না হওয়া পর্যন্ত মার্কস সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের রণকৌশলে সমস্ত মনোযোগ চালিত করেছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক উদ্যোগ বিকাশের দিকে। তাঁর মতে, লাসাল 'প্রুশিয়ার হিতার্থে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি কার্যক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা' করছেন (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১০) (৫০), প্রসঙ্গত তার কারণ নিতান্ত এই যে, লাসাল জমিদারদের ও প্রুশীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি চোখ বুজে ছিলেন। সংবাদপত্রে একটি যুক্ত বিবৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলস ১৮৬৫ সালে মার্কসের সঙ্গে মত বিনিময় করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'কৃষিনির্ভর দেশে, সামন্ত অভিজাতদের 'চাবুকের তলায়' গ্রাম্য মজুরদের পিতৃতান্ত্রিক 'শোষণের' কথা ভুলে গিয়ে শিল্প শ্রমিকদের নামে শুধু বুর্জোয়াদেরই আক্রমণ করাটা অতি নীচ কাজ' (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৭) (৫১)। ১৮৬৪—১৮৭০ সালে যখন জার্মানিতে শেষ হয়ে আসছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ, প্রুশিয়ার ও অস্ট্রিয়ার শোষক শ্রেণীগুলি কর্তৃক **ওপর থেকে** যে কোনো পন্থায় বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্যে সংগ্রামের যুগ, তখন মার্কস শুধু যে বিসমার্কের সঙ্গে দহরম-মহরম-কারী লাসালেরই নিন্দা করেন তা নয়, লিবক্লেখতের ত্রুটিও সংশোধন করে দেন — যিনি 'অস্ট্রোফিল-বাদ' ও স্বতন্ত্রবাদের সমর্থনে ঝুঁকেছিলেন। মার্কস দাবি করলেন এমন বিপ্লবী রণকৌশল যা বিসমার্ক ও অস্ট্রোফিল উভয়ের সঙ্গে সংগ্রামেই হবে সমান নির্মম, 'বিজয়ীদের' — প্রুশীয় যুঙ্কারদের (৫২) তোয়াজ করবে না, পরন্তু প্রুশীয় সামরিক জয়লাভের ফলে যে ভিত্তি তৈরি হল **তার ওপরও** দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে নতুন করে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করবে ('পত্রাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৪, ১৩৬, ১৪৭, ১৭৯, ২০৪, ২১০, ২১৫, ৪১৮, ৪৩৭, ৪৪০—৪৪১) (৫৩)। আন্তর্জাতিকের ১৮৭০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের বিখ্যাত অভিভাষণে অকাল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মার্কস ফরাসী প্রলেতারীয়দের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন অভ্যুত্থান ঘটে গেল (১৮৭১), তখন 'স্বর্গ জয়ে অভিযানী' জনগণের বিপ্লবী উদ্যোগকে

মার্কস অভিনন্দিত করেছিলেন সোৎসাহে (কুগেলমানের কাছে মার্কসের পত্র) (৫৪)। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও অধিকৃত অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার চাইতে, বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণের চাইতে বরং বিপ্লবী সংগ্রামের পরাজয় মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রলেতারীয় সংগ্রামের সাধারণ গতি ও **পরিণতির পক্ষে** ছিল কম ক্ষতিকর; এ রকম আত্মসমর্পণে প্রলেতারিয়েতের মনোবল ভেঙে যেত, তার সংগ্রাম সামর্থ্য নষ্ট হয়ে পড়ত। রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও বুর্জোয়া বৈধতার প্রাধান্যের যুগে সংগ্রামের আইনসঙ্গত উপায়গুলির প্রয়োগের মূল্য মার্কস পুরোপুরি অনুভব করেছিলেন, এবং ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর (৫৫) তিনি মস্ত-এর 'বিপ্লবী বুলির' তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের জবাবে যখন সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি থেকে তৎক্ষণাৎ অবিচলতা, দৃঢ়তা, বিপ্লবী প্রেরণা ও বে-আইনী সংগ্রাম গ্রহণের মতো তৎপরতা দেখা গেল না, তখন এই পার্টির মধ্যে যে সুবিধাবাদ সাময়িকভাবে মাথা তুলেছিল তাকেও মার্কস যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন সেটা বেশি না হলেও কম তীব্র ছিল না ('পত্রাবলী', চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭, ৪০৪, ৪১৮, ৪২২, ৪২৪(৫৬)। জরগের কাছে লেখা চিঠিগুলিও দ্রষ্টব্য)।

লেখা: জুলাই — নভেম্বরে ১৯১৪ ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩—৮১

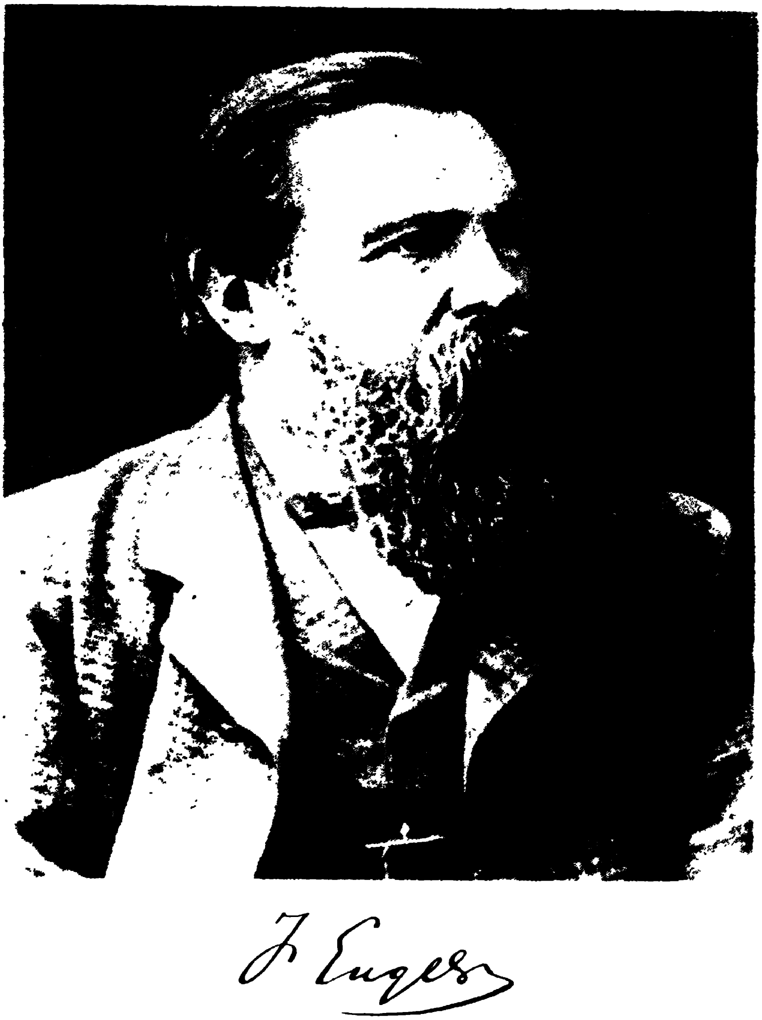
F Engels

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

নিভে গেল মনীষার কীবা সে প্রদীপ,
কীবা সে হৃদয় হায় থামাল স্পন্দন! (৫৭)

নতুন পঞ্জিকা অনুসারে ১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট (২৪শে জুলাই) লণ্ডনে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মৃত্যু হয়েছে। স্বীয় বন্ধু কার্ল মার্কসের পর (১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়) এঙ্গেলসই ছিলেন গোটা সভ্য দুনিয়ায় আধুনিক প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে বিখ্যাত মনীষী ও গুরু। ভাগ্যচক্রে কার্ল মার্কসের সঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পরিচয়ের পর থেকে দুই বন্ধুর জীবনকর্ম হয়ে ওঠে তাঁদের সাধারণ আদর্শ। তাই প্রলেতারিয়েতের জন্যে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কী করেছেন সেটা বুঝতে হলে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে মার্কসের মতবাদ ও ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বপ্রথম দেখান যে, শ্রমিক শ্রেণী ও তার দাবিদাওয়া হল বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবশ্যিক সৃষ্টি, এ ব্যবস্থা ও তার বুর্জোয়ারা অনিবার্যভাবেই প্রলেতারিয়েতকে সৃষ্ট ও সংগঠিত করে; তাঁরা দেখান যে মানবজাতি বর্তমানে যে দুর্দশায় নিপীড়িত তা থেকে তার পরিত্রাণ ঘটায় বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তির শুভ প্রচেষ্টা নয়, সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈজ্ঞানিক রচনায় প্রথম ব্যাখ্যা করেন যে সমাজতন্ত্র স্বপ্নদ্রষ্টার কল্পনা নয়, বর্তমান সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের চরম লক্ষ্য ও অপরিহার্য পরিণাম। এ যাবৎকার সমস্ত লিখিত ইতিহাস হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, কতকগুলি সামাজিক শ্রেণীর উপর অন্য কতকগুলি শ্রেণীর প্রভুত্ব ও বিজয়ের পালাবদলের ইতিহাস। এবং তা চলতে থাকবে যতদিন না লোপ পাচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-প্রভুত্বের ভিত্তি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিশৃঙ্খল সামাজিক উৎপাদন। প্রলেতারীয় স্বার্থের দাবি হল এই সব ভিত্তির বিলোপ,

তাই সংগঠিত শ্রমিকদের সচেতন শ্রেণী-সংগ্রাম চালিত হওয়া চাই এদের বিরুদ্ধে। আর প্রতিটি শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম।

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে আত্মমুক্তি-সংগ্রামী সমস্ত প্রলেতারিয়েত আয়ত্ত করেছে, কিন্তু ৪০-এর দশকে যখন দুই বন্ধু তৎকালের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন তখন এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারেই অভিনব। গুণী ও গুণহীন, সৎ ও অসৎ এমন বহু লোক তখন ছিলেন যাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে, রাজা, পুলিস ও যাজকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আচ্ছন্ন হয়ে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থবিরোধ দেখতেন না। শ্রমিকেরা স্বাধীন সামাজিক শক্তি হিসাবে অবতীর্ণ হবে এ ভাবনাটাকেই তাঁরা আমল দিতেন না। অন্যদিকে ছিলেন বহু স্বপ্নদর্শী, কখনো কখনো আবার প্রতিভাবান, তাঁরা ভাবতেন যে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার অন্যায্যতা বিষয়ে সরকার ও শাসক শ্রেণীর প্রত্যয় জাগালেই পৃথিবীতে শান্তি ও সার্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। বিনা সংগ্রামে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা। শেষত, তদানীন্তন সমাজতন্ত্রীদের প্রায় সবাই এবং সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর বন্ধুরা প্রলেতারিয়েতকে ভাবতেন একটা **দুষ্টক্ষত** হিসাবে এবং শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে সে দুষ্টক্ষত কী ভাবে বাড়ছে দেখে আতঙ্ক হত তাঁদের। সেইজন্যেই এঁরা সকলে ভাবতেন কী ভাবে শিল্প ও প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধি রোধ করা যায়, থামানো যায় 'ইতিহাসের চাকা'। প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধিতে এই সাধারণ ভীতির বিপরীতে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমস্ত ভরসাই রাখলেন প্রলেতারিয়েতের অবিরাম বৃদ্ধির উপর। যত বেশি হবে প্রলেতারিয়েত, বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে ততই বাড়বে তার শক্তি, ততই নিকটতর ও সম্ভবপর হয়ে উঠবে সমাজতন্ত্র। শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলসের যা অবদান সেটা অল্প কথায় এইভাবে বলা যায়: শ্রমিক শ্রেণীকে তাঁরা আত্মজ্ঞান ও আত্মচেতনার শিক্ষা দেন এবং স্বপ্নদর্শনের স্থানে স্থাপন করেন বিজ্ঞান।

এইজন্যেই এঙ্গেলসের নাম ও জীবনের কথা প্রতিটি শ্রমিকের জানতে হবে। সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত প্রকাশনার মতো এই যে সংকলনটিরও উদ্দেশ্য হল রুশ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীগত আত্মচেতনা জাগিয়ে তোলা, তাতে আধুনিক প্রলেতারিয়েতের দুই মহাগুরুর অন্যতম ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের জীবন ও ক্রিয়াকলাপের একটা খসড়া আমাদের দেওয়া উচিত।

প্রুশীয় রাজ্যের রাইন প্রদেশের বার্মেন শহরে ১৮২০ সালে এঙ্গেলস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কারখানা মালিক। ১৮৩৮ সালে সাংসারিক কারণে এঙ্গেলস উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ না করেই ব্রেমেনের একটি সওদাগরী হৌসে কর্মচারী হিসাবে ঢুকতে বাধ্য হন। বাণিজ্যের কাজের মধ্যেও নিজের বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে এঙ্গেলসের বাধা হয় না। ছাত্র হিসাবেই তিনি স্বৈরাচার ও আমলাদের স্বেচ্ছাচারিতা ঘৃণা করতে শুরু করেন। দর্শনের চর্চা মারফত তিনি আরো অগ্রসর হন। সে সময় জার্মান দর্শনের ক্ষেত্রে ছিল হেগেলীয় মতবাদের প্রাধান্য, এবং এঙ্গেলস তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠেন। হেগেল স্বয়ং স্বৈরাচারী প্রুশীয় সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে তিনি তার সেবায় রত ছিলেন, তাহলেও হেগেলের **শিক্ষা** ছিল বিপ্লবী। মানবিক যুক্তি ও মানবিক অধিকারের উপর হেগেলের বিশ্বাস এবং বিশ্বে পরিবর্তন ও বিকাশের চিরন্তন প্রক্রিয়া চলছে এই মর্মে তাঁর দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যের ফলে বার্লিন দার্শনিকের যে সব শিষ্যরা চলতি অবস্থা মেনে নিতে চাইছিলেন না তাঁরা এই চিন্তায় উপনীত হন যে, চলতি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, চলতি অন্যায় ও প্রভূত্বকারী অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল রয়েছে চিরন্তন বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মে। সবই যদি বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে, যদি একটা প্রতিষ্ঠানের স্থান নেয় অন্য প্রতিষ্ঠান, তবে প্রুশীয় রাজা বা রুশ জারের স্বৈরাচারই বা কেন চিরকাল চলবে, কেন চলবে বিপুল অধিকাংশের ঘাড় ভেঙে নগণ্য অল্পসংখ্যকের ধনবৃদ্ধি, জনগণের উপর বুর্জোয়ার প্রভুত্ব? হেগেলের দর্শনে বলা হয়েছিল আত্মার ও ভাবের বিকাশের কথা, এটা **ভাববাদী**। আত্মার বিকাশ থেকে এ দর্শন পৌঁছত প্রকৃতি, মানুষ ও জনগণের, সমাজসম্পর্কের বিকাশে। বিকাশের চিরন্তন প্রক্রিয়া বিষয়ে হেগেলের ভাবনা অব্যাহত রেখে* মার্কস ও এঙ্গেলস আগে থেকেই ধরে নেওয়া ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্জন করেন; জীবনের দিকে ফিরে তাঁরা দেখলেন যে আত্মার বিকাশ দিয়ে প্রকৃতির বিকাশ ব্যাখ্যা তো হয়ই না বরং উল্টো, প্রকৃতি দিয়ে, পদার্থ দিয়েই ব্যাখ্যা করা উচিত আত্মার ... হেগেল ও অন্যান্য হেগেলপন্থীদের

* মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিকবার দেখিয়েছেন যে তাঁদের মানসিক বিকাশ বহু দিক থেকে মহান জার্মান দার্শনিকদের, বিশেষ করে হেগেলের নিকট ঋণী। এঙ্গেলস বলেছেন, 'জার্মান দর্শন ছাড়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রও সম্ভব হত না।' (৫৮)

বিপরীতে মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন বস্তুবাদী। বিশ্ব ও মানব সমাজের উপর বস্তুবাদী দৃষ্টিপাত করে তাঁরা দেখলেন যে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনার পেছনে যেমন আছে বস্তুগত কারণ, মানব সমাজের বিকাশও তেমনি বস্তুগত, উৎপাদন-শক্তির বিকাশের সর্তাধীন। মানব চাহিদা মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে লোকে পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করে তা নির্ভর করে উৎপাদন-শক্তির বিকাশের উপর। আর এই পরস্পর সম্পর্ক দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় সামাজিক জীবনের সমস্ত ঘটনার, মানবিক প্রচেষ্টা, ভাবনাধারণা ও আইনের। উৎপাদন-শক্তির বিকাশ থেকে সৃষ্ট হয় ব্যক্তি মালিকানার উপর স্থাপিত সামাজিক সম্পর্ক, কিন্তু আবার দেখি যে উৎপাদন-শক্তির ঐ বিকাশেই ফের অধিকাংশের সম্পত্তি লোপ পায় আর তা কেন্দ্রীভূত হয় নগণ্য সংখ্যাল্পের হাতে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যা ভিত্তি সেই মালিকানাই লুপ্ত হয় তাতে, তার বিকাশ হয় সেই লক্ষ্যের দিকে যা গ্রহণ করেছে সমাজতন্ত্রীরা। সমাজতন্ত্রীদের শুধু এইটুকু বুঝতে হবে কোন সামাজিক শক্তি বর্তমান সমাজে তার স্বকীয় অবস্থানের কারণেই সমাজতন্ত্র স্থাপনে আগ্রহী, এবং আপন স্বার্থ ও ঐতিহাসিক কর্তব্যের চেতনা সে শক্তিকে দিতে হবে। এ শক্তি হল প্রলেতারিয়েত। এ শক্তির সঙ্গে এঙ্গেলসের পরিচয় হয় ইংলণ্ডে, ইংরেজী শিল্পের কেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারে, ১৮৪২ সালে তিনি এখানে এসে একটি সওদাগরী হৌসে কর্মচারী হিসাবে ঢোকেন, তাঁর বাবা ছিলেন এ হৌসটির অন্যতম অংশীদার। এঙ্গেলস এখানে কেবল কারখানার আপিসে বসে থাকেন নি, শ্রমিকেরা যেখানে গাদাগাদি করে থাকত সেই সব নোংরা বস্তির মধ্যে ঘুরে বেড়ান তিনি, নিজের চোখে তাদের নিঃস্বতা ও দারিদ্র্য দেখেন। শুধু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে তৃপ্ত না হয়ে তিনি ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে তখন পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশিত হয়েছিল সব পাঠ করেন, আয়ত্তাধীন সমস্ত সরকারী দলিল তিনি খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের ফল হল ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'। 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটির লেখক হিসাবে এঙ্গেলসের প্রধান কীর্তি কী তা আমরা আগেই বলেছি। এঙ্গেলসের আগে অনেকেই প্রলেতারিয়েতের ক্লেশ বর্ণনা করে তাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। এঙ্গেলসই প্রথম বলেন যে প্রলেতারিয়েত শুধু একটি ক্লেশভোগী শ্রেণী নয়; যে লজ্জাকর অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সে

রয়েছে, সেই অবস্থাটাই তাকে অপ্রতিরোধ্যরূপে সামনে ঠেলে দিচ্ছে ও নিজেদের চরম মুক্তির জন্যে সংগ্রামে বাধ্য করছে। আর সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত নিজেই সাহায্য করবে নিজেকে। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন অনিবার্যভাবেই শ্রমিকদের এই চেতনায় উপনীত করাবে যে সমাজতন্ত্র ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। অন্যদিক থেকে, সমাজতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হবে যখন তা হয়ে উঠবে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য। ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে এঙ্গেলসের বইখানির এই হল মূল কথা, চিন্তাশীল ও সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত এই ভাবনা আজ আত্মস্থ করে নিলেও সে সময় এটা ছিল একেবারে নতুন। এবং এ ভাবনা পেশ করা হয়েছিল যে বইখানায় সেটির রচনাশৈলী মুগ্ধ করার মতো, ইংরেজ প্রলেতারিয়েতের দুর্দশার অতি প্রামাণ্য ও রোমহর্ষক চিত্রে তা পরিপূর্ণ। এই বই হল পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর অভিযোগপত্র। এর প্রভাব হয় অতি বিপুল। আধুনিক প্রলেতারিয়েতের অবস্থার সেরা ছবি হিসাবে সর্বত্রই এঙ্গেলসের বইটির উল্লেখ শুরু হয়। এবং বাস্তবিকই, শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার এমন জ্বলজ্বলে ও সত্য বর্ণনা ১৮৪৫ সালের আগে বা পরে আর দেখা যায় নি।

এঙ্গেলস সোশ্যালিস্ট হয়ে ওঠেন কেবল ইংলণ্ডেই। ম্যাঞ্চেস্টারে তিনি তদানীন্তন ইংরেজ শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রী প্রকাশনাগুলিতে লিখতে শুরু করেন। ১৮৪৪ সালে জার্মানিতে ফেরার পথে প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, চিঠিপত্রের যোগাযোগ আগেই ঘটেছিল। মার্কসও প্যারিসে ফরাসী সমাজতন্ত্রী ও ফরাসী জীবনের প্রভাবে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন। দুই বন্ধু এখানে একত্রে লেখেন 'পবিত্র পরিবার অথবা সমালোচনামূলক সমালোচনীর সমালোচনা'। বইটি প্রকাশিত হয় 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'র এক বছর আগে, এবং তার বেশির ভাগটাই মার্কসের লেখা; বিপ্লবী বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের প্রধান যে সব কথা আগে বলেছি, তারই বনিয়াদ পেশ করা হয় এই বইয়ে। দার্শনিক বাউয়ের ভ্রাতারা ও তাঁদের অনুগামীদের ব্যঙ্গ নাম হল 'পবিত্র পরিবার'। এই ভদ্রলোকেরা এমন সমালোচনার প্রচার করতেন, যা সবকিছু বাস্তবতার ঊর্ধ্বে, পার্টি ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে, সমস্ত ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ তা বর্জন করে পরিপার্শ্বের জগত ও তার ঘটনাবলী নিয়ে কেবল

'সমালোচনামূলক' ভাবনায় ব্যাপৃত। শ্রীমান বাউয়েররা অসমালোচক জনগণ হিসাবে প্রলেতারিয়েতের প্রতি নাক উঁচু ভাব করতেন। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ও ক্ষতিকর ধারার বিরুদ্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস দৃঢ়চিত্তে দাঁড়ান। শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্র কর্তৃক দলিত শ্রমিক, এই বাস্তব একটি মানবিক ব্যক্তিসত্তার নামে তাঁরা শুধু ভাবনা নয়, উন্নত সমাজ গঠনের জন্যে সংগ্রামের দাবি করেন। সেরূপ সংগ্রাম চালাতে সমর্থ ও তাতে স্বার্থসম্পন্ন যে শক্তি, সেটা তাঁরা অবশ্যই দেখেন প্রলেতারিয়েতের মধ্যেই। 'পবিত্র পরিবারের' আগেই মার্কস ও রুগের 'জার্মান ফরাসী পত্রিকায়' এঙ্গেলসের 'অর্থশাস্ত্র বিষয়ে সমালোচনামূলক নিবন্ধ' (৫৯) ছাপা হয়. এতে সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ঘটনাগুলিকে দেখা হয় ব্যক্তি মালিকানার প্রভুত্বের অনিবার্য পরিণাম হিসাবে। মার্কসের রচনায় যে বিজ্ঞানে পুরো একটা বিপ্লব ঘটে যায় সেই অর্থশাস্ত্রের চর্চা করার জন্যে মার্কস যে সিদ্ধান্ত নেন, তার পেছনে এঙ্গেলসের সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনাটা নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে।

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত সময়টা এঙ্গেলস ব্রুসেল্স ও প্যারিসে কাটান, এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ব্রুসেল্স ও প্যারিসের জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবহারিক কাজকে মিলিয়ে নেন। এইখানেই গুপ্ত জার্মান সমিতি 'কমিউনিস্ট লীগের' সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের যোগাযোগ হয়, এ সঙ্ঘ তাঁদের ওপর ভার দেয় তাঁদের রচিত সমাজতন্ত্রের মূলনীতি উপস্থিত করার জন্যে। এইভাবেই জন্ম নেয় ১৮৪৮ সালে ছাপা মার্কস ও এঙ্গেলসের সুবিখ্যাত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'। ছোট্ট এই পুস্তিকাখানি বহু বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ধরে: সভ্য জগতের সমস্ত সংগঠিত ও সংগ্রামী প্রলেতারিয়েত আজও তার প্রেরণায় সজীব ও সচল।

১৮৪৮ সালের যে বিপ্লব প্রথমে ফ্রান্সে শুরু হয়ে পরে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিস্তৃত হয়, তাতে মার্কস ও এঙ্গেলস দেশে ফেরেন। সেখানে, প্রুশিয়ার রাইন অঞ্চলে তাঁরা কলোন থেকে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক 'নতুন রাইনিশ গেজেটের' প্রধান হয়ে উঠেন। রাইনিশ প্রুশিয়ার সমস্ত বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠেন দুই বন্ধু। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কবল থেকে জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষা করে যান শেষ মাত্রা পর্যন্ত। সবাই জানেন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জয়লাভ করে। 'নতুন রাইনিশ

গেজেট' নিষিদ্ধ হয়, মার্কস দেশান্তরী জীবনযাত্রার সময় প্রুশীয় নাগরিকত্ব হারিয়েছিলেন, তাঁকে নির্বাসিত করা হয়, আর এঙ্গেলস সশস্ত্র গণবিদ্রোহে অংশ নেন, তিনটি সংঘর্ষে লড়াই করেন স্বাধীনতার জন্যে, এবং বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর সুইজারল্যান্ড হয়ে লন্ডনে পালান।

মার্কসও সেখানে বসতি পাতেন। এঙ্গেলস অচিরেই ফের কেরানির কাজ নেন, এবং পরে ৪০-এর দশকে ম্যাঞ্চেস্টারে যে সওদাগরী হৌসে কাজ করেছিলেন তার অংশীদার হন। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে বাস করেন আর মার্কস থাকেন লন্ডনে, এতে তাঁদের একটা জীবন্ত মানসিক যোগাযোগে বাধা হয় না: প্রায় দৈনিক চিঠির আদান-প্রদান চলত তাঁদের। এই সব পত্রালাপে তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার বিনিময় করেন এবং একযোগে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যান। ১৮৭০ সালে এঙ্গেলস লন্ডনে ফেরেন, এবং ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের কর্মভারাক্রান্ত মিলিত মানসিক জীবন চালিয়ে যায়। এর ফল হল — মার্কসের দিক থেকে — 'পুঁজি', আমাদের যুগের মহত্তম অর্থশাস্ত্রীয় রচনা, আর এঙ্গেলসের দিক থেকে -- ছোটো বড়ো একসারি বই। পুঁজিবাদী অর্থনীতির জটিল ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ নিয়ে কাজ করেন মার্কস। আর অতি সহজ ভাষায়, প্রায়ই বিতর্কমূলক রচনায় সাধারণ বৈজ্ঞানিক সমস্যা এবং অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ ও মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখেন এঙ্গেলস। এঙ্গেলসের এই সব রচনার মধ্যে উল্লেখ করব: দ্যুরিঙের বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক রচনা (এখানে দর্শন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে)*, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (৬২) (রুশ ভাষায় অনুবাদ, সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ, ১৮৯৫), 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' (৬৩) (প্লেখানভের টীকা সহ রুশ অনুবাদ, জেনেভা, ১৮৯২), রুশ সরকারের বৈদেশিক নীতির উপর প্রবন্ধ (জেনেভার 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যায় রুশ ভাষায় অনূদিত) (৬৪), বাসস্থান সমস্যা নিয়ে চমৎকার প্রবন্ধাবলী (৬৫),

* আশ্চর্য রকমের সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ বই এটি (৬০)। দুঃখের বিষয় রুশ ভাষায় তার অল্প অংশমাত্রই অনূদিত হয়েছে, যাতে আছে সমাজতন্ত্র বিকাশের ঐতিহাসিক রূপরেখা ('বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকাশ', ২য় সংস্করণ, জেনেভা, ১৮৯২) (৬১)।

এবং পরিশেষে, রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে ছোটো হলেও দুটি অতি মূল্যবান নিবন্ধ ('রাশিয়া প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস', ভ. ই. জাসুলিচ কর্তৃক রুশ ভাষায় অনূদিত, জেনেভা, ১৮৯৪) (৬৬)। মার্কস মারা যান, পুঁজি বিষয়ে তাঁর বৃহৎ রচনা সম্পূর্ণরূপে গুছিয়ে যেতে পারেন নি। খসড়া হিসাবে তা অবশ্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুর মৃত্যুর পর 'পুঁজির' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড গুছিয়ে তোলা ও প্রকাশনের গুরুভার শ্রমে আত্মনিয়োগ করেন এঙ্গেলস। ১৮৮৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন দ্বিতীয় এবং ১৮৯৪ সালে তৃতীয় খণ্ড (চতুর্থ খণ্ড গুছিয়ে যেতে পারেন নি তিনি।) (৬৭)। এই দুই খণ্ড নিয়ে খাটতে হয়েছে অনেক। অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট আদলের সঠিকভাবেই বলেছেন যে 'পুঁজির' ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশ করে এঙ্গেলস তাঁর প্রতিভাবান বন্ধুর যে মহনীয় স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছেন তাতে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্ষয় অক্ষরে তাঁর নিজের নামটাও ক্ষোদিত হয়ে গেছে। সত্যই 'পুঁজির' এই দুই খণ্ড হল মার্কস ও এঙ্গেলস এই দুই জনের রচনা। পুরাকথায় বন্ধুত্বের অনেক মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্তের কাহিনী শোনা যায়। ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত এ কথা বলতে পারে যে, তাদের বিজ্ঞান গড়ে দিয়ে গেছেন এমন দুই মনীষী ও যোদ্ধা, যাঁদের পরস্পর সম্পর্ক মানবিক বন্ধুত্বের সর্বাধিক মর্মস্পর্শী সমস্ত প্রাচীন কাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। এঙ্গেলস সর্বদাই, এবং সাধারণত অতি সঙ্গতভাবেই, নিজেকে রেখেছেন মার্কসের পেছনে। তাঁর এক পুরনো বন্ধুর কাছে তিনি লেখেন, 'মার্কস থাকলে আমি দোহারের কাজ করেছি' (৬৮)। জীবিত মার্কসের প্রতি ভালোবাসায় এবং মৃতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর সীমা ছিল না। রুক্ষ যোদ্ধা ও কঠোর এই মনীষীর ছিল এক গভীর স্নেহশীল হৃদয়।

১৮৪৮—১৮৪৯ সালের আন্দোলনের পর মার্কস ও এঙ্গেলস নির্বাসনকালে কেবল বিজ্ঞান নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন নি। ১৮৬৪ সালে মার্কস স্থাপন করেন 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি' এবং পুরো দশ বছর ধরে তার নেতৃত্ব করেন। এ সমিতির কাজকর্মে এঙ্গেলসও সজীব অংশ নেন। শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে এই 'আন্তর্জাতিক সমিতির' কার্যকলাপের তাৎপর্য বিপুল, মার্কসের ভাবনা অনুসারে সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতকে সম্মিলিত করেছে তা। কিন্তু ৭০-এর দশকে 'আন্তর্জাতিক সমিতি' বন্ধ হয়ে গেলেও মার্কস ও এঙ্গেলসের ঐক্যবিধায়ক ভূমিকা থামে নি। বরং বলা যেতে পারে,

শ্রমিক আন্দোলনের আত্মিক নায়ক হিসাবে তাঁদের তাৎপর্য অবিরাম বেড়ে গেছে, কারণ এই আন্দোলনই বেড়ে উঠেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস একাই ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের উপদেষ্টা ও নেতার কাজ চালিয়ে যান। তাঁর কাছে পরামর্শ ও নির্দেশ যেমন চাইতেন জার্মান সমাজতন্ত্রীরা, সরকারী দমন সত্ত্বেও এ'দের শক্তি দ্রুত ও অবিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে ওঠে, -- তেমনি চাইতেন পেছিয়ে থাকা দেশের প্রতিনিধিরা —যেমন স্পেনীয়, রুমানীয়, রুশীয়রা, ভেবে চিন্তে মেপে মেপে যাঁদের প্রথম পা ফেলতে হচ্ছিল। বৃদ্ধ এঙ্গেলসের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে এ'রা সকলেই আহরণ করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই রুশ ভাষা জানতেন, রুশী বই পড়তেন. রাশিয়া নিয়ে তাঁদের জীবন্ত আগ্রহ ছিল, রুশ বিপ্লবী আন্দোলনকে তাঁরা দরদ দিয়ে অনুসরণ করেছেন ও রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে গেছেন' এ'রা দুজনেই **গণতন্ত্রী** থেকে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন, এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে **ঘৃণার** গণতান্ত্রিক বোধ এ'দের মধ্যে ছিল অসাধারণ প্রবল। এই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অনুভূতি এবং তৎসহ রাজনৈতিক স্বৈরাচারের সঙ্গে অর্থনৈতিক পীড়নের সম্পর্ক বিষয়ে গভীর তাত্ত্বিক বোধ ও সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতার ফলে মার্কস ও এঙ্গেলস হয়ে ওঠেন বিশেষ করে **রাজনৈতিক** ব্যাপারেই অসাধারণ সজাগ। সেই কারণেই পরাক্রান্ত জার সরকারের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় রুশ বিপ্লবীদের বীরোচিত সংগ্রাম অভিজ্ঞ এই বিপ্লবীদের হৃদয়ে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল সাড়া জাগায়। অন্যদিকে, মেকী অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন — রুশ সমাজতন্ত্রীদের এই অতি প্রত্যক্ষ ও জরুরী কর্তব্য থেকে সরে আসার হীন চেষ্টাটা তাঁদের চোখে স্বভাবতই সন্দেহজনক ঠেকেছিল এবং এমনকি সামাজিক বিপ্লবের মহাদর্শের প্রতি সরাসরি বেইমানি বলেই তাঁরা তা গণ্য করেছিলেন। 'প্রলেতারিয়েতের মুক্তি হওয়া চাই তাদের নিজেদের কাজ (৬৯) — অবিরাম এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন মার্কস ও এঙ্গেলস। আর নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে হলে কিছুটা **রাজনৈতিক** অধিকার প্রলেতারিয়েতকে জয় করতে হবে। তা ছাড়া, মার্কস ও এঙ্গেলস পরিষ্কার দেখেছিলেন যে, পশ্চিম-ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষেও রাশিয়ায় রাজনৈতিক বিপ্লবের তাৎপর্য বিপুল। স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়া চিরকালই ছিল

ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার দুর্গপ্রাকার। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে দীর্ঘকালের মতো বিরোধ বপন করে ১৮৭০ সালের যুদ্ধ রাশিয়াকে যে অসাধারণ অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করে তাতে অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়ার তাৎপর্যটাই বেড়েছে। পোলীয়, ফিনিশ, জার্মান, আর্মেনিয়ান ও অন্যান্য ছোটো ছোটো জাতিদের যার পীড়ন করার দরকার নেই, দরকার নেই অবিরাম ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানিকে লাগানোর, তেমন এক স্বাধীন রাশিয়া থাকলেই কেবল বর্তমান ইউরোপ তার সামরিক চাপ থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগুলি দুর্বল হয়ে যাবে, এবং ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি বেড়ে উঠবে। তাই এঙ্গেলস পশ্চিমে শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্যের জন্যেই রাশিয়ায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন সাগ্রহে। তাঁর মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাল রুশ বিপ্লবীরা।

প্রলেতারিয়েতের মহা যোদ্ধা ও গুরু ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের স্মৃতি অক্ষয় হোক!

লিখিত· ১৮৯৫ সালের শরতে ২য় খণ্ড, পৃঃ ১—১৪

মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ (৭০)

সভ্য দুনিয়ার সর্বত্র বুর্জোয়া বিজ্ঞানের (সরকারী এবং উদারনীতিক উভয় প্রকার) পক্ষ থেকে মার্কসের মতবাদের প্রতি চূড়ান্ত শত্রুতা ও আক্রোশ দেখা যায়। মার্কসবাদকে তারা দেখে একধরনের 'বিষাক্ত গোষ্ঠী' হিসাবে। অবশ্যই অন্য মনোভাব আশা করা বৃথা, কেননা শ্রেণী-সংগ্রামের ওপর গড়ে ওঠা সমাজে নিরপেক্ষ সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। সবরকমের সরকারী ও উদারনীতিক বিজ্ঞানেই কোনো না কোনো ভাবে মজুরি-দাসত্বের সমর্থন করা হয়ে থাকে, আর সে মজুরি-দাসত্বের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে মার্কসবাদ। পুঁজির মুনাফা কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো উচিত নয় কি — এই প্রশ্নে মিলমালিকদের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা আর মজুরি-দাসত্বের সমাজে বিজ্ঞানের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা সমান বাতুলতা।

কিন্তু এইটুকুই সব নয়। 'গোষ্ঠীবাদ' বলতে যদি বোঝায় একটা আত্মবদ্ধ শিলীভূত মতবাদ, যার উদয় হয়েছে বিশ্বসভ্যতাবিকাশের রাজপথ থেকে বহুদূরে, তবে দর্শন এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে অতি পরিষ্কার করে দেখা যায় যে, মার্কসবাদের মধ্যে তেমন কোনো কিছুই নেই। বরং, মার্কসের সমগ্র প্রতিভাটাই এইখানে যে মানবসমাজের অগ্রণী ভাবনায় যেসব জিজ্ঞাসা আগেই দেখা দিয়েছিল মার্কস তারই জবাব দিয়েছেন। তাঁর মতবাদের উদ্ভব হয়েছে দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মহাচার্যেরা যে শিক্ষা দান করেছিলেন, তারই সরাসরি ও অব্যবহিত অনুবর্তন হিসাবে।

মার্কসের মতবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য। এ মতবাদ সুসম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস; এর কাছ থেকে যে সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি লাভ করা যায় সেটা কোনো

রকম কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া অথবা বুর্জোয়া জোয়ালের কোনোরূপ সমর্থনের সঙ্গে আপোস করে না। উনিশ শতকের জার্মান দর্শন, ইংরেজী অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজতন্ত্র রূপে মানবজাতির যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী হল মার্কসবাদ।

মার্কসবাদের এই তিনটি উৎস এবং সেই সঙ্গে তার তিনটি অঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

১

মার্কসবাদের দর্শন — **বস্তুবাদ**। ইউরোপের সমগ্র আধুনিক ইতিহাস থেকে এবং বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সে যখন সবরকমের মধ্যযুগীয় জঞ্জালের বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণায় নিহিত সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জ্বলে উঠেছিল, তখন থেকে বস্তুবাদই দেখা দিয়েছে একমাত্র সঙ্গতিপরায়ণ দর্শন হিসাবে, যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত এবং কুসংস্কার, ভণ্ডামি প্রভৃতির শত্রু। গণতন্ত্রের শত্রুরা তাই বস্তুবাদকে 'খণ্ডন করার' জন্যে, তাকে ধূলিসাৎ ও নিন্দিত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং সমর্থন করেছে নানা ধরনের দার্শনিক ভাববাদ যা সর্বদাই পর্যবসিত হয় কোনো না কোনো ভাবে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা সমর্থনে।

মার্কস ও এঙ্গেলস অতি দৃঢ়তার সঙ্গে দার্শনিক বস্তুবাদের সমর্থন করেছেন এবং এই ভিত্তি থেকে প্রত্যেকটি বিচ্যুতিই যে কী দারুণ ভুল তা বারবার ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। তাঁদের এই মতামত সবচেয়ে পরিষ্কার করে এবং বিশদে ব্যক্ত হয়েছে এঙ্গেলসের রচনা 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' এবং 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' বইতে, 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের' (৭১) মতো এ বই দুখানিও প্রত্যেকটি সচেতন শ্রমিকের কাছে নিত্যপাঠ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদেই কিন্তু মার্কস থেমে যান নি, দর্শনকে তিনি অগ্রসর করে গেছেন। এ দর্শনকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন জার্মান চিরায়ত দর্শনের সম্পদ দিয়ে, বিশেষ করে হেগেলীয় তন্ত্র দিয়ে, যা আবার পৌঁছিয়েছে ফয়েরবাখের বস্তুবাদে। এই সব সম্পদের মধ্যে প্রধান হল **দ্বান্দ্বিক** তত্ত্ব, অর্থাৎ গভীরতম, পূর্ণতম, একদেশদর্শিতাবর্জিত বিকাশের তত্ত্ব, যে মনুষ্য জ্ঞানে আমরা পাই নিরন্তর বিকাশমান পদার্থের প্রতিফলন তার আপেক্ষিকতার তত্ত্ব।

জরাজীর্ণ পুরনো ভাববাদে 'নব নব' প্রত্যাবর্তনের সমস্ত বুর্জোয়া দার্শনিক মতবাদ সত্ত্বেও, রেডিয়ম, ইলেকট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার থেকে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ চমৎকার সমর্থিত হয়েছে।

দার্শনিক বস্তুবাদকে গভীরতর ও পরিবিকশিত করে মার্কস তাকে সম্পূর্ণতা দান করেন, তার প্রকৃতি-বিষয়ক জ্ঞানকে প্রসারিত করেন **মানবসমাজের** জ্ঞানে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল মার্কসের **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ**। ইতিহাস ও রাজনীতি- বিষয়ক মতামতে যে বিশৃঙ্খলা ও খামখেয়াল এযাবৎ চলে আসছিল তার সমাপ্তি ঘটিয়ে এগিয়ে এল এক আশ্চর্য রকমের সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা দেখাল কী করে উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের ফলে সমাজজীবনে একটি ব্যবস্থা থেকে উদ্ভব হয় উচ্চতর ব্যবস্থার — দৃষ্টান্তস্বরূপ, কী করে সামন্ততন্ত্র থেকে বিকশিত হয় পুঁজিবাদ।

মানুষের জ্ঞান যেমন মানুষের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক জগতের, অর্থাৎ বিকাশমান পদার্থের প্রতিফলন, তেমনি সমাজের **অর্থনৈতিক ব্যবস্থার** প্রতিফলনই হল মানুষের **সামাজিক জ্ঞান** (অর্থাৎ বিভিন্ন দার্শনিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রভৃতি মতামত ও তত্ত্ব)। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপরিকাঠামো। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাবে যে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক রূপ যাই হোক, তার কাজ হল প্রলেতারিয়েতের ওপর বুর্জোয়া প্রভুত্ব সংহত করা।

মার্কসের দর্শন হল সুসম্পূর্ণ দার্শনিক বস্তুবাদ -- তা থেকে মানবসমাজ, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী, তার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা লাভ করেছে।

২

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল বনিয়াদ, তার ওপরেই রাজনৈতিক উপরিকাঠামো দণ্ডায়মান — এ কথা উপলব্ধির পর মার্কস তাঁর সবখানি মনোযোগ ব্যয় করেন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনায়। মার্কসের প্রধান রচনা 'পুঁজি'তে আধুনিক, অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচিত হয়েছে।

মার্কসের পূর্বে চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিকশিত দেশে — ইংলন্ডে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুসন্ধান করে অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো **মূল্যের শ্রম-তত্ত্বের** সূত্রপাত করেন। মার্কস তাঁদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি এ তত্ত্বকে আমূলরূপে সুসিদ্ধ ও সুসঙ্গতরূপে বিকশিত করেন। তিনি দেখান যে, পণ্যের উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক যে শ্রম-সময় ব্যয় হয়েছে, তাই দিয়েই তার মূল্য নির্ধারিত হয়।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা যেখানে দেখছিলেন দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের সম্পর্ক (এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের বিনিময়) মার্কস সেখানে উদ্ঘাটিত করলেন **মানুষে মানুষে সম্পর্ক**। পণ্য বিনিময়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে বাজারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকদের পারস্পরিক সম্পর্ক। **মুদ্রা** থেকে সূচিত হচ্ছে যে সে সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, বিভিন্ন উৎপাদকদের সমস্ত অর্থনৈতিক জীবন বাঁধা পড়ছে একটি অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতায়। **পুঁজির** অর্থ এই সম্পর্কের আরো বিকাশ: মানুষের শ্রমশক্তি পরিণত হচ্ছে পণ্যে। জমি, কলকারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারপাতির মালিকের কাছে মজুরি-শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে। শ্রমদিনের এক অংশ সে খাটে তার সপরিবার ভরণপোষণের খরচা তোলার জন্য (মজুরি), বাকি অংশটা সে খাটে বিনামজুরিতে এবং পুঁজিপতির জন্যে **উদ্বৃত্ত মূল্য** সৃষ্টি করে যা পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা ও সম্পদের উৎস।

মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল কথা হল এই উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

শ্রমিকের মেহনতে গড়া এই পুঁজি শ্রমিকদের পিষ্ট করে, ক্ষুদে মালিকদের ধ্বংস করে এবং সৃষ্টি করে বেকার বাহিনীর। শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহদাকার উৎপাদনের জয়যাত্রা অবিলম্বেই চোখে পড়ে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা যাবে: বৃহদাকার পুঁজিবাদী কৃষির প্রাধান্য বাড়ছে, যন্ত্রপাতির নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষকের অর্থনীতি এসে মুদ্রাপুঁজির ফাঁসে আটকে যাচ্ছে, নিজের পশ্চাৎপদ টেকনিকের বোঝা নিয়ে ভেঙে পড়ছে ও ধ্বংস পাচ্ছে। কৃষিতে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের যে ভাঙন তার রূপগুলো অন্যরকম, কিন্তু ভাঙনটা তর্কাতীত সত্য।

ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনকে ধ্বংস করে পুঁজি শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায় এবং বৃহৎ পুঁজিপতি সংঘগুলির একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি করে।

উৎপাদনটাও উত্তরোত্তর সামাজিক হতে থাকে — লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মজুর বাঁধা পড়ে একটি প্রণালীবদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় — কিন্তু যৌথ শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি। বৃদ্ধি পায় উৎপাদনের নৈরাজ্য, সংকট, বাজারের জন্যে ক্ষিপ্ত প্রতিযোগিতা, এবং জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে জীবনধারণের অনিশ্চয়তা।

পুঁজির কাছে শ্রমিকদের পরাধীনতা বাড়িয়ে তুলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্মিলিত শ্রমের মহাশক্তি গড়ে তোলে।

পণ্য অর্থনীতির ভ্রূণাবস্থা থেকে, সরল বিনিময় থেকে শুরু করে তার সর্বোচ্চ রূপ, বৃহদাকার উৎপাদনের রূপ পর্যন্ত মার্কস পুঁজিবাদের বিকাশ পর্যালোচনা করেছেন।

এবং নতুন পুরনো সবরকম পুঁজিবাদী দেশের অভিজ্ঞতা থেকে মার্কসের এ মতবাদের সঠিকতা বছরের পর বছর বেশি বেশি মজুরের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সারা দুনিয়ায় পুঁজিবাদের জয় হয়েছে। কিন্তু এ জয় শুধু পুঁজির ওপর শ্রমের বিজয়লাভের পূর্বাভাস।

৩

সামন্ততন্ত্রের পতনের পর ঈশ্বরের দুনিয়ায় 'মুক্ত' পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মেহনতী মানুষদের ওপর পীড়ন ও শোষণের একটি নতুন ব্যবস্থাই হল এ মুক্তির অর্থ। সে পীড়নের প্রতিফলন ও প্রতিবাদ স্বরূপ নানাবিধ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অবিলম্বে দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু আদিম সমাজতন্ত্র ছিল **ইউটোপীয়** সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজের তা সমালোচনা করেছে, নিন্দা করেছে, অভিশাপ দিয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে তার বিলুপ্তির, উন্নততর এর ব্যবস্থার কল্পনায় মেতেছে, আর ধনীদের বোঝাতে চেয়েছে শোষণ নীতিবিগর্হিত কাজ।

কিন্তু সত্যিকারের উপায় দেখাতে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র পারে নি। পুঁজিবাদের আমলে মজুরি-দাসত্বের সারমর্ম কী তা সে বোঝাতে পারে নি, পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মগুলি কী তাও সে আবিষ্কার করতে পারে নি,

খ্ঁজে পায় নি কোন **সামাজিক শক্তি** নতুন সমাজের নির্মাতা হবার ক্ষমতা ধরে।

ইতিমধ্যে সামন্ততন্ত্র, ভূমিদাসত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সর্বত্র এবং বিশেষ করে ফ্রান্সে যেসব উত্তাল বিপ্লব শ্রুর্ হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে যে **শ্রেণীসম্হের সংগ্রামই** হল সমস্ত বিকাশের ভিত্তি ও চালিকা শক্তি।

মরিয়া প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সামন্ত শ্রেণীর উপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিজয়লাভও সম্ভব হয় নি। প্ঁজিবাদী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম বিনা কোনো প্ঁজিবাদী দেশই ন্যূনাধিক ম্ক্ত ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি।

বিশ্ব ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, এ থেকে সে সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে মার্কসই গ্রহণ করেছেন এবং স্সঙ্গতর্পে তাকে টেনে নিয়ে গেছেন, এই হল মার্কসীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। সে সিদ্ধান্তটা হল **শ্রেণী-সংগ্রামের** মতবাদ।

সর্বাকিছ্ নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বচন, ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির পেছনে কোনো না কোনো শ্রেণীর **স্বার্থ** আবিষ্কার করতে না শেখা পর্যন্ত লোকে রাজনীতির ক্ষেত্রে চিরকাল প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার নির্বোধ বলি হয়ে ছিল এবং চিরকাল থাকবে। প্রনো ব্যবস্থার রক্ষকদের কাছে সংস্কার ও উন্নয়নের প্রবক্তারা সর্বদাই বোকা বনবে যদি না তারা এ কথা বোঝে যে, যত অসভ্য ও জরাজীর্ণ মনে হোক না কেন প্রত্যেকটি প্রনো প্রতিষ্ঠানই টিকে আছে কোনো না কোনো শাসক শ্রেণীর শক্তির জোরে। এবং এই সব শ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ করার **শ্ধ্ একটি** উপায়ই আছে: যে শক্তি প্রনোর উচ্ছেদ ও নতুনকে স্ষ্টি করতে পারে — এবং নিজের সামাজিক অবস্থানহেতু যা তাকে **করতে হবে** — তেমন শক্তিকে আমাদের চারপাশের সমাজের মধ্যে থেকেই আবিষ্কার করে তাকে শিক্ষিত ও সংগ্রামের জন্যে সংগঠিত করে তোলা।

যে মানসিক দাসত্বের মধ্যে নিপীড়িত শ্রেণীগ্লির সকলে এতদিন বাঁধা পড়ে ছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ প্রলেতারিয়েত পেয়েছে একমাত্র মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদ থেকে। একমাত্র মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বেই

ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সাধারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে প্রলেতারিয়েতের সত্যিকার অবস্থাটা কী।

আমেরিকা থেকে জাপান এবং সুইডেন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা — সারা দুনিয়া জুড়ে প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন সংগঠনের সংখ্যা বাড়ছে। নিজেদের শ্রেণী-সংগ্রাম চালিয়ে আলোকপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত হয়ে উঠছে প্রলেতারিয়েত; বুর্জোয়া সমাজের কুসংস্কার থেকে তারা মুক্ত হয়ে উঠছে; ক্রমেই নিবিড় হয়ে জোট বাঁধছে, শিখছে কী করে নিজেদের সাফল্যের খতিয়ান করতে হয়; আপন শক্তিসমূহকে তারা পোক্ত করে তুলছে এবং বেড়ে উঠছে অপ্রতিহতভাবে।

মার্চ, ১৯১৩ ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪০—৪৮

ল. কুগেলমানের নিকট ক. মার্কসের লেখা পত্রাবলীর রুশ অনুবাদের ভূমিকা

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাপ্তাহিক *Neue Zeit* পত্রিকায় কুগেলমানের কাছে লেখা মার্কসের যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়, পৃথক পুস্তিকাকারে তার একটি পূর্ণ সংকলন আমরা প্রকাশ করছি মার্কস ও মার্কসবাদের সঙ্গে রুশ জনগণের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় সাধনের কর্তব্যবোধে। যা আশা করা উচিত, মার্কসের পত্রগুলিতে অনেকখানি জায়গা নিয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। জীবনীকারের পক্ষে এগুলি অসাধারণ মূল্যবান মালমসলা। কিন্তু সাধারণভাবে ব্যাপক জনসাধারণ এবং বিশেষ করে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে চিঠির সেই জায়গাগুলি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বর্তমান। যে বৈপ্লবিক যুগের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তাতে যে জায়গাগুলোতে মার্কসকে শ্রমিক আন্দোলন ও বিশ্ব রাজনীতির সমস্ত প্রশ্নেই সরাসরি সাড়া দিতে দেখা গেছে সেগুলি তলিয়ে বোঝা ঠিক আমাদের পক্ষেই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। *Neue Zeit* সম্পাদকমণ্ডলী অতি যথার্থতই বলেছেন যে 'বিরাট সব আবর্তনের পরিস্থিতিতে যাঁদের চিন্তা ও সংকল্প দানা বেঁধেছে তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয়লাভে উন্নীত হই আমরা।' ১৯০৭ সালের রুশী সমাজতন্ত্রীর পক্ষে এ পরিচয় গ্রহণ দ্বিগুণ আবশ্যক, কেননা দেশ যার মধ্য দিয়ে চলেছে তেমন সমস্ত ও সর্ববিধ বিপ্লবের ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রীদের সরাসরি কর্তব্যের একরাশ অতি মূল্যবান নির্দেশ পাওয়া যাবে তাতে। 'বিরাট আবর্তনের' মধ্য দিয়ে রাশিয়া চলেছে ঠিক এই সময়টাতেই। ১৮৬০-এর দশকের অপেক্ষাকৃত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বছরগুলিতে মার্কসের রাজনীতি হওয়া উচিত অতি প্রায়শই বর্তমান রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে সরাসরি আদর্শ-স্বরূপ।

আমরা তাই মার্কসের পত্রাবলীর যে অংশগুলো তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে বিশদে আলোচনা করব প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর বিপ্লবী রাজনীতির কথা।

মার্কসবাদের পূর্ণতর ও গভীরতর প্রণিধানের দিক থেকে অতীব আকর্ষণীয় হল তাঁর ১৮৬৮ সালের ১১ই জুলাইয়ের চিঠি (৪২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা)। স্থূল অর্থনীতিকদের বিরুদ্ধে বিতর্কের আকারে মার্কস এখানে মূল্যের তথাকথিত 'শ্রম' তত্ত্ব বিষয়ে **তাঁর** ধারণা পেশ করেছেন অসাধারণ স্পষ্টতায়। 'পুঁজি' গ্রন্থের সবচেয়ে অবিদগ্ধ পাঠকের মনে স্বভাবতই মার্কসের মূল্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে আপত্তিগুলি ওঠে এবং সেইজন্যেই 'প্রফেসরী', বুর্জোয়া 'বিদ্যার' মামুলী প্রতিনিধিরা যা সাগ্রহে লুফে নেয়, ঠিক সেইগুলিকেই মার্কস এখানে বিচার করেছেন সংক্ষেপে, প্রাঞ্জলভাবে, আশ্চর্য স্পষ্টতায়। মার্কস এখানে বলেছেন কী পথে তিনি মূল্যের নিয়ম ব্যাখ্যায় পেঁছেছেন এবং পেঁছন উচিত। সচরাচর আপত্তিগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়ে মার্কস তাঁর **পদ্ধতি** শিক্ষা দিয়েছেন। মূল্য তত্ত্বের মতো (মনে হবে বুঝি) বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক ও বিমূর্ত প্রশ্নের সঙ্গে তিনি 'শোষক শ্রেণীগুলির সেই স্বার্থের' যোগ দেখিয়েছেন, যা **'বিভ্রান্তির চিরস্থায়িত্ব'** দাবি করে। আশা করা যাক, যাঁরা মার্কস অধ্যয়ন ও 'পুঁজি' গ্রন্থটি পড়তে শুরু করছেন তাঁদের প্রত্যেকেই 'পুঁজির' প্রথম দিককার অতি দুরূহ অধ্যায়গুলি অনুধাবনের সময় উল্লিখিত পত্রটি বারবার পড়বেন।

চিঠিগুলিতে তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ চিত্তাকর্ষক অন্যান্য অংশ হল বিভিন্ন লেখক সম্পর্কে মার্কসের মূল্যায়ন। জ্বলজ্বলে ভাষায় লেখা আবেগদীপ্ত এই যে মতামতগুলি থেকে বড়ো বড়ো সমস্ত মতাদর্শগত ধারা ও তার বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়, তা পড়বার সময় মনে হয় যেন এব· প্রতিভাবান মনস্বীর আলাপ শুনছি। দিৎস্‌গেন সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যটি ছাড়াও প্রুধোঁপন্থীদের (৭২) সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি পাঠকদের বিশেষ মনোনিবেশের যোগ্য (পৃঃ ১৭)। সামাজিক জোয়ারের পর্বে বুর্জোয়া শ্রেণীর যে 'দীপ্তিমান' বুদ্ধিজীবী তরুণ 'প্রলেতারিয়েতের দলে' ঝাঁপিয়ে পড়ে, অথচ শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে প্রলেতারীয় সংগঠনের 'পঙক্তিতে ও সারিতে' লেগে থেকে গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে অক্ষম, গোটা কয়েক ছত্রে তাদের চিত্র ফুটে উঠেছে আশ্চর্য উজ্জ্বলতায় (৭৩)।

যেমন দ্যুরিং সম্পর্কে মতামত (পৃঃ ৩৫) (৭৪), ৯ বছর পরে এঙ্গেলসের (মার্কসের সঙ্গে একত্রে) লেখা অপূর্ব গ্রন্থ 'Anti-Dühring'এর সারকথাটা যেন এখানে পূর্বাভাসিত। সেদেরবাউমের একটি রুশী অনুবাদ আছে, দুঃখের বিষয়, তাতে শুধু জায়গা-জায়গা বাদ পড়েছে তাই নয়, ভুলভ্রান্তি সমেত সোজাসুজি সেটা খারাপ অনুবাদ। এইখানেই আছে তুনেন সম্পর্কে মত, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বও যা সেই সঙ্গে ছুঁয়ে গেছে। ১৮৬৮ সালেই মার্কস 'রিকার্ডোর ভুল' পুরোপুরি বর্জন করেন, যা তিনি চূড়ান্ত রূপে খন্ডন করেন ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত 'পুঁজির' তৃতীয় খন্ডে এবং আমাদের উগ্র বুর্জোয়া এমনকি 'কৃষ্ণশতপন্থী' শ্রী বুলগাকভ থেকে শুরু করে 'প্রায় নৈষ্ঠিক' মাসলভ পর্যন্ত সমস্ত শোধনবাদীরা যার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে আজো পর্যন্ত।

স্থূল বস্তুবাদ এবং লাঙ্গে থেকে টোকা ('প্রফেসরী' বুর্জোয়া দর্শনের সাধারণ উৎস!) 'পল্লবগ্রাহী বাকসর্বস্বতার' মূল্যায়ন সহ বুখনার সম্পর্কে অভিমতটিও সমান চিত্তাকর্ষক (পৃঃ ৪৮) (৭৫)।

এবার মার্কসের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে আসা যাক। রাশিয়ায় আমাদের এখানে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে মার্কসবাদ সম্পর্কে কেমন একটা কূপমন্ডূক ধারণা আশ্চর্য ছড়ানো — বৈপ্লবিক যুগ এবং তার বিশেষ সংগ্রাম-রূপ ও প্রলেতারিয়েতের বিশেষ কর্তব্যাদি যেন বা একটা প্রায় কালব্যতিক্রম, 'সংবিধান' ও 'চূড়ান্ত বিরোধী দলই' যেন নিয়ম। বর্তমান মুহূর্তে রাশিয়ার মতো এমন গভীর বৈপ্লবিক সংকট পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই, এবং আর কোনো দেশেও এমন 'মার্কসবাদী' (মার্কসবাদের হীনতা ও স্থূলতাসাধক) নেই, যারা বিপ্লবের প্রতি এমন সন্দিহান ও কূপমন্ডূক ভাবাপন্ন। বিপ্লবটা সারার্থে বুর্জোয়া, এই থেকে আমাদের এখানে মামুলী সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে যে, বুর্জোয়ারা বিপ্লবের চালিকা শক্তি, প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যটা সহায়তামূলক, স্বাবলম্বন নয়, এ বিপ্লবে প্রলেতারীয় নেতৃত্ব অসম্ভব!

কুগেলমানের নিকট পত্রাবলীতে মার্কসবাদের এই স্থূল বোধটাকে মার্কস কী ভাবেই না উন্মোচিত করেছেন! যেমন ১৮৬৬ সালের ৬ই এপ্রিলের চিঠি। ততদিনে মার্কস তাঁর প্রধান কাজটা শেষ করেছেন। এ চিঠি লেখার চোদ্দ বছর আগেই মার্কস ১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিয়েছিলেন। ১৮৪৮ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নৈকট্য সম্পর্কে তাঁর

সমাজতান্ত্রিক মোহ তিনি ১৮৫০ সালেই বর্জন করেছিলেন (৭৬)। অথচ ১৮৬৬ সালে নতুন রাজনৈতিক সংকটাদির বিকাশ সবেমাত্র লক্ষ করেই তিনি লেখেন:

'আমাদের কূপমণ্ডূকেরা (জার্মান উদারনীতিক বুর্জোয়াদের কথা বলছেন) কি অবশেষে বুঝবে যে হাপ্‌সবুর্গ ও হয়েনৎসলার্নদের উৎখাত করা একটি বিপ্লব ছাড়া ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আবার একটা তিরিশ বছরী যুদ্ধে পৌঁছবে...' (পৃঃ ১৩—১৪) (৭৭)।

আসন্ন বিপ্লবে (সেটা ঘটেছিল ওপর থেকে, মার্কসের আশা মতো নিচু থেকে নয়) বুর্জোয়া শ্রেণী ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হবে এমন মোহ এখানে তিলমাত্র নেই। অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, বিপ্লব কেবল প্রুশীয় ও অস্ট্রীয় রাজতন্ত্রকেই উচ্ছেদ করবে। আর কী বিশ্বাসই না রেখেছেন সে বুর্জোয়া বিপ্লবে! প্রলেতারীয় যোদ্ধার পক্ষ থেকে কী বৈপ্লবিক আবেগই না ফুটে উঠেছে, যিনি বোঝেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূমিকা কত বিপুল!

তিন বছর পরে ফ্রান্সে নেপোলিয়নী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার প্রাক্কালে একটি 'অতি চিত্তাকর্ষক' সামাজিক আন্দোলন লক্ষ করে মার্কস **সোজাসুজি উল্লাস সহকারে** বলেছেন যে 'প্যারিসীয়রা তাদের কিছুকাল আগের বৈপ্লবিক অতীতের প্রত্যক্ষ অধ্যয়নে লেগেছে আসন্ন একটি নতুন বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্যে।' এবং অতীতের এই মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে শ্রেণী-সংগ্রাম উদ্ঘাটিত হচ্ছে তার বর্ণনা দিয়ে মার্কস সিদ্ধান্ত টেনেছেন (পৃঃ ৫৬): 'ইতিহাস ডাকিনীর গোটা হাঁড়িটা ফুটছে! **আমাদের এখানে** (জার্মানিতে) কবে তা হবে!' (৭৮)

মার্কসের কাছ থেকে এই শিক্ষাটা নেওয়া উচিত রুশীয় বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদীদের, যাঁরা সংশয়ে হীনবল, পাণ্ডিতিপনায় নির্বোধ, অনুশোচনার বক্তৃতায় উন্মুখ, চট করেই বিপ্লবে অবসন্ন, বিপ্লবের সমাধি দিয়ে তার বদলে সংবিধানী গদ্য আমদানির স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন এমন ভাবে যেন সেটা একটা উৎসবের ব্যাপার। প্রলেতারীয়দের তত্ত্বকার ও নেতার কাছ থেকে তাঁদের শেখা উচিত বিপ্লবে বিশ্বাস, নিজেদের প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কর্তব্য শেষাবধি সাধনের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীকে ডাক দিতে পারার ক্ষমতা, মনোবলের দৃঢ়তা, বিপ্লবের সাময়িক পরাজয়ের পর কাপুরুষ নাকি কান্না যা মঞ্জুর করে না।

মার্কসবাদের বিদ্যাবাগীশেরা ভাবে: এ সবই এক নীতিশাস্ত্রীয় বচন, রোমান্টিকতা, বাস্তব বোধাভাব! না মশাই, এটা হল বৈপ্লবিক তত্ত্বের সঙ্গে বৈপ্লবিক রাজনীতির মিলন, যে মিলন না হলে মার্কসবাদ হয়ে দাঁড়ায় ব্রেনতানোবাদ, স্ত্রুভেবাদ, জম্বার্তবাদ (৭৯)। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব ও প্রয়োগকে এক অখণ্ড সমগ্রে সংযুক্ত করেছে মার্কসের মতবাদ। আর অবজেকটিভ পরিস্থিতির স্থিরমস্তিষ্ক বিচারের একটা তত্ত্বকে যে বিকৃত করে বর্তমানকে সমর্থন করতে চায়, বিপ্লবের প্রতিটি সাময়িক পতনের সঙ্গেই যে নিজেকে তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে চায়, সাত তাড়াতাড়ি 'বিপ্লবী মোহ' বর্জন করে 'বাস্তব' কচকচিতে পৌঁছয়, সে মার্কসবাদী নয়।

একান্ত শান্তিপূর্ণ সময়ে, মার্কসের উক্তি মতো যা মনে হবে যেন 'পদাবলীসুলভ', — 'শোচনীয় রকমের এঁদো' (*Neue Zeit* সম্পাদকের কথায়), — তেমন সময়েও মার্কস বিপ্লবের নৈকট্য অনুভব করতে পারেন ও প্রলেতারিয়েতকে **তুলতে** পারেন তার অগ্রণী বৈপ্লবিক কর্তব্যের চেতনায়। আর আমাদের রুশী বুদ্ধিজীবীরা কূপমণ্ডুকের মতো মার্কসকে সরল করে তুলে সবচেয়ে বৈপ্লবিক কালেই নিষ্ক্রিয়তার রাজনীতি, বাধ্যের মতো 'স্রোতে' গা ভাসানোর রাজনীতি, ফ্যাশনচল উদারনীতিক পার্টির সবচেয়ে অস্থির লোকেদের ভীরুর মতো সমর্থনের রাজনীতি শেখাচ্ছেন প্রলেতারিয়েতকে!

কমিউনের যে মূল্যায়ন মার্কস করেছেন সেটা কুগেলমানের নিকট লেখা পত্রাবলীর মধ্যে মুকুটমণি। দক্ষিণপন্থী রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করলে এই মূল্যায়নটা থেকেই অনেককিছু মিলবে। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর প্লেখানভ ক্ষীণপ্রাণে চিৎকার করে ওঠেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি।' নিজেকে মার্কসের সঙ্গে তুলনার মতো বিনয় দেখিয়ে বলেন কিনা, ১৮৭০ সালে মার্কসও বিপ্লবকে থামিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

হ্যাঁ, মার্কসও থামিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু দেখুন এই প্লেখানভ কথিত তুলনার ক্ষেত্রেই প্লেখানভের সঙ্গে মার্কসের কী অতল ব্যবধান দেখা দিচ্ছে।

১৯০৫ সালের নভেম্বরে প্রথম রুশ বিপ্লবী তরঙ্গের শীর্ষবিন্দুর এক মাস আগে প্লেখানভ প্রলেতারিয়েতকে দৃঢ়ভাবে সাবধান করে দেন নি তাই নয়, উল্টে বরং সোজাসুজি বলেছিলেন যে **অস্ত্র চালনার তালিম নেওয়া ও সশস্ত্র হওয়া** দরকার। কিন্তু এক মাস পরে যখন সংগ্রাম জ্বলে উঠল, তখন প্লেখানভ তার তাৎপর্য, সাধারণ ঘটনাধারায় তার ভূমিকা, সংগ্রামের পূর্বতন

রূপের সঙ্গে তার সম্পর্ক তিলমাত্র বিশ্লেষণ না করে অনুতপ্ত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নিতে ছুটলেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি।'

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে, কমিউনের **ছয় মাস আগে** মার্কস ফরাসী মজুরদের সোজাসুজি সাবধান করে দিয়েছিলেন: অভ্যুত্থান হবে **নির্বুদ্ধিতা,** বলেছিলেন তিনি আন্তর্জাতিকের বিখ্যাত আবেদনে (৮০)। ১৭৯২ সালের প্রেরণায় আন্দোলন সম্ভব হবে এই জাতীয়তাবাদী মোহ তিনি **আগেই** উন্মোচিত করেন। **ঘটনার পরে নয়,** অনেক মাস আগেই তিনি বলতে পেরেছিলেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত নয়।'

কিন্তু তাঁর সেপ্টেম্বরের আবেদন অনুসারে এই **নিষ্ফল** ব্যাপারটা যখন ১৮৭১ সালের মার্চে কার্যকরী হতে শুরু করল তখন কী করলেন তিনি? মার্কস কি সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন (যেমন প্লেখানভ করেছিলেন ডিসেম্বরের ঘটনাবলীতে) কমিউনে নেতৃত্বকারী প্রুধোঁপন্থী ও ব্লাঙ্কিপন্থীদের 'খোঁচা' দেবার জন্যে মাত্র? ইশকুলের দিদিমণির মতো কি তিনি গজগজ করেছিলেন, আগেই বলেছিলাম, সাবধান করে দিয়েছিলাম, নাও এবার তোমাদের রোমান্তিকতা, তোমাদের বৈপ্লবিক প্রলাপের ফল ভোগো? ডিসেম্বর যোদ্ধাদের প্রতি প্লেখানভের মতো তিনি কি কমিউনারদের প্রতি আত্মতুষ্ট কূপমন্ডূকের বচন ঝেড়েছিলেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি'?

না। ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল মার্কস কুগেলমানের কাছে লেখেন এক **উদ্দীপিত** চিঠি, — প্রতিটি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, প্রতিটি সাক্ষর রুশ শ্রমিকের ঘরের দেয়ালে সে চিঠি আমরা সাগ্রহে টাঙিয়ে রাখতে রাজী।

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে অভ্যুত্থানকে নির্বুদ্ধিতা আখ্যা দিলেও ১৮৭১ সালের এপ্রিলে জনসাধারণের গণ আন্দোলন দেখে মার্কস তার প্রতি যে মনোভাব অবলম্বন করেন সেটা বিশ্ব-ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক আন্দোলনে অগ্রপদক্ষেপসূচক মহা ঘটনাবলীর এক সরিকের আত্যন্তিক অভিনিবেশ নিয়ে।

তিনি বলেছেন, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রটাকে শুধু অপরের হাতে তুলে দেওয়া নয়, এ হল সে যন্ত্রকে চূর্ণ করার **প্রচেষ্টা।** এবং প্রুধোঁপন্থী ও ব্লাঙ্কিপন্থীদের পরিচালিত প্যারিসের **'বীর'** শ্রমিকদের উদ্দেশে তিনি এক সত্যিকারের প্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারণ করেন। 'কী স্থিতিস্থাপকতা,' তিনি লিখেছেন, 'কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, আত্মত্যাগের কী ক্ষমতা এই প্যারিসীয়দের!' (পৃঃ ৮৮)... 'এমন বীরত্বের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নেই।'

জনগণের **ঐতিহাসিক উদ্যোগকে** মার্কস মূল্য দিচ্ছেন সর্বোচ্চ। হায়, মার্কসের কাছ থেকে যদি আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা ১৯০৫ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বরে রুশ শ্রমিক কৃষকদের **ঐতিহাসিক উদ্যোগের** মূল্য দিতে শিখতেন! (৮১)

একদিকে ছয় মাস আগেই ব্যর্থতা ভবিষ্যদ্দর্শন করলেও জনগণের **ঐতিহাসিক উদ্যোগের** কাছে প্রগাঢ় এক মনীষীর প্রণতি — অন্যদিকে নির্জীব, নিষ্প্রাণ, বিদ্যাবাগীশি: 'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি'! আকাশপাতাল তফাৎ নয় কি?

এবং লণ্ডনের নির্বাসনে বসে তাঁর স্বভাবোচিত আবেগ ও উদ্দীপনায় তিনি যে গণ সংগ্রামটায় সাড়া দিয়েছেন তার **সরিক** হিসাবে মার্কস **'স্বর্গাভিযানে প্রস্তুত'**, 'উন্মত্ত-নির্ভীক' প্যারিসীয়দের **তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের** সমালোচনায় হাত দিয়েছেন।

ওহ, মার্কসকে তখন কী বিদ্রূপই না করতেন আমাদের 'বাস্তববুদ্ধি' প্রাজ্ঞরা, যাঁরা ১৯০৬—১৯০৭ সালের রাশিয়ায় শ্লেষোক্তি হানছেন বিপ্লবী রোমান্তিকতায়! কী উপহাসই না লোকে করত সেই **বস্তুবাদী, অর্থনীতিবিদ**, ইউটোপিয়া-দ্বেষীকে, যিনি **স্বর্গা**ভিযানের 'প্রচেষ্টায়' প্রণতি জানান! হাঙ্গামা-প্রবণতা, ইউটোপিয়াপন্থা প্রভৃতি নিয়ে, স্বর্গে ঝাঁপাতে উন্মুখ এ আন্দোলনের মূল্যায়ন নিয়ে কী অশ্রুপাত, কী দাক্ষিণ্যপরবশ হাসি, কী অনুকম্পাই না বইয়ে দিতেন যত মাফলার জড়ানো লোক (৮২)!

কিন্তু বিপ্লবী সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপের **টেকনিক** আলোচনায় যারা ভীত তেমন চুনোপুঁটির অতিবুদ্ধিতে (৮৩) মার্কস আচ্ছন্ন নন। অভ্যুত্থানের ঠিক **টেকনিক্যাল** প্রশ্নই তিনি আলোচনা করেছেন। আত্মরক্ষা না আক্রমণ? প্রশ্নটা তিনি তুলেছেন এমন ভাবে যেন লড়াই চলছে লণ্ডনের উপকণ্ঠে। এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন: দ্বিধাহীন আক্রমণ, **'দরকার ছিল তক্ষুণি ভার্সাই অভিযান করা...'**

এটা লেখা ১৮৭১ সালের এপ্রিলে, রক্তরাঙা মহা মে'র কয়েক সপ্তাহ আগে... 'দরকার ছিল তক্ষুণি ভার্সাই অভিযান করা' বলা হচ্ছে সেই অভ্যুত্থানীদের যারা শুরু করেছিল স্বর্গাভিযানের 'নির্বোধ' (১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর) কাণ্ড।

'অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয় নি' বলা হচ্ছে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে,

অর্জিত স্বাধীনতা অপহরণের প্রথম প্রচেষ্টাকে সবলে প্রতিহত করার জন্যে...

সত্যি, মার্কসের সঙ্গে প্লেখানভ খামকা নিজের তুলনা করেন নি!

'দ্বিতীয় ভুল হল এই যে,' মার্কস তাঁর **টেকনিক্যাল** সমালোচনা চালিয়ে গিয়ে বলছেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটি' (মনে রাখবেন, এটা **সামরিক নেতৃত্ব,** জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির কথা বলা হচ্ছে এখানে) 'তার অধিকার ছেড়ে দেয় **বড়ো তাড়াতাড়ি**...'

অকাল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে **নেতাদের** হুঁশিয়ার করে দেবার ক্ষমতা ছিল মার্কসের। কিন্তু স্বর্গাভিযানী **প্রলেতারিয়েতের** প্রতি তিনি মনোভাব নেন এক কার্যকরী পরামর্শদাতার মতো, গণ **সংগ্রামের** সারিকের মতো, ব্লাঙ্কি ও প্রুধোঁর অলীক তত্ত্ব ও ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও যে সংগ্রাম **গোটা** আন্দোলনটাকে তুলছে **এক উচ্চতম স্তরে।**

'যতই হোক,' লিখছেন তিনি, 'সাবেকী সমাজের নেকড়ে, শুয়োর ও কুচুটে কুত্তাদের কাছে প্যারিস অভ্যুত্থান যদি বিধ্বস্তও হয়, তাহলেও জুন অভ্যুত্থানের পর এটা আমাদের পার্টির এক গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি।' (৮৪)

এবং প্রলেতারিয়েতের কাছে কমিউনের **একটি** ভুলও চাপা না দিয়ে মার্কস এ **কীর্তির** উদ্দেশে এমন একটি রচনা উৎসর্গ করেন যা **এখনো পর্যন্ত** 'স্বর্গ' জয়ের সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ দিগদর্শন, এবং উদারনীতিক ও র‍্যাডিক্যাল **'শুয়োরদের'** কাছে সবচেয়ে ভয়ংকর জুজু। (৮৫)

ডিসেম্বরের উদ্দেশে প্লেখানভ যে 'রচনাটি' উৎসর্গ করেছেন, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এক কাদেত সুসমাচার (৮৬)।

সত্যি, মার্কসের সঙ্গে প্লেখানভ খামকা নিজের তুলনা করেন নি।

মার্কসের জবাবে কুগেলমান, বোঝাই যায়, কিছু একটা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, ব্যাপারটার নিষ্ফলতা দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর রোমান্তিকতার বিপরীতে বাস্তববোধের উল্লেখ করেছিলেন — অন্তত পক্ষে তিনি কমিউনকে, **অভ্যুত্থানকে** তুলনা করেছিলেন প্যারিসে ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের শান্তিপূর্ণ মিছিলের সঙ্গে।

মার্কস তৎক্ষণাৎ (১৭ই এপ্রিল, ১৮৭১) কঠোর ভর্ৎসনা করেন কুগেলমানকে।

'বিশ্ব ইতিহাস গড়া,' লিখছেন তিনি, **'অবশ্যই অনেক সহজ হত যদি সংগ্রাম গ্রহণ করা যেত কেবল অব্যর্থ-অনুকূল সুযোগের পরিস্থিতিতে।'**

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কস অভ্যুত্থানকে নির্বুদ্ধিতা বলেছিলেন। কিন্তু **জনগণ** যখন অভ্যুত্থান করল, মার্কস তখন তাদের সঙ্গেই যেতে আগ্রহী, এজলাসী হুকুম না দিয়ে সংগ্রামের গতিপথে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা নিতে চান। তিনি বোঝেন যে আগে থেকেই **পরিপূর্ণ যাথার্থ্যে** সম্ভাব্যতা হিসেব করতে যাওয়া হয় হাতুড়েপনা, নয় নিরেট বিদ্যাবাগীশি। এইটে তিনি **সর্বোচ্চে** তুলে ধরেন যে শ্রমিক শ্রেণী বীরের মতো, আত্মত্যাগ করে, উদ্যোগ নিয়ে বিশ্ব ইতিহাস **গড়ছে**। এ ইতিহাসকে তিনি দেখেছেন তাদের চোখ দিয়ে, যারা আগে থেকেই সাফল্যের **অব্যর্থ** হিসেব করতে না পারলেও সে ইতিহাস **গড়ছে**, পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, যে নীতিবাক্য ঝাড়ে: 'সহজেই আন্দাজ করা যেত... উচিত ছিল না...'

মার্কস এ সত্যও জানতেন যে ইতিহাসে এমন মুহূর্ত আসে যখন জনগণের অধিকতর তালিম ও **পরবর্তী** সংগ্রামের প্রস্তুতির নামে এমনকি নিষ্ফল ব্রতেও **জনগণের** মরিয়া সংগ্রামের **প্রয়োজনীয়তা থাকে**।

প্রশ্নের এই **উপস্থাপন** আমাদের বর্তমানের মেকি মার্কসবাদীদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য, এমনকি নীতিগতভাবে বিজাতীয় — বৃথাই তাঁরা মার্কসের উদ্ধৃতি থেকে নিতে ভালোবাসেন, তাঁর ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কৃতিত্বটা নয়, শুধু অতীতের মূল্যায়নটা। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর **'থামিয়ে রাখার...'** কর্তব্য নেওয়ার সময় প্লেখানভ এ কথাটা একবার ভেবেও দেখেন নি।

কিন্তু মার্কস ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে নিজেই যে অভ্যুত্থানকে নির্বুদ্ধিতা বলেছিলেন তা আদৌ না ভুলেই ঠিক এই প্রশ্নটাই হাজির করেছেন।

তিনি লিখেছেন, 'ভার্সাইয়ের বুর্জোয়া শালারা প্যারিসীয়দের কাছে এই উপায়ান্তর রাখে: হয় সংগ্রামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ নয় বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ। শেষের ক্ষেত্রে **শ্রমিক শ্রেণীর মনোবল ভেঙে যাওয়াটা** হত যে কোনো সংখ্যক নেতার মৃত্যুর চেয়েও **অনেক বড়** দুর্ভাগ্য।' (৮৭)

কুগেলমানের কাছে চিঠিতে মার্কস প্রলেতারিয়েতের যোগ্য যে রাজনীতির শিক্ষা দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা আমরা এইখানেই শেষ করছি।

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ইতিমধ্যেই একবার দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একাধিকবার দেখাবে যে তারা 'স্বর্গাভিযানের' ক্ষমতা ধরে।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭ ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১—৩৭৯

'ফ্রিদরিখ আ. জরগে ও অন্যান্যদের নিকট ইয়োহান বেক্কের, ইয়োসেফ দিৎস্‌গেন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস প্রভৃতির চিঠি' বইটির

রুশ অনুবাদের ভূমিকা

মার্কস, এঙ্গেলস, দিৎস্‌গেন, বেক্কের প্রভৃতি গত শতকের আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন নেতার যে পত্রাবলীর সংকলন রুশ পাঠকদের নিকট পেশ করা হল তা আমাদের অগ্রণী মার্কসবাদী সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য অনুপূরক।

সমাজতন্ত্রের ইতিহাস এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের ক্রিয়াকলাপের ওপর সর্বাঙ্গীন আলোকপাতের দিক থেকে চিঠিগুলির গুরুত্ব নিয়ে আমরা এখানে বিশদ আলোচনা করব না। এই দিকটা নিয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু এইটুকু বলে রাখি যে প্রকাশিত পত্রগুলি বোঝার জন্যে আন্তর্জাতিকের ইতিহাস (Jekk: 'আন্তর্জাতিক' দ্রষ্টব্য; 'জ্‌নানিয়ে' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত রুশ অনুবাদ), তারপর জার্মান ও আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (ফ্র. মেরিং'এর 'জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ইতিহাস' এবং মরিস হিলকুইটের 'আমেরিকায় সমাজতন্ত্রের ইতিহাস') ইত্যাদি নিয়ে মূল রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক।

পত্রাবলীর সাধারণ সারার্থ এবং যেসব বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট তাদের মূল্যায়ন দেবারও কোনো চেষ্টা আমরা এখানে করব না। মেরিং এ কাজটা চমৎকার করে দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে: Der Sorgesche Briefwechsel (*'Neue Zeit'*, 25. Jahrg., Nr. 1 und 2), যেটা সম্ভবত বর্তমান অনুবাদের পরিশিষ্ট হিসাবে যোগ করা হবে কিংবা পৃথক রুশ পুস্তিকাকারে প্রকাশ পাবে।

যে বৈপ্লবিক যুগের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তাতে রুশ সমাজতন্ত্রীদের কাছে সেই সব শিক্ষা হবে বিশেষ আকর্ষণীয় যা মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রায়

তিরিশ বছর ব্যাপী (১৮৬৭—১৮৯৫) ক্রিয়াকলাপের অন্তরঙ্গ দিকগুলোর পরিচয় থেকে সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতকে আহরণ করতে হবে। তাই অবাক হবার কিছু নেই যে, আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যেও জরগের কাছে মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় সাধনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি ছিল রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক রণকৌশলের 'জঙ্গী' প্রশ্নগুলির সঙ্গে জড়িত (প্লেখানভের 'সভ্রেমেন্নায়া জিজ্ন' (৮৮) মেনশেভিকদের 'ওৎক্লিক' (৮৯)। প্রকাশিত পত্রাবলীর যে অংশগুলি রাশিয়ায় শ্রমিক পার্টির সাম্প্রতিক কর্তব্যের দিক থেকে বিশেষ জরুরী, তার মূল্যায়নেই আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব স্থির করেছি।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের পত্রাবলীতে সবচেয়ে বেশি বলেছেন ইঙ্গ-মার্কিন ও জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের জরুরী সমস্যা নিয়ে। সেটা বোঝা যায়, কেননা তাঁরা ছিলেন জার্মান, সে সময় বাস করতেন ইংলণ্ডে, তাঁদের মার্কিন কমরেডদের সঙ্গে পত্রালাপ চালাতেন। ফরাসী শ্রমিক আন্দোলন এবং বিশেষ করে প্যারিস কমিউনের কথা মার্কস অনেক বেশি ঘনঘন ও সবিস্তারে বলেছেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট কুগেলমানের নিকট লেখা তাঁর চিঠিতে*।

ইঙ্গ-মার্কিন ও জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলস কী বলেছিলেন তার তুলনাটা অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ। যদি মনে রাখি যে একদিকে জার্মানি এবং অন্যদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা হল পুঁজিবাদী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়, এসব দেশের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়ার বিভিন্ন রূপের প্রভুত্ব, তাহলে এরূপ তুলনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের দিক থেকে আমরা এখানে দেখি বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিদর্শন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সমস্যাটির বিভিন্ন বিষয় ও দিককে সামনে টেনে আনতে ও চিহ্নিত করতে পারার কৃতিত্ব। শ্রমিক পার্টির ব্যবহারিক রাজনীতি ও রণকৌশলের দিক থেকে আমরা এখানে দেখি বিভিন্ন দেশের জাতীয় শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষেত্রে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' স্রষ্টারা কীভাবে সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য নির্দেশ করেছেন।

* 'ডঃ কুগেলমানের নিকট ক. মার্কসের চিঠি' দ্রষ্টব্য। ন. লেনিনের সম্পাদিত ও তাঁর লেখা ভূমিকা সহ অনুবাদ। পিটার্সবুর্গ, ১৯০৭। — সম্পাঃ

ইঙ্গ-মার্কিন সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস সবচেয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন শ্রমিক আন্দোলন থেকে তার বিচ্ছিন্নতাকে। ইংলন্ডের 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন' (Social-Democratic Federation) (৯০) এবং আমেরিকার সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে তাঁদের বহুসংখ্যক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে মূলসূত্রের মতো এই অভিযোগটা দেখা যাবে যে, তারা মার্কসবাদকে আপ্তবাক্যে, 'শিলীভূত (starre) সনাতনপন্থায়' পরিণত করেছে, এটাকে তারা দেখে **'কর্মের দিগদর্শন** হিসাবে নয়, বিশ্বাসপ্রতীক হিসাবে' (৯১), তত্ত্বের দিক থেকে অসহায় কিন্তু জীবন্ত, পরাক্রান্ত যে গণ শ্রমিক আন্দোলন তাদের আশেপাশেই চলছে তার সঙ্গে তারা খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। ১৮৮৭ সালের ২৭শে জানুয়ারির পত্রে এঙ্গেলস বলেছেন, 'আজ আমরা কোথায় থাকতাম যদি ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৩ এই পর্বটায় আমরা শুধু তাদের সঙ্গেই হাতে হাত দিয়ে চলতে চাইতাম, যারা প্রকাশ্যে আমাদের কর্মসূচি মেনেছে?' আর পূর্ববর্তী পত্রে (১৮৮৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর) আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর উপর হেনরি জর্জের ভাবনার প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন:

> 'তত্ত্বের দিক থেকে নিখুঁত একটা কর্মসূচির জন্যে এক লাখ ভোটের চেয়ে নভেম্বরে খাঁটি ('bona fide') শ্রমিক পার্টির পক্ষে দশ কি কুড়ি লাখ ভোট অসীম গুরুত্বপূর্ণ।'

জায়গাগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক। আমাদের দেশে এমন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট দেখা দিয়েছেন যাঁরা এই কথাগুলো তাড়াতাড়ি কাজে লাগাচ্ছেন 'শ্রমিক কংগ্রেস' বা লারিন-মার্কা 'ব্যাপক শ্রমিক পার্টির' (৯২) মতবাদ সমর্থনের জন্যে। কিন্তু 'বামপন্থী ব্লক' সমর্থনের জন্যে নয় কেন? এঙ্গেলসের এইরূপ অকালপক্ক 'সদ্ব্যবহারকারীদের' আমরা জিজ্ঞেস করছি। যে চিঠি থেকে উদ্ধৃতিটা নেওয়া হয়েছে সেটা এমন একটা সময় প্রসঙ্গে যখন নির্বাচনে আমেরিকার শ্রমিকেরা ভোট দেয় হেনরি জর্জের পক্ষে। শ্রীযুক্তা ভিশনেভেৎস্কায়া — আমেরিকান মহিলা, রুশীকে বিয়ে করেন ও এঙ্গেলসের রচনা অনুবাদ করেন — ইনি হেনরি জর্জকে ভালোমতো সমালোচনার জন্যে এঙ্গেলসকে অনুরোধ করেছিলেন — সেটা বোঝা যাচ্ছে এঙ্গেলসের জবাব থেকে। এঙ্গেলস লেখেন (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬) যে **এখনো** তার **সময় হয় নি,** শ্রমিক পার্টি বরং পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয় এমন কর্মসূচি নিয়েই গড়ে উঠতে

থাকুক। পরে শ্রমিকেরা নিজেরাই বুঝবে ব্যাপারটা কী, ‘নিজেদের ভুল থেকেই শিখবে’ এবং ‘কর্মসূচিটা যাই হোক না কেন, তার ভিত্তিতে শ্রমিক পার্টির জাতীয় সংহতিতে’ বাধা দেওয়া ‘আমি মহা ভুল বলে মনে করি’।

বলাই বাহুল্য, **সমাজতন্ত্রের** দিক থেকে হেনরি জর্জের মতবাদের সমগ্র উদ্ভটতা ও **প্রতিক্রিয়াশীলতা** এঙ্গেলস ভালোই বুঝতেন ও বহুবার তা উল্লেখ করেছেন। জরগের পত্রাবলীতে কার্ল মার্কসের ১৮৮১ সালের ২০শে জুন তারিখের একটি অতি চিত্তাকর্ষক চিঠি আছে, তাতে তিনি হেনরি জর্জের মূল্যায়ন করেছেন **র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়ার** মতপ্রবক্তা হিসাবে। মার্কস লেখেন, ‘তত্ত্বের দিক থেকে হেনরি জর্জ একেবারেই পশ্চাৎপদ’ (total arrière)। অথচ এই খাঁটি **প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রীর** সঙ্গে একত্রে নির্বাচনে নামতে এঙ্গেলস ভয় পান নি, জনগণের ‘নিজস্ব ভুলের পরিণামটা’ তাদের আগে থেকে বলতে পারার মতো লোক থাকলেই হল (১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরের পত্রে এঙ্গেলস)।

আমেরিকান শ্রমিকদের তদানীন্তন একটি সংগঠন ‘নাইটস অব লেবর’ (৯৩) প্রসঙ্গে এঙ্গেলস ওই চিঠিতেই লেখেন: ‘এদের দুর্বলতম [আক্ষরিক অর্থে পচা, (faulste)] দিকটা হল **রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা**...’ ‘আন্দোলনে সদ্য অবতীর্ণ প্রতিটি দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কর্তব্যের একটি হওয়া উচিত স্বাবলম্বী শ্রমিক পার্টি গঠন, সেটা কী পথে গড়ে উঠল তাতে কিছু এসে যায় না, শুধু সত্যিকারের শ্রমিক পার্টি হলেই হল।’ (৯৪)

বলা বাহুল্য যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি **থেকে** অ-পার্টি শ্রমিক কংগ্রেস ইত্যাদিতে লম্ফ প্রদানের সমর্থনে কিছুই এ থেকে মেলে না। তবে মার্কসবাদকে ‘আপ্তবাক্যে’, ‘গোড়ামিতে’, ‘সংকীর্ণতাবাদে’ অবনমিত করা প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের নালিশের কবলে যারা পড়তে না চায়, তাদের প্রত্যেককেই এ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানতে হবে যে, র‍্যাডিক্যাল ‘সোশ্যাল-প্রতিক্রিয়াশীলদের’ সঙ্গে একত্রে নির্বাচন অভিযান চালানো মাঝে মাঝে দরকার হয়।

কিন্তু অবশ্যই শুধু এই মার্কিন-রুশী সমতুলনাগুলো নিয়ে তত নয় (প্রতিপক্ষদের জবাব দেবার জন্যে তা ছুঁয়ে যেতে হল আমাদের), যতটা ইঙ্গ-মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের **মূল** বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করাই বেশি আকর্ষণীয় হবে। এ বৈশিষ্ট্য হল—প্রলেতারিয়েতের সমক্ষে কোনো বৃহৎ, সাধারণ জাতীয় চরিত্রের **গণতান্ত্রিক** কর্তব্য নেই; প্রলেতারিয়েত পুরোপুরি

বুর্জোয়া রাজনীতির অধীন; প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে মুষ্টিমেয় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীরা সংকীর্ণের মতো বিচ্ছিন্ন; শ্রমিক জনগণের ক্ষেত্রে নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীদের এতটুকু সাফল্য ঘটছে না ইত্যাদি। এই মূল পরিস্থিতিগুলো ভুলে গিয়ে যে 'মার্কিন-রুশী সমতুলনাগুলো' থেকে ঢালাও সিদ্ধান্ত টানতে চায়, সে চূড়ান্ত পল্লবগ্রাহিতারই পরিচয় দেবে।

অনুরূপ পরিস্থিতিতে এঙ্গেলস যদি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগঠনে অমন জোর দিয়ে থাকেন, তবে সেটা শুধু এইজন্যে যে, এখানে কথাটা হচ্ছে একান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে, যাতে বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য আসছে প্রলেতারিয়েতের সামনে।

একটা খারাপ কর্মসূচি থাকলেও শ্রমিক পার্টির স্বাবলম্বনের গুরুত্বে এঙ্গেলস যদি জোর দিয়ে থাকেন, তবে সেটা এইজন্যে যে, এখানে কথাটা হচ্ছে এমন দেশ নিয়ে যেখানে এখনো পর্যন্ত শ্রমিকদের রাজনৈতিক স্বাবলম্বনের কোনো আভাসও দেখা যায় নি, যেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে মজুরেরা সবচেয়ে বেশি করে যেত ও যাচ্ছে বুর্জোয়ার পেছু পেছু।

অনুরূপ যুক্তি থেকে টানা সিদ্ধান্ত যদি এমন দেশ বা এমন ঐতিহাসিক পর্বে চাপানোর চেষ্টা হয়, যেখানে প্রলেতারিয়েত তার পার্টি গড়ে তুলেছে উদারনীতিক বুর্জোয়ার আগেই, যেখানে বুর্জোয়া রাজনীতিকদের পক্ষে ভোট দেবার বিন্দুমাত্র ঐতিহ্য নেই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, যেখানে আশু কর্তব্যটা সমাজতান্ত্রিক নয়, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক — তবে সেটা হবে মার্কসের ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রহসন।

পাঠকদের কাছে আমাদের বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার হবে যদি ইঙ্গ-মার্কিন আন্দোলন সম্পর্কে এঙ্গেলসের মতামতটা তুলনা করি জার্মান আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামতের সঙ্গে।

প্রকাশিত পত্রাবলীতে তেমন মতামতও অজস্র আছে এবং খুবই তা চিত্তাকর্ষক। এই সব মতামতের মধ্যে মূল সূত্র হয়ে আছে একেবারেই অন্য একটা কথা: শ্রমিক পার্টির 'দক্ষিণপন্থীদের' বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি, সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিতে **সুবিধাবাদের** বিরুদ্ধে নির্মম (মাঝে মাঝে **ক্ষিপ্ত**, ১৮৭৭ — ১৮৭৯ সালে মার্কস যা করেছিলেন) যুদ্ধ।

প্রথমে এটা সমর্থন করা যাক চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, পরে আলোচনা করব ব্যাপারটার ব্যাখ্যা।

সবার আগে এখানে হেখবের্গ কোং সম্পর্কে মার্কসের মত উল্লেখ করতে হয়। ফ্র. মেরিং তাঁর 'Der Sorgesche Briefwechsel' প্রবন্ধে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে মার্কসের, এবং আরো পরে এঙ্গেলসের আক্রমণটাকে খানিকটা লঘু করার চেষ্টা করেছেন,—আমাদের মতে, চেষ্টা করেছেন খানিকটা বাড়াবাড়ি রকমের। বিশেষ করে হেখবের্গ কোং প্রসঙ্গে মেরিং তাঁর এই অভিমতে অটল যে লাসাল ও লাসালপন্থীদের সম্পর্কে মার্কসের মত বেঠিক (৯৫)। ফের বলি, ঠিক অমুক অমুক সমাজতন্ত্রীর ওপর মার্কসের আক্রমণের সঠিকতা বা বাড়াবাড়ির ঐতিহাসিক মূল্যায়নে আমরা এখানে আগ্রহী নই, আমাদের আগ্রহ সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট কতকগুলি **ধারার নীতিগত** যে মূল্যায়ন মার্কস করেছিলেন, তাই নিয়ে।

লাসালপন্থীদের ও দ্যুরিঙ্গের সঙ্গে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আপোস রফার বিরুদ্ধে নালিশ করার সময় মার্কস (১৮৭৭ সালের ১৯শে অক্টোবরের চিঠি) সেই সঙ্গে 'পুরো এক দঙ্গল অপরিণত ছাত্র ও অতিবুদ্ধি ডক্টরদের সঙ্গে' (জার্মান ভাষায় 'ডক্টর' হল একটি বিদ্যাগত ডিগ্রি, যা আমাদের এখানকার 'কান্দিদাৎ' বা 'প্রথম শ্রেণীতে বিশ্ববিদ্যালয় সমাপ্তির' সমান) আপোসের নিন্দা করেছেন, 'যারা সমাজতন্ত্রকে 'একটি উচ্চতর আদর্শবাদী ধারায়' ফেরাবার কর্তব্য নিয়েছে, অর্থাৎ তার বস্তুবাদী ভিত্তিকে (যা ব্যবহারের আগে অবজেকটিভ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়) বদলে দিতে চায় ন্যায় মুক্তি সাম্য ও fraternité-র (ভ্রাতৃত্ব) দেবতাদি সমেত এক নবপুরাণ দিয়ে। এ ধারার একজন প্রতিনিধি হলেন Zukunft পত্রিকার (৯৬) প্রকাশক ডঃ হেখবের্গ যিনি পার্টি সভ্যপদ 'ক্রয় করেছেন', ধরে নিচ্ছি 'অতি সদুদ্দেশ্যেই', কিন্তু সমস্ত 'সদুদ্দেশ্যেই' আমি ঝাঁটা মারি। তাঁর Zukunft-এর কর্মসূচির চেয়ে বেশি শোচনীয় ও বেশি 'নিরভিমানী' জিনিস ঈশ্বরের দুনিয়ায় দেখা দিয়েছে কদাচিৎ' (৭০ নং চিঠি) (৯৭)।

ই. মস্তের পেছনে বুঝিবা মার্কস এঙ্গেলস আছেন এ কুৎসা মার্কস প্রায় দু'বছর পরে লেখা চিঠিতে (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯) খণ্ডন করে জরগের কাছে বিশদভাবে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অভ্যন্তরস্থ সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে তাঁর মত জানিয়েছেন। Zukunft পত্রিকাটি চালাতেন হেখবের্গ, শ্রাম ও এদুয়ার্দ বের্নস্তাইন। এ রকম প্রকাশনে অংশ নিতে মার্কস ও এঙ্গেলস **অস্বীকার করেছিলেন** এবং যখন এই হেখবের্গেরই সহযোগে

ও তাঁরই আর্থিক সাহায্যে নতুন পার্টি মুখপত্র প্রতিষ্ঠার কথা হয়, তখন 'ডক্টর, ছাত্র ও অধ্যাপকী সমাজতন্ত্রীদের এই জগাখিচুড়িটার' ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথমে প্রধান সম্পাদক হিসাবে তাঁদের নির্বাচিত গিরশকে গ্রহণের দাবি করেন ও পরে বেবেল, লিবক্নেখত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যান্য নেতাদের সোজাসুজি সার্কুলার মারফত সাবধান করে দেন যে হেখবের্গ, শ্রাম, বের্নস্টাইনের ধারা না বদলালে 'তত্ত্ব ও পার্টির অমন স্থূলীকরণের' (জার্মান ভাষায় Verluderung আরো কড়া কথা) বিরুদ্ধে খোলাখুলি লড়াই করবেন।

এটা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সেই সময়কার ঘটনা, যার কথা মেরিং লিখেছেন তাঁর 'ইতিহাসে' — 'গোলযোগের এক বছর' ('Ein Janr der Verwirrung')। 'সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের' পর পার্টি সঙ্গে সঙ্গেই সঠিক পথ নিতে পারে নি, প্রথমটা মস্তের নৈরাজ্যবাদ ও হেখবের্গ কোম্পানির সুবিধাবাদের দিকে চলে। শেষোক্তের প্রসঙ্গে মার্কস লিখছেন, 'তত্ত্বের ক্ষেত্রে শূন্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরোপুরি অকর্মণ্য এই লোকেরা সমাজতন্ত্রকে (যেটা তাঁরা বোঝেন বিশ্ববিদ্যালয়ী দাওয়াই অনুসারে) এবং প্রধানত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে নরমপন্থী করতে চান এবং শ্রমিকদের শিক্ষিত অথবা তাঁদের ভাষায় শ্রমিকদের মধ্যে 'শিক্ষার উপাদান' সঞ্চারিত করতে চান, যেখানে নিজেদেরই আছে কেবল বিভ্রান্ত অর্ধজ্ঞান, এবং সর্বোপরি তাঁরা চান পেটি বুর্জোয়ার চোখে পার্টির মর্যাদা বাড়াতে। যতই বলো, লক্ষ্মীছাড়া প্রতিবিপ্লবী বাক্যবাগীশ ছাড়া এ'রা আর কিছুই নন।' (৯৮)

মার্কসের 'ক্ষিপ্ত' আক্রমণের পরিণামে সুবিধাবাদীরা পিছু হটে এবং... গা ঢাকা দেয়। ১৮৭৯ সালের ১৯শে নভেম্বরের চিঠিতে মার্কস জানাচ্ছেন যে, হেখবের্গ সম্পাদকমণ্ডলী থেকে অপসারিত হয়েছেন এবং বেবেল, লিবক্নেখত, ব্রাকে প্রভৃতি পার্টির প্রভাবশালী সমস্ত নেতাই তাঁর মত **প্রত্যাখ্যান করেছেন**। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মুখপত্র 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' (৯৯) প্রকাশিত হতে থাকে ফলমারের সম্পাদনায়, যিনি তখন পার্টির বৈপ্লবিক অংশের পক্ষ নেন। আরো এক বছর পরে (৫ই নভেম্বর, ১৮৮০) মার্কস বলছেন যে, তিনি ও এঙ্গেলস এই 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' পত্রিকার 'শোচনীয়' (miserabel) পরিচালনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করেছেন এবং প্রায়ই লড়েছেন **তীব্রভাবে** ('wobei's oft scharf hergeht')। ১৮৮০ সালে

লিবক্লেখত মার্কসের কাছে এসেছিলেন এবং কথা দেন যে সবদিক থেকেই তার 'একটা উন্নতি' হবে। (১০০)

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, যুদ্ধটা প্রকাশ্যে ছাপিয়ে উঠল না। হেখবের্গ চলে গেলেন এবং বের্নস্তাইন হলেন বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট... অন্তত ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যু পর্যন্ত।

১৮৮২ সালের ২০শে জুন এঙ্গেলস জরগের কাছে এ সংগ্রামের কথা যা লিখেছেন তাতে যেন সেটা অতীতের ব্যাপার: 'মোটের ওপর জার্মানিতে চমৎকার কাজ চলছে। পার্টির শ্রীমান সাহিত্যসেবীরা পার্টিতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল আবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হন। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকেরা সর্বত্র যে লাঞ্ছনা সইছে তাতে তারা তিন বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বিপ্লবী হয়ে উঠছে।... এই সব ভদ্রলোকেরা (পার্টির সাহিত্যসেবীরা) চেয়েছিলেন যে কোরেই হোক বশ্যতা, নম্রতা ও চাটুকারিতার সাহায্যে ভিক্ষা করে ওই সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনটা নাকচ করিয়ে নিতে, যাতে অমন অমার্জনীয় রূপে তাঁদের সাহিত্যিক উপার্জন খোয়া গিয়েছিল। এ আইন নাকচের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহেই ভাঙন ফুটে উঠবে এবং ফিরেক, হেখবের্গ প্রমুখেরা যাঁরা পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ গড়ে তুলেছেন তাঁরা খসে যাবেন। যতদিন না তাঁরা একেবারে অন্তর্ধান করছেন ততদিন মাঝে মধ্যে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় নামার সম্ভাবনা থাকবে। আমরা এ মত প্রকাশ করেছিলাম সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন জারী হবার ঠিক পরেই, যখন হেখবের্গ ও শ্রাম 'বার্ষিকীতে' পার্টি কার্যাবলীর এক অতিমাত্রায় জঘন্য মূল্যায়ন দেন এবং পার্টির কাছ থেকে আরো সুসভ্য, মার্জিত, কেতাদুরস্ত কাজ দাবি করেন' (gebildetes কথাটির জায়গায় এঙ্গেলস লিখেছেন 'jebildetes', জার্মান সাহিত্যিকদের বার্লিন উচ্চারণরীতির প্রতি ইঙ্গিত)।

১৮৮২ সালে বের্নস্তাইনপন্থা (১০১) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা ১৮৯৮ ও পরবর্তী বছরগুলোয় আশ্চর্য ফলে গেছে।

এবং সেই থেকে, বিশেষ করে মার্কসের মৃত্যুর পর থেকে এঙ্গেলস জার্মান সুবিধাবাদীদের হাতে বাঁকানো 'লাঠিটা সোজা করে গেছেন' অক্লান্তভাবে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

১৮৮৪ সালের শেষ। বাষ্পীয় পোতে অর্থসহায়তার (Dampfer-subvention' (১০২), মেরিঙ্গের 'ইতিহাস' দ্রষ্টব্য) পক্ষে ভোটদানের জন্যে

রাইখস্টাগের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদের 'পেটি বুর্জোয়া কুসংস্কার' নিন্দিত হচ্ছে। জরগেকে এঙ্গেলস জানাচ্ছেন যে এ নিয়ে তাঁকে অনেক চিঠি লেখালেখি করতে হয়েছে (১৮৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের চিঠি)।

১৮৮৫ সাল। 'Dampfersubvention'এর সমস্ত ব্যাপারটার খতিয়ান করে এঙ্গেলস লিখছেন (৩রা জুন), 'ব্যাপারটা প্রায় ভাঙন পর্যন্ত গড়িয়েছিল।' সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদের 'কূপমণ্ডূকতা' ছিল **'অসাধারণ'**। 'জার্মানির মতো দেশে পেটি বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক পার্লামেণ্টী দল অপরিহার্য,' বলেছেন এঙ্গেলস।

১৮৮৭ সাল। এঙ্গেলসের কাছে জরগে লিখেছিলেন যে ফিরেক-এর মতো লোককে (হেখবেগী জাতের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) লোকসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পার্টি নিজের মাথা হেঁট করছে। জবাবে এঙ্গেলস কৈফিয়ত দিচ্ছেন, করার কিছু নেই, রাইখস্টাগে ভালো প্রতিনিধি শ্রমিক পার্টি পাবে কোথা থেকে। 'দক্ষিণপন্থী ভদ্রলোকেরা জানেন যে কেবল সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের জন্যেই তাঁদের সহ্য করা হচ্ছে, অনায়াসে নিঃশ্বাস নেবার ফুরসুত পাবার প্রথম দিনেই তাঁদের পার্টি থেকে ছুঁড়ে ফেলা হবে।' এবং সাধারণত ভালো হয়, 'নিজেদের পার্লামেণ্টারী বীরেদের চেয়ে বরং পার্টি উঁচু হোক, উল্টোটা নয়' (৩রা মার্চ, ১৮৮৭)। লিবক্লেখত আপোসকামী, অনুযোগ করেছেন এঙ্গেলস, মতপার্থক্যটা তিনি কেবলি চাপা দেন ভাষার আড়ালে। কিন্তু ব্যাপারটা ভাঙন পর্যন্ত পেঁাছলে চূড়ান্ত মুহূর্তে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

১৮৮৯ সাল। প্যারিসে দুটি আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস (১০৩)। সুবিধাবাদীরা (ফরাসী সম্ভাবনাবাদীদের (১০৪) নেতৃত্বে) বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছ থেকে ভেঙে গেছে। এঙ্গেলস (তখন তাঁর বয়স ৬৮) সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণের মতো। এক গাদা চিঠি (১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত) সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম নিয়ে। শুধু তারাই নয়, জার্মান লিবক্লেখত, বেবেল প্রভৃতিরাও তাঁদের আপোসপ্রবণতার জন্যে বকুনি খেয়েছেন।

'সম্ভাবনাবাদীরা সরকারের কাছে আত্মবিক্রীত' এঙ্গেলস লিখছেন ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি। আর বৃটিশ 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক

ফেডারেশনের' (S.D.F.) সভ্যদের তিনি উদ্ঘাটিত করছেন সম্ভাবনাবাদীদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে বলে। 'এই হতচ্ছাড়া কংগ্রেস নিয়ে ছোটোছ্নটি আর বিস্তর লেখালেখির ফলে আর কিছ্নর জন্যে সময় পাচ্ছি না' (১১ই মে, ১৮৮৯)। সম্ভাবনাবাদীরা তৎপর আর আমাদের লোকেরা ঘ্নমচ্ছে — রেগে ওঠেন এঙ্গেলস। এখন এমনকি আউয়ার আর শিপেলও দাবি করছে যেন আমরা সম্ভাবনাবাদীদের কংগ্রেসে যাই। তবে তাতে 'শেষ পর্যন্ত' লিবক্নেখতের চোখ খ্নলেছে। বের্নস্তাইনের সঙ্গে এঙ্গেলস প্নস্তিকা লেখেন (বের্নস্তাইনের স্বাক্ষরে — এঙ্গেলস তাদের অভিহিত করেন 'আমাদের প্নস্তিকা') স্নবিধাবাদীদের বিরন্দ্ধে।

'S.D.F.-দের বাদ দিলে সারা ইউরোপে আর একটি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনও সম্ভাবনাবাদীদের পক্ষে নেই (৮ই জ্নন, ১৮৮৯)। স্নতরাং অ-সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নগ্নলির দিকে পেছন ফেরা ছাড়া তাদের আর কিছ্ন করবার নেই।' (আমাদের ব্যাপক শ্রমিক পার্টি, শ্রমিক কংগ্রেস ইত্যাদির পক্ষপাতীদের অবগত্যার্থে!) 'আমেরিকা থেকে তাদের আসবে কেবল **শ্রমরথীর** (নাইটস অব লেবর) একটি প্রতিনিধি।' বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামে যারা ছিল প্রতিপক্ষ, এখানেও তারাই, 'শ্নধ্ন এইটুকু তফাৎ যে, নৈরাজ্যবাদের পতাকার বদলে এসেছে সম্ভাবনাবাদীদের পতাকা: খ্নচরো স্নবিধার জন্যে, প্রধানত নেতাদের শাঁসালো পদলাভের জন্যে (নগর পরিষদের, শ্রম বিনিময় ইত্যাদির সদস্যপদ) ব্নর্জোয়ার কাছে সেই একই রকম নীতিবিক্রয়।' ব্রন্স (সম্ভাবনাবাদীদের নেতা) এবং হাইন্ডম্যান (সম্ভাবনাবাদীদের সঙ্গে যোগ দেওয়া S.D.F.'এর নেতা) 'হ্নকুমদারী মার্কসবাদ'কে আক্রমণ করে 'নতুন আন্তর্জাতিকের কোষকেন্দ্র' গড়তে চান।

'কল্পনা করতে পারবে না জার্মানরা কী পরিমাণ বাতুল! আসল ব্যাপারটা কী, তা স্বয়ং বেবেলকে বোঝাতেও আমায় প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে' (৮ই জ্নন ১৮৮৯)। এবং যখন দ্নটি কংগ্রেসই বসল, যখন সম্ভাবনাবাদীদের (**ট্রেড ইউনিয়নপন্থীদের সঙ্গে**, S.D.F.'এর সঙ্গে এবং অস্ট্রীয়দের একাংশ ইত্যাদির সঙ্গে **সম্মিলিত** সংখ্যা) ছাপিয়ে গেল বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, তখন উল্লাস করেছেন এঙ্গেলস (১৭ই জ্নলাই, ১৮৮৯)। লিবক্নেখত ও অন্যান্যদের আপোসম্নলক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব হাসিল হয় নি দেখে তিনি আনন্দ করেছেন (২০শে জ্নলাই, ১৮৮৯)। 'আর আমাদের ভাবাকুল **আপোসপন্থী**

ভাইয়েরা সমস্ত অমায়িকতার পুরস্কারস্বরূপ সবচেয়ে নরম জায়গাটিতেই আঘাত খাওয়ায় ভালোই হয়েছে।' 'কিছু দিনের জন্যে সম্ভবত এতে তাদের আরোগ্য লাভ ঘটবে!'

... মেরিং ঠিকই বলেছেন ('Der Sorgesche Briefwechsel') যে, মার্কস এঙ্গেলস 'প্রিয়ভাষণ' নিয়ে কম মাথা ঘামিয়েছেন: 'আঘাত দিতে বিশেষ ইতস্তত করেন নি, আবার নিজেরা আঘাত পেলেও নাকে কাঁদেন নি।' 'যদি ভেবে থাকেন,' একবার লিখেছিলেন এঙ্গেলস, 'আপনাদের পিনের খোঁচাগুলো আমার বুড়োটে, ভালোরকম খাস্তা করা মোটা চামড়া ভেদ করবে, তাহলে ভুল করেছেন' (১০৫)। আর এই যে অ-স্পর্শকাতরতা তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন সেটা তাঁরা অন্যের ক্ষেত্রেও আশা করতেন—মার্কস ও এঙ্গেলস সম্পর্কে লিখছেন মেরিং।

১৮৯৩ সাল। 'ফ্যাবিয়ানদের' (১০৬) ধোলাই, বের্নস্টাইনপন্থীদের সমালোচনায় যা আপনা থেকে এসে পড়ে... (ইংলণ্ডে 'ফ্যাবিয়ানদের' কাছ থেকে বের্নস্টাইন তো আর খামোকাই তাঁর সুবিধাবাদ 'গড়ে তোলেন নি')। 'এখানে লণ্ডনে ফ্যাবিয়ানরা হল একদল ভাগ্যান্বেষী, যদিও সামাজিক বিপ্লবের অনিবার্যতা বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান তাদের যথেষ্ট আছে; তবে শুধু মাত্র রূঢ় প্রলেতারিয়েতের হাতে এই বিরাট কাজের ভার ছেড়ে না দিয়ে তারা দয়াপরবশে তাদের নেতৃত্ব করছে। বিপ্লবভীতি হল তাদের মূল নীতি। তারা par excellence* 'বুদ্ধিজীবী'। তাদের সমাজতন্ত্র হল মিউনিসিপ্যাল সমাজতন্ত্র, উৎপাদন উপায়ের মালিক হওয়া উচিত গোটা জাতির নয়, মিউনিসিপ্যাল গোষ্ঠীর, অন্তত প্রথম দিকটায়। নিজেদের সমাজতন্ত্রটাকে তারা আঁকে বুর্জোয়া উদারনীতির চরমপন্থী হলেও অনিবার্য একটা পরিণাম হিসাবে। এই থেকেই তাদের এই রণকৌশল: প্রতিপক্ষ হিসাবে উদারনীতিকদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম নয়, সমাজতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে আসার জন্যে তাদের ঠেলা দেওয়া, অর্থাৎ তাদের ধাপ্পা দেওয়া, 'সমাজতন্ত্র দিয়ে উদারনীতিকে সিক্ত করা', উদারনীতিকদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী খাড়া করা নয়, উদারনীতিকদের মধ্যে তাদের গুঁজে দেওয়া, অর্থাৎ শঠতা করে তাদের চালিয়ে দেওয়া... কিন্তু তাতে যে তারা নিজেরাই ঠকে যাবে অথবা সমাজতন্ত্রকে ঠকাবে, এটা তারা, বলাই বাহুল্য, বোঝে না।

* প্রধানত। — সম্পাঃ

নানা ধরনের রদ্দী মালের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাবিয়ানরা কিছু ভালোরকম প্রচারমূলক রচনাও প্রকাশ করেছে, ইংরেজরা এ ক্ষেত্রে যা কিছু করেছে এটা তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যেই তারা তাদের স্বকীয় রণকৌশলে, শ্রেণী সংগ্রাম চাপা দেওয়ার রণকৌশলে ফেরে, অমনি ব্যাপার খারাপ দাঁড়ায়। শ্রেণী সংগ্রামের জন্যে তারা মার্কস এবং আমাদের সবাইকে পাগলের মতো ঘৃণা করে।

ফ্যাবিয়ানদের মধ্যে অবশ্যই অনেক বুর্জোয়া অনুগামী আছে এবং সেই জন্যে 'প্রচুর টাকাও' তাদের হাতে...' (১০৭)

সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদের ক্লাসিকাল মূল্যায়ন

১৮৯৪ সাল। কৃষক সমস্যা। 'ইউরোপীয় ভূখণ্ডে,' এঙ্গেলস লিখছেন ১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর, 'আন্দোলন যত বিস্তারিত হচ্ছে, আরো বৃহৎ সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা তত বাড়ছে, আর কৃষক ধরাটা আক্ষরিক অর্থেই ফ্যাশন হয়ে উঠছে। লাফার্গের মুখ দিয়ে ফরাসীরা প্রথমে নান্ত-এ ঘোষণা করে যে, ক্ষুদে চাষীর ধ্বংস ত্বরান্বিত করাটা আমাদের কাজ নয়, শুধু তাই নয় — আমাদের হয়ে পুঁজিবাদই সেটা দেখবে — ট্যাক্স, সুদখোর এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সোজাসুজি রক্ষা করাই দরকার। কিন্তু এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না, কারণ প্রথমত এটা নির্বুদ্ধিতা, দ্বিতীয়ত, অসম্ভব। এর পরেই ফ্রাঙ্কফুর্তে এগিয়ে আসছেন ফলমার, তিনি **সাধারণ ভাবে কৃষক কুলকে** উৎকোচে কিনে নিতে কৃতসংকল্প, অথচ উচ্চ ব্যাভেরিয়ায় যে কৃষক কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তারা রাইন অঞ্চলের ক্ষুদে ঋণ-জর্জরিত কৃষক নয়, মাঝারি ও স্বাবলম্বী বৃহৎ কৃষক, যারা ক্ষেত মজুর ও মজুরাণি শোষণ করে, পশুপাল ও শস্যের ব্যবসা করে। সমস্ত নীতি বিসর্জন না দিলে এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

১৮৯৪ সাল, ৪ঠা ডিসেম্বর: ...'ব্যাভেরিয়ানরা খুবই সুবিধাবাদী হয়ে পড়েছে, প্রায় একটা মামুলী জনপার্টিতে পরিণত হয়েছে (আমি বলছি পার্টির অধিকাংশ নেতা ও বহু নবাগতদের কথা); ব্যাভেরিয়ার বিধানসভায় তারা সমগ্র ভাবে বাজেটের পক্ষে ভোট দিয়েছে এবং বিশেষ করে ফলমার কৃষকদের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছেন ক্ষেত মজুরদের নয়, উচ্চ ব্যাভেরিয়ার বৃহৎ

ভূমিমালিকদের পক্ষে টানবার উদ্দেশ্যে, যারা ২৫—৮০ একর (১০—৩০ হেক্টর) জমির মালিক, অর্থাৎ মজুর না লাগিয়ে যারা আদৌ পারে না...'

এ থেকে আমরা দেখছি যে দশ বৎসরাধিক কাল ধরে মার্কস ও এঙ্গেলস নিয়মিত ভাবে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অভ্যন্তরস্থ সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন ও সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধিজীবী কূপমণ্ডূকতা ও পেটি-বুর্জোয়াপনাকে আক্রমণ করেছেন। এটি একটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্যাপক জনমত জানে যে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে মার্কসবাদী রাজনীতি ও প্রলেতারীয় রণকৌশলের আদর্শ বলে ধরা হয়, কিন্তু জানে না সে পার্টির 'দক্ষিণ পক্ষের' (এঙ্গেলসের উক্তি অনুসারে) বিরুদ্ধে কী অবিরাম লড়াই চালাতে হয়েছিল মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের। এঙ্গেলসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে লড়াই যে গুপ্ত থেকে ব্যক্ত হয়ে উঠল সেটা অকারণে নয়। সেটা হল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কয়েক দশকের ঐতিহাসিক বিকাশের অনিবার্য পরিণাম।

এবং এখন আমাদের সামনে বিশেষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে এঙ্গেলসের (এবং মার্কসের) উপদেশ, নির্দেশ, সংশোধনী, তর্জন ও গর্জনের দুটি ধারা। ইঙ্গ-মার্কিন সমাজতন্ত্রীদের তাঁরা অবিরাম ডাক দিয়েছেন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে মিলে যেতে, নিজেদের সংগঠন থেকে সংকীর্ণ, শিলীভূত গোষ্ঠীবাদী প্রেরণা মুছে দিতে। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তাঁরা অবিরাম লেগে থেকে শিখিয়েছেন: পা দিও না কূপমণ্ডূকতায়, 'পার্লামেণ্টী নির্বুদ্ধিতায়' (১৮৭৯ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বরের পত্রে মার্কসের উক্তি), পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদে।

এটা কি বৈশিষ্ট্যসূচক নয় যে আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চণ্ডি-মণ্ডপীরা প্রথম ধারার উপদেশগুলো নিয়ে বাক্যব্যয় করেছেন অথচ দ্বিতীয় ধারার উপদেশগুলোকে নীরবে এড়িয়ে গেছেন মুখ বন্ধ করে? মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলীর মূল্যায়নে **এই** একদেশদর্শিতা কি আমাদের রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কিছুটা... 'একপেশেমির' সেরা নিদর্শন নয়?

বর্তমানে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যখন গভীর একটা উদ্বেলন ও দোলায়মানতার লক্ষণ ফুটে উঠছে, যখন সুবিধাবাদ, 'পার্লামেণ্টী নির্বুদ্ধিতা' ও কূপমণ্ডূক সংস্কারবাদের চরমপ্রান্ত থেকে দেখা দিচ্ছে বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালবাদের বিপরীত চরমপ্রান্ত — তখন ইঙ্গ-মার্কিন ও জার্মান

সমাজতন্ত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস আনীত 'সংশোধনীর' সাধারণ ধারাটা অতিশয় গুরুত্ব অর্জন করছে।

যে সব দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি **নেই**, পার্লামেণ্টে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধি **নেই**, নির্বাচনে অথবা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রণালীবদ্ধ, সুস্থির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পলিসি ইত্যাদি কিছু **নেই**, মার্কস ও এঙ্গেলস সে সব দেশের সমাজতন্ত্রীদের **যে কোরেই হোক** সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদ ছিন্ন করে প্রলেতারিয়েতকে **রাজনৈতিক ভাবে ঝাঁকুনি দেবার** জন্যে শ্রমিক আন্দোলনে **যোগ দেবার** শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় দেশেই প্রলেতারিয়েত ১৯ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে **প্রায় কোনো রকম** রাজনৈতিক স্বাধীনতাই দেখায় নি। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ঐতিহাসিক কর্তব্য প্রায় কিছু না থাকায় এ সব দেশের রাজনৈতিক মল্লভূমি প্রায় **পুরোপুরি** অধিকার করে আছে এক বিজয়ী, আত্মতুষ্ট বুর্জোয়া—শ্রমিকদের প্রবঞ্চিত, অধঃপতিত ও উৎকোচে বশীভূত করার কৌশলে যে দুনিয়ায় অদ্বিতীয়।

ইঙ্গ-মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশে মার্কস ও এঙ্গেলসের এই উপদেশ রাশিয়ার পরিস্থিতিতে সোজাসুজি ও সরাসরি প্রযোজ্য বলে ভাবার অর্থ মার্কসবাদের **পদ্ধতির** পরিচ্ছন্নতাসাধনের জন্যে নয়, নির্দিষ্ট এক একটা দেশে শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য **অনুধাবনের** জন্যে নয়, ছোটো ছোটো উপদলীয় বুদ্ধিজীবীসুলভ ঝাল মেটাবার জন্যে মার্কসবাদকে ব্যবহার করা।

উল্টোদিকে, যে সব দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে গেছে, 'পার্লামেণ্টী রূপে বিভূষিত সামরিক স্বৈরতন্ত্র' ('গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়' মার্কসের উক্তি) যেখানে রাজত্ব করেছে ও করছে, প্রলেতারিয়েত যেখানে বহু আগেই রাজনীতিতে এসে গেছে ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পলিসি অনুসরণ করছে, সেখানে মার্কস ও এঙ্গেলস সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছেন শ্রমিক আন্দোলনের কর্তব্য ও পরিধির পার্লামেণ্টী মামুলিত্বে, কূপমণ্ডূক অবনতিতে।

রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে মার্কসবাদের **এই** দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে, সর্বপ্রধান করে তুলে ধরতে আমরা আরো এইজন্যে বাধ্য, কারণ আমাদের বহুবিস্তৃত, 'চমৎকার' ধনসমৃদ্ধ উদারনীতিক বুর্জোয়া সংবাদপত্র সহস্র কণ্ঠে প্রলেতারিয়েতের কাছে প্রতিবেশী জার্মান শ্রমিক

আন্দোলনের 'আদর্শ' রাজানুগত্য, পার্লামেণ্টী আইনসঙ্গতি, নম্রতা ও নিরীহতার ঢাক পেটাচ্ছে।

রুশ বিপ্লবের বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকদের এই স্বার্থগৃধ্নু মিথ্যাটা দেখা দিচ্ছে দৈবাৎ নয় এবং কাদেত শিবিরের কোনো ভূতপূর্ব বা ভবিষ্যৎ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত অধঃপতনের ফলে নয়। এটা আসছে রুশ উদারনীতিক জমিদার ও উদারনীতিক বুর্জোয়াদের গভীর অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে। এবং এই মিথ্যার বিরুদ্ধে, এই 'জন বিমূঢ়নের' ('Massenverdummung' — ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরের চিঠিতে এঙ্গেলসের উক্তি) বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্রাবলী সমস্ত রুশ সমাজতন্ত্রীর কাছে হওয়া উচিত অত্যাবশ্যক হাতিয়ার।

উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের স্বার্থগৃধ্নু মিথ্যা জনগণের কাছে হাজির করছে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আদর্শ 'নিরীহতা'। এই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতারা, মার্কসবাদের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাতারা আমাদের বলছেন:

'ফরাসীদের বৈপ্লবিক অভিযানে ফিরেক কোম্পানির (জার্মান পার্লামেণ্টে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের সুবিধাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা) ভণ্ডামি আরো তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে' (ফরাসী লোকসভায় শ্রমিক পার্টি গঠন ও দেকাজভিল ধর্মঘটের (১০৮) কথা বলা হচ্ছে যাতে ফরাসী র‍্যাডিক্যালরা ফরাসী প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে ভেঙে আসে)। 'বিগত সমাজতান্ত্রিক বিতর্কে বক্তৃতা দেন শুধু লিবক্লেখত আর বেবেল, দুজনেই বেশ সাফল্যের সঙ্গে। এই রকম বিতর্ক করতে পারলে আমরা ফের ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতে পারব, যা দুঃখের বিষয় অতীতে সর্বদা ঘটে নি। সাধারণ ভাবে এটা ভালোই যে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে জার্মানদের নেতৃত্ব নিয়ে তর্ক উঠছে, বিশেষ করে রাইখস্টাগে এত বিপুল সংখ্যায় কূপমণ্ডূকদের পাঠানোর পর থেকে (যেটা অবশ্য অনিবার্য ছিল)। **শান্তির সময়ে জার্মানিতে সবই হয়ে দাঁড়ায় কূপমণ্ডূক,** এবং সে সময় ফরাসী প্রতিযোগিতার হুলটা **একান্তই অপরিহার্য**...' (১৮৮৬ সালের ২৯শে এপ্রিলের চিঠি)।

প্রধানত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ভাবাদর্শের প্রভাবাধীন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিকে এই শিক্ষাই দৃঢ় ভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

এ সব শিক্ষা আমরা পাচ্ছি উনিশ শতকের মহত্তম দুই ব্যক্তির পত্রাবলীর

বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো অংশ থেকে নয় — প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কমরেডোচিত, সোজাশাপটা, কূটনীতি ও তুচ্ছ স্বার্থপরতার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা সমালোচনার সমস্ত সুর ও বক্তব্য থেকে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের সমস্ত পত্র এ প্রেরণায় সত্যই কী পরিমাণ উদ্দীপিত তা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত অংশে, যা অপেক্ষাকৃত আংশিক চরিত্রের হলেও অতিশয় বৈশিষ্ট্যসূচক।

ইংলন্ডে ১৮৮৯ সালে শুরু হয় অশিক্ষিত, অনিপুণ সাধারণ মজুরদের (গ্যাস মজুর, ডক মজুর ইত্যাদি) নবীন, তাজা, নতুন বিপ্লবী প্রেরণায় পরিপূর্ণ এক আন্দোলন। এঙ্গেলস তাতে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে আন্দোলনরত মার্কসের কন্যা 'টাসির' ভূমিকায় তিনি জোর দিচ্ছেন সোৎসাহে। ১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনি লন্ডন থেকে লিখছেন, 'এক্ষেত্রে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক হল মজুরদের অস্থিমজ্জাগত একটা বুর্জোয়া 'শোভনতাবোধ'। অসংখ্য স্তরে সমাজের যে ভাগটা সবাই বিনা তর্কে মেনে নেয়, যার প্রতিটি স্তরেরই আছে নিজ নিজ 'ইজ্জৎ' এবং 'শ্রেষ্ঠতন' ও 'ঊর্ধ্বতনদের' প্রতি জন্মগত শ্রদ্ধাবোধে তা আচ্ছন্ন, সেটা এতই পুরনো এবং এতই পাকা যে জনগণকে ঠকানো বুর্জোয়ার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয় না। আমি যেমন মোটেই এ কথা অবিশ্বাস করি না যে জন বার্নস (Burns) স্বশ্রেণীর মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তার চেয়ে কার্ডিনাল ম্যানিং, লর্ড মেয়র এবং সাধারণ ভাবে বুর্জোয়াদের কাছে তার জনপ্রিয়তার জন্যেই মনে মনে বেশি গর্বিত। এবং অবসরপ্রাপ্ত লেফটন্যান্ট চ্যাম্পিয়ন (Champion) বহু বছর আগেই বুর্জোয়াদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে রক্ষণশীল লোকেদের সঙ্গে কী একটা যোগসাজশ করে ও গির্জার যাজকদের কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের প্রচারাদি চালায়। এমনকি যে টম ম্যানকে (Mann) আমি ভাবি ওদের ভেতরকার সেরা, সেও কীভাবে লর্ড মেয়রের সঙ্গে খানা খাবে তার গল্প করতেই ভালোবাসে। কেবল ফরাসীদের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় এদিক থেকে বিপ্লবের প্রভাব কতটা হিতকর।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আরেকটি দৃষ্টান্ত। ১৮৯১ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। এঙ্গেলস এ নিয়ে বেবেলের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেন এবং দুজনেই একমত হন যে, রাশিয়া জার্মানি আক্রমণ করলে জার্মান সমাজতন্ত্রীদের উচিত রুশ

তথা রুশীদের যে কোনো সহযোগীর সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়া। 'জার্মানি চূর্ণ হলে আমরাও সেই সঙ্গে চূর্ণ হব। ঘটনা অনুকূল মোড় নিলে সংগ্রাম এতই নির্মম হয়ে উঠবে যে জার্মানি টিকে থাকতে পারবে কেবল বৈপ্লবিক ব্যবস্থা নিয়ে, তাতে করে আমরা খুবই সম্ভব সরকারের হাল ধরতে বাধ্য হব ও মঞ্চস্থ করব ১৭৯৩ সাল।' (১৮৯১ সালের ২৪শে অক্টোবরের চিঠি।)

এটা সেই সব সুবিধাবাদীদের অবগত্যর্থে, যারা ১৯০৫ সালে রুশ শ্রমিক পার্টির পক্ষে 'জ্যাকোবিন' পরিপ্রেক্ষিতের অ-সোশ্যাল-ডেমোক্রাটত্ব নিয়ে দুনিয়া ফাটিয়ে চেঁচিয়েছিল! সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের যে সাময়িক সরকারে অংশ নিতে হবে এ সম্ভাবনার কথা এঙ্গেলস সোজাসুজি বলেছেন বেবেলকে।

খুবই স্বাভাবিক যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কর্তব্য প্রসঙ্গে এই রূপ মত পোষণ করায় মার্কস ও এঙ্গেলস রুশ বিপ্লবে এবং তার প্রবল বিশ্ব তাৎপর্যে সোল্লাশ আস্থা রেখেছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর ধরে রুশ বিপ্লবের জন্যে এই সাবেগ প্রতীক্ষা আমরা দেখতে পাই বর্তমান পত্রাবলীতে।

যেমন ১৮৭৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরে মার্কসের পত্র। প্রাচ্য সংকটে (১০৯) মার্কস আহ্লাদ বোধ করছেন। 'রাশিয়া বহুদিন থেকেই বড়ো বড়ো ওলটপালটের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানই পেকে উঠেছে। বিস্ফোরণটা বহু বছর ত্বরান্বিত হয়ে গেছে বাহাদুর তুর্কীদের হানা আঘাতে... ওলটপালট শুরু হবে secundum artem ('সে বিদ্যার সমস্ত নিয়ম মেনে') **সংবিধানের কিছুটা খেলা খেলে,** হল্লা দাঁড়াবে চমৎকার (il y aura un beau tapage)। এবং প্রকৃতি মাতার আশীর্বাদ থাকলে সে সমারোহ আমরা দেখে যাব।' (মার্কসের তখন ৫৯ বছর বয়স।)

'সে সমারোহ' পর্যন্ত প্রকৃতি মাতা মার্কসের আয়ু দেন নি, বলতে কি, দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'সংবিধানের খেলাটা' তিনি **ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন** এবং তাঁর কথাটা মনে হয় যেন প্রথম ও দ্বিতীয় রুশ দুমা (১১০) নিয়ে ঠিক গত কালের লেখা। আর বয়কট কৌশলের যে 'জীবন্ত প্রেরণাটা' উদারনীতিক ও সুবিধাবাদীদের কাছে অত ঘৃণার্হ, তা তো ওই 'সংবিধানের খেলা' সম্পর্কেই জনগণকে হুঁশিয়ার করা...

যেমন ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বরে মার্কসের পত্র। রাশিয়ায় 'পুঁজি' গ্রন্থের সাফল্যে তিনি আনন্দ বোধ করছেন ও সদ্য গঠিত চের্নোপেরেদেল

গ্রুপের (১১১) বিরুদ্ধে নারোদনায়া ভলিয়ার (১১২) পক্ষ নিচ্ছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির নৈরাজ্যবাদী উপাদানগুলো মার্কস সঠিক ভাবেই ধরেছেন এবং চের্নোপেরেদেল-নারোদনিকদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটে ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা না জানায় ও জানার সম্ভাবনা না থাকায় মার্কস চের্নোপেরেদেলদের আক্রমণ করছেন তাঁর জ্বালাময় শ্লেষের সমস্ত জোর দিয়ে:

'এই ভদ্রলোকরা সমস্ত রকম রাজনৈতিক বিপ্লবী অভিযানেরই বিরুদ্ধে। তাঁদের মতে, রাশিয়াকে সোজাসুজি লাফ দিতে হবে নৈরাজ্যবাদী-কমিউনিস্ট-নিরীশ্বর এক সত্যযুগে। অথচ সে লাফটার আয়োজন তাঁরা করছেন অতি একঘেয়ে এক মতবাগীশি মারফত। তাঁদের মতবাদের তথাকথিত নীতিটা নেওয়া হয়েছে লোকান্তরিত বাকুনিনের কাছ থেকে।' (১১৩)

এ থেকে বোঝা যায় রাশিয়ায় ১৯০৫ ও পরের বছরগুলিতে **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের** 'রাজনৈতিক বৈপ্লবিক অভিযানের' গুরুত্বে মার্কস কী মূল্য দিতেন।*

যেমন ১৮৮৭ সালের ৬ই এপ্রিলে এঙ্গেলসের চিঠি: 'অন্য দিকে মনে হচ্ছে রাশিয়ায় সংকট আসন্ন। ইদানীংকার হত্যাপ্রচেষ্টাগুলোয় ভয়ানক গণ্ডগোল বেধে গেছে...' ১৮৮৭ সালের ৯ই এপ্রিলের চিঠিতেও একই কথা... 'অসন্তুষ্ট, ষড়যন্ত্রকারী অফিসারে ফৌজ পরিপূর্ণ' (এঙ্গেলস সে সময় নারোদনায়া ভলিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রামে মুগ্ধ, ভরসা রেখেছেন অফিসারদের ওপর, ১৮ বছর পরে রুশ সৈন্য ও নাবিকরা যে বৈপ্লবিকতা অমন চমৎকার প্রকাশ করে, সেটা তখনও তিনি দেখতে পান নি...)। '...মনে হয় না বর্তমান অবস্থাটা আরো একবছর চলবে। আর রাশিয়ায় যখন বিপ্লব জ্বলে উঠবে ('losgeht') তখন হুররে!'

১৮৮৭ সালের ২৩শে এপ্রিলের পত্র: 'জার্মানিতে চলেছে নিগ্রহের পর নিগ্রহ (সমাজতন্ত্রীদের)। বিসমার্ক মনে হয় তৈরি হতে চাইছেন যাতে রাশিয়ায় যে বিপ্লবটা কয়েক মাসের প্রশ্ন সেটা জ্বলে উঠলেই জার্মানি

* প্রসঙ্গত, স্মৃতি যদি আমায় প্রতারণা না করে থাকে, তাহলে মনে হয় প্লেখানভ বা ভ. ই. জাসুলিচ ১৯০০—১৯০৩ সালে আমায় বলেছিলেন 'আমাদের মতভেদ' ও রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে প্লেখানভের কাছে লেখা এঙ্গেলসের একটি চিঠি আছে। সঠিক জানতে পারলে ভালো হত তেমন চিঠি সত্যিই ছিল কি, এখনো তা আস্ত আছে কি এবং তা প্রকাশ করার সময় হয় নি কি? (১১৪)

অবিলম্বে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে' ('losgeschlagen werden')।

কয়েক মাসটা দেখা গেল অতি অতি দীর্ঘ। সন্দেহ নেই যে এমন কূপমণ্ডূক দেখা দেবেন যাঁরা ভুরু কুঁচকে চোয়াল বেঁকিয়ে এঙ্গেলসের 'বিপ্লবিয়ানার' তীব্র সমালোচনা চালাবেন অথবা বৃদ্ধ দেশান্তরী বিপ্লবীর পুরনো ইউটোপিয়া নিয়ে মুরুব্বির সুরে হাসাহাসি করবেন।

হাঁ, বিপ্লবের নৈকট্য নির্ধারণে ও বিপ্লবের বিজয়াস্থায় (যেমন ১৮৪৮ সালের জার্মানিতে), জার্মান 'প্রজাতন্ত্র' যে সন্নিকট এই বিশ্বাসে ('প্রজাতন্ত্রের জন্যে মৃত্যু,' সে যুগটা সম্বন্ধে এঙ্গেলস লিখেছিলেন ১৮৪৮–১৮৪৯ সালে বাদশাহী সংবিধানের জন্যে সামরিক অভিযানের (১১৫) অংশী হিসাবে নিজের মনোভাবের কথা স্মরণ করে) মার্কস ও এঙ্গেলস অনেক ভুল করেছেন ও বার বার ভুল করেছেন। ১৮৭১ সালে তাঁরা ভুল করেছিলেন যখন দক্ষিণ 'ফ্রান্সকে উত্থিত করার জন্যে' ব্যাপৃত থাকেন, 'যার জন্যে তাঁরা (বেক্কের 'আমরা' কথাটা লিখেছেন নিজেকে ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উদ্দেশে: ১৮৭১ সালের ২১শে জুলাইয়ের ১৪ নং চিঠি) মানুষের সাধ্যায়ত্ত সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন ও ঝুঁকি নিয়েছিলেন...' ঐ একই চিঠিতে: 'মার্চ ও এপ্রিলে আমাদের হাতে কিছু বেশি টাকা থাকলে গোটা দক্ষিণ ফ্রান্সকে আমরা উত্থিত করে প্যারিস কমিউনকে বাঁচাতে পারতাম' (পৃঃ ২৯)। কিন্তু বৈপ্লবিক চিন্তার যে মহাকায়রা তুচ্ছ, মামুলী, পাই-পয়সা কর্তব্যের ঊর্ধ্বে তুলছিলেন ও তুলেছেন সারা বিশ্বের প্রলেতারিয়েতকে, তাঁদের এ ভুল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অসারতা নিয়ে, বৈপ্লবিক সংগ্রামের নিষ্ফলতা নিয়ে, প্রতিবিপ্লবী 'সংবিধানী' প্রলাপের মাধুর্য নিয়ে তান ধরা, চিৎকার করা, ডাক দেওয়া ও ঘোষণা জানানো দফতর-বাসী উদারনীতির ছেঁদো বিজ্ঞতার চেয়ে হাজার গুণ মহান, মহিম্ন, **ইতিহাসের কাছে মূল্যবান ও সত্য**...

ভুলভ্রান্তিতে ভরা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ মারফত রুশ শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের মুক্তি জয় করবে ও সামনে ঠেলা দেবে ইউরোপকে — নিজেদের বৈপ্লবিক নিষ্ক্রিয়তার ভ্রান্তিহীনতা নিয়ে গুমর করুক গে ইতরেরা।

ন. লেনিন

৬ই এপ্রিল, ১৯০৭

১৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২৯—২৪৯

মার্কসবাদ এবং শোধনবাদ

একটা সুপরিচিত প্রবাদ আছে যে, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলি লোকের স্বার্থে ক্ষুণ্ণ করলে সেগুলিকেও খণ্ডন করা হত নিশ্চয়ই। প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক যে সব তত্ত্ব ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়েছিল সেগুলি চূড়ান্ত মাত্রায় ক্ষিপ্ত বিরোধিতা জাগিয়েছিল এবং এখনও জাগায়। কাজেই, মার্কসের যে মতবাদ আধুনিক সমাজের অগ্রণী শ্রেণীকে শিক্ষিত এবং সংগঠিত করতে সরাসরি নিযুক্ত, সে শ্রেণীর কর্তব্য নির্দেশ করে এবং (অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে) বর্তমান ব্যবস্থার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপন্ন করে — তাকে যে জীবনপথের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্যে লড়তে হয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

বিত্তবান শ্রেণীগুলির উদীয়মান বংশধরদের বিমূঢ় করার জন্যে এবং আভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের 'তালিম' দেবার জন্যে সরকারী ভাবে সরকারী অধ্যাপকদের-দ্বারা-শেখানো বুর্জোয়া বিজ্ঞান আর দর্শনের কথা তো ছেড়েই দিলাম। মার্কসবাদকে খণ্ডন এবং খতম করা হয়ে গেছে, এই কথা বলে দিয়ে ঐ বিজ্ঞান মার্কসবাদের নাম শুনতেও নারাজ। যে নবীন পণ্ডিতরা সমাজতন্ত্র খণ্ডন করে নিজেদের পদ-প্রতিষ্ঠা গড়ে তুলছেন এবং যে অথর্ব প্রবীণরা সর্বপ্রকারের সেকেলে 'তন্ত্রের' ঐতিহ্য সংরক্ষিত করছেন, তাঁরা উভয়েই সমান উৎসাহ নিয়ে মার্কসের উপর আক্রমণ চালান। মার্কসবাদের প্রগতির ফলে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তার ধ্যানধারণাগুলির প্রচার ও সংহতির ফলে অনিবার্য ভাবেই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই সব বুর্জোয়া আক্রমণ আসছে আরো ঘনঘন এবং তার প্রখরতাও বাড়ছে; আর মার্কসবাদ যতই সরকারী বিজ্ঞানের দ্বারা 'খতম' হচ্ছে ততই তা আরো শক্তিশালী, আরো পোক্ত এবং আরো প্রাণশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে।

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রধানত প্রলেতারিয়েতের মধ্যে প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যেও মার্কসবাদ মোটেই তৎক্ষণাৎ নিজ প্রতিষ্ঠা সংহত করে নি। অস্তিত্বের প্রথম অর্ধশতকে (১৯শ শতকের চল্লিশের বছরগুলি থেকে) মার্কসবাদ তার প্রতি মূলগত ভাবে বৈরিভাবাপন্ন তত্ত্বগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস চরমপন্থী 'নবীন হেগেলবাদীদের' সঙ্গে মোকাবিলা করেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দার্শনিক ভাববাদ। পঞ্চম দশকের শেষে অর্থনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে, প্রুধোঁপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ১৮৪৮ সালের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বছরে যে সব পার্টি আর মতবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেগুলির সমালোচনার ভিতর দিয়ে ষষ্ঠ দশকে এ সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। সপ্তম দশকে সংগ্রাম সাধারণ তত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে সরে আসে প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ একটা ক্ষেত্রে: আন্তর্জাতিক থেকে বাকুনিনবাদের বিতাড়ন। অষ্টম দশকের গোড়ার দিকে অল্প কিছু কালের জন্যে জার্মানির রঙ্গমঞ্চ অধিকার করেন প্রুধোঁবাদী মুলবের্গার এবং অষ্টম দশকের শেষ দিকে পজিটিভিস্ট দ্যুরিং। তবে তখনই প্রলেতারিয়েতের ওপর উভয়ের প্রভাব ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মার্কসবাদ তখনই শ্রমিক আন্দোলনের অন্য সমস্ত মতাদর্শের উপর প্রশ্নাতীত জয় অর্জন করছে।

৯০-এর দশক নাগাদ এই জয় মোটের ওপর সমাপ্ত হয়ে যায়। লাতিন দেশগুলিতে, যেখানে প্রুধোঁবাদের ঐতিহ্য সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল — এমনকি সেখানেও শ্রমিক পার্টিগুলি তাদের কর্মসূচী এবং রণকৌশল কার্যত রচনা করল মার্কসবাদী বনিয়াদের ওপরই। কিছু কাল অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেস রূপে শ্রমিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবিত আন্তর্জাতিক সংগঠন গোড়া থেকেই এবং প্রায় বিনা সংগ্রামেই মূলত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মার্কসবাদ তার বিরোধী কমবেশি সুসম্পূর্ণ সবকটি তত্ত্বকে স্থানচ্যুত করার পর ঐ সব তত্ত্বের মধ্যে অভিব্যক্ত ঝোঁক আত্মপ্রকাশের অন্য পথ খুঁজতে লাগল। সংগ্রামের রূপ ও উপলক্ষগুলি বদলে গেল, কিন্তু সংগ্রাম চলতেই থাকল। আর মার্কসবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় অর্ধশতাব্দী শুরু হল (১৮৯০ সালের পরবর্তী দশকে) মার্কসবাদের ভিতরেই, মার্কসবাদের বিরোধী একটি ঝোঁকের সঙ্গে সংগ্রাম দিয়ে।

একই কালের গোঁড়া মার্কসবাদী বের্নস্টাইনের নামে এই ঝোঁকের নামকরণ হল, কারণ তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন সব থেকে সোরগোল তুলে এবং মার্কসকে শোধরাবার, মার্কসকে পুনর্বিচারের, শোধনবাদের সব থেকে সুসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়ে। এমনকি রাশিয়াতে -- দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার ফলে এবং ভূমিদাসপ্রথার বিভিন্ন জেরগুলির চাপে পিষ্ট কৃষক সংখ্যাধিক্যের দরুণ যেখানে অ-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র স্বভাবতই সবচেয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ টিকে থাকে -- এমনকি সেখানেও আমাদের চোখের সামনে ঐ অ-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র স্পষ্টতই সোজা শোধনবাদে পরিণত হচ্ছে। ভূমিবিষয়ক প্রশ্নে (সমস্ত জমির পৌরায়ত্তকরণ) এবং কর্মসূচী আর রণকৌশলের সাধারণ প্রশ্নাবলীতে আমাদের শোস্যাল-নারোদনিকরা তাদের যে প্রাচীন তন্ত্রটা ছিল তার নিজের দিক থেকে অখণ্ড ও মার্কসবাদের আমূল বিরোধী, তার মুমূর্ষু আর অচল জেরগুলির জায়গায় ক্রমাগত অধিকতর সংখ্যায় স্থান দিচ্ছে মার্কসের উপরে বিভিন্ন 'সংশোধনী'।

প্রাক-মার্কসীয় সমাজতন্ত্র পরাস্ত হয়েছে। সে সমাজতন্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার নিজের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে নয় — মার্কসবাদের সাধারণ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, শোধনবাদ হিসাবেই। এবার তাহলে শোধনবাদের মতাদর্শগত সারবস্তুটাকে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদ বুর্জোয়া অধ্যাপকীয় 'বিজ্ঞানের' পেছু পেছু চলে। অধ্যাপকগণ 'কাণ্টে ফিরে' গিয়েছিলেন আর শোধনবাদ চলল নয়া-কাণ্টবাদীদের (১১৬) পিছনে পা টেনে টেনে। দার্শনিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে যাজকেরা হাজারবার যে সব মামুলি বুলি উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন ঐ অধ্যাপকেরা আর শোধনবাদীরাও প্রশ্রয়ের হাসি হেসে (সর্বাধুনিক 'সারগ্রন্থের' অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে) বিড়বিড় করে বললেন, বস্তুবাদ তো 'খণ্ডিত' হয়ে গেছে অনেক আগেই; অধ্যাপকগণ হেগেলকে একটা 'মরা কুকুরের' (১১৭) মতো উপেক্ষা করতেন আর নিজেরা প্রচার করতেন ভাববাদ, যদিও সেটা হেগেলের ভাববাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি তুচ্ছ এবং বাজে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করে দ্বান্দ্বিকতার প্রতি আর 'চতুর' (আর বৈপ্লবিক) দ্বান্দ্বিকতার স্থানে 'সরল' (আর প্রশান্ত) বিবর্তন বসিয়ে শোধনবাদীরা ঐ অধ্যাপকদের পিছনে পিছনে গিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানের দার্শনিক অতিসরলীকরণের পাঁকে; প্রভাবশালী মধ্যযুগীয় 'দর্শনের'

(অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের) সঙ্গে নিজেদের ভাববাদী আর 'সমালোচনামূলক' উভয় পদ্ধতিকে খাপ খাইয়ে ঐ অধ্যাপকরা তাঁদের সরকারী বেতন উপার্জন করতেন - আর আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়, অগ্রণী শ্রেণীর পার্টির ক্ষেত্রে ধর্মকে 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' করবার চেষ্টা করে শোধনবাদীরা পেঁছিলেন ঐ অধ্যাপকদের কাছাকাছি।

মার্কসের ওপর ঐ ধরণের বিভিন্ন 'সংশোধনীর' শ্রেণীগত অর্থ কী তা বিবৃত করার দরকার নেই, সেটা স্বতঃপ্রতীয়মান। কেবল উল্লেখ করে রাখি যে, আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যে একমাত্র যে মার্কসবাদী সঙ্গতিপূর্ণ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শোধনবাদীদের অবিশ্বাস্য মামুলি বুলিগুলির সমালোচনা করেন তিনি হলেন প্লেখানভ। সেটা আরো বেশি গুরুত্বসহকারে জোর দিয়ে বলা চাই, তার কারণ প্লেখানভের রণকৌশলগত সুবিধাবাদের সমালোচনার ছদ্মবেশে পুরানো, প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক আবর্জনার চোরাই আমদানীর অতি ভ্রান্ত চেষ্টা চলছে বর্তমানে।*

অর্থশাস্ত্রে এসে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, এই ক্ষেত্রে শোধনবাদীদের 'সংশোধনীগুলি' ঢের বেশি পূর্ণাঙ্গ এবং বহুমুখী; 'অর্থনৈতিক বিকাশের বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য' দিয়ে জনসাধারণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, বৃহদায়তন উৎপাদন কেন্দ্রীভবন এবং তৎকর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উচ্ছেদসাধন কৃষিক্ষেত্রে আদৌ ঘটে না, আর বাণিজ্য এবং শিল্পে সেটা চলে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। বলা হল যে, সংকট এখন আরো বিরল এবং ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কার্টেল আর ট্রাষ্টগুলি থাকায় সম্ভবত পুঁজি সম্পূর্ণরূপেই সংকট বিলুপ্ত করতে সমর্থ হবে। বলা হল যে, শ্রেণী বিরোধগুলি অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং কম তীব্র হবার ঝোঁকের দরুন

* বগদানভ, বাজারভ প্রভৃতির 'মার্কসবাদের দর্শন প্রসঙ্গে পর্যালোচনা' দ্রষ্টব্য। ঐ বই নিয়ে আলোচনার স্থান এটা নয়। বর্তমানে আমাকে শুধু একথা বলে শেষ করতে হচ্ছে যে, খুবই নিকট ভবিষ্যতে আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীতে বা একটা পৃথক পুস্তিকায় প্রমাণ করব যে, আমার লেখায় নয়া-কাণ্টবাদী শোধনবাদীদের সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছি তার সবটাই মূলত 'নতুন' এই নয়া-হিউমবাদী এবং নয়া-বার্কলিবাদী শোধনবাদীদের পক্ষেও প্রযোজ্য (১১৮)। (রচনাবলী, ৫ম রুশ সংস্করণ, ১৮শ খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ)

পুঁজিবাদ যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই 'বিপর্যয়ের তত্ত্বটা' যথার্থ নয়। সব শেষে এও বলা হল যে বেম-বাভের্ক অনুসারে মার্কসের মূল্য-তত্ত্বটিকেও সংশোধন করা অসমীচীন হবে না।

এ সব প্রশ্নে শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফলে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত চিন্তার যে পুনরুজ্জীবন ঘটল তা কুড়ি বছর আগে দ্যুরিঙের সঙ্গে এঙ্গেলসের বিতর্কের ফলে যেমনটি হয়েছিল তেমনিই ফলপ্রসূ হল। বিভিন্ন তথ্য আর সংখ্যার সাহায্যে শোধনবাদীদের যুক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করা হল। প্রমাণ করা হল যে, শোধনবাদীরা ধারাবাহিক ভাবে আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের একটা মনোহর চিত্র আঁকছেন। কেবল শিল্পক্ষেত্রেই নয়, কৃষিক্ষেত্রেও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উপর বৃহদায়তন **উৎপাদনের** টেকনিক্যাল আর ব্যবসায়িক শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন অখণ্ডনীয় তথ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। তবে, কৃষিক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন অনেক কম উন্নত, আর, কৃষিক্ষেত্রের যে বিশেষ শাখাগুলি (কখনো কখনো এমনকি কর্মপ্রক্রিয়াগুলি) থেকে বোঝা যায় যে, কৃষি ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় বিশ্ব অর্থনীতির **বিনিময়-প্রক্রিয়ার** মধ্যে গিয়ে পড়ছে, সেগুলিকে বেছে বের করতে আধুনিক পরিসংখ্যানবিদ আর অর্থনীতিবিদেরা সাধারণত তেমন পটু নন। আহার্যের মানের নিরন্তর অবনতি, দীর্ঘস্থায়ী অনশন, দৈনিক কাজের সময় বৃদ্ধি, গবাদি পশুর উৎকর্ষ আর যন্ত্র-পরিচর্যার অবনতির মারফৎ, এক কথায়, ঠিক যে পদ্ধতিগুলি দিয়ে হস্তশিল্পের উৎপাদন পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিরুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিল, ঠিক সেগুলির দ্বারাই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন স্বাভাবিক অর্থনীতির ধ্বংসস্তূপের ওপর নিজেকে টিকিয়ে রাখে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিটি অগ্রগতি অনিবার্য ভাবে এবং নির্মম ভাবে পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের ভিত্তিকে বিপর্যস্ত করে; সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রের কর্তব্য হল এই প্রক্রিয়াটির প্রায়শই দুর্বোধ্য এবং জটিল সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কাছে এইটে দেখানো যে, পুঁজিবাদের অধীনে তাদের অবস্থান বজায় রাখা অসম্ভব, পুঁজিবাদের অধীনে কৃষকের খামারের চেষ্টা বৃথা এবং কৃষকের পক্ষে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করাই প্রয়োজন। এই প্রশ্নে একদেশদর্শী ভাবে এবং গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে নির্বাচিত তথ্যের ভিত্তিতে ভাসাভাসা সামান্যকরণে গিয়ে শোধনবাদীরা বৈজ্ঞানিক অর্থে পাপ করেছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের পাপ

হয়েছে এই যে, কৃষককে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিকোণ গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত না করে তাঁরা অনিবার্য ভাবেই মালিকের মনোভাব (অর্থাৎ বুর্জোয়াদের মনোভাব) অবলম্বন করতেই বলছেন, কিংবা তাদের সেদিকে ঠেলে দিচ্ছেন — তাঁরা সেটা চান বা নাই চান।

সংকটের তত্ত্ব এবং বিপর্যয়ের তত্ত্বের ব্যাপারে শোধনবাদীদের অবস্থানটা আরো খারাপ। কয়েকটা বছরের জন্যে শিল্পক্ষেত্রে তেজীভাব আর সমৃদ্ধির প্রভাবে পড়ে লোকে, তাও কেবল অতি অদূরদর্শীরাই, মাত্র স্বল্পকালের জন্যেই মার্কসের তত্ত্বের বনিয়াদগুলিকে পুনর্গঠিত করার কথা ভাবতে পেরেছিল। বাস্তবতা অচিরেই শোধনবাদীদের কাছে স্পষ্ট করে দিল যে, সংকট অতীতের বস্তু নয়: সমৃদ্ধির পরে আসে সংকট। নির্দিষ্ট কোন কোন সংকটের রূপ, পরম্পরা এবং চিত্র বদলেছে, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে সংকট থেকেই গেছে। কার্টেল এবং ট্রাস্টগুলি উৎপাদন একত্রিত করবার সঙ্গে সঙ্গে সবার কাছে স্বতঃপ্রতীয়মান রূপেই উৎপাদনের অরাজকতা, প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা এবং মূলধনের উৎপীড়ন তীব্রতর করেছে এবং তার ফলে শ্রেণীবিরোধগুলিকে অভূতপূর্ব মাত্রায় তীব্রতর করে তুলেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সংকট এবং সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন, এই উভয় অর্থেই পুঁজিবাদ যে ধ্বংসের দিকে চলেছে, সেটা নতুন অতিকায় ট্রাস্টগুলিকে দিয়েই বিশেষ ভাবে এবং বিশেষ ব্যাপক আকারেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমেরিকায় সাম্প্রতিক আর্থিক সংকট এবং ইউরোপের সর্বত্র বেকারির ভয়াবহ বৃদ্ধি — বহু লক্ষণ থেকে শিল্পক্ষেত্রে আসন্ন সংকটের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তার কথা তো ছেড়েই দিলাম, — এ সবের ফলে, সবাই, তার মধ্যে স্পষ্টতই শোধনবাদীদেরও অনেকে, শোধনবাদীদের হালের 'তত্ত্বগুলির' কথা ভুলে গেছে। তবে, বুদ্ধিজীবীদের এই অস্থির অবস্থা শ্রমিক শ্রেণীকে যে সব শিক্ষা দিল সেগুলি কিছুতেই ভোলা চলবে না।

মূল্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলা দরকার যে, বেম-বার্ভেকের ছাঁদে অতি অস্পষ্ট কিছু কিছু আভাস আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া একেবারে আর কোন অবদানই শোধনবাদীদের নেই, কাজেই কোন চিহ্নই তারা রেখে যায় নি বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে শোধনবাদ বাস্তবিকই মার্কসবাদের বনিয়াদটিকে, শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদটিকে পুনর্বিচারের চেষ্টা করেছিল। আমাদের শোনানো

হত যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর সর্বজনীন ভোটাধিকার শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তি অপসারিত করে দেয় এবং শ্রমজীবী মানুষের কোন দেশ নেই, এই মর্মে 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারের' যে পুরনো বক্তব্য রয়েছে, সেটাকে ভুয়া প্রতিপন্ন করে। কারণ, তাঁরা বলতেন, যেহেতু গণতন্ত্রে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা' প্রাধান্য পায়, তাই রাষ্ট্রকে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র মনে করাও যায় না, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সোশ্যাল-সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীও প্রত্যাখ্যান করা চলে না।

এটা তর্কাতীত যে, শোধনবাদীদের এই যুক্তিগুলি মিলে একটি সুসঙ্গত মতবাদ দাঁড়াচ্ছে — সেটা হল পুরানো এবং সুবিদিত উদারপন্থী-বুর্জোয়া মতামত। উদারপন্থীরা বরাবর বলেছেন যে, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী প্রথা শ্রেণীগুলিকে এবং শ্রেণী বিভাগগুলিকে ধ্বংস করে দেয়, কেননা নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের ভোটের অধিকার এবং দেশের সরকারে যোগদানের অধিকার আছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপের গোটা ইতিহাস এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে রুশ বিপ্লবের গোটা ইতিহাস স্পষ্ট ভাবেই দেখায় যে, এই রকমের মতামত কত উদ্ভট। 'গণতান্ত্রিক' পুঁজিবাদের স্বাধীনতার আমলে অর্থনৈতিক পার্থক্যগুলির উপশম না হয়ে সেগুলির গভীরতা আর তীব্রতা বরং বাড়ে। শ্রেণীগত নিপীড়নের যন্ত্র হিসাবে সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রগুলিরও সহজাত প্রকৃতিটাকে পার্লামেণ্টারী প্রথা বিলুপ্ত না করে নগ্ন করে দেয়। জনসংখ্যার যে অংশ আগে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের তুলনায় অপরিমেয় ভাবে বিস্তৃততর অংশকে শিক্ষিত এবং সংগঠিত করতে সহায়ক হয়ে পার্লামেণ্টারী প্রথা বিভিন্ন সংকট এবং রাজনৈতিক বিপ্লবকে বিলুপ্ত করবার দিকে যায় না, বরং এই রকমের বিপ্লবের সময় গৃহযুদ্ধকে চরম মাত্রায় তীব্র করে তুলবার দিকেই যায়। কীরকম অনিবার্য ভাবেই এই তীব্রতাবৃদ্ধি ঘটে, তা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে ১৮৭১ সালের বসন্তকালে প্যারিসের এবং ১৯০৫ সালের শীতকালে রাশিয়ার ঘটনাবলী। প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ফরাসী বুর্জোয়ারা এক মুহূর্তও ইতস্তত না করেই সমগ্র জাতির শত্রুর সঙ্গে, যে বৈদেশিক ফৌজ তাদের দেশের সর্বনাশ করেছিল তার সঙ্গে রফা করেছিল। পার্লামেণ্টারী প্রথা আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে অবশ্যম্ভাবী আভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিকতার ফলে গণপরিসরে হিংসাত্মক পন্থায় বিতর্কের মীমাংসা ঘটে

আগের চেয়ে তীক্ষ্ণতর ভাবে সেটা যিনি বোঝেন না, তিনি সেই পার্লামেণ্টারী প্রথার ভিত্তিতে কখনো এমন নীতিগত প্রচার ও আন্দোলন চালাতে পারবে না, যাতে সেরূপ 'বিতর্কে' বিজয়ী অংশগ্রহণের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক অংশ সত্যই প্রস্তুত হয়। পশ্চিমে সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদী উদারপন্থীদের সঙ্গে এবং রুশ বিপ্লবে উদারপন্থী সংস্কারবাদীদের (কাদেতগণ) সঙ্গে বিভিন্ন মৈত্রী চুক্তি আর জোটবন্ধনের অভিজ্ঞতা প্রত্যয়জনক ভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, যাদের লড়াই করবার ক্ষমতা সামান্য, যারা সবচেয়ে বেশি দোদুল্যমান আর বিশ্বাসঘাতক তাদের সঙ্গে সংগ্রামীদের সংযুক্ত করে এ সব চুক্তি জনগণের চেতনাকে কেবল ভোঁতাই করে দেয়, জনগণের সংগ্রামের প্রকৃত তাৎপর্য না বাড়িয়ে বরং কমিয়েই দেয়। ব্যাপক এবং বাস্তবিকপক্ষে জাতীয় পরিসরে শোধনবাদী রাজনৈতিক কর্মকৌশল প্রয়োগের বৃহত্তম পরীক্ষা হল ফ্রান্সে মিলেরাঁবাদ (১১৯); তাতে কার্যক্ষেত্রে শোধনবাদের যে মূল্যায়ন পাওয়া গেছে সেটা সারা পৃথিবীর প্রলেতারিয়েত কখনও ভুলবে না।

শোধনবাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ধারার একটা স্বাভাবিক পরিপূরক হল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি তার মনোভাব। 'আন্দোলনটাই সব, চূড়ান্ত লক্ষ্য কিছুই নয়' — বের্নস্টাইনের এই বাঁধাবুলিটিতে অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধের চেয়েও ভাল ভাবেই শোধনবাদের মর্ম প্রকাশিত হয়েছে। উপলক্ষে উপলক্ষে নিজের আচরণ বদলানো, দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সঙ্গে এবং সংকীর্ণ রাজনীতির ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো, প্রলেতারিয়েতের মূল স্বার্থগুলি এবং সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার, সমস্ত পুঁজিবাদী বিবর্তনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্মৃত হওয়া, ক্ষণিকের বাস্তবিক কিংবা কল্পিত সুবিধার খাতিরে মূল স্বার্থ বলি দেওয়া — এইই হল শোধনবাদের কর্মনীতিই। এই নীতির চরিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এটি অসংখ্য রূপধারণ করতে পারে এবং অল্প-বিস্তর 'নতুন' যে কোন প্রশ্ন উঠলে, ঘটনার গতি অল্প-বিস্তর অপ্রত্যাশিত ও অদৃষ্টপূর্ব খাতে ঘুরলে — তাতে বিকাশের মূল ধারা শুধু অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় এবং স্বল্পতম সময়ের জন্যে বদলালেও — তার থেকে কোন না কোন রকমের শোধনবাদের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

আধুনিক সমাজের শ্রেণীগত শিকড় থেকেই শোধনবাদের অবশ্যম্ভাবিতা

নির্ধারিত হয়। শোধনবাদ একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার। জার্মানিতে গোঁড়া আর বের্নস্টাইনপন্থীদের মধ্যে, ফ্রান্সে গেদপন্থী আর জোরেসপন্থীদের (১২০) (আর এখন বিশেষভাবে ব্রুসপন্থীদের) (১২১) মধ্যে, ইংলন্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন (১২২) আর ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টির (১২৩), বেলজিয়মে ব্রুকের আর ভান্দেরভেল্দে'র মধ্যে, ইতালিতে ইন্টেগ্রালিস্ট (১২৪) আর সংস্কারবাদীদের মধ্যে, রাশিয়া বলশেভিক আর মেনশেভিকদের (১২৫) মধ্যে সম্পর্কটা ঐসব দেশের বর্তমান অবস্থার বিভিন্ন জাতীয় পরিস্থিতির আর ঐতিহাসিক উপাদানের বিপুল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সর্বত্র যে মূলত একই রকমের তাতে যে কোন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ওয়াকিবহাল সমাজতন্ত্রীর লেশমাত্র সন্দেহও থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ 'বিভাগটা' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই ধারাতে চলছে; ত্রিশ বা চাল্লিশ বছর আগে একই আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের ভিতরে বিভিন্ন দেশে বিচিত্র ধারার যে লড়াই চলত তার তুলনায় এটি প্রচন্ড অগ্রগতিরই সাক্ষ্য দেয়। তেমনি, লাতিন দেশগুলিতে যে 'বাম দিক থেকে শোধনবাদ' 'বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজম' (১২৬) রূপে গড়ে উঠেছে তাও মার্কসবাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াচ্ছে তাকে 'সংশোধন' করে: ইতালিতে লাব্রিওলা এবং ফ্রান্সে লাগার্দেল ভুল ভাবে বোঝা মার্কসের থেকে ঘনঘন আর্জি জানাচ্ছেন ঠিক ভাবে বোঝা মার্কসের কাছে।

এই শোধনবাদ, এখনও পর্যন্ত যা সুবিধাবাদী শোধনবাদের মতো বেড়ে ওঠে নি, তার মতাদর্শগত সারবস্তুর আলোচনায় এখানে কালক্ষেপ করা চলে না, এ শোধনবাদ এখনও আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে নি, এখনও কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে বাস্তব কোন বড়রকমের লড়াইয়ের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয় নি। কাজেই, উপরে-বিবৃত সেই 'দক্ষিণ তরফের শোধনবাদের' কথায় আমরা সীমাবদ্ধ রাখছি নিজেদের।

পুঁজিবাদী সমাজে শোধনবাদের অবশ্যম্ভাবিতা কোথায় নিহিত? বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং পুঁজিবাদী বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে পার্থক্যের চেয়েও এটা বেশি গভীর কেন? তার কারণ, প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে প্রলেতারিয়েতের পাশাপাশি সর্বদাই থাকে পেটি বুর্জোয়া, ক্ষুদ্র মালিকদের একটা বিস্তৃত স্তর। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন থেকেই পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়েছিল এবং নিরন্তর হচ্ছে। পুঁজিবাদ বারবার অনিবার্য ভাবেই নতুন কতকগুলি

'মধ্যবর্তী স্তরের' উদ্ভব ঘটায় (কারখানার বিভিন্ন লেজুড়, বাড়িতে থেকে কাজ, বাইসাইকেল, মোটরগাড়ি ইত্যাদি বৃহদায়তন শিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্যে দেশের সর্বত্র ছড়ানো ছোটছোট কারখানাগুলি)। নতুন নতুন এই ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা আবার সমান অনিবার্য ভাবেই প্রলেতারিয়েতের সারিতে গিয়ে পড়ে। ব্যাপক শ্রমিক পার্টিসমূহের সদস্যদের মধ্যে পেটি বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টি যে বারবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এটা খুবই স্বাভাবিক। প্রলেতারীয় বিপ্লবের পালাবদল অবধি এটা হবার কথা এবং সর্বদাই হবেও, খুবই স্বাভাবিক এটা। কারণ, তেমন বিপ্লব সাধনের আগে জনসংখ্যার অধিকাংশের 'সম্পূর্ণ' প্রলেতারীয়করণ অত্যাবশ্যক মনে করলে প্রচণ্ড ভুল হবে। বর্তমানে কেবল মতাদর্শের জগতে, যেমন মার্কসের উপরে বিভিন্ন তত্ত্বগত সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে, আমরা প্রায়শঃই যার সম্মুখীন হচ্ছি, শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন আংশিক প্রশ্নে শোধনবাদীদের সঙ্গে কর্মকৌশলগত পার্থক্য এবং তার ভিত্তিতে ভাঙন হিসাবেই শুধু এখন যা বাস্তবে মাথা চাড়া দিচ্ছে, তা শ্রমিক-শ্রেণীকে অনিবার্য ভাবেই উত্তীর্ণ হতে হবে, এমন বৃহত্তর পরিসরে মোকাবিলা করতে হবে যার কোন তুলনা চলে না; সেটা ঘটবে যখন প্রলেতারীয় বিপ্লব সমস্ত বিতর্কিত প্রশ্নকে আরো তীব্র করে তুলবে এবং জনগণের আচরণ নির্ধারণের পক্ষে অতি আশু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সমস্ত পার্থক্যকে কেন্দ্রীভূত করে তুলবে, লড়াইয়ের উত্তাপের মধ্যে বন্ধুদের থেকে পৃথক করে তুলবে শত্রুকে এবং শত্রুর উপরে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে বাজে সহযোগীদের বর্জন করবে।

পেটি বুর্জোয়াদের সমস্ত দোদুল্যমানতা আর দুর্বলতা সত্ত্বেও লক্ষ্যসাধনের সম্পূর্ণ জয়ের দিকে প্রলেতারিয়েত এগিয়ে চলেছে; উনিশ শতকের শেষের দিকে শোধনবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক মার্কসবাদের তত্ত্বগত সংগ্রাম প্রলেতারিয়েতের সেই বিপুল বিপ্লবী সংগ্রামেরই প্রস্তাবনা মাত্র।

লিখিত ১৯০৮ সালের
মার্চের দ্বিতীয় অর্ধে,
৩রা (১৬ই) এপ্রিলের পরে নয়।

১৭শ খণ্ড, পৃঃ ১৫—২৬

‘বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা’

বই থেকে

মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রতিভাটা ঠিক এইখানে যে অতি দীর্ঘকাল ধরে, **প্রায় অর্ধশত বৎসর** তাঁরা বস্তুবাদকে বিকশিত করে তুলেছেন, দর্শনের একটি মূল ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সমাধিস্থ জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যাবলীর পুণরাবৃত্তিতেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ওই বস্তুবাদকেই সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চালিয়েছেন ও দেখিয়ে দিয়েছেন **কী ভাবে** তা চালাতে হয়, এবং দর্শনে ‘নতুন’ লাইন ‘আবিষ্কারের’, ‘নতুন’ ধারা ইত্যাদি উদ্ভাবনের অসংখ্য প্রচেষ্টাকে আবর্জনা, প্রলাপ সদম্ভ গ্যাঁজানির মতো ঝেঁটিয়ে দূর করেছেন। ওরূপ প্রচেষ্টার বাকসর্বস্বতা, নতুন দার্শনিক ‘বাদ’ নিয়ে পণ্ডিতী তামাশা, প্রশ্নের মূল কথাটাকে কৃত্রিম সব কারসাজি দিয়ে ধূলোচাপা দেওয়া, দুটি মূল জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারার সংগ্রামকে বুঝতে ও পরিষ্কার হাজির করতে অক্ষমতা— একে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ধরে তাড়না করেছেন, শাসন করেছেন।

আমরা বলেছি: প্রায় অর্ধশত বৎসর। আসলে সেই ১৮৪৩ সালেই মার্কস যখন সবে মার্কস হয়ে উঠছিলেন, অর্থাৎ হয়ে উঠছিলেন বিজ্ঞানরূপ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, **আধুনিক বস্তুবাদের** প্রতিষ্ঠাতা, যা পূর্বতন সমস্ত ধরনের বস্তুবাদের চেয়ে সারবস্তুতে অতুলনীয় সমৃদ্ধ ও অতুলনীয় রকমের সুসঙ্গত — এমনকি সেই সময়েই মার্কস আশ্চর্য স্পষ্টতায় দর্শনের মূল ধারাগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন। ফয়েরবাখের কাছে ১৮৪৩ সালের ২০শে অক্টোবর লেখা মার্কসের একটি চিঠি ক. গ্রুন উদ্ধৃত করেছেন, যাতে মার্কস ‘Deutsch-Französische Jahrbücher’ (১২৭) পত্রিকায় শেল্লিঙের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্যে ফয়েরবাখকে আমন্ত্রণ করেন। মার্কস লেখেন, পূর্বতন সমস্ত দার্শনিক ধারাকে আত্মস্থ করে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার দাবি করা এই শেল্লিঙটা একটা শূন্যগর্ভ হামবড়া। ‘ফরাসী রোমাণ্টিক ও রহস্যবাদীদের

শেল্লিঙ বলছে: আমি দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মিলন; ফরাসী বস্তুবাদীদের বলছে: আমি ভাব ও কায়ার মিলন; ফরাসী সংশয়বাদীদের বলছে: আমি আপ্তবাক্যের সংহারক।'* 'সংশয়বাদীরা' হিউমপন্থীই হোক বা কাণ্টপন্থীই হোক (অথবা বিশ শতকে মাখপন্থী) তারা যে বস্তুবাদ ও ভাববাদ উভয়েরই 'আপ্তবাক্যের' বিরুদ্ধে চেঁচায়, সেটা মার্কস তখনই দেখেছিলেন এবং হাজার হাজার শোচনীয় দার্শনিক তন্ত্রের কোনোটায় বিচ্যুত না হয়ে তিনি ফয়েরবাখ মারফত সোজাসুজি ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী পথে দাঁড়িয়েছিলেন। তিরিশ বছর পরে 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে মার্কস একই রকম উজ্জ্বলতা ও স্পষ্টতায় হেগেলীয় **ভাববাদের** বিরুদ্ধে অর্থাৎ সর্বাধিক সুসঙ্গত ও সর্বাধিক বিকশিত ভাববাদের বিরুদ্ধে খাড়া করেছেন **নিজের বস্তুবাদ**, ঘৃণা ভরে ছুড়ে ফেলেছেন কোঁতের 'প্রত্যক্ষবাদ' এবং সমসাময়িক যেসব দার্শনিকরা ধ্যান করছিল যে হেগেলকে চূর্ণ করেছে অথচ আসলে ফিরে গেছে কেবল কাণ্ট ও হিউমের প্রাক-হেগেলীয় ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তিতে তাদের আখ্যা দিয়েছেন তুচ্ছ অনুকারক বলে। ১৮৭০ সালের ২৭শে জুন কুগেলমানের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কস একই রকম ঘৃণাভরে 'বুখনার, লাঙ্গে, দ্যুরিং, ফেখনার ইত্যাদি'র উল্লেখ করেছেন এইজন্যে যে তাঁরা হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বুঝতে না পেরে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।** শেষত, 'পুঁজি' এবং অন্যান্য গ্রন্থে মার্কসের আলাদা আলাদা দার্শনিক মন্তব্যগুলো ধরা যাক, চোখে পড়বে একটি **অপরিবর্তিত** মূল সূত্র: **বস্তুবাদের** ওপর জোর এবং সবকিছু ধামা-চাপা, সবকিছু বিভ্রান্তি ও **ভাববাদের** দিকে সব কিছু পিছু-হটার প্রতি সঘৃণ উপহাস। মার্কসের **সমস্ত** দার্শনিক মন্তব্য আবর্তিত এই দুই মূল বৈপরীত্য ঘিরে — অধ্যাপকী দর্শনের দৃষ্টি থেকে

* Karl Grün. 'Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlaß, sowie in seiner philosophischen Charakterentwicklung', I. Bd., Lpz., 1874, S. 361 (কার্ল গ্র্যুন: 'নিজ পত্রাবলীতে ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকারে তথা নিজ দার্শনিক বিকাশে ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ', প্রথম খণ্ড, লাইপজিগ, ১৮৭৪, পৃঃ ৩৬১। — সম্পাঃ)।

** প্রত্যক্ষবাদী বিসলির (Beesley) প্রসঙ্গে মার্কস ১৮৭০ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের চিঠিতে লিখছেন: 'কোঁতের অনুগামী হওয়ায় তিনি যত রকম বাতিক' (crotchets) 'ছাড়া পারেন না।' তুলনা করুন ১৮৯২ সালে হাকসলি মার্কা প্রত্যক্ষবাদীদের সম্বন্ধে এঙ্গেলসের মূল্যায়ন (১২৮)।

তার গ্রন্থটি এই 'সংকীর্ণতায়' ও 'একদেশ দর্শিতায়'। আসলে ভাববাদ ও বস্তুবাদকে মেলানোর কোনোরকম দো-আঁশলা প্রকল্প গ্রহণের এই অস্বীকৃতিই হল মার্কসের মহত্তম কীর্তি, তীক্ষ্ণ-নির্দিষ্ট একটি দার্শনিক পথ ধরেই যিনি সামনে এগিয়েছেন।

পুরোপুরি মার্কসেরই প্রেরণায় এবং তাঁরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এঙ্গেলস তাঁর সমস্ত দার্শনিক কাজে সমস্ত প্রশ্নেই সংক্ষেপে ও সুস্পষ্ট করে বস্তুবাদী ও ভাববাদী ধারার বৈপরীত্য রেখেছেন, ১৮৭৮ অথবা ১৮৮৮ অথবা ১৮৯২ সালেই হোক (১২৯), কখনোই তিনি বস্তুবাদ ও ভাববাদের 'একদেশদর্শিতা' 'উত্তীর্ণ হওয়া'র নতুন একটি ধারা, কোনো একটা 'প্রত্যক্ষবাদ', 'বাস্তববাদ' অথবা যতরকম অধ্যাপকী বুজরুকি ঘোষণার অসংখ্য প্রচেষ্টায় গুরুত্ব দেন নি। দ্যুরিঙের সঙ্গে গোটা লড়াইটা এঙ্গেলস চালিয়েছেন পুরোপুরি বস্তুবাদের সুসঙ্গত অনুসরণের ধ্বণিতে, বস্তুবাদী দ্যুরিংকে অভিযুক্ত করেছেন আসল ব্যাপারটা বাকসর্বস্বতায় চাপা দেবার জন্যে, বুলির জন্যে, তাঁর বিচার পদ্ধতির জন্যে, যাতে প্রকাশ পেয়েছে ভাববাদের কাছে নতিস্বীকার, ভাববাদে উৎক্রমণ। হয় শেষ পর্যন্ত সুসঙ্গত বস্তুবাদ, নয় দার্শনিক ভাববাদের মিথ্যা ও বিভ্রান্তি—এই ভাবেই প্রশ্নটাকে হাজির করা হয়েছে 'অ্যান্টি-দ্যুরিঙের' প্রতিটি অনুচ্ছেদে, সেটা লক্ষে না পড়া সম্ভব শুধু তেমন লোকের যাদের মস্তিষ্ক ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যাপকী দর্শনে কলুষিত। এবং স্রেফ ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত, যখন লেখক কর্তৃক শেষ বারের মতো সংশোধিত ও পরিবর্ধিত 'অ্যান্টি-দ্যুরিঙের' শেষ ভূমিকাটা লেখা হয়, তখন পর্যন্ত এঙ্গেলস নতুন নতুন দর্শন ও নতুন প্রকৃতিবিদ্যা অনুসরণ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আগের মতোই অটল ভাবে নিজের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় মতামত সমর্থন করে যান ও ছোটো বড়ো নতুন নতুন যত তন্ত্রের জঞ্জাল সাফ করেন।

নতুন নতুন দর্শনগুলোকে যে এঙ্গেলস অনুধাবন করেছিলেন সেটা দেখা যাবে 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' গ্রন্থে। ১৮৮৮ সালের ভূমিকায় ইংলণ্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় চিরায়ত জার্মান দর্শনের পুনর্জন্মের মতো ঘটনাও উল্লিখিত হয়েছে, আর প্রচলিত নয়া-কাণ্টবাদ ও হিউমবাদ সম্পর্কে এঙ্গেলস চূড়ান্ত অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করেন নি (ভূমিকাতেও, গ্রন্থের মধ্যেও)। একেবারেই পরিষ্কার যে ফ্যাশনচল জার্মান ও বৃটিশ দর্শনের মধ্যে কাণ্টবাদ ও হিউমবাদের পুরনো, প্রাক-হেগেলীয় ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি

দেখে দেখে এঙ্গেলস এমনকি হেগেলে প্রত্যাবর্তনটাকেও (ইংলণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়) শুভপ্রদ বলতে রাজী ছিলেন, আশা করেছিলেন যে বৃহৎ ভাববাদী ও দ্বান্দ্বিকের সাহচর্যে ছোট ছোট ভাববাদী ও আধিবিদ্যক ভ্রান্তি নিরসনে সাহায্য হবে।

জার্মানিতে নয়া-কান্টবাদ ও ইংলণ্ডে হিউমবাদের বিপুল পরিমাণ রকমফেরের মধ্যে না গিয়ে এঙ্গেলস **প্রথম থেকেই** বস্তুবাদ থেকে তাদের মূল বিচ্যুতিটাকেই খণ্ডন করেছেন। উভয় স্কুলের **সমস্ত ধারাকেই** এঙ্গেলস **'বিজ্ঞানের দিক থেকে পশ্চাৎপদক্ষেপ'** বলে ঘোষণা করেছেন। আর এই যে সব নয়া-কাণ্টবাদী ও হিউমবাদীদের মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাকসলিকে তাঁর না জানার কথা নয়, তাদের নিঃসন্দেহে 'প্রত্যক্ষবাদী', চলতি পরিভাষা ব্যবহার করলে, নিঃসন্দেহে 'বাস্তববাদী' ধারাগুলোর কী মূল্যায়ন করবেন তিনি? অসংখ্য বিভ্রান্তদের যে 'প্রত্যক্ষবাদ' ও যে 'বাস্তববাদ' প্রলুব্ধ করেছে ও করছে তাকে এঙ্গেলস **বড় জোর** ঘোষণা করেন প্রকাশ্যে বস্তুবাদকে চূর্ণ ও বর্জন করে **তার চোরাই আমদানির কূপমণ্ডূক পদ্ধতি** বলে (১৩০)। মাখ, আভেনারিউস কোম্পানির চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবরূপেই বাস্তববাদী ও প্রত্যক্ষরূপেই প্রত্যক্ষবাদী বৃহৎ প্রকৃতি-গবেষক টি. হাকসলির উদ্দেশে **এই** মন্তব্য নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবলেই বোঝা যাবে 'নবতম প্রত্যক্ষবাদ' বা 'নবতম বাস্তববাদ' ইত্যাদি নিয়ে মুষ্টিমেয় মার্কসবাদীর বর্তমান মাতামাতিটায় এঙ্গেলস কী অবজ্ঞাই না বোধ করতেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম থেকে শেষাবধি দর্শনের ক্ষেত্রে ছিলেন দলীয়, সমস্ত ও সর্ববিধ 'নবতম' ধারার মধ্যে তাঁরা উদ্ঘাটিত করতে পেরেছিলেন বস্তুবাদ থেকে বিচ্যুতি এবং ভাববাদ ও বিশ্বাসবাদে নৈবেদ্যদান। সেই জন্যে **একমাত্র** বস্তুবাদের সঙ্গতিনিষ্ঠার নিরিখেই তাঁরা হাকসলির মূল্যায়ন করেছিলেন। সেই জন্যেই ফয়েরবাখকে তাঁরা ভর্ৎসনা করেছিলেন এই কারণে যে তিনি বস্তুবাদকে শেষ পর্যন্ত চালান নি, এই কারণে যে কোনো কোনো বস্তুবাদীর ভুল দেখে তিনি বস্তুবাদকেই বর্জন করে বসেন, এই কারণে যে তিনি ধর্মের সঙ্গে লড়াই করেন তাকে ঢেলে সাজা বা নবধর্ম প্রণয়নের জন্যে, এই কারণে যে সমাজবিদ্যায় তিনি ভাববাদী বুলি বর্জন করে বস্তুবাদী হয়ে উঠতে পারেন নি।

ফেব্রুয়ারি — অক্টোবর, ১৯০৮ ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬—৩৬০

ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রমিক পার্টির মনোভাব

রাষ্ট্রীয় দুমায় সিনোদ (১৩১) এস্টিমেট আলোচনায় প্রতিনিধি সুর্কোভের বক্তৃতা এবং আমাদের দুমা গ্রুপের অভ্যন্তরে সে বক্তৃতার খসড়া নিয়ে বিতর্কে (যা নিচে মুদ্রিত হল) অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঠিক বর্তমান মুহূর্তের পক্ষে জরুরী একটা প্রশ্ন উঠেছে। ধর্মের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কিত তা নিয়ে বর্তমানে 'সমাজের' ব্যাপক অংশ আগ্রহান্বিত, শ্রমিক আন্দোলনের সন্নিকটস্থ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও তথা কিছু কিছু শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যেও সে আগ্রহ প্রবেশ করেছে। ধর্ম সম্পর্কে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোভাব কী তা প্রকাশ করতে সে অবশ্যই বাধ্য।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সমস্ত বিশ্বদৃষ্টি গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অর্থাৎ মার্কসবাদের ওপর। মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিকবার যা ঘোষণা করেছেন, মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে আঠারো শতকের ফ্রান্সের বস্তুবাদ এবং জার্মানিতে ফয়েরবাখের (১৯ শতকের প্রথমার্ধ) বস্তুবাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য — এ বস্তুবাদ নিঃসন্দেহেই নিরীশ্বরবাদী, দৃঢ় ভাবেই সবকিছু ধর্মের বিরোধী। স্মরণ করিয়ে দিই যে মার্কস যে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখেছিলেন, এঙ্গেলসের সেই 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' গ্রন্থের সবটাতেই বস্তুবাদী নিরীশ্বরবাদী দ্যুরিং বস্তুবাদে সঙ্গতিহীনতা এবং ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শনের জন্যে ফাঁক রেখে যাবার জন্যে সমালোচিত হয়েছেন। স্মরণ করিয়ে দিই যে এঙ্গেলস ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ গ্রন্থে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন যে তিনি ধর্ম নিশ্চিহ্ন করার জন্যে নয়, ধর্মের 'নবীকরণ', নতুন একটা 'উচ্চমার্গীয়' ধর্ম প্রণয়নের জন্যেই ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন ইত্যাদি। ধর্ম হল জনগণের কাছে আফিম, মার্কসের এ উক্তিটা ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের সমস্ত বিশ্বদৃষ্টির মূলকথা (১৩২)। আধুনিক

সমস্ত ধর্ম ও গির্জা, সমস্ত ও সর্ববিধ ধর্ম সংগঠনকে মার্কস সর্বদাই মনে করতেন বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সংস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ বজায় রাখা ও তাদের ধাপ্পা দেওয়া তার কাজ।

সেই সঙ্গে কিন্তু যারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির চেয়েও 'বাম' বা 'বৈপ্লবিক' হতে চায়, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অর্থে নিরীশ্বরবাদের সরাসরি স্বীকৃতিকে পার্টি কর্মসূচির অন্তর্ভূত করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রচেষ্টা এঙ্গেলস একাধিকবার নিন্দিত করেছেন। ১৮৭৪ সালে কমিউনের পলাতক, লন্ডনে দেশান্তরী ব্লাঙ্কিস্টদের বিখ্যাত ইশতেহার প্রসঙ্গে মন্তব্যে এঙ্গেলস ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের সকলরব যুদ্ধ ঘোষণাকে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করেছেন; বলেছেন, এরূপ যুদ্ধ ঘোষণাই হল ধর্মে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সেরা পদ্ধতি, সত্যিকারের ধর্ম লুপ্তি তা কঠিন করে তুলবে। এঙ্গেলস ব্লাঙ্কিস্টদের এইজন্যে দোষ দিয়েছেন যে তারা বুঝতে অক্ষম যে কেবল শ্রমিক জনতার শ্রেণী সংগ্রামই সচেতন ও বৈপ্লবিক সামাজিক কর্মের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের ব্যাপকতম স্তরকে সর্বাঙ্গীণ ভাবে টেনে ক্রমেই বাস্তবে ধর্মের নিগড় থেকে উৎপীড়িতদের মুক্তি দিতে পারে; অন্যদিকে ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে শ্রমিক পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য হিসাবে ঘোষণা করা হল নৈরাজ্যবাদী বুলি (১৩৩)। ১৮৭৭ সালে 'অ্যান্টি-দ্যুরিঙে' ভাববাদ ও ধর্মের প্রতি দার্শনিক দ্যুরিঙের ন্যূনতম প্রশ্রয়দানকে নির্মম সমালোচনা করলেও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক সমাজে ধর্ম নিষিদ্ধ হবে দ্যুরিঙের এই তথাকথিত বৈপ্লবিক ভাবনাকেও কম জোরে নিন্দিত করেন নি। ধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ এঙ্গেলস বলেন, 'বিসমার্কের চেয়েও বেশি বিসমার্কিপনা,' অর্থাৎ যাজকদের বিরুদ্ধে বিসমার্কী সংগ্রামের নির্বুদ্ধিতা করা (কুখ্যাত 'সংস্কৃতি অভিযান' Kulturkampf, অর্থাৎ ১৮৭০-এর দশকে ক্যাথলিকবাদের পুলিসী দমন মারফত জার্মান ক্যাথলিক পার্টি, 'মধ্যপন্থী' পার্টির বিরুদ্ধে বিসমার্কের সংগ্রাম)। এ সংগ্রামে বিসমার্ক কেবল ক্যাথলিকদের জঙ্গী যাজকতন্ত্রকেই **জোরদার করেন,** সত্যকার সংস্কৃতির স্বার্থকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেন, কেননা রাজনৈতিক ভেদের বদলে প্রধান করে তোলেন ধর্ম ভেদটা, শ্রেণীগত ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের জরুরী কর্তব্য থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও গণতন্ত্রীদের কিছু স্তরের মনোযোগ বিচ্যুত করেন অতি ভাসা ভাসা ও বুর্জোয়াসুলভ মিথ্যা যাজক-বিরোধিতায়। অতি-বিপ্লবী হয়ে ওঠার বাসনায় দ্যুরিং অন্য রূপে বিসমার্কের ওই

নির্বুদ্ধিতারই পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন বলে অভিযোগ করে এঙ্গেলস শ্রমিক পার্টির কাছে দাবি করেছেন ধৈর্য ধরে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন ও আলোকদানের কাজটা চালাতে পারার নৈপুণ্য, যাতে **পরিণামে ধর্ম লোপ** পাবে, ধর্মের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণার হঠকারিতায় (১৩৪) নামা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অস্থিমজ্জাগত হয়ে গেছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, তারা জেশুইটদের স্বাধীনতার জন্যে, জার্মানিতে তাদের প্রবেশদানের জন্যে, যে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধেই পুলিসী দলন ব্যবস্থা লোপের জন্যে দাবি করে। 'ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা' — এরফুর্ট কর্মসূচির এই বিখ্যাত ধারাটিতে (১৮৯১ সাল) সূত্রবদ্ধ হয়েছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির উল্লিখিত রাজনৈতিক রণকৌশল।

এ রণকৌশল ইতিমধ্যে গতবাঁধা হয়ে ওঠে, উল্টোদিকে, সুবিধাবাদের দিকে মার্কসবাদের নতুন বিকৃতির জন্ম দিয়ে বসে। এরফুর্ট কর্মসূচির ধারাটার এই অর্থ করা শুরু হয় যে আমরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, আমাদের পার্টি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে **মনে করি**, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট হিসেবে আমাদের পক্ষে, পার্টি হিসেবে আমাদের পক্ষে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই সুবিধাবাদী মতামতের সঙ্গে সোজাসুজি বিতর্কে না নেমে এঙ্গেলস ১৮৯০'এর দশকে এ মতের বিরুদ্ধে বিতর্ক মাধ্যমে নয় সদর্থক পদ্ধতিতে দৃঢ় ভাবে দাঁড়ানো প্রয়োজন মনে করেন। যথা: এঙ্গেলস এটা করেন একটা বিবৃতি দিয়ে, তাতে ইচ্ছে করেই জোর দেন যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করে **রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে**, মোটেই নিজের ক্ষেত্রে নয়, মার্কসবাদের ক্ষেত্রে নয়, শ্রমিক পার্টির ক্ষেত্রে নয় (১৩৫)।

ধর্মের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের উক্তিসমূহের বাইরের ইতিহাসটা এই। মার্কসবাদ প্রসঙ্গে যারা ঢিলেঢালা, যারা চিন্তা করতে পারে না বা চায় না, তাদের কাছে এ ইতিহাসটা মার্কসবাদের অর্থহীন স্ববিরোধিতা ও দোলায়মানতার একটা বাণ্ডিল: দেখো-না, 'সঙ্গতিপরায়ণ' নিরীশ্বরবাদ আর ধর্মকে 'প্রশ্রয়দানের' কেমন একটা খিচুড়ি, একদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে বি-বি-বিপ্লবী যুদ্ধ আর অন্যদিকে ধর্মপ্রাণ মজুরদের 'তোষণ', তাদের ভড়কে দেবার ভয়ের মধ্যে 'নীতিহীন' দোল ইত্যাদি। নৈরাজ্যবাদী বুলিবাগীশদের সাহিত্যে এই সুরে মার্কসবাদের ওপর আক্রমণ কম মিলবে না।

কিন্তু যে কিছুটা গুরুত্বসহকারে মার্কসবাদকে নিতে পারে. তার দার্শনিক

মূলকথা ও আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবতে পারে, সে সহজেই দেখবে যে ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের রণকৌশল অতি সঙ্গতিপরায়ণ মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক সুচিন্তিত। পল্লবগ্রাহী ও অজ্ঞরা যেটা দোলায়মানতা ভাবে সেটা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ থেকে সোজাসুজি টানা অনিবার্য একটা সিদ্ধান্ত। খুবই ভুল হবে যদি ভাবি যে ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের আপাত 'নম্রতার' কারণ বুঝি 'ভড়কে না দেওয়া' ইত্যাদির তথাকথিত 'ট্যাকটিকাল' বিবেচনা। উল্টে বরং এ প্রশ্নেও মার্কসবাদের রাজনৈতিক কর্মনীতি তার দার্শনিক মূলকথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য জড়িত।

মার্কসবাদ হল বস্তুবাদ। সেই দিক থেকে তা আঠারো শতকের এনসাইক্লোপিডিস্টদের (১৩৬) বস্তুবাদ বা ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মতোই নির্মম ধর্মবিরোধী। তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এনসাইক্লোপিডিস্ট বা ফয়েরবাখের চেয়ে আরো এগোয়, বস্তুবাদী দর্শনকে প্রয়োগ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এটা সমস্ত বস্তুবাদের, সুতরাং মার্কসবাদেরও অ-আ-ক-খ। কিন্তু মার্কসবাদ অ-আ-ক-খ-তেই থেমে যাওয়া বস্তুবাদ নয়। মার্কসবাদ আরো এগোয়। সে বলে, ধর্মের সঙ্গে লড়াই করতে জানা চাই, তার জন্যে জনগণের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্মের উৎস বোঝানো দরকার বস্তুবাদী পদ্ধতিতে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটা বিমূর্ত ভাবাদর্শগত প্রচারে সীমাবদ্ধ রাখা চলে না, প্রচারে পরিণত করা চলে না; সে সংগ্রামকে হাজির করতে হবে ধর্মের সামাজিক মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে চালিত শ্রেণী আন্দোলনের মূর্ত-প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। কেন ধর্ম টিকে থাকছে শহুরে প্রলেতারিয়েতের পশ্চাৎপদ স্তরগুলোর মধ্যে, আধা-প্রলেতারিয়েতের ব্যাপক স্তরের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে? জনগণের অজ্ঞতাবশে, উত্তর দেয় বুর্জোয়া প্রগতিবাদী, র‍্যাডিক্যাল অথবা বুর্জোয়া বস্তুবাদী। সুতরাং ধ্বংস হোক ধর্ম, নিরীশ্বরতা জিন্দাবাদ, নিরীশ্বরবাদী মতের প্রচারই হল আমাদের প্রধান কর্তব্য। মার্কসবাদী বলে, তা ঠিক নয়। এ মত হল ভাসা-ভাসা, বুর্জোয়া-সীমাবদ্ধ সংস্কৃতিপনা। এ মত ধর্মের মূল ব্যাখ্যা করছে যথেষ্ট গভীরে নয়, বস্তুবাদীর মতো নয়, ভাববাদীর মতো। সমসাময়িক পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এ মূল প্রধানত সামাজিক। মেহনতী জনগণের সামাজিক দলিতাবস্থা, পুঁজিবাদের অন্ধ শক্তির সামনে তাদের বাহ্যত পূর্ণ অসহায়তা, — যুদ্ধ ভূমিকম্প ইত্যাদি

যত কিছু অসাধারণ ঘটনার চেয়েও এ পুঁজিবাদ সাধারণ মেহনতী মানুষদের ওপর প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় হাজার গুণ বেশি ভয়ংকর কষ্ট, প্রচণ্ডতম যন্ত্রণা চাপিয়ে দিচ্ছে — এই হল ধর্মের গভীরতম সাম্প্রতিক শিকড়। 'দেবতাদের জন্ম ভয় থেকে।' পুঁজির অন্ধ শক্তির সামনে ভয় — সে শক্তি অন্ধ কারণ জনগণের কাছে তা আগে থেকে গোচরীভূত নয়, প্রলেতারীয় ও ক্ষুদে মালিকদের জীবনের প্রতি পদে তা 'আচম্বিত' 'অপ্রত্যাশিত' 'আকস্মিক' সর্বনাশ, ধ্বংস, নিঃস্বতা, কাঙালবৃত্তি, গণিকাভৃতি ও অনশন মৃত্যুর হুমকি দেয় ও তা ঘটায়—এই হল সাম্প্রতিক ধর্মের শিকড়, বস্তুবাদী যদি শিশু পাঠের বস্তুবাদী হয়ে না থাকতে চায়, তাহলে সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি এটা তার খেয়াল রাখতে হবে। পুঁজিবাদী কয়েদখাটুনিতে জর্জরিত, পুঁজিবাদের অন্ধ ধ্বংস-শক্তির অধীনস্থ জনগণ যতদিন নিজেরাই সম্মিলিত, সংগঠিত, সুপরিকল্পিত, ও সচেতন ভাবে ধর্মের এই শিকড়ের বিরুদ্ধে, পুঁজির সব ধরনের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই না করতে শিখছে, ততদিন কোনো জ্ঞানপ্রচারণী পুস্তিকাতেই এই জনগণের মধ্য থেকে ধর্ম মোছা যাবে না।

এ থেকে কি এই দাঁড়ায় যে ধর্মের বিরুদ্ধে জ্ঞানপ্রচারণী পুস্তিকা ক্ষতিকর অথবা অবান্তর? মোটেই তা নয়। এ থেকে দাঁড়ায় যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির নিরীশ্বরবাদী প্রচারকে হতে হবে তার মূল কর্তব্য, শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের শ্রেণী সংগ্রাম বৃদ্ধির অধীনস্থ।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্কস ও এঙ্গেলসের দর্শনের মূলকথা নিয়ে যে ভাবে না, তেমন লোক হয়ত এ বক্তব্যটা বুঝবে না (অন্তত, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝবে না)। সে আবার কী? ভাবাদর্শের প্রচার, নির্দিষ্ট কতকগুলি ধারণার প্রচার, সংস্কৃতি ও প্রগতির যে শত্রু হাজার হাজার বছর টিকে আছে (অর্থাৎ ধর্ম) তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে শ্রেণী সংগ্রামের অধীনস্থ, অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যবহারিক লক্ষ্যার্জন সংগ্রামের অধীন?

এ আপত্তি মার্কসবাদের বিরুদ্ধে চলতি নানা আপত্তির একটি, যাতে মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব বোঝার পূর্ণ অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। এরূপ আপত্তিকারীরা যে স্ববিরোধে বিচলিত হয়, সেটা বাস্তব জীবনের বাস্তব স্ববিরোধিতা, অর্থাৎ মৌখিক নয়, স্বকপোলকল্পিত নয়, দ্বান্দ্বিক স্ববিরোধিতা। নিরীশ্বরবাদের তাত্ত্বিক প্রচার অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের কিছু কিছু স্তরের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের সংহারকে সে সব স্তরের শ্রেণী সংগ্রামের সাফল্য, গতিধারা ও সর্ত থেকে একটা

চূড়ান্ত, অনতিক্রম্য সীমা টেনে ভাগ করার অর্থ অদ্বান্দ্বিকের মতো বিচার, যে সীমাটা চঞ্চল ও আপেক্ষিক তাকে চূড়ান্তে পরিণত করা, বাস্তব জীবনে যেটা অচ্ছেদ্য জড়িত তাকে জোর করে ছেঁড়া। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নির্দিষ্ট এলাকায় ও শিল্পের নির্দিষ্ট একটি শাখায় প্রলেতারিয়েত, ধরা যাক, যথেষ্ট সচেতন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটা স্তর (যারা বলাই বাহুল্য নিরীশ্বরবাদী) এবং যথেষ্ট পশ্চাৎপদ, এখনো গ্রামাঞ্চল ও কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্ত, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, গির্জায় যায়, অথবা এমনকি সরাসরি স্থানীয় পুরোহিতেরই প্রভাবাধীন, যে ধরা যাক খৃষ্টীয় শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ছে। আরো ধরা যাক যে এ রকম একটি এলাকায় অর্থনৈতিক সংগ্রাম ধর্মঘটে পৌঁছেছে। মার্কসবাদীর পক্ষে ধর্মঘট আন্দোলনের সাফল্যটাকেই প্রধান করে ধরা অবশ্যকর্তব্য, এ সংগ্রামের মধ্যে খৃষ্টান ও নিরীশ্বরবাদীতে শ্রমিকদের ভাগাগাগির দৃঢ় প্রতিরোধ করা, এ বিভাগের বিরুদ্ধে দৃঢ় লড়াই চালানো অবশ্যকর্তব্য। এরূপ পরিস্থিতিতে নিরীশ্বরবাদী প্রচার হয়ে উঠতে পারে অবান্তর ও ক্ষতিকর—সেটা পশ্চাৎপদ স্তরদের ভড়কে না দেওয়া, নির্বাচনে হেরে যাওয়া ইত্যাদির ছেঁদো যুক্তিতে নয়, শ্রেণী সংগ্রামের সত্যকার অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের পরিস্থিতিতে সে সংগ্রাম খৃষ্টীয় শ্রমিককে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও নিরীশ্বরবাদে পৌঁছে দেবে নগ্ন নিরীশ্বরবাদী প্রচারের চেয়ে শতগুণ ভালো ভাবে। এরূপ মুহূর্তে ও এরূপ পরিস্থিতিতে নিরীশ্বরবাদী প্রচারক কেবল পাদ্রীটি ও পাদ্রীদের হাতই জোরদার করবে, যারা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ নিয়ে শ্রমিকদের ভাগাভাগির বদলে ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে শ্রমিকদের ভাগ করতে পারলে আর কিছুই চায় না। যে করেই হোক ঈশ্বরের বিরোধী যুদ্ধের প্রচার মারফত নৈরাজ্যবাদীরা আসলে পাদ্রী ও বুর্জোয়াদেরই সাহায্য করে বসবে (বাস্তবক্ষেত্রে বরাবরই তারা যেমন বুর্জোয়াদের সাহায্য করে থাকে)। মার্কসবাদীকে হতে হবে বস্তুবাদী, অর্থাৎ ধর্মের শত্রু, কিন্তু বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামটাকে যে বিমূর্ত ভাবে নয়, নিরাকার, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক, নিত্য একরূপ প্রচারের ভিত্তিতে নয়, হাজির করবে মূর্ত প্রত্যক্ষ ভাবে, শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে, যা বাস্তবে চলছে, জনগণকে যা সবচেয়ে বেশি করে ও ভালো করে শিক্ষিত করে তুলছে। মার্কসবাদীর উচিত সমগ্র প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট পরিস্থিতিটা হিসাব করতে পারা, সর্বদাই নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে সীমা টানতে পারা (এ সীমাটা

আপেক্ষিক, চঞ্চল, পরিবর্তমান, কিন্তু তা আছে), নৈরাজ্যবাদীর বিমূর্ত, বাক্যসর্বস্ব ও আসলে ফাঁপা 'বিপ্লবীয়ানাতে' সে পা দেবে না, পা দেবে না পেটি বুর্জোয়া বা উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীর কূপমণ্ডূকতা ও সুবিধাবাদে, যে ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামে ভয় পায়, নিজের এ কর্তব্যটা ভুলে বসে, ঈশ্বর বিশ্বাসকে মেনে নেয়, চালিত হয় শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থে নয়, তুচ্ছ, শোচনীয় হিসেবিপনায়: কাউকে চটিয়ো না, কাউকে ধাক্কিয়ো না, কাউকে ভড়কিয়ো না; চালিত হয় অতিপ্রাজ্ঞ এই নিয়মে: 'নিজে বাঁচো, অন্যদের বাঁচতে দাও' ইত্যাদি।

ধর্ম প্রসঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোভাব সংক্রান্ত সমস্ত গোণ সমস্যার সমাধান করা উচিত পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন, প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে, যাজক কি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্য হতে পারে, এবং সাধারণত তার উত্তর দেওয়া হয় বিনা শর্তে হ্যাঁ, নজির দেওয়া হয় ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছে শুধু শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ প্রয়োগের ফলেই নয়, পশ্চিমের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফলেও, যা রাশিয়ায় অনুপস্থিত (পরে সে সব পরিস্থিতির কথা আমরা বলব), তাই বিনা শর্তে হ্যাঁ উত্তর দেওয়া এক্ষেত্রে সঠিক নয়। যাজকরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্য হতে পারবে না, বরাবরের মতো সমস্ত পরিস্থিতিতেই এ রায় দেওয়া যায় না, ঠিক, কিন্তু বরাবরের মতো উল্টো নিয়ম জারি করাও চলে না। পাদ্রীটি যদি একত্র রাজনৈতিক কাজের জন্যে আমাদের কাছে আসে এবং সবিবেকে পার্টি কর্তব্য পালন করে, পার্টি কর্মসূচির বিরুদ্ধাচরণ না করে, তাহলে আমরা তাকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে নিতে পারি, কারণ আমাদের কর্মসূচির সুর ও মূলকথার সঙ্গে পাদ্রীটির ধর্মবিশ্বাসের বৈপরীত্যটা এরূপ পরিস্থিতিতে শুধু তার ব্যাপার, তার ব্যক্তিগত স্ববিরোধ হয়ে থাকবে, আর পার্টি কর্মসূচির সঙ্গে পার্টি সভ্যদের দৃষ্টিভঙ্গির স্ববিরোধ লুপ্ত হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা নেওয়া রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বলাই বাহুল্য, অনুরূপ ঘটনা এমনকি ইউরোপেও কেবল এক একটি বিরল ব্যতিক্রম, আর রাশিয়ার ক্ষেত্রে তা খুবই অবিশ্বাস্য। আর দৃষ্টান্তস্বরূপ পাদ্রীটি যদি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে এসে তার ভেতর নিজের প্রধান ও প্রায় একমাত্র কর্তব্য হিসেবে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সক্রিয় প্রচার করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই স্বপঙক্তি থেকে তাকে বহিষ্কার করা পার্টির উচিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস

যাদের টিকে আছে এমন সমস্ত মজুরদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে অনুমোদন করা শুধু নয়, প্রচণ্ড ভাবে তাদের টেনে আনতেই হবে, অবশ্যই আমরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের এতটুকু লাঞ্ছনারও বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা তাদের টেনে আনব আমাদের কর্মসূচির প্রেরণায় তাদের গড়ে তোলার জন্যে, সে কর্মসূচির বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের জন্যে নয়। পার্টির অভ্যন্তরে মতের স্বাধীনতা আমরা মানি, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, যা নির্ধারিত হয় জোট বন্ধনের স্বাধীনতা দিয়ে: পার্টির অধিকাংশ যে মত বর্জন করেছে তার সক্রিয় প্রচারকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যেতে আমরা বাধ্য নই।

অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত: 'সমাজতন্ত্রই আমার ধর্ম' বলে ঘোষণা, অথবা সে বিবৃতি অনুসারী মত প্রচার করলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যদের কি সর্ব পরিস্থিতিতেই সমান ভাবে নিন্দা করা চলে? চলে না। মার্কসবাদ থেকে (সুতরাং সমাজতন্ত্র থেকেও) বিচ্যুতি এখানে সন্দেহাতীত, কিন্তু এ বিচ্যুতির তাৎপর্য, তার বলা যেতে পারে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম হতে পারে। একজন আন্দোলনকারী, অথবা শ্রমিক জনগণের সমক্ষে একজন বক্তা যখন কথাটা বলেন বেশি বোধগম্য হবার জন্যে, বক্তব্য সূত্রপাতের জন্যে, অবিকশিত জনগণের কাছে অভ্যস্ত ভাষায় নিজের মত বাস্তব ভাবে প্রকাশের জন্যে, তখন এক কথা। আর লেখক যখন 'ঈশ্বর নির্মিতি' (১৩৭) অথবা ঈশ্বর নির্মাণী সমাজতন্ত্র (দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের লুনাচারস্কি কোম্পানির ঢঙে) প্রচার করতে শুরু করে, তখন অন্য ব্যাপার। প্রথম ক্ষেত্রে নিন্দা করলে তা যে পরিমাণে হবে ছিদ্রান্বেষণ, এমনকি বক্তার স্বাধীনতা সঙ্কোচন, 'মাস্টারী পদ্ধতি মারফৎ' প্রভাবিত করার যে স্বাধীনতা দরকার, তার সঙ্কোচন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক সেই পরিমাণেই পার্টি নিন্দা আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক। 'সমাজতন্ত্রই ধর্ম,' একথাটা এক দলের কাছে ধর্ম থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র থেকে ধর্মে উৎক্রমণের একটা রূপ।

'ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা'র থিসিসটির সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা দেখা দিয়েছিল পশ্চিমের যে সব পরিস্থিতিতে এবার তাতে আসা যাক। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে সুবিধাবাদ উদ্ভবের সাধারণ কারণগুলির প্রভাবও আছে, যথা ক্ষণিক সুবিধার যূপকাষ্ঠে শ্রমিক শ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ বলিদান। ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণার জন্যে প্রলেতারিয়েতের

পার্টি **রাষ্ট্রের কাছে** দাবি করে, কিন্তু জনগণের আফিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদিকে মোটেই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ভাবে না। সুবিধাবাদীরা ব্যাপারটা এমন ভাবে বিকৃত করে যেন **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক** পার্টিই বুঝি ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে **ভেবেছে!**

কিন্তু চলতি সুবিধাবাদী বিকৃতি (ধর্ম নিয়ে বক্তৃতাটার আলোচনা কালে আমাদের দুমা গ্রুপ যে বিতর্ক চালায় তাতে তা আদৌ ব্যাখ্যা করা হয় নি) ছাড়াও আছে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যাতে দেখা দিয়েছে ধর্মের প্রশ্নে ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির সাম্প্রতিক, বলা যেতে পারে, মাত্রাতিরিক্ত উদাসীনতা। পরিস্থিতিটা দুই ধরনের। প্রথমত, ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামটা হল বুর্জোয়া বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্তব্য এবং পশ্চিমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র **তার** বিপ্লবের যুগে অথবা সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগীয়তার ওপর আক্রমণের যুগে সে কর্তব্য অনেক পরিমাণে পূরণ করেছিল বা পালন করতে নেমেছিল। ফ্রান্স এবং জার্মানি উভয় দেশেই আছে ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রামের ঐতিহ্য, যা শুরু হয় সমাজতন্ত্রের অনেক আগেই (এনসাইক্লোপিডিস্টরা, ফয়েরবাখ)। রাশিয়ায় আমাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিস্থিতিহেতু এ কর্তব্যটাও বর্তেছে প্রায় পুরোপুরি শ্রমিক শ্রেণীর উপর। পেটি বুর্জোয়া (নারোদনিক) গণতন্ত্র এদিক থেকে আমাদের দেশে কাজ করেছে অত্যন্ত বেশি নয় (যা ভাবেন 'ভেখি'র (১৩৮) নবাবির্ভূত কৃষ্ণশতমার্কা কাদেতরা অথবা কাদেতমার্কা কৃষ্ণশতরা), বরং ইউরোপের তুলনায় **অত্যন্ত কম**।

অন্যদিকে, ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে ইউরোপে দেখা দিয়েছে সে সংগ্রামের নৈরাজ্যবাদী **বিকৃতি**, যে নৈরাজ্যবাদ বুর্জোয়াকে আক্রমণের সমস্ত 'প্রচণ্ডতা' সত্ত্বেও দাঁড়ায় বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিরই ওপরে, — মার্কসবাদীরা তা বহুদিন এবং বহুবার দেখিয়েছে। রোমক দেশগুলিতে নৈরাজ্যবাদী ও ব্লাঙ্কিরা, জার্মানিতে মস্ত (প্রসঙ্গত দ্যুরিঙের চেলা) কোং, অস্ট্রিয়ায় ৮০'র দশকে নৈরাজ্যবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবী বুলিকে ঠেলে নিয়ে যায় nec plus ultra* পর্যন্ত। অবাক হবার কিছু নেই যে ইউরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা এখন নৈরাজ্যবাদীদের হাতে বাঁকানো

* চূড়ান্ত মাত্রা। — সম্পাঃ

লাঠিটাকে উল্টো দিকে বাঁকাচ্ছে। এটা বোঝা যায় এবং কিছুটা পরিমাণে তা সঙ্গত, কিন্তু পশ্চিমের এই বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিটা ভুলে যাওয়া আমাদের রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সাজে না।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমে জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্তির **পর,** ধর্মবিশ্বাসের মোটামুটি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচলনের **পর,** ধর্মের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রশ্নটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম দ্বারা ঐতিহাসিক ভাবে এতটা গৌণস্থানে পড়ে যায় যে বুর্জোয়া সরকাররা **ইচ্ছে করে** সমাজতন্ত্র থেকে জনগণের দৃষ্টি সরাবার চেষ্টা করে যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে মেকি উদারনীতিক 'অভিযান' খাড়া করে। জার্মানিতে Kulturkampf এবং ফ্রান্সে যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সংগ্রামটা ছিল এই চরিত্রের। সমাজতন্ত্র থেকে জনগণের মনোযোগ বিকর্ষণের উপায়স্বরূপ বুর্জোয়া যাজকবিরোধিতা --- এইটে দেখা দেয় পশ্চিমে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে 'উদাসীনতা' ছড়াবার আগে। এটাও বোধগম্য এবং সঙ্গত, কেননা বুর্জোয়া ও বিসমার্কী যাজকবিরোধিতার বিপরীতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে বলতেই হত যে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের **অধীন।**

রাশিয়ায় একেবারেই অন্যরকম পরিস্থিতি। প্রলেতারিয়েতই হল আমাদের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা। সমস্ত মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে, সেই সঙ্গে সাবেকী সরকারী ধর্ম ও তার নবায়ন বা নবপ্রতিষ্ঠা বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের পার্টিকেই হতে হবে ভাবাদর্শগত নেতা। সেইজন্যেই, **রাষ্ট্র** ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা করুক শ্রমিক পার্টির এই দাবির বদলে যারা খোদ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কাছেই ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার **ঘোষণা করতে** চেয়েছিল, সেই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদকে যদি এঙ্গেলস অপেক্ষাকৃত নরম ঢঙে শুধরে দিয়ে থাকেন, তাহলে বোঝাই যায় যে রুশ সুবিধাবাদীগণ কর্তৃক এই জার্মান বিকৃতিটির আমদানিটা এঙ্গেলসের কাছে **শতগুণ** তীব্র সমালোচনার যোগ্য হত।

ধর্ম জনগণের কাছে আফিম, দুমা মঞ্চ থেকে আমাদের গ্রুপ এই ঘোষণা করে একান্ত সঠিক কাজই করেছেন এবং এই ভাবে ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে রুশ

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সমস্ত বক্তৃতার পক্ষেই একটি নজির রেখেছেন। আরো বিস্তারিত ভাবে নিরীশ্বরবাদী সব বক্তব্য উপস্থিত করে আরো এগনো উচিত ছিল কি? আমাদের ধারণা উচিত হত না। তাতে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক পার্টির পক্ষ থেকে ধর্মের সংগ্রামে বাড়াবাড়ির আশংকা দেখা দিতে পারত; ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের সীমা রেখাটা মুছে যেতে পারত। কৃষ্ণশত দুমায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের সর্বাগ্রে যেটা করার ছিল তা সসম্মানে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টা — সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছে যা প্রায় প্রধান কাজ — অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষ্ণশত সরকার ও বুর্জোয়াদের যে গির্জা ও যাজকসম্প্রদায় সমর্থন জানায় তার শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা — এটাও সসম্মানে করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য এ বিষয়ে অনেক কথাই বলা সম্ভব এবং কমরেড সুর্কোভের বক্তৃতা পরিপূরণ করার মতো অবকাশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পরবর্তী বক্তৃতাগুলোয় থাকবে, তাহলেও বক্তৃতাটি তাঁর হয়েছে চমৎকার, এবং সমস্ত পার্টি সংগঠনগুলি কর্তৃক তার প্রচার আমাদের পার্টির সরাসরি কর্তব্য।

তৃতীয়ত — 'ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা' এই যে কথাটাকে জার্মান সুবিধাবাদীরা অত বার বার বিকৃত করেছে তার **সঠিক** তাৎপর্য সর্বাঙ্গীণরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় কমরেড সুর্কোভ সেটা করেন নি। এটা আরো আক্ষেপের কথা কারণ গ্রুপের বিগত ক্রিয়াকলাপে কমরেড বেলোউসভের ভুল হয়েছিল এই প্রশ্নে এবং **'প্রলেতারি'** পত্রিকা তা যথাসময়ে উল্লেখও করে (১৩৯)। দুমা গ্রুপের আভ্যন্তরীণ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নিরীশ্বরবাদ নিয়ে তর্কের ফলে ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা করা হোক এই কুখ্যাত দাবিটিকে সঠিক ভাবে পেশ করার প্রশ্নটা চাপা পড়ে। গোটা গ্রুপের এই ভুলের জন্যে একা কমরেড সুর্কোভকে আমরা দোষ দেব না। শুধু তাই নয়, সোজাসুজি স্বীকার করব যে এখানে গোটা পার্টিরই দোষ আছে, এ প্রশ্নটাকে তা যথেষ্ট ব্যাখ্যা করে নি, জার্মান সুবিধাবাদীদের উদ্দেশে এঙ্গেলসের মন্তব্যটির তাৎপর্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের চৈতন্যে পৌঁছে দেবার জন্যে যথেষ্ট তৈরি থাকে নি। গ্রুপের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্যার উপলব্ধিটাই ঝাপসা, মার্কসের শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছা মোটেই ব্যাপারটার

কারণ নয়, এবং আমাদের স্থির বিশ্বাস যে দুমা গ্রুপের পরবর্তী বক্তৃতাগুলোয় ত্রুটিটা সংশোধিত হবে।

মোটের ওপর, ফের বলি, কমরেড সুর্কোভের বক্তৃতাটি চমৎকার এবং সমস্ত সংগঠন থেকে তার প্রচার হওয়া উচিত। গ্রুপে এ বক্তৃতার আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে গ্রুপ তার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দায়িত্ব সবিবেকে পুরোপুরি পালন করছে। গ্রুপকে পার্টির সন্নিকট করার জন্যে, গ্রুপ যে কঠিন আভ্যন্তরীণ কাজ চালাচ্ছে তার সঙ্গে পার্টির পরিচয় সাধনের জন্যে, পার্টি ও গ্রুপের কার্যকলাপে ভাবাদর্শগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আশা করা যাক যে গ্রুপের ীণ আলোচনার রিপোর্ট পার্টি সংবাদপত্রে ঘন ঘন প্রকাশিত হবে।

১৩ (২৬) মে, ১৯০৯ — ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৫—৪২৬

ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে মতভেদ

১

ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনে মূল রণকৌশলগত মতভেদটা আসলে দাঁড়ায় মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত দুটি প্রধান ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে -- এ মার্কসবাদ কার্যত হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক আন্দোলনে প্রাধান্যকারী তত্ত্ব। ধারা দুটি হল শোধনবাদ (সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ) এবং নৈরাজ্যবাদ (নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিক্যালিজম, নৈরাজ্যবাদী সমাজতন্ত্র)। শ্রমিক আন্দোলনে প্রাধান্যকারী মার্কসবাদী তত্ত্ব ও মার্কসবাদী রণকৌশল থেকে এই উভয় বিচ্যুতিই বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন অর্থ-তারতম্যে গণ শ্রমিক আন্দোলনের অর্ধশতাধিক বৎসরের ইতিহাস ধরে সমস্ত সভ্য দেশেই দেখা গেছে।

এই একটা তথ্য থেকেই বোঝা যায় যে এই বিচ্যুতিগুলোকে আপতিকতা, এক একজন ব্যক্তি বা গ্রুপের ভুল, এমনকি জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রভাব --- এর কোনো কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। তার মৌলিক কোনো কারণ থাকতেই হবে, এমন কারণ যা সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিকাশের চরিত্রেই নিহিত এবং ক্রমাগত যা এই বিচ্যুতির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। সে কারণের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চিত্তাকর্ষক প্রচেষ্টা হল গত বছর প্রকাশিত ওলন্দাজ মার্কসবাদী আন্তন পান্নেকুকের 'শ্রমিক আন্দোলনে রণকৌশলগত মতভেদ' (Anton Pannekoek. 'Die taktischen Differenzen in der Arbeiterbewegung'. Hamburg, Erdmann Dubber, 1909) নামক ছোটো বইটি। পরবর্তী অংশে আমরা পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেব পান্নেকুকের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে, যা পুরোপুরি সঠিক বলে না মেনে পারা যায় না।

রণকৌশল নিয়ে থেকে থেকেই মতভেদ দেখা দিচ্ছে সবচেয়ে গভীর যে কারণে, শ্রমিক আন্দোলনের বৃদ্ধির ঘটনাটাই তার একটি। সে আন্দোলনকে যদি কল্পজগতের কোনো আদর্শের মাপকাঠিতে না বিচার করে দেখা হয় সাধারণ লোকেদের ব্যবহারিক আন্দোলন হিসাবে, তাহলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, নতুন নতুন 'রিক্রুটের' আমদানিতে, মেহনতী জনগণের নতুন নতুন স্তরের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যই থাকবে তত্ত্ব ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা, পুরনো ভুলের পুনরাবৃত্তি, অচল মতবাদ ও অচল পদ্ধতিতে সাময়িক প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। প্রতি দেশের শ্রমিক আন্দোলন রিক্রুটদের 'তালিম দেবার' জন্যে থেকে থেকেই কম বা বেশি উদ্যোগ, মনোযোগ ও সময় দিয়ে থাকে।

অপিচ, পুঁজিবাদ বিকাশের দ্রুততা বিভিন্ন দেশে ও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই রূপ নয়। শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের মতপ্রবক্তারা সবচেয়ে সহজে, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি, পুরোপুরি ও পাকাপাকি মার্কসবাদ আত্মস্থ করে বৃহৎ শিল্পের সর্বাধিক বিকাশের পরিস্থিতিতে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক পশ্চাৎপদ হলে, তার বিকাশ পেছিয়ে পড়তে থাকলে অনবরতই শ্রমিক আন্দোলনের এমন সব পক্ষপাতীর উদয় ঘটতে থাকে, যারা আত্মস্থ করে কেবল মার্কসবাদের অল্প কয়েকটি দিক, নতুন বিশ্বদৃষ্টির কতকগুলি মাত্র অংশ, অথবা বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ধ্বনি ও দাবি, সাধারণ ভাবে বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টি ও বিশেষ করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিশ্ববোধের সমস্ত ঐতিহ্য ছিন্ন করার মতো অবস্থায় তারা থাকে না।

তা ছাড়া, মতভেদের চিরন্তন উৎস হল সামাজিক বিকাশের দ্বান্দ্বিক চরিত্র, যা এগোয় বিরোধিতা ঘটিয়ে ও বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদ প্রগতিশীল, কেননা তা উৎপাদনের পুরনো পদ্ধতি বিলুপ্ত করে ও উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়ে তোলে, অথচ সেই সঙ্গেই বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে তা উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি আটকে রাখে। পুঁজিবাদ শ্রমিকদের বিকশিত, সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে — আবার তা দমনও করে, অধঃপতন, নিঃস্বতা ইত্যাদি ঘটায়। পুঁজিবাদ নিজেই নিজের সমাধিখনকদের গড়ে তোলে, নিজেই গড়ে তোলে নতুন ব্যবস্থার উপাদান, সেই সঙ্গে আবার 'লম্ফ' ছাড়া পৃথক পৃথক এই সব উপাদান সাধারণ অবস্থার কিছুই বদলাতে পারে না, পুঁজির প্রভুত্বে হাত দেয় না। বাস্তব জীবন, শ্রমিক আন্দোলন

ও পর্ঁজিবাদের বাস্তব ইতিহাসের এই সব বিরোধিতাকে আলিঙ্গন করতে পারে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব মার্কসবাদ। কিন্তু স্বতঃই বোঝা যায় যে জনগণ শেখে বই পড়ে নয়, জীবন থেকে, তাই এক একজন ব্যক্তি বা এক একটি গোষ্ঠী ক্রমাগতই পর্ঁজিবাদী বিকাশের এদিক বা ওদিক, সে বিকাশের এ 'শিক্ষা' বা অন্য 'শিক্ষাটাকে' অতিরঞ্জিত করে, পরিণত করে একপেশে তত্ত্বে, রণকৌশলের একপেশে ব্যবস্থায়।

বর্জোয়া মতপ্রবক্তারা, উদারনীতিক ও গণতন্ত্রীরা মার্কসবাদ না বোঝায়, আধর্নিক শ্রমিক আন্দোলন না বোঝায়, অনবরত একটা নিষ্ফল চরম-প্রান্ত থেকে আরেকটা প্রান্তে লাফিয়ে যায়। কখনো তারা সবকিছর্রই ব্যাখ্যা দেয় এই বলে যে দর্ষ্ট লোকেরা শ্রেণীর বির্দ্ধে শ্রেণীকে 'লেলিয়ে দিচ্ছে', কখনো নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে শ্রমিক পার্টি হল 'সংস্কারের শান্তিকামী পার্টি'। এই বর্জোয়া বিশ্ববোধ ও তার প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ধরতে হবে নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিজম ও সংস্কারবাদকে, — এরা শ্রমিক আন্দোলনের **এক একটা** দিককে শর্ধর আঁকড়ে ধরে, তত্ত্বে পরিণত করে একপেশেমিকে, এবং সে আন্দোলনের এমন সব প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্যকে পরস্পর খণ্ডনকারী বলে ঘোষণা করে যা হল শ্রমিক শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের কোনো একটা পর্বের, কোনো একটা পরিস্থিতির একান্ত বৈশিষ্ট্য। এবং বাস্তব জীবন, বাস্তব ইতিহাসের মধ্যে এই সব বিভিন্ন প্রবণতা **বিধৃত**, যেমন ভাবে প্রকৃতির জীবন ও বিকাশের মধ্যেই থাকে ধীর বিবর্তন ও দ্রুত লম্ফ, ক্রমিকতায় ছেদ।

'লম্ফের' যত কিছর কথা এবং সমগ্র সাবেকী সমাজের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের নীতিগত বৈপরীত্যের সব কিছর কথাকেই শোধনবাদীরা বর্লি বলে গণ্য করে। সংস্কার তারা গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রের আংশিক র্পায়ণ হিসাবে। নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিস্টরা 'ছোটো কাজে', বিশেষ করে পার্লামেণ্ট মঞ্চ ব্যবহারে আপত্তি করে। কার্যক্ষেত্রে এই শেষোক্ত কৌশলটির ফল দাঁড়ায় 'মহান দিনগর্লোর' প্রতীক্ষা, সেই সঙ্গে মহা ঘটনা সৃষ্টির মতো শক্তি সঞ্চয়ে অসামর্থ্য। দর্ই-ই ব্যাঘাত ঘটায় সবচেয়ে জর্রী, সবচেয়ে মৌলিক কাজটায়, যথা: শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা এমন বৃহৎ ও প্রবল সংগঠনে, যা ভালো ভাবে কাজ চালায়, **যে কোনো** পরিস্থিতিতেই যা ভালো ভাবে কাজ চালাতে সক্ষম, শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় যা অনর্প্রাণিত, নিজেদের লক্ষ্য

সম্পর্কে যার পরিষ্কার চেতনা আছে এবং সত্যকারের মার্কসবাদী বিশ্ববোধে যা লালিত।

এইখানে আমরা অল্প একটু প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটিয়ে, সম্ভাব্য ভুলবোঝা এড়াবার জন্যে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করি যে, পান্নেকুক তাঁর বিশ্লেষণের জন্যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন পুরোপুরি পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে জার্মানি ও ফ্রান্সের ইতিহাস থেকে, রাশিয়ার কথা তিনি একেবারেই তোলেন নি। মাঝে মাঝে যদি মনে হয়ে থাকে যে, তিনি যেন রাশিয়ারও ইঙ্গিত করেছেন, তাহলে তার কারণ এই যে, মার্কসবাদী রণকৌশল থেকে সুনির্দিষ্ট বিচ্যুতি ঘটানো মূল প্রবণতাগুলি পশ্চিমের তুলনায় রাশিয়ার বিপুল সাংস্কৃতিক, রীতিনীতিগত ও ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক পার্থক্য সত্ত্বেও এখানেও দেখা দিচ্ছে।

পরিশেষে, শ্রমিক আন্দোলনের অংশীদারদের মধ্যে মতভেদ ঘটার অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ হল সাধারণ ভাবে শাসক শ্রেণীগুলির এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া শ্রেণীর কৌশল পরিবর্তন। বুর্জোয়ার কৌশল সর্বদাই একই থাকলে অথবা অন্তত সর্বদাই সমপ্রকৃতির হলে শ্রমিক শ্রেনীও তেমনি একরূপ বা সমপ্রকৃতির কৌশল দিয়ে চট করে তার জবাব দিতে শিখে যেত। আসলে সব দেশেই বুর্জোয়ারা অবধার্য রূপেই গড়ে তোলে প্রশাসনের দুটি প্রথা, নিজের স্বার্থের জন্যে লড়াই ও নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার দুটি পদ্ধতি, এবং এই দুটি পদ্ধতি কখনো পরস্পর পালা বদল করে, কখনো বিভিন্ন সংবিন্যাসে পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকে। প্রথম পদ্ধতিটা হল বলপ্রয়োগের পদ্ধতি, শ্রমিক আন্দোলনের কাছে কোনো রূপ নতিস্বীকার না করার পদ্ধতি, সমস্ত সাবেকী ও অচল-হয়ে-যাওয়া প্রথাকে সমর্থনের প্রদ্ধতি, আপোসহীন ভাবে সংস্কার প্রত্যাখ্যানের প্রদ্ধতি। এই হল রক্ষণশীল রাজনীতির মূলকথা, পশ্চিম ইউরোপে তা আর ভূম্যধিকারী শ্রেণীগুলির রাজনীতি হয়ে থাকছে না, ক্রমেই বেশি করে তা হয়ে উঠছে সাধারণ বুর্জোয়া রাজনীতির একটা প্রকারভেদ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল 'উদারনীতিবাদের' পদ্ধতি, রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধির দিকে, সংস্কারসাধন, ছাড়দান ইত্যাদির দিকে পদক্ষেপের পদ্ধতি।

একটা পদ্ধতি থেকে আরেকটা পদ্ধতিতে বুর্জোয়ারা যায় ব্যক্তিবিশেষের দুরভিসন্ধির ফলে নয়, দৈবক্রমে নয়, তার নিজ পরিস্থিতির মৌলিক

স্ববিরোধিতার জন্যে। স্বাভাবিক পুঁজিবাদী সমাজ সাফল্যের সঙ্গে বাড়তে পারে না পাকাপাকি প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা ছাড়া, জনগণের কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া — 'সংস্কৃতির' দিক থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু দাবির বৈশিষ্ট্য তার না থেকে পারে না। সংস্কৃতির একটা ন্যূনতম মানের এই দাবিটা দেখা দেয় পুঁজিবাদের উঁচু টেকনিক, জটিলতা, নমনীয়তা, সচলতা, বিশ্ব প্রতিযোগিতা বিকাশের দ্রুততা ইত্যাদি সমেত পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির খোদ পরিস্থিতিটা থেকেই। এর ফলে বুর্জোয়া রণকৌশলের দোলায়মানতা, জবরদস্তির পদ্ধতি থেকে বাহ্যিক ছাড়দানের পদ্ধতিতে গমন, — এটা গত অর্ধশতক যাবৎ সমস্ত ইউরোপীয় দেশের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, এবং বিভিন্ন দেশ এক একটা নির্দিষ্ট পর্বে প্রধানত এক একটা পদ্ধতির প্রয়োগকেই বাড়িয়ে তোলে। যেমন, ১৯ শতকের ষাট ও সত্তরের বছরগুলিতে ইংলন্ড ছিল 'উদারনীতিক' বুর্জোয়া রাজনীতির চিরায়ত দেশ, সত্তর ও আশীর দশকে জার্মানি অনুসরণ করে জবরদস্তির পদ্ধতি ইত্যাদি।

জার্মানিতে যখন এই জবরদস্তি পদ্ধতির প্রাধান্য ছিল, তখন বুর্জোয়া প্রশাসনের এই অন্যতম পদ্ধতির একপেশে প্রতিধ্বনি জাগে শ্রমিক আন্দোলনে নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিক্যালিজমের অথবা তখনকার ভাষায় নৈরাজ্যবাদের বৃদ্ধিতে (৯০'এর দশকের গোড়ায় 'তরুণেরা' (১৪০), ৮০'র গোড়ায় ইয়োহান মস্ত)। ১৮৯০ সালে যখন 'ছাড়দানের' দিকে মোড় ঘুরল, তখন এই মোড় ফেরাটা বরাবরের মতোই শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে আরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, তা থেকে দেখা দিল বুর্জোয়া 'সংস্কারবাদের' সমান একপেশে প্রতিধ্বনি: শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ। পান্নেকুক বলছেন, 'বুর্জোয়াদের উদারনীতিক পলিসির সারার্থগত ও বাস্তব লক্ষ্য হল শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করা, তাদের মধ্যে ভাঙন ঘটানো, তাদের রাজনীতিকে অক্ষম, সর্বদাই অক্ষম ও ক্ষণিক তথাকথিত সংস্কারবাদের অক্ষম লেজুড়ে পরিণত করা।'

প্রায়ই বুর্জোয়ারা কিছুটা সময়ের জন্যে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে 'উদারনীতিক' পলিসির মাধ্যমে, যেটা পান্নেকুকের সঠিক মন্তব্য অনুসারে, 'আরো ধূর্ত' পলিসি। শ্রমিকদের একাংশ, তাদের প্রতিনিধিদের একাংশ আপাতপ্রতীয়মান সুবিধা-প্রাপ্তিতে মাঝে মাঝে নিজেদের প্রতারিত হতে দেয়। শোধনবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদকে 'সেকেলে' বলে ঘোষণা করে, অথবা এমন রাজনীতি অনুসরণ করতে থাকে যাতে আসলে শ্রেণী সংগ্রাম ত্যাগ

করাই হয়। ব্র্জোয়া কৌশলের আঁকাবাঁকায় শ্রমিক আন্দোলনে শোধনবাদ বেড়ে ওঠে এবং প্রায়ই তার আভ্যন্তরীণ মতভেদটা পেঁছয় সরাসরি ভাঙনে।

উল্লিখিত সবকটি ধরনের কারণেই শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে, প্রলেতারিয়েতের অভ্যন্তরে রণকৌশল নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু প্রলেতারিয়েত এবং তার সন্নিহিত পেটি ব্র্জোয়া স্তর তথা কৃষকদের মধ্যে কোনো চীনা প্রাচীর নেই, থাকতে পারে না। বোঝাই যায় যে পেটি ব্র্জোয়া থেকে ব্যক্তিবিশেষ, গ্রুপ ও স্তর প্রলেতারিয়েতের দিকে চলে আসায় এই শেষোক্ত শ্রেণীটির রণকৌশলে আবার দোলায়মানতা সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক প্রশ্নের ভিত্তিতে মার্কসবাদী রণকৌশলের মূলকথা ব্ঝতে সাহায্য হয়, অপেক্ষাকৃত নবীন দেশগ্লির পক্ষে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতির আসল শ্রেণী তাৎপর্য পরিষ্কার তফাৎ করে নিতে এবং সে সব বিচ্যুতির সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালাতে সাহায্য হয়।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯১০ — ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৬২—৬৯

মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এঙ্গেলস তাঁর নিজের এবং তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বন্ধুর সম্পর্কে বলেছিলেন, আমাদের মতবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের দিগদর্শন। মার্কসবাদের যে দিকটা প্রায়শই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় এই চিরায়ত উক্তির মধ্যে সেই দিকটাকেই আশ্চর্য জোর ও স্পষ্টতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এবং এই দিকটাকে দৃষ্টির অগোচরে রাখার ফলেই আমরা মার্কসবাদকে একপেশে, বিকৃত ও প্রাণহীন করে তুলি, তার সজীব আত্মাটাকেই আমরা বাদ দিয়ে বসি, তার যে মৌলিক তাত্ত্বিক ভিত্তি — দ্বন্দ্বতত্ত্ব, বিরোধে ভরা এক সর্বাঙ্গীণ ঐতিহাসিক বিকাশের এই মতবাদকে আমরা খর্ব করি; ইতিহাসের প্রতিটি নতুন মোড়ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যুগের যে কর্তব্যকর্মেও বদল ঘটা সম্ভব, প্রতি যুগের সেই সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক কর্তব্য থেকে আমরা তার সম্পর্কচ্ছেদ করে বসি।

এবং সত্যিই আমাদের কালে যাঁরা রাশিয়ায় মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহী, তাঁদের মধ্যে প্রায়শই এমন লোকের সাক্ষাৎ মিলবে, মার্কসবাদের ঠিক এই দিকটায়ই যাঁদের নজর পড়ে না। অথচ সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার যে, রাশিয়া সাম্প্রতিক কালে বড়ো বড়ো কতকগুলো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে, তাতে অসাধারণ দ্রুততায় এবং অসাধারণ তীব্রতায় অবস্থার বদল ঘটেছে — বদল ঘটেছে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার, যা থেকে সবচেয়ে আশু ও প্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রামের পরিস্থিতি এবং সেইহেতু সংগ্রামের কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। অবশ্যই আমি সাধারণ ও মৌলিক কর্তব্যের কথা বলছি না, মৌলিক শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে যতদিন না পরিবর্তন ঘটছে ততদিন ইতিহাস যে মোড়ই নিক তাতে তার বদল হয় না। রাশিয়াতে এই সাধারণ অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা (এবং শুধু অর্থনৈতিক বিবর্তন নয়) তথা

রুশ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার মৌলিক সম্পর্ক, ধরা যাক, গত ছয় বছরের মধ্যে যে বদলায় নি তা অত্যন্ত পরিষ্কার।

কিন্তু এই সময়টার মধ্যে আশু ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্তব্যে ভয়ানক রকমের বদল ঘটেছে, যেমন বদল ঘটেছে প্রত্যক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে, — এবং **সেই হেতু** একটা জীবন্ত মতবাদ হওয়ায় মার্কসবাদের মধ্যেও তার **ভিন্ন ভিন্ন** দিক প্রধান হয়ে সামনে না এসে পারে নি।

কথাটা পরিষ্কার করে নেবার জন্যে তাকিয়ে দেখা যাক গত ছয় বছরের প্রত্যক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে কী বদল ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়বে দুটি ত্রিবর্ষ দিয়ে এই পর্বটা গঠিত: একটির শেষ মোটামুটি ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মকালে, ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালে অন্যটির। বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রথম ত্রিবর্ষের বৈশিষ্ট্য — রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল দিকগুলির দ্রুত পরিবর্তন, তবে এই সব পরিবর্তনের গতিপথ নিতান্ত অসমান এবং উভয় দিকেই দোদুল্যমানতার পরিসর খুবই বেশি। 'উপরিকাঠামোর' এই যে পরিবর্তন, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক বনিয়াদ হল রুশ সমাজের অতি **বিভিন্নতর** সব ক্ষেত্রে (দুমার ভিতরে ও বাইরে কাজকর্ম, সংবাদপত্র, ইউনিয়ন, সভাসমিতি প্রভৃতি) **সমস্ত** শ্রেণীর এমন প্রকাশ্য, চাঞ্চল্যকর ও গণভিত্তিক অভিযান যা ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না।

পক্ষান্তরে, — পুনরায় বলে রাখছি আমরা এখানে 'সমাজবিজ্ঞানের' বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণেই সীমাবদ্ধ থাকছি, — দ্বিতীয় ত্রিবর্ষের বৈশিষ্ট্য — অতি ধীরগতি এক বিবর্তন যা প্রায় অচলায়তনের সামিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে নি। পূর্ববর্তী পর্বে যে সব 'রঙ্গমঞ্চে' অভিযান অবারিত হয়ে উঠেছিল তাদের অধিকাংশে **শ্রেণীসমূহের** তেমন প্রকাশ্য ও বহুমুখী অভিযান কিছু ছিল না, অথবা প্রায় ছিল না।

দুই পর্বের মধ্যে সাদৃশ্য এইখানে যে দুই পর্বেই রাশিয়ার বিবর্তনটা হল যথাপূর্ব সেই একই বিবর্তন — পুঁজিবাদী বিবর্তন। অর্থনৈতিক এই বিবর্তনের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক, মধ্যযুগীয় পুরো একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিরোধ দূরীভূত না হয়ে আগের মতোই থেকে গেছে, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আংশিক বুর্জোয়া সারবস্তু প্রবেশ করায় সে বিরোধ না কমে বরং বেড়ে যাওয়ার কথা।

দুই পর্বের মধ্যে তফাৎ এই যে প্রথম পর্বে ইতিহাসের ক্রিয়াকলাপের

রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে ছিল এই প্রশ্ন: দ্রুত ও অসমান এই সব পরিবর্তনের ফলাফল ঠিক কী দাঁড়াবে। রাশিয়ায় বিবর্তনের পুঁজিবাদী চরিত্রের ফলে এই সব পরিবর্তনের সারবস্তুটুকু বুর্জোয়া না হয়ে পারে না, কিন্তু বুর্জোয়ারও রকমফের আছে। ন্যূনাধিক নরমপন্থী উদারনীতিবাদের অনুগামী মাঝারি ও বড়ো বুর্জোয়ারা স্বীয় শ্রেণী সংস্থানের জন্যে আচমকা পরিবর্তনে ভয় পেয়েছে এবং চেষ্টা করেছে যাতে কৃষি ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক 'উপরিকাঠামোয়', উভয় ক্ষেত্রেই সাবেকী প্রতিষ্ঠানগুলির বড়ো রকমের জের বজায় থাকে। গ্রাম্য পেটি বুর্জোয়ারা 'খেটে খাওয়া' চাষীদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকায় একটা **ভিন্ন রকমের** বুর্জোয়া সংস্কারের জন্যে চেষ্টিত না হয়ে পারে নি — এমন সংস্কার যাতে মধ্যযুগীয় যত রকম সেকেলেপনার জায়গা থাকবে অনেক কম। চারপাশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে মজুরি-শ্রমিকেরা যে পরিমাণে সচেতন হতে পেরেছে, সেই পরিমাণে তারাও এই দুটি বিভিন্ন ধারার সংঘাত সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট মনোভাব গ্রহণ না করে পারে নি, বুর্জোয়া ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যেই উভয়ে থাকলেও, এই ধারা দুটির মধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে বুর্জোয়া ব্যবস্থার একেবারে আলাদা আলাদা রূপ, বুর্জোয়া বিকাশের একেবারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রুততা, এবং তার প্রগতিশীল প্রভাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রসরতা।

এই ভাবে মার্কসবাদের যে সব প্রশ্নকে সাধারণত রণকৌশলগত প্রশ্ন বলে ধরা হয় সেই সব সমস্যা যে বিগত এই ত্রিবর্ষ পর্বে সামনে এসে হাজির হয়েছিল সেটা দৈবাৎ নয়, তা ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই সব প্রশ্ন নিয়ে যেসব বিতর্ক ও মতভেদ দেখা দিয়েছিল সেগুলো বুঝি বিভিন্ন ধরনের 'ভেখি'পন্থীরা যা ভাবেন 'বুদ্ধিজীবীদের' কলহ, 'অপরিণত প্রলেতারিয়েতের ওপর প্রভাব বিস্তারের সংগ্রাম', 'বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার' একটা অভিব্যক্তি, এরকম মত পোষণ করার চেয়ে ভুল আর কিছু হতে পারে না। বরং নির্দিষ্ট শ্রেণীটি পরিণতি লাভ করেছে বলেই সে রাশিয়ার সমগ্র বুর্জোয়া বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন ধারার সংঘাত সম্পর্কে নির্বিকার থাকতে পারে নি এবং এই শ্রেণীর মতপ্রবক্তারা এই বিভিন্ন ধারার উপযোগী (প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা পরোক্ষ ভাবে, সোজাসুজি অথবা বিপরীত প্রতিফলনে) তাত্ত্বিক সূত্রায়ণ উপস্থিত না করে পারেন নি।

দ্বিতীয় ত্রিবর্ষে রাশিয়ার বুর্জোয়া বিকাশের বিভিন্ন ধারার মধ্যকার

সংঘাতটা প্রধান হয়ে সামনে আসে নি, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল 'ঘাগীরা' (১৪১) উভয় ধারাকেই পদদলিত পশ্চাৎ-নিক্ষিপ্ত গুহাতাড়িত ও সাময়িক ভাবে নির্বাপিত করে দেয়। মধ্যযুগীয় এই ঘাগীরা শুধু যে রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগ দখল করে তাই নয়, বুর্জোয়া সমাজের ব্যাপকতম স্তরের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে 'ভেখি'পন্থী মনোবৃত্তি, হতাশাবোধ ও মতপ্রত্যাহারের মনোভাব। পুরনো ব্যবস্থা সংস্কারের দুই পদ্ধতির মধ্যে সংঘাতটা আর ওপরে ভেসে উঠছে না, ভেসে উঠছে যে কোন রকম সংস্কার সম্পর্কেই অনাস্থা, 'বাধ্যতা' ও 'অনুতাপের' মনোভাব, সমাজবিরোধী মতবাদ নিয়ে মত্ততা, অতীন্দ্রিয়বাদের হুজুগ ইত্যাদি।

হঠাৎ এই আশ্চর্য পরিবর্তনটাও কিছু দৈবাৎ নয়, শুধুমাত্র 'বাইরেকার' চাপেরই ফল নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা পুরুষানুক্রমে রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী থেকে দূরে থেকেছিল, অপরিচিত থেকেছিল, জনগণের সেই সব স্তর পূর্ববর্তী যুগটায় এমন ভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে যে স্বভাবতই এবং অবশ্যম্ভাবী রূপেই শুরু হয়েছে 'সমস্ত মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন', মূল সমস্যাগুলির নতুন করে বিচার, তত্ত্ব সম্পর্কে, প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে, অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করে অধ্যয়নের নতুন একটা আগ্রহ। দীর্ঘ দিনের ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার পর সহসা অতি গুরুত্বপূর্ণ সব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকে আর এই উচ্চতায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে নি, পারে নি অবকাশ না নিয়ে, প্রাথমিক সব প্রশ্নে ফিরে না এসে, নতুন এমন একটা প্রস্তুতি না নিয়ে, যাতে অসামান্য মূল্যবান সব শিক্ষা 'পরিপাক করতে' সাহায্য হবে এবং যাতে অতুলনীয় ঢের বেশি ব্যাপক জনগণ ঢের বেশি দৃঢ়, ঢের বেশি সচেতন, ঢের বেশি আত্মপ্রত্যয়ী এবং ঢের বেশি অবিচলিত ভাবে আবার সামনে এগুবার সুযোগ পাবে।

ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বান্দ্বিকতা দাঁড়াল এই যে প্রথম পর্বে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রের সরাসরি পুনর্গঠন কার্যকরী করাই ছিল প্রধান কর্তব্যকর্ম এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিজ্ঞতার বিচার, ব্যাপকতর অংশের মধ্যে সে অভিজ্ঞতার আত্মস্থকরণ, অথবা বলা যেতে পারে, আভ্যন্তরীণ ভূমিস্তরের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পশ্চাৎপদ অংশের মধ্যে তার অনুপ্রবেশ।

মার্কসবাদ যেহেতু কোনো প্রাণহীন আপ্তবাক্য নয়, পরিসমাপ্ত, প্রস্তুত, কোনো একটা অনড়-অচল মতবাদ নয়, — কর্মের জীবন্ত দিগদর্শন, তাই

সমাজজীবনের পরিস্থিতিতে এই সব আশ্চর্য রকমের তীব্র পরিবর্তনটাও মার্কসবাদের মধ্যে প্রতিফলিত না হয়ে পারে নি। মার্কসবাদের মধ্যে একটা গভীর ভাঙন ও অনৈক্য, নানা রকমের দোলায়মানতা, এক কথায় — অতি গুরুতর একটা **আভ্যন্তরীণ** সংকট হল এই পরিবর্তনেরই একটা প্রতিফলন। এই ভাঙনের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প প্রতিরোধ, মার্কসবাদের **বনিয়াদী কথাগুলির** জন্যে দৃঢ়সংকল্প ও একরোখা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তাই আবার বর্তমানের প্রধান কর্তব্য হয়ে দেখা দিয়েছে। যেসব শ্রেণী নিজেদের কর্তব্য নিরূপণে মার্কসবাদ গ্রহণ না করে পারে নি, তাদের অসাধারণ ব্যাপক সব স্তর পূর্ববর্তী যুগে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিল নিতান্ত একপেশে ও বিকৃত ভাবে, কোনো কোনো 'ধ্বনি', রণকৌশলগত কয়েকটি প্রশ্নের কিছু কিছু জবাব তারা মুখস্থ করে নিয়েছিল তার মার্কসবাদী নিরিখ না **বুঝেই**। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'সমস্ত মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন' করতে গিয়ে মার্কসবাদের অতি বিমূর্ত ও সাধারণ দার্শনিক ভিত্তিগুলির 'শোধন' শুরু হল। নানা রকম ভাববাদী রকমফের সহ বুর্জোয়া দর্শনের প্রভাব প্রকাশ পেল মার্কসবাদীদের মধ্যে মাখপন্থার সংক্রামক রোগে। না বুঝে এবং না ভেবেচিন্তে মুখস্থ করা 'ধ্বনির' পুনরাবৃত্তি পৌছল ফাঁপা বুলির ব্যাপক প্রচলনে, কার্যক্ষেত্রে যা পরিণত হল একেবারেই অমার্কসীয় পেটি বুর্জোয়া সব চিন্তাধারায় — যথা প্রকাশ্য বা সসঙ্কোচ 'অৎজোভিজম' (১৪২) নয়ত মার্কসবাদের একটি 'ন্যায়সঙ্গত রূপভেদ' হিসাবে অৎজোভিজমের স্বীকৃতি।

অন্যদিকে, যে ধারা মার্কসীয় তত্ত্ব ও কর্মকে 'নরমপন্থী ও শোভন' খাতে চালাতে চেষ্টিত তার মধ্যেও 'ভেখি'পন্থার ঝোঁক, বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশে মত-বিসর্জনের যে ঝোঁক পেয়ে বসেছে তাও অনুপ্রবেশ করেছে। এখানে মার্কসীয় বলতে অবশিষ্ট আছে শুধু বাক্যচ্ছটা, যা দিয়ে 'সোপানতন্ত্র', 'অধিনেতৃত্ব' প্রভৃতি বিষয়ে উদারনীতিবাদে-আকণ্ঠ-নিমগ্ন সব যুক্তিকে বিভূষিত করা হয়।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত যুক্তিকে পরীক্ষা করে দেখা এ প্রবন্ধের কাজ নয়। মার্কসবাদ যে সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে তার গভীরতা নিয়ে এবং বর্তমান যুগের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে আগে যা বলেছি তার দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাপারটার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকট থেকে যে প্রশ্ন উঠছে, তা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বুলি কপচিয়ে তা

এড়িয়ে যাবার মতো ক্ষতিকর ও নীতিহীন আর কিছু হতে পারে না। মার্কসবাদের নানান 'পথসঙ্গীদের' ওপর বুর্জোয়া প্রভাবের ফলে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও বনিয়াদী বক্তব্যগুলিকে বিকৃত করা হচ্ছে একেবারে বিপরীত সব দৃষ্টিকোণ থেকে। যে সব মার্কসবাদী এই সংকটের গভীরতা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের সকলকে একত্র করে মার্কসবাদের ঐ সব তাত্ত্বিক ভিত্তি ও বনিয়াদী সিদ্ধান্তসমূহকে রক্ষা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কিছু নেই।

সমাজজীবনে সচেতন অংশগ্রহণ করার ভূমিকায় পূর্ববর্তী ত্রিবর্ষ জনগণের এমন ব্যাপক অংশকে জাগিয়ে তুলেছে যারা বহু ক্ষেত্রে এই প্রথম মার্কসবাদের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় স্থাপন করতে শুরু করেছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্র এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে ও তা ছড়াচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। এ অবস্থায় মার্কসবাদের অভ্যন্তরে ভাঙন ঘটলে তা হবে বিশেষ রকমের বিপজ্জনক। সুতরাং কর্তব্য বলতে প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট ভাবে যা বোঝায়, এ যুগে মার্কসবাদীদের পক্ষে সেই কর্তব্য হল বর্তমানের এই ভাঙন যে অবশ্যম্ভাবী তার কারণগুলিকে উপলব্ধি করা এবং এ ভাঙনের বিরুদ্ধে সুসঙ্গত সংগ্রামের জন্যে নিজেদের সুসংহত করে তোলা।

প্রকাশিত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১০ ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৮৪—৮৯

কার্ল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি (১৯১৩)

মার্কসের মতবাদের প্রধান কথা হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাতা হিসাবে প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকাটা স্পষ্ট করে তোলা। মার্কস এ মতবাদ উপস্থিত করার পর সারা বিশ্বের ঘটনাধারা থেকে কি তার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে?

১৮৪৪ সালে মার্কস প্রথম এ মতবাদ প্রচার করেন। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত মার্কস এবং এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' এই মতবাদের একটি সামগ্রিক ও সুসংবদ্ধ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, অদ্যাবধি যা সর্বোৎকৃষ্ট। এর পরবর্তী বিশ্বইতিহাস পরিষ্কার তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত: (১) ১৮৪৮ সালের বিপ্লব থেকে প্যারিস কমিউন (১৮৭১); (২) প্যারিস কমিউন থেকে রুশ বিপ্লব (১৯০৫); (৩) রুশ বিপ্লবের পর।

দেখা যাক এই প্রত্যেকটি পর্বে মার্কসের মতবাদের কী নিয়তি ঘটেছে।

১

প্রথম পর্বের শুরুতে মার্কসের মতবাদ মোটেই প্রাধান্য লাভ করে নি। সমাজতন্ত্রের অতি অসংখ্য গোষ্ঠী বা ধারার মধ্যে তা ছিল একটি অন্যতম মতবাদ মাত্র। সমাজতন্ত্রের যে সব রূপ প্রাধান্য করছিল তারা ছিল মোটের ওপর আমাদের নারোদবাদের সমগোত্রীয়: ঐতিহাসিক বিকাশের বস্তুগত ভিত্তি সম্পর্কে চেতনার অভাব; পুঁজিবাদী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ও তাৎপর্য নির্ণয়ে অক্ষমতা; 'জনগণ', 'ন্যায়বিচার', 'অধিকার' প্রভৃতি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বুলির আড়ালে গণতান্ত্রিক সংস্কারের বুর্জোয়া চরিত্রের প্রচ্ছাদন ইত্যাদি।

প্রাক-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের কোলাহলী রকমারি উচ্চকণ্ঠ এই সবকটি রূপেই ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে মারাত্মক ঘা খেল। সমস্ত দেশেই বিপ্লব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে উদ্ঘাটিত করে তাদের কর্মে। প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন মাসের দিনগুলিতে যখন রিপাবলিকান বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করল তখন একমাত্র প্রলেতারিয়েতের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র চূড়ান্ত ভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠল। যে কোনো রকম প্রতিক্রিয়ার চাইতে উদারনীতিক বুর্জোয়ারা একশগুণ বেশি ভয় করে প্রলেতারিয়েতের স্বাধীনতাকে। কাপুরুষ উদারনীতিকেরা প্রতিক্রিয়ার পদলেহন করে। সামন্ততন্ত্রের জেরটুকু নিশ্চিহ্ন হওয়া মাত্র কৃষকসম্প্রদায় সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গিয়ে শৃঙ্খলার সমর্থকদের পক্ষ নেয় এবং নিতান্ত মাঝে মধ্যেই কেবল শ্রমিকদের গণতন্ত্র আর বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের মধ্যে দোল খায়। অ-শ্রেণীক সমাজতন্ত্র এবং অ-শ্রেণীক রাজনীতি বিষয়ে সমস্ত মতবাদই দেখা যায় নিতান্ত বাজে কথা।

বুর্জোয়া সংস্কারের এই বিকাশ সম্পূর্ণ হল প্যারিস কমিউনে (১৮৭১); কেবলমাত্র প্রলেতারিয়েতের বীরত্বের কৃপায় সংহত হল রিপাবলিক — অর্থাৎ এমন ধারার রাষ্ট্র-সংগঠন যেখানে শ্রেণী সম্পর্কের প্রকাশ সবচেয়ে অনাবৃত।

অন্য সব ইউরোপীয় দেশেও আরো বেশি জট-পাকানো এবং কম সম্পূর্ণ এক বিকাশের পরিণতি ঘটল সেই একই রকম দানাবাঁধা এক বুর্জোয়া সমাজে। প্রথম পর্ব (১৮৪৮—১৮৭১), ঝড়ঝাপটা ও বিপ্লবের এই পর্বের শেষ দিকে প্রাক-মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের মৃত্যু ঘটছে। জন্ম হচ্ছে স্বাধীন প্রলেতারীয় পার্টির: প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৪—১৮৭২) ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি।

২

প্রথম পর্বটা থেকে দ্বিতীয় পর্বটার (১৮৭২—১৯০৪) পার্থক্য হল তার 'শান্তিপূর্ণ' চরিত্র, বিপ্লবের অনুপস্থিতি। পশ্চিম তার বুর্জোয়া বিপ্লবের কাজ শেষ করেছে, প্রাচ্য তখনো সে স্তরে এসে পৌঁছয় নি।

পুনর্গঠনের ভাবিষ্যৎ যুগটার জন্যে 'শান্তিপূর্ণ' প্রস্তুতির পর্যায়ে পশ্চিম প্রবেশ করল। মূলত প্রলেতারীয় এমন সব সমাজতান্ত্রিক পার্টির সৃষ্টি

হচ্ছে সর্বত্র; বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করতে শিখছে তারা, গড়ে তুলছে নিজেদের দৈনিক সংবাদপত্র, নিজেদের জ্ঞানপ্রচারণী প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতি। মার্কসের মতবাদ পরিপূর্ণ জয়লাভ করে বিস্তার লাভ করছে। প্রলেতারিয়েতের শক্তিসমূহের চয়ন ও সংগ্রহের প্রক্রিয়া, আসন্ন সংগ্রামগুলির জন্যে তাদের প্রস্তুত করার কাজ ধীরগতিতে হলেও এগিয়ে চলেছে অবিচলিত রূপে।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতাটা এমনি যে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক জয়লাভের ফলে মার্কসবাদের শত্রুরাও বাধ্য হচ্ছে নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিতে। ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হয়ে যাওয়া উদারনীতিবাদ নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে সমাজতান্ত্রিক সুবিধাবাদ হিসাবে। বড়ো বড়ো সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতির পর্বটাকে তারা বোঝাচ্ছে সংগ্রামের পরিহার বলে। মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামটার লক্ষ্য নিয়ে দাসেদের অবস্থার উন্নতিসাধনের অর্থ তারা করছে যেন একদলা ভাতের জন্যে দাসেদের মুক্তির অধিকারটাকেই বিক্রি করে দিতে হবে। 'সামাজিক শান্তি' (অর্থাৎ দাসমালিকদের সঙ্গে শান্তি), শ্রেণী সংগ্রামের পরিহার প্রভৃতির প্রচার শুরু করছে কাপুরুষের মতো। পার্লামেণ্টের সমাজতন্ত্রী সভ্যদের মধ্যে, শ্রমিক আন্দোলনের নানান পদাধিকারীর মধ্যে এবং 'সহানুভূতিশীল' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের পক্ষপাতী অনেক।

৩

'সামাজিক শান্তি' এবং 'গণতন্ত্রের' আমলে ঝড়ঝাপটা আবশ্যিক নয়, তাই নিয়ে সুবিধাবাদীরা নিজেদের বাহবা দিতে না দিতেই বিপুল বিশ্বঝঞ্ঝার একটা নতুন উৎসমুখ অবারিত হল এশিয়ায়। রুশ বিপ্লবের পর দেখা দিল তুর্কী বিপ্লব, পারসিক বিপ্লব, চীন বিপ্লব। ঝঞ্ঝা এবং ইউরোপের ওপর তার 'পাল্টা প্রতিফলনের' ঠিক এই পর্বটাতেই এখন আমরা বাস করছি। যে মহান চীন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ নানারকমের 'সুসভ্য' হায়েনার দল দাঁত শানাচ্ছে তার ভাগ্য শেষ পর্যন্ত যাই হোক, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে এশিয়ায় পুরনো ভূমিদাসত্ব ফিরিয়ে আনতে পারে, এশীয় ও অর্ধ-এশীয় দেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিকতাকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম।

গণসংগ্রামের প্রস্তুতি ও বিকাশের সর্তাদি সম্পর্কে যাঁরা মনোযোগ দেন নি এমন কিছু লোক ইউরোপে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম দীর্ঘদিন মুলতুবি দেখে হতাশা ও নৈরাজ্যবাদে পৌঁছেছিলেন। এখন আমরা দেখছি এই নৈরাজ্যবাদী হতাশা কি পরিমাণ স্বল্পদৃষ্টি ও নির্বীর্য।

এশিয়া যে তার আশী কোটি জনগণকে নিয়ে ওই একই ইউরোপীয় আদর্শের জন্যে সংগ্রামের মধ্যে এসে পড়েছে তাতে হতাশা নয়, আমাদের আহরণ করা উচিত উল্লাস।

এশিয়ার বিপ্লবও আমাদের দেখিয়েছে উদারনীতিবাদের সেই একই মেরুদণ্ডহীনতা ও নীচতা, গণতান্ত্রিক জনগণের স্বাধীন কর্মোদ্যমের সেই একই অসামান্য গুরুত্ব এবং প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সর্বপ্রকার বুর্জোয়াদের সেই একইরূপ সুস্পষ্ট ভেদরেখা। ইউরোপ এবং এশিয়া, উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার পর এখন অ-শ্রেণীক রাজনীতি ও অ-শ্রেণীক সমাজতন্ত্রের কথা যে বলবে সে নিতান্তই পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে অস্ট্রেলীয় কাঙ্গারুর সঙ্গে একত্রে প্রদর্শনযোগ্য।

এশীয় ধরনে না হলেও এশিয়ার পর ইউরোপও চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ১৮৭২—১৯০৪ সালের 'শান্তিপূর্ণ' পর্বের নিঃশেষ সমাপ্তি ঘটেছে—সে পর্ব আর ফেরার নয়। উচ্চমূল্য এবং ট্রাস্টগুলির পীড়নের ফলে দেখা দিচ্ছে অর্থনৈতিক সংগ্রামের অভূতপূর্ব তীব্রতাবৃদ্ধি, যাতে উদারনীতিবাদে সর্বাধিক অধঃপতিত বৃটিশ শ্রমিকেরাও সচল হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনেই একটি রাজনৈতিক সংকট দানা বেঁধে উঠছে এমনকি এই চূড়ান্ত রকমের 'ঝানু' বুর্জোয়া-য়ুঙ্কার দেশ জার্মানিতে পর্যন্ত। ক্ষিপ্ত অস্ত্রসজ্জা এবং সাম্রাজ্যবাদী পলিসিতে আধুনিক ইউরোপ এমন একটি 'সামাজিক শান্তিতে' পৌঁছেছে যাকে বারুদের পিপে বলেই সবচেয়ে বেশি মনে হবে। এদিকে সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির ভাঙন এবং প্রলেতারিয়েতের পরিপক্বতা এগিয়ে চলেছে অবিরাম।

মার্কসবাদের উদ্ভবের পর বিশ্বইতিহাসের যে তিনটি বড়ো বড়ো পর্ব গেছে তার প্রত্যেকটিতেই পাওয়া গেছে মার্কসবাদের যথার্থতার নতুন নতুন প্রমাণ এবং নতুন নতুন বিজয়। ইতিহাসের যে পর্ব এখন সামনে আসছে তাতে প্রলেতারিয়েতের মতবাদ হিসাবে আরো বৃহত্তর বিজয় ঘটবে মার্কসবাদের।

প্রকাশিত ১লা মার্চ, ১৯১৩ — ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ১—৪

'রণকৌশল প্রসঙ্গে পত্রাবলী'

পুস্তিকা থেকে

প্রথম চিঠি
নির্দিষ্ট মুহূর্তের মূল্যায়ন

মার্কসবাদ আমাদের কাছ থেকে শ্রেণীর সহসম্পর্ক ও প্রতিটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যের একান্ত যথাযথ, বাস্তবে পরীক্ষণীয় খতিয়ান দাবি করে। রাজনীতির যে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধতার দিক থেকে সর্বদা বাধ্যতামূলক এই দাবির প্রতি আমরা বলশেভিকরা সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি।

'আমাদের মতবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের দিগ্‌দর্শন' (১৪৪) — সর্বদাই এই কথা বলতেন মার্কস ও এঙ্গেলস, 'সূত্র' মুখস্থ ও তার মামুলী পুনরাবৃত্তিকে সঙ্গত কারণেই বিদ্রূপ করতেন; সর্বোত্তম ক্ষেত্রে সে সূত্রে কেবল সাধারণ কর্তব্য নির্দেশ সম্ভব, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি বিশেষ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে কর্তব্যের প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটে।

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টির পক্ষে বর্তমানে তার কর্তব্য এবং ক্রিয়ার রূপ নির্ধারণের জন্যে কোন যথাযথ-নির্দিষ্ট বাস্তব ফ্যাক্ট অনুসারে চালিত হওয়া উচিত?

১৯১৭ সালের ২১শে ও ২২শে মার্চের ১৪ ও ১৫ নং 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত আমার প্রথম 'দূরের চিঠিতে' ('প্রথম বিপ্লবের প্রথম পর্যায়') এবং আমার থিসিসগুলিতে আমি 'রাশিয়ায় বর্তমান মুহূর্তের বৈশিষ্ট্য' নির্ধারণ করি বিপ্লবের প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণের পর্ব হিসাবে। সেইজন্যেই এ মুহূর্তের মূল ধ্বনি, 'দিনের কর্তব্যকর্ম' বলে গণ্য করি: 'শ্রমিকেরা, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে তোমরা প্রলেতারীয় ও জাতীয়

বীরত্বের অলৌকিকতা দেখিয়েছ, বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজেদের বিজয় আয়োজনের জন্যে তোমাদের দেখাতে হবে প্রলেতারীয় ও সর্বজাতীয় সংগঠনের অলৌকিকতা' ('প্রাভদা', ১৫ নং)।

প্রথম পর্যায়টা কী?

বুর্জোয়ার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল একটি সাবেকী শ্রেণী, যথা নিকোলাই রমানভ শীর্ষক সামন্ত-অভিজাত-জমিদার শ্রেণীর হাতে।

এ বিপ্লবের পর ক্ষমতা গেছে **অন্য** একটি নতুন শ্রেণী, যথা **বুর্জোয়ার** হাতে।

একটা **শ্রেণীর** হাত থেকে অন্য **শ্রেণীর** নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই হল কথাটির সঠিক-বৈজ্ঞানিক তথা ব্যবহারিক-রাজনৈতিক উভয় অর্থেই **বিপ্লবের** প্রথম, প্রধান ও মূল লক্ষণ।

এই পরিমাণে রাশিয়ায় বুর্জোয়া অথবা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব **সমাপ্ত হয়েছে।**

এইখানটায় 'পুরনো বলশেভিক' বলে সাগ্রহেই নিজেদের অভিহিত করে এমন লোকেদের আপত্তির কোলাহল শুনি: কিন্তু আমরা কি চিরকালই বলে আসি নি যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হয় কেবল 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বে'? কৃষি বিপ্লবটা কি সমাপ্ত হয়েছে, যেটাও হল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক? এটা কি সত্য নয় যে সে বিপ্লব **এখনো** শুরুই হয় নি?

আমার উত্তর: বলশেভিক ধ্বনি ও ধারণা **মোটের ওপর** ইতিহাসে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যা আশা করা সম্ভব ছিল (যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে) **বাস্তব** ব্যাপার তার চেয়ে অনেক অভিনব, স্বকীয় ও বিচিত্র একটা **অন্য** রূপ নিয়েছে।

এ সত্য উপেক্ষা করা, ভুলে যাওয়ার অর্থ হবে সেই সব 'পুরনো বলশেভিকদের' অনুকরণ করা, যারা নতুন ও জীবন্ত বাস্তবতার স্বকীয়তা **অনুধাবনের** বদলে **মুখস্থ** সূত্রের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি করে আমাদের পার্টির ইতিহাসে একটা শোচনীয় ভূমিকা কম নেয় নি।

'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' রুশ

বিপ্লবে **ইতিমধ্যেই** কার্যকরী হয়েছে*, কেননা এ 'সূত্রটায়' কেবল **শ্রেণী সহসম্পর্কের** কথাই ধরা হয়, এই সহসম্পর্ক, এই সহযোগিতাকে **রূপায়িত করার মতো প্রত্যক্ষ-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান** ধরা হয় না। 'শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত' — এই হল আপনার বাস্তব জীবনে রূপায়িত 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।'

এ সূত্রটা ইতিমধ্যেই অচল হয়ে পড়েছে। সূত্রের রাজ্য থেকে জীবন তাকে টেনে এনেছে বাস্তবতার রাজ্যে, তাকে রক্তে মাংসে গড়ে তুলেছে, মূর্তপ্রত্যক্ষ করে তুলেছে, এবং **তাতে করে** তার অদলবদল ঘটিয়েছে।

সামনে এসেছে এবার অন্য এক নতুন কর্তব্য: এই একনায়কত্বের **অভ্যন্তরে** প্রলেতারীয় উপাদান (প্রতিরক্ষা-বিরোধী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, 'কমিউনিস্ট-পন্থী', কমিউনে উত্তরণের পক্ষপাতী) এবং **ক্ষুদে মালিকী** বা **পেটি বুর্জোয়া** উপাদানগুলির (চ্খেইজে, সেরেতেলি, স্তেক্লভ, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি প্রভৃতি বিপ্লবী প্রতিরক্ষাবাদী, কমিউনমুখী আন্দোলনের বিরোধী, বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া সরকার 'সমর্থনের' পক্ষপাতীরা) মধ্যে বিচ্ছেদ।

যে **এখন** কেবলমাত্র 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের' কথা বলে সে বাস্তব জীবন থেকে পেছিয়ে পড়েছে, সেই কারণে সে আসলে প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের বিপরীতে **সরে গেছে** পেটি বুর্জোয়ার কাছে, তাকে জমা দেওয়া দরকার 'বলশেভিকী' প্রাক-বিপ্লবী দুর্লভ বস্তুর মহাফেজখানায় (নাম দেওয়া যেতে পারে: 'পুরনো বলশেভিকদের' মহাফেজখানা)।

প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু অসাধারণ একটা স্বকীয় ধরনে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একগুচ্ছ অদলবদল সমেত। তা নিয়ে আমি পরের একটা চিঠিতে বিশেষ ভাবে বলব। বর্তমানে এই তর্কাতীত সত্যটি আত্মস্থ করা দরকার যে মার্কসবাদীদের উচিত প্রত্যক্ষ জীবনকে, **বাস্তবতার** যথাযথ তথ্যগুলিকে হিসাবে নেওয়া, গতকালের সে তত্ত্ব আঁকড়ে থাকা উচিত নয়, যা প্রতিটি তত্ত্বের মতো সর্বোত্তম ক্ষেত্রে কেবল মূল ও সাধারণ দিকটারই উল্লেখ করে থাকে, জীবনের সমস্ত জটিলতা আলিঙ্গন করার **কাছাকাছি যায়** মাত্র।

---

* একটা নির্দিষ্ট রূপে ও নির্দিষ্ট মাত্রায়।

'তত্ত্বটা, বন্ধু, ধূসর, কিন্তু জীবনের শাশ্বত তরুটি সবুজ।' (১৪৫)

বুর্জোয়া বিপ্লবের 'সমাপ্তির' প্রশ্নটা যে **পুরনো কায়দায়** হাজির করে, সে মৃত অক্ষরের যূপকাষ্ঠে বলি দেয় জীবন্ত মার্কসবাদকে।

পুরনো মতে দাঁড়ায়: প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের রাজত্ব, তাদের একনায়কত্ব আসতে পারে ও আসা উচিত বুর্জোয়া প্রভুত্বের **পর।**

আর বাস্তব জীবনে **ইতিমধ্যেই** দাঁড়িয়েছে অন্যরকম: **দুটিরই** এক অসাধারণ, স্বকীয়, অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব **বিজড়ন** দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি, একত্রে, একই সময়ে বিদ্যমান রয়েছে বুর্জোয়ার প্রভুত্ব (ল্ভভ ও গুচ্কোভের সরকার) **এবং** প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, যা **স্বেচ্ছায় ক্ষমতা** ছেড়ে দিচ্ছে বুর্জোয়াকে, স্বেচ্ছায় পরিণত হচ্ছে তার লেজুড়ে।

কেননা একথা ভোলা উচিত নয় যে পেত্রগ্রাদে ক্ষমতা কার্যত শ্রমিক ও সৈনিকদের হাতে; নতুন সরকার তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করছে **না** ও করতে অক্ষম, কেননা পুলিস **নেই,** জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৈন্যবাহিনী **নেই,** জনগণের **ওপর** সর্বশক্তিমত্তায় দণ্ডায়মান কোনো আমলাতন্ত্র **নেই।** এটা বাস্তব সত্য, যা প্যারিস কমিউন ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এ সত্যটা পুরনো ছকে আঁটে না। **সাধারণ ভাবে** 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের একনায়কত্বের' অধুনা অর্থহীন কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি না করে ছকটাকেই জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারা চাই।

ভালো করে আলোকপাতের জন্যে অন্যদিক থেকে প্রশ্নটায় এগুনো যাক।

শ্রেণী সম্পর্ক বিশ্লেষণের যথাযথ ভিত্তিটা থেকে মার্কসবাদীদের সরে আসা চলে না। বুর্জোয়ারা ক্ষমতায়। কিন্তু কৃষক জনগণও কি অন্য স্তরের, অন্য প্রকৃতির, অন্য চরিত্রের বুর্জোয়া নয়? কোত্থেকে একথা আসে যে **এই** স্তরটা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব 'সমাপ্ত করে' ক্ষমতায় যেতে **পারবে না**? কেন সেটা অসম্ভব?

প্রায়ই এই যুক্তি দেয় পুরনো বলশেভিকরা।

আমার জবাব: সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু নির্দিষ্ট মুহূর্তটির খতিয়ানে মার্কসবাদীকে এগুতে হবে সম্ভবপর থেকে **নয়,** বাস্তবিকটা থেকে।

বাস্তব ঘটনা থেকে এই **সত্যটাই** দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীন ভাবে নির্বাচিত সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিরা স্বাধীন ভাবে দ্বিতীয় সমান্তরাল সরকারটিতে প্রবেশ করছে, স্বাধীন ভাবে তার পরিপূরণ, পরিবর্ধন ও পুনর্গঠন করছে।

এবং সমান স্বাধীন ভাবেই তারা **ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে** বুর্জোয়ার কাছে — ঘটনাটায় মার্কসবাদের তত্ত্ব এতটুকু 'খণ্ডিত' হচ্ছে না, কেননা আমরা বরাবর জানতাম ও বারবার বলেছি যে বুর্জোয়ারা টিকে থাকে শুধু বলপ্রয়োগেই **নয়**, জনগণের অচেতনতা, গতানুগতিকতা, আতুরতা ও সংগঠনহীনতার জন্যেও।

আজকের দিনের এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে ঘটনা থেকে চোখ ফিরিয়ে 'সম্ভবনার' কথা বলা একেবারে হাস্যকর।

কৃষকরা সমস্ত জমি ও সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করবে, তা সম্ভব। আমি সে সম্ভাবনা ভুলে যাচ্ছি না তাই নয়, শুধু আজকের দিনের দৃষ্টি পরিধিতে সীমাবদ্ধ থাকছি না তাই নয়, কৃষি কর্মসূচিকে সোজাসুজি ও যথাযথ সূত্রবদ্ধ করছি **নতুন** ঘটনাটার হিসেব নিয়ে, যথা: মালিক কৃষকদের সঙ্গে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের গভীরতর বিচ্ছেদ।

কিন্তু আরেকটা জিনিসও সম্ভব: সম্ভব যে কৃষকেরা হয়ত পেটি.বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির (১৪৬) উপদেশ শুনবে, যারা বুর্জোয়ার প্রভাবাধীন, ফিরে গেছে প্রতিরক্ষাবাদে, সংবিধান সভা (১৪৭) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছে, যদিও তা ডাকার তারিখ পর্যন্ত এখনো ধার্য হয় নি!*

সম্ভব যে কৃষকেরা বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের মিটমাটটা **টিকিয়ে রাখবে** ও চালিয়ে যাবে, যে মিটমাটটা তারা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত মারফত নিষ্পন্ন করেছে শুধু বাহ্যত নয়, বাস্তবত।

অনেক কিছুই সম্ভব। কৃষি আন্দোলন ও কৃষি কর্মসূচির কথা ভুলে যাওয়া হবে প্রচণ্ড ভুল। কিন্তু সমান ভুল হবে **বাস্তবতাকে** ভুলে যাওয়া, যা থেকে আমরা **আপোসের ঘটনাটা** — অথবা আরো যথার্থ, কম উকিলী, বেশি অর্থনৈতিক শ্রেণীগত একটা পরিভাষা ব্যবহার করলে — বুর্জোয়ার সঙ্গে কৃষকদের **শ্রেণী সহযোগিতার** ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছি।

* আমার কথাগুলো যাতে কেউ ভুল না বোঝেন, তার জন্যে এখুনি আগে থেকেই বলে রাখছি: আমি ক্ষেতমজুর ও কৃষক **সোভিয়েতগুলি কর্তৃক এখনি সমস্ত** জমি গ্রহণের পক্ষে, কিন্তু **নিজেরাই** তারা যেন কঠোর ভাবে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা মেনে চলে, যন্ত্রপাতি, ভবনাদি ও পশুপালের সামান্যতম ক্ষতি হতে না দেয়, কোনো ক্রমেই যেন জোত ও শস্যোৎপাদন বানচাল না করে, বরং তা **বাড়িয়ে তোলে**, কেননা সৈন্যদের দরকার **দুগুণ** বেশি রুটি এবং লোকের উপোস দেওয়া উচিত নয়।

এ ঘটনাটা যখন আর ঘটনা হয়ে থাকবে না, কৃষকেরা যখন বুর্জোয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, জমি দখল করবে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, ক্ষমতা দখল করবে তার বিরুদ্ধাচরণ করে, — তখন সেটা হবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন পর্যায় এবং তা নিয়ে হবে অন্য আলোচনা।

ওই রকম ভবিষ্যৎ একটা পর্যায়ের সম্ভাবনার কথা ভেবে যে মার্কসবাদী ভুলে যায় তার **বর্তমানের** দায়িত্ব, যখন কৃষকেরা বুর্জোয়ার সঙ্গে **আপোস করছে**, সে পরিণত হয় পেটি বুর্জোয়ায়। কেননা কার্যক্ষেত্রে সে প্রলেতারিয়েতের কাছে প্রচার করছে, পেটি বুর্জোয়াকে **বিশ্বাস করো** ('বুর্জোয়ার কাছ থেকে ওদের, এই পেটি বুর্জোয়ার, এই কৃষকদের বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আওতার মধ্যেই')। প্রীতিকর ও সুমধুর যে ভবিষ্যতে কৃষকেরা বুর্জোয়ার লেজুড় হয়ে থাকবে না, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা, চ্খেইজে, সেরেতেলি, স্তেক্লভরা হবে না বুর্জোয়া সরকারের লাঙ্গুল, এই প্রীতিকর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ভেবে সে ভুলে যায় **অপ্রীতিকর বর্তমানটা**, যখন কৃষকেরা বুর্জোয়ার লেজুড় হয়েই আছে, বুর্জোয়া সরকারের লাঙ্গুলবৃত্তি, 'হুজুর বাহাদুর' লভভের বিরোধী দলের (১৪৮) ভূমিকা ছাড়ছে না সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা।

আমাদের অনুমান করে নেওয়া এই লোকটি হবে মধুর লুই ব্লাঁ, মিষ্টি কাউৎস্কিপন্থীর মতো, কিন্তু মোটেই বিপ্লবী মার্কসবাদী নয়।

কিন্তু আত্মমুখীতায় পা দেওয়ার বিপদ, যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক চরিত্রের বিপ্লব এখনো অসমাপ্ত, এখনো কৃষক আন্দোলন যাতে ফুরিয়ে যায় নি তা থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে 'ডিঙিয়ে যাবার' বিপদ দেখা যাচ্ছে না কি?

যদি বলতাম 'জার নয়, **শ্রমিকদের** সরকার' (১৪৯), তাহলে এ বিপদ থাকত। কিন্তু আমি এ কথা বলি নি, বলেছি অন্য কথা। আমি বলেছি যে রাশিয়ায় (বুর্জোয়া সরকারের কথা ছেড়ে দিলে) শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েত **ছাড়া** অন্য কোনো সরকার হতে **পারে না**। আমি বলেছি, রাশিয়ায় ক্ষমতা এখন গুচকোভ ও লভভের হাত থেকে আসতে পারে **কেবল** এই সোভিয়েতগুলির হাতে, আর তাতে **ঠিক** কৃষকদেরই প্রাধান্য, সৈনিকদের প্রাধান্য, পেটি বুর্জোয়ার প্রাধান্য (বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী পরিভাষায়, চলতি মামুলী বা পেশাগত পরিচয়ে নয়, শ্রেণী পরিচয়ে)।

আমার থিসিসগুলিতে আমি ফুরিয়ে-না-যাওয়া কৃষক অথবা সাধারণ ভাবে পেটি বুর্জোয়া আন্দোলন ডিঙিয়ে যাবার, শ্রমিক সরকার কর্তৃক 'ক্ষমতা দখলের' **খেলার**, ব্লাঙ্কিপন্থী কোনো রকম দুষ্প্রয়াসের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ রেখেছি, কেননা আমি সোজাসুজি প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছি। আর সবাই জানেন, ১৮৭১ সালে মার্কস ও ১৮৯১ সালে এঙ্গেলস (১৫০) যা বিশদে দেখিয়েছেন, সে অভিজ্ঞতার শিক্ষায় একেবারেই বাদ পড়ে ব্লাঙ্কিবাদ, পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয় **অধিকাংশের** সরাসরি, প্রত্যক্ষ ও প্রশ্নাতীত আধিপত্য, এবং কেবল এই অধিকাংশের **সচেতন** অভিযানের মাত্রা মেনেই জনসক্রিয়তা।

থিসিসগুলিতে আমি পরিপূর্ণ সুনির্দিষ্টতায় ব্যাপারটা টেনে এনেছি শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, কৃষক ও সৈন্য প্রতিনিধি সোভিয়েতের **অভ্যন্তরে প্রভাব অর্জনের সংগ্রামে**। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ না রাখার জন্যে আমি ধৈর্য ধরে, লেগে থেকে, '**জনগণের ব্যবহারিক** চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যাখ্যামূলক' কাজের আবশ্যকতায় **দুবার** জোর দিয়েছি।

অজ্ঞেরা অথবা শ্রী প্লেখানভ ইত্যাদির মতো মার্কসবাদের বেইমানরা নৈরাজ্যবাদ, ব্লাঙ্কিবাদ ইত্যাদির হল্লা তুলতে পারেন। যে ভাবতে চায় ও শিখতে চায় সে একথা না বুঝে পারে না যে ব্লাঙ্কিবাদ হল **সংখ্যালঘু** কর্তৃক **ক্ষমতা** দখল আর শ্রমিক ইত্যাদির প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলি নিঃসন্দেহেই হল **অধিকাংশ** জনগণের সরাসরি ও সোজাসুজি সংগঠন। সেরূপ সোভিয়েতের **অভ্যন্তরে** প্রভাব অর্জনের সংগ্রামে নিয়োজিত কাজ ব্লাঙ্কিবাদের জলায় গিয়ে পড়তে পারে না, কিছুতেই **পারে না**। নৈরাজ্যবাদের জলাতেও তা পথ হারাতে পারে না, কেননা বুর্জোয়া প্রভুত্ব থেকে প্রলেতারীয় প্রভুত্বে **উৎক্রমণের** যুগে **রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আবশ্যকতা** বর্জনই হল নৈরাজ্যবাদ। আর কোনো রকম ভুলবোঝার অবকাশহীন স্পষ্টতায় আমি এই যুগের জন্যে রাষ্ট্রের আবশ্যকতা **সমর্থন করছি**; কিন্তু মার্কস ও প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা অনুসারে, সে রাষ্ট্র চলতি পার্লামেণ্টী বুর্জোয়া রাষ্ট্র নয়, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী **ছাড়া**, জন-বিরোধী পুলিস **ছাড়া**, জনগণের ঘাড়ে চাপানো আমলাতন্ত্র **ছাড়া** এক রাষ্ট্র।

শ্রী প্লেখানভ যদি তাঁর 'ইয়েদিনস্ত্ভো' পত্রিকায় প্রাণপণে নৈরাজ্যবাদের চিৎকার তোলেন, তবে তাতে মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদই শুধু

আরো একবার **প্রমাণিত হচ্ছে। ১৮৭১, ১৮৭২, ১৮৭৫** সালে মার্কস ও **এঙ্গেলস রাষ্ট্র সম্পর্কে** কী শিক্ষা দিয়েছেন তা বলার জন্যে 'প্রাভদায়' (২৬ নং) আমি যে চ্যালেঞ্জ করি প্লেখানভকে তার জবাব দিতে হচ্ছে ও জবাব দিতে হবে আসল কথাটায় নীরব থেকে ও ক্ষিপ্ত বুর্জোয়াদের ঢঙে চেঁচামেচি করে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদের শিক্ষামালা ভূতপূর্ব মার্কসবাদী শ্রী প্লেখানভ **একেবারেই** বোঝেন নি। প্রসঙ্গত, নৈরাজ্যবাদ নিয়ে লেখা তাঁর জার্মান পুস্তিকাটিতেও (১৫১) তাঁর এই না বোঝার বীজ আছে।

১৯১৭, ৮ থেকে ১৩ (২১ থেকে ২৬) এপ্রিলের মধ্যে লেখা

৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১৩২ - ১৩৯

'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' শিশু রোগ'

বই থেকে

...একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে বলশেভিকবাদ বিদ্যমান রয়েছে ১৯০৩ সাল থেকে। বলশেভিকবাদের অস্তিত্বের এই **সমগ্র** পর্বটার ইতিহাস থেকেই কেবল সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলবে কী কারণে দুরূহতম পরিস্থিতিতেও তা প্রলেতারিয়েতের বিজয়ের জন্যে আবশ্যক লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে ও টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

সর্বাগ্রে এই প্রশ্ন ওঠে: প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টির শৃঙ্খলা টিকে থাকে কিসে? তার যাচাই হয় কিসে? কিসে তা সংহত হয়? প্রথমত প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীর সচেতনতা, তার বিপ্লবনিষ্ঠা, তার সহ্যশক্তি, আত্মত্যাগ ও বীরত্বে। দ্বিতীয়ত, সর্বাগ্রে প্রলেতারীয়, **কিন্তু সেই সঙ্গে অ-প্রলেতারীয়** মেহনতী জনের **ব্যাপক** অংশের **সঙ্গেও** যোগস্থাপনের, ঘনিষ্ঠতার এবং কিছুটা পরিমাণে, বলা যেতে পারে, মিশে যেতে পারার নৈপুণ্যে। তৃতীয়ত, এই অগ্রবাহিনী যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে তার সঠিকতায়, তার রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতায় ও এই সর্তে যেন ব্যাপকতম জনগণ তাদের **নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই** সে সঠিকতায় নিঃসন্দেহ হয়। এই সর্তগুলো ছাড়া বিপ্লবী যে পার্টি সত্যসত্যই বুর্জোয়ার উচ্ছেদ ও সমস্ত সমাজের রূপান্তর ঘটাতে কৃতসংকল্প, এক অগ্রণী শ্রেণীর পার্টি হতে সমর্থ, সে পার্টিতে শৃঙ্খলা কার্যকরী করা অসাধ্য। এই সর্তগুলো ছাড়া শৃঙ্খলা গড়ে তোলার চেষ্টা অবধারিত রূপেই পরিণত হয় ফাঁকা কথায়, বুলিতে, তামাশায়। আবার অন্যদিকে এ সর্তগুলো সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় না। সেটা দেখা দেয় দীর্ঘ মেহনত ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে; তা গড়ে তোলা

সহজ হয় সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব থাকলে, যে তত্ত্বটা আবার আপ্তবাক্য নয়, বরং চূড়ান্ত রূপ পায় কেবল সত্যসত্যই গণ ও সত্যসত্যই বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যে।

বলশেভিকরা যে ১৯১৭—১৯২০ সালে অভূতপূর্ব দুরূহ পরিস্থিতিতেও কঠোরতম কেন্দ্রীকরণ ও লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা গড়ে তুলে সার্থক ভাবে তা চালু করতে পেরেছে তার কারণ নিহিত একান্তই রাশিয়ার একগুচ্ছ ঐতিহাসিক বিশেষত্বে।

একদিকে, ১৯০৩ সালে বলশেভিকবাদ উদিত হয় মার্কসবাদী তত্ত্বের সবচেয়ে পাকা বনিয়াদের ওপর। এবং একমাত্র এই বিপ্লবী তত্ত্বেরই সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে শুধু গোটা উনিশ শতকের বিশ্ব অভিজ্ঞতাতেই নয়, বিশেষ করে রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তার বিভ্রান্তি ও টলায়মানতা, ভুল ও মোহভঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকেও। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, মোটামুটি গত শতকের ৪০-এর দশক থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত অদৃষ্টপূর্ব রকমের বর্বর ও প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রের পীড়নতলে রাশিয়ায় অগ্রণী ভাবনা সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের জন্যে সতৃষ্ণ সন্ধান চালিয়েছে, এবং এ ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি 'শেষ কথার' অনুশীলন করেছে আশ্চর্য অধ্যবসায়ে ও খুঁটিয়ে। একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব হিসাবে রাশিয়া মার্কসবাদকে **গ্রহণ করেছে** অভূতপূর্ব কষ্ট ও আত্মোৎসর্গ, অদৃষ্টপূর্ব বিপ্লবী বীরত্ব, ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার সন্ধান, অধ্যয়ন, ব্যবহারিক প্রয়োগ, মোহভঙ্গ, যাচাই ও তুলনার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য উদ্যম ও নিঃস্বার্থপরতার অর্ধশতক ব্যাপী ইতিহাসের সত্যিকারের **যন্ত্রণা উত্তীর্ণ হয়ে**। জারতন্ত্রের আমলে বাধ্যতামূলক দেশান্তরগমনের কল্যাণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগের এমন একটা ঐশ্বর্য, বিপ্লবী আন্দোলনের বিশ্ব প্রচলিত রূপ ও তত্ত্ব সম্পর্কে এমন চমৎকার জ্ঞান অর্জন করে যা বিশ্বের আর কোনো দেশে ঘটে নি।

অন্যদিকে, তত্ত্বের এই পাথুরে বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে বলশেভিকবাদ পনের বছর ধরে (১৯০৩—১৯১৭) ব্যবহারিক কাজের এক ইতিহাস গড়েছে, যার অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য জগতে অতুলনীয়। কেননা এই ১৫ বছরে বিশ্বের কোনো একটা দেশও বিপ্লবী পরীক্ষার দিক থেকে, বৈধ ও অবৈধ, শান্ত ও ঝোড়ো, গোপন ও প্রকাশ্য, চক্রনির্ভর ও গণনির্ভর, পার্লামেণ্টারী ও সহিংস

আন্দোলনের রূপ বদলের দ্রুততা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে এতখানি অভিজ্ঞতার ধারে কাছেও যায় নি। কোনো একটা দেশেও এত সংক্ষিপ্ত পর্বকালের মধ্যে আধুনিক সমাজের **সমস্ত** শ্রেণীর সংগ্রামের রূপ, রূপভেদ ও পদ্ধতির এমন সমৃদ্ধি পুঞ্জীভূত হয় নি, তদুপরি সেটা এমন এক সংগ্রাম যা দেশের পশ্চাৎপদতা ও জারতন্ত্রের জোয়ালের চাপে বিশেষ দ্রুততায় পেকে ওঠে, আমেরিকা ও ইউরোপের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার 'শেষ কথাটা' তা বিশেষ রকমের আগ্রহ ও সার্থকতায় আত্মস্থ করে নেয়।

এপ্রিল — মে, ১৯২০ ৪১শ খণ্ড, পৃঃ ৬—৮

'সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য'

প্রবন্ধ থেকে

...পত্রিকার ১ম ২য় সংখ্যায় উদ্বোধনী বিবৃতিতে সম্পাদকমণ্ডলী যে কর্মধারা ঘোষণা করেছেন তার সারাংশ ও কর্মসূচিকে আরো প্রত্যক্ষ ভাবে নির্দিষ্ট করার মতো কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজমা' পত্রিকার (১৫২) চারপাশে যারা সম্মিলিত হয়েছেন তাঁরা সবাই কমিউনিস্ট নন, তবে সঙ্গতিনিষ্ঠ বস্তুবাদী। আমার ধারণা কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্টদের এই জোট নিঃসন্দেহেই আবশ্যক, এবং পত্রিকাটির কর্তব্য তাতে সঠিক ভাবেই নির্ধারিত হচ্ছে। বিপ্লব যেন বা একলা বিপ্লবীরাই সাধন করতে পারে, এই ধারণাটা হল কমিউনিস্টদের (সাধারণ ভাবে বিপ্লবীদেরও, যাঁরা মহা বিপ্লবের সূত্রপাত করেছেন সফল ভাবেই) একটি অন্যতম বৃহৎ ও বিপজ্জনক ভুল। বরং যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজের সাফল্যের জন্যে এই কথাটা বুঝে বাস্তবে রূপায়িত করা দরকর যে বিপ্লবীরা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে কেবল সত্যসত্যই প্রাণবান ও অগ্রণী একটি শ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসাবে। অগ্রবাহিনী তার অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে কেবল তখন যখন সে তার পরিচালিত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সত্যি করেই সমগ্র জনগণকে সামনে চালাতে পারে। ক্রিয়াকলাপের অতি বিভিন্ন সব ক্ষেত্রে অ-কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোট না বাঁধলে কমিউনিস্ট নির্মাণে কোনো সাফল্যের কথাই উঠতে পারে না।

'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজমা' পত্রিকা যাতে নেমেছে, বস্তুবাদ ও মার্কসবাদ সমর্থনের সে কাজেও এ কথা প্রযোজ্য। রাশিয়ার অগ্রণী সমাজচিন্তার

প্রধান প্রধান ধারায় সৌভাগ্যবশত পাকা বস্তুবাদী ঐতিহ্য বর্তমান। গ. ভ. প্লেখানভের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু চের্নিশেভস্কির নাম করাই যথেষ্ট — হাল ফ্যাশনী প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক মতবাদের সন্ধানে, ইউরোপীয় বিদ্যার তথাকথিত 'শেষ কথার' চুমকিতে মজে আধুনিক নারোদনিকরা (নারোদবাদী সমাজতন্ত্রী, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ইত্যাদি) যাঁর কাছ থেকে পেছু হটেছে, সে চুমকির তলে তারা বুর্জোয়ার দাস্যবৃত্তি, বুর্জোয়া কুসংস্কার ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার কোনো রকম দাস্যবৃত্তির রকমফেরটা ধরতে পারে না।

অন্তত রাশিয়ায় অ-কমিউনিস্টদের শিবিরে এখনো বস্তুবাদীরা আছেন ও নিঃসন্দেহে আরো দীর্ঘদিন থাকবেন, এবং দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তথাকথিত 'সুধী সমাজের' দার্শনিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুসঙ্গত ও সংগ্রামী বস্তুবাদের সমস্ত অনুগামীদের সম্মিলিত কাজের মধ্যে টেনে আনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক সমাজে দর্শনের অধ্যাপকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলে 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী' ছাড়া কিছু নয়, এই যে উক্তি করেছিলেন দিৎসগেন-পিতা (যেমন হামবড়া তেমনি অসার্থক তাঁর সাহিত্যিক পুত্রের সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলার দরকার নেই) তাতে তিনি বুর্জোয়া দেশগুলিতে প্রচলিত তাদের পণ্ডিত ও প্রাবন্ধিকদের মনোযোগধন্য দার্শনিক ধারাগুলি সম্পর্কে মার্কসবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রকাশ করেন বেশ সঠিক, যুতসই পরিষ্কার করে।

আমাদের রুশী যে বুদ্ধিজীবী অন্যান্য দেশে তাদের সহভ্রাতাদের মতোই নিজেদের প্রাগ্রসর লোক বলে ভাবতে ভালোবাসে, তারা কিন্তু দিৎসগেনের ভাষায় প্রকাশিত ওই মূল্যায়নের পটে সমস্যাটা টেনে আনতে মোটেই ভালোবাসে না। তবে, এটা তারা ভালোবাসে না কারণ সত্যটা তাতে চোখে বেঁধে। শাসক বুর্জোয়ার কাছে আধুনিক শিক্ষিত লোকেদের রাষ্ট্রিক, তৎপর সাধারণ অর্থনৈতিক, তারপর সামাজিক ও অন্যান্য সমস্ত নির্ভরশীলতার কথা কিছুটা ভাবলেই বোঝা যাবে দিৎসগেনের কঠোর মন্তব্যটা একান্ত সঠিক। রেডিয়ম আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত দার্শনিক ধারাগুলো থেকে শুরু করে আজ যেগুলো আইনস্টাইনকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, ইউরোপীয় দেশগুলোয় ঘন ঘন মাথা চাড়া দেওয়া এই সব বিপুল পরিমাণ ফ্যাশনচল দার্শনিক ধারার কথা মনে করলেই একটা ধারণা পাওয়া যাবে বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী অবস্থান

এবং ধর্মের নানা রূপভেদের প্রতি তার সমর্থনের সঙ্গে ফ্যাশনচল দার্শনিক ধারাগুলোর সারার্থের সম্পর্কটা কী।

যা বলা হল তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় যে পত্রিকা, তাকে সংগ্রামী মুখপত্র হতে হবে প্রথমত, সমস্ত আধুনিক পাদ্রীতন্ত্রের 'ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশীদের' অটল স্বরূপমোচন ও সমালোচনার দিক থেকে, তা তারা সরকারী বিদ্যার প্রতিনিধি হিশেবেই কথা বলুন, অথবা নিজেদের 'বাম গণতন্ত্রী বা ভাবাদর্শে সমাজতন্ত্রী' প্রাবন্ধিক ঘোষণা করে স্বাধীন লেখক হিশেবেই দেখা দিন।

দ্বিতীয়ত, এরূপ পত্রিকাকে হতে হবে সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদের মুখপত্র। এ কাজ চালাবার মতো সংস্থা অন্তত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে। কিন্তু কাজটা চলছে চূড়ান্ত রকম শৈথিল্যে, চূড়ান্ত রকম অসন্তোষজনক ভাবে, বোঝা যায় আমাদের খাঁটি রুশী (সোভিয়েত হলেও) আমলাতান্ত্রিকতার সাধারণ পরিস্থিতির চাপ সয়ে। সেইজন্যেই আমাদের ওই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের পরিপূরণে, তার সংশোধনে, এবং তার সঞ্জীবনে, জঙ্গী বস্তুবাদের মুখপত্র হবার কর্তব্যধারী পত্রিকাটির অক্লান্ত নিরীশ্বরবাদী প্রচার ও সংগ্রাম চালানো অত্যন্ত জরুরী। এদিক থেকে সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত সাহিত্য মন দিয়ে অনুসরণ করা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে যা কিছুটা মূল্যবান এমন সবকিছুরই অনুবাদ অন্তত সারার্থ প্রকাশ করা দরকার।

এঙ্গেলস অনেক আগেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্যে আঠারো শতকের শেষের সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য অনুবাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন আধুনিক প্রলেতারিয়েতের নেতাদের (১৫৩)। আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা, এতদিন পর্যন্তও আমরা সেটা করি নি (বিপ্লবী যুগে ক্ষমতা দখল করা যে সে ক্ষমতার সঠিক সদ্ব্যবহারের চেয়ে অনেক সহজ তার অসংখ্য সাক্ষ্যের একটি এটা)। মাঝে মাঝে আমাদের এই শৈথিল্য, আলস্য ও অকর্মণ্যতার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় 'গালভরা' সব যুক্তিতে, যেমন, আরে বাপু আঠারো শতকের নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য যে অচল, অবৈজ্ঞানিক, নাবালকোচিত ইত্যাদি। হয় পুঁথিবাগীশি নয় মার্কসবাদ বোঝার পূর্ণ অক্ষমতা চাপা দেওয়া এই ধরনের পণ্ডিতম্মন্য কূটতর্কের চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। অবশ্যই আঠারো শতকী বিপ্লবীদের নিরীশ্বরবাদী রচনায় অবৈজ্ঞানিক ও নাবালকোচিত জিনিস কম মিলবে না। কিন্তু সে সব রচনাকে সংক্ষিপ্ত করতে,

আঠারো শতকের শেষ থেকে ধর্মের বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় মানবজাতির যে প্রগতি হয়েছে তার উল্লেখ করে, এ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম বইয়ের উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট যোগ করতে প্রকাশকদের বাধা কোথায়? লক্ষ লক্ষ যে জনগণকে (বিশেষ করে কৃষক ও কারুজীবী) আধুনিক সমাজ তমসা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিপতিত করেছে তারা কেবল বিশুদ্ধ মার্কসবাদী জ্ঞানালোকের সোজাসুজি পথে এ তমসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এ কথা ভাবা হবে মার্কসবাদীর পক্ষে সম্ভবপর সবচেয়ে মহা ভুল ও জঘন্য ভুল। এই জনগণকে দেওয়া উচিত নিরীশ্বরবাদী প্রচারের অতি বিচিত্র সব মালমসলা, পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত জীবনের নানা ক্ষেত্রের তথ্যের সঙ্গে, নানা ভাবে এগুতে হবে তাদের দিকে, যাতে তাদের আকৃষ্ট করা যায়, জাগিয়ে তোলা যায় ধর্মের ঘুম থেকে, নানা দিক দিয়ে বিচিত্রতম উপায়াদি মারফত ঝাঁকুনি দিতে হবে তাদের।

আঠারো শতকের সাবেকী নিরীশ্বরবাদীদের উদ্দাম, জীবন্ত, প্রতিভাদীপ্ত যে লেখাগুলোয় প্রচলিত পাদ্রীতন্ত্রের ওপর শ্লেষে ব্যঙ্গে প্রকাশ্য আক্রমণ চালানো হত সেগুলো ধর্মের ঘুম থেকে লোককে জাগিয়ে তোলার পক্ষে আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত একঘেয়ে, নীরস, সুনির্বাচিত তথ্যাভাবে প্রায় অব্যাখ্যাত মার্কসবাদের যে পুনঃকথনে (পাপ ঢেকে লাভ কী) প্রায়ই মার্কসবাদকে বিকৃত করা হয়, তার চেয়ে হাজার গুণ উপযোগী। মার্কস ও এঙ্গেলসের বড়ো বড়ো সমস্ত রচনাই আমাদের দেশে অনূদিত হয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের করা সংশোধনে আমাদের দেশে সাবেকী নিরীশ্বরবাদ ও সাবেকী বস্তুবাদের পরিপূরণ হবে না, এ আশংকা একেবারেই অমূলক। সবচেয়ে জরুরী কথা, আমাদের তথাকথিত মার্কসবাদী কিন্তু আসলে মার্কসবাদ বিকৃতিকারী কমিউনিস্টরা ঠিক যে কথাটি প্রায়ই ভোলে, সেটা হল ধর্মের প্রশ্নে সচেতন মনোভাব গ্রহণ ও ধর্মের সচেতন সমালোচনায় এখনো খুবই অপরিণত জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারা।

অন্য দিকে, ধর্মের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমালোচকদের দিকে চেয়ে দেখুন। প্রায় সর্বদাই এই শিক্ষিত বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ধর্মীয় সংস্কার খণ্ডনকে 'সম্পূরণ করে নেন' এমন সব যুক্তি দিয়ে যাতে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বুর্জোয়ার ভাবদাস, 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী' হিশেবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েন।

দুটি দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক র. ইউ. ভিপপার ১৯১৮ সালে একটি বই প্রকাশ করেন: 'খৃষ্ট ধর্মের উদ্ভব' ('ফারস' প্রকাশভবন, মস্কো)। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান ফলাফলের পুনর্বিবরণ দিয়েছেন লেখক কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন হিশেবে গির্জার যা হাতিয়ার সেই কুসংস্কার বুজরুকির সঙ্গে লেখক লড়ছেন না তাই নয়, এ সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন তাই নয়, ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয় 'চূড়ান্তপনার' ঊর্ধ্বে ওঠার একেবারে হাস্যকর ও প্রতিক্রিয়াশীল এক বড়াই করেছেন। এটা হল প্রভু বুর্জোয়ার দাস্যবৃত্তি, যারা সারা দুনিয়ায় মজুর নিঙরানো মুনাফা থেকে কোটি কোটি টাকা ঢালে ধর্মের সমর্থনে।

খ্যাতনামা জার্মান পণ্ডিত আর্তুর দ্রেভস তাঁর 'খৃষ্টের অতিকথা' গ্রন্থে ধর্মীয় কুসংস্কার ও গল্পগুলিকে খণ্ডন করে প্রমাণ করেছেন যে আদৌ কোনো খৃষ্ট ছিলেন না, তাহলেও গ্রন্থের শেষে ধর্মের পক্ষেই মত দিয়েছেন, শুধু সেটা নবায়িত পরিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম ধর্ম যা 'দিন-দিন বেড়ে ওঠা প্রকৃতিবাদী বন্যাকে' প্রতিহত করতে পারবে (২৩৮ পৃঃ, ৪র্থ জার্মান সংস্করণ, ১৯১০)। ইনি খোলাখুলি সজ্ঞান প্রতিক্রিয়াশীল; সাবেকী ক্ষীয়মাণ ধর্ম সংস্কারের বদলে নতুন, আরো বিষাক্ত ও বিশ্রী কুসংস্কার আমদানির জন্যে ইনি শোষকদের প্রকাশ্যে সাহায্য করছেন।

এর অর্থ, দ্রেভসকে অনুবাদ করার প্রয়োজন ছিল না, তা নয়। এর অর্থ কমিউনিস্ট ও সঙ্গতিশীল সমস্ত বস্তুবাদীর উচিত বুর্জোয়ার প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ ঐক্য স্থাপন করা ও তারা প্রতিক্রিয়ায় নেমে গেলে অক্লান্ত ভাবে তাদের স্বরূপমোচন করা। এর অর্থ যে যুগে বুর্জোয়ারা ছিল বিপ্লবী সেই আঠারো শতকের বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন না করার অর্থ মার্কসবাদ ও বস্তুবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, কারণ কোনো না কোনো মাত্রায়, কোনো না কোনো রূপে দ্রেভসদের সঙ্গে 'ঐক্য স্থাপন' আধিপত্যকারী ধর্মীয় তমসাবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

'পদ জ্নামেনেম মার্কসিজমা' নামে যে পত্রিকাটি সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় তার উচিত নিরীশ্বরবাদী প্রচারের জন্যে, তদ্বিষয়ক সাহিত্যের পরিক্রমার জন্যে, এবং এক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের বিপুল ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের জন্যে অনেক জায়গা দেওয়া। বিশেষ করে যে সব বইয়ে অনেক প্রত্যক্ষ তথ্য ও প্রতিতুলনা আছে, যাতে ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয়

প্রচার ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী সংগঠনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সে সব বই ও পুস্তিকাকে কাজে লাগানো বিশেষ জরুরী।

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত মালমসলা বিশেষ জরুরী, সেখানে ধর্ম ও পুঁজির আনুষ্ঠানিক, সরকারী, রাষ্ট্রীয় যোগাযোগটা কম দেখা যায়। কিন্তু অন্য দিকে তাতে আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে তথাকথিত 'আধুনিক গণতন্ত্র' (যার পায়ে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি এবং অংশত নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতিরা এত বোকার মতো মাথা ঠোকে) আর কিছুই নয় বুর্জোয়ার কাছে যা লাভজনক তেমন প্রচারের স্বাধীনতা আর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা, ধর্ম, তমসাবাদ, শোষকদের সমর্থন ইত্যাদির প্রচারই তার কাছে লাভজনক।

আশা করা যাক, জঙ্গী বস্তুবাদের মুখপত্র হতে চায় যে পত্রিকা, তা আমাদের পাঠক সাধারণকে নিরীশ্বরবাদী সাহিত্যের সমীক্ষা দেবে, কোন কোন রচনা কী ধরনের পাঠক মহলের পক্ষে কোন দিক থেকে উপযোগী, তার হদিশ থাকবে, উল্লেখ থাকবে আমাদের দেশে কী কী প্রকাশিত হল (প্রকাশিত বলে ধরতে হবে কেবল চলনসই অনুবাদগুলোকে, সংখ্যায় তা বেশি নেই) এবং আরো কী প্রকাশ করা উচিত।

কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সঙ্গতিনিষ্ঠ বস্তুবাদীদের সঙ্গে মৈত্রী ছাড়াও সংগ্রামী বস্তুবাদের করণীয় কর্মের পক্ষে কম গুরুত্বের নয়, হয়ত বা বেশি গুরুত্বের কাজ হল আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সেই সব প্রতিনিধিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন, যাঁদের প্রবণতা বস্তুবাদের দিকে, তথাকথিত 'শিক্ষিত সমাজে' ভাববাদ ও সংশয়বাদের দিকে ফ্যাশনচল দার্শনিক দোলায়মানতার যে প্রাধান্য রয়েছে তার বিরুদ্ধে যাঁরা সে বস্তুবাদকে সমর্থন ও প্রচার করতে ভয় পান না।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বিষয়ে 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় আ. তিমিরিয়াজেভ যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে এই আশার সঞ্চার হয় যে, পত্রিকাটি ঐ দুই নম্বর মৈত্রী কার্যকরী করতেও সক্ষম হবে। সে দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া উচিত। মনে রাখা উচিত যে, আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে সব তীক্ষ্ণ ওলটপালটের মধ্যে দিয়ে চলেছে,

ঠিক তার ফলেই ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী, ধারা ও উপধারার উদ্ভব হচ্ছে। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিপ্লব থেকে উত্থিত সমস্যাগুলিকে অনুসরণ করা এবং দার্শনিক পত্রিকার কাজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের টেনে আনা — এই হল কর্তব্য, তা সাধন না করলে সংগ্রামী বস্তুবাদ না হবে সংগ্রামী, না বস্তুবাদ। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় তিমিরিয়াজেভ এই যে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিমিরিয়াজেভের মতে আইনস্টাইন নিজে বস্তুবাদের বনিয়াদগুলির উপর কোনো সক্রিয় আক্রমণ না করলেও তাঁর তত্ত্বকে ইতিমধ্যেই সব দেশের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের এক বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধি লুফে নিয়েছে, সে কথা শুধু আইনস্টাইন সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, উনিশ শতকের শেষ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো সংস্কারকদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে না হলেও পুরো একসারি লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এবং এই ঘটনাটির প্রতি আমাদের মনোভাব যাতে জ্ঞানহীনের মতো না হয়, সেজন্যে এ কথা বুঝতে হবে যে, একটা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া বুর্জোয়া ভাবাদর্শের আক্রমণ ও বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টির পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কোনো বস্তুবাদই দাঁড়াতে পারবে না। সে সংগ্রামে টিকে থাকা ও পরিপূর্ণ বিজয়ে সেটা শেষ পর্যন্ত চালানোর জন্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানীকে হতে হবে এক আধুনিক বস্তুবাদী, মার্কস যার প্রতিনিধি সেই বস্তুবাদের সচেতন অনুগামী, অর্থাৎ তাঁকে হতে হবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী। সে লক্ষ্য সাধনের জন্যে 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা'র লেখকদের উচিত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ধারাবাহিক অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ যে দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে এবং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক রচনায় ব্যবহারিক ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এমন সফল ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যে বর্তমানে প্রাচ্যে (জাপানে, ভারতে, চীনে) জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে নতুন নতুন শ্রেণীর জেগে ওঠার প্রত্যেকটি দিনই — অর্থাৎ কোটি কোটি সেই মানুষের জেগে ওঠা যারা বিশ্বজনের অধিকাংশ এবং যাদের ঐতিহাসিক নিষ্ক্রিয়তা ও ঐতিহাসিক তন্দ্রার অবস্থাই এতদিন ইউরোপের বহু অগ্রসর দেশের অচলায়তন ও অবক্ষয়ের হেতু হয়ে এসেছে, — নতুন নতুন জাতি ও নতুন নতুন শ্রেণীর জীবনের মধ্যে জেগে ওঠার এই প্রত্যেকটা দিনই ক্রমাগত মার্কসবাদের সমর্থন জোগাচ্ছে।

বলাই বাহুল্য হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার এরূপ অধ্যয়ন, এরূপ ব্যাখ্যান ও এরূপ প্রচার খুবই দুরূহ, এবং সন্দেহ নেই যে তার প্রথম পরীক্ষাগুলোর সঙ্গে ভুলভ্রান্তি জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ভুল করে না কেবল সে-ই যে কিছুই করে না। হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী উপলব্ধি মার্কস যেভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে আমরা এ দ্বন্দ্বতত্ত্বকে তার সর্বদিক দিয়ে পরিবিকশিত করতে পারি ও করা উচিত, হেগেলের প্রধান প্রধান রচনার উদ্ধৃতি ছাপাতে পারি পত্রিকায়, বস্তুবাদীর মতো তার ব্যাখ্যা করতে পারি, মার্কস যেভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রয়োগ করেছিলেন তার নিদর্শন নিয়ে সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধুনিক ইতিহাস থেকে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও বিপ্লব থেকে দ্বান্দ্বিকতার যে অজস্র নমুনা মিলছে তার সাহায্যে টীকা যোগ করতে পারি। 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা' পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক গোষ্ঠীর হওয়া উচিত আমার মতে, একধরনের 'হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার বস্তুবাদী বন্ধু সমাজ'। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব যেসব দার্শনিক প্রশ্ন তুলছে এবং যার সামনে বুর্জোয়া ফ্যাশনের বুদ্ধিজীবী ভক্তরা প্রতিক্রিয়ায় 'পদস্খলিত' হচ্ছেন, তেমন সব দার্শনিক প্রশ্নের একগুচ্ছ জবাব আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা পাবেন হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যানের মধ্যে (যদি তাঁরা অবশ্য সন্ধান করতে পারেন এবং আমরা তাঁদের সাহায্য করতে শিখি)।

এরূপ কর্তব্য গ্রহণ ও নিয়মিত ভাবে তা পালন না করলে বস্তুবাদ সংগ্রামী বস্তুবাদ হয়ে উঠতে পারে না। শ্চেদ্রিনের উক্তি ব্যবহার করে বলা যায়, তা থেকে যাবে আক্রমণকারী ততটা নয়, যতটা আক্রান্ত। এছাড়া বড়ো বড়ো প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা এতদিনকার মতোই বারম্বার নিজেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও সাধারণীকরণে অসহায় হয়ে পড়বেন। কেননা প্রকৃতিবিদ্যা এত দ্রুত এগুচ্ছে, এবং তার সমস্ত ক্ষেত্রে এমন গভীর বৈপ্লবিক ওলট্পালটের পর্ব অতিক্রম করছে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত না টেনে প্রকৃতিবিদ্যা পারে না।

উপসংহারে একটি দৃষ্টান্ত দেব যা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলেও অন্তত সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার প্রতি 'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজ্মা' পত্রিকাটিও মনোযোগ দিতে চায়।

তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান কী ভাবে আসলে অতি কদর্য ও জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির বাহক হয়, এটি তারই একটি নিদর্শন।

কিছুদিন আগে 'রুশ টেকনিকাল সমিতির' একাদশ বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'ইকনমিস্ট' (১৫৪) পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি (১৯২২) আমায় পাঠানো হয়। এ পত্রিকা আমায় পাঠায় যে তরুণ কমিউনিস্ট (পত্রিকার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার সময় তার ছিল না বলেই মনে হয়), সে অসতর্কে পত্রিকাটির প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি প্রকাশ করে। আসলে এ পত্রিকা হল, কতটা সচেতন ভাবে জানি না, আধুনিক ভূমিদাস-মালিকদের মুখপত্র, তবে অবশ্যই বৈজ্ঞানিকতা, গণতান্ত্রিকতা ইত্যাদির আবরণে আড়াল নেওয়া।

এ পত্রিকায় 'যুদ্ধের প্রভাব প্রসঙ্গে' জনৈক শ্রী প. আ. সরোকিনের বিস্তৃত এক তথাকথিত 'সমাজতাত্ত্বিক' গবেষণা স্থান পেয়েছে। পাণ্ডিতী প্রবন্ধটি লেখকের এবং তাঁর অসংখ্য বৈদেশিক গুরু ও সহকর্মীদের 'সমাজতাত্ত্বিক' রচনা থেকে পাণ্ডিতী উদ্ধৃতিতে কণ্টকিত। কী রকম তার পাণ্ডিত্য দেখুন:

৮৩ পৃষ্ঠায় পড়ি:

'পেত্রগ্রাদে বর্তমানে ১০,০০০ বিবাহের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ৯২·২টি ক্ষেত্রে — সংখ্যাটা অকল্পনীয়, তদুপরি ১০০টি বিবাহভঙ্গের মধ্যে ৫১·১টি বিবাহ স্থায়ী হয় এক বছরেরও কম, ১১% এক মাসের কম, ২২% দু' মাসের কম, ৪১% ৩—৬ মাসের কম, এবং কেবল ২৬%—৬ মাসের বেশি। এই সব সংখ্যা থেকে প্রমাণ হয় যে, আধুনিক আইনী বিবাহ হল কেবল একটা ঠাট, যাতে আসলে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক আড়াল পাচ্ছে এবং 'ফল' পিয়াসীদের 'আইনসঙ্গত ভাবে' ক্ষুধাতৃপ্তির সুযোগ মিলছে' ('ইকনমিস্ট', ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৮৩)।

কোনো সন্দেহ নেই যে এই ভদ্রলোক এবং যে রুশীয় টেকনিকাল সমিতি পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তাতে এই ধরনের আলোচনা ছাপান তাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রপন্থী বলে মনে করেন এবং খুব অপমানিত বোধ করবেন যদি তাঁরা আসলে যা সেই নামে ডাকা যায়: অর্থাৎ ভূমিদাস-মালিক, প্রতিক্রিয়াশীল, 'পাদ্রীতন্ত্রের ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশী'।

বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান এবং সেই সঙ্গে এক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ে বুর্জোয়া দেশের আইনবিধির সঙ্গে সামান্য মাত্র পরিচয় থাকলে এ সম্পর্কে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তিই দেখবেন যে, আধুনিক

বুর্জোয়া গণতন্ত্র এমনকি সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও এই ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি এবং বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের প্রতি আচরণে ঠিক ভূমিদাস-মালিক রূপেই নিজেকে জাহির করে।

তাতে অবশ্যই গণতন্ত্র এবং বলশেভিকগণ কর্তৃক গণতন্ত্র লঙ্ঘনের চিৎকার চালাতে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশানারি, নৈরাজ্যবাদীদের একাংশের এবং পশ্চিমের অনুরূপ সব পার্টির পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। অথচ আসলে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের অবস্থা প্রভৃতি প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলশেভিক বিপ্লবই হল একমাত্র সুসঙ্গত রূপে গণতান্ত্রিক বিপ্লব। আর এ প্রশ্ন যে-কোনো দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। বলশেভিক বিপ্লবের আগে বিপুল সংখ্যক বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটলেও এবং নিজেদের তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব নামে অভিহিত করলেও কেবল বলশেভিক বিপ্লবই প্রথম উল্লিখিত ক্ষেত্রে যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে তেমনি শাসক ও সম্পত্তিধারী শ্রেণীদের চলতি ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালিয়েছে।

১০,০০০ বিবাহের মধ্যে ৯২টি বিবাহবিচ্ছেদ যদি শ্রী সরোকিনের কাছে অকল্পনীয় লাগে, তাহলে এই অনুমানই করতে হয় যে, হয় লেখকের বসবাস ও শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে জীবন থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন এক মঠে যার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করাই কঠিন, নতুবা লেখক প্রতিক্রিয়া ও বুর্জোয়ার স্বার্থে সত্য বিকৃত করছেন। বুর্জোয়া দেশের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে এতটুকু পরিচয় যার আছে, এমন সমস্ত লোকই জানে যে সেখানে সত্যকার বিবাহবিচ্ছেদের (গির্জা ও আইন দ্বারা অবশ্যই অনুমোদিত নয়) সত্যকার সংখ্যা সর্বত্রই অতুলনীয় রকমের বেশি। এ ব্যাপারে অন্য দেশ থেকে রাশিয়ার পার্থক্য কেবল এইখানে যে, তার আইন ভণ্ডামিকে এবং নারী ও তার সন্তানদের অধিকারহীন অবস্থাকে পূতঃপবিত্র করে তোলে না, বরং খোলাখুলি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নামে সর্বপ্রকার ভণ্ডামি ও সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এই ধরনের আধুনিক 'সুশিক্ষিত' ভূমিদাস-মালিকদের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাতে হবে মার্কসবাদী পত্রিকাকে। নিশ্চয় এদের বৃহৎ একটা অংশ এমনকি আমাদেরই রাষ্ট্রের টাকা পায় ও তরুণদের জ্ঞানদানের রাষ্ট্রীয় চাকুরিতে বহাল

আছে, যদিও সে কাজে তাদের যোগ্যতা নাবালক-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে খাঁটি এক লম্পটের যোগ্যতার চেয়ে বেশি নয়।

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা জয় করতে পেরেছে, কিন্তু তা ব্যবহার করতে এখনো শেখে নি, নইলে সে এই ধরনের অধ্যাপক ও বিদ্বৎসমাজের সভ্যদের অনেক আগেই সৌজন্য সহকারে পাঠিয়ে দিত বুর্জোয়া 'গণতন্ত্রের' দেশে। এই ধরনের ভূমিদাস-মালিকদের আসল জায়গা সেখানেই।

ইচ্ছে থাকলেই শেখা যায়।

১২.৩.১৯২২

মার্চ, ১৯২২ ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৩--৩৩

টীকা

(১) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫০ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৬

(২) ১৯১৪ সালে গ্রানাৎ বিশ্বকোষের জন্যে লিখিত এই প্রবন্ধের শেষে লেনিন মার্কসবাদ ও মার্কসবাদ বিষয়ক সাহিত্যের একটি পরিক্রমা দিয়েছিলেন, এ সংস্করণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। পৃঃ ৬

(৩) কার্ল মার্কস লিখিত 'মোসেল সাংবাদিকের সত্যতা প্রমাণ' প্রবন্ধ। পৃঃ ৬

(৪) কার্ল মার্কস লিখিত 'হেগেলের অধিকার বিষয়ক দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ভূমিকা'। পৃঃ ৭

(৫) ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৮

(৬) ১৮৪৮ সালের মার্চে সূচিত জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৮

(৭) বিধান সভার সভাপতি ও অধিকাংশ সদস্য ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ভঙ্গ করার প্রতিবাদে প্যারিসে পেটি বুর্জোয়া পার্টি (পর্বত) কর্তৃক সংগঠিত জন শোভাযাত্রার কথা বলা হচ্ছে। সরকার শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে। পৃঃ ৮

(৮) 'Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, 1844 bis 1883', herausgegeben von A. Bebel und Ed. Bernstein. Vier Bände. Stuttgart, 1913—এই নামে ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানিতে চার খণ্ডে প্রকাশিত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্রাবলীর কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৮

(৯) 'Allgemeine Zeitung'এর বিরুদ্ধে আমার মামলা' এই নামে বোনাপার্টের

দালাল ক ফগ্‌ত যে কুৎসামূলক পুস্তিকা লেখেন তার জবাবে কার্ল মার্কস লিখিত 'শ্রীযুত ফগ্‌ত' পুস্তিকার কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৮

(১০) 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের প্রতিষ্ঠা ইশতেহার'। পৃঃ ৯

(১১) **প্যারিস কমিউন** —১৮৭১ সালের অভ্যুত্থানে প্যারিস মজুরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সরকার। ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত ৭৩ দিন তা টিকে থাকে। প্যারিস কমিউন রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলকে বিচ্ছিন্ন করে, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বদলে আনে সার্বজনীন রূপে সশস্ত্র জনগণকে, জনগণ কর্তৃক বিচারক ও রাজ কর্মচারীদের নির্বাচন চালু করে, স্থির করে রাজ কর্মচারীদের বেতন শ্রমিকদের বেতনের বেশি হওয়া চলবে না, শ্রমিক ও শহুরে গরিবদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে একগুচ্ছ ব্যবস্থা ইত্যাদি নেয়। ১৮৭১ সালের ২১শে মে তিয়েরের প্রতিবিপ্লবী সৈন্য প্যারিস প্রবেশ করে ও প্যারিস শ্রমিকদের ওপর নিষ্ঠুর দমননীতি চালায়। প্রায় ৩০,০০০ জন নিহত, ৫০,০০০ জন ধৃত ও হাজার হাজার লোক কারাদণ্ডিত হয়! পৃঃ ৯

(১২) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদ্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১২

(১৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' (১১শ পরিচ্ছেদ; তিনটি সংস্করণের ভূমিকা, সাধারণ মন্তব্য)। পৃঃ ১৩

(১৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদ্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৪৫-৪৬, ৭০ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৪

(১৫) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' (১ম পরিচ্ছেদ, সাধারণ মন্তব্য)। পৃঃ ১৪

(১৬) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদ্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫৮ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৫

(১৭) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (১৩শ পরিচ্ছেদ — যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্প ॥১॥ যন্ত্রের বিকাশ)। পৃঃ ১৫

(১৮) **পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্ব** — ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৮১৪—১৮৩০ সাল; ১৭৯২ সালের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে উৎখাত বুরবোঁ রাজবংশের হাতে এই সময় ফের ক্ষমতা ফিরে যায়। পৃঃ ১৮

(১৯) কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৯

(২০) কার্ল মার্ক্স, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (১ম পরিচ্ছেদ — পণ্য ॥৪॥ পণ্য ভক্তি ও তার রহস্য)। পৃঃ ২১

(২১) কার্ল মার্ক্স, 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১ম পরিচ্ছেদ — পণ্য)। পৃঃ ২১

(২২) কার্ল মার্ক্স, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (৪র্থ পরিচ্ছেদ — পুঁজিতে মুদ্রার পরিণতি ॥৩॥ শ্রমশক্তির ক্রয় বিক্রয়)। পৃঃ ২২

(২৩) কার্ল মার্ক্স 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (৪র্থ পরিচ্ছেদ — পুঁজিতে মুদ্রার পরিণতি ॥৩॥ শ্রমশক্তির ক্রয় বিক্রয়)। পৃঃ ২২

(২৪) কার্ল মার্ক্স, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (২৪শ পরিচ্ছেদ — তথাকথিত প্রাথমিক সঞ্চয় ॥৭॥ পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা)। পৃঃ ২৬

(২৫) 'প্রান্তিক উপযোগিতার' তত্ত্ব — শ্রম মূল্যের মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে তথাকথিত অস্ট্রীয় স্কুল এ তত্ত্ব পেশ করে গত শতকের শেষে। এই স্কুল নানা স্থূল অর্থশাস্ত্রের একটি রকমফের, শুধু তাদের থেকে তফাৎ এই যে এতে পণ্যের মূল্য নির্ণীত হয় সোজাসুজি তার উপযোগিতা দিয়ে নয়, নির্দিষ্ট মজুদ পণ্যটির শেষ (প্রান্তিক) এককের উপযোগিতা দিয়ে, যাতে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মিটছে। অস্ট্রীয় স্কুলের সমস্ত অর্থনৈতিক ও দার্শনিক প্রতিপাদ্যের মতো এ তত্ত্বেরও মূলকথা হল পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্র ঝাপসা করা। পৃঃ ২৬

(২৬) কার্ল মার্ক্স, 'পুঁজি', ৩য় খণ্ড (৪৭তম পরিচ্ছেদ — পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনার উদ্ভব ॥৪॥ মুদ্রা-খাজনা)। পৃঃ ৩০

(২৭) কার্ল মার্ক্স, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (২৪শ পরিচ্ছেদ — তথাকথিত প্রাথমিক সঞ্চয় ॥৫॥ শিল্পের ওপর কৃষি বিপ্লবের পাল্টা প্রতিক্রিয়া)। পৃঃ ৩০

(২৮) কার্ল মার্ক্স, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (২৩শ পরিচ্ছেদ — পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম ॥৪॥ আপেক্ষিক অতিজনতার নানা রূপ)। পৃঃ ৩০

(২৯) কার্ল মার্ক্স, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ২১০ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩০

(৩০) কার্ল মার্ক্স, 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' (বাঙলা ভাষায় কার্ল

মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩৩২ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩০

(৩১) কার্ল মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ২০৯ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩০

(৩২) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ৩য় খণ্ড (৪৭তম পরিচ্ছেদ—পুঁজিবাদী ভূমি-খাজনার উদ্ভব ॥৫॥ ভাগ চাষ ও কৃষকের ক্ষুদে মালিকানা)। পৃঃ ৩১

(৩৩) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৪৩—৪৪ দ্রষ্টব্য) পৃঃ ৩৪

(৩৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩১৯ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৪

(৩৫) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩২০—৩২১ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৫

(৩৬) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ১১৯ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৫

(৩৭) ১৮৬৩ সালের ৯ই এপ্রিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৩৬

(৩৮) ১৮৫১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৩৯) ১৮৫৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪০) ১৮৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪১) ১৮৬৩ সালের ৮ই এপ্রিল কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৩৭

(৪২) ১৮৬৩ সালের ৯ই এপ্রিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র।
পৃঃ ৩৭

(৪৩) ১৮৬৬ সালের ২রা এপ্রিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র।
পৃঃ ৩৭

(৪৪) ১৮৬৯ সালের ১৯শে নভেম্বর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র।
পৃঃ ৩৭

(৪৫) ১৮৮১ সালের ১১ই আগস্ট কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র।
পৃঃ ৩৭

(৪৬) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৮

(৪৭) ক্রাকোভ প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে — ১৮১৫ সালে এটি অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়ার সমবেত নিয়ন্ত্রণে আসে। অভ্যুত্থানীরা জাতীয় সরকার গঠন করে, সরকার সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা লোপ করার ইশতেহার ঘোষণা করে ও বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকদের মালিকানায় জমি তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যান্য ফতোয়ায় জাতীয় কর্মশালা স্থাপন, তাতে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, নাগরিক সমতা ঘোষিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই অভ্যুত্থান দমিত হয়। পৃঃ ৩৮

(৪৮) কার্ল মার্কস, 'বুর্জোয়া ও প্রতিবিপ্লব' (২য় পরিচ্ছেদ)। পৃঃ ৩৮

(৪৯) ১৮৫৬ সালের ১৬ই এপ্রিল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র।
পৃঃ ৩৯

(৫০) ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র।
পৃঃ ৩৯

(৫১) ১৮৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র।
পৃঃ ৩৯

(৫২) যুঙ্কার — প্রুশিয়ার অভিজাত ভূম্যধিকারী। পৃঃ ৩৯

(৫৩) মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ১৮৬৩ সালের ১১ই জুন, ১৮৬৩ সালের ২৪শে নভেম্বর, ১৮৬৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৬৭ সালের ২২শে অক্টোবর, ১৮৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের ১৮৬৩ সালের

১২ই জন, ১৮৬৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি এবং ১৮৬৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের পত্র দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৯

(৫৪) ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল ল্যু. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৪০

(৫৫) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** বিসমার্ক সরকার জার্মানীতে পাশ করে ১৮৭৮ সালে শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে। আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, গণ শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়, বাজেয়াপ্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় দমন ব্যবস্থা ও নির্বাসন। ১৮৯০ সালে ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন নাকচ হয়। পৃঃ ৪০

(৫৬) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নিকট কার্ল মার্কসের ১৮৭৭ সালের ২৩শে জুলাই, ১৮৭৭ সালের ১লা আগস্ট ও ১৮৭৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের পত্র এবং কার্ল মার্কসের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ১৮৭৯ সালের ২০শে আগস্ট ও ১৮৭৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের পত্র দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪০

(৫৭) 'ফ্রেডারিক এঙ্গেলস' প্রবন্ধের শীর্ষোক্তিটি দেওয়া হয়েছে রুশ কবি নিকোলাই আলেক্সেয়েভিচ নেক্রাসভের 'দব্রলিউবভ স্মরণে' কবিতা থেকে। পৃঃ ৪১

(৫৮) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'জার্মানির কৃষক যুদ্ধ' গ্রন্থের মুখবন্ধ (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৩২৫ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৩

(৫৯) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের লেখা 'অর্থশাস্ত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে খসড়া'র কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৬

(৬০) এঙ্গেলসের লেখা 'অ্যান্টি-দ্যুরিং। শ্রী ও. দ্যুরিঙের বিজ্ঞান-বিপ্লব' বইটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৭

(৬১) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বইটি রুশ ভাষায় ঐ নামে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। এটি মূলত এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি-দ্যুরিং' বইটির তিনটি অধ্যায় নিয়ে। পৃঃ ৪৭

(৬২) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১৬৭—৩২৫ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৭

(৬৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'

(বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৪১—৮৫ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৭

(৬৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের লেখা 'রুশ জারতন্ত্রের বহির্নীতি' প্রবন্ধটির কথা বলা হচ্ছে। এটি প্রকাশিত হয় 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ'এর প্রথম দুই খণ্ডে।

'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' — ১৮৯০—১৮৯২ সালে লণ্ডন ও জেনেভা থেকে 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্যিক রাজনীতিক সমীক্ষা, রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রচারে এটি বড়ো ভূমিকা নেয়, প্রকাশিত হয় মাত্র ৪টি খণ্ড। পৃঃ ৪৭

(৬৫) লেনিন ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের লেখা 'বাস-সংস্থান সমস্যা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটির কথা বলছেন (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ২১৬—৩০৮ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৭

(৬৬) 'রাশিয়া প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস', জেনেভা, ১৮৯৪, গ্রন্থে এঙ্গেলসের লেখা 'রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ এবং সে প্রবন্ধের পরিশেষের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৮

(৬৭) ১৮৬২—১৮৬৩ সালে কার্ল মার্কসের লেখা 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' রচনাটিকে লেনিন ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নির্দেশ অনুসারে 'পুঁজির' ৪র্থ খণ্ড হিসাবে অভিহিত করেছেন। 'পুঁজির' ২য় খণ্ডের ভূমিকায় এঙ্গেলস লেখেন 'পাণ্ডুলিপিটির সমালোচনামূলক অংশটি ('উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' — সম্পাঃ) আমি প্রকাশ করব 'পুঁজির' ৪র্থ খণ্ড হিসেবে, অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে যা আগেই আলোচিত হয়ে গেছে তেমন অনেক জায়গা তা থেকে বাদ দেওয়া হবে (কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ২য় খণ্ড, ১৯৫৫, পৃঃ ২)। 'পুঁজির' ৪র্থ খণ্ড কিন্তু এঙ্গেলস ছাপাখানার জন্যে তৈরি করে যেতে পারেন নি। জার্মান ভাষায় কার্ল কাউৎস্কির সম্পাদনায় 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ ও ১৯১০ সালে। এ সংস্করণে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার মূল রীতি লঙ্ঘিত হয় ও মার্কসবাদের অনেক প্রতিপাদ্যেরই বিকৃতি ঘটে। ১৮৬২—১৮৬৩ সালের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' ('পুঁজির' ৪র্থ খণ্ড) প্রথম প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৫—১৯৬১ সালে। পৃঃ ৪৮

(৬৮) ই. ফ. বেকের-এর কাছে ১৮৮৪ সালের ১৫ই অক্টোবরে লেখা ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের চিঠির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৮

(৬৯) কার্ল মার্কস, 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী'; ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা। পৃঃ ৪৯

১০) 'মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ' প্রবন্ধটি লেনিন লেখেন কার্ল মার্কসের মৃত্যুর ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে। পৃঃ ৫১

১১) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'; ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যান্টি-দ্যুরিং'; কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৫২

১২) **প্রুধোঁপন্থী**—অবৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদ-বিরোধী একটি পেটি বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ধারার অনুগামীরা, এ ধারার প্রবক্তা, ফরাসী নৈরাজ্যবাদী প্রুধোঁর নামে এই নামকরণ। পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৃহৎ পুঁজিবাদী মালিকানার সমালোচনা করে প্রুধোঁ ব্যক্তিগত ক্ষুদে মালিকানা চিরস্থায়ী করতে চান, 'জন' ব্যাঙ্ক ও 'বিনিময়' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন, এর সাহায্যে মজুরেরা নাকি নিজস্ব উৎপাদন-উপায় সংগ্রহ করে কারুজীবীতে পরিণত হবে ও নিজ নিজ মালের 'ন্যায্য' বাজারের ব্যবস্থা করতে পারবে। প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রুধোঁ বোঝেন নি, শ্রেণী সংগ্রাম, প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রতি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেন; রাষ্ট্রের প্রয়োজন অস্বীকার করেন নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। ১ম আন্তর্জাতিকে প্রুধোঁপন্থীরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে, মার্কস ও এঙ্গেলস সে চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রণালীবদ্ধ সংগ্রাম চালান। 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে মার্কস প্রুধোঁবাদকে তীব্র সমালোচনা করেন। ১ম আন্তর্জাতিকে প্রুধোঁবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের সহযোগীদের দৃঢ় সংগ্রামের ফলে প্রুধোঁবাদ পুরোপুরি পরাস্ত হয় মার্কসবাদের কাছে। পৃঃ ৫৯

১৩) ১৮৬৬ সালের ৯ই অক্টোবর ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৫৯

১৪) ১৮৬৮ সালের ৬ই মার্চ ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬০

১৫) ১৮৬৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬০

১৬) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক পরিক্রমা। মে থেকে অক্টোবর'। পৃঃ ৬১

১৭) ১৮৬৬ সালের ৬ই এপ্রিল ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬১

১৮) ১৮৬৯ সালের ৩রা মার্চ ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬১

১৯) লেনিন বুর্জোয়া জার্মান অর্থনীতিবিদ লুয়ো ব্রেনতানোর কথা বলছেন। পুঁজিবাদী সমাজে 'সামাজিক শান্তি', বিনা শ্রেণী সংগ্রামে পুঁজিবাদী সমাজের বিরোধ নিরসন সম্ভব বলে প্রচার করেন ব্রেনতানো, ও দাবি করেন সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠন ও ফ্যাক্টরি আইন মারফত নাকি শ্রমিক সমস্যার সমাধান করা যাবে, শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ মিলবে।

স্ত্রুভেবাদ — মার্কসবাদের বুর্জোয়া-উদারনৈতিক বিকৃতি, এ নামকরণ হয় রাশিয়ায় 'বৈধ মার্কসবাদের' প্রধান প্রবক্তা প. ব. স্ত্রুভের নামে। উনিশ শতকের ৯০এর দশকে 'বৈধ মার্কসবাদ' দেখা দেয় রাশিয়ায় উদারনীতিক-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি ধারা হিশেবে। স্ত্রুভের নেতৃত্বে 'বৈধ মার্কসবাদীরা' মার্কসবাদকে লাগাতে চায় বুর্জোয়াদের স্বার্থে। লেনিন বলেন যে উদারনীতিক বুর্জোয়ার কাছে যা গ্রহণীয় এমন সব কিছুই স্ত্রুভেবাদ নেয় মার্কসবাদের কাছ থেকে আর বর্জন করে তার জীবন্ত প্রাণটা — তার বৈপ্লবিকতা, পুঁজিবাদের অনিবার্য ধ্বংসের মতবাদ, প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মতবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গুণগান করে স্ত্রুভে, 'পুঁজিবাদের কাছে শিক্ষা নেবার' ডাক দেন।

জম্বার্তবাদ — উদারনীতিক বুর্জোয়া একটি ধারা, এর নামকরণ হয় উদারনীতিবাদের অন্যতম ভাবপ্রবক্তা, স্থূল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ জার্মান ভ. জম্বার্তের নাম থেকে। লেনিন লেখেন, জম্বার্ত 'মার্কসের পরিভাষা ব্যবহার করে, মার্কসের বিচ্ছিন্ন এক একটা উক্তির উল্লেখ করে মার্কসবাদের ওপর কারচুপি চালিয়ে মার্কসবাদের বদলে আনেন ব্রেনতানোবাদ'। পৃঃ ৬২

(৮০) কার্ল মার্কস লিখিত 'ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় আবেদন'এর কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৬৩

(৮১) ১৯০৫ সালের অক্টোবরে রাশিয়ায় সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের কথা, ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবে যা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়, এবং ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে মস্কোয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। উত্থানের মূল্যায়নে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে আমূল মতভেদ দেখা দেয়। সশস্ত্র অভ্যুত্থানে উত্থিত রুশ শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নিন্দা করে মেনশেভিকরা। প্লেখানভ ঘোষণা করেন, 'অস্ত্রধারণ উচিত হয় নি।' অন্যদিকে বলশেভিকরা বলেন, অস্ত্রধারণ করতে হত আরো দৃঢ়সংকল্পে, জনগণকে তাঁরা বোঝান যে বিপ্লবের বিজয় হতে পারে কেবল সশস্ত্র সংগ্রামেই। পৃঃ ৬৪

(৮২) **'খাফলার জড়ানো লোক'** — রুশ লেখক আন্তন চেখভের একই নামের কাহিনীর চরিত্র। সমস্ত কিছু নতুনত্ব ও উদ্যোগে ভীত, সংকীর্ণমনা মামুলী লোকের টাইপ। পৃঃ ৬৪

(৮৩) **অতিবুদ্ধি চুনোপুঁটি** — রুশ ব্যঙ্গ লেখক সালতিকভ-শ্চেদ্রিনের গল্পে সদাভীরু মামুলী লোকের প্রতিমূর্তি। পৃঃ ৬৪

(৮৪) ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৬৫

(৮৫) কার্ল মার্কসের লেখা 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বইটির কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৬৫

(৮৬) **কাদেত** — রাশিয়ায় উদারনৈতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান দল, নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টির সদস্য। কাদেত পার্টি গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবরে, তাতে যোগ দেয় বুর্জোয়া, জমিদার ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিরা।

জারতন্ত্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় কাদেতরা; নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান দিয়ে তারা প্রজাতন্ত্র ধ্বনির বিরোধিতা করে, জমিদারী ভূমি মালিকানা বজায় রাখতে চায়, জারতন্ত্র কর্তৃক বিপ্লবী আন্দোলন দমনে অনুমোদন জানায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে কাদেতরা সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শ গ্রহণ করে জারের পররাজ্যগ্রাসী নীতির পক্ষপাতী হয়ে দাঁড়ায়।

ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে তারা রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। সাময়িক বুর্জোয়া সরকারের নেতৃস্থলে থেকে কাদেতরা জন-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী নীতি চালায়।

অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক মহা বিপ্লবের পর কাদেতরা সোভিয়েত রাজের আপোসহীন শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, সমস্ত প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ড ও হস্তক্ষেপ অভিযানে অংশ নেয়। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের ধ্বংসের পর কাদেতরা বিদেশ থেকে সোভিয়েত-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে।

পৃঃ ৬৫

(৮৭) ১৮৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পত্র।

পৃঃ ৬৬

(৮৮) **ইংলণ্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন** প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ সালে। সংস্কারবাদী (হাইণ্ডম্যান প্রমুখ) ও নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনে মার্কসবাদের অনুগামী বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি গ্রুপও থাকে (জি. কোয়েলচ, টি. ম্যান, এ. আর্ভেলিং, এলেওনোরা মার্কস প্রভৃতি), এঁরা হন ইংলণ্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বাম পক্ষ। গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাবাদের জন্যে, ইংলণ্ডের গণশ্রমিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতা ও তার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করার জন্যে এঙ্গেলস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০৭ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের নামকরণ হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি। পরে ১৯১১ সালে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টির বামপন্থীদের সঙ্গে একত্রে গঠন করে বৃটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টি। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ঐক্য গ্রুপের সঙ্গে একত্রে এ পার্টি বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পৃঃ ৬৮

(৮৯) **'সভরেমেন্নায়া জিজন'** ('বর্তমান জীবন') — মেনশেভিক পত্রিকা, মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০৭ সালের মার্চ। পৃঃ ৬৮

(৯০) **'ওৎক্লিক'** ('সাড়া') — মেনশেভিক সংকলন, পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয়

১৯০৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০৭ সালের মার্চ পর্যন্ত। বেরয় সর্বসমেত তিনটি সংকলন। প্রথমটির নাম ছিল 'ওৎক্লিক', পরেরগুলি 'ওৎক্লিক প্রকাশন'।
পৃঃ ৬৯

(৯১) ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরে লেখা ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র থেকে লেনিন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পৃঃ ৬৯

(৯২) 'শ্রমিক কংগ্রেস' ও 'ব্যাপক শ্রমিক পার্টির' কথা তোলেন **লিকুইডেটর** বা লুপ্তিপন্থীরা—১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সুবিধাবাদী অংশ মেনশেভিকদের মধ্যে এই ধারাটি প্রসার লাভ করে। লারিন হলেন লুপ্তিপন্থীদের অন্যতম নেতা।

লিকুইডেটররা পার্টির বিপ্লবী কর্মসূচি ও বিপ্লবী ধ্বনি বর্জন করে, শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবে তাদের প্রধান ভূমিকায় আপত্তি তোলে; দাবি করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী অবৈধ পার্টি তুলে দেওয়া হোক, এবং কর্মসূচিহীন, পেটি-বুর্জোয়াপন্থী একটি 'ব্যাপক' শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয় যার সর্বোচ্চ সংস্থা হবে 'শ্রমিক কংগ্রেস', তাতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, নৈরাজ্যবাদী সবাই থাকবে। লিকুইডেটরদের পরিকল্পনা অনুসারে সে পার্টিকে বিপ্লবী সংগ্রাম বর্জন করে কেবল মাত্র বৈধ, জার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ চালাতে হবে।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি তুলে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে পেটি-বুর্জোয়া জনগণের মধ্যে মিলিয়ে দেবার লক্ষ্যে মেনশেভিকদের এই সর্বনাশা প্রচেষ্টার মুখোশ খোলেন লেনিন। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লিকুইডেটরপন্থার কোনো সাফল্য হয় নি।

১৯১২ সালের জানুয়ারিতে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রাগ সম্মেলনে লিকুইডেটররা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। পৃঃ ৬৯

(৯৩) **'নাইটস অব লেবর'** — ('শ্রমের বীরব্রতী') আমেরিকান শ্রমিকদের সংগঠন, ১৮৬৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় এটি স্থাপন করেন এক দর্জী স্টিফেন্স। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত 'নাইটস অব লেবর' ছিল গুপ্ত সংগঠন।

১৮৮৪ সালে এর সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৭০,০০০-এর বেশি, ১৮৮৬ সালে ৭ লাখ। সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার এবং শ্রমিক সংহতি মারফত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা। সংগঠনের নেতারা রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সভ্যদের দূরে থাকার নির্দেশ দেয়, শ্রমিক পার্টি গঠনের বিরোধিতা করে তারা, মালিকদের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রামে আপত্তি করে, দাবি করে মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সালিশি মারফত, শান্তিপূর্ণ আপোসের মাধ্যমে সমস্ত বিরোধ নিরসনের পক্ষ নেয়।

১৮৮৬ সালে ৮ ঘণ্টা কর্মদিনের জন্যে শ্রমিকদের জাতীয় সাধারণ ধর্মঘটের বিরোধিতা করে এর নেতারা, তাতে যোগদানে সভ্যদের নিষেধ করে ধর্মঘট ভাঙতে সাহায্য করে। নেতৃত্বের নিষেধ সত্ত্বেও সংগঠনের সাধারণ সভ্যরা ধর্মঘটে অংশ নেয়। সংগঠনের মূল সভ্যসাধারণ ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮৮৬ সালের পরে জনগণের মধ্যে 'নাইটস অব লেবরের' প্রভাব কমে যেতে থাকে এবং ৯০-এর দশকের শেষে তা উঠে যায়।

নেতাদের বিশ্বাসঘাতক নীতি সত্ত্বেও 'নাইটস অব লেবর' বিশেষ করে তার অস্তিত্বের প্রথম পর্বে মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনে সদর্থক ভূমিকা নেয়।
পৃঃ ৭০

(৯৪) ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ আ. জরগের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ৭০

(৯৫) **লাসালপন্থী** — জার্মানির পেটি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ফ. লাসালের পক্ষপাতী ও অনুগামীরা। নিজেদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপে লাসাল ও তাঁর পক্ষভুক্তরা বিসমার্কের বৃহৎ-শক্তি নীতি সমর্থন করেন; কার্ল মার্কসের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারির পত্রে লেখেন, 'বাস্তব ক্ষেত্রে এটা হল বজ্জাতি এবং প্রুশীয়দের স্বার্থে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি বেইমানি।' জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি সুবিধাবাদী ধারা হিশেবে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস একাধিকবার লাসালপন্থার তত্ত্ব, রণকৌশল ও সাংগঠনিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। পৃঃ ৭২

(৯৬) *'Die Zukunft'* — সমাজতান্ত্রিক সংস্কারবাদী ধারার একটি পত্রিকা, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এক দল সভ্য এটি বার্লিন থেকে প্রকাশ করে ১৮৭৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। পত্রিকার প্রকাশক হেখবের্গ পার্টিকে সংস্কারবাদের পথে টানতে চান। ক. শ্রাম ও এ. বের্নস্টাইন পত্রিকায় লিখতেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পত্রিকাটির মতামতের তীব্র সমালোচনা করেন। পৃঃ ৭২

(৯৭) ১৮৭৭ সালের ১৯শে অক্টোবর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র।
... পৃঃ ৭২

(৯৮) ১৮৭৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৭৩

(৯৯) **'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ'** *('Der Sozialdemokrat')* — খবরের কাগজ, সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইনের পর্বে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির

কেন্দ্রীয় মুখপত্র। জুরিখ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর এবং লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ১৮৯০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর।

১৮৭৯—১৮৮০ সালে পত্রিকার সম্পাদনা করেন গ. ফলমার, ১৮৮১ সালের জানুয়ারি থেকে এ. বের্নস্তাইন, সে সময় ইনি ছিলেন গভীর ভাবে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের প্রভাবাধীন। এঙ্গেলসের ভাবাদর্শগত পরিচালনায় 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' পত্রিকাটির মার্কসবাদী ধারা নিশ্চিত হয়।

বিচ্ছিন্ন কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' দৃঢ় ভাবে বিপ্লবী রণকৌশলের পক্ষ নেয়, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির শক্তি সমাবেশ ও সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন নাকচের পর 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফের পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র হয় *'Vorwärts'* ('আগুয়ান')। পৃঃ ৭৩

(১০০) ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৭৪

(১০১) **বের্নস্তাইনপন্থা** — উনিশ শতকের শেষে জার্মান ও আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-বিরোধী একটি সুবিধাবাদী ধারা, এর নামকরণ হয় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ধারার সবচেয়ে প্রকাশ্য প্রতিনিধি এদুয়ার্দ বের্নস্তাইনের নাম অনুসারে।

১৮৯৬—১৮৯৮ সালে বের্নস্তাইন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির তাত্ত্বিক মুখপত্র 'Die Neue Zeit' ('নব কাল') পত্রিকায় 'সমাজতন্ত্রের সমস্যা' নামক ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন যাতে 'সমালোচনার স্বাধীনতা' এই অজুহাতে বিপ্লবী মার্কসবাদের দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূলকথাগুলির পুনর্বিচার (সংশোধন — এই থেকে শোধনবাদ) করে শ্রেণী বিরোধ নিরসন ও শ্রেণী সহযোগিতার বুর্জোয়া তত্ত্ব আমদানি করতে চেষ্টা করেন; শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান শ্রেণী বৈপরীত্য, সংকট, পুঁজিবাদের অনিবার্য পতন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিষয়ে মার্কসের মতবাদকে আক্রমণ করে তিনি সমাজতান্ত্রিক সংস্কারবাদের এক কর্মসূচি হাজির করেন যেটা সূত্রবদ্ধ হয় এই কথায়: 'গতিই সবকিছু, চূড়ান্ত লক্ষ্য কিছু নয়'। ১৮৯৯ সালে বের্নস্তাইনের প্রবন্ধগুলি 'সমাজতন্ত্রের পূর্বসর্ত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কর্তব্য' নাম দিয়ে পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বইটিকে সমর্থন করে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দক্ষিণ পক্ষ, এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যান্য পার্টির সুবিধাবাদীরা, তথা রাশিয়ার 'অর্থনীতিবাদীরা'। পৃঃ ৭৪

(১০২) 'Dampfersubvention' বা জাহাজ শিল্পের জন্যে অর্থ সাহায্য নিয়ে জার্মান

রাইখস্টাগের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের মধ্যে মতভেদের কথা বলা হচ্ছে। ১৮৮৪ সালের শেষে জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক জার্মানির দখলদারী ঔপনিবেশিক নীতির স্বার্থে দাবি করেন প্রাচ্য এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় নিয়মিত জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্যে জার্মান জাহাজ কোম্পানিগুলিকে রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হোক। বেবেল ও লিবক্লেখত পরিচালিত বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা অর্থ সাহায্যের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু আউয়ার, দিৎস প্রভৃতির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী ও সংখ্যাগুরু অংশ রাইখস্টাগে বিতর্ক শুরু হবার আগেই জাহাজ কোম্পানিগুলিকে অর্থ সাহায্য সমর্থন করেন।

সংখ্যাগুরুদের এই আচরণে 'সোৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ' পত্রিকা ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ওঠে। মতভেদ এমন তীব্র হয় যে পার্টিতে প্রায় ভাঙন ধরে। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের দক্ষিণ অংশের সুবিধাবাদী মতবাদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। পৃঃ ৭৪

(১০৩) প্যারিসে দুটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস — দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস এবং একই সময়ে ওইখানেই ফরাসী সম্ভাবনাবাদীদের দ্বারা আহূত আরেকটি কংগ্রেস। পৃঃ ৭৫

(১০৪) **সম্ভাবনাবাদী** (প. ব্রুস, ব. মালোঁ প্রভৃতি) — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি পেটি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারা। সাঁ এতে' কংগ্রেসে ফরাসী শ্রমিক পার্টির ভাঙনের পর ১৮৮২ সালে সম্ভাবনাবাদীরা 'সামাজিক-বৈপ্লবিক শ্রমিক পার্টি' গঠন করে: প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী কর্মসূচি ও বিপ্লবী রণকৌশল বর্জন করে তারা, শ্রমিক সংগ্রাম 'সম্ভাবনার' পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বলে — এই থেকেই তাদের নামকরণ হয় — সম্ভাবনাবাদী। সম্ভাবনাবাদীদের প্রভাব ছড়ায় সাধারণত ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে। পৃঃ ৭৫

(১০৫) ১৮৮৮ সালের ২রা মে ফ. কেলি-ভিশ্নেভেৎস্কায়ার নিকট লিখিত ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র থেকে লেনিন উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। পৃঃ ৭৭

(১০৬) **ফ্যাবিয়ান** — ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইংলন্ডের সংস্কারবাদী সংগঠন ফ্যাবিয়ান সমিতির সভ্যরা: নামকরণ হয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের রোমক সেনাপতি ফাবিয়াস মাক্সিমের নাম থেকে, হ্যানিবলের সঙ্গে যুদ্ধে টালবাহানা নীতি ও চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে অনিচ্ছার জন্যে তাঁর ডাকনাম জোটে 'কুঙ্কতাতর' ('দীর্ঘসূত্রী')। ফ্যাবিয়ান সমিতির সভ্য হয় প্রধানত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা — বৈজ্ঞানিক, লেখক, রাজনৈতিক কর্মী। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তায় তারা আপত্তি তোলে এবং বলে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব কেবল ছোটোখাটো সংস্কার ও সমাজের ক্রমিক পুনর্গঠন মারফত।

লেনিন ফ্যাবিয়ানবাদকে অভিহিত করেন 'চূড়ান্ত সুবিধাবাদের ধারা' বলে (রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩২৮)। ১৯০০ সালে ফ্যাবিয়ান সমিতি লেবর পার্টিতে যোগ দেয়। লেবর পার্টির মতাদর্শের অন্যতম একটি উৎস হল 'ফ্যাবিয়ন সমাজতন্ত্র'। পৃঃ ৭৭

(১০৭) ১৮৯৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন লেনিন। পৃঃ ৭৮

(১০৮) **দেকাজভিল ধর্মঘট**—ফ্রান্সের দেকাজভিল শহরে (আইভেরোঁ জেলায়) ২ হাজার কয়লাখনি শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট। শুরু হয় শ্রমের অসহ্য পরিস্থিতি ও মালিক সংঘ 'কয়লাখনি ও ঢালাই কারখানা মালিক আইভেরোঁ সমিতি' কর্তৃক বর্ধিত শোষণের ফলে, এবং তা চলে পাঁচ মাস —১৮৮৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন। সরকার দেকাজভিলে সৈন্য পাঠায়, ফলে ফ্রান্সে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়, প্যারিস ও প্রদেশগুলিতে বহু প্রতিবাদ সভা হয়। জ. গেদ ও প. লাফার্গ প্যারিসের সভায় সরকার ও মালিকদের ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ করেন। সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা 'Cri du Peuple' ও 'Intransigeant' ধর্মঘটীদের সাহায্যে চাঁদা তোলে। ফরাসী লোকসভায় দেকাজভিল ধর্মঘট নিয়ে তুমুল বিতর্কের সময় র‍্যাডিক্যাল প্রতিনিধি সমেত বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সরকারের দমন নীতি সমর্থন করেন। শ্রমিক প্রতিনিধিরা তদবধি র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে ছিল, এ ঘটনার পর তারা র‍্যাডিক্যালদের পরিত্যাগ করে ফরাসী লোকসভায় স্বাধীন শ্রমিক গ্রুপ গঠন করে। পৃঃ ৮১

(১০৯) ১৮৭৭—১৮৭৮ সালের রুশ-তুর্কি যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৮৩

(১১০) **দুমা, রাষ্ট্রীয় দুমা** —১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের ফলে জার রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। বাহ্যত রাষ্ট্রীয় দুমা ছিল আইনপ্রণয়নী সংস্থা কিন্তু কার্যত তার কোনো ক্ষমতা ছিল না। রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচন ছিল অপ্রত্যক্ষ, অসমান ও সীমাবদ্ধ। মেহনতী শ্রেণীগুলির তথা রাশিয়ায় বসবাসী অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির নির্বাচনী অধিকার ছিল ভয়ানক কর্তিত। শ্রমিক ও কৃষকদের বিরাট অংশের আদৌ কোনো নির্বাচনী অধিকার ছিল না।

প্রথম রাষ্ট্রীয় দুমা (১৯০৬, এপ্রিল — জুলাই) এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় দুমাকে (১৯০৭, ফেব্রুয়ারি — জুন) জার সরকার ভেঙে দেয়। তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমা (১৯০৭—১৯১২) ও চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমায় (১৯১২—১৯১৭) প্রাধান্য করে কৃষ্ণশত প্রতিনিধিরা—জার স্বৈরশাসনের পক্ষপাতীরা। পৃঃ ৮৩

(১১১) **কালা পুনর্বণ্টন** (চের্নোপেরেদেল গ্রুপ)—'ভূমি ও স্বাধীনতা' নামক নারোদবাদী সংগঠনে ভাঙন ঘটার পর ১৮৭৯ সালের আগস্টে দেখা দেয় গুপ্ত রাজনৈতিক

সংগঠন 'কালা পুনর্বণ্টন'। এরা 'ভূমি ও স্বাধীনতা' দলের মতবাদেই টিকে থাকে। রাশিয়ার মূল বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে তারা ধরত কৃষকদের, রাশিয়ার নানা গুবের্নিয়ায় তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার চালায়। 'নারোদনায়া ভলিয়ার' ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের নীতিকে তারা মনে করত ভ্রান্ত। পরে 'কালা পুনর্বণ্টন' গ্রুপের একাংশ মার্কসবাদ গ্রহণ করে (প্লেখানভ, আক্সেলরদ, জাসুলিচ, দেইচ ও ইগনাতভ ১৮৮৩ সালে গঠন করেন প্রথম রুশ মার্কসবাদী সংগঠন 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপ), বাকিরা ১৮৮১ সালের ১লা মার্চের পর 'নারোদনায়া ভলিয়ার' সঙ্গে যোগ দেয়। পৃঃ ৮৪

(১১২) **'নারোদনায়া ভলিয়া'** — 'ভূমি ও স্বাধীনতা' নামক নারোদবাদী সংগঠনে ভাঙন ঘটার পর ১৮৭৯ সালের আগস্টে গঠিত সন্ত্রাসবাদী নারোদবাদীদের গোপন রাজনৈতিক সংগঠন। নারোদবাদী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের মত অবলম্বন করে 'নারোদনায়া ভলিয়া' রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ নেয় ও স্বৈরতন্ত্রের পতন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। তাদের কর্মসূচিতে ছিল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত 'স্থায়ী জন প্রতিনিধিত্ব', গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, জনগণের নিকট ভূমি হস্তান্তর, শ্রমিকদের হাতে কলকারখানা প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা।

জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'নারোদনায়া ভলিয়া'র সদস্যরা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালায়, কিন্তু তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসর মারফত, সরকারকে ভয় দেখিয়ে ও তাকে বিশৃঙ্খল করে দিয়ে। ১৮৮১ সালের ১লা মার্চের পর (জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দর হত্যা) নিষ্ঠুর দমন, প্রাণদণ্ড ও প্ররোচনার সাহায্যে সরকার 'নারোদনায়া ভলিয়াকে' চূর্ণ করে। পৃঃ ৮৪

(১১৩) ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র। পৃঃ ৮৪

(১১৪) 'আমাদের মতবিরোধ' ও রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের চরিত্রের কথা এঙ্গেলস লিখেছিলেন ভ. ই. জাসুলিচের নিকট ২৩শে এপ্রিল ১৮৮৫ তারিখের পত্রে। পৃঃ ৮৪

(১১৫) 'সাম্রাজ্যিক সংবিধানের জন্যে জার্মান অভিযান' শীর্ষক রচনা ধারার অন্তর্গত 'প্রজাতন্ত্রের জন্যে মৃত্যুবরণ' লেখাটির কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৮৫

(১১৬) **নয়া-কাণ্টবাদী** — জার্মানিতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি উদ্ভূত বুর্জোয়া দর্শনের একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারার প্রতিনিধি। কাণ্টের দর্শনের বস্তুবাদের উপাদানগুলি বর্জন করে তারা তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী প্রতিপাদ্যগুলিকে

তুলে ধরে। 'কাণ্টে ফেরো' এই ধ্বনি দিয়ে নয়া-কাণ্টবাদীরা কাণ্টের ভাববাদের পুনর্জন্ম প্রচার করে, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 'ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থে নয়া-কাণ্টবাদীদের অভিহিত করেন 'তত্ত্বের দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল', তুচ্ছ পল্লবগ্রাহী ও কূটতার্কিক বলে। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অন্তর্ভুক্ত নয়া-কাণ্টবাদীরা (বের্নস্টাইন, শ্মিদ প্রভৃতি) মার্কসবাদী দর্শন, মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ এবং শ্রেণী সংগ্রাম ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিষয়ে শিক্ষা সংশোধন করতে চান। রাশিয়ায় নয়া-কাণ্টবাদের প্রতিনিধি হলেন প. ব. স্ত্রুভে, স. ন. বুলগাকভ প্রভৃতি 'বৈধ মার্কসবাদীরা'।

নিজের দার্শনিক রচনাদিতে লেনিন দেখান যে নয়া-কাণ্টবাদীদের সাবজেকটিভ ভাববাদী দর্শন প্রকৃতি ও সমাজের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধী এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শ হিশেবে তার শ্রেণীগত সারোৎসার উদ্ঘাটিত করেন। পৃঃ ৮৮

(১১৭) কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশেষ)। পৃঃ ৮৮

(১১৮) কিছু পরেই ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন লেখেন 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালের মে মাসে। এতে বগদানভ প্রমুখ সংশোধনবাদী এবং তাঁদের দার্শনিক গুরু আভেনারিউস মাখের তীব্র সমালোচনা করেন লেনিন। লেনিনের বইটিতে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বনিয়াদ সমর্থিত ও বিকশিত হয় এবং এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর থেকে এ পুস্তক প্রকাশ পর্যন্ত গোটা পর্বটার সমস্ত বৈজ্ঞানিক, সর্বাগ্রে প্রকৃতিবিদ্যার আবিষ্কারাদির বস্তুবাদী সাধারণীকরণ দেওয়া হয়। পৃঃ ৮৯

(১১৯) **মিলেরাঁবাদ** -- সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটি সুবিধাবাদী ধারা, নামকরণ হয় ফরাসী সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদী মিলেরাঁ'র নামে, ১৮৯৯ সালে ইনি ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন ও তার জনবিরোধী নীতি সমর্থন করেন।

মিলেরাঁবাদকে শোধনবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতা অভিহিত করে লেনিন বলেন যে, বুর্জোয়া সরকারে অংশ নিয়ে সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদীরা অনিবার্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে সাক্ষী-গোপাল, পুঁজিবাদীদের শিখণ্ডী, সরকার কর্তৃক জন প্রতারণার হাতিয়ার। পৃঃ ৯৩

(১২০) **জোরেসপন্থী** -- ফরাসী সমাজতন্ত্রী জাঁ জোরেসের পক্ষপাতী, ৯০'এর দশকে আ মিলেরাঁর সঙ্গে একত্রে ইনি 'স্বাধীন সমাজতন্ত্রী' গোষ্ঠী স্থাপন করেন ও ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী অংশের নেতৃত্ব নেন। পৃঃ ৯৪

(১২১) ১০৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৪

(১২২) ৯০ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৪

(১২৩) **ইংলন্ডের ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবর পার্টি** (স্বাধীন শ্রমিক পার্টি) — ধর্মঘট সংগ্রামের বৃদ্ধি ও বুর্জোয়া পার্টি থেকে বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আন্দোলন বৃদ্ধির কালে ১৮৯৩ সালে সংগঠিত সংস্কারবাদী সংগঠন। এতে যোগ দেয় 'নয়া ট্রেড ইউনিয়ন' তথা একগুচ্ছ পুরনো ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যরা, এবং ফ্যাবিয়ান সমিতির প্রভাবাচ্ছন্ন বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুর্জোয়ারা। পার্টির নেতৃত্ব করেন কেইর হার্ডি। কর্মসূচিতে থাকে সমস্ত উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় উপায়ের উপর যৌথ মালিকানা, ৮ ঘণ্টা কর্মদিন, শিশু শ্রম নিষেধ, সামাজিক বীমা এবং বেকার ভাতা।

উদ্ভব থেকেই এ পার্টি বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, বিশেষ মন দেয় পার্লামেণ্টী সংগ্রাম ও উদারনীতিক পার্টির সঙ্গে পার্লামেণ্টী চুক্তিতে। স্বাধীন শ্রমিক পার্টির চরিত্র নির্ণয় করে লেনিন লেখেন যে, 'কার্যত এটি সর্বদাই বুর্জোয়ার অধীন সুবিধাবাদী এক পার্টি' এবং 'শুধু সমাজতন্ত্র থেকেই তা 'স্বাধীন', খুবই অধীন উদারনীতিব কাছে' (রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ২৯শ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৬; ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩১)। পৃঃ ৯৪

(১২৪) **ইন্টেগ্রালিস্ট** — ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির একটি ধারার প্রতিনিধি। মোটের ওপর পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধি হলেও বিশ শতকের গোড়ায় ইন্টেগ্রালিস্টরা চূড়ান্ত সুবিধাবাদী মতবাদ পোষণকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার সহযোগী সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রশ্নে সংগ্রাম চালায়। পৃঃ ৯৪

(১২৫) **মেনশেভিক** — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে পেটি-বুর্জোয়া সুবিধাবাদী ধারার পক্ষপাতীরা, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক। মেনশেভিক নামকরণ হয় ১৯০৩ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে, যখন পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে তারা সংখ্যালঘু (মেনশিনস্তভো) হয়ে দাঁড়ায় এবং লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা হয় সংখ্যাগুরু (বলশিনস্তভো); এই থেকেই মেনশেভিক ও বলশেভিক নামের উৎপত্তি। প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে বুর্জোয়ার আপোস ঘটাতে চায় মেনশেভিকরা, শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী নীতি চালায়।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিকরা খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি হয়ে ওঠে, সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের লক্ষ্যে চালিত চক্রান্ত ও অভ্যুত্থানাদির সংগঠক ও শরিক হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ৯৪

(১২৬) **বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজম** — ১৯ শতকের শেষে পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি দেশের শ্রমিক আন্দোলনে উদ্ভূত পেটি-বুর্জোয়া আধা-নৈরাজ্যবাদী একটি ধারা।

সিণ্ডিক্যালিস্টরা শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আবশ্যিকতা মানত না, পার্টি ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পরিচালক ভূমিকায় আপত্তি করত, মনে করত ট্রেড ইউনিয়নগুলি (সিণ্ডিকেট) বিপ্লব ছাড়াই সাধারণ ধর্মঘট মারফত পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে উৎপাদনের পরিচালনা স্বহস্তে নিতে পারে। লেনিন বলেন যে, 'বহু দেশেই সিণ্ডিক্যালিজম হল সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ, পার্লামেণ্টী হাবামির প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য ফল'(রচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৬)। পৃঃ ৯৪

(১২৭) বর্তমান পুস্তকের পৃঃ ৯৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৬

(১২৮) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকের 'ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকা' (বাংলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৯৫—৯৮ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৯৭

(১২৯) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যাণ্টি-দ্যুরিং' (১৮৭৮), 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (১৮৮৮) এবং 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বইটির 'ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকার' (১৮৯২) কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৯৮

(১৩০) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫৩—৫৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৯৯

(১৩১) **সিনোদ** — রাশিয়ায় সনাতনী গির্জার সর্বোচ্চ সংস্থা। পৃঃ ১০০

(১৩২) কার্ল মার্কস, 'হেগেলের অধিকার বিষয়ক দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে। ভূমিকা'। পৃঃ ১০০

(১৩৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'দেশান্তরী সাহিত্য ॥২॥ কমিউনের ব্লাঙ্কিপন্থী দেশান্তরীদের কর্মসূচি'। পৃঃ ১০১

(১৩৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'অ্যাণ্টি-দ্যুরিং' (৫ম পরিচ্ছেদ: রাষ্ট্র, পরিবার, লালন)। পৃঃ ১০২

(১৩৫) কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকের এঙ্গেলস-কৃত 'ভূমিকার' কথা বলা হচ্ছে (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১৪৩—১৪৪ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১০২

(১৩৬) **এনসাইক্লোপিডিস্ট** — ১৮ শতকের ফরাসী জ্ঞান-প্রচারকদের এক গোষ্ঠী দার্শনিক, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক; 'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers' (1751–1780)

('বিশ্বকোষ বা বিজ্ঞান, শিল্প ও কারুবিদ্যার ব্যাখ্যাভিধান') প্রকাশের জন্যে এ'রা মিলিত হন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের একটা ব্যাপক সমাবেশ ঘটে এতে। এনসাইক্লোপিডিস্টদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নেন বস্তুবাদীরা, ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁরা সক্রিয় অভিযান চালান। এনসাইক্লোপিডিস্টরা ছিলেন বিপ্লবী বুর্জোয়ার ভাবপ্রবক্তা, আঠারো শতকের শেষে ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবাদর্শগত প্রস্তুতিতে এ'রা চূড়ান্ত ভূমিকা নেন। পৃঃ ১০৩

(১৩৭) **ঈশ্বর নির্মিতি** — মার্কসবাদ-বিরোধী একটি দার্শনিক ধারা; রাশিয়ার ১৯০৫ — ১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর পার্টি বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে এটি দেখা দেয়।

ঈশ্বর নির্মাতারা (লুনাচারস্কি, বাজারভ প্রমুখ) নতুন এক 'সমাজতান্ত্রিক' ধর্ম প্রবর্তনের প্রচার করেন, মার্কসবাদকে মেলাতে চান ধর্মের সঙ্গে। 'প্রলেতারি' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ধিত সম্মেলনে ঈশ্বর নির্মিতির নিন্দা করা হয় ও বিশেষ সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুরূপ বিকৃতির সঙ্গে' বলশেভিক গ্রুপের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর নির্মিতির প্রতিক্রিয়াশীল সারোৎসার লেনিন উদ্ঘাটিত করেন 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' পুস্তকে এবং মাক্সিম গোর্কির নিকট ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি — এপ্রিল ও ১৯১৩ সালের নভেম্বর — ডিসেম্বরে লেখা চিঠিগুলিতে। পৃঃ ১০৭

(১৩৮) **'ভেখি'** — বিশিষ্ট কাদেত প্রাবন্ধিক, প্রতিক্রিয়াশীল উদারনীতিক বুর্জোয়ার প্রতিনিধি ন. আ. বের্দিয়ায়েভ, স. ন. বুলগাকভ, প. ব. স্ত্রুভে প্রভৃতির গ্রন্থ সংকলন । প্রকাশিত হয় মস্কোয় ১৯০৯ সালের বসন্তে।

রুশ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে রচিত এই প্রবন্ধগুলিতে 'ভেখিপন্থীরা' রাশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে মুছে দেবার চেষ্টা করে, ১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ধিক্কার দেয় ও 'জনরোষ' থেকে 'বেয়নেট ও জেলখানার জোরে' বুর্জোয়াদের বাঁচাবার জন্যে জার সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। কাদেত কৃষ্ণশতদের এ সংকলনের সমালোচনা ও রাজনৈতিক মূল্যায়ন লেনিন করেন তার 'ভেখি প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে। পৃঃ ১০৮

(১৩৯) দুমা প্রতিনিধি ত. ও. বেলোউসভের ভুল হয়েছিল এই যে ১৯০৮ সালের ২২শে মার্চ (৪ঠা এপ্রিল) তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমার অধিবেশনে সিনোদ সংক্রান্ত ব্যয় আলোচনার সময় তিনি ধর্মকে 'প্রতিটি লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে সূত্র দেন। ১৯০৮ সালের ২রা (১৫ই) এপ্রিল ২৮ নং 'প্রলেতারি' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বেলোউসভের ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয়। পৃঃ ১১০

(১৪০) **'তরুণেরা'** — ১৮৯০'এর দশকে উদ্ভূত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে

পেটি-বুর্জোয়া আধা-নৈরাজ্যবাদী একটি বিরোধী ধারা। এর মূলকেন্দ্র ছিল পার্টির তাত্ত্বিক ও পরিচালক হবার দাবিদার নবীন সাহিত্যিক ও ছাত্ররা (তাই থেকেই নামকরণ)। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন (১৮৭৮—১৮৯০) নাকচ হয়ে যাবার পর পার্টি ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তিত পরিস্থিতি না বুঝে এই বিরোধীরা সংগ্রামের বৈধ রূপকে কাজে লাগাতে অস্বীকার করে, পার্লামেণ্টে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অংশগ্রহণের প্রতিবাদ করে এবং পার্টির বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষা ও সুবিধাবাদের অভিযোগ আনে। 'তরুণদের' বিরুদ্ধে এঙ্গেলস সংগ্রাম চালান।

১৮৯১ সালের অক্টোবরে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির এরফুর্ট কংগ্রেসে 'তরুণদের' নেতাদের একাংশ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। পৃঃ ১১৬

(১৪১) জমিদারী প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত রকমের দক্ষিণপন্থী প্রতিনিধিরা। পৃঃ ১২১

(১৪২) **অৎজোভিজম** (প্রত্যাহারবাদ) — ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর বলশেভিকদের একাংশে (বগদানভ, আলেক্সিনস্কি, লুনাচারস্কি প্রভৃতি) উদিত একটি সুবিধাবাদী ধারা। প্রত্যাহারবাদীরা বৈধ ধরনের সংগ্রাম কাজে লাগাবার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, রাষ্ট্রীয় দুমা থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার দাবি করে, ট্রেড ইউনিয়ন ও মেহনতীদের অন্যান্য বৈধ সংগঠনে কাজ করতে অস্বীকার করে। পৃঃ ১২২

(১৪৩) 'কার্ল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি' প্রবন্ধটি লেনিন লেখেন কার্ল মার্কসের মৃত্যুর ৩০শ বার্ষিকী উপলক্ষে। পৃঃ ১২৪

(১৪৪) ১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পত্র। পৃঃ ১২৮

(১৪৫) লেনিন এখানে গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে মেফিস্টোফিলিসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন (ই. ভ. গ্যেটে, 'ফাউস্ট, ১ম অংশ, ৪র্থ দৃশ্য, 'ফাউস্টের কাজের ঘর')। পৃঃ ১৩১

(১৪৬) **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি** — রাশিয়ার পেটি-বুর্জোয়া পার্টি, নানা ধরনের নারোদবাদী গ্রুপ ও চক্রের মিলনে এটি গড়ে ওঠে ১৯০১ সালের শেষ —১৯০২ সালের গোড়ায়। প্রলেতারিয়েত ও ক্ষুদে মালিকের মধ্যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা কোনো পার্থক্য দেখত না, কৃষকদের অভ্যন্তরে শ্রেণীগত স্তরবিভাগ ও বৈপরীত্য চাপা দিত, বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকা অস্বীকার করত।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা মেনশেভিকদের সঙ্গে একত্রে হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া-

জমিদার সাময়িক সরকারের প্রধান খ্বটি এবং পার্টির নেতারা (কেরেনস্কি, চের্নোভ, আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ) সরকারে প্রবেশ করেন।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা খোলাখ্বলি প্রতিবিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হয় এবং ব্বর্জোয়া, জমিদার ও বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সোভিয়েত রাজের বির্বদ্ধে লড়ে। প্ঃ ১৩২

(১৪৭) **সংবিধান সভা** বসে সোভিয়েত রাজের আহ্বানে ১৯১৮ সালের ৫ই জান্বয়ারি। সংবিধান সভার নির্বাচন হয়েছিল প্রধানত অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে, তার সংবিন্যাসে প্রতিফলিত হয় অতীত একটা বিকাশ পর্যায়, যখন ক্ষমতায় ছিল মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি তথা কাদেতরা। একদিকে সোভিয়েত রাজ গঠন ও তার ডিক্রিগ্বলি মারফত অভিব্যক্ত বিপ্বল জনসংখ্যার অভিপ্রায় এবং অন্যদিকে ব্বর্জোয়া ও কুলাক সম্প্রদায়ের স্বার্থব্যঞ্জক যে নীতি অন্বসরণ করে সংবিধান সভার সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মেনশেভিক কাদেত অংশটা, তার মধ্যে তীব্র বৈপরীত্য দেখা দেয়। বলশেভিকদের প্রস্তাবিত 'মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণা' আলোচনা করতে অস্বীকার করে সংবিধান সভা, দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে গ্বহীত শান্তি ও ভূমির ডিক্রি, সোভিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ডিক্রি অন্বমোদন করতে চায় না ও তাতে করে মেহনতী জনগণের সত্যকার স্বার্থের প্রতি তাদের বির্বদ্ধতার প্রমাণ দেয়। সারা র্বশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি বলে ১৯১৮ সালের ৬ই জান্বয়ারি সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। প্ঃ ১৩২

(১৪৮) 'হ্বজ্বর বাহাদ্বরের বিরোধী দল' কথাটি বলেছিলেন কাদেত পার্টির নেতা মিলিউকভ। ১৯০৯ সালের ১৯শে জ্বন (২রা জ্বলাই) লণ্ডনে লর্ড মেয়রের লাঞ্চে বক্তৃতায় মিলিউকভ বলেন, '... রাশিয়ায় যতদিন বাজেট নিয়ন্ত্রক আইনপ্রণয়নী সভা থাকছে, ততদিন র্বশ বিরোধী দল হ্বজ্বর-বিরোধী দল নয়, হ্বজ্বরের বিরোধী দল হয়ে থেকে যাবে' ('রেচ', ১৬৭ নং, ২১শে জ্বন (৪ঠা জ্বলাই) ১৯০৯)। প্ঃ ১৩৩

(১৪৯) **'জার নয়, শ্রমিকদের সরকার'**--বলশেভিক-বিরোধী ধ্বনি, প্রথম হাজির করেন ১৯০৫ সালে পার্ভুস। এটি ত্রৎস্কির অবিরাম বিপ্লবের 'তত্ত্ব', কৃষক ছাড়া বিপ্লব এই 'তত্ত্বের' একটি ম্বলকথা। জাতীয় আন্দোলনে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে ব্বর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার যে তত্ত্ব লেনিন দিয়েছিলেন, এটা তোলা হয় তার বির্বদ্ধে। প্ঃ ১৩৩

(১৫০) কার্ল মার্কস, 'ফ্রান্সে গ্বহয্বদ্ধ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সাধারণ পরিষদের আবেদন', কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গ্বহয্বদ্ধ' প্বস্তকের ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কৃত ভূমিকা। প্ঃ ১৩৪

(১৫১) ১৮৯৪ সালে বার্লিন থেকে জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত গ. ভ. প্লেখানভের 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র' পুস্তকটির কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ১৩৫

(১৫২) **'পদ্ জ্নামেনেম মার্কসিজমা'** ('মার্কসবাদের পতাকাতলে')—দার্শনিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক মাসিক পত্র; মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪৪ সালের জুন পর্যন্ত। পৃঃ ১৩৯

(১৫৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'দেশান্তরী সাহিত্য'। পৃঃ ১৪১

(১৫৪) **'ইকনমিস্ট'** — রুশ টেকনিকাল সমিতির শিল্প অর্থনীতি বিভাগের পত্রিকা, পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২১—১৯২২ সালে।

রুশ টেকনিকাল সমিতি — ১৮৬৫ সাল থেকে পিটার্সবুর্গে অবস্থিত একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা, অন্যান্য শহরেও তার শাখা ছিল। পৃঃ ১৪৭

নামসূচী

আ

আইনস্টাইন, আলবার্ট (১৮৭৯—১৯৫৫) — বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, আপেক্ষিক তত্ত্বের স্রষ্টা। —১৪০, ১৪৪, ১৪৫।

আউয়ার, ইগনাৎস (১৮৪৬—১৯০৭)— জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সুবিধাবাদের অন্যতম নেতা। —৭৬।

আদলের, ভিক্তর (১৮৫২—১৯১৮)— অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অন্যতম সংগঠক ও নেতা।

৮০—৯০'এর দশকে আদলের ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে সংস্কারবাদে ফিরে যান ও সুবিধাবাদের অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়ান। —৪৭।

আভেনারিউস, রিখার্ড (১৮৪৩—১৮৯৬) — জার্মান বুর্জোয়া দার্শনিক, বার্কলি ও হিউমের সাবজেকটিভ ভাববাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা নামক প্রতিক্রিয়াশীল একটি দার্শনিক ধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। —৯১।

আভেলিং, এলেওনোরা — মার্কস, এলেওনোরা দ্রষ্টব্য।

এ

এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক (১৮২০—১৮৯৫)— ৬, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯০, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১-১০৪, ১০৯, ১১০, ১১৮, ১২৪, ১২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪২।

এপিকিউরাস (খৃঃ পূঃ আঃ ৩৪১—২৭০) — প্রাচীন গ্রীক বস্তুবাদী দার্শনিক, নিরীশ্বরবাদী। —৫।

ক

কান্ট, ইমানুইল (১৭২৪—১৮০৪) — জার্মান দার্শনিক, জার্মান চিরায়ত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা; কান্টের

অবগতি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদী উপাদানের মিলন, যা প্রকাশ পেয়েছে 'প্রকৃত বস্তুর' ('thing in itself') বাস্তব অস্তিত্ব মেনে নেওয়ায়। — ১২, ৮৮, ৯৭, ৯৮, ৯৯।

কুগেলমান, লুদভিগ (১৮৩০—১৯০২) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, কার্ল মার্কসের সুহৃদ, জার্মানিতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশীদার, প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য। ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত মার্কসের সঙ্গে পত্রালাপ চালান, জার্মানির অবস্থা জানান তাঁকে। কুগেলমানের কাছে মার্কসের পত্র প্রথম প্রকাশিত হয় 'Die Neue Zeit' ('নবকাল') পত্রিকায় ১৯০২ সালে।—৪০, ৫৮, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮।

কেলি-ভিশনেভেৎস্কায়া, ফ্লোরেন্স (১৮৫৯ — ১৯৩২) — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির সভ্য, এঙ্গেলসের লেখা 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, পরে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী। — ৬৯।

কোঁৎ, অগাস্ত (১৭৯৮—১৮৫৭)— ফরাসী বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজবিদ, প্রত্যক্ষবাদের প্রতিষ্ঠাতা। - ৯৭।

গ

গিজো, ফ্রাঁসোয়া (১৭৮৭—১৮৭৪)— ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, কার্যত দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্নীতি তিনিই চালাতেন, বৃহৎ ফিনান্স বুর্জোয়ার স্বার্থ দেখতেন। — ১৮।

গিরশ, কার্ল (১৮৪১—১৯০০)— জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সাংবাদিক, একাধিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পত্রিকার সম্পাদক। — ৭৩।

গুচকোভ, আলেক্সান্দর ইভানভিচ (১৮৬২ — ১৯৩৬) — বৃহৎ পুঁজিপতি, অক্টোব্রিস্ট পার্টির সংগঠক ও নেতা। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের প্রথম মন্ত্রিমণ্ডলীতে সমর ও নৌ মন্ত্রী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবের অন্যতম নেতা, শ্বেত দেশান্তরী। — ১৩১, ১৩৩।

গেদ, জুল (১৮৪৫—১৯২২)— ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম সংগঠক ও নেতা। ১৯০১ সালে গেদ ও তাঁর অনুগামীরা ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টি স্থাপন করেন। —৯৪।

গ্রুন, কার্ল (১৮১৭ — ১৮৮৭) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, ৪০-এর দশকের মাঝামাঝি তথাকথিত 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রতিনিধি, মার্কস ও এঙ্গেলস যাকে অভিহিত করেছিলেন 'জার্মান

কূপমণ্ডূকদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের অভিব্যক্তি বলে।—৯৭।

চ

চের্নিশেভস্কি, নিকোলাই গাব্রিলভিচ (১৮২৮ — ১৮৮৯) — রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অন্যতম বিখ্যাত পূর্বসূরী; অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক।—১৩৯।

চ্যাম্পিয়ন, হেনরি হাইড (১৮৫৯—১৯২৮)—বৃটিশ সমাজতন্ত্রী-সংস্কারবাদী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সভ্য, ১৮৮৭ সালে রক্ষণশীলদের সঙ্গে নির্বাচনী চুক্তি করার জন্যে ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত।—৮২।

চখেইজে, নিকোলাই সেমিওনভিচ (১৮৬৪ — ১৯২৬) — মেনশেভিকবাদের অন্যতম নেতা। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জর্জিয়ায় প্রতিবিপ্লবী ককেশীয় লোকসভার সভাপতি, পরে দেশান্তরী।—১৩০, ১৩৩।

জ

জম্বার্ট, ভার্নার (১৮৬৩—১৯৪১)—জার্মান স্কুলে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিশিষ্ট মতপ্রবক্তা। ক্রিয়াকলাপের প্রারম্ভে ছিলেন 'সমাজতান্ত্রিক উদারনীতিবাদের' অন্যতম তাত্ত্বিক, পরে মার্কসবাদের প্রকাশ্য শত্রু হয়ে ওঠেন, পুঁজিবাদকে দেখাতে চান একটা সুসমঞ্জস অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে।—৬২।

জর্গে, ফ্রিদরিখ (১৮২৮—১৯০৬)—জার্মান সমাজতন্ত্রী, আমেরিকান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী, প্রথম আন্তর্জাতিকের সক্রিয় সদস্যদের অন্যতম, মার্কস ও এঙ্গেলসের সুহৃদ ও সহকর্মী।—৪০, ৬৭, ৬৮, ৭৪, ৭৫।

জর্জ, হেনরি (১৮৩৯-১৮৯৭)—মার্কিন প্রাবন্ধিক, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ; পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত বিরোধের সমাধান হিশেবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক ভূমি জাতীয়করণের প্রচার চালান; আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব নিয়ে তাকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের পথে চালাবার চেষ্টা করেন।—৬৯, ৭০।

জাসুলিচ, ভেরা ইভানভনা (১৮৪৯—১৯১৯)—রাশিয়ার নারোদবাদী, পরে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী, পরে মেনশেভিকবাদ গ্রহণ করেন।—৪৮, ৮৪।

জোরেস, জাঁ (১৮৫৯—১৯১৪)—ফরাসী ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, 'L' Humanité' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী অংশের নেতা। সেই সঙ্গে জোরেস

সামরিকতার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪—১৯১৮) প্রাক্কালে সমরবাদীদের ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে খুন হন।—৯৪।

ত

তিমিরিয়াজেভ, আর্কাদি ক্লিমেন্তিয়েভিচ (১৮৮০ — ১৯৫৫) — আচার্য-অধ্যাপক, ১৯২১ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য; ১৯০৮ থেকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা পড়ান।—১৪৪, ১৪৫।

তিয়ের, আদোলফ (১৭৯৭—১৮৭৭)—ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনায়ক, প্যারিস কমিউনের ঘাতক।—১৮।

তিয়েরি, অগ্যুস্তে (১৭৯৫—১৮৫৬)—ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্বের উদারনীতিক বুর্জোয়া ঐতিহাসিক।—১৮।

তুনেন, ইয়োহান হেনরিখ (১৭৮৩—১৮৫০)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, কৃষি অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ, বৃহৎ জমিদার। তুনেন শ্রেণী মিলনের প্রচার করেন, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বৈর বিরোধিতা অস্বীকার করেন।—৬০।

দ

দিৎস্‌গেন, ইয়োসেফ (১৮২৮—১৮৮৮)—জার্মান শ্রমিক, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, দার্শনিক, স্বাধীন ভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে উপনীত হন। মার্কস বলেন যে কিছু কিছু ভুল এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উপলব্ধিতে কিছু বেঠিকতা থাকলেও দিৎস্‌গেন 'অনেক চমৎকার কথা বলেছেন এবং শ্রমিকের স্বাবলম্বী চিন্তার ফল হিশেবে তা অবাক করার মতো'।—৫৯, ৬৭, ১৪০।

দিৎস্‌গেন, ওগেন (১৮৬২—১৯৩০)—ইয়োসেফ দিৎস্‌গেনের পুত্র ও তাঁর রচনাবলীর প্রকাশক। নিজের দার্শনিক মতবাদকে ইনি অভিহিত করেন 'স্বভাব অদ্বৈতবাদ', তাতে নাকি বস্তুবাদ ও ভাববাদ মিলে যাচ্ছে। ইয়োসেফ দিৎস্‌গেনের দার্শনিক মতবাদের দুর্বল দিকগুলি তিনি প্রধান করে তোলেন ও তা দিয়ে মার্কসবাদকে পরিপূরণ করতে চান, ফলে বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব উভয়ই অস্বীকার করে বসেন।—১৪০।

দ্যুরিং, ওগেন (১৮৩৩—১৯২১)—জার্মান পেটি-বুর্জোয়া দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ। দ্যুরিঙের দার্শনিক মত ছিল প্রত্যক্ষবাদ, আধিবিদ্যক বস্তুবাদ ও ভাববাদের একটা পল্লবগ্রাহী খিচুড়ি।—৪৭, ৬০, ৭২, ৮৭, ৯০, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০৮।

দ্রেভস, আর্তুর (১৮৬৫—১৯৩৫)—আদি খৃস্টান ধর্মের জার্মান ঐতিহাসিক, খৃস্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, কিন্তু বস্তুবাদ থেকে মানব সমাজকে দূরে রাখার জন্যে ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিতে

জনগণের ধর্মীয় দৃষ্টি সংগঠিত করার প্রস্তাব দেন।—১৪৩।

ন

নিকোলাই, দ্বিতীয় (১৮৬৮—১৯১৮)—শেষ রুশ সম্রাট (১৮৯৪—১৯১৭)।—১২০।

প

পান্নেকুক, আন্তন (১৮৭৩—১৯৬০)—ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। ১৯০৭ সালে ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বামপন্থী অংশের মুখপত্র *'De Tribune'* পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ১৯০৯ সালে এ অংশ পরিণত হয় হল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে।

১৯১৮—১৯২১ সালে হল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাজে অংশ নেন ও চরম বাম, গোষ্ঠীবাদী মত গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে যান ও সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ ত্যাগ করেন।—১১২, ১১৫, ১১৬।

প্রুধোঁ, পিয়ের জোসেফ (১৮০৯—১৮৬৫)—ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।—৯, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ৮৭।

প্লেখানভ, গেওর্গি ভালেন্তিনভিচ (১৮৫৬—১৯১৮)—রুশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রথম প্রচারক। প্রথম রুশীয় মার্কসবাদী গোষ্ঠী 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর প্লেখানভ সুবিধাবাদের সঙ্গে আপোসের পক্ষপাতী হন ও পরে মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেন।

প্রতিক্রিয়ার যুগে (১৯০৭—১৯১০) মার্কসবাদের মাখপন্থী সংশোধন ও লিকুইডেটরদের বিরোধিতা করেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব নেন, কিন্তু সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেন না।—৪৭, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৮৪, ৮৯, ১০৪, ১০৫, ১০৯।

ফ

ফগ্‌ত কার্ল (১৮১৭—১৮৯৫)—জার্মান প্রকৃতিবিদ, স্থূল বস্তুবাদী, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কুৎসাভিযানের অন্যতম সরিক।—১২।

ফয়েরবাখ, ল্যুদভিগ (১৮০৪—১৮৭২)—জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক ও নিরীশ্বরবাদী; ফয়েরবাখী বস্তুবাদের সীমাবদ্ধ, জল্পনামূলক চরিত্র সত্ত্বেও তা মার্কসবাদী দর্শনের একটি তাত্ত্বিক উৎস হিশেবে কাজ

করে।—৫, ৬, ১০, ১১, ১২, ৪৭, ৫২, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৪।

ফলমার, গেওর্গ হেনরিখ (১৮৫০—১৯২২)—জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সুবিধাবাদী অংশের অন্যতম নেতা, সাংবাদিক। সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের অন্যতম প্রবক্তা।—৭৩, ৭৮।

ফিরেক, লুই (১৮৫১—১৯২১)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, পার্টির দক্ষিণ অংশের অনুগামী, দ্যুরিংপন্থী। ১৮৯৬ সালে আমেরিকায় চলে যান, সেখানে ক্রমশ শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে যান।—৭৪, ৭৫, ৮১।

ফেখনার, গুস্তাভ থিয়োদর (১৮০১—১৮৮৭)— জার্মান প্রকৃতিবিদ ও ভাববাদী দার্শনিক।—৯৭।

ব

বগদানভ, আলেক্সান্দর আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮৭৩—১৯২৮)—রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ।

দর্শনের ক্ষেত্রে 'এম্পিরিওমনিজম' বা অভিজ্ঞতিক অদ্বৈতবাদ নামে নিজস্ব পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেন। এটি ছিল ছদ্মমার্কসবাদী পরিভাষার আড়াল নেওয়া সাবজেকটিভ ভাববাদী মাখীয় দর্শনের একটি রকমফের।—৮৯।

বাউয়ের, এদগার (১৮২০—১৮৮৬)—জার্মান প্রাবন্ধিক, তরুণ হেগেলপন্থী, ব্রুনো বাউয়েরের ভাই।—৪৫, ৪৬।

বাউয়ের, ব্রুনো (১৮০৯—১৮৮২)—জার্মান ভাববাদী দার্শনিক, বিশিষ্ট তরুণ হেগেলপন্থী। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'পবিত্র পরিবার অথবা সমালোচনামূলক সমালোচনার সমালোচনা। ব্রুনো বাউয়ের কোং'র বিরুদ্ধে' (১৮৪৪) এবং 'জার্মান ভাবাদর্শ' (১৮৪৫—১৮৪৬) পুস্তকে বাউয়েরের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচিত হয়।—৫, ৬, ৪৫, ৪৬।

বাকুনিন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮১৪—১৮৭৬)—রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা; ১ম আন্তর্জাতিকে মার্কসবাদের ঘোর শত্রুতা করেন, ১৮৭২ সালের হেগ কংগ্রেসে ভাঙনী ক্রিয়াকলাপের জন্যে ১ম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন।—৯, ৭৬, ৮৪, ৮৭।

বাজারভ ভ. (রুদনেভ, ভ্লাদিমির আলেক্সান্দ্রভিচ) (১৮৭৪—১৯৩৯)—রুশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ, ১৮৯৬ সাল থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে অংশ নেন। প্রতিক্রিয়ার পর্বে (১৯০৭—১৯১০) বলশেভিকবাদ ছেড়ে দেন, মাখবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম সংশোধক। জীবনের শেষ বছরগুলিতে

উপন্যাস ও দার্শনিক সাহিত্যের অনুবাদ করেন। —৮৯।

বার্নস, জন (১৮৫৮—১৯৪৩)—বৃটিশ রাজনীতিক, পেশায় শ্রমিক। ৮০ দশকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অন্যতম নেতা।

১৮৯২ সালে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন, সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধিতা করে পুঁজিবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষ নেন।

১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বুর্জোয়া সরকারে মন্ত্রী। পরে কোনো সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা নেন নি। —৮২।

বিসমার্ক, অত্তো (১৮১৫ ১৮৯৮)—প্রুশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক। ১৮৬২ সালে — প্রুশিয়ার মুখ্যমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী। জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম চ্যান্সেলর (১৮৭১—১৮৯০)। প্রুশিয়ার অধিনায়কত্বে বলপ্রয়োগে জার্মানির ঐক্যসাধন করেন। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইনের জনক (১৮৭৮—১৮৯০)। —৭, ৩৯, ৮৪, ১০১।

বিসলি, এডোয়ার্ড স্পেন্সার (১৮৩১—১৯১৫)—বৃটিশ ঐতিহাসিক ও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক। বৃটেনে কোঁতের দর্শন প্রচার ও ইংরাজি ভাষায় তাঁর অনুবাদ করেন। —৯৭।

বুলগাকভ, সের্গেই নিকোলায়েভিচ (১৮৭১—১৯৪৪) — প্রতিক্রিয়াশীল রুশ অর্থনীতিবিদ, ভাববাদী দার্শনিক। ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের পর কাদেত দলে যোগ দেন, দার্শনিক নিগূঢ়বাদের প্রচার করেন, প্রতিবিপ্লবী 'ভেখি' সংকলনে লেখেন। —৬০।

বুখনার, লুদভিগ (১৮২৪ ১৮৯৯)—জার্মান বুর্জোয়া শারীরবিদ ও দার্শনিক, স্থূল বস্তুবাদী। —১২, ৬০, ৯৭।

বেক্কের, ইয়োহান ফিলিপ (১৮০৯—১৮৮৬)—জার্মান শ্রমিক, জার্মানিতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশ নেন, ৬০-এর দশকে ১ম আন্তর্জাতিকের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী, মার্কস ও এঙ্গেলসের সুহৃদ। —৬৭, ৮৫।

বেবেল, আগস্ত (১৮৪০—১৯১৩) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট কর্মী। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে শোধনবাদ ও সংস্কারবাদের সক্রিয় বিরোধিতা করেন। — ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮১, ৮২।

বম-বাভের্ক, ওগেন (১৮৫১—১৯১৪)—বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, অর্থশাস্ত্রের তথাকথিত 'অস্ট্রীয় স্কুলের' অন্যতম প্রতিনিধি। উদ্বৃত্ত মূল্যের মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে ইনি বলতে চান যে মুনাফা নাকি জন্ম নেয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের সাবজেকটিভ মূল্যায়নের তফাৎ থেকে, শ্রমিক শোষণের ফলে নয়। বেম-বার্ভেকের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদ

সমর্থনে কাজে লাগায়।—৯০, ৯১।

বের্নস্তাইন, এদ্‌য়ার্দ (১৮৫০—১৯৩২)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও ২য় আন্তর্জাতিকের চরম সুবিধাবাদী অংশের নেতা, শোধনবাদের তাত্ত্বিক। — ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৯৩, ৯৪।

বেলোউসভ ত. অ. (জন্ম ১৮৭৫) — লিকুইডেটর মেনশেভিক, তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধি। —১১০।

ব্লাকে, ভিলহেলম (১৮৪২—১৮৮০)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির (আইজেনাথপন্থী) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৯) ও নেতা, মার্কস ও এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ। —৭৩।

ব্রুকের, লুই দ্য (জন্ম ১৮৭০) — বেলজিয়ান শ্রমিক পার্টির অন্যতম নেতা ও তাত্ত্বিক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তার বাম অংশের নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯১৪—১৯১৮) ঘোর সোশ্যাল-শোভিনিস্ট। —৯৪।

ব্রুস, পল (১৮৫৪—১৯১২) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সম্ভাবনাবাদ নামক সুবিধাবাদী একটি ধারার একজন নেতা ও প্রবক্তা।—৯৪।

ব্রেনতানো, লুয়ো (১৮৪৪—১৯৩১)—জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ, 'অধ্যাপকী সমাজতন্ত্রের' একজন প্রধান প্রতিনিধি, শ্রেণী সংগ্রাম পরিহার এবং সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন ও ফ্যাক্টরি আইন মারফত পুঁজিবাদের সামাজিক বিরোধ নিরসন ও শ্রমিক স্বার্থের সঙ্গে পুঁজিপতি স্বার্থের মিলনের প্রচারক। —৬২।

ব্লাঁ, লুই (১৮১১—১৮৮২)— ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, ঐতিহাসিক।

পুঁজিবাদে শ্রেণীবিরোধ অনিরসনীয়, এ কথার প্রতিবাদ করেন ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের পক্ষপাতী হন। —১৩৩।

ব্লাঙ্কি, লুই অগ্যুস্ত (১৮০৫—১৮৮১) — ফরাসী বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, গুপ্ত সমিতি ও চক্রান্তের সংগঠক, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সক্রিয় অংশীদার। —৬৩, ৬৫, ১০১।

ভ

ভান্দের্ভেল্দে, এমিল (১৮৬৬—১৯৩৮) — বেলজিয়ান শ্রমিক পার্টির নেতা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সভাপতি, চরম সুবিধাবাদী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) সোশ্যাল-শোভিনিস্ট, বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন। —৯৪।

ভিপপার, রবার্ট ইউরেভিচ (১৮৫৯—১৯৫৪) — খ্যাতনামা রুশ ঐতিহাসিক। —১৪২।

ভিলিখ, আভগুস্ত (১৮১০—১৮৭৮)—প্রুশীয় অফিসার, কমিউনিস্ট লীগের সদস্য, ১৮৪৯ সালের বাদেন-

প্ফালৎস অভ্যুত্থানের অংশী; হঠকারী-গোষ্ঠীবাদী উপদলের একজন নেতা, যা কমিউনিস্ট লীগ পরিত্যাগ করে ১৮৫০ সালে। —৩৮।
ভিশনেভেৎস্কায়া — কেলি-ভিশনেভেৎস্কায়া দ্রষ্টব্য।
ভেস্তফালেন, ফের্দিনান্দ অত্তো ভিলহেলম (১৭৯৯—১৮৭৬)— প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, প্রুশীয় সামন্ত আভিজাত্যের অন্যতম প্রতিনিধি, রাজতন্ত্রী; কার্ল মার্কসের স্ত্রী জেনি ভেস্তফালেনের ভ্রাতা; ১৮৫০—১৮৫৮ সালে প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। —৬।

ম

মোলেশৎ, ইয়াকব (১৮২২—১৮৯৩)— ওলন্দাজ পণ্ডিত, স্থূল বস্তুবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। —১২।
মস্ত, ইয়োহান (১৮৪৬—১৯০৬) — জার্মান নৈরাজ্যবাদী, ১৯ শতকের ষাটের দশকে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন; ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন চালু হবার পর ইংলণ্ডে চলে যান, পরে (১৮৮২) আমেরিকায়। সেখানে নৈরাজ্যবাদী প্রচার চালান। —৪০, ৭২, ৭৩, ১০৪, ১১৬।
মাখ, আর্নস্ত (১৮৩৮—১৯১৬) — অস্ট্রীয় পদার্থবিদ ও দার্শনিক, সাবজেক্টিভ ভাববাদী, অভিজ্ঞতাবাদ-সমালোচনার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। — ৯৭-৯৯।
মাৎসিনি, জুসেপ্পে (১৮০৫—১৮৭২) — ইতালিয়ান বুর্জোয়া বিপ্লবী, ইতালির সংযুক্তি সাধনের জন্যে সংগ্রামের পর্বে ইতালির বুর্জোয়াদের প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক অংশের অন্যতম নেতা ও মতপ্রবক্তা। —৯।
মার্কস, এলেওনোরা (১৮৫৫—১৮৯৮)— বৃটিশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, মার্কসের কনিষ্ঠা কন্যা, অ্যা. আভেলিঙের স্ত্রী। — ৯।
মার্কস, কার্ল (১৮১৮—১৮৮৩) — ৫-৩৯, ৪০-৫০, ৫১-৫৭, ৫৮-৬৬, ৬৭-৮৫, ৮৬-৯৫, ৯৬-৯৯, ১০০-১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১৮-১২৩, ১২৪-১২৭, ১২৮-১৩৪, ১৪২, ১৪৫।
মার্কস, জেনি (প্রাকবৈবাহিক উপাধি ফন ভেস্তফালেন) (১৮১৪—১৮৮১)— কার্ল মার্কসের স্ত্রী, তাঁর অনুগতা সখী ও সাহায্যকারিণী।—৯।
মার্কস, লাউরা (১৮৪৫—১৯১১) — ফ্রান্সে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, মার্কসের দুহিতা, পল লাফার্গের স্ত্রী। —৯।
মার্কস, হেনরিখ (১৭৮২—১৮৩৮) — কার্ল মার্কসের পিতা, উকিল, পরে ত্রিয়ারে বিচার চ্যান্সেলর, উদারনৈতিক মতাবলম্বী। —৫।
মার্তভ, ল. (সেদেরবাউম, ইউলি অসিপভিচ) (১৮৭৩—১৯২৩) — মেনশেভিকবাদের অন্যতম নেতা। প্রতিক্রিয়ার বছরে (১৯০৭—১৯১০)

ও নতুন বিপ্লবী উত্থানের পর্বে — লিকুইডেটর। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্বে (১৯১৪—১৯১৮) মধ্যপন্থী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের বিরোধী। ১৯২০ সালে দেশান্তরে চলে যান। —৬০।

মাসলভ, পিওতর পাভলভিচ (১৮৬৭—১৯৪৬) — রুশী অর্থনীতিবিদ, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, মেনশেভিক। প্রতিক্রিয়ার বছরে (১৯০৭—১৯১০) লিকুইডেটর। —৬০।

মিনিয়ে, ফ্রাঁসোয়া অগ্যুস্ত (১৭৯৬—১৮৮৪) — উদারনীতিক মতাবলম্বী, ফরাসী বুর্জোয়া ঐতিহাসিক। —১৮।

মিলেরাঁ, আলেক্‌জান্দ্র এতিয়েন (১৮৫৯ — ১৯৪৩) — ফরাসী রাজনীতিক। ৮০র দশকে পেটি-বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যাল; ৯০-এর দশকে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন, ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারার নেতা। ১৮৯৯ সালে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে প্রবেশ করেন। —৯৩।

মুলবের্গার, আর্তুর (১৮৪৭—১৯০৭) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, প্রুধোঁপন্থী; পেশায় ডাক্তার। —৮৭।

মেরিং, ফ্রানৎস (১৮৪৬—১৯১৯)— জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বামপন্থী অংশের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, ঐতিহাসিক ও প্রাবন্ধিক, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। —৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭।

ম্যান, টম (১৮৫৬—১৯৪১) — বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। ১৯২০ সাল থেকে কমিউনিস্ট। — ৮২।

ম্যানিং, হেনরিখ এডোয়ার্ড (১৮০৮—১৮৯২)—বৃটিশ কার্ডিনাল (১৮৭৫ সাল থেকে), পোপের ইহলৌকিক ক্ষমতার উগ্র সমর্থক হিসেবে পরিচিত। —৮২।

র

রদবের্তুস, ইয়াগেসভ, ইয়োহান কার্ল (১৮০৫—১৮৭৫)— জার্মান স্থূল অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিক; প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় 'রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রের' প্রচারক। —২৮।

রিকার্ডো, ডেভিড (১৭৭২—১৮২৩)— বৃটিশ অর্থনীতিবিদ, চিরায়ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের অন্যতম বৃহৎ প্রতিনিধি। —২৮, ৫৪, ৬০।

রুগে, আর্নোল্দ (১৮০২—১৮৮০) — জার্মান প্রাবন্ধিক, তরুণ হেগেলপন্থী, বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যাল। —৬, ৪৬।

ল

লঁগে, জেনি (১৮৪৪—১৮৮৩)— শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, কার্ল মার্কসের প্রথম কন্যা, শার্ল লঁগের স্ত্রী। বৃটিশ সরকার আইরিশ বিপ্লবীদের উপর দমননীতি চালালে ইনি তার প্রতিবাদে কাগজে লিখতে থাকেন। —৯।

লাগার্দেল, ইউবের (জন্ম ১৮৭৪) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া রাজনীতিক, নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালিস্ট। —৯৪।

লাঙ্গে, ফ্রিদরিখ আলবের্ত (১৮২৮—১৮৭৫) — জার্মান বুর্জোয়া দার্শনিক, নয়া-কান্টপন্থী, বস্তুবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী। —৯৭।

লাফার্গ, পল (১৮৪২—১৯১১)— ফরাসী ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, ফরাসী শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিভাবান প্রাবন্ধিক, ফ্রান্সে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের আদি অনুগামীদের একজন, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও সহকর্মী। —৭৮।

লাফার্গ, লাউরা — মার্কস, লাউরা দ্রষ্টব্য।

লাব্রিওলা, আর্তুরো (১৮৭৩—১৯৫৯)— ইতালীয় রাজনৈতিক কর্মী, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, ইতালির সিণ্ডিক্যালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সিণ্ডিক্যালিজমের তত্ত্ব নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন, তাতে তাঁর তথাকথিত 'বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজমকে' তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করেন মার্কসবাদকে সংশোধন করে। —৯৪।

লারিন, ইউ. (লুরিয়ে, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ) (১৮৮২—১৯৩২) — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, মেনশেভিক। ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর সক্রিয় লিকুইডেটর। ১৯১৭ সালের আগস্টে বলশেভিক পার্টিতে গৃহীত হন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ও অর্থনৈতিক সংগঠনে কাজ করেন। —৬৯।

লাসাল, ফের্দিনান্দ (১৮২৫—১৮৬৪) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী; নিখিল জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের (১৮৬৩) অন্যতম সংগঠক। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সদর্থক তাৎপর্য ছিল, কিন্তু ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে লাসাল তাকে সুবিধাবাদী পথে চালান। লাসালের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মতামতের তীব্র সমালোচনা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস। — ৯, ৩৯, ৭২।

লিবক্নেখত, ভিলহেলম (১৮২৬-১৯০০) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। ১৮৭৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লিবক্নেখত ছিলেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এবং তার কেন্দ্রীয় মুখপত্র *'Vorwärts'*এর প্রধান সম্পাদক। প্রথম আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপে এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠনে লিবক্নেখত সক্রিয় অংশ নেন। — ৩৯, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮১।

লুনাচার্স্কি, আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ (১৮৭৫—১৯৩৩) — পেশাদার বিপ্লবী, পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশিষ্ট কর্মকর্তা।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর বলশেভিক। ১৯০৭—১৯১০ সালের প্রতিক্রিয়ার পর্বে মার্কসবাদ থেকে সরে যান, পার্টি-বিরোধী

'ভ্‌পেরিয়দ' গ্রুপে যোগ দেন, ধর্মের সঙ্গে মার্কসবাদের মিলন ঘটাবার দাবি তোলেন। লুনাচারস্কির ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপমোচন করে লেনিন তার সমালোচনা করেন।—১০৭।

ল্‌ভভ, গেওর্গি ইভগেনেভিচ (১৮৬১—১৯২৫)—রুশ প্রিন্স, বৃহৎ ভূস্বামী, কাদেত, সামরিক সরকারে ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত মন্ত্রি পরিষদের সভাপতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বিদেশে চলে যান।—১৩১, ১৩৩।

শ

শাপার, কার্ল (১৮১২—১৮৭০)—জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, 'ন্যায়বর্তী সঙ্ঘের' অন্যতম নেতা, কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশীদার; কমিউনিস্ট লীগের মধ্যে ভাঙনের সময় ১৮৫০ সালে গোষ্ঠীবাদী 'বামপন্থীদের' অন্যতম নেতা; ১৮৬৬ সালে ফের মার্কসের কাছে আসেন।—৩৮।

শিপেল, মাক্স (১৮৫৯—১৯২৮)—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, শোধনবাদী, রাইখস্টাগের প্রতিনিধি (১৮৯০—১৯০৫)—৭৬।

শেলিঙ, ফ্রিদরিখ ভিলহেলম (১৭৭৫—১৮৫৪)—চিরায়ত জার্মান দর্শনের প্রতিনিধি, অবজেক্টিভ ভাববাদী।—৯৬, ৯৭।

শ্রাম, কার্ল আগস্ত—জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সংস্কারবাদী, মার্কসবাদের সমালোচনা করেন, ৮০-র দশকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত।—৭২, ৭৪।

স

সরোকিন, পিতিরিম আলেক্সান্দ্রভিচ (জন্ম ১৮৮৯) — রুশ বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক, সোশ্যাল-রেভলিউশানারি। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত পেত্রগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, ১৯১৯—১৯২২ সাল পেত্রগ্রাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজবিদ্যা পড়াতেন। ১৯২২ সালে দেশান্তরে চলে যান।—১৪৭, ১৪৮।

সুর্কোভ, পিওতর ইলিচ (১৮৭৬—১৯৪৬)—রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, বলশেভিক, তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমার প্রতিনিধি।—১০০, ১১০, ১১১।

সেদের্‌বাউম—মার্তভ, ল. দ্রষ্টব্য।

সেরেতেলি, ইরাক্লি গেওর্গিয়েভিচ (১৮৮২—১৯৫৯) — অন্যতম মেনশেভিক নেতা; ১৯১৭ সালের বুর্জোয়া সামরিক সরকারে ডাক তার বিভাগের মন্ত্রী, পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জর্জিয়ার প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক সরকারের অন্যতম নায়ক। জর্জিয়ায় সোভিয়েত রাজের বিজয়ের (১৯২১) পর শ্বেত দেশান্তরী।—১৩০, ১৩৩।

স্টাইন, লরেনৎস (১৮১৫—১৮৯০)—জার্মান বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, স্থূল অর্থনীতিবিদ।—১৫।

স্তেরুভ, ইউরি মিখাইলভিচ (১৮৭০—১৯৪১)—রুশ সোশ্যাল- ডেমোক্রাট, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) পর বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেন। ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (১৯১৭) পর 'বিপ্লবী প্রতিরক্ষাবাদের' অনুগামী, পরে বলশেভিকদের কাছে ফেরেন।—১৩০, ১৩৩।

স্ত্রুভে, পিওতর বের্নহার্দভিচ (১৮৭০—১৯৪৪)—রুশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক। ৯০-এর দশকে 'বৈধ মার্কসবাদের' প্রধান প্রতিনিধি, পরে কাদেত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্বেত দেশান্তরী।—৬২।

স্মিথ, অ্যাডাম (১৭২৩—১৭৯০)—বৃটিশ অর্থনীতিবিদ, চিরায়ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বৃহত্তম প্রতিনিধি।—২৪, ৫৪।

হ

হয়েনৎসলার্ন—ব্রান্দেনবুর্গের কুরফ্যুর্স্ত (১৪১৫—১৭০১), প্রুশীয় রাজা (১৭০১—১৯১৮) ও জার্মান সাম্রাজ্যের (১৮৭১—১৯১৮) রাজবংশ।—৬১।

হলিয়ক, জর্জ জ্যাকব (১৮১৭—১৯০৬)—বৃটিশ সমবায় আন্দোলনের কর্মী, সংস্কারবাদী।—৩৭।

হাইন্ডম্যান, হেনরি মেয়ার্স (১৮৪২—১৯২১)—বৃটিশ সমাজতন্ত্রী, সংস্কারবাদী; ১৮৮১ সালে ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন গঠন করেন, ১৮৮৪ সালে তা পুনর্গঠিত হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনে। ১৯০০—১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সদস্য। বৃটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় পার্টির সলফোর্ড সম্মেলনে তাঁর সোশ্যাল-শোভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিন্দিত হওয়ায় ১৯১৬ সালে পার্টি ত্যাগ করেন।—৭৬।

হাকসলি, টমাস হেনরি (১৮২৫—১৮৯৫)—বৃটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী, চার্লস ডারউইনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও তাঁর মতবাদের প্রচারক। দর্শনে তিনি নিজেকে হিউমের অনুগামী মনে করতেন, কিন্তু প্রকৃতিবিদ্যার মূর্তনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করতেন।—১২, ৯৭, ৯৯।

হাপসবুর্গ—মাঝে মাঝে ছেদ সহ ১২৭৩ থেকে ১৮০৬ সাল পর্যন্ত 'জার্মান জাতির পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য', অস্ট্রীয় সাম্রাজ্য (১৮০৪—১৮৬৭) এবং অস্ট্রো-হাঙ্গারির (১৮৬৭—১৯১৮) সম্রাট বংশ।—৬১।

হিউম, ডেভিড (১৭১১—১৭৭৬)—বৃটিশ দার্শনিক, সাবজেকটিভ ভাববাদী, অজ্ঞেয়বাদী।—১২, ৯৭, ৯৭, ৯৯।

হিলকুইট, মরিস (১৮৬৯—১৯৩৩)—আমেরিকান সমাজতন্ত্রী, প্রথমে

মার্কসবাদের সঙ্গে যোগ দেন, পরে সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদে অধঃপতিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংস্কারবাদী সমাজতান্ত্রিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯০১) —৬৭।

হেখবের্গ, কার্ল (১৮৫৩—১৮৮৫)— জার্মান দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, সাংবাদিক। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন (১৮৭৮) চালু হবার পর বের্নস্টাইন ও শ্রামের সঙ্গে একত্রে পার্টির বৈপ্লবিক রণকৌশলের বিরোধিতা করেন, বুর্জোয়ার সঙ্গে জোট বেঁধে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থকে বুর্জোয়ার অধীনস্থ করার ডাক দেন। —৭২-৭৫।

হেগেল, গেওর্গ ভিলহেলম ফ্রিদরিখ (১৭৭০—১৮৩১)—বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, অবজেকটিভ ভাববাদী। হেগেলের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব হল দ্বন্দ্বতত্ত্বের গভীর ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের একটি তাত্ত্বিক উৎস হয়ে দাঁড়ায় তা। —১০, ১১, ১৩, ১৪, ৪৩, ৫২, ৮৮, ৯৭, ৯৯।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রেণী-সমাজ ও রাষ্ট্র

১। রাষ্ট্র হল শ্রেণী-বিরোধের অমীমাংসেয়তার ফল

নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মুক্তির সংগ্রামে তাদের চিন্তাগুরু ও নায়কদের মতবাদের ক্ষেত্রে ইতিহাসে একাধিকবার যা ঘটেছে, বর্তমানে তাই ঘটছে মার্কসের মতবাদ নিয়েও। মহাবিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপীড়কেরা তাঁদের ওপর অবিরাম নিগ্রহ চালিয়েছে, তাঁদের মতবাদকে আক্রমণ করেছে অতি হিংস্র বিদ্বেষে, অতি ক্ষিপ্ত ঘৃণায় এবং মিথ্যা ও কুৎসার অতি বেপরোয়া অভিযানে। মৃত্যুর পর চেষ্টা হয়েছে তাঁদের পরিণত করতে নিরীহ দেবপটে, স্থান দিতে যেন-বা সাধুমণ্ডলীতে, নিপীড়িত শ্রেণীগুলির 'সান্ত্বনার' জন্য, তাদের বোকা বানাবার জন্য, তাঁদের বৈপ্লবিক মতবাদের **সারার্থ** বিসর্জন দিয়ে, তার বৈপ্লবিক ধার ভোঁতা করে, তাকে মামুলী করে তুলে, তাঁদের **নামের** পাশে খানিকটা জ্যোতি আরোপ করতে। মার্কসবাদের এই রকম 'শুদ্ধিকর্মে' বর্তমানে হাত মেলাচ্ছে বুর্জোয়ারা এবং শ্রমিক আন্দোলনের ভেতরকার সুবিধাবাদীরা। ভুলে যাচ্ছে, মুছে দিচ্ছে, বিকৃত করছে মতবাদের বিপ্লবী দিকটা, তার বৈপ্লবিক প্রাণটা। যা গ্রহণযোগ্য, অথবা যা বুর্জোয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে সেইটাকে তুলে ধরছে প্রধান করে, জয়গান গাইছে তার। সমস্ত সোশ্যাল-শভিনিস্টই এখন 'মার্কসবাদী', ঠাট্টা নয়! মার্কসবাদ সংহারে বিশেষজ্ঞ, গতকালের সমস্ত জার্মান বুর্জোয়া পণ্ডিতই ঘন ঘনই বলছেন 'জার্মান জাতীয়' মার্কসের কথা, যিনি নাকি অমন চমৎকার শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে গেছেন লুঠেরা যুদ্ধ চালাবার জন্য!

অবস্থা এই হওয়ায়, মার্কসবাদের বিকৃতির এমন অভূতপূর্ব প্রচার চলায় আমাদের প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের আসল মতবাদের

পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের নিজস্ব রচনা থেকে পুরো একগুচ্ছ দীর্ঘ উদ্ধৃতিদান প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে বক্তব্য গুরুভার হয়ে ওঠে, তার জনপ্রিয়তায় খানিকটা অসুবিধা হয়। কিন্তু তা বাদ দিয়ে চলা একেবারেই অসম্ভব। মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় রাষ্ট্র বিষয়ে যেখানে উল্লেখ আছে তেমন সমস্ত জায়গা, অন্তত নির্ধারক জায়গাগুলিকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণাকারে আবশ্যিকভাবেই উদ্ধৃত করা উচিত, তাতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টি বিকাশ সম্পর্কে পাঠক স্বাধীনভাবে একটা ধারণা লাভ করবেন, সেই সঙ্গে বর্তমানে আধিপত্যকারী 'কাউৎস্কিপন্থীরা' তাদের যেসব বিকৃতি ঘটিয়েছে তা দলিলপত্রসহকারে প্রমাণিত ও জাজ্বল্যমান রূপে প্রদর্শিত হবে।

স্মরণ করা যাক ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সর্বাধিক প্রচারিত রচনা 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' থেকে, ১৮৯৪ সালে স্টুৎগার্ত থেকে তার ৬ষ্ঠ সংস্করণ ইতিমধ্যেই বেরিয়েছে। আমাদের অনুবাদ করে দিতে হচ্ছে মূল জার্মান থেকে, কেননা বহু রুশ অনুবাদ থাকলেও তার অধিকাংশই হয় অসম্পূর্ণ নয় অতি অসন্তোষজনক। নিজের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের খতিয়ান টেনে এঙ্গেলস বলছেন:

> 'রাষ্ট্র মোটেই বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি শক্তি নয়, সেই সঙ্গে, হেগেল যা বলতেন, 'নৈতিক ভাবের বাস্তবতা', 'প্রজ্ঞার প্রতিমা ও বাস্তবতা'ও নয়। রাষ্ট্র হল সমাজের একটা নির্দিষ্ট পর্বে বিকাশের ফল; রাষ্ট্র হল এই স্বীকৃতি যে, সমাজটা অমীমাংসেয় স্ববিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, এমন আপোসহীন বৈপরীত্যে ভেঙে পড়েছে যা থেকে মুক্তি লাভে সে অক্ষম। এই বৈপরীত্যগুলি, বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলি যাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও সমাজকে গ্রাস করে না বসে, তার জন্য দরকার পড়েছিল এমন একটি শক্তির যা দৃশ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান, যা সংঘর্ষকে নরম করে আনবে, তাকে 'শৃঙ্খলার' সীমানার মধ্যে ধরে রাখবে। সমাজ থেকে উদ্ভূত কিন্তু সমাজের ঊর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ক্রমেই বেশি করে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা এই শক্তিই হল রাষ্ট্র।' (১৭৭—১৭৮ পৃঃ, ৬ষ্ঠ জার্মান সংস্করণ।) (৩)

এখানে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার তাৎপর্যের প্রশ্নে মার্কসবাদের মূল ভাবনা অভিব্যক্ত হয়েছে পরিপূর্ণ স্পষ্টতায়। রাষ্ট্র হল শ্রেণী-বিরোধের **অমীমাংসেয়তার** ফল ও অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সেইখানে, সেই সময়, এবং সেই পরিমাণে, যেখানে, যে সময় এবং যে পরিমাণে বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রেণী-বিরোধের সমাধান হতে **পারছে** না। এবং বিপরীতে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, শ্রেণী-বিরোধ অমীমাংসেয়।

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক পয়েণ্টটি থেকেই সুরু হয় মার্কসবাদের বিকৃতি যা চলছে দুটি প্রধান ধারায়।

এক দিকে, তর্কাতীত ঐতিহাসিক ঘটনায় যাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, রাষ্ট্র আছে শুধু সেইখানে, যেখানে আছে শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রাম, সেই সব বুর্জোয়া ও বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়া মতপ্রবক্তা মার্কসকে একটু 'শুধরে নিচ্ছেন' এইভাবে যেন রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী-**মিটমাটের** সংস্থা। মার্কসের মতে শ্রেণী-মিটমাট সম্ভব হলে রাষ্ট্রের উদ্ভবও হত না, তা টিকেও থাকত না। মধ্যবিত্ত ও কূপমণ্ডূক অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিকদের কাছে দাঁড়াচ্ছে — প্রায়শই মার্কসের শুভাকাঙ্ক্ষী উদ্ধৃতি দিয়ে! — যে রাষ্ট্র নাকি ঠিক শ্রেণী-মিটমাটই করে থাকে। মার্কসের মতে, রাষ্ট্র হল শ্রেণী-**আধিপত্যের** সংস্থা, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণী **পীড়নের** সংস্থা, রাষ্ট্র হল এমন 'শৃঙ্খলার' প্রতিষ্ঠা, যাতে শ্রেণী-সংঘাত নরম করে এই পীড়নকে বিধিবদ্ধ ও কায়েম করে। পেটি বুর্জোয়া রাজনীতিকদের মতে, শৃঙ্খলার মানে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর পীড়ন নয়, একান্তরূপেই শ্রেণী-মিটমাট; সংঘাত নরম করার মানে নাকি মিটমাট করা, নিপীড়ক শ্রেণী উচ্ছেদের সংগ্রামে নিপীড়িত শ্রেণীর হাত থেকে নির্দিষ্ট কিছু উপায় ও উপকরণ ছিনিয়ে নেওয়া নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৭ সালের বিপ্লবে যখন রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও ভূমিকার প্রশ্নটি তার সমস্ত বিশালতায় সামনে দাঁড়ায়, কার্যক্ষেত্রে তা যখন হয়ে দাঁড়ায় অবিলম্বে কর্মের প্রশ্ন, তদুপরি গণ আয়তনে কর্মের প্রশ্ন, তখন সমস্ত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি (৪) ও মেনশেভিক (৫) তৎক্ষণাৎ ও পুরোপুরি 'রাষ্ট্র' কর্তৃক শ্রেণী-'মিটমাটের' পেটি বুর্জোয়া তত্ত্বে ঢলে পড়ে। এই দুই পার্টির রাজনীতিকদের অসংখ্য প্রস্তাব ও প্রবন্ধ 'মিটমাটের' এই মধ্যবিত্ত ও কূপমণ্ডূক তত্ত্বে সমূহ আচ্ছন্ন। রাষ্ট্র যে একটা নির্দিষ্ট

শ্রেণীর প্রভুত্বের সংস্থা, এ শ্রেণী যে তার প্রতিপক্ষের (তার বিপরীত শ্রেণীর) সঙ্গে মিটমাট করে নিতে **পারে না**, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র একথা কখনোই বুঝতে পারে না। আমাদের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা যে আদৌ সমাজতন্ত্রী নয় (যেটা আমরা বলশেভিকরা বরাবর দেখিয়ে এসেছি), প্রায়-সমাজতান্ত্রিক বুলিওয়ালা পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মাত্র, তার অতি জাজ্বল্যমান একটি প্রকাশ হল তাদের রাষ্ট্রের প্রতি মনোভাব।

অন্যদিকে, মার্কসবাদের 'কাউৎস্কি-মার্কা' বিকৃতিটা অনেক সূক্ষ্ম। রাষ্ট্র শ্রেণী-প্রভুত্বের সংস্থা, অথবা শ্রেণী-বৈপরীত্য অমীমাংসেয় — এর কোনোটাই 'তত্ত্বের দিক থেকে' অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু নজর পড়ছে না অথবা ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে এইটেয়: রাষ্ট্র যদি হয় শ্রেণী-বিরোধের অমীমাংসেয়তার ফল, তা যদি হয় সমাজের **ঊর্ধ্বে** দণ্ডায়মান ও '**ক্রমেই বেশি করে** সমাজ থেকে নিজেকে **বিচ্ছিন্ন করে তোলা**' এক শক্তি, তাহলে একথা পরিষ্কার যে শুধু জবরদস্তিমূলক বিপ্লবই নয়, রাষ্ট্রশক্তির যে যন্ত্রটা প্রভুত্বকারী শ্রেণীর সৃষ্টি, যার মধ্যে এই 'বিচ্ছেদ' কায়লাভ করেছে, **তাকেও বিলুপ্ত না করে** নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি অসম্ভব। তত্ত্বের দিক থেকে স্বতঃই পরিষ্কার এই সিদ্ধান্ত মার্কস টেনেছিলেন বিপ্লবের কর্তব্যটার মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ সুনির্দিষ্টতায়, তা আমরা পরে দেখব। এবং ঠিক এই সিদ্ধান্তটাই কাউৎস্কি... 'ভুলে বসেছেন' ও বিকৃত করেছেন, — পরে আমরা বিশদে তা দেখাব।

২। সশস্ত্র লোকের বিশেষ বাহিনী, কারাগার ইত্যাদি

'...পুরাতন গোত্র (কৌলিক বা উপজাতিমূলক) সংগঠনের (৬) বিপরীতে রাষ্ট্র,' এঙ্গেলস বলেছেন, 'প্রথমত, প্রজাদের আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করে...'

আমাদের কাছে এ বিভাগটা 'স্বাভাবিক' লাগে, কিন্তু তার জন্য সাবেকী গোত্র বা কৌলিক সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল।

'...দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল একটি সামাজিক শক্তির প্রতিষ্ঠা, যা সশস্ত্র শক্তি হিসাবে নিজেরাই সংগঠিত অধিবাসীদের সঙ্গে সরাসরি মিলে যাচ্ছে না। এই একটা আলাদা সামাজিক শক্তির দরকার, কারণ

সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হওয়ার সময় থেকে অধিবাসীদের স্বয়ংসক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে... প্রতিটি রাষ্ট্রেই এই সামাজিক শক্তিটা বর্তমান। শুধু সশস্ত্র লোক দিয়েই নয়, বৈষয়িক লেজুড়, কারাগার এবং নানাবিধ জবরদস্তিমূলক প্রতিষ্ঠান নিয়েও তা গড়া, যা গোত্র (কৌলিক) সমাজব্যবস্থায় ছিল অজ্ঞাত...'

সমাজ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু সমাজের ঊর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমাগত সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা যে 'শক্তি'টাকে রাষ্ট্র বলা হয়, তার পরিব্যাখ্যান দিচ্ছেন এঙ্গেলস। এ শক্তিটা প্রধানত কিসে? সশস্ত্র লোকের আলাদা বাহিনী, যাদের হাতে আছে কারাগার ইত্যাদি।

সশস্ত্র লোকেদের আলাদা বাহিনী বলার অধিকার আমাদের আছে, কেননা সমস্ত রাষ্ট্রের যা ধর্ম, সেই সামাজিক ক্ষমতাটা সশস্ত্র অধিবাসীদের সঙ্গে, তাদের 'স্বয়ংসক্রিয় সশস্ত্র সংগঠনের' সঙ্গে 'সরাসরি মিলে যাচ্ছে না।'

সমস্ত মহান বৈপ্লবিক চিন্তানায়কের মতো এঙ্গেলস সচেতন শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন ঠিক সেই ব্যাপারটায়, দলভারি মামুলিয়ানা যাকে মনে করে সবচেয়ে কম মনোযোগ্য, শুধু দৃঢ় নয়, বলা যেতে পারে, শিলীভূত সব কুসংস্কারে যা তাদের কাছে সর্বাধিক পবিত্রকৃত ও যাতে তারা অভ্যস্ত। রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার হল স্থায়ী বাহিনী আর পুলিস, তা না হলে কি আর চলে?

উনিশ শতকের শেষ দিককার যেসব ইউরোপীয়দের উদ্দেশে এঙ্গেলস এটা লিখেছিলেন, একটা বৃহৎ বিপ্লবের মধ্য দিয়েও যারা যায় নি ও তাকে কাছে থেকে দেখে নি, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এটা না হয়ে পারে না। 'অধিবাসীদের স্বয়ংসক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' জিনিসটা কী সেটা তাদের কাছে একেবারেই অবোধ্য। সমাজের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত, ক্রমাগত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সশস্ত্র লোকেদের আলাদা বাহিনীর (পুলিস, বারোমেসে ফৌজ) প্রয়োজন হল কেন এ প্রশ্নের জবাবে পশ্চিম ইউরোপীয় ও রুশী কূপমণ্ডুকেরা স্পেনসার কি মিখাইলভ্স্কির কাছ থেকে ধার করা দুটো বুলি দিতে, সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধি, বৃত্তি বিভাগ ইত্যাদির নজির দিতে উদ্‌গ্রীব।

মনে হয় নজিরগুলো যেন 'বৈজ্ঞানিক', আপোসহীন শত্রু শ্রেণীতে সমাজের যে বিভাগ এই প্রধান ও মূল কথাটা ঝাপসা করে মামুলী লোকেদের চমৎকার ঘুম পাড়িয়ে দেবে তা।

এই বিভাগটা না ঘটলে, 'অধিবাসীদের স্বয়ংসক্রিয় সশস্ত্র সংগঠন' তার জটিলতায়, টেকনিক ইত্যাদির উচ্চ মাত্রায় লাঠিধারী আদি বানর পাল, অথবা আদিম মানুষ, অথবা কৌলিক সমাজে সংগঠিত মানুষের সংগঠন থেকে পৃথক হত, কিন্তু এই সংগঠনটা সম্ভব হত।

তা কিন্তু সম্ভব হল না, কারণ সভ্য সমাজ শত্রু শ্রেণীতে, তদুপরি আপোসহীন শত্রু শ্রেণীতে বিভক্ত, তাদের 'স্বয়ংসক্রিয়' সশস্ত্রকরণের পরিণাম হত এই শ্রেণীগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম। দেখা দিল রাষ্ট্র, গড়ে উঠল আলাদা একটা শক্তি, সশস্ত্র লোকেদের আলাদা বাহিনী, এবং প্রতিটি বিপ্লব রাষ্ট্রযন্ত্রটা চূর্ণ করে অনাবৃত শ্রেণী-সংগ্রামটা আমাদের দেখায়, দেখায় কীভাবে প্রভুত্বকারী শ্রেণী তাদের সেবারত সশস্ত্র লোকেদের আলাদা বাহিনীগুলিকে নতুন করে গড়তে চায়, কীভাবে নিপীড়িত শ্রেণী গড়তে চায় সেই ধরনেরই নতুন সংগঠন, যা শোষকদের নয় শোষিতদের কাজে লাগতে সক্ষম।

উদ্ধৃত বক্তব্যে এঙ্গেলস তত্ত্বের দিক থেকে ঠিক সেই প্রশ্নটাই তুলেছেন যা কার্যক্ষেত্রে জাজ্বল্যমানরূপে এবং তদুপরি গণ কর্মের আয়তনে প্রতিটি মহাবিপ্লবই আমাদের সামনে হাজির করে, যথা: সশস্ত্র লোকেদের 'আলাদা' বাহিনী ও 'অধিবাসীদের স্বয়ংসক্রিয় সশস্ত্র সংগঠনের' পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন। রুশ ও ইউরোপীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে তার মূর্ত-নির্দিষ্ট নিদর্শন আমরা পরে দেখব।

এখন ফেরা যাক এঙ্গেলসের বক্তব্যে।

তিনি দেখিয়েছেন যে, কখনো কখনো, যেমন উত্তর আমেরিকার কোথাও কোথাও এই সামাজিক শক্তি দুর্বল (কথাটা হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে বিরল ব্যতিক্রম নিয়ে এবং উত্তর আমেরিকার প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী পর্বে তার যেসব অংশে স্বাধীন কলোনিস্টদের প্রাধান্য ছিল, তাদের নিয়ে), কিন্তু সাধারণভাবে বললে, তা প্রবল হচ্ছে:

> '...রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বিরোধ যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ হয় এবং পরস্পর-সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলি যে পরিমাণে বৃহদাকার ও জনবহুল হয়, সামাজিক শক্তিও সেই পরিমাণে বাড়তে থাকে। শুধু বর্তমান ইউরোপের দিকে একবার চেয়ে দেখুন, শ্রেণী-সংগ্রাম ও বিজয়-প্রতিযোগিতা এখানে

সামাজিক ক্ষমতাকে এমন উঁচুতে পেঁচিয়ে তুলেছে যে তা গোটা সমাজ, এমন কি রাষ্ট্রটা পর্যন্ত গিলে খাবে এমন বিপদ দেখা দিয়েছে...'

এটা লেখা হয়েছিল গত শতকের ৯০-এর দশকের পরে নয়। এঙ্গেলসের শেষ ভূমিকার তারিখ ১৬ই জুন ১৮৯১ সাল। তখন ট্রাস্টের পরিপূর্ণ প্রভুত্ব, বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের সর্বশক্তিমত্তা, বিপুল পরিসরে উপনিবেশিক কর্মনীতি ইত্যাদি সমস্ত অর্থেই সাম্রাজ্যবাদের দিকে মোড় ফেরা সবেমাত্র শুরু হয়েছে ফ্রান্সে, এবং উত্তর আমেরিকা ও জার্মানিতে তা তখনো আরও ক্ষীণ। তারপর থেকে 'বিজয়ের প্রতিযোগিতা' বিপুল পদক্ষেপ করেছে, বিশেষ করে এইজন্য যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় দেখা গেল যে ভূগোলক এই সব 'বিজয়-প্রতিযোগীদের' মধ্যে, অর্থাৎ বড়ো বড়ো লুঠেরা শক্তিদের মধ্যে চূড়ান্তরূপে বণ্টিত হয়ে গেছে।

তারপর সামরিক ও সামুদ্রিক অস্ত্রসজ্জা বেড়ে উঠেছে অবিশ্বাস্য মাত্রায়, এবং দুনিয়ার ওপর বৃটেন কিংবা জার্মানির প্রভুত্ব নিয়ে, লুঠের বাঁটোয়ারা নিয়ে ১৯১৪—১৯১৭ সালের যুদ্ধটায় হিংস্র রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক সমাজের সমস্ত শক্তির 'গলাধঃকরণ' ঘেঁসে এসেছে পরিপূর্ণ বিপর্যয়ের কাছে।

১৮৯১ সালেই বৃহৎ শক্তিগুলির বহির্নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে এঙ্গেলস 'বিজয়-প্রতিযোগিতার' উল্লেখ করেছিলেন আর ১৯১৪—১৯১৭ সালে যখন ঠিক এই প্রতিযোগিতাটাই বহুগুণ তীব্র হয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্ম দিল, সোশ্যাল-শভিনিজমের হারামজাদারা এখন 'পিতৃভূমি রক্ষা', 'প্রজাতন্ত্র ও বিপ্লব রক্ষা' ইত্যাদি বুলি দিয়ে 'নিজ নিজ' বুর্জোয়াদের লুঠেরা স্বার্থকে আড়াল করছে!

৩। রাষ্ট্র হল নিপীড়িত শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার

সমাজের ঊর্ধ্বস্থিত আলাদা সামাজিক শক্তিটার ভরণপোষণের জন্য দরকার ট্যাক্স ও রাষ্ট্রীয় ঋণ।

এঙ্গেলস লিখেছেন, '...সমাজের সংস্থাস্বরূপ রাজপুরুষেরা সামাজিক ক্ষমতা ও কর আদায়ের অধিকার থাকায় হয়ে দাঁড়ায় সমাজের

ঊর্ধ্বে। গোত্র (কৌলিক) সমাজের সংস্থাদি যে মুক্ত, স্বেচ্ছামূলক শ্রদ্ধা পেত, সেটা অর্জন করতে পারা যদি বা সম্ভব হত, তাহলেও তা আর এদের কাছে যথেষ্ট নয়...' রাজপুরুষদের পবিত্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তার বিশেষ আইন রচিত হয়। 'সবচেয়ে নগণ্য পুলিস কর্মচারীটাও' কুল প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশি 'ক্ষমতা'ধর, কিন্তু 'সমাজের কাছ থেকে বেত্রতাড়নাহীন যে শ্রদ্ধা' পেত কুলপতিরা তাতে সভ্য রাষ্ট্রের সামরিক ক্ষমতার কর্তাও ঈর্ষা বোধ করতে পারে।

রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্থা হিশেবে রাজপুরুষদের বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থার প্রশ্নটি এখানে তোলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে মূল কথাটার: সমাজের ঊর্ধ্বে তাদের বসায় কিসে? ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউন কীভাবে এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটার ব্যবহারিক সমাধান দিয়েছিল এবং ১৯১২ সালে কাউৎস্কি কীভাবে তার ওপর প্রতিক্রিয়াশীল ধামাচাপা দিয়েছেন, সেটা আমরা দেখব।

'...রাষ্ট্রের উদ্ভব যেহেতু শ্রেণী-বৈপরীত্য সামলে রাখার জন্য, অথচ রাষ্ট্র যেহেতু উঠেছে ঠিক এই শ্রেণী-সংঘাত থেকেই, তাই সাধারণত রাষ্ট্র হল সবচেয়ে পরাক্রান্ত, অর্থনৈতিকভাবে প্রভুত্বকারী শ্রেণীটির রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে এ শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক-ভাবেও প্রভুত্বকারী শ্রেণী এবং এইভাবে নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন ও শোষণের নতুন উপায় হাতে পায়...' শুধু এই নয় যে, কেবল প্রাচীন ও সামন্ত রাষ্ট্রগুলিই ছিল ক্রীতদাস ও ভূমিদাস সংস্থা, 'আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রও হল পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। তবে, ব্যতিক্রম হিশাবে এমন পর্ব দেখা যায় যখন যুধ্যমান শ্রেণীগুলি শক্তির এমন একটা ভারসাম্যে পৌঁছয় যাতে এদের মধ্যে আপাতদৃষ্ট মধ্যস্থ হিশেবে রাষ্ট্রক্ষমতা সাময়িকভাবে উভয়ের কাছ থেকেই খানিকটা পরিমাণ স্বাধীন হয়ে যায়...' এই রকম ছিল সতেরো ও আঠারো শতকের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, ফ্রান্সে প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বোনাপার্টতন্ত্র, জার্মানিতে বিসমার্ক।

যোগ করা যাক, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে দলন শুরু করার পর এই রকমই হয়েছে প্রজাতান্ত্রিক রাশিয়ায় কেরেন্স্কি সরকার, এমন এক মুহূর্তে

যখন পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বের কল্যাণে সোভিয়েতগুলি ইতিমধ্যেই হয়ে পড়েছে অক্ষম, অথচ সোজাসুজি তাদের বিতাড়িত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা বুর্জোয়ার এখনো নেই।

> এঙ্গেলস লিখেছেন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'ধন ক্ষমতা ভোগ করে পরোক্ষে, কিন্তু আরো নিশ্চিত রূপে' প্রথমত, 'রাজপুরুষদের সোজাসুজি ক্রয়' মারফত (আমেরিকা), দ্বিতীয়ত, 'শেয়ার বাজারের সঙ্গে সরকারের জোট' মারফত (ফ্রান্স ও আমেরিকা)।

বর্তমানকালে সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যাঙ্কপ্রভুত্ব যে কোনো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই ধনের সর্বশক্তিমত্তা রক্ষা ও কার্যকরী করার এই উভয় পদ্ধতিকেই 'বিকশিত করেছে' এক অসাধারণ বিদ্যায়। যেমন রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রথম মাসগুলোয়, বলা যেতে পারে, কোয়ালিশন সরকারে বুর্জোয়ার সঙ্গে 'সমাজতন্ত্রী' সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের পরিণয় বন্ধনের মধুমাসে, পুঁজিবাদ ও তাদের দস্যুবৃত্তিকে, সামরিক ঠিকাদারি মারফত রাজকোষ লুণ্ঠনকে সংযত করার সমস্ত ব্যবস্থাকে এই যে বানচাল করলেন শ্রী পালচিনস্কি, তারপর মন্ত্রিপরিষদ থেকে বিদায় নেবার পর (অবশ্যই একই রকম আর এক পালচিনস্কির জন্য স্থান ছেড়ে) বছরে ১,২০,০০০ রুবল বেতনের চাকুরিতে 'পুরস্কৃত' হলেন পুঁজিপতিদের কাছে — এটাকে কী বলা যাবে? এটা কি সোজাসুজি ক্রয়, নাকি সোজাসুজি নয়? সরকারের সঙ্গে সিণ্ডিকেটদের জোট, নাকি 'মাত্র' বন্ধুত্ব? কী ভূমিকা নিচ্ছেন চের্নোভ, সেরেতেলি, আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ এবং স্কবেলেভরা? কোটিপতি রাজকোষ-চোরদের সঙ্গে তারা প্রত্যক্ষ নাকি কেবল পরোক্ষ সহযোগী?

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'ধনের' সর্বশক্তিমত্তা এই কারণে নিশ্চিত যে, রাজনৈতিক যন্ত্রব্যবস্থাটার কোনো কোনো ত্রুটি ও পুঁজিবাদের রাজনৈতিক খোলাটার নিকৃষ্টতার ওপর তার ভাগ্য নির্ভর করে না। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল পুঁজিবাদের যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট খোলা, তাই (পালচিনস্কি, চের্নোভ, সেরেতেলি কোং মারফত) এই শ্রেষ্ঠ খোলাটাকে দখল করে পুঁজি তার ক্ষমতা কায়েম করছে এতই পাকা, এতই নিশ্চিতরূপে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তিবিশেষ, প্রতিষ্ঠান বা পার্টি, কোনো কিছুর কোনো বদলেই সে ক্ষমতা টলবে না।

আরো বলা দরকার যে, এঙ্গেলস সার্বজনীন ভোটাধিকারকেও বুর্জোয়া প্রভুত্বের হাতিয়ার বলেছেন পরিপূর্ণ সুনির্দিষ্টতায়। স্পষ্টতই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা মনে রেখে তিনি বলেছেন, সার্বজনীন ভোটাধিকার হল —

> 'শ্রমিক শ্রেণীর সাবালকত্বের সূচক। বর্তমান রাষ্ট্রে আর বেশি কিছু তা দিতে পারে না, কখনো দেবে না।'

আমাদের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের মতো পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা এবং তাদের সহোদর ভ্রাতা, পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত সোশ্যাল-শভিনিস্ট ও সুবিধাবাদীরা সার্বজনীন ভোটাধিকার থেকে ঠিক ওই 'বেশি কিছু'টারই আশা করে। '**বর্তমান** রাষ্ট্রে' সার্বজনীন ভোটাধিকার বুঝি বা সত্যই অধিকাংশ মেহনতীর অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে তা রূপায়িত করতে সক্ষম এই অলীক ধারণাটা তারা নিজেরা পোষণ করে ও জনগণকে বোঝায়।

এখানে আমরা এই ভ্রান্ত ধারণাটার মাত্র উল্লেখ করেই থামছি, শুধু এইটুকুই বলছি যে, এঙ্গেলসের একান্তই সুস্পষ্ট, যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট উক্তিটাকে সরকারী (অর্থাৎ সুবিধাবাদী) সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলির প্রচার ও আন্দোলনে প্রতিপদেই বিকৃত করা হচ্ছে। এঙ্গেলস এই ধারণাটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করেছেন, তার সমস্ত মিথ্যার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে '**বর্তমান**' রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতামত নিয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনায়।

এঙ্গেলস তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় পুস্তকটিতে নিজ দৃষ্টিভঙ্গির সারার্থ টেনেছেন নিম্নোক্ত কথায়:

> 'তাই, রাষ্ট্র রয়েছে চিরকাল থেকে নয়। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলেছে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতার ধারণাও তাদের ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের ভাঙনের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িত, সেই মাত্রায় এই ভাঙনের ফলে রাষ্ট্র আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এখন দ্রুত পদে উৎপাদন বিকাশের এমন একটা পর্যায়ের কাছে যাচ্ছি, যখন এই সব শ্রেণীর অস্তিত্ব আর আবশ্যক থাকছে না শুধু তাই নয় — উৎপাদনের সোজাসুজি বাধা

হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতীতে শ্রেণীর উদয় যেমন ছিল অনিবার্য, তেমনি অনিবার্যই হবে তাদের লুপ্তি। শ্রেণী-লোপের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবেই লোপ পাবে রাষ্ট্র। উৎপাদকদের মুক্ত ও সমাধিকারী সমিতির ভিত্তিতে নতুনভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠাবে সেইখানে, যেটা হবে তখন তার যোগ্য স্থান: চরকা ও ব্রোঞ্জ কুঠারের পাশে পুরাবস্তুর যাদুঘরে।'

সাম্প্রতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রচার ও আন্দোলনমূলক সাহিত্যে এ উদ্ধৃতিটা তেমন ঘন ঘন দেখা যায় না। এমনকি যেখানে দেখা যায় সেখানেও এটা তোলা হয় প্রধানত এমনভাবে যেন দেবপটের সামনে প্রণাম জানানো হল, অর্থাৎ এঙ্গেলসের প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য, 'সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরাবস্তুর যাদুঘরে পাঠানোর' মধ্য দিয়ে যা সূচিত হচ্ছে, বিপ্লবের সেই পরিধিটা যে কত গভীর ও প্রশস্ত তা নিয়ে ভাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা হয় না। এঙ্গেলস যাকে রাষ্ট্রযন্ত্র বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার বোধটাও দেখা যায় না।

৪। রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরা' ও বলাভিত্তিক বিপ্লব

রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরা' নিয়ে এঙ্গেলসের কথাটা এতই সুবিদিত, এতই ঘন ঘন তা উদ্ধৃত হয় এবং মার্কসবাদকে সুবিধাবাদ রূপে চালাবার অতি প্রচলিত কারচুপিটার মূল কথাটা কী তা এতে এতই স্পষ্ট করে দেখা যায় যে, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। কথাটা যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে তার পুরো বক্তব্যটা তুলে দিচ্ছি:

'প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে উৎপাদন উপায়গুলি সর্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে। কিন্তু তাতে করে সে নিজেই প্রলেতারিয়েত হিশেবে নিজেকে বিলুপ্ত করে, তাতে করে সে সমস্ত শ্রেণী-পার্থক্য ও শ্রেণী-বৈপরীত্য এবং রাষ্ট্র হিশেবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিলুপ্ত করে। শ্রেণী-বৈপরীত্যে যা চলে এমন সব অতীত ও অদ্যাবধি বর্তমান সমাজের পক্ষে আবশ্যক ছিল রাষ্ট্র অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর উৎপাদনের বাহ্যিক সর্ত রক্ষার জন্য, অর্থাৎ বিশেষ করে, উৎপাদনের নির্দিষ্ট পদ্ধতিটির দ্বারা স্থিরীকৃত দমনের সর্তে (দাসত্ব, ভূমিদাসত্ব,

মজুরি-শ্রম) শোষিত শ্রেণীটিকে জোর করে ধরে রাখার জন্য। শোষক শ্রেণীর সংগঠন রাষ্ট্র ছিল গোটা সমাজের সরকারী প্রতিনিধি, দৃশ্যগোচর সংস্থায় সমাজের পুঞ্জীভবন, কিন্তু সেটা শুধু সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে রাষ্ট্র হল স্বকালে গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেণীটার রাষ্ট্র। প্রাচীন কালে তা ছিল রাষ্ট্রের নাগরিক ক্রীতদাস-মালিকদের রাষ্ট্র, মধ্যযুগে সামন্ত অভিজাতদের এবং আমাদের কালে বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যখন শেষপর্যন্ত সত্যি করেই হয়ে উঠছে গোটা সমাজের প্রতিনিধি, তখন সে নিজেকেই অবান্তর করে তুলছে। দমন করে রাখার মতো কোনো সামাজিক শ্রেণী যখন আর থাকবে না, শ্রেণী-প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদনের বর্তমান নৈরাজ্য থেকে প্রসূত পৃথক অস্তিত্বের যে সংগ্রাম আর তার সঙ্গে সঙ্গে সে সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষ ও বলাৎকার যখন অদৃশ্য হবে, তখন দমন করার মতোও কিছু থাকবে না, দমনের একটা আলাদা ক্ষমতার আবশ্যকতা, রাষ্ট্রের আবশ্যকতাও আর থাকবে না। সমাজের পক্ষ থেকে সমস্ত উৎপাদন উপায় গ্রহণ— এই যে প্রথম কর্মটি মারফত রাষ্ট্র এগিয়ে আসবে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিশাবে, তাই হল যুগপৎ রাষ্ট্র হিশাবে তার শেষ স্বাধীন ক্রিয়া। সমাজ সম্পর্কে রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তক্ষেপ তখন একের পর এক ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে দাঁড়াবে ও নিজে থেকেই ঝরে যাবে। লোকের ওপর শাসনের বদলে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনা। রাষ্ট্র 'খারিজ হয়' না, **তা শুকিয়ে মরে**; এই দিক থেকে 'মুক্ত জনরাষ্ট্র' কথাটির বিচার করা দরকার, কথাটার অস্তিত্বের একটা সাময়িক প্রচারমূলক অধিকার আছে, কিন্তু শেষ বিচারে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে তা অসিদ্ধ। রাতারাতি রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করতে হবে, তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীদের এই দাবিকেও বিচার করতে হবে এই দিক থেকে।' ('অ্যান্টি-দ্যুরিঙ'। 'ওগেন দ্যুরিঙ কর্তৃক বিজ্ঞান উৎখাত', ৩০১—৩০৩ পৃঃ, তৃতীয় জার্মান সংস্করণ।)

ভুলের আশঙ্কা না রেখে বলা যায় যে, এঙ্গেলসের এই আশ্চর্য চিন্তাসমৃদ্ধ বক্তব্যের মধ্য থেকে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সত্যকার সম্পদ হয়েছে কেবল এইটুকু যে 'রাষ্ট্র খারিজের' নৈরাজ্যবাদী মতবাদের বদলে মার্কসের মতে রাষ্ট্র 'শুকিয়ে মরে'।

মার্কসবাদকে এইভাবে ছেঁটে নেওয়ার অর্থ তাকে সুবিধাবাদে টেনে আনা, কেননা এই রূপ 'ব্যাখ্যায়' থাকছে কেবল একটা ধীর, সমমাত্রিক ক্রমিক পরিবর্তনের ঝাপসা ধারণা — উল্লম্ফন ও ঝটিকা নেই, বিপ্লব নেই, এই ঝাপসা ধারণা। রাষ্ট্র 'শুকিয়ে মরার' চলতি, বহুপ্রচলিত, বলা যায় গণআয়তনের এই বোধটার অর্থ নিঃসন্দেহেই বিপ্লবকে নাকচ না করলেও অন্তত তাকে আড়াল করা।

অথচ এই ধরনের 'ব্যাখ্যা' হল মার্কসবাদের অতি স্থূল, বুর্জোয়ার পক্ষে সুবিধাজনক একটা বিকৃতি; এঙ্গেলসের যে 'সংক্ষিপ্তসার' বক্তব্য আমরা পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছি, এমনকি সেটারও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাচক্র ও যুক্তির প্রতি উপেক্ষাই তার তাত্ত্বিক ভিত্তি।

প্রথমত, এ বক্তব্যের গোড়াতেই এঙ্গেলস বলছেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে প্রলেতারিয়েত 'তদ্দ্বারাই রাষ্ট্র হিশেবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপ করে'। তার মানে কী, তা নিয়ে ভাবনা করার 'চল নেই'। হয় এটাকে একেবারেই উপেক্ষা করা হয়, নয় ধরা হয় ওটা এঙ্গেলসের 'হেগেলীয় দুর্বলতা' ধরনের একটা কিছু বলে। আসলে এই কথাগুলোয় সংক্ষেপে অভিব্যক্ত হয়েছে মহত্তম একটি প্রলেতারীয় বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা, যা নিয়ে উপযুক্ত স্থানে বিশদ আলোচনা হবে। আসলে এঙ্গেলস এখানে প্রলেতারীয় বিপ্লব কর্তৃক **বুর্জোয়া** রাষ্ট্র 'উচ্ছেদের' কথা বলছেন, যেক্ষেত্রে শুকিয়ে মরার কথাটা প্রযোজ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের **পর প্রলেতারীয়** রাষ্ট্রপাটের অবশেষগুলো সম্পর্কে। এঙ্গেলসের মতে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র 'শুকিয়ে মরে না,' বিপ্লবে তার **'উচ্ছেদ হয়'** প্রলেতারিয়েতের হাতে। শুকিয়ে যা মরে সেটা এ বিপ্লবের পর প্রলেতারীয় রাষ্ট্র অথবা অর্ধরাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র হল 'দমনের আলাদা একটা ক্ষমতা'। এই চমৎকার ও অতি সুগভীর সংজ্ঞাটা এঙ্গেলস এখানে দিয়েছেন পুরোপুরি স্পষ্টতায়। এ থেকে দাঁড়ায় এই যে, বুর্জোয়া কর্তৃক প্রলেতারিয়েতকে, মুষ্টিমেয় ধনী কর্তৃক কোটি কোটি মেহনতীকে 'দমনের আলাদা ক্ষমতাটাকে' বদলাতে হবে প্রলেতারিয়েত কর্তৃক বুর্জোয়াকে 'দমনের আলাদা ক্ষমতা' দিয়ে (প্রলেতারীয় একনায়কত্ব)। এইটেই হল 'রাষ্ট্র হিশেবে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ', এইটেই হল সমাজের পক্ষ থেকে উৎপাদনের উপায় অধিকারের সেই 'কর্ম'। স্বতই স্পষ্ট যে, একটা (বুর্জোয়া) 'আলাদা ক্ষমতা'কে অন্য (প্রলেতারীয়)

একটা 'আলাদা ক্ষমতা' দিয়ে বদলানো যায় না 'শুকিয়ে মরার' ধরনে।

তৃতীয়ত, 'শুকিয়ে মরা,' এমনকি আরো প্রকট ও বর্ণাঢ্য 'ঝরে পড়ার' কথা এঙ্গেলস অতি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টরূপে বলেছেন 'সমগ্র সমাজের পক্ষ থেকে উৎপাদনের উপায় অধিকারের' **পরেকার** অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের **পরেকার** যুগটা প্রসঙ্গে। আমরা সবাই জানি যে, সে সময় 'রাষ্ট্রের' রাজনৈতিক রূপটা হল সর্বাধিক পরিপূর্ণ গণতন্ত্র। কিন্তু নির্লজ্জের মতো মার্কসবাদ বিকৃতিকারী সুবিধাবাদীদের কারো মাথাতেই এটা ঢোকে নি যে, এঙ্গেলস এখানে, সুতরাং, **গণতন্ত্রের** 'ঝরে পড়া' বা 'শুকিয়ে মরার' কথা বলছেন: প্রথম দৃষ্টিতে এটা খুবই আশ্চর্য মনে হবে। কিন্তু এটা 'দুর্বোধ্য' ঠেকবে শুধু তার কাছে যে ভেবে দেখে নি যে, গণতন্ত্রও রাষ্ট্র, এবং সেইহেতু যখন রাষ্ট্র লোপ পায় তখন গণতন্ত্রও লোপ পায়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ করতে' পারে কেবল বিপ্লব। সাধারণভাবে রাষ্ট্র, অর্থাৎ পরিপূর্ণতম গণতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব কেবল 'শুকিয়ে মরা'।

চতুর্থত, 'রাষ্ট্র শুকিয়ে মরে' এই চমৎকার প্রতিপাদ্য হাজির করে এঙ্গেলস সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে তাঁর এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রতিপাদ্যটা সুবিধাবাদী ও নৈরাজ্যবাদী উভয়েরই বিরুদ্ধে। এবং তা করতে গিয়ে এঙ্গেলস 'রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার' প্রতিপাদ্য থেকে সেই সিদ্ধান্তটাকেই পুরোভাগে রেখেছেন যা সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত।

বাজি রেখে বলা যায় যে, রাষ্ট্র 'শুকিয়ে মরার' কথাটা যারা পড়েছে বা শুনেছে তাদের ১০,০০০ জনের মধ্যে ৯,৯৯০ জনের জানা নেই বা মনে নেই যে, প্রতিপাদ্যটা থেকে এঙ্গেলস তাঁর সিদ্ধান্ত টেনেছেন **কেবলমাত্র** নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই **নয়**। আর বাকি দশ জনের মধ্যে নয় জনই নিশ্চয় জানে না 'স্বাধীন জনরাষ্ট্র' জিনিসটা কী এবং কেন এ ধ্বনিকে আক্রমণ করা মানে সুবিধাবাদীদের আক্রমণ করা। এইভাবেই লেখা হয় ইতিহাস! এইভাবেই একটা মহান বৈপ্লবিক মতবাদের ওপর অলক্ষ্যে কারচুপি চলে প্রচলিত গতানুগতিকতার স্বার্থে। নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তটা হাজার বার পুনরুক্ত হয়েছে, ছেঁদো করে তোলা হয়েছে, মাথায় ঢোকানো হয়েছে অতি সরলরূপে, অর্জন করেছে কুসংস্কারের কায়েমিত্ব। আর সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তটা ধামাচাপা পড়েছে, 'ভুলে যাওয়া হয়েছে'!

'স্বাধীন জনরাষ্ট্র' ছিল ৭০-এর দশকে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কর্মসূচিগত দাবি ও চলতি ধ্বনি। গণতন্ত্রের কূপমণ্ডূক-বাগাড়ম্বরী বর্ণনা

ছাড়া এ ধ্বনির মধ্যে রাজনৈতিক সারবস্তু কিছু নেই। এ ধ্বনির মধ্যে যে পরিমাণে বৈধভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইঙ্গিত দেওয়া যেত, সেই পরিমাণে 'সাময়িকভাবে' আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এঙ্গেলস এ ধ্বনিটিকে 'সমর্থন করতে' রাজী ছিলেন। কিন্তু ধ্বনিটি ছিল সুবিধাবাদীসুলভ, কেননা তাতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ওপর রঙের প্রলেপই শুধু দেওয়া হচ্ছিল না, সাধারণভাবে সমস্ত রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার বোধাভাবও প্রকাশ পাচ্ছিল। পুঁজিবাদের আমলে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাষ্ট্রের সেরা রূপ হিশেবে আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে, কিন্তু একথা ভোলার কোনো অধিকার আমাদের নেই যে, সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেও মজুরি-দাসত্বই হল জনগণের ভাগ্য। তাছাড়া, প্রতিটি রাষ্ট্রই হল নিপীড়িত শ্রেণীকে 'দমনের আলাদা একটা ক্ষমতা'। সেইজন্য **প্রতিটি** রাষ্ট্রই অ-মুক্ত ও অ-জন। ৭০-এর দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের পার্টি কমরেডদের একথা একাধিকবার বুঝিয়েছেন (৭)।

পঞ্চমত, এঙ্গেলসের যে রচনাটা থেকে সবাই রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার কথাটা মনে রাখে, তাতেই আছে বলভিত্তিক বিপ্লবের তাৎপর্যের কথা। তার ভূমিকার ঐতিহাসিক যে খতিয়ান এঙ্গেলস দিয়েছেন সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলভিত্তিক বিপ্লবের এক সত্যকার স্তবগানের মতো। এটা 'কারো মনে নেই', কথাটার তাৎপর্য নিয়ে বলা এমনকি ভাবাও বর্তমান সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলিতে চল নেই, জনগণের মধ্যে দৈনন্দিন প্রচার ও আন্দোলনে এ ভাবনাটা কোনোই ভূমিকা নেয় না। অথচ রাষ্ট্র 'শুকিয়ে মরার' সঙ্গে তা এক সুসমঞ্জস সমগ্রে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

এঙ্গেলস বলছেন:

> (অশুভ সাধন ছাড়া) '...ইতিহাসে বলপ্রয়োগের যে অন্য ভূমিকাও আছে, বিপ্লবী ভূমিকা, মার্কসের কথায় তা যে নতুনে অন্তঃসত্ত্বা প্রতিটি সাবেকী সমাজের ধাত্রী(৮), সমাজ আন্দোলন যার মাধ্যমে নিজের পথ করে নিয়ে শিলীভূত মৃত রাজনৈতিক আধারটা চূর্ণ করে বলপ্রয়োগ যে সেই অস্ত্র, এ সবকিছু সম্পর্কে শ্রী দ্যুরিঙ একটি কথাও বলেন নি। দীর্ঘশ্বাস ও কাতরোক্তির সঙ্গে তিনি শুধু এই সম্ভাবনাটুকু মেনেছেন যে, শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য হয়ত-বা বলপ্রয়োগের দরকার হবে, যেটা খেদের কথা! কেননা দেখুন না, সমস্ত

বলপ্রয়োগই যে বলপ্রয়োগকারীকে নীতিভ্রষ্ট করে। অথচ একথা বলা হচ্ছে প্রতিটি বিজয়ী বিপ্লবের ফলে যে নৈতিক ও ভাবগত জোয়ার দেখা গেছে তা সত্ত্বেও! এ কথা বলা হচ্ছে জার্মানিতে, যেখানে একটা বলাত্মক সংঘাতের (যা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে) অন্তত এইটুকু সুবিধা থাকবে যে, ত্রিশবর্ষ যুদ্ধের(৯) হীনতা থেকে জাতীয় চেতনায় যে দাস্যবোধ ঢুকেছে তা কেটে যাবে। আর এই নিষ্প্রভ, শিথিল, নির্বীর্য পাদ্রীমার্কা ভাবনাটাই কিনা ইতিহাসে জ্ঞাত সর্বাধিক বিপ্লবী একটা পার্টির ওপর চেপে বসার স্পর্ধা করছে!' (তৃতীয় জার্মান সংস্করণের ৪র্থ পরিচ্ছেদের শেষে ২য় বিভাগে, ১৯৩ পৃঃ।)

১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল অর্থাৎ একেবারে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এঙ্গেলস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের জন্য একরোখার মতো বলভিত্তিক বিপ্লবের এই যে প্রশস্তি গেয়েছেন তাকে রাষ্ট্র 'শুকিয়ে মরার' তত্ত্বের সঙ্গে একক মতবাদে মেলানো যায় কী করে?

সাধারণত এ দুটিকে মেলানো হয় পল্লবগ্রাহিতায়, নিজের খুশি মতো (অথবা ক্ষমতাধরদের তোষণার্থে) নীতিহীন অথবা কূটতার্কিকের মতো কখনো বা একটা যুক্তি কখনো অন্য যুক্তিটাকে আঁকড়ে ধরে, এবং শতকরা নিরানব্বইটা ক্ষেত্রেই, যদি বা তার চেয়ে না বেশি, সামনে তুলে ধরা হয় ঠিক 'শুকিয়ে মরাটাই'। দ্বান্দ্বিকতার স্থান নেয় পল্লবগ্রাহিতা: একালের সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে এটা অতি চলতি, অতি ব্যাপক একটা ঘটনা। এই রকম বদল অবশ্য নতুন কিছু নয়, চিরায়ত গ্রীক দর্শনের ইতিহাসেও সেটা দেখা গেছে। মার্কসবাদের ওপর সুবিধাবাদের কারচুপি চালাবার সময় দ্বান্দ্বিকতার বদলে পল্লবগ্রাহিতা চালালে জনগণকে ঠকানো সহজ হয়, তাতে আপাতদৃশ্য এই একটা তৃপ্তি মেলে যেন প্রক্রিয়ার সবকটি দিক, বিকাশের সবকিছু প্রবণতা, সমস্ত বিরোধাত্মক প্রভাব ইত্যাদির হিশেব নেওয়া হয়েছে, অথচ আসলে সমাজের বিকাশ প্রক্রিয়ার কোনো সামগ্রিক ও বৈপ্লবিক উপলব্ধি তা থেকে আসে না।

আমরা আগেই বলেছি ও পরে বিশদে দেখাব যে, বলভিত্তিক বিপ্লবের অনিবার্যতা বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র (প্রলেতারীয় একনায়কত্ব) দিয়ে তার বদলটা ঘটতে পারে না 'শুকিয়ে মরার' পথে, ঘটতে পারে সাধারণত কেবল বলভিত্তিক

বিপ্লবেই। এঙ্গেলস তার যে প্রশস্তি গেয়েছেন এবং মার্কসের একাধিক উক্তির সঙ্গে যা পুরোপুরি মেলে — (স্মরণ করা যাক 'দর্শনের দারিদ্র্য' ও 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'এর শেষাংশ, যাতে বলভিত্তিক বিপ্লবের অনিবার্যতা নিয়ে স্পর্ধিত ও প্রকাশ্য বিবৃতি আছে; স্মরণ করা যাক প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৮৭৫ সালে গোথা কর্মসূচির(১০) সমালোচনা, যেখানে মার্কস এ কর্মসূচির সুবিধাবাদে নির্মম কষাঘাত করেছেন) — সে প্রশস্তিটা মোটেই 'দুর্বলতার' ব্যাপার নয়, মোটেই বাগাড়ম্বর নয়, মোটেই একটা বিতর্কের চাল নয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের **সমস্ত** মতবাদের মূলে আছে বলভিত্তিক বিপ্লবের **এই রূপ** ও ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই জনগণকে নিয়মিতরূপে শিক্ষিত করে তোলার আবশ্যকতা। তাঁদের মতবাদের প্রতি বর্তমানে প্রভুত্বকারী সোশ্যাল-শভিনিস্ট ও কাউৎস্কিপন্থী ধারাগুলির বিশ্বাসঘাতকতা অতি প্রকটরূপে ফুটে ওঠে এই থেকে যে, **সেরকম** প্রচার ও সেরকম আন্দোলন এই উভয় ধারাই বিস্মৃত হয়েছে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বদলে প্রলেতারীয় রাষ্ট্র বলভিত্তিক বিপ্লব ছাড়া অসম্ভব। প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বিলোপ, অর্থাৎ সমস্ত রাষ্ট্রের বিলোপ 'শুকিয়ে মরার' পথে ছাড়া অসম্ভব।

এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির বিস্তারিত ও মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিব্যাখ্যান মার্কস ও এঙ্গেলস দিয়ে গেছেন আলাদা আলাদা প্রতিটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিচার করে, পৃথক পৃথক প্রতিটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে। তাঁদের মতবাদের এই নিঃসন্দেহেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশেই এবার আমরা আসছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র ও বিপ্লব। ১৮৪৮—১৮৫১ সালের অভিজ্ঞতা

১। বিপ্লবের প্রাক্কাল

পরিণত মার্কসবাদের প্রথম রচনা 'দর্শনের দারিদ্র্য' ও 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' ঠিক ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রাক্কাল নিয়ে। এই কারণে মার্কসবাদের সাধারণ মূলনীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমরা পাই তখনকার প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কিছুটা পরিমাণ প্রতিফলন এবং সেই হেতু ১৮৪৮—১৮৫১ সালের অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত টানার অব্যবহিত আগে এই সব রচনায় লেখকেরা রাষ্ট্র সম্পর্কে কী বলছেন সেটা দেখে নেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে।

'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে মার্কস লিখছেন: 'বিকাশের গতিপথে শ্রমিক শ্রেণী পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে এমন সমিতি স্থাপন করবে যাতে শ্রেণী ও তাদের বৈপরীত্য বর্জিত হবে; সত্যকার কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতাও থাকবে না, কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বৈপরীত্যের সরকারী অভিব্যক্তি।' (১৮৮৫ সালের জার্মান সংস্করণের ১৮২ পৃঃ।)

শ্রেণী-লোপের পর রাষ্ট্র-অন্তর্ধানের এই সাধারণ প্রতিপাদ্যের সঙ্গে মাস কয়েক পরে ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'এ মার্কস ও এঙ্গেলস যে প্রতিপাদ্যটা দিয়েছেন তার একটা তুলনা শিক্ষাপ্রদ হবে:

'...প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ পর্যায়গুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা বিদ্যমান সমাজের অভ্যন্তরে ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন

গৃহযুদ্ধ অনুসরণ করে গেছি সেই বিন্দু পর্যন্ত যখন তা পরিণত হচ্ছে প্রকাশ্য বিপ্লবে এবং প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়ার বলাত্মক উৎখাত মারফত স্বীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছে...

'...আমরা আগেই দেখেছি যে, শ্রমিক বিপ্লবের প্রথম ধাপই হল শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের রূপান্তর' (আক্ষরিক অর্থে উন্নয়ন), 'গণতন্ত্র জয়।

'প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক প্রভুত্ব কাজে লাগাবে বুর্জোয়ার কাছ থেকে সমস্ত পুঁজি ক্রমে ক্রমে কেড়ে নেওয়া, রাষ্ট্রের অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার কেন্দ্রীভূত করা, এবং যথাসম্ভব দ্রুত উৎপাদন শক্তির সমষ্টি বাড়িয়ে তোলার জন্য।' (১৯০৬ সালের ৭ম জার্মান সংস্করণের ৩১ ও ৩৭ পৃঃ।)

এখানে আমরা দেখতে পাই রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কসবাদের অতি লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণার যথা 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের' (প্যারিস কমিউনের পরে মার্কস ও এঙ্গেলস যা বলতে শুরু করেছিলেন) সূত্রায়ন, এবং তাছাড়া, রাষ্ট্রের অতিশয় চিত্তাকর্ষক একটি সংজ্ঞা, যেটিও মার্কসবাদের 'বিস্মৃত বাণীর' অন্তর্ভুক্ত: **'রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েত।'**

সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির প্রচলিত প্রচার ও আন্দোলনমূলক সাহিত্যে রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞাটা কদাচ ব্যাখ্যাত হয় নি, তাই শুধু নয়। এটাকে একেবারেই ভুলে বসা হয়েছে, কেননা সংস্কারবাদের সঙ্গে তা একেবারেই বেখাপ্পা; 'গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ বিকাশ' নিয়ে চলতি সুবিধাবাদী কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূক মোহের ওপর তা চপেটাঘাত করে।

রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের দরকার, এই কথার পুনরুক্তি করে সমস্ত সুবিধাবাদী, সোশ্যাল-শভিনিস্ট ও কাউৎস্কিপন্থীরা বিশ্বাস করতে বলে সেইটেই নাকি মার্কসের মত এবং এইটে যোগ করতে **'ভোলে'** যে, প্রথমত, মার্কসের মতে, প্রলেতারিয়েতের দরকার শুকিয়ে মরতে-থাকা রাষ্ট্র, অর্থাৎ এমনভাবে তা গড়া যাতে অবিলম্বেই শুকিয়ে মরা শুরু হবে, এবং শুকিয়ে না মরে পারবে না। এবং দ্বিতীয়ত, মেহনতীদের দরকার 'রাষ্ট্র', 'অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েত'।

রাষ্ট্র হল ক্ষমতার একটা বিশেষ সংগঠন, কোনো একটা শ্রেণী দমনের

জন্য বলপ্রয়োগের সংগঠন। কোন্ শ্রেণীকে দমন করা প্রলেতারিয়েতের দরকার? অবশ্যই কেবল শোষক শ্রেণী, অর্থাৎ বুর্জোয়াকে। মেহনতীদের রাষ্ট্র দরকার কেবল শোষকদের প্রতিরোধ দমনের জন্য আর শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী শ্রেণী হিশেবে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তাকে সম্পূর্ণ উৎখাতে সমস্ত মেহনতী ও শোষিতদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম এমন একমাত্র শ্রেণী হিশেবে কেবল প্রলেতারিয়েতই সে দমনে নেতৃত্ব দিতে ও দমন কার্যকরী করতে সমর্থ।

শোষক শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক প্রভুত্ব দরকার শোষণ বজায় রাখার স্বার্থে, অর্থাৎ জনগণের বিপুল অধিকাংশের বিরুদ্ধে নগণ্য অল্পাংশের অর্থগৃধ্নু স্বার্থে। শোষিত শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক প্রভুত্ব দরকার সমস্ত শোষণের পরিপূর্ণ বিলোপের স্বার্থে, অর্থাৎ নগণ্য সংখ্যাল্প আধুনিক দাসমালিক বা জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপুল অধিকাংশের স্বার্থে।

পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, ভেকধারী এই যে সমাজতন্ত্রীরা শ্রেণী-সংগ্রামের স্থলে এনেছে শ্রেণী-সমঝোতার স্বপ্ন, তারা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরটাকেও কল্পনা করেছে একটা স্বপ্নের আকারে, শোষক শ্রেণীর প্রভুত্ব উচ্ছেদ হিশেবে নয়, সংখ্যাধিকের কাছে স্বীয় কর্তব্যে সচেতন সংখ্যাল্পের শান্তিপূর্ণ বশ্যতা গ্রহণ হিশাবে। শ্রেণী-ঊর্ধ্ব রাষ্ট্র স্বীকারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এই পেটি বুর্জোয়া ইউটোপিয়াটি কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে মেহনতী শ্রেণীগুলির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায়, যা দেখা গেছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে, যা দেখা গেছে ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও অন্যান্য দেশে বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় 'সমাজতান্ত্রিক' যোগদানের অভিজ্ঞতায় (১১)।

সারা জীবন মার্কস লড়াই করেছেন এই পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সঙ্গে, বর্তমানে যা রাশিয়ায় পুনর্জন্ম নিচ্ছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক পার্টিতে। শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদকে মার্কস সুসঙ্গতভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন রাজনৈতিক ক্ষমতার, রাষ্ট্রের মতবাদে।

বুর্জোয়ার প্রভুত্ব উৎখাত করা সম্ভব কেবল এক বিশেষ শ্রেণী হিশেবে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে, তার অস্তিত্বের অর্থনৈতিক শর্তই তাকে প্রস্তুত করে তুলেছে এই উচ্ছেদের জন্য, সেটা ঘটাবার মতো সুযোগ ও শক্তি

দিচ্ছে তাকে। বুর্জোয়া যেখানে কৃষক ও সমস্ত পেটি বুর্জোয়া স্তরগুলিকে খণ্ডবিখণ্ড ও বিচ্ছিন্ন করে, সেখানে তারা প্রলেতারিয়েতকে করে তোলে সুনিবিড়, ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত। বৃহৎ উৎপাদনে তার অর্থনৈতিক ভূমিকার জোরেই কেবল প্রলেতারিয়েতই হতে সক্ষম সেই **সমস্ত** মেহনতী ও শোষিত জনগণের নায়ক, যাদের বুর্জোয়ারা শোষণ করে, পীড়ন করে, দলন করে প্রলেতারিয়েতের চেয়ে কম নয়, বরং প্রায়শই বেশি, অথচ নিজ মুক্তির জন্য **স্বাবলম্বী** সংগ্রামে তারা অক্ষম।

রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নে মার্কস শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, সেটা অনিবার্যভাবেই প্রলেতারিয়েতের **রাজনৈতিক ক্ষমতা,** তার একনায়কত্ব, অর্থাৎ সরাসরি জনগণের সশস্ত্র শক্তির ওপর দাঁড়ানো, কাউকেই ভাগ না-দেওয়া ক্ষমতার স্বীকৃতিতে পৌঁছয়। বুর্জোয়ার উৎখাত কার্যকরী হওয়া সম্ভব কেবল এমন এক **শাসক শ্রেণী** হিশেবে প্রলেতারিয়েতের রূপান্তরে, যা বুর্জোয়ার অবশ্যম্ভাবী মরিয়া প্রতিরোধ দমন করতে সক্ষম ও অর্থনীতির নয়া ব্যবস্থার জন্য **সমস্ত** মেহনতী ও শোষিত জনগণকে সংগঠিত করতে সমর্থ।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, শক্তির কেন্দ্রীভূত সংগঠন, বলপ্রয়োগের সংগঠন প্রলেতারিয়েতের দরকার যেমন শোষকদের প্রতিরোধ দমন করার জন্য, তেমনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির 'সংস্থাপনে' অধিবাসীদের বিপুল জনগণকে, কৃষকদের, পেটি বুর্জোয়াদের, আধা-প্রলেতারীয়দের **নেতৃত্ব দিতে।**

শ্রমিক পার্টিকে শিক্ষিত করে মার্কসবাদ শিক্ষিত করে তুলছে প্রলেতারিয়েতের এমন অগ্রবাহিনীকে, যা ক্ষমতা দখল করে **সমস্ত জনগণকে** সমাজতন্ত্রের দিকে **চালিত করতে,** নতুন ব্যবস্থা চালাতে ও সংগঠিত করতে সক্ষম, যা বুর্জোয়াকে বাদ দিয়ে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে সমস্ত মেহনতী ও শোষিতদের শিক্ষক, পরিচালক, নেতা হতে সমর্থ। উল্টো দিকে, অধুনা প্রাধান্যকারী সুবিধাবাদ শ্রমিক পার্টির ভেতর থেকে গড়ে তুলছে এমন সব লোক যারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন মোটা বেতনের শ্রমিকদের প্রতিনিধি, পুঁজিবাদের আমলে যারা ভালোরকম 'গুছিয়ে নিয়েছে', এক বাটি কলাইয়ের ডালের জন্য যারা বেচে দিচ্ছে নিজেদের জন্মগত অধিকার, অর্থাৎ বিসর্জন দিচ্ছে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী নেতার ভূমিকা।

'রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েত' — মার্কসের

এই তত্ত্বটি ইতিহাসে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে তাঁর সমস্ত মতবাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সে ভূমিকার শীর্ষবিন্দু হল প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা।

কিন্তু বুর্জোয়ার **বিরুদ্ধে** শক্তিপ্রয়োগের **বিশেষ** সংগঠন হিশেবে যদি প্রলেতারিয়েতের দরকার হয় রাষ্ট্র, তাহলে এ থেকে স্বতই এই সিদ্ধান্ত আসে: যে রাষ্ট্রযন্ত্রটা বুর্জোয়ারা **নিজের** জন্য গড়েছিল, আগে তাকে ধ্বংস না করে, চূর্ণ না করে কি তেমন সংগঠন গড়ার কথা ভাবা যায়? সোজা এই সিদ্ধান্তেই এসেছে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' এবং ১৮৪৮—১৮৫১ সালের বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতার খতিয়ান টেনে এই সিদ্ধান্তের কথাই মার্কস বলেছেন।

২। বিপ্লবের খতিয়ান

রাষ্ট্র বিষয়ে আমাদের আলোচ্য প্রশ্নে মার্কস ১৮৪৮—১৮৫১ সালের খতিয়ান টেনেছেন তাঁর 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

'...কিন্তু বিপ্লব একটা আদ্যোপান্ত ব্যাপার। এখনো তা চলেছে পাপস্খলন নরক দিয়ে। নিজের কাজ সে করে প্রণালীবদ্ধভাবে। ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত' (লুই বোনাপার্টের কু'দেতার তারিখ) 'তা তার প্রস্তুতি কাজের অর্ধেকটা শেষ করেছে, এবার শেষ করছে বাকি অর্ধেকটা। প্রথমে সে পার্লামেণ্টী ক্ষমতাকে পূর্ণতায় নিয়ে আসে তাকে উৎখাতের সুযোগ লাভের জন্য। এখন সেটা করার পর সে পূর্ণতায় নিয়ে আসছে **কার্যনির্বাহক ক্ষমতাকে**, তাকে নিয়ে আসছে তার বিশুদ্ধতম অভিব্যক্তিতে, বিচ্ছিন্ন করছে তাকে, নিজের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড় করাচ্ছে একমাত্র লক্ষ্যস্থল হিশেবে, **যাতে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করা যায় ধ্বংসের সমস্ত শক্তি**' (বড়ো হরফ আমাদের)। 'এবং নিজ প্রাথমিক কর্তব্যের এই দ্বিতীয়াংশ যখন বিপ্লব শেষ করবে, তখন ইউরোপ তার আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে বলবে, বেশ খুঁড়েছ, ধেড়ে ছুঁচো!

'তার বিরাট আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক সংগঠন, তার বহুধাপী সুনিপুণ রাষ্ট্রযন্ত্র, তার পাঁচলক্ষ লোকের সৈন্যবাহিনীর পাশে আরো

পাঁচলক্ষ রাজকর্মচারীর বাহিনী সমেত এই কার্যনির্বাহক ক্ষমতা, এই ভয়ংকর যে পরগাছা-দেহ ফরাসী সমাজ-দেহকে ঠিক জালের মতো ঘিরে তার সমস্ত রন্ধ্রমুখ রুদ্ধ করছে, এর উদয় হয়েছিল স্বৈর রাজতন্ত্রের যুগে, সামন্ততন্ত্রের পতনের সময়, যে পতনকে এ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।' প্রথম ফরাসী বিপ্লবে কেন্দ্রীভবন বেড়ে ওঠে, 'কিন্তু সেই সঙ্গে প্রসারিত হয় সরকারী ক্ষমতার আয়তন, ক্রিয়া ও সহায়ক সংখ্যা। নেপোলিয়ন এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণ করলেন।' লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র ও জুলাই রাজতন্ত্র 'আরো বেশি শ্রমবিভাগ ছাড়া এতে নতুন কিছু যোগ করে নি...

'...শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্র তার দমন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ক্ষমতার সঙ্গতি ও কেন্দ্রীভবন বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। **সমস্ত বিপ্লব এ যন্ত্রটাকে ধ্বংসের বদলে নিখুঁত করেই তুলেছে।**' (বড়ো হরফ আমাদের)। 'পরস্পরকে হটিয়ে যেসব পার্টি আধিপত্যের জন্য লড়েছে তারা এই বিশাল রাষ্ট্র-সৌধটার দখলকেই বিজয়ের প্রধান লুট বলে গণ্য করেছে।' ('লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার', ৯৮—৯৯ পৃঃ, ৪র্থ সংস্করণ, হামবুর্গ, ১৯০৭।)

এই চমৎকার বক্তব্যে মার্কসবাদ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' তুলনায় মস্ত এক ধাপ এগিয়ে গেছে। সেখানে রাষ্ট্রের প্রশ্নটা তোলা হয়েছে খুবই বিমূর্তভাবে, সাধারণভাবে ও সাধারণ ভাষায়। এখানে প্রশ্নটা রাখা হয়েছে মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে, এবং অসাধারণ যথাযথ, সুনির্দিষ্ট ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রকট একটা সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে: আগের সমস্ত বিপ্লব রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিখুঁত করেছে, অথচ দরকার তাকে ভাঙা, চূর্ণ করা।

এই সিদ্ধান্তটাই হল রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কসীয় মতবাদের মূল ও প্রধান কথা। এবং ঠিক এই সিদ্ধান্তটাকেই প্রচলিত সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি একেবারেই **ভুলে গেছে** শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নামকরা তাত্ত্বিক ক. কাউৎস্কি তাকে সোজাসুজি **বিকৃত করেছেন** (যা আমরা পরে দেখব)।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' ইতিহাসের সাধারণ খতিয়ান দেওয়া হয়েছে যাতে রাষ্ট্রের মধ্যে দেখতে বাধ্য হই শ্রেণী-আধিপত্য, এবং এই

অনিবার্য সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে, প্রলেতারিয়েত প্রথমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার না করে, রাজনৈতিক প্রভুত্ব অর্জন না করে, রাষ্ট্রকে 'শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতে' পরিণত না করে বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করতে পারে না, এবং এই প্রলেতারীয় রাষ্ট্র তার বিজয়ের পরেই শুরু করবে শুকিয়ে মরতে, কেননা যে সমাজে শ্রেণী-বৈপরীত্য নেই সেখানে রাষ্ট্র নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব। ঐতিহাসিক বিকাশের দিক থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্থলে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের এই বদলটা কী রকম হওয়া উচিত, সে প্রশ্ন এখানে তোলা হয় নি।

আর ঠিক এই প্রশ্নটাই মার্কস তুলেছেন ও তার সমাধান দিয়েছেন ১৮৫২ সালে। নিজের দর্শন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বস্ত থেকে মার্কস ১৮৪৮—১৮৫১ সালের বৈপ্লবিক মহাবর্ষগুলির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি হিশেবে নিয়েছেন। বরাবরের মতো এখানেও মার্কসের শিক্ষাটা হল গভীর দার্শনিক দৃষ্টি ও ইতিহাসের সমৃদ্ধ জ্ঞানে উদ্ভাষিত **অভিজ্ঞতার সার সংকলন**।

রাষ্ট্রের প্রশ্নটা রাখা হয়েছে মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে: ঐতিহাসিক ভাবে কীভাবে উদ্ভব হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের, বুর্জোয়ার প্রভুত্বের জন্য অপরিহার্য রাষ্ট্রযন্ত্রের? কী কী তার বদল হল, বুর্জোয়া বিপ্লবের গতিপথে এবং নিপীড়িত শ্রেণীগুলির স্বাধীন অবতরণের সামনে কেমন তার বিবর্তন? এ রাষ্ট্রযন্ত্র প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য কী?

বুর্জোয়া সমাজের যা লক্ষণ সেরূপ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার উদয় হয় স্বৈরতন্ত্রের পতনের যুগে। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষে দুটি প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যসূচক: আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী। হাজার হাজার সূত্রে ঠিক বুর্জোয়ার সঙ্গেই এ দুটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে জড়িত, তা মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় বলা আছে একাধিকবার। প্রতিটি শ্রমিকের অভিজ্ঞতায় জাজ্বল্যমান ও অমোঘ রূপে এই যোগাযোগটা জানা আছে। নিজেদের গায়ের জ্বলুনিতেই শ্রমিক শ্রেণী এ যোগাযোগটা ধরতে শেখে। সেইজন্যই সে এ যোগাযোগের অনিবার্যতার বিদ্যাটা অত সহজে আঁকড়ে ধরে ও অত দৃঢ়ভাবে আত্মস্থ করে, আর পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা হয় অজ্ঞ ও লঘুচিত্তের মতো সে বিদ্যা অস্বীকার করে, নয়তো আরো লঘুচিত্তের মতো তা 'সাধারণভাবে' স্বীকার করে উপযুক্ত ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত টানতে ভুলে যায়।

আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী—এরা হল বুর্জোয়া সমাজের দেহে 'পরগাছা'। আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যে সে পরগাছার উদ্ভব, বুর্জোয়া সমাজকে তা বিদীর্ণ করছে, কিন্তু তা ঠিক এমন পরগাছা যা প্রাণরন্ধ্রগুলোকে 'রুদ্ধ করছে'। সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলিতে অধুনা প্রাধান্যকারী কাউৎস্কিপন্থী সুবিধাবাদের চোখে রাষ্ট্রকে **পরগাছা দেহ** বলে দেখাটা বিশেষ করে ও পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদের ধর্ম। যে মধ্যবিত্তরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'পিতৃভূমি রক্ষার' তাৎপর্য জুড়ে তাকে সঙ্গত প্রতিপন্ন ও রঞ্জিত করার অশ্রুতপূর্ব কলঙ্কে সমাজতন্ত্রকে টেনে এনেছে, তাদের কাছে মার্কসবাদের এ বিকৃতিটা খুবই লাভজনক, তা বলাই বাহুল্য, তাহলেও নিঃসন্দেহেই এটা বিকৃতি।

সামন্ততন্ত্রের পতনকাল থেকে ইউরোপ যত অসংখ্য বিপ্লব দেখেছে, তাদের সবকটির মধ্য দিয়েই চলেছে এই আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রটার বিকাশ, পূর্ণতাসাধন, সংহতি। বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়ারা বৃহৎ বুর্জোয়ার দিকে আকৃষ্ট ও অধীনস্থ হয় বহু পরিমাণে এ যন্ত্রটা মারফত যা কৃষক, ক্ষুদে কারুজীবী ও দোকানদার প্রভৃতিদের উপরিস্তরটাকে জনগণের **ওপরওয়ালা** হবার মতো সুবিধাজনক, নির্ঝঞ্ঝাট ও সম্মানীয় চাকুরি দিয়ে থাকে। ১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে ছয় মাসের পর রাশিয়ায় কী হয়েছে (১২) দেখুন: যেসব সরকারী চাকুরি আগে পেত প্রধানত কৃষ্ণশতরা, এখন তা হয়েছে কাদেত (১৩), মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের লুটের বস্তু। কোনো গুরুতর সংস্কারের কথা আর মূলত ভাবা হচ্ছে না—চেষ্টা হচ্ছে সবকিছুকে 'সংবিধান সভা পর্যন্ত', আর সংবিধান সভাকে এই একটু যুদ্ধ-শেষ পর্যন্ত মুলতুবী রাখতে! লুঠের বখরায়, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাজ্যপাল ইত্যাদির পদগ্রহণে কিন্তু দেরি হয় নি, এবং কোন সংবিধান সভার জন্যই তা ঠেকে থাকে নি! ওপরে, নিচে, সারা দেশ জুড়ে, সমস্ত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন দপ্তরে 'লুঠের' এই যে বণ্টন ও পুনর্বণ্টন চলছে, সরকারের সংবিন্যাস নিয়ে জোট বাঁধাবাঁধির খেলাটাও মূলত কেবল তারই অভিব্যক্তি। তার যোগফল, ১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭শে আগস্ট এই ছয়মাসের অবজেকটিভ যোগফল: সংস্কার মুলতুবী হয়েছে, চাকুরিগুলি বণ্টিত হয়েছে, এবং বণ্টনের 'ভুলত্রুটি' শোধরানো হয়েছে কয়েকটি পুনর্বণ্টন দিয়ে।

কিন্তু বিভিন্ন বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে (রুশ দৃষ্টান্ত

ধরলে, কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের মধ্যে) আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটার 'পুনর্বণ্টন' যত বেশি চলতে থাকে, নিপীড়িত শ্রেণী ও তাদের শীর্ষস্থ প্রলেতারিয়েতের কাছে ততই **সমগ্র** বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে তাদের আপোসহীন শত্রুতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই থেকেই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ও 'বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক' সমেত সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির কাছে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে দমন বাড়াবার, দমনের হাতিয়ারটা অর্থাৎ ওই রাষ্ট্রযন্ত্রটাকেই দৃঢ় করার আবশ্যিকতা দেখা দেয়। ঘটনার এই গতির ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে **'ধ্বংসের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত'** করতে, রাষ্ট্রযন্ত্রটার উন্নয়ন নয়, **তার ধ্বংস, তার সংহারকে** কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে বিপ্লব বাধ্য হয়।

কর্তব্যের এই উপস্থাপনে পেঁছে দিয়েছে যুক্তি চর্চা নয়, ঘটনার বাস্তব বিকাশ, ১৮৪৮—১৮৫১ সালের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বাস্তব জমিটাকে মার্কস কতটা কঠোরভাবে ধরে রাখছেন তা বোঝা যায় এই থেকে যে, ধ্বংসনীয় এই রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে বদলানো হবে **কী দিয়ে** এ প্রশ্নটাকে তিনি ১৮৫২ সালে তখনো মূর্ত-নির্দিষ্ট ভাবে তোলেন নি। অভিজ্ঞতা তার মতো মালমসলা তখনো দেয় নি, ইতিহাস সে প্রশ্নকে প্রধান কর্তব্যকর্ম হিশেবে তুলেছিল পরে, ১৮৭১ সালে। ১৮৫২ সালে ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের যথার্থতায় শুধু এইটুকু স্থির করা সম্ভব ছিল যে, রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে 'ধ্বংসের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত' করার কর্তব্য, রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে 'ভাঙার' কর্তব্যের **সন্নিকট হয়েছে** প্রলেতারীয় বিপ্লব।

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে: অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের যে সাধারণীকরণ মার্কস দিয়েছেন সেটা ১৮৪৮—১৮৫১ সাল ফ্রান্সের এই তিন বছরের ইতিহাসের চেয়ে ব্যাপকতর পরিধিতে প্রয়োগ করা কি ঠিক হবে? প্রশ্নটা বিচারের জন্য প্রথমে এঙ্গেলসের একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে পরে বাস্তব তথ্যে যাব।

'আঠারোই ব্রুমোয়ারের' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস লেখেন: 'ফ্রান্স এমন একটা দেশ, যেখানে শ্রেণীগুলির ঐতিহাসিক সংগ্রাম অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় প্রতিবারই একটা চূড়ান্ত পরিণতিতে গেছে। যেসব পরিবর্তমান রাজনৈতিক আধারের অভ্যন্তরে এই শ্রেণী-সংগ্রাম এগিয়েছে এবং যার মধ্যে তার ফলাফল প্রকাশ

পেয়েছে, তা ফ্রান্সেই সবচেয়ে প্রকট রেখায় খোদাই হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের নাভি-বিন্দু, রেনেসাঁর পর থেকে সামাজিক বর্গভেদমূলক সমান ধাঁচের রাজতন্ত্রের আদর্শ দেশ ফ্রান্স মহান বিপ্লবের সময় সামন্ততন্ত্রকে চূর্ণ করে এমন চিরায়ত স্পষ্টতায় বুর্জোয়ার বিশুদ্ধ প্রভুত্ব স্থাপন করে, যা ইউরোপের আর কোনো দেশ করে নি। এবং প্রভুত্বকারী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মাথা-তোলা প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম এখানে যে তীব্র রূপ নিচ্ছে তা অন্য দেশে অজ্ঞাত।' (৪ পৃঃ, ১৯০৭ সালের সংস্করণ।)

শেষ উক্তিটা সেকেলে হয়ে পড়েছে, কেননা ১৮৭১ সালের পর থেকে ফরাসী প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে একটা বিরতি নেমেছে, যদিও বিরতিটা যত দীর্ঘই হোক, এই সম্ভাবনা তাতে এতটুকু নাকচ হচ্ছে না যে, চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রামের চিরায়ত দেশ হিশেবেই ফ্রান্স আসন্ন প্রলেতারীয় বিপ্লবে নিজেকে জাহির করবে।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়াকার অগ্রণী দেশগুলির ইতিহাসে একটা সাধারণ দৃষ্টিপাত করা যাক। আমরা দেখব যে, ওই একই প্রক্রিয়া চলে ধীরে, বিচিত্ররূপে, কিন্তু অনেক প্রশস্ত ক্ষেত্রে: একদিকে, যেমন প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতে (ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড) তেমনি রাজতন্ত্রী দেশে (ইংলন্ড, কিছুটা পরিমাণে জার্মানি, ইতালি, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ ইত্যাদি) 'পার্লামেণ্টী ক্ষমতা' গঠন—অন্যদিকে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভিত্তি না বদলিয়ে চাকুরির 'লুট' বণ্টন ও পুনর্বণ্টন করে বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে ক্ষমতার সংগ্রাম—এবং শেষত, 'কার্যনির্বাহক ক্ষমতার', তার আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রটার সমুন্নয়ন ও সংহতি।

কোনো সন্দেহই নেই যে, এটা সাধারণভাবে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিবর্তনের সাধারণ চেহারা। ১৮৪৮—১৮৫১ এই তিন বছরে দ্রুত, তীক্ষ্ণ ও ঘনীভূত রূপে ফ্রান্স বিকাশের সেই প্রক্রিয়াগুলিই দেখিয়েছে, যা সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য।

বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদে, ব্যাংকপুঁজির যুগে, অতিকায় পুঁজিবাদী একচেটিয়ার যুগে, একচেটিয়া পুঁজিবাদ থেকে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিবিকাশের যুগে দেখা যাচ্ছে 'রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের' অসাধারণ শক্তিবৃদ্ধি, যেমন রাজতান্ত্রিক তেমনি সর্বাধিক মুক্ত প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতে

প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে দমন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রের অভূতপূর্ব বাড়।

কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৮৫২ সালের চেয়ে অনেক ব্যাপক পরিসরে আজ বিশ্ব ইতিহাস প্রলেতারীয় বিপ্লবকে নিয়ে আসছে রাষ্ট্রযন্ত্র 'ধ্বংসের' জন্য তার 'সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভবনের' কাছে।

কী দিয়ে প্রলেতারিয়েত তার বদল করবে এ বিষয়ে অতি শিক্ষাপ্রদ মালমসলা দেয় প্যারিস কমিউন।

৩। ১৮৫২ সালে মার্কস কর্তৃক প্রশ্নটির উপস্থাপন*

১৯০৭ সালে মেরিঙ *Die Neue Zeit* (XXV, 2, 164) পত্রিকায়(১৪) ভেইদেমেয়ারের কাছে মার্কসের ১৮৫২ সালের ৫ই মার্চের একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করেন। চিঠির একাংশে এই চমৎকার বক্তব্যটি আছে:

> 'আর আমার কথা যদি ধরি, তাহলে বর্তমান সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব ও তাদের ভেতরকার সংগ্রাম আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার নয়। আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা শ্রেণী-সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক বিকাশ এবং বুর্জোয়া আর্থনীতিকেরা শ্রেণীর অর্থনৈতিক অঙ্গসংস্থান বর্ণনা করেছেন। আমি নতুন যা করেছি, সেটা শুধু এই প্রমাণ করা যে: ১) শ্রেণীর অস্তিত্ব উৎপাদন বিকাশের নির্দিষ্ট এক একটা পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত (historische Entwicklung sphasen der Produktion), ২) শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, ৩) এই একনায়কত্বটা সমস্ত শ্রেণীর বিলোপ ও শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণ পর্যায় মাত্র...'

এই কথাগুলোয় মার্কস আশ্চর্য স্পষ্টতায় প্রকাশ করতে পেরেছেন, প্রথমত, বুর্জোয়াদের অগ্রগামী ও সর্বাপেক্ষা গভীর চিন্তানায়কদের শিক্ষা থেকে তাঁর শিক্ষার প্রধান ও মৌলিক তফাত এবং দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র বিষয়ে তাঁর শিক্ষার মূলকথা।

* দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত।

মার্কসের শিক্ষার প্রধান কথা শ্রেণী-সংগ্রাম। প্রায়ই এই কথা বলা ও লেখা হয়। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। এবং এই বেঠিকতা থেকেই প্রায়ই আসে মার্কসবাদের সুবিধাবাদী বিকৃতি, বুর্জোয়ার কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মতো কারচুপি। কেননা শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ মার্কস **নয়**, তাঁর **আগে কিন্তু** গড়ে তোলে বুর্জোয়ারা, এবং সাধারণভাবে বললে, তা বুর্জোয়ার কাছে **গ্রহণযোগ্য**। যে **শুধু** শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকার করে, সে তখনো মার্কসবাদী নয়, এমন দেখা যাওয়া সম্ভব যে, সে তখনো বুর্জোয়া চিন্তা ও বুর্জোয়া রাজনীতির কাঠামো থেকে বহির্গত হয় নি। মার্কসবাদকে শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ তাকে ছেঁটে দেওয়া, বিকৃত করা, বুর্জোয়ার কাছে যা গ্রহণযোগ্য তাতে পর্যবসিত করা। শুধু সে-ই মার্কসবাদী যে শ্রেণী-সংগ্রামের স্বীকৃতিকে **প্রসারিত করে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের** স্বীকৃতিতে। এই হল চলতি পেটি (এবং বৃহৎ) বুর্জোয়া থেকে মার্কসবাদীর গভীরতম পার্থক্য। মার্কসবাদের **সত্যকার** বোধ ও স্বীকৃতিকে পরখ করা দরকার এই কষ্টিপাথরে। এবং আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ইউরোপের ইতিহাস যখন শ্রমিক শ্রেণীকে **কার্যক্ষেত্রে** ঐ প্রশ্নটির সামনে হাজির করল, তখন সমস্ত সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদীরাই শুধু নয়, সমস্ত 'কাউৎস্কিপন্থীরা'ও (সংস্কারবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে দোলায়মানরা) দেখিয়ে দিল যে, তারা প্রলেতারীয় একনায়কত্বে **আপত্তিকারী** তুচ্ছ কূপমণ্ডূক ও পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী। ১৯১৮ সালের আগস্টে, অর্থাৎ এই বইটির প্রথম সংস্করণের অনেক পরে প্রকাশিত কাউৎস্কির 'প্রলেতারীয় একনায়কত্ব' বইটি হল মার্কসবাদের পেটি বুর্জোয়া বিকৃতির এবং **মুখে** তার কপট স্বীকৃতি-সহ **কাজে** তার পাষণ্ডোচিত বিসর্জনের নিদর্শন (আমার পুস্তিকা দ্রষ্টব্য: 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউৎস্কি', পেত্রগ্রাদ ও মস্কো, ১৯১৮)।

বুর্জোয়া অবস্থানের যে বৈশিষ্ট্য মার্কস দিয়েছেন তার সঙ্গে সাম্প্রতিক সুবিধাবাদ তার প্রধান মুখপাত্র ভূতপূর্ব মার্কসবাদী ক. কাউৎস্কি মারফত পুরোপুরি মিলে যায়, কেননা এ সুবিধাবাদ শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকৃতির ক্ষেত্রটাকে সীমাবদ্ধ রাখে বুর্জোয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে। (আর সে ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে, তার কাঠামোর ভেতরে একজন শিক্ষিত উদারনীতিকও 'নীতি-গতভাবে' শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকারে আপত্তি করবে না!) শ্রেণী-সংগ্রামের স্বীকৃতিটাকে সুবিধাবাদ ঠিক এই প্রধান জিনিসটা পর্যন্ত, পুঁজিবাদ থেকে

কমিউনিজমে **উৎক্রমণ** পর্বটা পর্যন্ত, বুর্জোয়ার **উচ্ছেদ** ও তার পরিপূর্ণ **বিলোপের** পর্বটা পর্যন্ত টেনে আনে না। আসলে এই পর্বটা হল অবধারিতভাবেই অদৃষ্টপূর্ব নির্মম শ্রেণী-সংগ্রাম, তার অদৃষ্টপূর্ব প্রখর রূপের একটা পর্ব এবং সেইহেতু, অনিবার্যভাবেই এই পর্বের রাষ্ট্রকেও হতে হবে **নতুন ধরনে** গণতান্ত্রিক (প্রলেতারিয়েত এবং সাধারণভাবে বিত্তহীনদের জন্য) এবং **নতুন ধরনে** একনায়ক (বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে) রাষ্ট্র।

তারপর, মার্কসের রাষ্ট্র-বিষয়ক মতবাদের মর্মার্থ কেবল সে-ই আয়ত্ত করেছে যে বোঝে যে, **একটি** শ্রেণীর একনায়কত্ব কেবল সাধারণভাবে সমস্ত শ্রেণী-সমাজের জন্য, কেবল বুর্জোয়া উৎখাতকারী **প্রলেতারিয়েতের** জন্য দরকার, তাই নয়, পুঁজিবাদ এবং 'শ্রেণীহীন সমাজ' কমিউনিজমের অন্তর্বর্তী সমগ্র **ঐতিহাসিক পর্বটার** জন্য তা দরকার। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ অসাধারণ বিচিত্র, কিন্তু তাদের মূলকথাটা এক: এ সমস্ত রাষ্ট্রই কোনো না কোনো ভাবে, এবং শেষ বিচারে অবধারিতভাবেই **বুর্জোয়া একনায়কত্ব**। পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণে অবশ্যই রাজনৈতিক রূপের বিপুল প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য না দেখা দিয়ে পারে না, কিন্তু তাদের মূলকথাটা থাকবে অনিবার্যভাবেই একটা: **প্রলেতারীয় একনায়কত্ব**।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র ও বিপ্লব। ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতা। মার্কসের বিশ্লেষণ

১। কমিউনারদের প্রচেষ্টায় বীরত্ব কোন্‌খানে?

একথা সুবিদিত যে, কমিউনের মাস কয়েক আগে ১৮৭০ সালের হেমন্তে মার্কস প্যারিস শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন যে, সরকার উচ্ছেদের চেষ্টা হবে হতাশার মূর্খতা(১৫)। কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চে যখন শ্রমিকদের ওপর চূড়ান্ত লড়াই **চাপিয়ে দেওয়া হল** এবং মজুররা তা গ্রহণ করল, যখন অভ্যুত্থান হয়ে দাঁড়াল ঘটনা, তখন তার অশুভ দুর্লক্ষণাদি সত্ত্বেও বিপুলতম উল্লাসে মার্কস তাকে স্বাগত করেন। 'অকাল' আন্দোলনকে পণ্ডিতী চালে নিন্দা করেন নি মার্কস, যা করেছিলেন মার্কসবাদের রুশী বেইমান, শোচনীয় খ্যাতনামা প্লেখানভ; ১৯০৫ সালের নভেম্বরে শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামে উৎসাহ-দেওয়া লেখা লিখে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর উদারনীতিকদের মতো ইনি চেঁচান: 'হাতিয়ার ধরা উচিত হয় নি।'

মার্কস শুধু, তাঁর ভাষায় 'স্বর্গাভিযানী' কমিউনারদের বীরত্বেই উচ্ছ্বসিত হন নি(১৬)। লক্ষ্যার্জন না হলেও মার্কস এই গণবৈপ্লবিক আন্দোলনটার মধ্যে দেখেছিলেন বিপুল গুরুত্বের একটা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, বিশ্ব-প্রলেতারীয় বিপ্লবের একটা অগ্র পদক্ষেপ, একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ যা শত শত কর্মসূচি ও যুক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, তা থেকে রণকৌশলের শিক্ষা গ্রহণ, তার ভিত্তিতে নিজ তত্ত্বের পুনর্বিচার — নিজের জন্য এই কর্তব্য নিয়েছিলেন মার্কস।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' যে একটি মাত্র 'সংশোধন' মার্কস প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেটা তিনি করেন প্যারিস কমিউনারদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' নতুন জার্মান সংস্করণের শেষ যে ভূমিকাটিতে উভয় রচয়িতারই স্বাক্ষর আছে, তার তারিখ ১৮৭২ সালের ২৪শে জুন। এই ভূমিকায় লেখকেরা, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলছেন যে, 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' কর্মসূচি 'এখন স্থানে স্থানে অচল হয়ে গেছে'।

> **তাঁরা বলছেন, '...বিশেষ করে কমিউন প্রমাণ করেছে যে, 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা সোজাসুজি দখল করে তা নিজেদের উদ্দেশ্যে চালাতে শ্রমিক শ্রেণী পারে না'...'**

এ উদ্ধৃতির দ্বিতীয় উদ্ধৃতি চিহ্নের কথাগুলো লেখকেরা নিয়েছেন মার্কসের রচনা 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' থেকে।

এই ভাবে, প্যারিস কমিউনের একটা মূল ও প্রধান শিক্ষাকে মার্কস ও এঙ্গেলস এতই বিপুল রকমের গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছিলেন যে, সেটাকে তাঁরা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' একটা মূল সংশোধনী হিশেবে হাজির করেন।

এটা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক যে, এই মূল সংশোধনীটাকেই সুবিধাবাদীরা বিকৃত করেছে এবং তার অর্থটা নিশ্চয় 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' একশ জন পাঠকের মধ্যে নিরানব্বই জন না হলেও অন্তত নব্বই জনই জানে না। এই বিকৃতিটা নিয়ে আমরা বিশদে বলব পরে, বিকৃতি নিয়ে লেখা বিশেষ পরিচ্ছেদে। এখন শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমাদের উদ্ধৃতি মার্কসের ঐ বিখ্যাত উক্তিটির চলতি, স্থূল 'অর্থ' ধরা হয় যেন এই যে মার্কস এখানে ক্ষমতা দখলের বিপরীতে ধীর বিকাশ ইত্যাদির কথায় জোর দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা **একেবারে উল্টো**। এখানে মার্কসের চিন্তাটা এই যে, 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে' সোজাসুজি দখল করায় সীমাবদ্ধ থাকা নয়, শ্রমিক শ্রেণীকে তা **ভাঙতে** হবে, **চূর্ণ করতে** হবে।

১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল, ঠিক কমিউনের সময়েই মার্কস কুগেলমানকে লিখেছিলেন:

'...তুমি যদি আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ারের' শেষ অধ্যায়ে চোখ বুলোও, তাহলে দেখবে যে আমি ঘোষণা করেছিলাম, ফরাসী বিপ্লবের পরের প্রচেষ্টা হবে আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রটাকে এতদিন যা হয়ে এসেছে সেভাবে হাত থেকে হস্তান্তরে বদল করা নয়, **চূর্ণ করা**' (বড়ো হরফ মার্কসের; মূল জার্মানে zerbrechen), 'এবং এইটেই হল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সত্যকার যে-কোনো গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত। এবং ঠিক এই চেষ্টাই করছে আমাদের বীর প্যারিস কমরেডরা।' (*Die Neue Zeit, XX, 1*, ১৯০১—১৯০২, ৭০৯ পৃঃ।) (কুগেলমানের কাছে লেখা মার্কসের পত্রাবলী রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে অন্তত দুটি সংস্করণ, তার একটি আমার সম্পাদনায় ও আমার ভূমিকা-সহ।)

'আমলাতান্ত্রিক সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে চূর্ণ করা'—এই কথাগুলির মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের প্রশ্নে মার্কসবাদের সংক্ষেপে প্রকাশিত প্রধান শিক্ষা। এবং ঠিক এই শিক্ষাটাকেই একেবারে ভুলে বসা হয়েছে তাই নয়, মার্কসবাদের প্রচলিত কাউৎস্কি-মার্কা 'ব্যাখ্যায়' তা সোজাসুজি বিকৃত করা হয়েছে!

মার্কস 'আঠারোই ব্রুমেয়ার' সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশটা আমরা আগেই পুরোপুরি তুলে দিয়েছি।

মার্কসের উদ্ধৃত বক্তব্যের বিশেষ করে দুটি জায়গা লক্ষ করা চিত্তাকর্ষক হবে। প্রথমত, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন ইউরোপীয় ভূখণ্ডে। ১৮৭১ সালের ক্ষেত্রে এটা বোধগম্য, তখন ইংলণ্ড ছিল বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের আদর্শ, কিন্তু সামরিক চক্র ছিল না, এবং বেশ খানিকটা মাত্রায় আমলাতন্ত্রও ছিল না। সেইজন্যই মার্কস ইংলণ্ডকে বাদ দিয়েছেন, সেখানে 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে' চূর্ণ করার প্রাথমিক সর্ত ছাড়াও তখন বিপ্লব এমনকি গণবিপ্লব কল্পনা করা যেত ও সম্ভব ছিল।

এখন, ১৯১৭ সালে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের যুগে মার্কসের এই সীমারোপটা খারিজ হয়ে যাচ্ছে। সমরচক্র ও আমলাতান্ত্রিকতার অনস্তিত্বের দিক থেকে গোটা পৃথিবীতে অ্যাঙ্গলো-স্যাকসন 'মুক্তি'র বৃহত্তম ও সর্বশেষ প্রতিনিধি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়েই গড়িয়ে গেছে সবকিছুকে অধীনস্থ করা, সবকিছুকে দলিত করা আমলাতান্ত্রিক-সামরিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ইউরোপীয় কদর্য, রক্তাক্ত জলায়। এখন ইংলণ্ড

আমেরিকা উভয় স্থানেই 'যে-কোনো সত্যকার গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত' হচ্ছে 'তৈরি' (১৯১৪–১৯১৭ সালে যা তৈরি হয়ে উঠেছে 'ইউরোপীয়', সাধারণ-সাম্রাজ্যবাদীসুলভ একটা নিখুঁত মাত্রায়) 'রাষ্ট্রযন্ত্রটার' **ভাঙন ও ধ্বংস**।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত মার্কসের অসাধারণ গভীর এই উক্তিতে যে, আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রটার ধ্বংস হচ্ছে 'যে-কোনো সত্যকার **গণ**বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত'। মার্কসের মুখে 'গণ'বিপ্লবের এই কথাটা আশ্চর্য শোনায় এবং রুশী প্লেখানভপন্থী ও মেনশেভিকরা, স্ত্রুভের এই যে অনুগামীরা নিজেদের মার্কসবাদী ভাবতে ইচ্ছুক, এ'রা মার্কসের এই উক্তিটাকে 'মুখফসকানি' বলে রায় দিতে পারেন। মার্কসবাদে তাঁরা এমনই হতভাগা-উদারনীতিক বিকৃতি ঘটিয়েছেন যে, বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের বৈপরীত্য ছাড়া আর কিছুই দেখেন না, তদুপরি এ বৈপরীত্যকে তাঁরা বোঝেন অসম্ভব নিষ্প্রাণ ধরনে।

বিশ শতকের বিপ্লবের দৃষ্টান্ত যদি নিই, তাহলে পোর্তুগীজ ও তুর্কী উভয় বিপ্লবকেই অবশ্য বুর্জোয়া বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এদের কোনোটাই 'গণ' নয়, কেননা জনগণ, তাদের বিপুল অধিকাংশ সক্রিয়ভাবে, স্বাধীনভাবে, নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি নিয়ে এদের কোনো বিপ্লবেই লক্ষণীয় মাত্রায় অবতীর্ণ হয় নি। উল্টোদিকে, পোর্তুগীজ ও তুর্কী বিপ্লবের ভাগ্যে মাঝে মাঝে যে-রকম 'চমৎকার' সাফল্য লাভ ঘটেছিল, ১৯০৫—১৯০৭ সালের রুশ বুর্জোয়া বিপ্লবে তা না ঘটলেও নিঃসন্দেহেই এটি ছিল 'সত্যকার গণ'বিপ্লব, কেননা জনগণ, তাদের অধিকাংশ, সমাজের পীড়নে ও শোষণে দলিত সবচেয়ে গভীরের 'নিচুটা' উঠে দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে, বিপ্লবের সমস্ত গতিধারায় উৎকীর্ণ করে **নিজেদের** দাবি, ধ্বংসনীয় সাবেকী সমাজের জায়গায় নিজেদের মনোমতো নতুন সমাজ গড়ার জন্য **নিজেদের** প্রচেষ্টার ছাপ।

১৮৭১ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডে কোনো একটা দেশেও প্রলেতারিয়েত জনগণের অধিকাংশ হয়ে ওঠে নি। আন্দোলনে সত্যসত্যই অধিকাংশকে টেনে-আনা 'গণ'বিপ্লব হতে পারত কেবল এমন বিপ্লব যাতে প্রলেতারিয়েত ও কৃষক উভয়েই রয়েছে। এই উভয় শ্রেণী দিয়েই তখন হত 'জনগণ'। উভয় শ্রেণীর ঐক্য এইজন্য যে, 'আমলাতান্ত্রিক-সামরিক রাষ্ট্রযন্ত্রটা' তাদের নির্যাতন, দমন ও শোষণ করে। একে **ভাঙা,** তাকে **চূর্ণ করাই** ছিল

'জনগণের', তাদের অধিকাংশের, শ্রমিক ও অধিকাংশ কৃষকদের স্বার্থ, এই ছিল প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে গরিব চাষীর স্বাধীন জোট গঠনের 'প্রাথমিক শর্ত'। আর এ জোট ছাড়া গণতন্ত্র পাকা হয় না, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব নয়।

সবাই জানেন, প্যারিস কমিউন ঠিক এই জোট বাঁধার দিকেই এগুচ্ছিল, যদিও আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ধরনের একগুচ্ছ কারণে লক্ষ্যার্জন করতে পারে নি।

সুতরাং, 'সত্যকারের গণবিপ্লবের' কথা বলে মার্কস পেটি বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্যের কথা এতটুকু না ভুলে (সে কথা তিনি বহুবার অনেক বলেছেন) ১৮৭১ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ রাষ্ট্রে শ্রেণীসমূহের বাস্তব সহসম্পর্কের কঠোর হিশেব নিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি এই স্থির করেন যে, রাষ্ট্রযন্ত্রটা 'ভাঙার' প্রয়োজন আসছে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ থেকে, তাদের ঐক্যবদ্ধ করছে তা, 'পরগাছাটাকে' সরিয়ে নতুন কিছু দিয়ে তার বদলি ঘটাবার সাধারণ কর্তব্য রাখছে তাদের সামনে।

কিন্তু ঠিক কী দিয়ে?

২। ভেঙে-ফেলা রাষ্ট্রযন্ত্রের বদল হবে কী দিয়ে?

১৮৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' মার্কস এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন খুবই বিমূর্তভাবে, আরো সঠিকভাবে বললে, সে উত্তরে কর্তব্যের উল্লেখ ছিল কিন্তু তা সাধনের উপায় দেখানো হয় নি। বদল করতে হবে 'শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন দিয়ে', 'গণতন্ত্র জয় করে'—এই ছিল 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' জবাব।

শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের সে সংগঠন কী মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপ নেবে, ঠিক কী উপায়ে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও সুসঙ্গত 'গণতন্ত্র জয়ের' সঙ্গে এ সংগঠনের সাযুজ্য ঘটবে এ প্রশ্নের জবাবের জন্য মার্কস ইউটোপিয়ায় না ভেসে গিয়ে গণআন্দোলনের **অভিজ্ঞতার** অপেক্ষায় ছিলেন।

কমিউনের অভিজ্ঞতা যত অল্পই হোক, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে মার্কস অতিশয় মনোযোগে তার বিশ্লেষণ করেন। এ রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি তুলে দিচ্ছি:

মধ্যযুগ থেকে উদ্ভূত হয়ে উনিশ শতকে বিকশিত হয়ে ওঠে 'তার সর্বত্র বিরাজমান সংস্থা: স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, পুলিস, আমলাতন্ত্র, পুরোহিত সম্প্রদায়, বিচারক শ্রেণী সমেত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা'। পুঁজি ও শ্রমের সঙ্গে শ্রেণী-বৈর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রাষ্ট্রক্ষমতা ক্রমশই শ্রম-পীড়নের একটা সামাজিক ক্ষমতা, শ্রেণী-প্রভুত্বের একটা যন্ত্রের চরিত্র গ্রহণ করতে থাকে। শ্রেণী-সংগ্রামের এক একটা অগ্রপদক্ষেপসূচক প্রতিটি বিপ্লবের পর রাষ্ট্রক্ষমতার নিছক পীড়নমূলক চরিত্রটা ক্রমেই খোলাখুলি প্রকট হয়ে ওঠে।' ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবের পর রাষ্ট্রক্ষমতা হয়ে দাঁড়ায় 'শ্রমের বিরুদ্ধে পুঁজির জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র'। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য তাকে জোরদার করে।

'কমিউন ছিল সাম্রাজ্যের সরাসরি বিপরীত।' 'শ্রেণী-প্রভুত্বের রাজতান্ত্রিক রূপটা শুধু নয়, খোদ শ্রেণী-প্রভুত্বকেই যাতে দূর করতে হবে', কমিউন ছিল 'এমন প্রজাতন্ত্রের 'নির্দিষ্ট রূপ''...

প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এই 'নির্দিষ্ট' রূপটি ঠিক কী ছিল? যে রাষ্ট্র তা গড়তে শুরু করেছিল সেটা কেমন?

'...কমিউনের প্রথম ডিক্রিই হল স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিলোপ ও সশস্ত্র জনগণ দিয়ে তার স্থানপূরণ...'

সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত হতে ইচ্ছুক সমস্ত পার্টির কর্মসূচিতে আজকাল এ দাবিটা স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাদের কর্মসূচির মূল্য কতটুকু তা সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে আমাদের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের আচরণ দিয়ে, যারা ২৭শে ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের পর ঠিক এই দাবিটিকে কার্যকরী করতে অস্বীকার করেন।

'...কমিউন গঠিত হয় প্যারিসের বিভিন্ন পল্লীতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পৌর পরিষদ সভ্যদের নিয়ে। তারা ছিল জবাবদিহিতে বাধ্য এবং যে-কোনো সময়ে অপসারণীয়। স্বভাবতই তাদের অধিকাংশই ছিল শ্রমিক, অথবা শ্রমিক শ্রেণীর স্বীকৃত প্রতিনিধি...

'...এতদিন পর্যন্ত যা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার সেই পুলিসের সমস্ত রাজনৈতিক বৃত্তি অবিলম্বেই খারিজ হয় এবং তাকে পরিণত করা হয় কমিউনের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য যে-কোনো সময়ে

অপসারণীয় একটি সংস্থায়... প্রশাসনের অন্য সমস্ত শাখার আমলাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়... কমিউন সভ্যদের থেকে শুরু করে ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক কাজ চালাতে হবে শ্রমিকের বেতনে। রাষ্ট্রের বড়ো চাকুরেদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত বিশেষ সুবিধা ও প্রতিনিধিত্ব ভাতাও দূর হল... পুরনো সরকারের ঐহিক ক্ষমতার অস্ত্র—স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ও পুলিস দূর করার সঙ্গে সঙ্গে কমিউন অবিলম্বেই আত্মিক পীড়নের অস্ত্র, যাজকশক্তি ভাঙার কাজে নামে... আদালতের কর্তারা তাদের বাহ্যিক স্বাধীনতা হারাল... এবার থেকে তাদের হতে হল প্রকাশ্যে নির্বাচিত, জবাবদিহিতে বাধ্য ও অপসারণীয়...'(১৭)

এইভাবে, বিচূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্রটার স্থান কমিউন পূরণ করে 'কেবল' আরো পরিপূর্ণ গণতন্ত্র দিয়ে: স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিলোপ, সমস্ত পদাধিকারীর নির্বাচন ও অপসারণ শর্ত। কিন্তু আসলে এই 'কেবল'টুকুর অর্থ এক ধরনের প্রতিষ্ঠানের স্থলে নীতিগতভাবে অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠান দিয়ে বিপুল একটা বদল। এখানে দেখা যাচ্ছে 'পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত হবার' একটি ঘটনা: আদৌ যতটা চিন্তনীয় তেমন পরিপূর্ণতা ও সুসঙ্গতিতে প্রবর্তিত গণতন্ত্র পরিণত হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে, রাষ্ট্র (=নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীকে দমনের বিশেষ শক্তি) পরিণত হচ্ছে এমন কিছুতে যা আর প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র নয়।

বুর্জোয়া ও তার প্রতিরোধ দমন করা তখনো প্রয়োজন। কমিউনের পক্ষে তা ছিল বিশেষ করে প্রয়োজন, এবং তার পরাজয়ের একটা কারণ এই যে, সে কাজটা সে যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে করে নি। কিন্তু দমনের সংস্থাটা এখানে জনগণের অধিকাংশ; দাসপ্রথায়, ভূমিদাসত্বে ও মজুরি-দাসত্বে সর্বদাই যা হয়ে এসেছে, সেভাবে জনগণের অল্পাংশ নয়। আর জনগণের অধিকাংশ যখন নিজেরাই নিজেদের উৎপীড়কদের দমন করছে, তখন দমনের 'আলাদা শক্তির' আর দরকার পড়ে না! এই অর্থে রাষ্ট্র শুকিয়ে মরতে শুরু করছে। বিশেষ সুবিধাভোগী অল্পাংশের বদলে (বিশেষ সুবিধাভোগী আমলা, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বড়ো কর্তারা) অধিকাংশ জনগণ নিজেরাই এসব কাজ চালাতে পারে, এবং রাষ্ট্রক্ষমতার কাজগুলো যত চালাবে সর্বজনগণ, ততই হ্রাস পাচ্ছে সে ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা।

এ দিক থেকে মার্কস কমিউনের যে ব্যবস্থায় জোর দিয়েছেন তা খুবই

লক্ষণীয়: সর্ববিধ প্রতিনিধিত্ব ভাতা, কর্মকর্তাদের সমস্ত আর্থিক সুবিধা নাকচ, রাষ্ট্রের **সমস্ত** পদাধিকারীর বেতন হবে **'মজুরের বেতনের'** সমান। ঠিক এই ব্যাপারটাতেই সবচেয়ে জাজ্বল্যমানরূপে **মোড় নেওয়াটা** দেখা যাচ্ছে—বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে, উৎপীড়ক গণতন্ত্র থেকে উৎপীড়িত শ্রেণীদের গণতন্ত্রে, নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীকে দমনের **'আলাদা শক্তি'** স্বরূপ রাষ্ট্র থেকে জনগণের, শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকাংশের **সার্বজনীন শক্তিতে** উৎপীড়ক দমনে। এবং রাষ্ট্রের প্রশ্নে এই বিশেষ জাজ্বল্যমান, বলা যেতে পারে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েণ্টেই মার্কসের শিক্ষাগুলি ভুলে বসা হয়েছে সবচেয়ে বেশি! জনবোধ্য যে টীকাগ্রন্থগুলি সংখ্যায় অগণ্য, তাতে এসব কথা কিছু নেই। এ নিয়ে চুপ করে থাকাই 'শোভন', যেন ওটা অচল হয়ে যাওয়া একটা 'সরলতা',—রাষ্ট্রীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা পেয়ে খৃষ্টধর্ম যেভাবে তার গণতান্ত্রিক-বৈপ্লবিক প্রেরণার আদি খৃষ্টীয় 'সরলতাগুলোকে' 'ভুলে যায়'।

রাষ্ট্রের বড়ো কর্তাদের বেতন হ্রাসটা মনে হবে 'নিতান্ত' সহজসরল, আদিম গণতন্ত্রের একটা দাবি। সাম্প্রতিক সুবিধাবাদের অন্যতম 'প্রতিষ্ঠাতা', ভূতপূর্ব সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এ.বের্নস্তাইন 'আদিম' গণতন্ত্র নিয়ে ইতর বুর্জোয়া উপহাসের পুনরাবৃত্তির অনুশীলন চালিয়েছেন একাধিকবার। সমস্ত সুবিধাবাদীর মতো, বর্তমানে কাউৎস্কিপন্থীদের মতো, তিনিও একেবারেই বোঝেন নি যে, প্রথমত, কিছুটা পরিমাণ 'আদিম' গণতন্ত্রে 'প্রত্যাবর্তন' ছাড়া পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ **অসম্ভব** (তা নইলে জনগণের অধিকাংশ এবং তাদের প্রত্যেককে দিয়ে রাষ্ট্রের কাজ চালানোর ব্যবস্থায় যাওয়া যায় কীভাবে?), দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদী সংস্কৃতির ভিত্তিতে 'আদিম গণতান্ত্রিকতা' আর আদিম বা প্রাকপুঁজিবাদী কালের আদিম গণতান্ত্রিকতা এক নয়। পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে **গড়ে উঠেছে** বৃহৎ উৎপাদন, কলকারখানা, রেলপথ, ডাক, টেলিফোন ইত্যাদি, এবং **এই ভিত্তির ওপর** সাবেকী 'রাষ্ট্রযন্ত্রের' বিপুল পরিমাণ কাজ এত সরল হয়ে গেছে যে, তাকে রেজিস্ট্রি, রিপোর্ট ও যাচাইয়ের মতো কতকগুলো সরলতম প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যায়, সাক্ষর যে কোনো লোকের পক্ষেই এ সব কাজ পুরোপুরি সাধ্যায়ত্ত, সাধারণ 'মজুরের বেতনে' তা পুরোপুরি করা সম্ভব, এবং এসব কাজ থেকে বিশেষ সুবিধাভোগীর, 'কর্তাব্যক্তির' সমস্ত ছায়া দূর করা সম্ভব (ও উচিত)।

বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত পদাধিকারীর নির্বাচন ও **যে-কোনো সময়ে** তাকে অপসারণের ব্যবস্থা, তাদের বেতনকে 'মজুরের' সাধারণ 'বেতনে' নামানো,— এই সব সরল ও 'স্বতঃবোধগম্য' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল শ্রমিক ও অধিকাংশ কৃষকদের স্বার্থকে পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যাবার সেতুস্বরূপ। ব্যবস্থাগুলি সমাজের রাষ্ট্রিক, নিছক রাজনৈতিক পুনর্গঠন নিয়ে, কিন্তু বলাই বাহুল্য, তা অর্থময় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয় কেবল 'উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ' সম্পন্ন বা প্রস্তুত করা প্রসঙ্গে, অর্থাৎ উৎপাদন উপায়ের ওপর পুঁজিবাদী ব্যক্তি-মালিকানা থেকে সামাজিক মালিকানায় উৎক্রমণ প্রসঙ্গে।

> মার্কস লেখেন, 'ফৌজ ও আমলাতন্ত্র, মোটা খরচের এই দুই খাত দূর করে কমিউন সমস্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের সুলভ প্রশাসন ধ্বনিটিকে সত্য করে তোলে।'

কৃষকদের মধ্য থেকে, তথা অন্যান্য পেটি বুর্জোয়া স্তরের মধ্য থেকে মাত্র নগণ্য অল্পসংখ্যক লোকেই 'ওপরে ওঠে', বুর্জোয়া অর্থে 'মানুষ হয়ে যায়', অর্থাৎ পরিণত হয় ধনবান ব্যক্তিতে, বুর্জোয়ায়, নয় মোটা টাকার বিশেষ সুবিধাভোগী চাকুরিয়ায়। যেখানে কৃষক আছে এমন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই (আর তেমন পুঁজিবাদী দেশই অধিকাংশ) সরকার কৃষকদের বিপুল অধিকাংশকেই পীড়ন করে এবং তারা সরকার উচ্ছেদের জন্য আকুল, 'সুলভ' সরকারের জন্য আকুল। সেটা কার্যকরী করতে পারে **কেবল** প্রলেতারিয়েত, এবং তা করতে গিয়ে সে সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দিকে পা বাড়ায়।

৩। পার্লামেন্টপ্রথার বিলোপ

> মার্কস লেখেন: 'কমিউনকে হতে হত পার্লামেন্টী নয়, কাজের সমিতি, একই সঙ্গে আইনদাতা ও কার্যনির্বাহক...
>
> '...প্রভু শ্রেণীর কোন্ লোকটি পার্লামেন্টে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে ও তাদের দমন করবে (ver-und zertreten), তিন বা ছয় বছরে একবার করে তা স্থির করার বদলে সার্বজনীন নির্বাচনাধিকার কমিউনে সংগঠিত জনগণের সেবায় লাগত, নিজেদের প্রতিষ্ঠানটির জন্য

শ্রমিক, সর্দার, হিশেবনবিশ খুঁজে নেবার জন্য, যেভাবে ব্যক্তিগত নির্বাচনাধিকার একই উদ্দেশ্যে যে-কোনো নিয়োগকর্তার কাজে লাগে।'

১৮৭১ সালে কৃত পার্লামেণ্টপ্রথার এই চমৎকার সমালোচনাটিও প্রচলিত সোশ্যাল-শভিনিজম ও সুবিধাবাদের কল্যাণে মার্কসবাদের 'বিস্মৃত বাণীর' অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রী ও পেশাদার পার্লামেণ্টীরা, প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও একালের 'কেজো' সমাজতন্ত্রীরা পার্লামেণ্টপ্রথার সমালোচনাটা পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, এবং এই আশ্চর্য বিচক্ষণ যুক্তিতে পার্লামেণ্টপ্রথার সমস্ত সমালোচনাকেই ঘোষণা করেছে 'নৈরাজ্যবাদ'!! অবাক হবার কিছুই নেই যে, পার্লামেণ্টপ্রথার অগ্রণী দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েত শেইদেমান, দাভিদ, লেগিন, সাম্বা, রেনোদেল, হেণ্ডের্সন, ভান্দেরভেল্‌দে, স্টাউনিঙ, ব্রান্তিঙ, বিসসোলাতি কোং-র মতো সমাজতন্ত্রীদের দেখে ঘেন্নায় প্রায়ই দরদ দেখিয়েছে নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালিজমের জন্য, যদিও এটা সুবিধাবাদেরই সহোদর ভাই।

কিন্তু মার্কসের কাছে বৈপ্লবিক দ্বান্দ্বিকতা কখনোই একটা ফাঁপা, ফ্যাশনচল বুলি, একটা ঝুমঝুমি ছিল না, যা তাকে প্লেখানভ, কাউৎস্কি প্রভৃতিরা করে তুলেছেন। বিশেষ করে যখন স্পষ্টতই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নেই, তখন বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার 'গোয়ালঘরটাকে'ও কাজে লাগাতে পারার অসামর্থ্যের জন্য মার্কস নির্মমভাবে নৈরাজ্যবাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে পার্লামেণ্টপ্রথার সত্যকার একটা বৈপ্লবিক-প্রলেতারীয় সমালোচনাও তিনি দিতে জানতেন।

প্রভু শ্রেণীর কোন্ লোকটি পার্লামেণ্টে জনগণকে দমিত ও দলিত করবে, কয়েক বছরে একবার করে তা স্থির করা—এই হল বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার আসল মর্মার্থ, এবং সেটা শুধু পার্লামেণ্টী-নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেই নয়, সর্বাধিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও।

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশ্নটা যদি রাখি, এ ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের দিক থেকে যদি রাষ্ট্রের একটা প্রতিষ্ঠান হিশেবে পার্লামেণ্টপ্রথাকে দেখি, তাহলে পার্লামেণ্টপ্রথা থেকে বেরবার উপায় কী, তা ছাড়া চলবে কী করে?

পুনঃ ও পুনরপি এই কথাই বলতে হচ্ছে: কমিউন বিচারের ভিত্তিতে মার্কস যে শিক্ষা টেনেছিলেন তা এতই বিস্মৃতির গর্ভে যে, সাম্প্রতিক

'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের' (পড়া উচিত; সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক বিশ্বাসঘাতকদের) কাছে পার্লামেণ্টপ্রথার নৈরাজ্যবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই বোধগম্য নয়।

পার্লামেণ্টপ্রথা থেকে বেরবার উপায় অবশ্যই প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন ধ্বংস করে নয়, বরং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানটিকে বাক্‌সর্বস্ব মঞ্চ থেকে 'কাজের' প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে। 'কমিউনকে হতে হত পার্লামেণ্টী নয়, কাজের সমিতি, একই সঙ্গে আইনদাতা ও কার্যনির্বাহক।'

'পার্লামেণ্টী নয়, কাজের' প্রতিষ্ঠান — একথাটা বলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পার্লামেণ্টজীবীদের ও পার্লামেণ্টী 'পোশাকী কুকুরদের' মুখে জুতো মারা হয়েছে! আমেরিকা থেকে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড, নরওয়ে ইত্যাদি যে-কোনো পার্লামেণ্টী দেশের দিকে চেয়ে দেখুন: সত্যকারের 'রাষ্ট্রীয়' কাজ চলে যবনিকার অন্তরালে এবং তা চালায় দপ্তর, চ্যান্সেলারি, জেনারেল স্টাফ। পার্লামেণ্টগুলোয় কেবল বাক্যবিস্তার চলে 'সাধারণ লোককে' ধোঁকা দেবার বিশেষ উদ্দেশ্যে। কথাটা এতই সঠিক যে, এমনকি রুশ প্রজাতন্ত্রে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সত্যকার পার্লামেণ্ট গড়ে ওঠবার আগেই পার্লামেণ্টপ্রথার এই সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ফুটে ওঠে। স্কবেলেভ ও সেরেতেলি, চের্নোভ ও আভ্‌ক্সেন্তিয়েভদের মতো জরাজীর্ণ কূপমণ্ডূকতার বীরেরা এমনকি সোভিয়েতগুলিকেও শূন্যগর্ভ বাক্‌সর্বস্ব মঞ্চে পরিণত করে জঘন্য বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার কায়দায় তাদের কলুষিত করতে সক্ষম হয়। সোভিয়েতগুলিতে শ্রীমান 'সমাজতান্ত্রিক' মন্ত্রীরা বুলিবিস্তার ও প্রস্তাবাদি মারফত বিশ্বাসপ্রবণ চাষীদের ধোঁকা দিচ্ছেন। আর সরকারে চলছে অবিরাম কোয়াড্রিল নাচ, যাতে একদিকে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের জন্য বেশি করে মোটা-টাকার মান্যগণ্য চাকুরির 'পিঠেটির দিকে' পালা করে ঘেঁসে আসা চলে এবং অন্যদিকে জনগণের 'মনোযোগ আটকে রাখা যায়'। আর 'রাষ্ট্রীয়' কাজ 'করা হচ্ছে' দপ্তরগুলোতে, জেনারেল স্টাফে!

শাসক পার্টি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মুখপত্র 'দেলো নারোদা' (১৮) তার প্রধান সম্পাদকীয়তে সম্প্রতি স্বীকার করেছে — 'সবাই' যেখানে রাজনৈতিক গণিকাবৃত্তিতে ব্যাপৃত, তেমন 'উত্তম সমাজের' লোকেদের অতুলনীয় অকপটতায় স্বীকার করেছে যে, এমনকি যেসব মন্ত্রিদপ্তর

'সমাজতন্ত্রীদের' হাতে (মাপ করবেন কথাটা!), এমনকি সেখানেও গোটা আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটা মূলত সাবেকীই থেকে গেছে, আগের মতোই কাজ চালাচ্ছে, পুরোপুরি 'অবাধে' বিপ্লবী ব্যবস্থা বানচাল করছে! সত্যি, এ স্বীকৃতিটা না থাকলেও কি সরকারে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের অংশগ্রহণের বাস্তব ইতিহাস থেকেও তা প্রমাণ হত না? এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসূচক শুধু এইটে যে, কাদেতদের সঙ্গে মন্ত্রিসমাজে থেকে শ্রীমান চের্নোভ, রুসানভ, জেঞ্জিনভরা ও 'দেলো নারোদার' অন্যান্য সম্পাদকরা এতই লজ্জা খুইয়েছেন যে প্রকাশ্যে, যেন একটা তুচ্ছ ব্যাপার এই ভাব করে, একটুকু লাল না হয়ে এ কথা বলতে তাঁদের সংকোচ নেই যে, 'ও'দের' মন্ত্রিদপ্তরগুলিতে সবই আগের মতো!! বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক বুলিটা গে'য়ো ইভানদের জন্য, আর আমলাতান্ত্রিক, দপ্তরচারী গড়িমসিটা পুঁজিপতিদের 'হিতার্থে' — এ হল 'সৎ' কোয়ালিশনের **মর্মার্থ**।

বুর্জোয়া সমাজের ভাড়াটে, জরাজীর্ণ পার্লামেণ্টপ্রথার স্থলে কমিউন এমন সব প্রতিষ্ঠান বসায় যেখানে মত ও আলোচনার স্বাধীনতা প্রতারণায় অধঃপতিত হয় না, কেননা পার্লামেণ্ট-সভ্যদের নিজেদেরই কাজ করতে হয়, নিজেদের আইন নিজেদেরই কার্যকরী করতে হয়, বাস্তবে কী দাঁড়াচ্ছে সেটা নিজেদেরই যাচাই করতে হয়, নিজেদের নির্বাচকদের সামনে সরাসরি জবাবদিহি করতে হয় নিজেদের। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান থাকছে, কিন্তু একটা বিশেষ প্রথা হিসেবে, আইনপ্রণয়নী ও কার্যনির্বাহক শ্রমবিভাগ হিশেবে, পার্লামেণ্ট-সভ্যদের সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠা হিশেবে পার্লামেণ্টপ্রথা এখানে আর থাকছে **না**। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমরা গণতন্ত্র এমনকি প্রলেতারীয় গণতন্ত্রও কল্পনা করতে পারি না, কিন্তু পার্লামেণ্টপ্রথা ছাড়া তা কল্পনা করতে পারি এবং করতে **হবে**, যদি বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনাটা আমাদের কাছে ফাঁকা কথা না হয়, যদি বুর্জোয়া প্রভুত্ব উচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষাটা মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের মতো, শেইদেমান ও লেগিন, সাম্বা ও ভান্দেরভেল্‌দের মতো শ্রমিকদের ভোট জোগাড়ের 'নির্বাচনী' বুলি না হয়ে আমাদের কাছে হয় একটা গুরুতর ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

এটা খুবই শিক্ষাপ্রদ যে, কমিউন ও প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের জন্য **যেসব** আমলাদের দরকার তাদের কাজের কথা বলতে গিয়ে মার্কস তুলনার জন্য নিয়েছেন 'অন্য যে-কোনো নিয়োগকর্তার' কর্মচারীদের,

অর্থাৎ 'শ্রমিক, সর্দার, হিশেবনবীশ' সমেত চলতি পুঁজিবাদী উদ্যোগ।

'নতুন' সমাজকে মন থেকে গড়া, কল্পনা থেকে বানানোর দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র ইউটোপিয়াপনা মার্কসের নেই। পুরনো থেকে নতুন সমাজের জন্ম, প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়ে উৎক্রমণের রূপগুলো মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন একটা প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিশেবে। গণ প্রলেতারীয় আন্দোলনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাটা তিনি নিয়েছেন এবং তা থেকে বাস্তব শিক্ষা নিষ্কাশনের চেষ্টা করেছেন। 'কমিউনের' কাছ থেকে তিনি 'শিখেছেন', সমস্ত মহান বৈপ্লবিক চিন্তানায়কেরাই যেভাবে নিপীড়িত শ্রেণীর মহা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে ভয় পান নি, কখনোই তাদের প্রতি একটা পাণ্ডিতী চালের 'হিতোপদেশ' দানের মনোভাব নেন নি (যেমন করেছিলেন প্লেখানভ: 'অস্ত্র ধরা উচিত হয় নি' অথবা সেরেতেলি: 'শ্রেণীর উচিত নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা')।

আমলাতন্ত্রকে তৎক্ষণাৎ, সর্বত্র ও সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার কথাই উঠতে পারে না। এটা ইউটোপিয়া। কিন্তু পুরনো আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটাকে চূর্ণ করা ও তৎক্ষণাৎ এমন একটা নতুন যন্ত্র নির্মাণ শুরু করা যাতে ক্রমশ সমস্ত আমলাতন্ত্রকেই শূন্যে পরিণত করা সম্ভব হবে—এটা ইউটোপিয়া নয়, এটা কমিউনের অভিজ্ঞতা, এটা হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ ও উপস্থিত কর্তব্য।

'রাষ্ট্র' পরিচালনার কাজগুলো পুঁজিবাদ সরল করে দেয়, 'হুজুরগিরি' ছুড়ে ফেলে সমস্ত ব্যাপারটাকে প্রলেতারিয়েতের (শাসক শ্রেণী হিশেবে) এমন সংগঠনে পর্যবসিত করা সম্ভব করে তোলে, যা 'শ্রমিক, সর্দার, হিশেবনবীশ' বহাল করবে।

আমরা ইউটোপীয় নই। কী করে তৎক্ষণাৎ কোনো রকম প্রশাসন ছাড়া, কোনো রকম আজ্ঞাপালন ছাড়াই চালানো যায়, তা নিয়ে আমরা 'স্বপ্ন দেখি' না; ওগুলো নৈরাজ্যবাদী স্বপ্ন, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কর্তব্য না বোঝা তার ভিত্তি, মার্কসবাদের কাছে তা সমূহ বিজাতীয়, এবং কার্যক্ষেত্রে তাতে লোকে অন্যরকম না হয়ে ওঠা পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে মুলতুবী রাখা হয়। না, আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চাই এমন লোকেদের নিয়ে যারা এখন বর্তমান, যারা আজ্ঞাপালন ছাড়া, তদারকি ছাড়া, 'সর্দার, ও হিশেবনবীশ' ছাড়া পারে না।

কিন্তু আজ্ঞাপালন করতে হবে সমস্ত শোষিত ও মেহনতীদের সশস্ত্র অগ্রবাহিনী প্রলেতারিয়েতের। রাষ্ট্রীয় আমলাদের বিশেষ ধরনের 'হুজুরগিরিকে' তৎক্ষণাৎ, রাতারাতি 'সর্দার ও হিশেবনবীশদের' সরল কাজ দিয়ে খারিজ করা যায় ও করতে হবে, এ কাজগুলো ইতিমধ্যেই পুরোপুরি সাধারণ নাগরিকদের বিকাশ মাত্রায় আয়ত্তাধীন এবং পুরোপুরি 'মজুরদের বেতনে' পালন করা যায়।

নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে, সশস্ত্র শ্রমিকদের রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে কঠোরতম লৌহশৃঙ্খলা প্রবর্তন করে পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই যা গড়ে দিয়েছে তার ভিত্তিতে বৃহৎ উৎপাদন সংগঠিত করব আমরা মজুরেরা **নিজেরাই**, রাষ্ট্রীয় আমলাদের টেনে আনব নিতান্ত আমাদের নির্দেশ-পালক, জবাবদিহিতে বাধ্য, অপসারণীয়, পরিমিত বেতনের 'সর্দার ও হিশেবনবীশদের' (অবশ্য নানা রকম, ধরন ও স্তরের টেকনিশিয়ন-সহ) ভূমিকায় — এই হল **আমাদের** প্রলেতারীয় কর্তব্য, প্রলেতারীয় বিপ্লব সম্পন্নের পর এইটে থেকে **শুরু করা** সম্ভব ও করতে হবে। বৃহৎ উৎপাদনের ভিত্তির ওপর এই রকমের শুরু আপনা থেকেই পেঁছয় সর্ব**বিধ** আমলাতন্ত্রের ক্রমিক 'শুকিয়ে মরায়', এমন একটা শৃঙ্খলায়, উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়া শৃঙ্খলা, মজুরি-দাসত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই এমন একটা শৃঙ্খলায়, যখন তত্ত্বাবধান ও হিশেবের ক্রমসরল কাজগুলো সবাই চালাবে পালা করে, তারপর তা হয়ে উঠবে অভ্যাস এবং শেষ পর্যন্ত বিশেষ এক স্তর লোকের **বিশেষ** কাজ হিশেবে মরে যাবে।

গত শতকের ৭০-এর দশকের একজন রসিক জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট **ডাক** ব্যবস্থাকে বলেছিলেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নমুনা। কথাটা খুবই ঠিক। আজকাল ডাক ব্যবস্থা এমন একটা কারবার যা রাষ্ট্রীয়-**পুঁজিবাদী** একচেটিয়ার ধরনে সংগঠিত। সমস্ত ট্রাস্টকেই সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত এই ধরনের সংগঠনে রূপান্তরিত করছে। খাটুনিতে ও খিদেয় নেতিয়ে পড়া 'সাধারণ' মেহনতীদের ওপর এখানেও রয়েছে সেই একই বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র। কিন্তু সামাজিক পরিচালনার যন্ত্রব্যবস্থাটা এখানে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে, সশস্ত্র শ্রমিকদের লৌহ বাহুতে এই সব শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে আধুনিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটাকে ধ্বংস করলেই আমরা পাচ্ছি 'পরগাছা' থেকে মুক্ত উচ্চ টেকনিকের সুসজ্জিত এমন একটি যন্ত্রব্যবস্থা, যা টেকনিশিয়ন,

সর্দার, হিশেবনবীশদের নিয়োগ করে, সমস্ত 'রাষ্ট্রীয়' পদাধিকারীদের মতো তাদেরও সবাইকে শ্রমিকদের সমান পারিশ্রমিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকেরা নিজেরাই যা চালু করতে পুরোপুরি সক্ষম। এই হল সমস্ত ট্রাস্টের ক্ষেত্রেই মূর্ত-নির্দিষ্ট, ব্যবহারিক, তৎক্ষণাৎ সাধনীয় কর্তব্য যা শোষণ থেকে মেহনতীদের মুক্ত করছে ও কমিউন কর্তৃক কার্যক্ষেত্রে সূচিত (বিশেষ করে রাষ্ট্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে) অভিজ্ঞতার হিশেব নিচ্ছে।

সমস্ত জাতীয় অর্থনীতিকে ডাক ব্যবস্থার মতো এমনভাবে সংগঠিত করা যাতে সশস্ত্র প্রলেতারিয়েতের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে সমস্ত পদাধিকারীদের মতো টেকনিশিয়ন, সর্দার, হিশেবনবীশরা 'মজুরের বেতনের' চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক না পায় — এই হল আমাদের আশু লক্ষ্য। আমাদের দরকার এই ধরনের রাষ্ট্র এবং এই ধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। সেটা পাওয়া যায় পার্লামেণ্টপ্রথার বিলোপ ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণে। বুর্জোয়ার হাতে এই সব প্রতিষ্ঠানের গণিকাবৃত্তি থেকে মেহনতী শ্রেণীরা উদ্ধার পাবে এইটেতেই।

৪। জাতীয় ঐক্যের সংগঠন

'...জাতীয় সংগঠনের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটাকে আরো বিকশিত করে তোলার সময় কমিউনের ছিল না, তার মধ্যেই সুস্পষ্ট করে বলা আছে যে কমিউনকেই হতে হবে... সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম গ্রামটিরও রাজনৈতিক রূপ...' কমিউন থেকেই নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল প্যারিসে 'জাতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর'।

'...কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অল্পসংখ্যক কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তখনো রয়ে গেল, সেগুলো খারিজ করার কথা ছিল না— ইচ্ছাকৃত জালিয়াতিতে যা বলা হয়েছে—সেগুলিকে তুলে দেওয়ার কথা ছিল কমিউনের, অর্থাৎ, কঠোরভাবে জবাবদিহিতে বাধ্য কর্মচারীদের হাতে।

'...জাতীয় ঐক্য বিলুপ্তির কথা ছিল না, বরং কমিউন ব্যবস্থায় তা সংগঠিত হত। যে রাষ্ট্রক্ষমতাটা নিজেকেই জাতীয় ঐক্যের রূপায়ণ বলে জাহির করত কিন্তু চাইত জাতি থেকে স্বাধীন হতে, তার ঊর্ধ্বে দাঁড়াতে, তাকে ধ্বংস করা মারফত জাতীয় ঐক্য হত বাস্তব।

প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রক্ষমতাটা ছিল জাতির দেহে একটা পরগাছা উপবৃদ্ধি ...কর্তব্য ছিল সাবেকী সরকারী ক্ষমতার নিছক পীড়নমূলক সংস্থাগুলিকে ছে'টে দেওয়া এবং তার ন্যায়সঙ্গত কাজগুলিকে সমাজের ঊর্ধ্বে দাঁড়াতে-চাওয়া এক ক্ষমতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সমাজের কাছে দায়িত্বশীল সেবকদের হাতে তুলে দেওয়া।'

সাম্প্রতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদীরা মার্কসের এই বক্তব্য কী পরিমাণে বোঝেন নি, বোধহয় বললে সঠিক হবে যে বুঝতে চান নি, সেটা সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে বেইমান বের্নস্তাইনের 'সমাজতন্ত্রের পূর্বসর্ত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কর্তব্য' নামক হেরোস্ত্রাৎ-মার্কা খ্যাতির (১৯) গ্রন্থে। মার্কসের উদ্ধৃত ঠিক এই কথাগুলি সম্পর্কেই বের্নস্তাইন লিখেছেন যে, এই কর্মসূচিটায় 'তার রাজনৈতিক সারবস্তুর দিক থেকে প্রুধোঁর ফেডারেলবাদের সঙ্গে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সাতিশয় সাদৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে... মার্কসের সঙ্গে 'পেটি বুর্জোয়া' প্রুধোঁর ('পেটি বুর্জোয়া' কথাটা বের্নস্তাইন দিয়েছেন উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে, যেটা তাঁর মতে, শ্লেষাত্মক হওয়ার কথা) অন্য সমস্ত মতপার্থক্য থাকলেও এই পয়েন্টগুলিতে ওঁদের ভাবনা যথাসম্ভব কাছাকাছি।' বলাই বাহুল্য, বের্নস্তাইন বলেছেন, মিউনিসিপ্যালিটিগুলির তাৎপর্য বাড়ছে, কিন্তু 'মার্কস ও প্রুধোঁ যা কল্পনা করেছেন, আধুনিক রাষ্ট্রগুলির অমন বিলোপ (Auflösung—আক্ষরিক অর্থে ভেঙে দেওয়া, গলিয়ে দেওয়া) এবং তার সংগঠনের অমন বদল (Umwandlung—ওলটপালট)—জাতীয় সভা হবে প্রাদেশিক অথবা আঞ্চলিক সভার প্রতিনিধি দিয়ে, এবং সেগুলি আবার হবে কমিউনের প্রতিনিধি দিয়ে, যাতে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের সমস্ত পূর্বতন ধরনই একেবারে অদৃশ্য হচ্ছে—এটাই গণতন্ত্রের প্রথম কর্তব্য কিনা আমার সন্দেহ আছে।' (বের্নস্তাইন, 'পূর্বসর্ত', ১৩৪ ও ১৩৬ পৃঃ, ১৮৯৯ সালের জার্মান সংস্করণ।)

প্রুধোঁর ফেডারেলবাদের সঙ্গে মার্কসের 'পরগাছা রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংসের' মতবাদকে গুলিয়ে ফেলা এক পৈশাচিক ব্যাপার! কিন্তু সেটা আকস্মিক কিছু নয়, কারণ সুবিধাবাদীদের মাথাতেই ঢোকে না যে, মার্কস এখানে আদৌ কেন্দ্রিকতার বিপরীতে ফেডারেলবাদের কথা বলছেন না, বলছেন সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই যা বর্তমান, সেই সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে চূর্ণের কথা।

সুবিধাবাদীদের মাথায় ঢোকে কেবল সেইটুকু যা সে তার চারিপাশে, পেটি বুর্জোয়া গতানুগতিকতা ও 'সংস্কারবাদী' অচলতার পরিবেশে দেখে, অর্থাৎ শুধু 'মিউনিসিপ্যালিটি'! প্রলেতারীয় বিপ্লবের কথাটা ভাবতে পর্যন্ত সুবিধাবাদীরা ভুলে গেছে।

এটা হাসির কথা। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে এই পয়েণ্টটায় কেউ বের্নস্তাইনের প্রতিবাদ করেন নি। অনেকেই বের্নস্তাইনকে খণ্ডন করেছেন, বিশেষ করে রুশ সাহিত্যে প্লেখানভ, ইউরোপীয় সাহিত্যে কাউৎস্কি, বের্নস্তাইনের এই মার্কস বিকৃতি নিয়ে এ'দের কেউ কোনো কথা বলেন নি।

বিপ্লবীর মতো ভাবতে ও বিপ্লব নিয়ে মাথা ঘামাতে সুবিধাবাদীরা এতই ভুলে গেছেন যে, নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসকে গুলিয়ে ফেলে তাঁর ওপর 'ফেডারেলবাদ' চাপিয়ে দিয়েছেন। এবং নৈষ্ঠিক মার্কসবাদী হতে ইচ্ছুক, বৈপ্লবিক মার্কসবাদের মতবাদ রক্ষায় আগ্রহী কাউৎস্কি ও প্লেখানভ সে প্রসঙ্গে চুপ করে থাকছেন! এইখানেই রয়েছে মার্কসবাদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের পার্থক্য বিষয়ক মতবাদের সেই চূড়ান্ত স্থূলীকরণের একটি মূল, যা কাউৎস্কিপন্থী তথা সুবিধাবাদীদের বৈশিষ্ট্য, যা নিয়ে পরে আরো বলব।

কমিউনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মার্কসের যে বক্তব্য তুলে দিয়েছি, তাতে ফেডারেলবাদের চিহ্ন মাত্র নেই। প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসের মিল ঠিক এমন একটা জায়গায় যা সুবিধাবাদী বের্নস্তাইনের চোখে পড়ছে না। প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসের গরমিল ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে বের্নস্তাইন দেখছেন মিল।

প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসের মিল এখানে যে, উভয়েই আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র 'ধ্বংসের' পক্ষে। নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে (তথা প্রুধোঁ, তথা বাকুনিনের সঙ্গে) এই মিলটা সুবিধাবাদীরা বা কাউৎস্কিপন্থীরা কেউ দেখতে চাইছেন না, কেননা এই পয়েণ্টে তাঁরা মার্কসবাদ থেকে সরে গেছেন।

প্রুধোঁ এবং বাকুনিন উভয়ের সঙ্গেই মার্কসের গরমিল ঠিক ফেডারেলবাদের প্রশ্নেই (প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কথা ছেড়েই দিলাম)। নৈরাজ্যবাদের পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টি থেকে ফেডারেলবাদ আসে একটা নীতি হিশেবে। মার্কস কেন্দ্রবাদী। তাঁর উদ্ধৃত বক্তব্যে কেন্দ্রিকতা থেকে কোনো বিচ্যুতি নেই। রাষ্ট্রের প্রতি মধ্যবিত্তসুলভ 'সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে' যারা পরিপূর্ণ কেবল তাদের পক্ষেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসটাকে কেন্দ্রিকতা ধ্বংস বলে ভাবা সম্ভব!

কিন্তু প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষক যদি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেয়, কমিউনে কমিউনে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হয়, এবং সমস্ত কমিউনের ক্রিয়াকর্ম ঐক্যবদ্ধ করে পুঁজির ওপর আঘাত হানায়, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ ধ্বংসে, রেলপথ, কলকারখানা, ভূমি প্রভৃতির ব্যক্তিমালিকানা সমগ্র জাতি, সমগ্র সমাজকে প্রদানে, তাহলে সেটা কি কেন্দ্রিকতা হবে না? সবচেয়ে সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হবে না? তদুপরি প্রলেতারীয় কেন্দ্রিকতা?

বের্নস্তাইনের মাথায় একথা আদপেই ঢুকতে পারে না যে, স্বেচ্ছামূলক কেন্দ্রিকতা সম্ভব, কমিউনগুলির জাতি হিশেবে স্বেচ্ছামূলক ঐক্য সম্ভব, বুর্জোয়া প্রভুত্ব ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংসের ব্যাপারে প্রলেতারীয় কমিউনগুলির স্বেচ্ছামূলক মিলন সম্ভব। যে-কোনো কূপমণ্ডূকের মতো বের্নস্তাইনের কাছেও কেন্দ্রিকতা কল্পনীয় কেবল ওপর থেকে আসা একটা জিনিস হিশেবে, যা কেবল আমলাতন্ত্র ও সমরচক্র দিয়েই চাপিয়ে দেওয়া ও বজায় রাখা সম্ভব।

মার্কস তাঁর মতের ভবিষ্যৎ বিকৃতি সম্ভাবনা দেখেই যেন ইচ্ছে করে এই কথায় জোর দিয়েছিলেন যে, কমিউন নাকি জাতীয় ঐক্য ধ্বংস ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা খারিজ করতে চেয়েছিল, এ অপবাদ একটা ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি। বুর্জোয়া, সামরিক, আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিপরীতে সচেতন, গণতান্ত্রিক, প্রলেতারীয় কেন্দ্রিকতাকে দাঁড় করানোর জন্য মার্কস ইচ্ছে করেই 'জাতীয় ঐক্য গঠন' কথাটা ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু... যে শুনতে চায় না সে কালারও অধম। আর রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংস, পরগাছা ছাঁটাইয়ের কথা শুনতে বর্তমান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদীদের ইচ্ছেই নেই।

৫। পরগাছা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ

আমরা আগেই মার্কসের সংশ্লিষ্ট কথাগুলি তুলে দিয়েছি, তার সম্পূরণ করা উচিত।

মার্কস লেখেন, '...নতুন ঐতিহাসিক সৃষ্টির একটা সাধারণ ভাগ্য এই হয় যে, সমাজজীবনের সাবেকী এমনকি অপ্রচলিত যে রূপগুলোর

সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির কিছুটা সাদৃশ্য থাকে, তাদেরই সমগোত্রীয় বলে তাদের ধরা হয়। এই ভাবে সাম্প্রতিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে যা ভাঙছে (bricht -- ভেঙে ফেলছে) সেই কমিউনকেও ধরা হল মধ্যযুগীয় কমিউনের পুনর্জন্ম বলে... ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের [মঁতেস্ক্যু ও জিরন্ডপন্থীরা (২০)] জোট হিশেবে... অতিরিক্ত কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সাবেকী সংগ্রামের অতিরঞ্জিত রূপ হিশেবে...

'...পরগাছা উপবৃদ্ধি এই যে 'রাষ্ট্রটা' সমাজের ঘাড় ভেঙে খাচ্ছে ও তার স্বাধীন গতি রুদ্ধ করছে তা এতদিন পর্যন্ত যেসব শক্তিকে গ্রাস করছিল, কমিউন ব্যবস্থায় তা প্রত্যর্পিত হত সমাজদেহে। শুধু এই একটা জিনিসেই এগিয়ে যেত ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন...

'...কমিউন ব্যবস্থায় গ্রাম্য উৎপাদকেরা আসত প্রতিটি অঞ্চলের প্রধান প্রধান শহরের আত্মিক পরিচালনায় এবং সেখানে তাদের জন্য শহুরে শ্রমিকদের মধ্যে তাদের স্বার্থের স্বাভাবিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হত। কমিউনের অস্তিত্বটাই ছিল, স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে, স্থানীয় আত্মশাসনের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু সেটা অতঃপর অবান্তর রাষ্ট্রক্ষমতার পাল্টা চাপ হিশেবে নয়।'

যা ছিল 'পরগাছা উপবৃদ্ধি' সেই 'রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্ছেদ', তার 'কর্তন' তার 'ধ্বংস'; 'অতঃপর অবান্তর রাষ্ট্রক্ষমতা'—কমিউনের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে মার্কস রাষ্ট্রের কথা বলেছেন এই সব ভাষায়।

এ সবই লেখা হয়েছিল কিছু কম পঞ্চাশ বছর আগে। আর এখন ব্যাপক জনগণের চেতনায় অবিকৃত মার্কসবাদ পৌঁছে দেবার জন্য হুবহু খননকার্যই চালাতে হচ্ছে। মার্কস যা দেখে গেছেন সেই সর্বশেষ মহাবিপ্লবের পর্যবেক্ষণ থেকে টানা সিদ্ধান্তগুলো ভুলে বসা হল ঠিক এমন সময় যখন পরবর্তী প্রলেতারীয় মহাবিপ্লবগুলির কাল ঘনিয়ে এসেছে।

'...কমিউনের বহুবিধ ব্যাখ্যা ও তাতে অভিব্যক্ত বহুবিধ স্বার্থ থেকে প্রমাণ হয় যে, কমিউন ছিল অতিশয় স্থিতিস্থাপক একটি রাজনৈতিক রূপ, যেখানে আগেকার সমস্ত ধরনের সরকারই ছিল প্রকৃতিগতভাবে পীড়নমূলক। তার আসল রহস্য এই: এটা ছিল আসলে **শ্রমিক শ্রেণীর সরকার**, দখলকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের পরিণাম,

এটি ছিল অবশেষে আবিষ্কৃত সেই রাজনৈতিক আধার যার মধ্য দিয়ে কার্যকরী হতে পারে শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি...

'এই শেষ সর্তটি ছাড়া কমিউন ব্যবস্থা হত অসম্ভব ও প্রতারণা...'

সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন চালাবার মতো রাজনৈতিক আধার 'আবিষ্কারে' ব্যস্ত ছিল ইউটোপীয়রা। নৈরাজ্যবাদীরা রাজনৈতিক আধারের প্রশ্নটা একেবারেই উড়িয়ে দেয়। সাম্প্রতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদীরা পার্লামেণ্টী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আধারগুলিকে সীমা হিশেবে নিয়েছে, সে তো আর পেরনো যায় না, মাথা ঠুকে এই 'আদর্শের' পুজো করে তারা এ আধারকে **ভাঙার** যে কোনো প্রচেষ্টাকেই নৈরাজ্যবাদ বলে ঘোষণা করেছে।

সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সমস্ত ইতিহাস থেকে মার্কস সিদ্ধান্ত টানলেন যে, রাষ্ট্র অবশ্যই বিলুপ্ত হবে, তার বিলোপের উৎক্রমণ রূপ (রাষ্ট্র থেকে অ-রাষ্ট্রে উৎক্রমণ) হবে 'শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েত'। কিন্তু এই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক **আধার আবিষ্কার করতে** মার্কস যান নি। তিনি সীমাবদ্ধ থাকেন ফরাসী ইতিহাসের যথাযথ পর্যবেক্ষণে, তার বিশ্লেষণে, এবং ১৮৫১ সালে পৌঁছনো সিদ্ধান্তে: ব্যাপারটা যাচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র **ধ্বংসের** দিকে।

এবং প্রলেতারিয়েতের গণ বৈপ্লবিক আন্দোলন যখন ভেঙে পড়ল, তখন সে আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও, তার ক্ষণস্থায়িত্ব ও সুপ্রকট দুর্বলতা সত্ত্বেও মার্কস অধ্যয়ন করতে লাগলেন কী আধার তা **আবিষ্কার করেছে**।

কমিউন—এই হল **অবশেষে আবিষ্কৃত** প্রলেতারীয় বিপ্লবের আধার, যার মধ্য দিয়ে কার্যকরী হতে পারে শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি।

কমিউন—এই হল প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষ থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র **ধ্বংসের** প্রথম প্রচেষ্টা এবং 'অবশেষে আবিষ্কৃত' সেই রাজনৈতিক আধার যা দিয়ে বিধ্বস্ত আধারটাকে **বদল করা** সম্ভব ও তা করতে হবে।

পরের আলোচনাগুলোয় আমরা দেখব যে, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব অন্য পরিস্থিতিতে, অন্য অবস্থায় কমিউনের কাজটাই চালিয়ে যাচ্ছে এবং সমর্থন করছে মার্কসের প্রতিভাদীপ্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বানুবৃত্তি। এঙ্গেলসের পরিপূরক ব্যাখ্যা

কমিউনের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য নিয়ে মূল কথাটা বলেন মার্কস। এঙ্গেলস একাধিকবার এই একই প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন এবং মার্কসের সিদ্ধান্ত ও বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন বলিষ্ঠতায় ও স্পষ্টতায় প্রশ্নটির অন্যান্য দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন যে তাঁর এই ব্যাখ্যাগুলি নিয়ে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

১। 'বাসস্থান সমস্যা'

'বাসস্থান সমস্যা' গ্রন্থে (১৮৭২ সাল) এঙ্গেলস ইতিমধ্যে কমিউনের অভিজ্ঞতার হিশেব নিয়েছেন ও কয়েক বার রাষ্ট্র প্রসঙ্গে বিপ্লবের কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। কৌতূহলের ব্যাপার যে, মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের আলোচনায় জাজ্বল্যমানরূপে ফুটে উঠেছে একদিকে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমান রাষ্ট্রের সাদৃশ্যের দিকগুলো, এমন সব দিক যাতে 'উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র কথাটি প্রযোজ্য হচ্ছে, এবং অন্যদিকে পার্থক্যের দিকগুলো, অথবা রাষ্ট্র-বিলোপে উৎক্রমণ।

> 'বাসস্থান সমস্যার সমাধান করা যায় কী করে? বর্তমান সমাজে অন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান যেভাবে হয়, এটারও ঠিক তাই হচ্ছে: চাহিদার সঙ্গে যোগানের ক্রমিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যে, এবং এটা এমন সমাধান যাতে ক্রমাগত সমস্যাটির নবজন্ম হয় অর্থাৎ কোনো সমাধানই হয় না। সমাজ বিপ্লব সমস্যাটার সমাধান করবে কীভাবে সেটা শুধু

স্থান কালের অবস্থাচক্রের ওপরেই নির্ভরশীল নয়, আরো সুদূরপ্রসারী কতকগুলি প্রশ্নের সঙ্গেও তা জড়িত, যাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল নগর ও গ্রামের বৈপরীত্য লোপের সমস্যা। ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার ইউটোপীয় ছক রচনা যেহেতু আমাদের কাজ নয়, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামানো হবে অলস কালক্ষেপেরও বেশি। তবে একটা জিনিস সন্দেহাতীত—বর্তমানে বড়ো বড়ো শহরে বাসস্থান ইতিমধ্যেই এত যথেষ্ট যে তার বিচক্ষণ সদ্ব্যবহারে এক্ষুণি বাসস্থানের সত্যকার অভাবে সাহায্য করা যায়। বলাই বাহুল্য, এটা কার্যকরী হতে পারে বর্তমান মালিকদের উচ্ছেদ মারফত এবং এই সব গৃহে গৃহহীন শ্রমিক অথবা অতি ঠাসাঠাসি গৃহে বাসকারী শ্রমিকদের বসিয়ে। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা মাত্রই সামাজিক কল্যাণে প্রয়োজন এই রূপ ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক অন্যান্য বাজেয়াপ্তি ও ফ্ল্যাট অধিকারের মতোই সমান সহজে কার্যকরী হবে।' (২২ পৃঃ, ১৮৮৭ সালের জার্মান সংস্করণ।) (২১)

এখানে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তিত আধারের কথা বলা হয় নি, তার ক্রিয়াকলাপের সারার্থটা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রের নির্দেশেও বাজেয়াপ্তি ও ফ্ল্যাট অধিকার চলে। ব্যাপারটার আনুষ্ঠানিক দিক থেকে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রও ফ্ল্যাট দখল ও গৃহ বাজেয়াপ্তির 'নির্দেশ' দেবে। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের নির্দেশ কার্যকরী করতে পুরনো কার্যনির্বাহক যন্ত্র, বুর্জোয়ার সঙ্গে জড়িত আমলাতন্ত্র স্রেফ অযোগ্য।

'...বলে রাখা দরকার যে, মেহনতীজনের পক্ষ থেকে শ্রমের সমস্ত হাতিয়ার ও সমস্ত শিল্পের বাস্তব দখলটা প্রুধোঁ-মার্কা 'ক্ষতিপূরণের' সোজাসুজি বিপরীত। শেষের ক্ষেত্রে এক এক জন মজুর হচ্ছে বাসস্থান, চাষের ভূমিখন্ড, শ্রমের হাতিয়ারের মালিক; প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু ঘরবাড়ি, কলকারখানা, শ্রমের হাতিয়ারের সমষ্টিগত মালিক থাকছে 'মেহনতী জনগণ'। এই সব ঘরবাড়ি, কলকারখানা প্রভৃতির খরচা না মিটিয়ে ব্যক্তিবিশেষ বা সমিতিগুলির ব্যবহারে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা সন্দেহ, অন্তত উৎক্রমণ সময়টায়। ঠিক একই ভাবে ভূমিসম্পত্তি বিলোপের অর্থ ভূমি-খাজনা বিলোপ নয়, সমাজের নিকট তার হস্তান্তর, যদিও পরিবর্তিত

রূপে। সুতরাং মেহনতী জনগণ কর্তৃক শ্রমের সমস্ত হাতিয়ারের ওপর বাস্তব দখলে ভাড়া দেওয়া ও নেওয়া মোটেই বাতিল হয় না।' (৬৮ পৃঃ।)

এই বক্তব্যে যে প্রশ্নটি ছোঁয়া হয়েছে, যথা রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার অর্থনৈতিক ভিত্তি, তা নিয়ে আমরা পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র বিনা খরচায় 'অন্তত উৎক্রমণ সময়টায়' ফ্ল্যাট বিলি করবে 'কিনা সন্দেহ', এই কথা বলে এঙ্গেলস চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। গোটা জনগণের যা সম্পত্তি সেই বাসস্থানগুলিকে আলাদা আলাদা পরিবারের কাছ থেকে মূল্য নিয়ে দেওয়ার অর্থ সে মূল্য আদায় করা, খানিকটা নিয়ন্ত্রণ, এবং বাসা বিলির কোনো না কোনো মানদন্ড। এ সবের জন্যই দরকার কোনো একটা ধরনের রাষ্ট্র, কিন্তু মোটেই আলাদা একটা সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র ও কর্মকর্তাদের বিশেষ সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান দরকার হয় না। আর বিনামূল্যে বাসা দেওয়া যখন সম্ভব হবে সে অবস্থায় উত্তরণ রাষ্ট্রের পুরোপুরি 'শুকিয়ে মরার' সঙ্গে জড়িত।

কমিউনের পর ও তার প্রভাবে ব্লাঙ্কিপন্থীরা (২২) যে মার্কসবাদের নীতিগত অবস্থানে এসে পড়েছিল সে কথা বলে এঙ্গেলস প্রসঙ্গক্রমে সে অবস্থানটাকে সূত্রবদ্ধ করেছেন এই ভাবে:

> '...শ্রেণী-লোপ ও সেই সঙ্গে রাষ্ট্র-লোপের দিকে উত্তরণ হিশেবে প্রলেতারিয়েত ও তার একনায়কত্বের রাজনৈতিক কর্মের আবশ্যিকতা...' (৫৫ পৃঃ।)

অক্ষরমেলানো সমালোচনার কোনো ভক্ত অথবা কোনো বুর্জোয়া 'মার্কসবাদ সংহারক' অবশ্য 'রাষ্ট্র-লোপের' এই **স্বীকৃতি**, আর 'অ্যান্টি-দ্যুরিঙ' থেকে পূর্বোদ্ধৃত অংশে নৈরাজ্যবাদ বলে সেরূপ সূত্র নাকচ, এই দুয়ের মধ্যে একটা স্ববিরোধ দেখবেন। সুবিধাবাদীরা যদি এঙ্গেলসকেও 'নৈরাজ্যবাদীদের' দলে ফেলেন তাতেও অবাক হবার কিছু নেই—সেশ্যাল-শভিনিস্টদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নামে নৈরাজ্যবাদের অপবাদ আজকাল ক্রমেই তো ছড়াচ্ছে।

শ্রেণী-লোপের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও যে লোপ পাবে, এ শিক্ষা মার্কসবাদ সর্বদাই দিয়ে এসেছে। 'অ্যান্টি-দ্যুরিঙে' 'রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার' সর্বজনবিদিত

অংশটায় নৈরাজ্যবাদীদের নেহাত এইজন্য সমালোচনা করা হয় নি যে তারা রাষ্ট্র-লোপের পক্ষে, তাদের দোষ দেওয়া হয়েছে এইজন্য যে তারা প্রচার করে যে 'রাতারাতি' রাষ্ট্র-লোপ সম্ভব।

রাষ্ট্র-উচ্ছেদের প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদের প্রতি মার্কসবাদের যা মনোভাব, বর্তমানে প্রচলিত 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক' মতবাদ তার পুরোপুরি বিকৃতি ঘটাচ্ছে বলে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের একটি বিতর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বিশেষ হিতকর হবে।

২। নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিতর্ক

বিতর্কটা হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। প্রুধোঁপন্থী (২৩), 'স্বায়ত্তশাসনপন্থী' অথবা 'কর্তৃত্ববিরোধীদের' বিপক্ষে মার্কস ও এঙ্গেলস ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক সংকলনে প্রবন্ধ দিয়েছিলেন, কেবল ১৯১৩ সালেই প্রবন্ধগুলি *Die Neue Zeit* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় জার্মান অনুবাদে (২৪)।

> রাজনীতি বিসর্জনের জন্য নৈরাজ্যবাদীদের উপহাস করে মার্কস লিখেছিলেন, '...শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম যদি বৈপ্লবিক রূপ নেয়, বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্থলে যদি শ্রমিকেরা নিজেদের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব স্থাপন করে, তাহলে নীতি অবমাননার ভয়ংকর অপরাধ করছে তারা, কেননা নিজেদের তুচ্ছ স্থূল চলতি চাহিদা মেটাবার জন্য, বুর্জোয়া প্রতিরোধ ধ্বংসের জন্য তারা অস্ত্র-সংবরণ করে রাষ্ট্র-লোপ করার বদলে কিনা রাষ্ট্রকেই একটা বৈপ্লবিক ও অপসৃয়মান রূপ দিয়ে বসছে...' (*Die Neue Zeit,* Vol. XXXII, ১৯১৩—১৯১৪, ১ম খণ্ড, ৪০ পৃঃ।) (২৫)

শুধুমাত্র এই ধরনের রাষ্ট্র-'লোপের' বিরুদ্ধে মার্কস দাঁড়ান ও নৈরাজ্যবাদীদের খণ্ডন করেন! শ্রেণী-অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও অন্তর্ধান করবে অথবা শ্রেণী-লোপের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকেও লুপ্ত করা হবে, মোটেই এর বিরুদ্ধে নয়, বরং শ্রমিকেরা অস্ত্র-ব্যবহারে, সংগঠিত বলপ্রয়োগে, অর্থাৎ 'বুর্জোয়া প্রতিরোধ ধ্বংসের' লক্ষ্য-সাধনের কর্তব্যধারী রাষ্ট্রে আপত্তি করবে, এরই বিরুদ্ধে।

নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের সত্যকার অর্থ যাতে বিকৃত না হয় তার জন্য মার্কস ইচ্ছে করেই প্রলেতারিয়েতের পক্ষে আবশ্যক রাষ্ট্রের 'বৈপ্লবিক ও **অপসৃয়মান** রূপে' জোর দিয়েছিলেন। রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের দরকার কেবল সাময়িকভাবে। **লক্ষ্য** হিশেবে রাষ্ট্র-লোপের ব্যাপারে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে আমাদের মোটেই অমিল নেই। আমরা বলি, এ লক্ষ্যার্জনের জন্য শোষকদের **বিরুদ্ধে** রাষ্ট্রক্ষমতার হাতিয়ার, উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহার করা দরকার সাময়িকভাবে, যেমন শ্রেণী-লোপের জন্য দরকার নিপীড়িত শ্রেণীর সাময়িক একনায়কত্ব। নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মার্কস প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন অতি তীক্ষ্মতায় ও স্পষ্টতায়: পুঁজিবাদীদের জোয়াল উচ্ছেদ করে শ্রমিকেরা কি 'অস্ত্র-সংবরণ করবে', নাকি পুঁজিবাদীদের প্রতিরোধ চূর্ণের জন্য তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে? এবং এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণীটির নিয়মিত অস্ত্র-ব্যবহারটা রাষ্ট্রের 'অপসৃয়মান রূপ' ছাড়া আর কী?

প্রতিটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নিজেকে প্রশ্ন করুক: নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিতর্কে রাষ্ট্রের প্রশ্নটা কি সে **এইভাবে** রেখেছিল? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সরকারী সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির বিপুল অধিকাংশই কি প্রশ্নটি **এইভাবে** রেখেছে?

এই একই বক্তব্য এঙ্গেলস আরো অনেক বিশদে ও জনবোধ্য রূপে পেশ করেছিলেন। যেসব প্রুধোঁপন্থী নিজেদের 'কর্তৃত্ববিরোধী' বলে অভিহিত করত, অর্থাৎ যারা সর্বকিছু কর্তৃত্ব, সর্বকিছু আজ্ঞাধীনতা, সর্বকিছু ক্ষমতাতেই আপত্তি করত, সর্বাগ্রে তাদের চিন্তাবিভ্রান্তিতে তিনি উপহাস করেছেন। এঙ্গেলস বলেছেন, একটা কারখানা, রেলওয়ে, খোলা সমুদ্রে একটা জাহাজের কথা ধরুন, খানিকটা আজ্ঞাধীনতা, সুতরাং খানিকটা কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা ছাড়া যন্ত্র-প্রয়োগ ও বহু লোকের পরিকল্পিত সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সব জটিল টেকনিকাল প্রতিষ্ঠানগুলির একটিও চালানো যে অসম্ভব তা কি স্পষ্ট নয়?

এঙ্গেলস লিখেছেন, '...সবচেয়ে মরিয়া কর্তৃত্ববিরোধীদের বিরুদ্ধে যদি এই যুক্তিগুলো দিই, তাহলে তারা শুধু এই উত্তরই দিতে পারে: 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিদের ওপর যে কর্তৃত্ব আরোপ করি, কথাটা তা নিয়ে নয়, কথাটা হল একটা নির্দিষ্ট

ভারপ্রদান নিয়ে।' এরা ভাবে একটা জিনিসের নাম বদলালেই জিনিসটা বদলে যাবে...' (২৬)

এইভাবে, কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্তশাসন যে আপেক্ষিক সংজ্ঞা, সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তা প্রয়োগের ক্ষেত্র যে বদলায়, এগুলিকে অনপেক্ষ বলে ধরা যে হাস্যকর তা দেখিয়ে, এঙ্গেলস যন্ত্র-প্রয়োগ ও বৃহৎ উৎপাদনের ক্ষেত্র ক্রমাগত বাড়ছে এই কথা বলে কর্তৃত্ব নিয়ে সাধারণ বক্তব্য থেকে এসেছেন রাষ্ট্রের প্রশ্নে।

তিনি লিখেছেন, '...স্বায়ত্তশাসনপন্থীরা যদি শুধু এই কথা বলতেন যে, ভবিষ্যতের সমাজ সংগঠনে কর্তৃত্ব মানা হবে কেবল সেই সীমার মধ্যে, যা উৎপাদন সর্তের ফলে অনিবার্য, তাহলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা চলতে পারত। কিন্তু যেসব ঘটনায় কর্তৃত্ব অনিবার্য হয় তাদের প্রতি তাঁরা অন্ধ এবং উত্তেজিতভাবে তাঁরা লড়েন কথাটার বিরুদ্ধে।

'রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চিৎকারে কর্তৃত্ববিরোধীরা সীমাবদ্ধ থাকেন না কেন? সমস্ত সমাজতন্ত্রী এ কথা মানেন যে, ভবিষ্যৎ সমাজ বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অদৃশ্য হবে, অর্থাৎ সামাজিক কাজগুলোর রাজনৈতিক চরিত্র লোপ পাবে এবং পরিণত হবে সামাজিক স্বার্থের তত্ত্বাবধায়ক সাধারণ প্রশাসনিক কাজে। কিন্তু কর্তৃত্ববিরোধীরা দাবি করেন যে, রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে খারিজ করতে হবে এক আঘাতে, যেসব সমাজ সম্পর্কের ফলে তার উদ্ভব, সেগুলো খারিজ হবার আগেই। তাঁদের দাবি, সমাজ বিপ্লবের প্রথম কাজই হল কর্তৃত্ব খারিজ।

'এসব ভদ্রলোকেরা কখনো কি বিপ্লব দেখেছেন? বিপ্লব হল নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে কর্তৃত্বমূলক ব্যাপার। বিপ্লব হল এমন একটা কর্ম যখন জনগণের একাংশ বন্দুক, বেঅনেট, কামান মারফত, অর্থাৎ অসাধারণ কর্তৃত্বমূলক উপায়ে তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয় অপরাংশের ওপর। এবং বিজয়ী দল তার প্রভুত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজনবশে বাধ্য হয় সেই ত্রাসের আশ্রয় নিতে, যা তার অস্ত্র জাগায় প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে। বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্বের ওপর যদি প্যারিস কমিউন নির্ভর না করত, তাহলে একদিনও কি তা টিকে থাকত?

বরং সে কর্তৃত্ব সে বড়োই কম ব্যবহার করেছে বলেই কি প্যারিস কমিউনকে ভর্ৎসনা করা আমাদের উচিত নয়? অতএব, দুয়ের একটা। হয় কর্তৃত্ববিরোধীরা নিজেরাই জানেন না কী বলছেন, এবং সেক্ষেত্রে তাঁরা বিভ্রান্তিই ছড়াচ্ছেন। নতুবা সেটা তাঁরা জানেন, এবং সেক্ষেত্রে তাঁরা প্রলেতারিয়েতের কর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা সেবা করছেন কেবল প্রতিক্রিয়ার।' (৩৯ পৃঃ।) (২৭)

এই বক্তব্যে যেসব প্রশ্ন ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে তা রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার সময় রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক কী দাঁড়ায় সেই প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত (এ প্রসঙ্গটা আছে পরের পরিচ্ছেদে)। সামাজিক কাজগুলির রাজনৈতিক থেকে সাধারণ প্রশাসনিক কাজে রূপান্তর,— 'রাজনৈতিক রাষ্ট্র' হল এই রকম প্রশ্ন। এই শেষ যে কথাটায় বিশেষ রকম হতবুদ্ধিতা জাগতে পারে, সেটায় রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার প্রক্রিয়াটার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে: শুকিয়ে মরার একটা বিশেষ পর্যায়ে মুমূর্ষু রাষ্ট্রকে বলা সম্ভব অরাজনৈতিক রাষ্ট্র।

এঙ্গেলসের উদ্ধৃত বক্তব্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল ফের নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে সমস্যাটি উত্থাপন করেছেন। এঙ্গেলসের শিষ্য হতে ইচ্ছুক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা ১৮৭৩ সাল থেকে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে লক্ষ বার তর্ক করেছেন, কিন্তু মার্কসবাদীদের পক্ষে ঠিক যেভাবে তর্ক করা সম্ভব ও উচিত সেভাবে নয়। রাষ্ট্র খারিজের নৈরাজ্যবাদী ধারণাটা ভ্রান্ত এবং অবৈপ্লবিক — এঙ্গেলস প্রশ্নটা রেখেছেন এইভাবে। ঠিক বিপ্লবটাকেই তার উদ্ভব ও বিকাশে, বলপ্রয়োগ কর্তৃত্ব ক্ষমতা রাষ্ট্র প্রসঙ্গে তার বিশেষ কর্তব্যে তারা দেখতে চাইছে না।

আধুনিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সাধারণত নৈরাজ্যবাদের যে সমালোচনা করে, তা পর্যবসিত হয়েছে নির্ভেজাল কূপমণ্ডূক স্থূলতায়: 'আমরা বাপু রাষ্ট্র মানি, নৈরাজ্যবাদীরা মানে না!' বলাই বাহুল্য, এরূপ স্থূলতা কিছুটা পরিমাণ চিন্তাশীল বৈপ্লবিক শ্রমিককে দূরে ঠেলে না দিয়ে পারে না। এঙ্গেলস বলছেন অন্যভাবে: তিনি জোর দিচ্ছেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিণামে রাষ্ট্র অদৃশ্য হবে একথা সমস্ত সমাজতন্ত্রীই মানে। তারপর তিনি বিপ্লবের মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রশ্নটি তুলছেন — ঠিক সেই প্রশ্নটি যা সুবিধাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সাধারণত এড়িয়ে যায় ও—'ফয়সালার জন্য' বলা

যেতে পারে — একান্তরূপে নৈরাজ্যবাদীদের হাতে ছেড়ে দেয়। এবং প্রশ্নটি তুলে এঙ্গেলস একেবারে তার ঝুঁটি চেপে ধরেছেন: **রাষ্ট্রের** অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত সশস্ত্র প্রলেতারিয়েতের **বৈপ্লবিক** ক্ষমতাকে **আরো বেশি** ব্যবহার করাই কি কমিউনের উচিত ছিল না?

বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলোকে প্রচলিত সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি হয় সাধারণত উড়িয়ে দেয় স্রেফ কূপমণ্ডূকের উপহাস দিয়ে, নয় তো সর্বোত্তম ক্ষেত্রে, ধরা-ছোঁয়া-না-দেওয়া এই কূটচালে: 'তখন দেখা যাবে।' ফলে এরূপ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি যে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক শিক্ষাদানের কর্তব্যে বেইমানি করছে একথা বলার অধিকার পেয়েছে নৈরাজ্যবাদীরা। ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে এবং রাষ্ট্র প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কী করা উচিত ও কীভাবে করা উচিত সেটার অতি মূর্ত-নির্দিষ্ট বিচারের জন্যই এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েতের সর্বশেষ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন।

৩। বেবেলের নিকট পত্র

রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাদির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য না হলেও অন্যতম অতি উল্লেখযোগ্য অংশ হল ১৮৭৫ সালের ১৮ই—২৮শে মার্চে বেবেলের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠির নিম্নোক্ত অংশটি। এই ফাঁকে বলে রাখি যে, যতদূর আমরা জানি, চিঠিটি বেবেল প্রকাশ করেন সর্বপ্রথম ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ('আমার জীবন'), অর্থাৎ চিঠিটি লেখা ও ডাকে পাঠানোর ৩৬ বছর পরে।

ব্রাকে'র নিকট বিখ্যাত পত্রে মার্কস যে খসড়া গোথা কর্মসূচির সমালোচনা করেছিলেন (২৮) এঙ্গেলসও তার সমালোচনা করে বেবেলের নিকট পত্রে রাষ্ট্রের প্রশ্নটি বিশেষভাবে ছুঁয়ে বলেন:

'...স্বাধীন জনরাষ্ট্র পরিণত হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রে। কথাগুলির ব্যাকরণগত অর্থে স্বাধীন রাষ্ট্র হল এমন রাষ্ট্র যা তার নাগরিকদের দিক থেকে স্বাধীন অর্থাৎ স্বৈরাচারী সরকারের রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নিয়ে এই সব বাগ্‌বিস্তার বন্ধ করা উচিত, বিশেষ করে কমিউনের পরে; সত্যকার অর্থে তা আর রাষ্ট্র ছিল না। নৈরাজ্যবাদীদের 'জনরাষ্ট্র' আমাদের যথেষ্টেরও বেশি জ্বালিয়েছে, যদিও আগেই প্রুধোঁর বিরুদ্ধে মার্কসের

রচনায় (২৯) এবং পরে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' সোজাসুজি বলা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র আপনা থেকেই গলে যাবে (sich auflöst) ও অন্তর্ধান করবে। রাষ্ট্র যেহেতু একটা অপসৃয়মান প্রতিষ্ঠান, প্রতিপক্ষীয়দের বলপ্রয়োগে দমনের জন্য যাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে সংগ্রামে, বিপ্লবে, তাই স্বাধীন জনরাষ্ট্রের কথা বলা নিছক অর্থহীন: প্রলেতারিয়েতের কাছে যতদিন রাষ্ট্রের **প্রয়োজন থাকছে,** ততদিন সে প্রয়োজনটা স্বাধীনতার স্বার্থে নয়, নিজ প্রতিপক্ষীয়দের দমনের স্বার্থে; এবং যখন স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হবে, তখন রাষ্ট্র হিশেবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আর থাকছে না। তাই আমরা প্রস্তাব করি, সর্বত্র **রাষ্ট্রের** বদলে 'পঞ্চায়েৎ' (Gemeinwesen) শব্দটি বসানো হোক, চমৎকার সাবেকী জার্মান শব্দ, ফরাসী শব্দ 'কমিউনের' প্রতিরূপ।' (মূল জার্মানের ৩২১—৩২২ পৃঃ।)

মনে রাখা দরকার চিঠিটি যে পার্টি কর্মসূচি নিয়ে, তা মার্কস এই চিঠির কয়েক সপ্তাহ পরের এক চিঠিতে (৫ই মে, ১৮৭৫ সাল) সমালোচনা করেছিলেন এবং এঙ্গেলস তখন মার্কসের সঙ্গেই লণ্ডনে ছিলেন। তাই শেষের বাক্যে 'আমরা' বলতে এঙ্গেলস নিঃসন্দেহেই নিজের ও মার্কসের পক্ষ থেকে জার্মান শ্রমিক পার্টির নেতার কাছে **কর্মসূচি থেকে** 'রাষ্ট্র' কথাটি **বাদ দিয়ে** তার বদলে **'পঞ্চায়েৎ'** বসাবার প্রস্তাব করেছেন।

কর্মসূচির এরূপ সংশোধন প্রস্তাব করলে সুবিধাবাদের হিতার্থে কারচুপি-করা সাম্প্রতিক 'মার্কসবাদের' কর্তারা 'নৈরাজ্যবাদ' নিয়ে কী কোলাহলই না তুলতেন!

তা তুলুন! বুর্জোয়ারা তাতে তারিফই করবে।

আমরা আমাদের কাজ করে যাব। আমাদের পার্টির কর্মসূচির পুনর্বিচারে অবশ্যই মার্কস ও এঙ্গেলসের পরামর্শ আমাদের মনে রাখা উচিত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য, মার্কসবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, বিকৃতি থেকে তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, আত্মমুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম আরো সঠিকভাবে চালাবার জন্য। বলশেভিকদের মধ্যে এঙ্গেলস ও মার্কসের এই পরামর্শের প্রতিবাদী নিশ্চয় মিলবে না। তবে মুশকিল হবে কেবল পরিভাষা নিয়ে। জার্মান ভাষায় 'পঞ্চায়েৎ' অর্থে দুটি শব্দ আছে, তার ভেতর থেকে এঙ্গেলস যেটি পছন্দ করেছেন তাতে আলাদা আলাদা পঞ্চায়েৎ না বুঝিয়ে

বোঝায় তাদের সামগ্রিকতা, পঞ্চায়েৎ প্রথা। রুশীতে তেমন শব্দ নেই, এবং সম্ভবত ফরাসী শব্দ 'কমিউন'ই বাছতে হবে, যদিও তারও কতকগুলো খুঁত আছে।

'সত্যকার অর্থে কমিউন আর রাষ্ট্র ছিল না' — তত্ত্বের দিক থেকে এই হল এঙ্গেলসের অতি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। ওপরের বক্তব্যের পর এ উক্তি খুবই বোধগম্য হয়। কমিউন আর রাষ্ট্র **রইল না**, কেননা তাকে দমন করতে হচ্ছিল অধিবাসীদের অধিকাংশকে নয়, অল্পাংশকে (শোষকদের); কমিউন বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করেছিল; দমনের জন্য একটা **আলাদা** শক্তির বদলে সে মঞ্চে এগিয়ে দিল খোদ জনগণকেই। এ সবই হল রাষ্ট্রের সঠিক অর্থ থেকে ব্যতিক্রম। আর কমিউন যদি কায়েমী হত, তাহলে আপনা থেকেই তার মধ্যে রাষ্ট্রের চিহ্ন 'শুকিয়ে মরত', তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'খারিজ করার' দরকার হত না; যে পরিমাণে তাদের করবার কিছু থাকত না, সেই পরিমাণেই তাদের কাজও থামত।

'নৈরাজ্যবাদীরা 'জনরাষ্ট্র' দিয়ে আমাদের জ্বালাচ্ছে।' এই কথায় এঙ্গেলস সর্বাগ্রে বাকুনিনের ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ওপর তাঁর আক্রমণের ইঙ্গিত করেছেন। এই আক্রমণগুলোকে এঙ্গেলস **ততটা** পরিমাণে সঠিক বলে মেনেছেন যে পরিমাণে 'জনরাষ্ট্র' হল 'স্বাধীন জনরাষ্ট্রের' মতোই সমান অর্থহীন ও সমাজতন্ত্র থেকে সমান ব্যতিক্রম। এঙ্গেলস চেষ্টা করেছেন নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সংগ্রাম শুধরে দিতে, সে সংগ্রামকে নীতির দিক থেকে সঠিক করে তুলতে, 'রাষ্ট্র' প্রসঙ্গে সুবিধাবাদী কুসংস্কার থেকে তাকে মুক্ত করতে। হায়! এঙ্গেলসের চিঠিটি ৩৬ বছর ধামাচাপা পড়ে রইল। নিচে আমরা দেখব যে, চিঠিটি প্রকাশিত হবার পরেও কাউৎস্কি নাছোড়বান্দার মতো মূলত ঠিক সেই ভুলগুলিরই পুনরুক্তি করছেন যার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এঙ্গেলস।

১৮৭৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর বেবেল এঙ্গেলসকে জবাব দেন ও নানা কথার মধ্যে লেখেন যে, খসড়া কর্মসূচির যে সমালোচনা এঙ্গেলস করেছেন তার সঙ্গে তিনি 'পুরোপুরি একমত' এবং আপোসপ্রবণতার জন্য লিবক্নেখতকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন (বেবেল স্মৃতিকথার জার্মান সংস্করণের ২য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ)। কিন্তু যদি 'আমাদের লক্ষ্য' নামে বেবেলের পুস্তিকাটা নিই, তাহলে সেখানে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর একেবারে বেঠিক একটা বক্তব্য দেখা যাবে:

'শ্রেণী-প্রভুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র থেকে **জনরাষ্ট্রে** পরিবর্তিত হতে হবে রাষ্ট্রকে।' (জার্মান সংস্করণ, *Unsere Ziele*, ১৮৮৬, ১৪ পৃঃ।)

এই লেখা আছে বেবেলের পুস্তিকার **৯ম** (নবম!) সংস্করণে! অবাক হবার কিছু নেই যে, রাষ্ট্র বিষয়ে সুবিধাবাদী বক্তব্যের এতটা নাছোড়বান্দা পুনরুক্তিতে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি আচ্ছন্ন হয়েছে বিশেষ করে সেই সময় যখন এঙ্গেলসের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা ধামাচাপা পড়ে ও সমগ্র জীবনপরিস্থিতি দীর্ঘকালের জন্য বিপ্লবের 'অভ্যাস ভুলিয়ে দিচ্ছিল'।

৪। এরফুর্তের খসড়া কর্মসূচির সমালোচনা

এরফুর্তের খসড়া কর্মসূচির (৩০) সমালোচনা এঙ্গেলস কাউৎস্কিকে পাঠান ১৮৯১ সালের ২৯শে জুন এবং তা ছাপা হয় মাত্র দশ বছর পরে *Die Neue Zeit* পত্রিকায়। রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসবাদের শিক্ষা বিশ্লেষণে এ সমালোচনা এড়িয়ে যাওয়া চলে না, কেননা ঠিক **রাষ্ট্র** কাঠামের প্রশ্নেই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির **সুবিধাবাদী** দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনাতেই তা প্রধানত উৎসর্গিত।

প্রসঙ্গত বলি, অর্থনীতির প্রশ্নেও এঙ্গেলস এমন একটি অপূর্ব মূল্যবান উক্তি করেছেন যা থেকে বোঝা যায় আধুনিক পুঁজিবাদের অদলবদলগুলোকে তিনি কী মনোযোগে ও সুচিন্তিত রূপে লক্ষ করতেন ও সেই কারণে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ের কর্তব্যগুলিকে কিছুটা পরিমাণে পূর্বানুমান করতে পেরেছিলেন। উক্তিটি এই: পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় খসড়া কর্মসূচিতে ব্যবহৃত 'পরিকল্পনা হীনতা' (Planlosigkeit) কথাটি প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লিখছেন:

'...আমরা যদি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি থেকে পৌঁছই ট্রাস্টে, যা গোটাগুটি এক একটা শিল্পশাখাকে কবলস্থ করে একচেটিয়া স্থাপন করছে, তাহলে শুধু ব্যক্তিগত উৎপাদন নয় পরিকল্পনাহীনতাও বন্ধ হয়।' (Die Neue Zeit, Vol. XX, ১ম খণ্ড, ১৯০১—১৯০২, পৃঃ ৮।)

আধুনিক পুঁজিবাদ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক মূল্যায়নে এখানে সবচেয়ে মূলকথাটি বলা হয়েছে, যথা, পুঁজিবাদ পরিণত হচ্ছে একচেটিয়া

পুঁজিবাদে। শেষ কথাটায় জোর দিতে হচ্ছে, কারণ সবচেয়ে প্রচারিত একটা ভ্রান্তি হল বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী এই উক্তি যে, একচেটিয়া অথবা রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ নাকি **আর** পুঁজিবাদ **নয়**, তাকে নাকি 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র' বা ঐ ধরনের কিছু একটা বলা সম্ভব। পরিপূর্ণ পরিকল্পনাবদ্ধতা অবশ্যই ট্রাস্টরা দেয় নি, আজও পর্যন্ত দিচ্ছে না, দিতে পারেও না। কিন্তু যতটা পরিকল্পনাবদ্ধতা তারা দিচ্ছে, পুঁজির ধনকুবেররা আগে থেকেই জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক আয়তনে উৎপাদনের বহর যতটা হিশেব করছে, পরিকল্পিতভাবে তা যতটা নিয়ন্ত্রণ করছে, তাতে আমরা **পুঁজিবাদেই** থেকে যাচ্ছি, তার নবতম পর্যায়ে হলেও নিঃসন্দেহেই পুঁজিবাদে। এরূপ পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের 'নৈকট্যটা' প্রলেতারিয়েতের সত্যকার মুখপাত্রদের পক্ষে হওয়া উচিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নৈকট্য, সৌকর্য, সাধনীয়তা ও ত্বরারই যুক্তি, মোটেই সে বিপ্লব নাকচের প্রতি ও পুঁজিবাদে বর্ণলেপনের প্রতি ধৈর্যধারণের যুক্তি হওয়া উচিত নয়, যা নিয়ে সমস্ত সংস্কারবাদীরাই ব্যাপৃত।

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশ্নে ফেরা যাক। এঙ্গেলস এক্ষেত্রে তিন ধরনের অতি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন: প্রথমত, প্রজাতন্ত্রের প্রশ্নে; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কাঠামের সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নের সম্পর্ক বিষয়ে; তৃতীয়ত, স্থানীয় স্বশাসন নিয়ে।

প্রজাতন্ত্রের ব্যাপারে এঙ্গেলস এরফুর্তের খসড়া কর্মসূচির সমালোচনায় সেটাকেই তার ভারকেন্দ্র করেছেন। আর সমগ্র আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ক্ষেত্রে এরফুর্ত কর্মসূচি কী তাৎপর্য ধারণ করেছিল, কীভাবে তা হয়ে উঠেছিল সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আদর্শ, তা মনে রাখলে বিনা অত্যুক্তিতেই বলা যায় যে, এঙ্গেলস এখানে সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদকেই সমালোচনা করেছেন।

> এঙ্গেলস লিখছেন, 'খসড়ার রাজনৈতিক দাবিতে একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি আছে। যেটা আসলে বলা দরকার ছিল **তাই এতে নেই**।' (বড়ো হরফ এঙ্গেলসের।)

এর পরে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে, জার্মান সংবিধান হল হুবহু ১৮৫০ সালের প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধানের ছাঁচে গড়া, রাইখস্টাগ হল, ভিলহেল্ম

লিবক্লেখতের ভাষায়, ‘স্বৈরতন্ত্রের আচ্ছাদন-বস্ত্র’ মাত্র এবং ছোটো ছোটো রাষ্ট্র তথা ছোটো ছোটো জার্মান রাষ্ট্রের ইউনিয়নকে আইনসঙ্গত করে-দেওয়া এই সংবিধানের ভিত্তিতে ‘শ্রমের সমস্ত হাতিয়ারকে সামাজিক মালিকানায়’ পরিণত করতে চাওয়া ‘স্বতঃস্পষ্ট আজগবি’।

‘এ প্রসঙ্গ ছুঁতে যাওয়া বিপজ্জনক,’ এঙ্গেলস যোগ করেছেন এই কথা ভালোই জেনে যে, কর্মসূচিতে আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের দাবি তোলা জার্মানিতে অসম্ভব। কিন্তু এই যে স্বতঃস্পষ্ট যুক্তিতে ‘সবাই’ খুশি তা কিন্তু এঙ্গেলস মেনে নিচ্ছেন না। তিনি বলেছেন, ‘কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা কোনো না কোনো ভাবে তোলা উচিত ছিল। কী পরিমাণে তা আবশ্যক সেটা বোঝা যাচ্ছে ঠিক বর্তমানেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্রের বৃহদংশে প্রসারিত (einreißende) সুবিধাবাদ দেখে। সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আইন(৩১) পুনঃপ্রবর্তনের ভয়ে, অথবা সেই আইনের সময় অকালে ঘোষিত কতকগুলি বিবৃতির কথা স্মরণ করে এখন তারা চাইছে যেন পার্টি জার্মানির বর্তমান আইন ব্যবস্থাটাকেই তার সমস্ত দাবির শান্তিপূর্ণ রূপায়ণের পক্ষে যথেষ্ট বলে স্বীকার করে...’

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আচরণটা যে জরুরী আইন পুনঃপ্রবর্তনের ভয়জনিত, এই মূল ঘটনাটাকে এঙ্গেলস সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছেন ও বিনা দ্বিধায় তাকে বলেছেন সুবিধাবাদ, এবং ঘোষণা করেছেন যে, জার্মানিতে প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতা না থাকার ফলেই ‘শান্তিপূর্ণ’ পথের স্বপ্ন একেবারেই অর্থহীন। এঙ্গেলস যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন যাতে হাত-বাঁধা হয়ে না পড়েন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, প্রজাতন্ত্র অথবা খুব বেশি স্বাধীনতা যেসব দেশে আছে সেখানে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ বিকাশের ‘কল্পনা করা সম্ভব’ (মাত্র ‘কল্পনা’!) কিন্তু জার্মানিতে, তিনি ফের বলছেন:

‘...জার্মানিতে যেখানে সরকার প্রায় সর্বশক্তিমান, এবং রাইখস্টাগ ও অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের কোনো সত্যকার ক্ষমতা নাই, সেই জার্মানিতে ওই ধরনের কিছু একটা ঘোষণা করা, তদুপরি কোনো রকম প্রয়োজন ছাড়াই ঘোষণা করার অর্থ স্বৈরতন্ত্রের আচ্ছাদন-বস্ত্রটি সরিয়ে নিজেই তার নগ্নতার আবরণ হওয়া...’

এ নির্দেশটি চেপে গিয়ে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অধিকাংশ সরকারী নেতাই সত্যসত্যই হয়ে দাঁড়ান স্বৈরতন্ত্রের আবরক।

'...এরূপ নীতি পার্টিকে শেষ পর্যন্ত কেবল বিপথেই পোঁছে দিতে পারে। তারা প্রধান করে তুলছে সাধারণ, বিমূর্ত সব রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং সেইভাবে চাপা দিচ্ছে আশু, মূর্ত-নির্দিষ্ট প্রশ্ন, যা বৃহৎ ঘটনাবলির প্রথম দিনগুলিতেই, প্রথম রাজনৈতিক সংকটেই আপনা থেকেই প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠবে। পার্টি হঠাৎ নির্ধারক মুহূর্তে হয়ে দাঁড়াবে অসহায় এবং জরুরী সমস্যাগুলি কখনোই আলোচিত হয় নি বলে পার্টিতে থাকবে অপরিচ্ছন্নতা ও অনৈক্যের রাজত্ব — এ ছাড়া আর কী এ থেকে হতে পারে?..

'দিনের ক্ষণিক স্বার্থের জন্য বৃহৎ বৃহৎ মূল বক্তব্যগুলির এই বিস্মরণ, ভবিষ্যৎ পরিণামের হিশেব না করে ক্ষণিক সাফল্যের এই পশ্চাদ্ধাবণ ও তার জন্য সংগ্রাম, আন্দোলনের বর্তমানের জন্য তার ভবিষ্যতের এই বিসর্জন হয়ত আসছে 'সৎ' উদ্দেশ্যেই। কিন্তু এটা হল সুবিধাবাদ, সুবিধাবাদই তা থাকছে আর, বলতে কি, 'সৎ' সুবিধাবাদ অন্যান্য সুবিধাবাদের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক...

'যে কথাটায় কোনোই সন্দেহ নেই সেটা এই যে, আমাদের পার্টি এবং শ্রমিক শ্রেণী প্রভুত্বে যেতে পারে কেবল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মতো রাজনৈতিক আধারে। এই শেষ জিনিসটাই হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিশেষ রূপ, যা মহান ফরাসী বিপ্লবে দেখা গেছে...'

মার্কসের সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে যে মূলকথাটা স্বর্ণসূত্রের মতো প্রবাহিত, সেটা এঙ্গেলস এখানে বিশেষ স্পষ্ট করে আবার বলেছেন, যথা: গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রই হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের নিকটতম সামীপ্য। কেননা, এরূপ প্রজাতন্ত্রে পুঁজির প্রভুত্ব এতটুকু লুপ্ত হয় না, তাই জনগণের পীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রাম হয় অনিবার্যই এবং সে সংগ্রাম এমন প্রসার, বিকাশ, উন্মুক্তি ও তীব্রতায় পোঁছয় যে, নিপীড়িত জনগণের মূল স্বার্থ চরিতার্থতার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র অনিবার্য ও একমাত্র প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মাধ্যমে জনগণের ওপর প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বের মাধ্যমে সে সম্ভাবনা কার্যকরী হয়। সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাছে এটাও একটা মার্কসবাদের 'বিস্মৃত বাণী' এবং সে বিস্মরণটা ১৯১৭ সালের প্রথম

ছয় মাসে মেনশেভিক পার্টির ইতিহাস থেকে অসাধারণ স্পষ্টতায় প্রকাশ পেয়েছে।

জনসংখ্যার জাতিগত সংবিন্যাস প্রসঙ্গে ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের প্রশ্নে এঙ্গেলস লেখেন:

> 'বর্তমান জার্মানির' (তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজতান্ত্রিক সংবিধান এবং ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে তার সমান প্রতিক্রিয়াশীল বিভাগ, যাতে সমগ্রভাবে জার্মানিতে তাদের মিলে যাওয়ার বদলে 'প্রাশীয়তা'র বৈশিষ্ট্য কায়েমী হয়ে থাকছে) 'স্থলে কী হওয়া উচিত? আমার মতে প্রলেতারিয়েত কেবল এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্রের রূপটাই কাজে লাগাতে পারে। ফেডারেল প্রজাতন্ত্র আজও পর্যন্ত সাধারণভাবে ও সমগ্ররূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল ভূখণ্ডের পক্ষে প্রয়োজন, যদিও পূর্ব পার্শ্বে তা ইতিমধ্যেই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃটেনের পক্ষে তা একটা অগ্রপদক্ষেপ হত যেখানে দুটি দ্বীপে বাস করে চারটি জাতি এবং পার্লামেন্ট এক হলেও পাশাপাশি থাকছে তিনটি বিধানপ্রণয়নী ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র সুইজারল্যান্ডে তা অনেক আগেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এখনো পর্যন্ত যে সেখানে ফেডারেল প্রজাতন্ত্র সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে তার কারণ ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিষ্ক্রিয় সভ্যের ভূমিকাতেই সুইজারল্যান্ড সন্তুষ্ট। জার্মানির ক্ষেত্রে তার ফেডারেল সুইজারল্যান্ডীকরণ হবে বিপুল একটা পশ্চাৎপদক্ষেপ। পুরোপুরি একীভূত রাষ্ট্র থেকে ইউনিয়ন রাষ্ট্রের তফাত দুটি পয়েন্টে, যথা: ইউনিয়ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রেরই থাকে নিজস্ব দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনপ্রণয়ন সংস্থা, নিজেদের বিশেষ আদালত ব্যবস্থা, এবং তাছাড়া লোকসভার পাশে থাকে রাষ্ট্রপ্রতিনিধি সভা, যাতে ছোটো বড়ো নিরপেক্ষে প্রতিটি ক্যান্টন ক্যান্টন হিশেবে ভোট দেয়।' জার্মানিতে ইউনিয়ন রাষ্ট্র হল পুরোপুরি একীভূত রাষ্ট্রে উৎক্রমণ পর্যায় এবং ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালের 'ওপর থেকে বিপ্লবকে' দরকার পেছন ফেরানো নয়, তাকে পরিপূরণ করা দরকার 'নিচু থেকে আন্দোলনে'।

রাষ্ট্রের রূপের প্রশ্নে এঙ্গেলস উদাসীন নন, শুধু তাই নয়, বরং অসাধারণ তন্ন তন্ন করে উৎক্রমণ রূপগুলির বিশ্লেষণ করছেন যাতে

প্রতিটি আলাদা আলাদা দৃষ্টান্তের মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্থির করা যায় নির্দিষ্ট উৎক্রমণ রূপটি কোথা থেকে কোথায় উৎক্রমণ।

মার্কসের মতোই এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েত ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে, একীভূত ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করছেন। ফেডারেল প্রজাতন্ত্রকে তিনি গণ্য করছেন হয় ব্যতিক্রম ও বিকাশের অন্তরায় বলে, নয় রাজতন্ত্র থেকে কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্যায় হিশেবে, বিশেষ কতকগুলি পরিস্থিতিতে 'অগ্রপদক্ষেপ' বলে। এই বিশেষ পরিস্থিতিগুলির মধ্যে তুলে ধরা হচ্ছে জাতীয় প্রশ্ন।

মার্কসের মতো এঙ্গেলসও ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি মূর্ত-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যা দিয়ে সে প্রতিক্রিয়াশীলতার আচ্ছাদনকে নির্মম সমালোচনা করলেও, জাতীয় সমস্যাকে উড়িয়ে দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি — 'নিজেদের' ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের কূপমণ্ডূক-সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম করতে গিয়ে ওলন্দাজ ও পোলীয় মার্কসবাদীরা যে পাপটা প্রায়ই করে বসেন।

এমনকি বৃটেনে, যেখানে ভৌগোলিক পরিস্থিতি, ভাষার অভিন্নতা, বহু শত বছরের ইতিহাস, সব থেকেই মনে হবে বুঝি বৃটেনের আলাদা আলাদা ছোটো ছোটো বিভাগগুলির জাতীয় সমস্যা 'শেষ হয়ে গেছে,' এমনকি সেখানেও এঙ্গেলস এই পরিষ্কার ঘটনাটার হিশেব রেখেছেন যে, জাতীয় সমস্যাটা এখনো অতিক্রান্ত হয় নি এবং, তাই, ফেডারেল প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করছেন 'অগ্রপদক্ষেপ' বলে। বলাই বাহুল্য, এর মধ্যে ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের ত্রুটির সমালোচনা থেকে বিরতি, বা একীভূত, কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে কৃতসংকল্প প্রচার বিসর্জনের ছায়া মাত্র নেই।

কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে এঙ্গেলস বোঝেন মোটেই সেই আমলাতান্ত্রিক অর্থে নয়, যে অর্থে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া ভাবপ্রবক্তারা, এবং শেষটির অন্তর্গত নৈরাজ্যবাদীরা কথাটা ব্যবহার করে। এঙ্গেলসের কাছে কেন্দ্রিকতায় তেমন ব্যাপক স্থানীয় স্বশাসন মোটেই বাদ পড়ে না, যাতে, 'কমিউন' ও অঞ্চলগুলির পক্ষ থেকে একীভূত রাষ্ট্রের স্বেচ্ছামূলক সমর্থনে, সর্ববিধ আমলাতান্ত্রিকতা এবং ওপর থেকে 'হুকুমদারির' নিঃশেষ অবসান হয়।

রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কসবাদের কর্মসূচিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবিকশিত করে এঙ্গেলস লিখছেন, '...তাই, একীভূত প্রজাতন্ত্র, কিন্তু বর্তমান ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অর্থে নয়, এটি ১৭৯৮ সালে স্থাপিত সাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও সম্রাটটি নেই। ১৭৯২ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত প্রতিটি ফরাসী ডিপার্টমেন্ট, প্রতিটি কমিউন (Gemeinde) আমেরিকান ধরনে পুরোপুরি স্বশাসন ভোগ করত, আমাদেরও তা পাওয়া চাই। স্বশাসন কীভাবে সংগঠিত করা উচিত এবং কীভাবে আমলাতান্ত্রিকতা এড়ানো যায় সেটা আমাদের দেখিয়েছে ও প্রমাণ করেছে আমেরিকা ও প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্র, আর বর্তমানে তা আরো দেখাচ্ছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ইংরেজ কলোনি। এই ধরনের প্রাদেশিক (আঞ্চলিক) ও স্থানীয় স্বশাসন দৃষ্টান্তস্বরূপ সুইজারল্যান্ডীয় ফেডারেলিজমের চেয়ে অনেক মুক্ত প্রতিষ্ঠান, সেখানে বুন্দ' (অর্থাৎ সমগ্রভাবে ফেডারেটিভ রাষ্ট্র) 'প্রসঙ্গে ক্যান্টন অনেক স্বাধীন তা সত্য, কিন্তু জেলা ও কমিউন প্রসঙ্গেও তা স্বাধীন। ক্যান্টন সরকার জেলা শাসক (Bezirksstatthalter) ও পুলিস-কর্তা নিয়োগ করে, ইংরেজি ভাষার দেশগুলিতে তা একেবারেই নেই, আমাদের দেশেও ভবিষ্যতে তা দূর করতে হবে, যেমন দূর করতে হবে প্রুশীয় লান্দ্রাৎ আর রেগিরুঙ্গস্রাৎদের' (কমিশার, জেলা শাসক, লাট, সাধারণভাবে ওপর থেকে নিযুক্ত আমলা)। এই অনুসারে কর্মসূচির স্বশাসন ধারাটি এঙ্গেলস সূত্রবদ্ধ করার প্রস্তাব করেছেন এইভাবে: 'সার্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মারফত প্রদেশে' (গুবের্নিয়া ও অঞ্চল) 'জেলায় ও কমিউনে পরিপূর্ণ স্বশাসন; রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের বিলোপ।'

কেরেন্স্কি ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রীরা যে পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দিয়েছেন সেই 'প্রাভদা'য় (৩২) (৬৮ সংখ্যা, ২৮শে মে, ১৯১৭) আমি দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলাম কীভাবে এই পয়েন্টে, — এবং, বলাই বাহুল্য, আরো বহু পয়েন্টে — আমাদের মেকি বৈপ্লবিক মেকি গণতন্ত্রের মেকি সমাজতান্ত্রিক মুখপাত্ররা **গণতান্ত্রিকতা থেকে** ভয়ংকর রকম সরে গেছেন।*

* ভ. ই. লেনিন, 'একটি নীতিগত প্রশ্ন'। — সম্পাঃ

বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার সঙ্গে 'কোয়ালিশনে' জড়িত লোকেরা এই নির্দেশগুলোর প্রতি বধির হয়ে থাকছিলেন।

একথা লক্ষ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এঙ্গেলস হাতে তথ্য নিয়ে, অতি যথাযথ দৃষ্টান্তে বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মধ্যে অসাধারণ প্রচলিত এই কুসংস্কারকে খণ্ডন করেছেন যথা: কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্রের চেয়ে ফেডারেল প্রজাতন্ত্র বুঝি অতি অবশ্যই অনেক মুক্ত। কথাটা ঠিক নয়। ১৭৯২—১৭৯৮ সালের কেন্দ্রীভূত ফরাসী প্রজাতন্ত্র ও সুইজারল্যাণ্ডের ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের ঘটনাদিতে তা খণ্ডিত হচ্ছে। ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের চেয়ে সত্যকারের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা দিয়েছে **বেশি**। অথবা অন্যভাবে বললে: ইতিহাসে যা জানা আছে, তাতে **সর্বাধিক** স্থানীয়, আঞ্চলিক ইত্যাদি স্বাধীনতা দিয়েছিল ফেডারেল প্রজাতন্ত্র নয়, **কেন্দ্রীভূত** প্রজাতন্ত্র।

এই ঘটনাটার ওপর তথা সমগ্রভাবে ফেডারেল ও কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্র ও স্থানীয় স্বশাসনের সাধারণ সমস্যায় আমাদের পার্টির প্রচার ও আন্দোলনে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি ও হচ্ছে না।

৫। মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের ১৮৯১ সালের ভূমিকা

'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধের' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (ভূমিকাটির তারিখ ১৮ই মার্চ ১৮৯১, এবং প্রথম প্রকাশিত হয় *Die Neue Zeit* পত্রিকায়) এঙ্গেলস রাষ্ট্রের প্রতি মনোভাবের নানা প্রশ্নে কথায় কথায় কৌতূহলোদ্দীপক কিছু মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনের শিক্ষাবলির একটা আশ্চর্য উজ্জ্বল খতিয়ান দিয়েছেন(৩৩)। কমিউনের তারিখ থেকে লেখকের বিশ বছর ব্যবধানের সমগ্র অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট ও জার্মানিতে প্রচলিত 'রাষ্ট্রের ওপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের' বিরুদ্ধে বিশেষ করে পরিচালিত এই খতিয়ানটিকে সঙ্গতভাবেই আলোচ্য প্রশ্নে মার্কসবাদের **শেষ কথা** বলে ধরা যায়।

> এঙ্গেলস লিখেছেন, ফ্রান্সে প্রতিটি বিপ্লবের পর শ্রমিকেরা সশস্ত্র হত; 'সেইজন্য রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়ার কাছে প্রথম প্রত্যাদেশ ছিল শ্রমিকদের নিরস্ত্র করা। এইজন্যই মজুরদের জেতা প্রত্যেকটি বিপ্লবের পরই নতুন সংগ্রাম, যার শেষ হচ্ছে মজুরদের পরাজয়ে...'

বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতার সারার্থটা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি অর্থব্যঞ্জক। আসল কথাটি — প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রের প্রশ্নেও তাই (**নিপীড়িত শ্রেণীর অস্ত্র আছে কি?**) — এখানে চমৎকার তুলে ধরা হয়েছে। আর এই আসল কথাটিই সবচেয়ে বেশি এড়িয়ে যান যেমন বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবাধীন অধ্যাপকেরা, তেমনি পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে 'মেনশেভিক' 'অপিচ মার্কসবাদী' সেরেতেলির ভাগ্যেই বুর্জোয়া বিপ্লবের এই রহস্যটি ফাঁস করে বসার সম্মান (কাভেনিয়াকী সম্মান) জুটেছিল। ১১ই জুনে তাঁর 'ঐতিহাসিক' বক্তৃতায় সেরেতেলি পেত্রগ্রাদ মজুরদের নিরস্ত্র করার জন্য বুর্জোয়ারা যে কৃতসংকল্প সেকথা বলে বসেন, অবশ্য সে সংকল্পটাকে নিজের বলে এবং সাধারণভাবে 'রাষ্ট্রীয়' আবশ্যকতা বলে চালান (৩৪)।

শ্রী সেরেতেলি পরিচালিত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকদের ব্লকটি কীভাবে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের **বিরুদ্ধে** বুর্জোয়াদের পক্ষে চলে গেল, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সমস্ত ঐতিহাসিকের কাছে তার একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিশেবে সেরেতেলির ১১ই জুনের ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি অবশ্যই পরিগণিত হবে।

রাষ্ট্রের প্রশ্ন নিয়ে কথাচ্ছলে এঙ্গেলসের দ্বিতীয় মন্তব্যটি ধর্ম প্রসঙ্গে। সবাই জানেন, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ক্রমাগত সুবিধাবাদী হয়ে যতই জীর্ণ হয়েছে ততই তারা ঘন ঘন ঝুঁকেছে 'ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘোষণার' বিখ্যাত সূত্রটির কূপমণ্ডূক অপব্যাখ্যায়, যথা: সূত্রটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে এমন ভাবে যেন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের **পার্টির পক্ষেও** ধর্মের প্রশ্নটা ব্যক্তিগত ব্যাপার!! প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক কর্মসূচির প্রতি এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান এঙ্গেলস। ১৮৯১ সালে তিনি নিজ পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদের কেবল **ক্ষীণতম** সূত্রপাতটাই দেখেছিলেন এবং তাই অতি সাবধানে মন্তব্য করেছিলেন:

> 'কমিউনে যেহেতু আসন নেয় প্রায় একমাত্র শ্রমিকেরা অথবা শ্রমিকদের স্বীকৃত প্রতিনিধিরা, তাই কমিউনের সিদ্ধান্তগুলি হয় দৃঢ়রূপেই প্রলেতারীয় চরিত্রের। হয় সেসব সিদ্ধান্তে এমন সংস্কারের ডিক্রি জারি হয় যা প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা কেবল হীন ভীরুতাবশেই জারি করতে অস্বীকার করে, এবং শ্রমিক শ্রেণীর কর্মের স্বাধীনতার জন্য যা একটা

অত্যাবশ্যক ভিত্তি — যথা, রাষ্ট্রের দিক থেকে ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, এই নীতিটি কার্যকরী করা — নয় তো কমিউন এমন ডিক্রি জারি করে যা সোজাসুজি শ্রমিকদের স্বার্থানুযায়ী, এবং অংশত যা পুরনো সমাজ ব্যবস্থাকে গভীরভাবে বিদীর্ণ করে...'

'রাষ্ট্রের দিক থেকে' কথাটি এঙ্গেলস ইচ্ছে করেই চিহ্নিত করেন এবং তাতে করে যে জার্মান সুবিধাবাদ ধর্মকে **পার্টির দিক থেকে** ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা করেছে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টিকে অবনত করেছে স্থূলতম 'স্বাধীনচিন্তক' কূপমণ্ডূকতার মাত্রায়, যা ধর্মনিরপেক্ষতা মানতে রাজী, কিন্তু ধর্মীয় আফিমের বিরুদ্ধে, জনবিমূঢ়নের বিরুদ্ধে **পার্টিগত** সংগ্রামের কর্তব্যে অস্বীকৃত, তাদের বিরুদ্ধে মোক্ষম আঘাত হেনেছেন।

১৯১৪ সালে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির লজ্জাকর ভরাডুবির মূল সন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা এই প্রশ্নে পার্টির মতপ্রবক্তা নেতা কাউৎস্কির প্রবন্ধাবলিতে এড়িয়ে-যাওয়া, সুবিধাবাদের দরজা-খুলে-দেওয়া বিবৃতি থেকে শুরু করে ১৯১৩ সালে 'Los-von-Kirche-Bewegung' (গির্জা ছাড়ার আন্দোলনের)(৩৫) প্রতি পার্টির মনোভাব পর্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক মালমসলা পাবেন কম নয়।

কিন্তু বিশ বছর পরে সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের জন্য এঙ্গেলস কমিউনের শিক্ষাবলির কী খতিয়ান টেনেছেন সেই প্রশ্নে যাওয়া যাক।

এঙ্গেলস সামনে তুলে ধরেছেন এই শিক্ষা:

'...বিগত কেন্দ্রীভূত সরকারের যে পীড়নমূলক ক্ষমতা, সৈন্যবাহিনী, রাজনৈতিক পুলিস, আমলাতন্ত্র নেপোলিয়ন সৃষ্টি করেছিলেন ১৭৯৮ সালে এবং তদবধি যা প্রতিটি সরকার বাঞ্ছিত অস্ত্র হিশেবে গ্রহণ করেছে ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে, ঠিক এই ক্ষমতাটার যেমন পতন হয়েছিল প্যারিসে, তেমনি পতনই হওয়া উচিত ছিল সমগ্র ফ্রান্সে।

'একেবারে শুরু থেকেই কমিউনের স্বীকার করা উচিত ছিল যে শ্রমিক শ্রেণী প্রভুত্বে এসে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রটা নিয়ে আর কাজ চালাতে পারে না; সদ্যার্জিত প্রভুত্ব ফের হারাতে না হলে শ্রমিক শ্রেণীর উচিত

একদিকে সমস্ত পুরনো পীড়নের যন্ত্র যা আগে তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে তা দূর করা এবং অন্যদিকে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি ও রাজকর্মচারীদের সবাইকে বিনা ব্যতিক্রমে যে কোনো সময়ে অপসারণীয় ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষিত করা...'

এঙ্গেলস বার বার এই কথায় জোর দিয়েছেন যে শুধু রাজতন্ত্রে না, **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও** রাষ্ট্র রাষ্ট্রই থেকে যায়: অর্থাৎ, পদাধিকারীদের, 'সমাজের সেবকদের', তার সংস্থাগুলিকে সমাজের উপরওয়ালা **প্রভুতে** পরিণত করার মূল পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যটা বজায় রাখে।

'...এ যাবৎ বিদ্যমান সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই সমাজের সেবক থেকে সমাজের উপরওয়ালা প্রভুতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সংস্থাগুলির এই অনিবার্য পরিণতির বিরুদ্ধে কমিউন দুটি নির্ভুল উপায় গ্রহণ করে। প্রথমত, প্রশাসন, বিচার, জনশিক্ষার সমস্ত পদে তা সার্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করে, ও সেই সঙ্গে থাকে নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে-কোনো সময়ে তাদের প্রত্যাহার করার অধিকার। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রমিকেরা যে বেতন পেত, সেই বেতনই সে দেয় উচ্চ নীচ সমস্ত পদাধিকারীদেরই। সবচেয়ে উচ্চ বেতন কমিউন যা আদৌ দিয়েছিল তার পরিমাণ ৬,০০০ ফ্রাঁ।* প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধিদের উপর বাধ্যতামূলক নির্দেশদানের আরো যে পদ্ধতি কমিউন চালু করেছিল, তা বাদ দিলেও এতে করে পদলোলুপতা ও ভাগ্যান্বেষণের পথে নির্ভরযোগ্য প্রতিবন্ধক গড়ে ওঠে...'

এঙ্গেলস এখানে সেই আগ্রহোদ্দীপক সীমাটির কাছে আসছেন যেখানে সুসঙ্গত গণতন্ত্র একদিকে সমাজতন্ত্রে **পরিণত হচ্ছে**, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র **দাবি করছে**। কেননা, রাষ্ট্র-বিলোপের জন্য দরকার রাষ্ট্রের কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও হিশেব রাখার এমন সহজ ক্রিয়ায় পরিণত করা, যা প্রথমে

* বাহ্যত মোটামুটি ২,৪০০ রুবল, বর্তমান হারে মোটামুটি ৬,০০০ রুবল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, **গোটা রাষ্ট্রের পক্ষেই** সর্বাধিক ৬,০০০ রুবল—টাকাটা যথেষ্ট, এই প্রস্তাব না করে যেসব বলশেভিক পৌর পরিষদে ৯,০০০ রুবল বেতনের প্রস্তাব দিচ্ছেন তাদের আচরণ একেবারেই অমার্জনীয়। (৩৬)

অধিবাসীদের বিপুল অধিকাংশের পক্ষে, পরে প্রত্যেকের পক্ষেই সাধনীয়, সাধ্যায়ত্ত। আর ভাগ্যান্বেষণ পুরোপুরি দূর করার জন্য দরকার যাতে রাষ্ট্র-সেবার অলাভজনক কিন্তু 'সম্মানী' চাকুরিটি ব্যাঙ্ক বা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে অতিলাভজনক চাকুরিতে লাফিয়ে ওঠার সিঁড়ি হতে না পারে, মুক্ততম সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই যা ক্রমাগত ঘটছে।

কিন্তু অন্য কিছু মার্কসবাদী দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে যে ভুল করে বসেন, এঙ্গেলস তা করেন নি। তাঁরা বলেন, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ পুঁজিবাদে অসম্ভব, সমাজতন্ত্রে অবান্তর। যে-কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে তথা রাজকর্মচারীদের পরিমিত বেতন সম্পর্কেও বাহ্যত সুরসিক, কিন্তু আসলে ভ্রান্ত এ ধরনের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করা যায়, কেননা শেষ পর্যন্ত সুসঙ্গত গণতান্ত্রিকতা পুঁজিবাদে অসম্ভব, আর সমাজতন্ত্রে সমস্ত গণতন্ত্রই শুকিয়ে মরবে।

এটা কুতর্ক, সেই পুরনো রসিকতাটার মতো—লোকের আর একটা চুল উঠে যাওয়া মানেই টাক পড়া কিনা।

গণতন্ত্রের শেষাবধি বিকাশ, সে বিকাশের রূপ সন্ধান, কার্যক্ষেত্রে তাদের পরীক্ষা, ইত্যাদি — এ সবই হল সমাজ বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের অঙ্গাঙ্গি কর্তব্যের একটি। আলাদা আলাদাভাবে ধরলে, কোনো গণতান্ত্রিকতা থেকেই সমাজতন্ত্র আসবে না, কিন্তু বাস্তব জীবনে গণতান্ত্রিকতা কখনোই 'আলাদাভাবে ধরা পড়বে' না, 'ধরা পড়বে সমগ্রভাবে', অর্থনীতির ওপরও তা প্রভাব ফেলবে, সে অর্থনীতির পুনর্গঠনে ঠেলা দেবে, নিজে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রভাবাধীন হবে ইত্যাদি। সেটি হল জীবন্ত ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা।

এঙ্গেলস আরও লিখছেন:

> '...পুরনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই বিদারণ(Sprengung) এবং নতুন, সত্যকার গণতান্ত্রিক একটি ক্ষমতা দিয়ে তার বদলের কথা বিশদে বলা হয়েছে 'গৃহযুদ্ধের' তৃতীয় অধ্যায়ে। তাহলেও সেই বদলের কতকগুলি দিক নিয়ে সংক্ষেপে এখানে আরেকবার একটু আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ ঠিক জার্মানিতেই রাষ্ট্র সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দর্শনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বুর্জোয়াদের, এমনকি বহু মজুরের সাধারণ চেতনায় গিয়ে পেঁছেছে। দর্শনের মতে, রাষ্ট্র হল 'ভাবের রূপায়ণ' অথবা দার্শনিক ভাষার তর্জমায়, পৃথিবীতে ঐশ্বরিক রাজ্য, রাষ্ট্র হল সেই ক্ষেত্র যেখানে

শাশ্বত সত্য বা ন্যায় রূপায়িত হচ্ছে বা হওয়া উচিত। এই থেকেই আসে রাষ্ট্র ও তৎসম্পর্কিত সমস্ত কিছুর প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্ভ্রম, তা আরো সহজে শিকড় গেড়ে বসে এইজন্য যে, লোকে ছোটো থেকেই ভাবতে অভ্যস্ত হয় যে পুরনো পদ্ধতিতে, অর্থাৎ রাষ্ট্র ও তার উচ্চ বেতনের চাকুরিতে পুরস্কৃত রাজকর্মচারীদের মাধ্যমে ছাড়া সারা সমাজের সাধারণ কর্ম ও স্বার্থ সাধিত ও রক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। লোকে ভাবে যে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাস বর্জন করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী হয়ে তারা অসাধারণ সাহসী একটা অগ্রপদক্ষেপ করছে। আসলে কিন্তু রাষ্ট্র এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমনের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়, এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সেটা রাজতন্ত্রের চেয়ে একছিটে কম নয়। সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র হল শ্রেণী-প্রভুত্বের সংগ্রামে বিজয়ী প্রলেতারিয়েতের হাতে দায়ভাগ রূপে পাওয়া একটা অমঙ্গল; কমিউনের মতোই বিজয়ী প্রলেতারিয়েত অবিলম্বেই তার নিকৃষ্টতম দিকগুলো ছেঁটে ছেঁটে দিতে বাধ্য হবে যতদিন না নতুন, মুক্ত সমাজ পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠা বংশধরেরা রাষ্ট্রপাটের এই গোটা জঞ্জালটাই একেবারে ছুঁড়ে ফেলার মতো অবস্থায় পেঁছবে।'

এঙ্গেলস জার্মানদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র এলে তারা যেন সাধারণভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নে সমাজতন্ত্রের মূলকথাগুলো না ভোলে। সে হুঁশিয়ারিটা আজ শ্রী সেরেতেলি ও শ্রী চের্নোভদের কাছে সোজাসুজি একটা তিরস্কার বলেই শোনাবে, যাঁরা তাঁদের 'কোয়ালিশনী' আচরণে রাষ্ট্রের ওপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্ভ্রম দেখাচ্ছেন!

আরো দুটি মন্তব্য: ১) এঙ্গেলস যে বলেছেন রাষ্ট্র 'এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমনের যন্ত্র' হয়েই থাকছে এবং তা রাজতন্ত্রের চেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে 'একছিটে কম নয়', তার অর্থ মোটেই এই নয় যে দমনের **রূপটায়** প্রলেতারিয়েতের কিছু এসে যায় না, যা 'শেখায়' কোনো কোনো নৈরাজ্যবাদীরা। শ্রেণী-পীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রামের আরো প্রশস্ত, আরো স্বাধীন ও আরো প্রকাশ্য **রূপ** থাকলে সাধারণভাবে শ্রেণী-লোপের সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের বিপুল সুবিধা হয়।

২) রাষ্ট্রপাটের এই গোটা জঞ্জালটা একেবারে ছঃড়ে ফেলার মতো অবস্থায় কেন শুধু নতুন পুরুষেরাই পেঁছবে, এ প্রশ্নটা গণতন্ত্র অতিক্রমণের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, এবং সেই প্রশ্নেই আমরা যাচ্ছি।

৬। গণতন্ত্র অতিক্রমণের প্রশ্নে এঙ্গেলস

এ বিষয়ে এঙ্গেলসকে মত দিতে হয় 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' আখ্যাটির **বৈজ্ঞানিক** বেঠিকতার প্রশ্ন নিয়ে।

১৮৭০-এর দশকে লিখিত নানা বিষয়ে, প্রধানত 'আন্তর্জাতিক' বিষয়ের ('Internationales aus dem 'Volksstaat''*) প্রবন্ধাবলির এক সংকলনের ভূমিকায় (তারিখটা ১৮৯৪ সালের ৩রা জানুয়ারি, অর্থাৎ এঙ্গেলসের মৃত্যুর দেড় বছর আগে) এঙ্গেলস লেখেন যে, সমস্ত প্রবন্ধে তিনি 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' না বলে 'কমিউনিস্ট' কথাটি ব্যবহার করেছেন, কেননা সে সময় ফ্রান্সে প্রুধোঁপন্থী, জার্মানিতে লাসালপন্থীরাও(৩৭) নিজেদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট বলত।

> তিনি লিখেছেন, '...আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রকাশের জন্য অমন সম্প্রসারণীয় একটা শব্দ ব্যবহার করা তাই মার্কস ও আমার পক্ষে ছিল একেবারে অসম্ভব। এখন অবস্থাটা অন্য রকম এবং শব্দটা ('সোশ্যাল-ডেমোক্রাট') হয়ত চলতে পারে (mag passieren), যদিও তেমন পার্টির পক্ষে তা অযথার্থই (unpassend, অনুপযুক্ত) থেকে যাচ্ছে, যার অর্থনৈতিক কর্মসূচি শুধু সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক নয়, সোজাসুজি কমিউনিস্টসুলভ, যার চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য হল সমস্ত রাষ্ট্র সুতরাং গণতন্ত্রকেও অতিক্রম করা। তবে **সত্যকার** (বড়ো হরফ এঙ্গেলসের) রাজনৈতিক পার্টির নাম কখনোই পুরোপুরি উপযুক্ত হয় না, পার্টি বাড়ে নামটা পড়ে থাকে।'

দ্বান্দ্বিক এঙ্গেলস দিনাবসানেও দ্বান্দ্বিকতায় বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন, পার্টির জন্য মার্কস ও আমার চমৎকার, বৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ নাম ছিল, কিন্তু সত্যকার, অর্থাৎ গণভিত্তিক প্রলেতারীয় পার্টি ছিল না। এখন (উনিশ

* ''জনরাষ্ট্র' থেকে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ।' — সম্পাঃ

শতকের শেষে) সত্যকার পার্টি রয়েছে, কিন্তু নামটা তার বৈজ্ঞানিকভাবে বেঠিক। তবে ভাবনা নেই, 'চলতে পারে', শুধু পার্টিটা বাড়লেই হল, শুধু তার নামের বৈজ্ঞানিক অযথার্থতা যেন পার্টির কাছে চাপা না থাকে, এবং সঠিক ধারায় বাড়তে যেন বাধা না দেয়!

কোনো রসিক সম্ভবত আমাদের, বলশেভিকদের এঙ্গেলসের ধারায় সান্ত্বনা দেবেন: সত্যিকার পার্টি আমাদের আছে, চমৎকার তা বাড়ছে, এবং 'বলশেভিক' এই অর্থহীন কদাকার যে কথাটায় ১৯০৩ সালে ব্রুসেল্‌স-লন্ডন কংগ্রেসে আমাদের সংখ্যাধিক্য-লাভের একান্ত আপতিক ঘটনাটা(৩৮) ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না, তাও 'চলতে পারে'... হয়ত এখন যখন প্রজাতন্ত্রবাদী ও 'বিপ্লবী' কূপমণ্ডূক গণতন্ত্র কর্তৃক আমাদের পার্টির ওপর জুলাই ও আগস্ট মাসের দমননীতিতে 'বলশেভিক' কথাটা এমন দেশজোড়া শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে, তাছাড়া তাতে যখন সূচিত হচ্ছে যে নিজের সত্যকার বিকাশে আমাদের পার্টি এতটা বিরাট ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করেছে, তখন আমিও হয়ত পার্টির নাম পরিবর্তনের জন্য আমার এপ্রিল প্রস্তাবে দ্বিধা বোধ করব। আমি হয়ত আমার কমরেডদের কাছে একটা 'আপোস' প্রস্তাব করব: নাম হোক কমিউনিস্ট পার্টি, সেই সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে বলশেভিক কথাটা...

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের মনোভাবের তুলনায় পার্টির নামকরণের প্রশ্নটা অতুলনীয় কম গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্র প্রসঙ্গে চলতি আলোচনায় ক্রমাগত যে ভুলটা করা হয় তার বিরুদ্ধে এঙ্গেলস এখানে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ও আগের বক্তব্যে আমরা তা কথাচ্ছলে উল্লেখ করে গেছি যথা: ক্রমাগত ভুলে যাওয়া হয় যে, রাষ্ট্রের বিলোপ মানে গণতন্ত্রেরও বিলোপ, রাষ্ট্র শুকিয়ে মরা মানে গণতন্ত্রেরও শুকিয়ে মরা।

প্রথম দৃষ্টিতে এরূপ উক্তিকে মনে হবে চূড়ান্ত রকমের বিদঘুটে ও দুর্বোধ্য। কারো কারো বলতে কি এমন আশঙ্কাও হবে যে এমন একটা সমাজব্যবস্থার আগমনই কি আমরা আশা করছি যখন অধিকাংশের কাছে অল্পাংশের আজ্ঞাধীনতার নীতি মানা হবে না? কেননা গণতন্ত্র মানে তো ঐ নীতিটাই মানা?

না। অধিকাংশের কাছে অল্পাংশের আজ্ঞাধীনতা আর গণতন্ত্র এক নয়। গণতন্ত্র হচ্ছে অধিকাংশের কাছে অল্পাংশের আজ্ঞাধীনতা-মানা **রাষ্ট্র**, অর্থাৎ

এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর, জনগণের একাংশ কর্তৃক অপরাংশের উপর নিয়মিত **বলপ্রয়োগের সংগঠন**।

আমাদের শেষ লক্ষ্য আমরা নিয়েছি রাষ্ট্রের বিলোপ, অর্থাৎ সংগঠিত ও নিয়মিত সর্ববিধ বলপ্রয়োগের, সাধারণভাবে লোকের উপর সর্ববিধ বলপ্রয়োগের বিলোপ। অধিকাংশের কাছে অল্পাংশের আজ্ঞাধীনতার নীতি মানা হচ্ছে না, এমন সমাজব্যবস্থার আগমন আমরা আশা করছি না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের দিকে এগুবার সময় আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, তা পরিবিকশিত হবে কমিউনিজমে, এবং সেই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে লোকেদের ওপর বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা, একজনের কাছে আরেকজনের, অধিবাসীদের একাংশের কাছে অপরাংশের **আজ্ঞাধীনতার** সর্ববিধ প্রয়োজন লোপ পাবে, কেননা **বলপ্রয়োগ ছাড়া, আজ্ঞাধীনতা ছাড়াই** সমাজজীবনের প্রাথমিক সর্ত মেনে চলতে লোকে **অভ্যস্ত হয়ে যাবে**।

অভ্যাসের এই উপাদানটিতে জোর দেবার জন্যই এঙ্গেলস নতুন **পুরুষদের** কথা বলেছেন যারা 'নতুন, মুক্ত সমাজ পরিস্থিতিতে বেড়ে উঠে রাষ্ট্রপাটের এই গোটা জঞ্জালটাকে একেবারে ছুড়ে ফেলার মতো অবস্থায় পৌঁছবে'— গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাট সমেত সব রকমের রাষ্ট্রপাট।

এটা বুঝিয়ে বলার জন্য রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্নটি আলোচনা করা দরকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার অর্থনৈতিক ভিত্তি

সমস্যাটির আদ্যোপান্ত একটা পরিব্যাখ্যান মার্কস দিয়েছেন তাঁর 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়' (১৮৭৫ সালের ৫ই মে'র ব্রাক্কে'র নিকট চিঠি, ছাপা হয় কেবল ১৮৯১ সালে, *Die Neue Zeit, IX*, ১, পত্রিকায়, পৃথক সংস্করণ হিশেবে রুশ ভাষাতেও প্রকাশিত)। এই আশ্চর্য রচনাটিতে বিতর্কের যে অংশটায় লাসালপন্থার সমালোচনা আছে সেটায়, বলা যেতে পারে, আড়াল পড়ে গেছে তার সদর্থক অংশটা, যথা: কমিউনিজমের বিকাশের সঙ্গে রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার যে সম্পর্ক আছে তার বিশ্লেষণ।

১। মার্কস কর্তৃক প্রশ্নটির উপস্থাপন

ব্রাক্কে'র নিকট মার্কসের ১৮৭৫ সালের ৫ই মে'র চিঠির সঙ্গে বেবেলের নিকট এঙ্গেলসের ১৮৭৫ সালের ২৮শে মার্চ তারিখের পূর্বালোচিত চিঠির ভাসাভাসা তুলনায় মনে হতে পারে যে, এঙ্গেলসের চেয়ে মার্কস অনেক বেশি 'রাষ্ট্রবাদী', রাষ্ট্র প্রসঙ্গে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

বেবেলকে এঙ্গেলস রাষ্ট্র নিয়ে বাগ্‌বিস্তার পুরোপুরি থামাবার জন্য, কর্মসূচি থেকে রাষ্ট্র কথাটি একেবারেই তুলে দিয়ে তার জায়গায় 'পঞ্চায়েৎ' কথাটি বসাবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। এঙ্গেলস এমনকি এই ঘোষণাই করেছেন যে, সঠিক অর্থে কমিউন আর রাষ্ট্র ছিল না। অথচ মার্কস এমনকি 'কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপাটের' কথাই বলছেন, অর্থাৎ এমনকি কমিউনিজমের আমলেও মার্কস যেন বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা মানছেন।

কিন্তু এরকম ধারণা আমূল ভ্রান্ত। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্র ও তার শুকিয়ে মরা নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি অভিন্ন, মার্কসের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি ঠিক এই মুমূর্ষু রাষ্ট্রপাট নিয়ে।

একথা পরিষ্কার যে, **ভবিষ্যৎ** 'শুকিয়ে মরার' কোনো মুহূর্ত ধার্য করার কথাই উঠতে পারে না, সেটা আরো এই কারণে যে, শুকিয়ে মরা স্বভাবতই একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে এই আপাতপ্রতীয়মান পার্থক্যের কারণ হল তাঁদের গৃহীত বিষয়বস্তু ও অনুসৃত লক্ষ ছিল পৃথক। রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত (লাসালও যা কম গ্রহণ করেন নি) কুসংস্কারগুলির পুরো উদ্ভটতা বেবেলকে জাজ্বল্যমান ও তীব্র রূপে, বড়ো আঁচড়ে দেখাবার কর্তব্য নিয়েছিলেন এঙ্গেলস। মার্কস শুধু কথাচ্ছলে **এই** সমস্যাটা ছুঁয়ে গেছেন, তাঁর আগ্রহ অন্য প্রসঙ্গে: কমিউনিস্ট সমাজের **বিকাশে**।

বিকাশের তত্ত্বটিকে তার সর্বাধিক সুসঙ্গত, পরিপূর্ণ, সুচিন্তিত ও সারসমৃদ্ধ রূপে আধুনিক পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিয়েই মার্কসের সমস্ত তত্ত্ব। স্বভাবতই মার্কসের কাছে প্রশ্ন ছিল সে তত্ত্বটিকে পুঁজিবাদের **আসন্ন** বিপর্যয় ও **ভবিষ্যৎ** কমিউনিজমের **ভবিষ্যৎ** বিকাশে সে তত্ত্ব প্রয়োগ করা।

ভবিষ্যৎ কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রশ্নটি হাজির করা যায় কোন্ কোন্ **তথ্যের** ভিত্তিতে?

এই ভিত্তিতে যে, তা **উদ্ভূত হচ্ছে** পুঁজিবাদ থেকে, ঐতিহাসিকভাবে বেড়ে উঠছে পুঁজিবাদ থেকে, পুঁজিবাদ যেসব সামাজিক শক্তির **জন্ম দিয়েছে** তাদেরই ক্রিয়ার পরিণাম তা। কোনো একটা ইউটোপিয়া রচনার, যা জানা অসম্ভব, খামকা তা আন্দাজ করতে যাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা মার্কস করেন নি। নতুন একটি জীবপ্রজাতির এই-এইভাবে উৎপত্তি হয়েছে ও ঠিক এই-এই নির্দিষ্ট ধারায় তার বদল ঘটছে; এটা একবার জানার পর প্রকৃতিবিদ যেভাবে তার বিকাশের প্রশ্নটি হাজির করবেন, মার্কসও ঠিক সেইভাবে কমিউনিজমের প্রশ্নটি রেখেছেন।

রাষ্ট্র ও সমাজের সহ-সম্পর্কের প্রশ্নে গোথা কর্মসূচি যত বিভ্রান্তি জমিয়েছিল, সর্বাগ্রে তা ঝেঁটিয়ে দূর করেছেন মার্কস।

তিনি লিখছেন, '...বর্তমান সমাজ হল পর্জিবাদী সমাজ, সমস্ত সভ্য দেশেই যা মধ্যযুগীয়তার মিশেল থেকে ন্যূনাধিক মুক্ত, প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যে ন্যূনাধিক পরিবর্তিত, ন্যূনাধিক বিকশিত রূপে বিদ্যমান। এর বিপরীতে 'বর্তমান রাষ্ট্র' প্রতিটি রাষ্ট্র সীমান্তের সঙ্গে সঙ্গেই বদলাচ্ছে। প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যে তা সুইজারল্যান্ডের চেয়ে একেবারেই অন্য রকম, ইংলন্ডে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে একেবারেই অন্য রকম। সুতরাং 'বর্তমান রাষ্ট্র' একটা অলীকতা।

'তাহলেও, বিভিন্ন সভ্য দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রূপের বিচিত্র রকমারি সত্ত্বেও তাদের ভেতরে এই একটা মিল আছে যে, ন্যূনাধিক পর্জিবাদী ধরনে বিকশিত আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তিতে তারা দণ্ডায়মান। তাই, তাদের কতকগুলি সাধারণ মৌলিক লক্ষণ আছে। এই দিক থেকে যখন তাদের বর্তমান শিকড়, বুর্জোয়া সমাজ মরে যাবে, তখনকার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপাটের বিপরীতে 'বর্তমান রাষ্ট্রপাটের' কথা বলা সম্ভব।

'তারপর প্রশ্ন দাঁড়ায়: কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রপাটের কী রূপান্তর ঘটবে? অন্য কথায়, এখনকার রাষ্ট্রীয় বৃত্তিগুলির অনুরূপ কী কী সামাজিক বৃত্তি তখনো থেকে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় কেবল বৈজ্ঞানিক উপায়ে; 'জন' শব্দটির সঙ্গে 'রাষ্ট্র' শব্দটির হাজারবার যোগাযোগেও তার বিন্দুমাত্র সমাধান হবে না...'

এইভাবে 'জনরাষ্ট্রের' সমস্ত কথাকে উপহাস করে মার্কস দেখিয়েছেন কীভাবে প্রশ্নটি উপস্থিত করতে হয় এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তার বৈজ্ঞানিক জবাব সম্ভব কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে।

প্রথম যে জিনিসটা বিকাশের সমস্ত তত্ত্বে ও সাধারণভাবে সমস্ত বিজ্ঞান দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত (যেটা ভুলে যেতেন ইউটোপীয়রা এবং এখন ভুলছেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ভয়-পাওয়া বর্তমান সুবিধাবাদীরা) সেটা হল এই যে, পর্জিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণের জন্য ইতিহাসের দিক থেকে নিঃসন্দেহেই একটা বিশেষ পর্যায় অথবা বিশেষ ধাপ থাকতেই হবে।

২। পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণ

> মার্কস বলছেন, '...পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট সমাজের মাঝখানে আছে প্রথমটির দ্বিতীয়ে বৈপ্লবিক রূপান্তরের একটা পর্ব। সে পর্বের সহগ একটি রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্বও আছে, এবং সে পর্বের রাষ্ট্র **প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব** ছাড়া আর কিছু হতে পারে না...'

মার্কসের এ সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েতের নেওয়া ভূমিকার বিশ্লেষণের ওপর, সে সমাজের বিকাশ, এবং প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার স্বার্থের আপোসহীন বৈপরীত্যের তথ্যের ওপর।

আগে সমস্যাটা রাখা হত এইভাবে: স্বীয় মুক্তি অর্জনের জন্য প্রলেতারিয়েতের উচিত বুর্জোয়ার উচ্ছেদ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিজের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব স্থাপন করা।

এখন প্রশ্নটা রাখা হচ্ছে একটু অন্যভাবে: কমিউনিজমের দিকে বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজ থেকে কমিউনিস্ট সমাজে উৎক্রমণ একটা 'রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্ব' ছাড়া অসম্ভব এবং এ পর্বের রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব কেবল প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব।

এই একনায়কত্বের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কী?

আমরা দেখেছি, যে 'শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের রূপান্তর' এবং 'গণতন্ত্র অর্জন' এই দুটি বক্তব্যকে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' স্রেফ পাশাপাশি রেখেছে। পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমের দিকে উৎক্রমণের সময় গণতন্ত্র কীভাবে বদলায় সেটা পূর্বালোচিত সমস্ত বক্তব্য থেকে যথাযথরূপে নির্ণয় করা সম্ভব।

পুঁজিবাদী সমাজে, তার বিকাশের সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতিতে আমরা পাই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ন্যূনাধিক পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিকতা। কিন্তু এ গণতান্ত্রিকতা সর্বদাই পুঁজিবাদী শোষণের সংকীর্ণ গণ্ডিতে পিষ্ট, সঙ্কুচিত এবং সেইহেতু সর্বদাই হয়ে থাকে কেবল অল্পাংশের জন্য, কেবল সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির জন্য, কেবল ধনীদের জন্য গণতন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজে স্বাধীনতা সর্বদাই থেকে যায় মোটামুটি প্রাচীন গ্রীক প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার মতো: দাস-মালিকদের স্বাধীনতা। আধুনিক

মজুরি-দাসেরা পুঁজিবাদী শোষণের পরিস্থিতির ফলে, অভাব ও দারিদ্র্যে এতই অবদমিত থেকে যায় যে, তাদের মনোভাব হয়, 'রাখো তোমার গণতন্ত্র', 'রাখো তোমার রাজনীতি', সাধারণ শান্তিপূর্ণ ঘটনাধারায় জনগণের অধিকাংশই থাকে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত।

এ উক্তির সঠিকতা সবচেয়ে জাজ্বল্যমানরূপে সমর্থিত হয় সম্ভবত জার্মানিতে, ঠিক এইজন্য যে, এই রাষ্ট্রে সাংবিধানিক বৈধতা চালু থাকে আশ্চর্য দীর্ঘকাল ধরে ও পাকাপোক্তরূপে, প্রায় অর্ধশতক (১৮৭১—১৯১৪),এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি এই সময়ের মধ্যে অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় 'বৈধাবস্থা ব্যবহারের' জন্য এবং দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি করে রাজনৈতিক পার্টিতে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য অনেক বেশি কিছু করেছে।

পুঁজিবাদী সমাজে পরিলক্ষিত রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় মজুরি-দাসের এই সবচেয়ে বেশি মাত্রাটা কী পরিমাণ? দেড় কোটি মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্যসংখ্যা দশ লক্ষ! দেড় কোটির মধ্যে তিরিশ লক্ষ ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ!

নগণ্য সংখ্যাল্পের জন্য গণতন্ত্র, ধনীদের জন্য গণতন্ত্র, এই হল পুঁজিবাদী সমাজের গণতান্ত্রিকতা। যদি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের যন্ত্রব্যবস্থাটা আর একটু খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে ভোটাধিকারের 'তুচ্ছ', তথাকথিত তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে (বসবাসের সর্ত, নারীদের বহির্ভূতি ইত্যাদি), প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কৃৎকৌশলে, সমাবেশ অধিকারের বাস্তব বাধায় (সামাজিক ভবনগুলি 'ভিখিরিদের' জন্য নয়!), দৈনিক সংবাদপত্রের খাঁটি পুঁজিবাদী সংগঠনে ইত্যাদি ইত্যাদিতে সর্বত্রই আমরা দেখব গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার পর সীমাবদ্ধতা। গরিবদের বিরুদ্ধে এই সব সীমাবদ্ধতা, ব্যত্যয়, ব্যতিক্রম, বাধা মনে হয় তুচ্ছ, বিশেষ করে নিজে যে কখনো অভাব সয় নি ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলির ব্যাপক জীবনযাপনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা নেই (আর বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক ও রাজনীতিকদের মধ্যে তেমন লোকই শতকরা নিরানব্বই জন না হলেও অন্তত দশের মধ্যে নয়) তার চোখে; কিন্তু সব একত্রে ধরলে এই সব সীমাবদ্ধতায় রাজনীতি থেকে, গণতন্ত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে গরিবেরা বাদ পড়ে, বিতাড়িত হয়।

কয়েক বছরে একবার করে নিপীড়িতদের স্থির করতে দেওয়া হয় নিপীড়িত শ্রেণীর ঠিক কোন প্রতিনিধিটি পার্লামেণ্টে তাদের প্রতিনিধিত্ব

করবে ও তাদেরই দমন করবে: কমিউনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে এই কথা বলে মার্কস পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মর্মার্থটি চমৎকার ধরেছিলেন!(৩৯)

কিন্তু এই পুঁজিবাদী গণতন্ত্র থেকে — অনিবার্যরূপেই সংকীর্ণ, গোপনে গরিবদের বিতাড়িত-করা এবং সেই কারণে সমূহ ভণ্ড ও মিথ্যাচারী এই গণতন্ত্র থেকে — সহজে, সোজাসুজি ও মসৃণভাবে অগ্রগতি হয় না 'ক্রমাগত বৃহত্তর ও বৃহত্তর গণতন্ত্রের দিকে', যা ভাবেন উদারনীতিক অধ্যাপক ও পেটি বুর্জোয়া সুবিধাবাদীরা। না, অগ্রগতি, অর্থাৎ কমিউনিজমের দিকে বিকাশ এগোয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মধ্য দিয়ে, অন্যভাবে এগুনো যায় না, কেননা, শোষক পুঁজিবাদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার মতো আর কেউ নেই এবং অন্য পথ অসম্ভব।

এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, অর্থাৎ উৎপীড়কদের দমনের জন্য শাসক শ্রেণী রূপে উৎপীড়িতদের অগ্রবাহিনীর সংগঠন স্রেফ কেবল গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাবে, তা হতে পারে না। গণতান্ত্রিকতার বিপুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, এই সর্বপ্রথম যে গণতান্ত্রিকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধনীদের জন্য নয়, গরিবদের জন্য, জনগণের জন্য গণতান্ত্রিকতা, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিপীড়ক, শোষক ও পুঁজিপতিদের স্বাধীনতার উপর একগুচ্ছ বাধানিষেধ চাপায়। মজুরি-দাসত্ব থেকে মানবজাতির মুক্তির জন্য তাদের দমন করতেই হবে, তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে হবে বলপ্রয়োগে — একথা পরিষ্কার যে, যেখানে দমন রয়েছে, বলপ্রয়োগ রয়েছে সেখানে স্বাধীনতা নেই, গণতন্ত্র নেই।

পাঠকদের মনে আছে, বেবেলের নিকট পত্রে এঙ্গেলস ব্যাপারটা চমৎকার প্রকাশ করেন এই বলে যে, 'প্রলেতারিয়েতের কাছে রাষ্ট্রের প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্য নয়, প্রতিপক্ষীয়দের দমনের জন্য, আর যখন স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হবে, তখন রাষ্ট্র থাকবে না।'

জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য গণতন্ত্র এবং জনগণের শোষক ও নিপীড়কদের বলপ্রয়োগে দমন অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে বহিষ্কার — গণতন্ত্রের এই রূপান্তরই ঘটে পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎক্রমণের সময়।

কেবল কমিউনিস্ট সমাজে, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ যখন চূড়ান্তরূপেই চূর্ণ, পুঁজিপতিরা যখন বিলুপ্ত যখন শ্রেণী আর নেই (অর্থাৎ উৎপাদনে সামাজিক উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে সমাজসভ্যদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই) মাত্র তখনই 'রাষ্ট্র লোপ পায় ও স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব

হয়। কেবল তখনই সত্যসত্যই পরিপূর্ণ, সত্যসত্যই সর্ববিধ ব্যত্যয় ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভবপর এবং তা কার্যকরী হবে। এবং কেবল তখনই গণতন্ত্র **শুকিয়ে মরতে** শুরু করে নিতান্ত এই ঘটনাচক্রের জন্য যে, পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে, পুঁজিবাদী শোষণের অসংখ্য বীভৎসতা, বন্যতা, উদ্ভটতা ও জঘন্যতা থেকে মুক্ত লোকেরা যুগযুগ ধরে জানা এবং হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত হিতোপদেশে পুনরুক্ত সমাজ জীবনের প্রাথমিক নিয়মগুলি পালনে **অভ্যস্ত হবে**, তা পালনে অভ্যস্ত হবে বিনা জবরদস্তিতে, বিনা বাধ্যবাধকতায়, বিনা আজ্ঞাধীনতায় — বাধ্য করার সেই **বিশেষ যন্ত্রটি ছাড়াই**, যাকে বলা হয় রাষ্ট্র।

'রাষ্ট্র **শুকিয়ে মরে**' কথাটি খুবই সুনির্বাচিত, কেননা তাতে প্রক্রিয়াটির ক্রমিকতা ও স্বতঃস্ফূর্তি দুই-ই নির্দিষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপার ঘটাতে পারে কেবল অভ্যাস এবং নিঃসন্দেহেই তা ঘটাবে, কেননা আমাদের চার পাশে লক্ষ বার করে আমরা দেখছি শোষণ না থাকলে, বিক্ষুব্ধ করার মতো, রোষ ও বিদ্রোহ উদ্রেকের মতো, **দমনের** আবশ্যিকতা ঘটাবার মতো কিছু না থাকলে লোকে কত সহজেই না তাদের পক্ষে সমাজ জীবনের আবশ্যক নিয়মগুলি পালনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

অতএব: পুঁজিবাদী সমাজে আমরা পাই কাটাছেঁড়া, হতচ্ছাড়া, জাল-করা একটা গণতন্ত্র, যা কেবল ধনীদের জন্য, অল্পাংশের জন্য। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, কমিউনিজমে উৎক্রমণের পর্বটাই প্রথম দেবে শোষকদের উপর সংখ্যাল্পদের আবশ্যকীয় দমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জন্য, অধিকাংশের জন্য গণতন্ত্র। কেবল কমিউনিজমই দিতে পারে সত্যসত্যই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র, এবং সে গণতন্ত্র যতই পরিপূর্ণ হবে, ততই দ্রুত তা নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে, আপনা থেকেই শুকিয়ে মরবে।

অন্য কথায়: পুঁজিবাদে আমরা পাই সঠিক অর্থে একটি রাষ্ট্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে, তদুপরি সংখ্যাল্প কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের দমনের একটা বিশেষ যন্ত্র। বোঝাই যায় যে, সংখ্যাল্প শোষক কর্তৃক সংখ্যাগুরু শোষিতদের নিয়মিত দমনের মতো একটা ব্যাপার সফল হতে হলে দরকার দমনের চূড়ান্ত হিংস্রতা ও পাশবিকতা, দরকার রক্তের একটা সমুদ্র, মানবজাতিকে যেখানে খুঁড়িয়ে চলতে হয় দাসত্বে, ভূমিদাসত্বে, মজুরি দাসত্বে।

তারপর, পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে **উৎক্রমণের** সময় দমন **তখনো**

দরকার, তবে সেটা অধিকাংশ শোষিত কর্তৃক অল্পাংশ শোষকদের দমন। বিশেষ হাতিয়ার, দমনের বিশেষ যন্ত্র হিশেবে 'রাষ্ট্র' **তখনো** দরকার, কিন্তু সেটা তখন উৎক্রমায়মান রাষ্ট্র, সঠিক অর্থে সেটা আর তখন রাষ্ট্র নয়, কেননা দাস, ভূমিদাস, মজুরি-দাসদের বিদ্রোহ দমনের তুলনায় **গতকালের** মজুরি-দাসদের অধিকাংশ কর্তৃক শোষকদের অল্পাংশকে দমন করার কাজটা এতই সহজ, সাধারণ ও স্বাভাবিক যে, মানবজাতিকে তার জন্য অনেক কম মূল্য দিতে হবে। এবং তাতে জনসংখ্যার এতই বিপুল একটা সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ চলে যে দমনের **বিশেষ যন্ত্রের** প্রয়োজন লোপ পেতে শুরু করে। খুবই স্বাভাবিক যে, শোষকেরা এরূপ কাজের জন্য জটিলতম যন্ত্র ছাড়া জনগণকে দমন করতে অক্ষম, কিন্তু **জনগণ** শোষকদের দমন করতে পারে অত্যন্ত সরল 'যন্ত্রের' সাহায্যেই, প্রায় 'যন্ত্র' ছাড়াই, বিশেষ হাতিয়ার ছাড়াই — নিতান্তই **সশস্ত্র জনগণের সংগঠন দিয়েই** (একটু এগিয়ে বলি, যেমন, শ্রমিক-সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত)।

শেষত, রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কেবল কমিউনিজমে, কেননা, তখন দমন করার মতো **কেউ** থাকছে না — 'কেউ', এটা অবশ্য **শ্রেণীর** অর্থে, জনগণের নির্দিষ্ট একটা অংশের সঙ্গে প্রণালীবদ্ধ সংগ্রামের অর্থে। আমরা মোটেই ইউটোপীয় নই এবং **ব্যক্তি বিশেষের** অনাচার তথা সেরূপ অনাচার দমনের আবশ্যিকতা যে আছে এ সম্ভাবনা এবং অনিবার্যতা আমরা এতটুকু অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রথমত, তার জন্য দমনের বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন নেই, সশস্ত্র জনগণ নিজেরাই সে কাজটা তেমনি সহজে ও অনায়াসে করবে যেভাবে এমনকি বর্তমান সমাজেই সুসভ্য জনতা মারপিট ছাড়িয়ে দেয় কিংবা নারীর ওপর বলাৎকার হতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে, সমাজ জীবনের নিয়ম লঙ্ঘন করা অনাচারের মূল কারণ হল জনগণের উপর শোষণ, তাদের অভাব-অনটন। অনাচারের এই প্রধান কারণটা দূর হলেই অনাচারও অনিবার্যভাবেই **'শুকিয়ে মরতে'** শুরু করবে। সেটা কত তাড়াতাড়ি ও কী ক্রমিকতায় হবে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু এটা আমরা জানি যে, ওগুলো শুকিয়ে মরবে। তারা শুকিয়ে মরার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও **শুকিয়ে মরবে**।

সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে **আজ** যা নির্দিষ্ট করা যায়, মার্কস ইউটোপিয়ায় পা না দিয়েই সে সম্পর্কে আরো বিশদে বলে গেছেন, যথা: কমিউনিজমের নিম্ন ও উচ্চ পর্যায়ের (ধাপ, স্তর) মধ্যে তফাৎ।

৩। কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়

সমাজতন্ত্রে শ্রমিকেরা 'অকর্তিত' অথবা 'পরিপূর্ণ শ্রমফল' পাবে, লাসালের এই ধারণাকে মার্কস 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়' বিশদে খণ্ডন করেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন যে, সমগ্র সমাজের সামগ্রিক সামাজিক শ্রম থেকে মজুত তহবিল, প্রসারিত উৎপাদনের ও যন্ত্রপাতির 'ক্ষয়ক্ষতি' পূরণের তহবিল ইত্যাদি কেটে রাখা প্রয়োজন, তারপর ভোগ্য বস্তু থেকে রাখা দরকার ব্যবস্থাপনা, স্কুল, হাসপাতাল, বার্ধক্য ভবন ইত্যাদি ভরণপোষণের জন্য তহবিল।

লাসালের ঝাপসা, অস্পষ্ট, সাধারণ বুলির ('শ্রমিকদের জন্য পরিপূর্ণ শ্রমফল') বদলে মার্কস স্থিরমস্তিষ্ক খতিয়ান দিয়েছেন ঠিক কীভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ তার কারবার চালাতে বাধ্য হবে। যে সমাজে পুঁজিবাদ থাকবে না, তার **মূর্ত-নির্দিষ্ট** বিশ্লেষণে নেমে মার্কস বলছেন:

> 'এখানে কথাটা হচ্ছে' (শ্রমিক পার্টির কর্মসূচি বিচারে) 'এমন কমিউনিস্ট সমাজ নিয়ে নয় যা তার নিজস্ব ভিত্তিতে **গড়ে উঠেছে**, বরং তেমন কমিউনিস্ট সমাজ নিয়ে যা সবেমাত্র ঠিক পুঁজিবাদী সমাজ থেকেই **বেরিয়ে আসছে** এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সমস্ত দিক দিয়েই যে পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তা বহির্গত তার ছাপ তখনো বহন করছে।'

পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে সদ্যপ্রসূত এই যে কমিউনিস্ট সমাজ সমস্ত দিক দিয়েই পুরনো সমাজের ছাপ বহন করছে, একেই মার্কস বলেছেন কমিউনিস্ট সমাজের 'প্রথম' অথবা নিম্ন পর্যায়।

উৎপাদনের উপায় তখনই এক একটা লোকের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। উৎপাদনের উপায় সমগ্র সমাজের সম্পত্তি। সমাজের প্রতিটি সভ্য সমাজের দিক থেকে আবশ্যক কাজের নির্দিষ্ট একটা অংশ সম্পন্ন ক'রে তখন সমাজের কাছ থেকে এই প্রত্যয়পত্র পায় যে, সে অমুক পরিমাণ কাজ করেছে। এই প্রত্যয়পত্র অনুসারে সে সামগ্রীর সামাজিক ভান্ডার থেকে পায় যথাযোগ্য পরিমাণ সামগ্রী। সামাজিক তহবিলে যে পরিমাণ শ্রম যায় তা বাদ দিলে, প্রতিটি শ্রমিক সমাজকে যতটা দেয় ততটাই পায়।

মনে হবে যেন 'সমতার' রাজ্য।

কিন্তু এই রূপ সমাজব্যবস্থার (সাধারণত একে বলা হয় সমাজতন্ত্র, মার্কস কিন্তু একে বলেছেন কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়) কথা মনে রেখে লাসাল যখন বলেন যে, এটা 'ন্যায্য বণ্টন', এটা হল 'সমান শ্রমফলে প্রত্যেকের সমান অধিকার', তখন লাসাল ভুল করেন এবং মার্কস সে ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

মার্কস বলছেন, 'সমান অধিকার এখানে সত্যিই রয়েছে, কিন্তু সেটা **তখনো** 'বুর্জোয়া অধিকার', যাতে সমস্ত অধিকারের মতোই আগে থেকেই **অসাম্যের কথা ধরে নেওয়া হয়।** প্রত্যেকটা অধিকার মানেই হল **বিভিন্ন** লোক যারা আসলে একরকম নয়, পরস্পর সমান নয়, তাদের প্রসঙ্গে **একই** মাপকাঠির প্রয়োগ এবং তাই 'সমান অধিকার' হল সমতার লঙ্ঘন এবং অন্যায়। আসলে, অন্যের সঙ্গে সামাজিক শ্রমের সমান অংশ খেটে প্রত্যেকে পায় সামাজিক উৎপন্নের সমান ভাগ (উপরিলিখিত বাবদ বাদে)।

অথচ লোকেরা সব সমান নয়: কেউ বলবান, কেউ দুর্বল, কেউ বিবাহিত, কেউ নয়, ছেলেপিলে কারো বেশি, কারো কম ইত্যাদি।

> '...সমান শ্রমে,' সিদ্ধান্ত করেছেন মার্কস, 'সুতরাং সামাজিক ভোগ্য বস্তুর তহবিলে সমান অংশিদারিতে কেউ কেউ আসলে পায় অন্যের চেয়ে বেশি, হয়ে দাঁড়ায় অন্যের চেয়ে ধনী ইত্যাদি। এই সমস্ত ত্রুটি পরিহারের জন্য অধিকারকে সমান হওয়ার বদলে অসমান হওয়াই উচিত...'

সুতরাং কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় ন্যায় ও সমতা দিতে পারে না: ধনের তফাৎ এবং অন্যায় তফাৎ থেকে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ কর্তৃক মানুষ **শোষণ** অসম্ভব, কেননা **উৎপাদনের উপায়,** কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, ভূমি ইত্যাদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিশেবে দখল করা চলছে না। **সাধারণভাবে** 'সমতা' ও 'ন্যায়' নিয়ে লাসালের অস্পষ্ট পেটি বুর্জোয়া বুলিকে চূর্ণ করে মার্কস কমিউনিস্ট সমাজের **বিকাশ গতি** দেখিয়েছেন; ব্যক্তি বিশেষ যে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করে রেখেছে, **শুধু** এই 'অন্যায়টা' এ সমাজ প্রথমে দূর করতে **বাধ্য,** কিন্তু 'কাজ অনুসারে' (চাহিদা অনুসারে নয়) ভোগ্য বস্তু বণ্টনের মধ্যে যে আরেকটা অন্যায় রয়েছে সেটা তৎক্ষণাৎ দূর করতে **অক্ষম।**

বুর্জোয়া অধ্যাপক তথা 'আমাদের' তুগান সমেত স্থূল অর্থনীতিবিদেরা সমাজতন্ত্রীদের ক্রমাগত এই ভর্ৎসনা করেন যেন তাঁরা লোকেদের অসাম্যের কথা ভুলে গেছেন এবং সে অসাম্য দূর করার 'স্বপ্ন দেখেন'। দেখাই যাচ্ছে এরূপ ভর্ৎসনায় শ্রীমান বুর্জোয়া ভাবপ্রবক্তাদের চূড়ান্ত অজ্ঞতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

লোকেদের মধ্যে অনিবার্য অসাম্যের কথাটাই শুধু মার্কস যথাযথভাবে হিশেবে নিয়েছেন তাই নয়, এ কথাও তিনি মনে রেখেছেন যে, শুধু উৎপাদনের উপায় সমগ্র সমাজের করতলগত হলেই (সচরাচর শব্দপ্রয়োগে 'সমাজতন্ত্র') বন্টনের ত্রুটি ও 'বুর্জোয়া অধিকারের' অসাম্য **দূর হয় না** — এ অসাম্য তখনো **প্রাধান্য চালিয়ে যায়,** কেননা উৎপন্ন বণ্টিত হয় 'কাজ অনুসারে'।

> মার্কস বলেছেন, '..কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে দীর্ঘ প্রসব-যন্ত্রণার পর যে চেহারায় তা বেরিয়ে আসে তাতে এই ত্রুটিগুলি অনিবার্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তন্নির্দিষ্ট সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের চেয়ে অধিকার কদাচ উঁচু হতে পারে না...'

এইভাবে কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে (যাকে সাধারণত বলা হয় সমাজতন্ত্র) 'বুর্জোয়া অধিকার' লোপ পাচ্ছে পুরোপুরি **নয়,** মাত্র অংশত, অর্থনৈতিক রূপান্তর যতটা সম্পন্ন হল মাত্র সেই অনুপাতে, অর্থাৎ মাত্র উৎপাদন-উপায়গুলির ক্ষেত্রে। 'বুর্জোয়া অধিকার' এগুলিকে স্বীকার করে বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিশেবে। সমাজতন্ত্র তাদের করে তোলে **সাধারণ** সম্পত্তি। **এই পরিমাণে,** এবং শুধু এই পরিমাণেই 'বুর্জোয়া অধিকার' লোপ পাচ্ছে।

তা সত্ত্বেও সে অধিকার থেকে যাচ্ছে তার অন্য অংশে, থেকে যাচ্ছে সমাজের সভ্যদের মধ্যে উৎপন্ন বণ্টন ও শ্রম বণ্টনের নিয়ামক (নির্ধারক) হিশেবে। 'যে কাজ করে না, তার খাওয়াও চলবে না' — এই সমাজতান্ত্রিক নীতিটি **ইতিমধ্যে** কার্যকরী হয়ে গেছে; 'সমপরিমাণ শ্রমের বদলে সমপরিমাণ উৎপন্ন'—এই সমাজতান্ত্রিক নীতিটিও **ইতিমধ্যে** কার্যকরী। কিন্তু তবু এটা কমিউনিজম নয়; সেই 'বুর্জোয়া অধিকার' এতে তখনো দূর হচ্ছে না যাতে অসমান লোকেরা অসমান (কার্যত অসমান) পরিমাণ শ্রমের জন্য পায় সমান উৎপন্ন।

মার্কস বলছেন, এটা 'ত্রুটি', কিন্তু কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ে তা অপরিহার্য, কেননা ইউটোপিয়ায় পা না দিলে একথা ভাবা চলে না যে, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পর লোকে তৎক্ষণাৎ **অধিকারের কোনো রকম মাপকাঠি ছাড়াই** সমাজের জন্য কাজ করতে শিখে নেবে; বস্তুত পুঁজিবাদ-লোপের **সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ** পরিবর্তনের অর্থনৈতিক পূর্বসর্ত **মেলে না।**

আর 'বুর্জোয়া অধিকার' ছাড়া অন্য মাপকাঠি নেই। এবং সেই পরিমাণেই তখনো থেকে যাচ্ছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা — উৎপাদন-উপায়ের ওপর সাধারণ মালিকানা রক্ষা করে যা শ্রমের সমতা ও উৎপন্ন বণ্টনের সমতা রক্ষা করবে।

রাষ্ট্র শুকিয়ে মরছে এই পরিমাণে যে, পুঁজিবাদীরা আর নেই, বিভিন্ন শ্রেণী আর নেই, সুতরাং **দমন করার মতো শ্রেণী**ও আর নেই।

কিন্তু রাষ্ট্র তখনো পুরোপুরি শুকিয়ে মরে নি, কেননা কার্যত অসাম্যকে পবিত্র-করা 'বুর্জোয়া অধিকার' রক্ষার কাজটা তখনও থেকে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের পুরোপুরি শুকিয়ে মরার জন্য দরকার পরিপূর্ণ কমিউনিজম।

৪। কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চ পর্যায়

মার্কস বলেছেন:

'...কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চ পর্যায়ে, শ্রম-বিভাগের নিকট মানুষের দাসসুলভ অধীনতা নিশ্চিহ্ন হবার পর; যখন সেই সঙ্গে লোপ পাবে মানসিক ও কায়িক শ্রমের বৈপরীত্য; যখন শ্রম কেবল জীবিকার্জনের উপায় না হয়ে নিজেই পরিণত হবে জীবনের প্রাথমিক চাহিদায়; যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন শক্তিগুলিও বেড়ে উঠবে এবং সামাজিক সম্পদের সমস্ত উৎস পূর্ণ বেগে উৎসারিত হবে, — কেবল তখনই সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্ত অতিক্রম করা সম্ভব হবে এবং সমাজ তার পতাকায় লিখে নিতে পারবে: 'প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাবে চাহিদা অনুযায়ী!''

'স্বাধীনতা' ও 'রাষ্ট্র' কথাদুটিকে একসঙ্গে জুড়ে দেবার উদ্ভটতাকে এঙ্গেলস যে নির্মম পরিহাস করেছিলেন, সে মন্তব্যের পুরো যাথার্থ্যের

মূল্য কেবল আমরা এখনই বুঝতে পারি। যতক্ষণ রাষ্ট্র আছে, ততক্ষণ স্বাধীনতা নেই। যখন স্বাধীনতা থাকবে, তখন রাষ্ট্র থাকবে না।

রাষ্ট্রের পুরোপুরি শুকিয়ে মরার অর্থনৈতিক ভিত্তি হল কমিউনিজমের এমন উচ্চ বিকাশ যাতে মানসিক ও কায়িক শ্রমের বৈপরীত্য লোপ পাচ্ছে, সুতরাং লোপ পাচ্ছে সাম্প্রতিক **সামাজিক** অসাম্যের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, তদুপরি এমন উৎস যা কেবল উৎপাদন-উপায় সামাজিক মালিকানায় তুলে দিয়ে, কেবল পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করেই তৎক্ষণাৎ কোনোক্রমেই দূর করা যায় না।

এ উচ্ছেদে উৎপাদন-শক্তির হিমালয়প্রমাণ বিকাশের **সম্ভাবনা** খোলে। এবং বর্তমানে ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদ কী অবিশ্বাস্য রকমে সে বিকাশ **আটকে রাখছে**, ইতিমধ্যেই আয়ত্ত আধুনিক টেকনিকের ভিত্তিতে কত কিছু এগিয়ে যেতে পারত এটা দেখার পর আমরা পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গেই একথা বলতে পারি যে, পুঁজিপতিদের উচ্ছেদের ফলে অনিবার্যভাবেই মানবসমাজের উৎপাদন-শক্তির হিমালয়প্রমাণ বিকাশ ঘটবে। কিন্তু সে বিকাশ কত দ্রুত এগুবে — শ্রম-বিভাগ বর্জনের মাত্রায়, মানসিক ও কায়িক শ্রমের বৈপরীত্য লোপের মাত্রায়, 'জীবনের প্রাথমিক চাহিদা' রূপে শ্রমের পরিণতির মাত্রায় তা কত তাড়াতাড়ি পৌঁছবে, সেটা আমরা জানি না, জানা **সম্ভব নয়**।

সেইজন্যই আমরা কেবল রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার অনিবার্যতার কথাই বলতে পারি ও সে প্রক্রিয়াটির দীর্ঘকালীনতায়, কমিউনিজমের **উচ্চ পর্যায়টির** বিকাশের দ্রুততার ওপর তার নির্ভরশীলতায় জোর দিতে পারি, কিন্তু শুকিয়ে মরার মেয়াদ কিংবা তার মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপের প্রশ্নটি পুরোপুরি খোলা রেখে ঠিকই করব, কেননা ওরূপ প্রশ্ন সমাধানের মতো মালমসলা **নেই**।

রাষ্ট্র পুরোপুরি মরতে পারে তখন, যখন 'প্রত্যেকে দেবে সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাবে চাহিদা অনুযায়ী' এই নিয়ম সমাজ কার্মকরী করবে, অর্থাৎ যখন সমাজযাত্রার মূল নিয়মগুলি পালনে লোকে এতই অভ্যস্ত হবে ও তাদের শ্রম হবে এতই উৎপাদনশীল যে, তারা স্বেচ্ছায় **সাধ্যমতো** খাটবে। 'বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ যে দিগন্তে' লোকে বাধ্য হয় শাইলকের পাষণ্ডতায় (৪০) হিশেব করতে অন্যের চেয়ে আধঘণ্টা যেন বেশি না খাটি, কারো চেয়ে পারিশ্রমিক যেন কম না পাই — এই সংকীর্ণ দিগন্তটা তখন অতিক্রান্ত হবে। উৎপন্ন বণ্টনে তখন সমাজের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের প্রাপ্য

দ্রব্যের পরিমাণে হার বাঁধার প্রয়োজন থাকবে না; প্রত্যেকেই 'চাহিদা অনুযায়ী' অবাধে নেবে।

বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এরূপ সমাজব্যবস্থাকে 'নির্ভেজাল ইউটোপিয়া' ঘোষণা করা ও এই বলে টিটকারি দেওয়া সহজ যে, পৃথক পৃথক নাগরিকের শ্রমের ওপর কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রত্যেককেই সমাজের কাছ থেকে যত খুশি বিলাসী খাদ্য, মোটর গাড়ি, পিয়ানো প্রভৃতি পাবার প্রতিশ্রুতি দিতে চাইছে সমাজতন্ত্রীরা। এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ বুর্জোয়া 'পণ্ডিত' এই ধরনের টিটকারি দিয়েই দায় সারেন ও তাতে করে নিজেদের অজ্ঞতা ও পুঁজিবাদের অর্থগৃধ্নু ওকালতিই জাহির করেন।

অজ্ঞতা, কেননা কমিউনিজমের উচ্চ পর্যায়ের বিকাশ শুরু হবে এ 'প্রতিশ্রুতি' দেবার কথা কোনো সমাজতন্ত্রীর মাথায় আসে নি, কিন্তু তা যে আসবে, মহান সমাজতন্ত্রীদের এই **ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে** যা ধরে নেওয়া হয় সেটা শ্রমের বর্তমান উৎপাদনশীলতাও নয়, **বর্তমানের** কূপমণ্ডূকরাও **নয়,** যারা পমিয়ালভস্কির সেমিনারি-ছাত্রদের মতো (৪১) 'খামোকা' সামাজিক সম্পদের ভাণ্ডার নষ্ট ও অসম্ভবের দাবি করতে সক্ষম।

কমিউনিজমের 'উচ্চ' পর্যায় যতদিন না শুরু হচ্ছে ততদিন সমাজতন্ত্রীরা সমাজ **ও রাষ্ট্র উভয়ের পক্ষ থেকেই** শ্রমের মাপ ও উপভোগের মাপের ওপর **কঠোরতম** নিয়ন্ত্রণ দাবি করে, শুধু সে নিয়ন্ত্রণ **শুরু করা** চাই পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ দিয়ে, পুঁজিপতিদের ওপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে এবং তা চালু করবে রাজপুরুষেরা নয় **সশস্ত্র শ্রমিকদের** রাষ্ট্র।

বুর্জোয়া ভাবপ্রবক্তাদের (এবং সেরেতেলি চের্নোভ কোং'র মতো তাদের লেজুড়দের) পক্ষ থেকে পুঁজিবাদের অর্থগৃধ্নু ওকালতিটা ঠিক এইখানে যে, দূর ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক ও কথাবার্তার আড়ালে তারা **চাপা দেয় আজকের দিনের** রাজনীতির এই মৌলিক ও জরুরী প্রশ্নটা: পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ, **একক** বৃহৎ 'সিণ্ডিকেট', অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্রের কর্মী ও কর্মচারী রূপে **সমস্ত** নাগরিকদের রূপান্তর, এবং সত্যিসত্যিই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, **শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত রাষ্ট্রের** পরিপূর্ণ অধীনতায় সে সমগ্র সিণ্ডিকেটের সমস্ত কর্মনির্বাহ।

আসলে যখন কোনো পণ্ডিত অধ্যাপক, তাঁর পেছনে কূপমণ্ডূক এবং তাদের পেছনে সর্বশ্রী সেরেতেলি ও চের্নোভরা যুক্তিহীন ইউটোপিয়ার কথা, বলশেভিকদের বাগাড়ম্বরী ঘোষণার কথা, সমাজতন্ত্র 'প্রবর্তনের'

অসম্ভাবিতার কথা বলেন, তখন তাঁরা কমিউনিজমের উচ্চ পর্যায় বা ধাপটির কথাই ভাবেন, যা 'প্রবর্তনের' প্রতিশ্রুতি যে কেউ দেয় নি শুধু নয়, মনে মনেও ভাবে নি, কারণ তা 'প্রবর্তন' করা আদপেই অসম্ভব।

এইখানে আমরা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে সেই বৈজ্ঞানিক পার্থক্যের প্রশ্নে আসছি যা 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' আখ্যার বেঠিকতা নিয়ে তাঁর পূর্বকথিত বক্তব্যে এঙ্গেলস ছুঁয়ে গিয়েছিলেন। কমিউনিজমের প্রথম বা নিম্ন পর্যায়ের সঙ্গে তার উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক পার্থক্য যথাকালে নিশ্চয়ই হবে বিপুল, কিন্তু বর্তমানে, পুঁজিবাদের আমলে সেটাকে মান্য করতে যাওয়া হবে হাস্যকর এবং তাকেই সর্বপ্রধান করে তুলতে পারেন কেবল কোনো কোনো নৈরাজ্যবাদী (যদি অবশ্য নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে এখনো এমন লোক থেকে থাকেন যাঁরা ক্রপোৎকিন, গ্রাভ, কর্নেলিসেন প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদের নানা 'তারকার' সোশ্যাল-শভিনিস্ট রূপে অথবা নৈরাজ্যবাদী মর্যাদা ও বিবেক যে অল্প কয়জন টিকিয়ে রেখেছেন তাঁদের অন্যতম গে যা বলেছেন নৈরাজ্যবাদী-পরিখাবাদী রূপে তাঁদের 'প্লেখানভ-মার্কা' রূপান্তরের পরেও কিছু শেখেন নি)।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের সঙ্গে কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক পার্থক্যটা পরিষ্কার। সাধারণত যাকে বলা হয় সমাজতন্ত্র সেটাকে মার্কস বলেছিলেন কমিউনিস্ট সমাজের 'প্রথম' বা নিম্ন পর্যায়। উৎপাদনের উপায় যেহেতু হচ্ছে সাধারণ সম্পত্তি, সেইহেতু 'কমিউনিজম' কথাটা এখানেও প্রযোজ্য হয় যদি না ভুলি যে, সেটা পূর্ণ কমিউনিজম নয়। মার্কসের পরিব্যাখ্যানের বিপুল গুরুত্ব এইখানে যে, কমিউনিজমকে পুঁজিবাদ থেকে বিকাশমান একটা জিনিস হিশেবে দেখে তিনি এইক্ষেত্রেও সুসঙ্গতরূপে প্রয়োগ করেছেন বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতা, বিকাশের তত্ত্ব। পণ্ডিতী ধরনে কল্পিত, 'বানানো' সংজ্ঞা ও শব্দ নিয়ে নিষ্ফল তর্কের বদলে (সমাজতন্ত্র কী, কমিউনিজম কী) মার্কস যার বিশ্লেষণ করেছেন সেটাকে বলা যেতে পারে কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিপক্কতার স্তরাদি।

প্রথম পর্যায়ে, প্রথম ধাপে কমিউনিজমের পক্ষে তখনো অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরোপুরি পরিপক্ব, পুঁজিবাদের ঐতিহ্য অথবা চিহ্ন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যই কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ে 'বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্ত' রক্ষার মতো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার দেখা

দেয়। **ভোগ্য** বস্তু বণ্টনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অধিকার বলতে অবশ্যই অনিবার্যভাবেই **বুর্জোয়া রাষ্ট্র** ধরে নিতে হয়, কেননা অধিকারের মান পালনে **বাধ্য করার মতো** যন্ত্র না থাকলে অধিকার কিছুই নয়।

দাঁড়াচ্ছে যে, কমিউনিজমে কিছুটা কালযাবৎ বুর্জোয়া অধিকারই শুধু নয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রও টিকে থাকছে — বুর্জোয়া ছাড়া!

এটা মনে হতে পারে একটা আপাত-বৈপরীত্য অথবা বুদ্ধির দ্বান্দ্বিক কসরতি; মার্কসবাদের অসাধারণ গভীর বক্তব্য অধ্যয়নের জন্য বিন্দুমাত্র কষ্ট-না-করা লোকেরা প্রায়ই এই নালিশটা করে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে।

আসলে কিন্তু প্রকৃতিতে ও সমাজে বাস্তব জীবন আমাদের প্রতিপদক্ষেপেই নতুনের মধ্যে পুরনোর অবশেষ দেখিয়ে দিচ্ছে। মার্কস নিজের খুশি মতো 'বুর্জোয়া' অধিকারের একটা টুকরো কমিউনিজমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এমন নয়, পুঁজিবাদের **গর্ভ থেকে** উত্থিত সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যা অপরিহার্য সেইটাই নিয়েছেন।

পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে গণতন্ত্রের তাৎপর্য প্রকাণ্ড। কিন্তু গণতন্ত্র আদৌ অনতিক্রমণীয় এক পরিসীমা নয়, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে ও পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে যাবার পথে একটি পর্যায় মাত্র।

গণতন্ত্রে বোঝায় সমতা। বোঝাই যায় সমতার জন্য প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম এবং **শ্রেণী**-উচ্ছেদের অর্থে কথাটা সঠিকভাবে বুঝলে, সমতার ধ্বনিটির তাৎপর্য কী বিপুল। কিন্তু গণতন্ত্রে বোঝায় কেবল **বাহ্যিক** সমতা। এবং উৎপাদন-উপায়ের ওপর অধিকারের **দিক থেকে** সমাজের সমস্ত সভ্যের সমতা, অর্থাৎ শ্রমের সমতা, পারিশ্রমিকের সমতা কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গেই মানবজাতির সামনে অবধারিতভাবেই প্রশ্ন উঠবে কীভাবে আরো এগুনো যায় বাহ্যিক সমতা থেকে প্রকৃত সমতায়, অর্থাৎ 'প্রত্যেকে দেবে সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাবে চাহিদা অনুযায়ী' এই নিয়ম কার্যকরী করায়। কী কী পর্যায় দিয়ে, কী কী ব্যবহারিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানবজাতি এই উচ্চ লক্ষ্যে যাবে সেটা আমরা জানি না, জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র বুঝি একটা প্রাণহীন, শিলীভূত, চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট একটা জিনিস এই চলতি বুর্জোয়া ধারণাটা যে কী অপরিসীম মিথ্যা সেটা নিজের কাছে পরিষ্কার রাখা জরুরী, কেননা আসলে **কেবল** সমাজতন্ত্র থেকেই শুরু হয় সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রথমে জনগণের **অধিকাংশ** ও পরে সমগ্র

জনগণকে নিয়েই একটা দ্রুতগতি, প্রকৃতই গণচরিত্রের সত্যকার এক চলমান অগ্রগতি।

গণতন্ত্র হল রাষ্ট্রের একটি রূপ, তার রকমফেরের একটি। সুতরাং সমস্ত রাষ্ট্রের মতোই তা হল লোকের ওপর সংগঠিত প্রণালীবদ্ধ বলপ্রয়োগ। এটা একটা দিক। কিন্তু অন্যদিক থেকে গণতন্ত্রের অর্থ নাগরিকদের মধ্যে সমতা, রাষ্ট্র-কাঠামো নির্ণয়ে ও তা পরিচালনায় সকলের সমান অধিকারের বাহ্যিক স্বীকৃতি। সেটার সঙ্গে আবার এই ব্যাপারটা জড়িত যে, গণতন্ত্রের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে তা প্রথমত, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতকে একীভূত করে এবং বুর্জোয়া, এমনকি প্রজাতান্ত্রিক-বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র, স্থায়ী ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্রকে ভাঙা, চূর্ণ বিচূর্ণ করা, দুনিয়া থেকে মুছে দেবার সুযোগ তাকে দেয়, এমন একটা জিনিস স্থলাভিষিক্ত করার সুযোগ দেয় যা **আরো বেশি** গণতান্ত্রিক, কিন্তু মিলিসিয়ায় জনগণের প্রত্যেকের অংশগ্রহণের দিকে এগিয়ে যাওয়া সশস্ত্র শ্রমিকগণের আকৃতিতে তা তখনো রাষ্ট্রযন্ত্রই।

এখানে 'পরিমাণ পরিবর্তিত হয় গুণে': গণতন্ত্রের **এরূপ** পর্যায় বুর্জোয়া সমাজের কাঠামো থেকে বহির্গমন ও তার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্র প্রশাসনে যদি সত্য করেই **সবাই** অংশ নেয়, তাহলে পুঁজিবাদের আর টেকার উপায় থাকে না। আর পুঁজিবাদের বিকাশ আবার রাষ্ট্র-প্রশাসনে সত্যই 'সবাইকার' অংশগ্রহণ করতে **পারার পূর্বসর্ত** গড়ে দেয়। সেরূপ পূর্বসর্তের মধ্যে পড়ে সার্বজনীন সাক্ষরতা যা অনেকগুলি সর্বাগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশে ইতিমধ্যেই ঘটেছে, তারপর ডাক, রেলওয়ে, বৃহৎ কারখানা, বৃহদাকার বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি ইত্যাদির বৃহদায়তন, জটিল, সমাজীকৃত যন্ত্র মারফত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের 'তালিম ও শৃঙ্খলাভ্যাস'।

এইধরনের **অর্থনৈতিক** পূর্বসর্ত থাকলে খুবই সম্ভব যে, অবিলম্বে, রাতারাতি পুঁজিপতি ও আমলাদের উচ্ছেদে এগিয়ে যাওয়া যাবে, তাদের স্থলাভিষিক্ত করা যাবে — উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর **নিয়ন্ত্রণের** ব্যাপারে, শ্রম ও উৎপন্নের **হিশেব রাখার** ব্যাপারে — সশস্ত্র শ্রমিকদের, সমগ্র সশস্ত্র জনগণকে। (নিয়ন্ত্রণ ও হিশাবের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ প্রভৃতি বিজ্ঞান-শিক্ষিত কর্মীদের প্রশ্নটি গুলিয়ে ফেলার প্রয়োজন নেই। এই সব ভদ্রলোকেরা আজ পুঁজিপতিদের মর্জিতে বাধ্য হয়ে কাজ করছেন, কাল সশস্ত্র শ্রমিকদের মর্জিতে বাধ্য হয়ে আরো ভালো কাজ করবেন।)

হিশেব আর নিয়ন্ত্রণ — 'সুবন্দোবস্তের জন্য', কমিউনিস্ট সমাজের **প্রথম পর্যায়ে** সঠিক কাজ চলার জন্য **প্রধান** যা দরকার তা এই। **সমস্ত** নাগরিক পরিণত হচ্ছে সশস্ত্র শ্রমিকরূপী রাষ্ট্রের মজুরিজীবী কর্মচারীতে। **সমস্ত** নাগরিক পরিণত হচ্ছে একটি **একক**, দেশব্যাপী, রাষ্ট্রীয় 'সিণ্ডিকেটের' কর্মচারী ও শ্রমিকে। কথাটা হল সবাই যেন সমানভাবে সঠিকভাবে কাজের হার মেনে খাটে এবং সমান মাত্রায় পায়। তবে তার হিশেব, তার ওপর নিয়ন্ত্রণটা পুঁজিবাদ চূড়ান্ত রকমে **সরল করে দিয়েছে**, পর্যবেক্ষণ আর রেজিস্ট্রি, পাটিগণিতের চারটি সূত্রের জ্ঞান আর যথাযোগ্য রসিদ কাটার মতো অসাধারণ সহজ কতকগুলো কাজে পরিণত করেছে, যা প্রতিটি সাক্ষর ব্যক্তিরই আয়ত্তাধীন।*

জনগণের **অধিকাংশ** যখন স্বাবলম্বীভাবে ও সর্বত্র এই রূপ হিশেব, পুঁজিপতিদের (তখন কর্মচারীতে পরিণত) এবং পুঁজিবাদী কেতা টিকিয়ে রাখা শ্রীমান বুদ্ধিজীবীপুঙ্গবদের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালাতে শুরু করবে, তখন এ নিয়ন্ত্রণ হয়ে উঠবে সত্যসত্যই সার্বত্রিক, সার্বজনীন, দেশব্যাপী, তখন কোনোক্রমেই তা এড়নো যাবে না, 'কোথাও যাবার থাকবে না'।

গোটা সমাজ হয়ে দাঁড়াবে শ্রমের সমতা ও পারিশ্রমিকের সমতাসহ একটি অফিস ও একটি কারখানা।

কিন্তু 'কারখানাসুলভ' এই যে শৃঙ্খলাটা প্রলেতারিয়েত পুঁজিপতিদের পরাজিত ও শোষকদের উৎখাত করে সারা সমাজে প্রসারিত করবে, সেটা কোনোক্রমেই আমাদের আদর্শ বা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। শুধু একটা **ধাপ** মাত্র, পুঁজিবাদী শোষণের জঘন্যতা ও নীচতা থেকে সমাজের আমূল পরিশুদ্ধির জন্য **এবং সামনে আরো** এগিয়ে যাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন।

সমাজের সমস্ত সভ্য অথবা তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যখন **নিজেরাই** রাষ্ট্র চালাতে শিখেছে, নিজেরাই কাজটা স্বহস্তে তুলে নিয়েছে, নগণ্য অল্পাংশ পুঁজিপতিদের ওপর, পুঁজিবাদী কেতা রক্ষণেচ্ছু ভদ্রপুঙ্গবদের ওপর, পুঁজিবাদে প্রচণ্ড অধঃপতিত শ্রমিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণের 'সুব্যবস্থা'

* রাষ্ট্রের কাজের প্রধানতম অংশটা যখন খোদ শ্রমিকদের দ্বারাই এই ধরনের হিশেব ও নিয়ন্ত্রণে পর্যবসিত হবে, তখন সেটা আর 'রাজনৈতিক রাষ্ট্র' হয়ে থাকবে না, তখন 'সামাজিক কাজগুলো রাজনৈতিক থেকে পরিণত হয় সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজে' (দ্রষ্টব্য: ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২য় অংশ, নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে এঙ্গেলসের বিতর্ক)।

করেছে, সেই মুহূর্ত থেকে সাধারণভাবে সর্ববিধ প্রশাসনের প্রয়োজনই ফুরুতে শুরু করে। গণতন্ত্র যত পরিপূর্ণ হয়, ততই তার নিষ্প্রয়োজন হয়ে ওঠার মুহূর্তটা কাছিয়ে আসে। সশস্ত্র শ্রমিকদের নিয়ে গড়া এবং 'সঠিক অর্থে যা আর রাষ্ট্র নয়' তেমন 'রাষ্ট্রটা' যতই বেশি গণতান্ত্রিক হয়, ততই দ্রুত শুকিয়ে মরতে শুরু করে **সর্ববিধ** রাষ্ট্রপাট।

কেননা, স্বাবলম্বীভাবে **সবাই** যখন সামাজিক উৎপাদনের পরিচালনা করতে শিখে যাবে এবং সত্যিসত্যিই চালাবে, স্বাধীনভাবে হিশেব রাখবে ও ফাঁকিবাজ, বাবু, জোচ্চোর প্রভৃতিদের মতো 'পুঁজিবাদের ঐতিহ্যরক্ষকদের' ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে, তখন এই সার্বজনীন হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ এড়ানো হয়ে উঠবে এতই অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন, এতই বিরলতম ব্যতিক্রম, সঙ্গে সঙ্গেই তা পাবে এত ত্বরিৎ ও গুরুতর শাস্তি (কেননা সশস্ত্র শ্রমিকেরা ভাবপ্রবণ বুদ্ধিজীবীপুঙ্গব নয়, ব্যবহারিক জগতের লোক, তাদের সঙ্গে ঠাট্টা চলবে না) যে, সর্ববিধ মানবিক, সমাজজীবনের অজটিল, মূল নিয়মগুলি পালনের **আবশ্যিকতা** অতি শীঘ্রই **অভ্যাসে** দাঁড়াবে।

এবং তখনই কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় থেকে তার উচ্চ পর্যায়ে উৎক্রমণের ও সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের পুরোপুরি শুকিয়ে মরার দরজা খুলে যাবে হাট হয়ে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবিধাবাদীদের হাতে মার্কসবাদের অপকর্ষণ

যেমন সাধারণভাবেই বিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে তেমনি সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজ বিপ্লবের সম্পর্ক নিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (১৮৮৯—১৯১৪) বিখ্যাত তত্ত্বকার ও প্রাবন্ধিকেরা অনুশীলন করেছেন কম। কিন্তু সুবিধাবাদের ক্রমিক যে বৃদ্ধির পরিণাম হয় ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভরাডুবি, সে প্রক্রিয়ার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যসূচক দিকটা এই যে, এমনকি প্রশ্নটায় একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়লেও তা **এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে** অথবা নজরেই নেওয়া হয় নি।

সব মিলিয়ে মোটের ওপর একথা বলা যায় যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্নটা **এড়াবার এই যে ঝোঁকটা** সুবিধাবাদের পক্ষে লাভজনক, সুবিধাবাদকে পরিপুষ্ট করে, তা থেকে এসেছে মার্কসবাদের **বিকৃতি** ও তার পরিপূর্ণ অপকর্ষ।

এই শোচনীয় প্রক্রিয়াটার অন্তত সংক্ষিপ্ত একটা চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্য মার্কসবাদের বিখ্যাত তত্ত্বকার প্লেখানভ ও কাউৎস্কিকে নেওয়া যাক।

১। নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে প্লেখানভের বিতর্ক

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের সম্পর্কের প্রশ্ন নিয়ে প্লেখানভ একটি পৃথক পুস্তিকা লেখেন: 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র', এটি জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে।

এ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যায় প্লেখানভ কায়দা করে সবচেয়ে জরুরী, সবচেয়ে জ্বলন্ত, এবং নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজনৈতিক দিক থেকে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটিই এড়িয়ে গেছেন, যথা, রাষ্ট্রের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্ন! তাঁর পুস্তিকায় দুই ভাগ: ঐতিহাসিক সাহিত্যিক, যাতে স্তিরনার, প্রুধোঁ প্রভৃতিদের ভাবনার ইতিহাস নিয়ে মূল্যবান মালমসলা আছে। দ্বিতীয় ভাগটি কূপমণ্ডূকসুলভ, ডাকাতের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদীর তফাৎ নেই এই নিয়ে এক বিদিকিচ্ছিরি আলোচনা।

সংমিশ্রণটি মজাদার এবং রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রাক্কালে ও বিপ্লবী পর্বের সময় প্লেখানভের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্যসূচক: ১৯০৫ — ১৯১৭ সালে প্লেখানভ সত্যিই নিজেকে জাহির করেন আধা-মতবাগীশ আধা-কূপমণ্ডূক হিশেবে, রাজনীতিতে বুর্জোয়ার পুচ্ছানুগামী।

আমরা দেখেছি কীভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিতর্কে রাষ্ট্রের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের মতামত অতি আদ্যোপান্ত রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৮৯১ সালে মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' প্রকাশের সময় এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'আমরা (অর্থাৎ এঙ্গেলস ও মার্কস) সে সময় বাকুনিন ও তার নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম — (প্রথম) আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের পর(৪২) তখন দুবছরও কাটে নি।'(৪৩)

নৈরাজ্যবাদীরা ঠিক প্যারিস কমিউনকেই তাদের, বলা যেতে পারে, 'নিজস্ব' বলে ঘোষণা করার চেষ্টা করে, যাতে নাকি তাদের মতবাদই সমর্থিত হচ্ছে, যদিও কমিউনের শিক্ষা এবং মার্কস কর্তৃক সেসব শিক্ষার বিশ্লেষণ তারা একেবারেই বোঝে নি। পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে **ভাঙা** দরকার কি? তার স্থলাভিষিক্ত হবে **কী**? এই সব মূর্ত-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রশ্নে সত্যোদঘাটনের এমনকি কাছাকাছি পেঁছবার মতো কোনো জবাব নৈরাজ্যবাদ দেয় নি।

কিন্তু রাষ্ট্রের সমগ্র প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে, কমিউনের আগে ও পরে মার্কসবাদের সমস্ত বিকাশ **লক্ষ না করে** 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের' কথা বলতে যাওয়ার অর্থ অনিবার্যভাবেই সুবিধাবাদের ঢালুতে নেমে যাওয়া। কেননা আমাদের সদ্যোল্লিখিত প্রশ্নদুটি যাতে আদৌ উত্থিত না হয় ঠিক এইটেই হল সুবিধাবাদের একান্ত দাবি। সেইটেই হল সুবিধাবাদের জয়।

২। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে কাউৎস্কির বিতর্ক

অন্য যে-কোনো ভাষার চেয়ে রুশ ভাষায় কাউৎস্কির লেখা অনূদিত হয়েছে নিঃসন্দেহেই অপরিমিত বেশি। কাউৎস্কির লেখা লোকে পড়ে জার্মানির চেয়ে রাশিয়ায় বেশি, কোনো কোনো জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের এই রসিকতাটা অকারণে নয় (বন্ধনীর মধ্যে বলি, রসিকতাটা যাঁরা চালু করেছিলেন তাঁরা যা ভাবেন তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ঐতিহাসিক মর্ম আছে এতে, যথা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যের সেরা রচনাগুলির জন্য অসাধারণ প্রবল অদৃষ্টপূর্ব এক চাহিদা তোলা এবং অন্যান্য দেশের পক্ষে যা অশ্রুতপূর্ব এমন পরিমাণে এই সব রচনার অনুবাদ ও সংস্করণ পাওয়ার মধ্য দিয়ে ১৯০৫ সালে রুশ শ্রমিকেরা বলা যেতে পারে আমাদের প্রলেতারীয় আন্দোলনের নতুন জমিতে, দ্রুত গতিতে প্রতিবেশী, অধিকতর অগ্রণী একটি দেশের বিপুল অভিজ্ঞতা রোপণ করে দেয়)।

মার্কসবাদের জনবোধ্য পরিবেশন ছাড়াও সুবিধাবাদীদের সঙ্গে এবং তাদের নেতা বের্নস্তাইনের সঙ্গে বিতর্কের জন্য কাউৎস্কি আমাদের দেশে বিশেষ পরিচিত। কিন্তু একটা ঘটনা প্রায় অজানা, এবং ১৯১৪—১৯১৫ সালের মহা সংকটের সময় অবিশ্বাস্য রকমের লজ্জাকর বিহ্বলতায় ও সোশ্যাল-শভিনিজমের সমর্থনে কাউৎস্কির অধঃপতন ঘটল কীভাবে তা যদি অনুধাবন করার দায়িত্ব নিই, তাহলে সে ঘটনাটা উপেক্ষা করা যায় না। ঘটনাটা হল এই যে, ফ্রান্সে (মিলেরাঁ, জোরেস) ও জার্মানিতে (বের্নস্তাইন) সুবিধাবাদের প্রখ্যাত মুখপাত্রদের সঙ্গে বিতর্কে কাউৎস্কি প্রচুর দ্বিধা দেখিয়েছেন। ১৯০১—১৯০২ সালে স্তুৎগার্ত থেকে প্রকাশিত ও বিপ্লবী-প্রলেতারীয় মতামত সমর্থনকারী মার্কসীয় পত্রিকা 'জারিয়া' (৪৪) কাউৎস্কির সঙ্গে **বিতর্কে নামতে** বাধ্য হয়, ১৯০০ সালে প্যারিসের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে (৪৫) তাঁর আধ-খেঁচড়া, এড়িয়ে-যাওয়া, সুবিধাবাদীদের প্রতি আপোসপরায়ণ প্রস্তাবটিকে 'রবারসুলভ' বলে অভিহিত করে। জার্মান সাহিত্যে কাউৎস্কির চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও বের্নস্তাইনের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার আগে কম দ্বিধা প্রকাশ পায় নি।

তবে অপরিমেয় বেশি তাৎপর্য এই ব্যাপারটার যে, সুবিধাবাদীদের সঙ্গে তাঁর বিতর্কেই, তাঁর প্রশ্নের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা পদ্ধতির মধ্যে আমরা এখন, মার্কসবাদের প্রতি কাউৎস্কির সাম্প্রতিকতম বিশ্বাসঘাতকতার **ইতিহাস**

অনুধাবনের সময় দেখতে পাচ্ছি ঠিক রাষ্ট্রের প্রশ্নেই সুবিধাবাদের দিকে তাঁর নিয়মিত বিচ্যুতি।

সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে কাউৎস্কির প্রথম বৃহৎ রচনা, তাঁর 'বের্নস্তাইন ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচি' বইটি ধরা যাক। বিশদে বের্নস্তাইনকে খণ্ডন করেছেন কাউৎস্কি। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার হল এই:

বের্নস্তাইন তাঁর 'সমাজতন্ত্রের পূর্বসর্ত' নামক হেরোস্ত্রাৎ-মার্কা খ্যাতির গ্রন্থে মার্কসবাদকে **'ব্লাঙ্কিবাদের'** দোষে অভিযুক্ত করেছেন (এ অভিযোগটা রাশিয়ায় বিপ্লবী মার্কসবাদের প্রতিনিধি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদী ও উদারনীতিক বুর্জোয়ারা তখন থেকে হাজার বার পুনরাবৃত্তি করেছে)। তা করতে গিয়ে বের্নস্তাইন মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন ও চেষ্টা করেছেন — (আমরা দেখেছি, একেবারেই ব্যর্থভাবে) -- কমিউনের শিক্ষাবলী সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে প্রুধোঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাতে। ১৮৭২ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' ভূমিকায় মার্কস যে সিদ্ধান্তে জোর দেন ও যাতে বলা হয় 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে স্রেফ হস্তগত করেই শ্রমিক শ্রেণী তাকে নিজের লক্ষ্যে চালাতে পারে না' — এ সিদ্ধান্তটি বের্নস্তাইনের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

এ উক্তিটি বের্নস্তাইনের এতই 'ভালো লেগে গেছে' যে, নিজের বইটিতে তিনি অন্যূন তিনবার এটি পুনরুক্তি করেছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন একান্ত বিকৃত, সুবিধাবাদীসুলভ অর্থে।

আমরা দেখেছি যে, মার্কস বলতে চেয়েছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণীকে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে **ভাঙতে** হবে, **চূর্ণ করতে** হবে, **বিস্ফোরিত করতে** হবে (Sprengung — বিস্ফোরণ, এঙ্গেলসের ব্যবহৃত শব্দ)। কিন্তু বের্নস্তাইনের কাছে মনে হয়েছে যেন মার্কস একথায় ক্ষমতা দখলে অত্যধিক বিপ্লবীপনার **বিরুদ্ধে** শ্রমিক শ্রেণীকে সাবধান করে দিয়েছেন।

মার্কসের ভাবনার এর চেয়ে স্থূল ও যাচ্ছেতাই বিকৃতি কল্পনা করা কঠিন।

বের্নস্তাইনীপনার বিশদতম খণ্ডনে কাউৎস্কি কীভাবে এগিয়েছেন? (৪৬)

এই পয়েণ্টে সুবিধাবাদ কর্তৃক মার্কসবাদ বিকৃতির সমস্ত গভীরতার বিচার এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। মার্কসের 'গৃহযুদ্ধ' বইটিতে এঙ্গেলসের ভূমিকা থেকে পূর্বোদ্ধৃত অংশটি তুলে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, মার্কসের

8—Зак. 1256

মতে শ্রমিক শ্রেণী **তৈরি** রাষ্ট্রযন্ত্রটা **স্রেফ** দখল করতে পারে না বটে, কিন্তু সাধারণভাবে দখল করতে **পারে,** বাস। মার্কসের সত্যকার বক্তব্যের **সোজাসুজি উল্টো অর্থটা** যে বের্নস্তাইন মার্কসের ওপর চাপিয়েছেন, ১৮৫২ সালে যে মার্কস রাষ্ট্রযন্ত্রটা 'চূর্ণ করার' কর্তব্য হাজির করেন প্রলেতারীয় বিপ্লবের সামনে(৪৭), সে বিষয়ে কাউৎস্কি একটি কথাও বলেন নি।

দাঁড়াল এই যে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের কর্তব্যের প্রশ্নে সুবিধাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটাই কাউৎস্কির হাতে ধামাচাপা পড়ল!

বের্নস্তাইনের **'বিরুদ্ধে'** কাউৎস্কি লিখলেন, 'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সমস্যার সমাধানটা আমরা একান্ত নিশ্চিন্তে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিতে পারি।' (জার্মান সংস্করণের ১৭২ পৃঃ।)

এটা বের্নস্তাইনের **বিরুদ্ধে** বিতর্ক নয়, আসলে এ হল তাঁকে **ছাড় দেওয়া,** সুবিধাবাদের কাছে ঘাঁটি-সমর্পণ, কেননা প্রলেতারীয় বিপ্লবের কর্তব্য নিয়ে সমস্ত মূল প্রশ্নগুলিকে 'একান্ত নিশ্চিন্তে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিতে' পারলে সুবিধাবাদীদের আপাতত আর বেশি কিছু চাই না।

মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বছর ধরে প্রলেতারিয়েতকে শিখিয়েছেন যে, তাকে রাষ্ট্রযন্ত্রটি ভাঙতে হবে। আর ১৮৯৯ সালে এই প্রশ্নে মার্কসবাদের প্রতি সুবিধাবাদীদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সামনে কাউৎস্কি রাষ্ট্রযন্ত্রটি ভাঙা প্রয়োজন কিনা এই প্রশ্নটির **বদলে** হাত সাফাই করে এনেছেন ভাঙার মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপের প্রশ্ন এবং এই 'তর্কাতীত' (ও নিষ্ফল) কূপমণ্ডূক সত্যের আড়ালে আত্মরক্ষা করেন যে আগে থেকেই মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপগুলি জানা আমাদের সম্ভব নয়!!

শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবের জন্য তৈরি করার দিক থেকে প্রলেতারীয় পার্টির কর্তব্যের প্রতি মনোভাবে মার্কস ও কাউৎস্কির মধ্যে আকাশপাতাল ব্যবধান।

বহুলাংশে সুবিধাবাদের ভ্রান্তি খণ্ডনে লেখা কাউৎস্কির পরবর্তী আরো পরিণত একটি রচনা নেওয়া যাক। এটা হল তাঁর 'সমাজ বিপ্লব' পুস্তিকা। লেখক এখানে তাঁর বিশেষ প্রসঙ্গ হিশেবে নিয়েছেন 'প্রলেতারীয়

বিপ্লব' ও 'প্রলেতারীয় আমল'। এতে লেখক অসাধারণ মূল্যবান অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু ঠিক রাষ্ট্রের প্রশ্নটিই **এড়িয়ে গেছেন**। পুস্তিকায় সর্বত্রই মাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ বাছা হয়েছে এমন একটি সূত্র যাতে সুবিধাবাদীদের জন্য ছাড় দেওয়া হচ্ছে, কেননা রাষ্ট্রযন্ত্র **না** ভেঙেই ক্ষমতা দখল **মেনে নেওয়া হচ্ছে**। ১৮৭২ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' কর্মসূচিতে যে জিনিস মার্কস 'অচল' বলে ঘোষণা করেছিলেন (৪৮), ১৯০২ সালে ঠিক সেইটেকেই কাউৎস্কি **পুনরুজ্জীবিত করছেন**।

পুস্তিকায় 'সমাজ বিপ্লবের রূপ ও অস্ত্রাদি' নিয়ে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ আছে। এখানে গণ রাজনৈতিক ধর্মঘট, গৃহযুদ্ধ এবং 'আমলাতন্ত্র ও ফৌজের মতো আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রের শক্তিযন্ত্রের' কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কমিউন শ্রমিকদের যে শিক্ষা দেয় তা নিয়ে একটি কথাও নেই। স্বভাবতই রাষ্ট্রের প্রতি 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রদ্ধার' বিরুদ্ধে এঙ্গেলস বিশেষ করে জার্মান সমাজতন্ত্রীদের খামকা সাবধান করেন নি।

কাউৎস্কি ব্যাপারটা রাখছেন এইভাবে: বিজয়ী প্রলেতারিয়েত 'গণতান্ত্রিক কর্মসূচি কার্যকরী করবে' এবং তার দফাগুলো পেশ করেছেন। কিন্তু প্রলেতারীয় গণতন্ত্র দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলের প্রশ্নে ১৮৭১ সাল নতুন কী দিয়েছিল তা নিয়ে একটি কথাও নেই। কাউৎস্কি কর্তব্য সেরেছেন এই ধরনের 'ভারিক্কী' ধ্বনির মামুলিয়ানায়:

> 'স্বতঃই স্পষ্ট যে আমরা বর্তমান ব্যবস্থাধীনে আধিপত্য অর্জন করব না। বিপ্লব মানেই দীর্ঘায়ত ও গভীর-ব্যাপ্ত এক সংগ্রাম যা তার মধ্যেই আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে বদলে দিতে পারবে।'

সন্দেহ নেই যে ঘোড়ায় দানা খায় এবং ভলগা ক্যাস্পিয়ান সাগরে পড়ে এই সত্যের মতোই ও-কথাটা 'স্বতঃই স্পষ্ট'। দুঃখের বিষয় শুধু এই যে, 'গভীর-ব্যাপ্ত' সংগ্রামের ফাঁকা ও ফাঁপানো বুলি দিয়ে কাউৎস্কি বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কাছে জরুরী এই প্রশ্নটা **এড়িয়ে গিয়েছেন**— অতীতের, অপ্রলেতারীয় বিপ্লবগুলির সঙ্গে তুলনায় রাষ্ট্রের প্রশ্নে **তার** বিপ্লবের 'গভীরতাটা' প্রকাশ পাচ্ছে **কীসে**।

এই প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে **মুখে** সুবিধাবাদের প্রতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘোষণা করে, 'বিপ্লবের আদর্শের' তাৎপর্যে জোর দিয়ে (বিপ্লবের মূর্ত-

৪*

নির্দিষ্ট শিক্ষাগুলো শ্রমিকদের কাছে প্রচার করতে ভয় পেলে সে 'আদর্শের' দাম কতটুকু?) অথবা 'সবকিছুর আগে বৈপ্লবিক আদর্শবাদের' কথা বলে আর ইংরেজ শ্রমিকেরা বর্তমানে 'পেটি বুর্জোয়ার চেয়ে বেশি কিছু কিনা সন্দেহ' এই কথা বলে কাউৎস্কি **কার্যক্ষেত্রে** ঐ জরুরী পয়েণ্টটিতে সুবিধাবাদের কাছে ছাড় দিচ্ছেন।

কাউৎস্কি লিখেছেন: 'সমাজতান্ত্রিক সমাজে পাশাপাশি থাকতে পারে অতি বিভিন্ন রূপের সব প্রতিষ্ঠান: আমলাতান্ত্রিক (??), ট্রেড ইউনিয়নী, সমবায়মূলক, একব্যক্তিক'... 'যেমন, বর্তমান থাকে এমন প্রতিষ্ঠান যা আমলাতান্ত্রিক (??) সংগঠন ছাড়া চলতে পারে না,—যেমন, রেলওয়ে। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেহারা হতে পারে এই রকম: শ্রমিকেরা প্রতিনিধি নির্বাচন করবে, প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টের মতো একটা কিছু গড়বে এবং সেই পার্লামেণ্ট কাজের ব্যবস্থাধারা স্থির করে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটা চালানোর ওপর নজর রাখবে। অন্য ধরনের উদ্যোগ শ্রমিক সংঘগুলির হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে এবং আরো অন্য কিছু উদ্যোগ সংগঠিত করা যেতে পারে সমবায় নীতিতে।' (১৯০৩ সালের রুশী অনুবাদের জেনেভা সংস্করণের ১৪৮ ও ১১৫ পৃঃ।)

এ যুক্তি ভ্রান্ত, কমিউনের শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ৭০-এর দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস যা ব্যাখ্যা করেছিলেন তার তুলনায় পশ্চাৎপদক্ষেপ।

প্রয়োজনীয় এক তথাকথিত 'আমলাতান্ত্রিক' সংগঠনের দৃষ্টি থেকে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সমস্ত প্রতিষ্ঠান, যে কোনো কারখানা, বৃহৎ দোকান, বৃহৎ পুঁজিবাদী কৃষি উদ্যোগ আর রেলওয়ের মধ্যে একেবারেই কোনো পার্থক্য নেই। এই সমস্ত উদ্যোগেই টেকনিক এমন যে অবধার্যই কঠোরতম শৃঙ্খলা, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কর্মাংশ সাধনে সাতিশয় নির্ভুলতা বাধ্যতামূলক, নইলে সমস্ত কাজ বন্ধ, অথবা যন্ত্রব্যবস্থা নষ্ট, উৎপন্ন নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। এই সমস্ত উদ্যোগেই শ্রমিকেরা অবশ্যই 'প্রতিনিধি নির্বাচন করবে, প্রতিনিধিরা **পার্লামেণ্টের মতো একটা কিছু** গড়বে।'

কিন্তু আসল কথাটাই হল এই যে, 'পার্লামেণ্টের মতো একটা কিছুটা' বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী প্রতিষ্ঠানের অর্থে পার্লামেণ্ট হবে **না**। আসল কথাটাই হল এই যে, এই 'পার্লামেণ্টের মতো একটা কিছু' শুধু 'ব্যবস্থাধারা স্থির করে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটা চালানোর ওপর নজর রাখবে' **না,** যা বলেছেন কাউৎস্কি, ভাবনা যাঁর বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথার কাঠামো ছাড়ায় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া 'পার্লামেণ্টের

মতো একটা কিছু' অবশ্যই 'ব্যবস্থাধারা স্থির করে' 'যন্ত্রটা' 'চালানোর ওপর নজর রাখবে', **কিন্তু** সে যন্ত্রটা 'আমলাতান্ত্রিক' হবে **না।** রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে শ্রমিকেরা পুরনো আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটাকে ভাঙবে, তার ভিত্তি পর্যন্ত চূর্ণ করবে, তার একটি ইঁটও অবশিষ্ট রাখবে না, তার জায়গায় ওই একই শ্রমিক ও কর্মচারী দিয়ে নতুন যন্ত্র বসাবে, কেউ যাতে ফের আমলাতন্ত্রীতে পরিণত **না** হয় তার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেবে, মার্কস ও এঙ্গেলস তা সবিস্তারে নির্দেশ করে গেছেন: ১) শুধু নির্বাচন নয়, যে-কোনো সময়ে প্রত্যাহার; ২) মজুরের চেয়ে বেশি বেতন নয়; ৩) অবিলম্বে এমন অবস্থায় যাওয়া যেখানে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের কাজ চালাচ্ছে **সবাই,** যেখানে সাময়িকভাবে **সবাই** হয়ে উঠেছে 'আমলা', ফলে **কেউ** আর 'আমলা' হয়ে থাকতে পারছে না।

কাউৎস্কি মার্কসের এই কথাটা নিয়ে একেবারে ভাবেন নি: 'কমিউন ছিল পার্লামেন্টী নয়, কাজের কর্পোরেশন, যুগপৎ আইন-প্রণয়নী ও কার্যনির্বাহক।' (৪৯)

গণতন্ত্রের (**জনগণের জন্য নয়**) সঙ্গে আমলাতন্ত্রকে (**জনগণের বিরুদ্ধে**) মেলানো বুর্জোয়া পার্লামেন্টপ্রথার সঙ্গে প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের পার্থক্য কাউৎস্কি একেবারেই বোঝেন নি—এ প্রলেতারীয় গণতন্ত্র আমলাতান্ত্রিকতার মূলোচ্ছেদের জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেবে, এবং শেষ পর্যন্ত, আমলাতান্ত্রিকতার পরিপূর্ণ বিলোপ, জনগণের জন্য গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ প্রবর্তন পর্যন্ত সেসব ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে সমর্থ থাকবে।

কাউৎস্কি এখানে রাষ্ট্রের প্রতি সেই 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রদ্ধা', আমলাতন্ত্রের ওপর 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস' দেখিয়েছেন।

সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে কাউৎস্কির শেষ ও শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁর 'ক্ষমতার পথ' পুস্তিকাটা ধরা যাক (মনে হয় রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় নি, কেননা বইটি বেরয় ১৯০৯ সালে, আমাদের দেশে প্রতিক্রিয়ার চরমে)। বইটি একটি বৃহৎ অগ্রপদক্ষেপ, কেননা বের্নস্তাইনের বিরুদ্ধে ১৮৯৯ সালের পুস্তিকাটির মতো সাধারণভাবে বিপ্লবী কর্মসূচির কথা নয়, ১৯০২ সালের 'সমাজ বিপ্লব' পুস্তিকাটির মতো সমাজ বিপ্লব আগমনের কালনির্বিশেষে সমাজ বিপ্লবের কর্তব্যের কথা নয়, মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতির কথা এতে বলা হয়েছে, যাতে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে 'বিপ্লবের যুগ' **শুরু হচ্ছে।**

সুনির্দিষ্টরূপেই লেখক সাধারণভাবে শ্রেণী-বিরোধের তীক্ষ্ণতার কথা এবং সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছেন, যা এদিক থেকে সে সময় খুবই বৃহৎ একটা ভূমিকা নেয়। পশ্চিম ইউরোপের '১৭৮৯-১৮৭১ সালের বিপ্লবী পর্বের' পর ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হচ্ছে পূর্বের পক্ষে অনুরূপ একটা পর্ব। বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে আসছে বিপজ্জনক দ্রুততায়। 'অকাল বিপ্লবের কথা প্রলেতারিয়েত আর বলতে পারে না।' 'বিপ্লবী পর্বে আমরা পা দিয়েছি।' 'বিপ্লবী যুগ শুরু হচ্ছে।'

বিবৃতিগুলি একেবারেই পরিষ্কার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি কী **হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল** এবং যুদ্ধ বেধে গেলে কী নিচুতেই না তা (স্বয়ং কাউৎস্কি সমেত) পতিত হয়, তা তুলনার একটা মাপকাঠি হওয়া উচিত কাউৎস্কির এই পুস্তিকাটি। আলোচ্য পুস্তিকায় কাউৎস্কি লিখেছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে এই বিপদ আছে যে, আমরা (অর্থাৎ জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি) আসলে যতটা তার চেয়ে বেশি নরমপন্থী বলে সহজেই আমাদের ধরা যায়।' দেখা গেল, আসলে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে যতটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে অতুলনীয় রকমের বেশি নরমপন্থী ও সুবিধাবাদী তারা!

তাই এটা আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, বিপ্লবী যুগ শুরু হবার ব্যাপারে কাউৎস্কির অমন সুনির্দিষ্ট বিবৃতি সত্ত্বেও তাঁর যে পুস্তিকাটি তাঁর নিজের কথাতেই **'রাজনৈতিক** বিপ্লবের' সমস্যা বিচারে উৎসর্গিত, তাতেই তিনি রাষ্ট্রের প্রশ্নটি পুনরায় একেবারেই এড়িয়ে গেছেন।

এই সব প্রশ্ন পরিহার, নীরবতা, ধরা-ছোঁয়া-না-দেওয়ার যোগফল থেকে অনিবার্যভাবেই দেখা দেয় পরিপূর্ণ সুবিধাবাদে সেই উত্তরণ, যে কথা এখন আমাদের বলতে হবে।

কাউৎস্কির মুখ দিয়ে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি যেন ঘোষণা করেছে: আমি বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি (১৮৯৯), বিশেষ করে আমি প্রলেতারিয়েতের সমাজ বিপ্লবের অনিবার্যতা মানি (১৯০২), বিপ্লবের নব যুগ সূচনা আমি স্বীকার করি (১৯০৯); কিন্তু তাহলেও রাষ্ট্র প্রসঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের কর্তব্যের প্রশ্ন উঠলেই ১৮৫২ সালেই মার্কস যা বলেছিলেন তার বিরুদ্ধে পিছনে হটি (১৯১২)।

পান্নেকুকের সঙ্গে কাউৎস্কির বিতর্কে প্রশ্নটা ঠিক সরাসরি এই ভাবেই উঠেছিল।

৩। পান্নেকুকের সঙ্গে কাউৎস্কির বিতর্ক

রোজা লুক্সেমবুর্গ, কার্ল রাদেক প্রমুখেরা যার অন্তর্গত, সেই 'বাম-র‍্যাডিকেল' ধারার অন্যতম প্রতিনিধি হিশেবে পান্নেকুক কাউৎস্কির বিরোধিতা করেন। এ ধারাটি বিপ্লবী রণকৌশল সমর্থন করে এই প্রত্যয়ে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, মার্কসবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে নীতিহীনভাবে দোলায়মান এক 'কেন্দ্রের' অবস্থানে কাউৎস্কি চলে যাচ্ছেন। এ মতের সঠিকতা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে যুদ্ধে, যখন 'কেন্দ্রের' ধারাটি (বেঠিকভাবে যাকে বলা হয় মার্কসবাদী), অথবা 'কাউৎস্কিপন্থী ধারাটি' তার সমস্ত ন্যক্কারজনক শোচনীয়তায় আত্মপ্রকাশ করে।

রাষ্ট্রের প্রশ্ন তোলা 'গণকর্ম ও বিপ্লব' প্রবন্ধে (*Die Neue Zeit*, 1912, XXX, 2) পান্নেকুক কাউৎস্কির অবস্থানকে অভিহিত করেন 'নিষ্ক্রিয় র‍্যাডিকেলিজমের' অবস্থান, 'নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষার তত্ত্ব'। 'কাউৎস্কি বিপ্লবের প্রক্রিয়া দেখতে চান না' (৬১৬ পৃঃ), এই ভাবে প্রশ্নটি তুলে পান্নেকুক রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের কর্তব্যের যে প্রসঙ্গটিতে আমাদের আগ্রহ তাতে এসেছেন।

তিনি লেখেন, 'প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম নেহাৎ শুধু রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, রাষ্ট্রক্ষমতার **বিরুদ্ধে** সংগ্রাম... প্রলেতারীয় বিপ্লবের অন্তঃসার হল রাষ্ট্রের শক্তিযন্ত্র ধ্বংস, প্রলেতারিয়েতের শক্তিযন্ত্র দিয়ে তার অপসারণ (আক্ষরিক অর্থে ভেঙে দেওয়া, Auflösung)... সংগ্রাম বন্ধ হবে কেবল তখন, যখন তার শেষ পরিণাম হিশেবে রাষ্ট্র-সংগঠনের পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ শুরু হবে। আধিপত্যকারী সংখ্যাল্পের সংগঠনকে বিলুপ্ত করে সংখ্যাগুরুদের সংগঠন তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।' (৫৪৮ পৃঃ।)

যে সূত্রায়নে পান্নেকুক তাঁর ভাবনাকে রেখেছেন তাতে খুবই বড়ো রকমের ত্রুটি আছে। কিন্তু ভাবনাটা পরিষ্কার, এবং কাউৎস্কি **কীভাবে** তার জবাব দিচ্ছেন সেটা চিত্তাকর্ষক।

তিনি লেখেন, 'এতদিন পর্যন্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে বৈপরীত্যটা ছিল এই যে, প্রথমোক্তরা রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করতে চাইত, দ্বিতীয়োক্তরা চাইত তাকে ধ্বংস করতে। পান্নেকুক দুটোই করতে চাইছেন।' (৭২৪ পৃঃ।)

পান্নেকুকের বক্তব্য যদি অস্পষ্টতা ও মূর্ততার অভাবে পীড়িত হয়ে থাকে (বিবেচ্য প্রসঙ্গের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই তাঁর প্রবন্ধে তেমন সব ত্রুটির

কথা ছেড়ে দিলে), তাহলেও কিন্তু কাউৎস্কি পান্নেকুক উল্লিখিত **নীতিগত** মর্মার্থটিই নিয়েছেন এবং **মূলনীতিগত** প্রশ্নে কাউৎস্কি পুরোপুরি মার্কসবাদের অবস্থিতি ছেড়ে চলে গেছেন পুরোপুরি সুবিধাবাদে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে তফাৎ তিনি দেখিয়েছেন একেবারেই ভুলভাবে, মার্কসবাদকে করেছেন বিকৃত ও চূড়ান্তরূপে স্থূল।

মার্কসবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে তফাৎ এই যে: (১) প্রথমোক্তরা রাষ্ট্রের পূর্ণ বিলুপ্তির লক্ষ্য নিলেও স্বীকার করে যে, সে লক্ষ্য কার্যকরী হওয়া সম্ভব কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কর্তৃক শ্রেণী-বিলোপের পরে, রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার দিকে আগুয়ান সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফল হিশেবে; শেষোক্তরা রাতারাতি রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ বিলোপ চায়, সেরূপ বিলুপ্তি কার্যকরী করার সর্ত বোঝে না। (২) প্রথমোক্তরা স্বীকার করে যে, প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করার পর সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটা পুরোপুরি ভেঙে তার স্থলে প্যারিস কমিউন ধরনে সশস্ত্র শ্রমিকদের সংগঠন বসানো দরকার; দ্বিতীয়োক্তরা রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস সমর্থন করলেও তার স্থলে প্রলেতারিয়েত **কী** বসাবে এবং **কীভাবে** বিপ্লবী ক্ষমতা সে কাজে লাগাবে সে ধারণা তাদের একেবারেই অস্পষ্ট; নৈরাজ্যবাদীরা এমনকি বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহারে, তার বিপ্লবী একনায়কত্বেও আপত্তি করে। (৩) প্রথমোক্তরা আধুনিক রাষ্ট্র কাজে লাগিয়ে প্রলেতারিয়েতকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করার দাবি করে; নৈরাজ্যবাদীরা তার বিরোধী।

এ বিতর্কে পান্নেকুকই মার্কসবাদ পেশ করেছেন কাউৎস্কির বিরুদ্ধে, কেননা মার্কসই এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রটা নতুন হাতে গেল এই অর্থে প্রলেতারিয়েত স্রেফ রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে দখল করতে পারে না, সে যন্ত্রটাকে ভাঙতে হবে, চূর্ণ করতে হবে, নতুন যন্ত্রকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে হবে।

মার্কসবাদ ছেড়ে কাউৎস্কি সুবিধাবাদীদের কাছে যাচ্ছেন, কেননা রাষ্ট্রযন্ত্রের এই যে ধ্বংসটা সুবিধাবাদীদের কাছে একেবারেই গ্রহণীয় নয়, সেটা তাঁর বক্তব্যে অন্তর্ধান করছে এবং 'দখল' কথাটাকে নেহাৎ সংখ্যাধিক্য অর্জন রূপে ব্যাখ্যার দিক থেকে তাদের জন্য ফাঁক রেখে দেওয়া হচ্ছে।

মার্কসবাদকে যে তিনি বিকৃত করছেন সেটা ঢাকবার জন্য কাউৎস্কি পুঁথিবাগীশের ভাব করছেন: খোদ মার্কস থেকেই 'উদ্ধৃতি' দিচ্ছেন তিনি। ১৮৫০ সালে মার্কস লিখেছিলেন, 'রাষ্ট্রক্ষমতার হাতে শক্তির সুদৃঢ়

কেন্দ্রীকরণ' আবশ্যক (৫০)। বিজয় গর্বে কাউৎস্কি জিজ্ঞাসা করেন পান্নেকুক 'কেন্দ্রিকতা' ধ্বংস করতে চান নাকি?

এটা নেহাৎ একটা হাত সাফাই, কেন্দ্রিকতার স্থলে ফেডারেশনের প্রশ্নে মার্কসবাদ ও প্রুধোঁবাদকে এক করে দেওয়ার বের্নস্তাইনী কায়দার মতো।

কাউৎস্কি যে 'উদ্ধৃতি' দিয়েছেন সেটা একেবারেই খাটে না। সাবেকী ও নতুন উভয় রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রিকতা সম্ভব। শ্রমিকেরা যদি স্বেচ্ছায় তাদের সশস্ত্র শক্তি সম্মিলিত করে, তবে সেটাও কেন্দ্রিকতা হবে, কিন্তু সেটা দাঁড়াবে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রযন্ত্রের, স্থায়ী ফৌজ, পুলিস ও আমলাতন্ত্রের 'পরিপূর্ণ ধ্বংসের' ওপর। কমিউন প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের অতি সুবিদিত বক্তব্য এড়িয়ে গিয়ে ও প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কহীন উদ্ধৃতি টেনে এনে কাউৎস্কি একেবারেই জুয়াচুরি করেছেন।

কাউৎস্কি বলে যাচ্ছেন, '...পান্নেকুক হয়ত বা কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয় কাজ তুলে দিতে চান? কিন্তু রাষ্ট্র-প্রশাসনের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন কোথাও কর্মকর্তাদের ছাড়া আমাদের চলে না। আমাদের কর্মসূচিতে দাবি করে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বিলোপ নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের নির্বাচন... 'ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে' প্রশাসন যন্ত্রটার রূপ কী হবে তা নিয়ে বর্তমানে কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে **রাষ্ট্রক্ষমতা আমরা জয় করার আগেই** আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম সে ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে কিনা (আক্ষরিক অর্থে ভেঙে দেয়, auflöst) (বড় হরফ কাউৎস্কির)। কর্মকর্তাদি সমেত কোন্ মন্ত্রিদপ্তর বিলুপ্ত হতে পারে?' শিক্ষা, আইন, অর্থ ও সমর মন্ত্রিদপ্তরের তালিকা দেওয়া হয়েছে। 'না, সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলে বর্তমান মন্ত্রিদপ্তরগুলির একটিও বিলুপ্ত হবে না... ভুল বোঝা এড়াবার জন্য ফের বলি, বিজয়ী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি 'ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকে' কী রূপ দেবে তা নিয়ে নয়, কথা হচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্রকে আমাদের বিরোধিতা কীভাবে বদলাবে।' (৭২৫ পৃঃ।)

এটা স্পষ্টতই একটা কারসাজি। পান্নেকুক ঠিক **বিপ্লবের** প্রশ্নই তুলেছিলেন। সেটা তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামায় ও উদ্ধৃত স্থানগুলিতে পরিষ্কার বলা আছে। লাফিয়ে 'বিরোধিতার' প্রশ্নে চলে গিয়ে কাউৎস্কি ঠিক বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই বদলে এনেছেন সুবিধাবাদী দৃষ্টি। তাঁর মতটা দাঁড়াচ্ছে: আপাতত বিরোধিতা, আর ক্ষমতা জয়ের **পরে** কি, সে দেখা যাবে। **বিপ্লব অন্তর্ধান করছে!** ঠিক এইটেই হল সুবিধাবাদীদের দাবি।

কথাটা হচ্ছে বিরোধিতা নিয়েও নয়, সাধারণভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম নিয়েও নয়, **বিপ্লব** নিয়েই। বিপ্লবটা এই যে, প্রলেতারিয়েত 'প্রশাসন যন্ত্র'

এবং **সমগ্র** রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে **ধ্বংস করে,** সশস্ত্র শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত নতুন যন্ত্র তার স্থলাভিষিক্ত করে। 'মন্ত্রিদপ্তরগুলির' প্রতি 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রদ্ধা' প্রকাশ করেছেন কাউৎস্কি, কিন্তু ধরা যাক পূর্ণ ক্ষমতাধর, সার্বভৌম শ্রমিক-সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের অধীনস্থ বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলি তাদের স্থান নিতে পারবে না কেন?

'মন্ত্রিদপ্তর' থাকবে, নাকি 'বিশেষজ্ঞদের কোনো কমিটি' বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের স্থান নেবে সেটা আসল কথা নয়, ওটা একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার। আসল কথাটা হল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রটা (সহস্রসূত্রে বুর্জোয়ার সঙ্গে জড়িত এবং গতানুগতিকতা ও অচলতায় সমূহ আচ্ছন্ন) থাকবে, নাকি তা **ভাঙা হবে** ও **নতুন** যন্ত্র তার স্থান নেবে। বিপ্লবটার এই হওয়া উচিত নয় যে, নতুন শ্রেণীটি **সাবেকী** রাষ্ট্রযন্ত্রটার সাহায্যে হুকুম দিতে লাগল, ব্যবস্থাপনা চালাতে লাগল, হওয়া উচিত এই যে, সে যন্ত্রটাকে নতুন শ্রেণীটি **ধ্বংস করল** এবং **নতুন** যন্ত্রের সাহায্যে হুকুম চালাতে লাগল, ব্যবস্থাপনা করতে থাকল। মার্কসবাদের এই **মূল** কথাটা কাউৎস্কি ধামাচাপা দিয়েছেন, অথবা তা একেবারেই বোঝেন নি।

কর্মকর্তা প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্নটাতেই জাজ্বল্যমান দেখা যায় যে, তিনি কমিউনের পাঠ ও মার্কসের শিক্ষা কিছুই বোঝেন নি। 'আমরা পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনেও কর্মকর্তা ছাড়া চলতে পারি না...'

কর্মকর্তা ছাড়া আমরা চলতে পারি না **পুঁজিবাদের আমলে, বুর্জোয়ার আধিপত্যের** কালে। পুঁজিবাদ প্রলেতারিয়েতকে নিপীড়িত, ব্যাপক মেহনতীজনকে দাস করে রেখেছে। পুঁজিবাদের আমলে মজুরি-দাসত্ব, জনগণের অভাব ও নিঃস্বতার সমস্ত পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ, পিষ্ট, কর্তিত ও বিকৃত। এইজন্য এবং কেবল এইজন্যই আমাদের রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিতে পদাধিকারীরা পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে অধঃপতিত হয় (যথাযথভাবে বললে, অধঃপতিত হবার প্রবণতা রাখে) ও আমলাতান্ত্রিকে অর্থাৎ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, জনগণের **ঊর্ধ্বস্থিত** সুবিধাভোগী ব্যক্তিতে অধঃপতিত হবার প্রবণতা দেখায়।

এই হল আমলাতান্ত্রিকতার **মূলকথা** এবং যতদিন পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ না হচ্ছে, যতদিন বুর্জোয়ার উৎখাত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত **এমনকি** প্রলেতারীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদেরও খানিকটা 'আমলাতন্ত্রীভবন' অনিবার্য।

কাউৎস্কির কাছে ব্যাপারটা এই রকম: নির্বাচিত পদাধিকারী যখন

থাকছে, তখন তার মানে সমাজতন্ত্রে কর্মকর্তারাও থাকছেন, থাকছে আমলাতন্ত্র! ঠিক এইটেই হল ভুল। ঠিক কমিউনের দৃষ্টান্তেই মার্কস দেখান যে, সমাজতন্ত্রে পদাধিকারী ব্যক্তিরা 'আমলাতান্ত্রিক' হয়ে থাকবেন না, 'কর্মকর্তা' হয়ে থাকবেন না, থাকবেন না **যে পরিমাণে** নির্বাচন ছাড়াও যে-কোনো সময়ে **আরো** চালু হবে প্রত্যাহারের অধিকার, **আরো** চালু হবে মজুরদের গড় মাত্রার মতো বেতন, **আরো** হবে পার্লামেণ্টী প্রতিষ্ঠানের বদলে 'কাজের প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ আইন প্রণয়নী ও কার্যনির্বাহক।' (৫১)

মূলত, পান্নেকুকের বিরুদ্ধে কাউৎস্কির সমস্ত যুক্তি ও বিশেষ করে তাঁর এই আহাম্মরি সিদ্ধান্ত যে, ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টি সংগঠনে আমরা কর্মকর্তা ছাড়া চলতে পারি না — এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বের্নস্টাইনের পুরনো 'যুক্তিরই' পুনরাবৃত্তি করছেন কাউৎস্কি। 'সমাজতন্ত্রের পূর্বসর্ত' নামক তাঁর বিশ্বাসঘাতক গ্রন্থে বের্নস্টাইন লড়েছেন 'আদিম' গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যাকে তিনি বলেছেন 'মতসর্বস্ব গণতান্ত্রিকতা' — বাধ্যতামূলক ম্যাণ্ডেট, অবৈতনিক পদাধিকারী, ক্ষমতাহীন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিসভা ইত্যাদির বিরুদ্ধে। এই 'আদিম' গণতান্ত্রিকতা যে অকেজো তার প্রমাণ হিশেবে বের্নস্টাইন বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির অভিজ্ঞতার নজির দিয়েছেন ওয়েব দম্পতির ভাষ্যে (৫২)। বলেছেন, সত্তর বছর ধরে নাকি 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতায়' (জার্মান সংস্করণের ১৩৭ পৃঃ।) বিকাশের. পর ট্রেড ইউনিয়নগুলি আদিম গণতান্ত্রিকতার অযোগ্যতায় দৃঢ়নিশ্চিত হয়েছে এবং তার স্থলাভিষিক্ত করেছে সাধারণ গণতান্ত্রিকতা: আমলাতান্ত্রিকতার সঙ্গে সম্মিলিত পার্লামেণ্টপ্রথা।

আসলে ট্রেড ইউনিয়নগুলো 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতায়' নয়, বিকশিত হয়েছে **পরিপূর্ণ পুঁজিবাদী দাসত্বে,** যে ক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য যে, প্রচলিত অকল্যাণের কাছে, জবরদস্তি, মিথ্যার কাছে 'উচ্চ' প্রশাসনের ব্যাপার থেকে গরিবদের বহিষ্কারের কাছে একগোছা ছাড় না দিয়ে 'চলা যায় না'। সমাজতন্ত্রে 'আদিম' গণতন্ত্রের অনেক কিছুই অনিবার্যভাবেই পুনরুজ্জীবিত হবে, কেননা সভ্য সমাজের ইতিহাসে এই প্রথম **জনগণ স্বাধীনভাবে** উঠে দাঁড়াবে শুধু ভোটদান ও নির্বাচনে অংশ নিতে নয়, **দৈনন্দিন প্রশাসনেও অংশ নিতে**। সমাজতন্ত্রে **সবাই** প্রশাসন চালাবে পালা করে এবং দ্রুত এই জিনিসটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে যে কেউ আর প্রশাসক থাকছে না।

মার্কস তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বিচারশীল বিশ্লেষণমূলক মেধায় কমিউনের

ব্যবহারিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সেই **মোড়টা** দেখেছিলেন যা কাপুরুষতা বশে, বুর্জোয়ার সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদে অনিচ্ছাবশত সুবিধাবাদীরা ভয় পায়, স্বীকার করতে চায় না এবং নৈরাজ্যবাদীরা যা দেখতে চায় না হয় ধৈর্যহীনতায়, নয় সাধারণভাবে কোনো গণ সামাজিক রূপান্তরের সর্ত না বোঝার ফলে। 'সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটা ভাঙার কল্পনাও করো না, মন্ত্রিদপ্তর আর কর্মকর্তা ছাড়া আমরা চলব কি করে?'—বলে সুবিধাবাদীরা, কূপমণ্ডূকতায় যারা সমূহ আচ্ছন্ন এবং আসলে যারা শুধু বিপ্লবে, বিপ্লবের সৃজনশীলতায় অবিশ্বাসী তাই নয়, তাকে যমের মতোই ভয় পায় (যেমন ভয় পাচ্ছে আমাদের মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা)।

'সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটা ভাঙার কথাই **শুধু** ভাবো, প্রাক্তন প্রলেতারীয় বিপ্লবগুলির **মূর্ত-নির্দিষ্ট** শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর ও চূর্ণ যন্ত্রটার স্থলাভিষিক্ত হবে **কী** ও **কীভাবে** সে বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই'—বলে নৈরাজ্যবাদীরা (অবশ্যই নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে যারা সেরা; তারা নয় যারা ক্রপোৎকিন কোংর পেছু পেছু বুর্জোয়ার লেজুড় ধরছে); এবং নৈরাজ্যবাদীদের তাই হয় **হতাশার** রণকৌশল, মূর্ত-নির্দিষ্ট কর্তব্য নিয়ে বৈপ্লবিক কাজের নির্মম সাহসী অথচ সেই সঙ্গে গণ আন্দোলনের ব্যবহারিক পরিস্থিতির হিশেব নেওয়া রণকৌশল নয়।

মার্কস আমাদের শিখিয়েছেন উভয় ভুলকে পরিহার করতে, শিখিয়েছেন অসীম সাহসে সমগ্র সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটা চূর্ণ করতে এবং সেই সঙ্গে শিখিয়েছেন মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে প্রশ্ন তুলতে: কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কমিউন একটা **নতুন** প্রলেতারীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্মাণ **শুরু করতে** পেরেছিল বৃহত্তর গণতন্ত্রের জন্য ও আমলাতান্ত্রিকতা উৎপাটনের জন্য এই-এই ব্যবস্থাগুলি চালু করে। কমিউনারদের কাছ থেকে শিখব বৈপ্লবিক সাহস, তাদের ব্যবহারিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে দেখব ব্যবহারিকভাবে জরুরী ও অবিলম্বে সম্ভবপর ব্যবস্থার **রূপরেখা**, তবেই **এই পথ ধরেই** আমরা পৌঁছব আমলাতান্ত্রিকতার পরিপূর্ণ ধ্বংসে।

এরূপ ধ্বংসের সম্ভাবনা নিশ্চিত হচ্ছে এইজন্য যে, সমাজতন্ত্র শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য কমাবে, **জনগণকে** তুলে দেবে একটা নতুন জীবনে, জনগণের **অধিকাংশকে** এমন অবস্থায় রাখবে যাতে বিনা ব্যতিক্রমে **সকলের** পক্ষেই 'রাষ্ট্রীয় কাজ' চালানো সম্ভব হয় এবং তার পরিণতি হবে সাধারণভাবে সর্বকিছু রাষ্ট্রপাটেরই **পরিপূর্ণ শুকিয়ে মরা**।

কাউৎস্কি লিখেছেন, '...গণ **ধর্মঘটের লক্ষ্য কখনোই** হতে পারে না **রাষ্ট্রক্ষমতা চূর্ণ করা,** তার লক্ষ্য শুধু কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্নে সরকারকে নতিস্বীকারে বাধ্য করা অথবা প্রলেতারিয়েতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সরকারের বদলে তার প্রতি অনুকূল (entgegenkommende) সরকার আনা... কিন্তু কখনোই এবং কোনো পরিস্থিতিতেই তার' (অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন সরকারের ওপর প্রলেতারিয়েতের বিজয়) 'পরিণাম হতে পারে না রাষ্ট্রক্ষমতার **ধ্বংস,** হতে পারে কেবল **রাষ্ট্রক্ষমতার অভ্যন্তরে** শক্তি-সম্পর্কের খানিকটা **স্থানান্তর** (Verschiebung)... এবং এক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য আজও পর্যন্ত আগের মতোই থেকে যাচ্ছে পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্য অর্জন করে রাষ্ট্রক্ষমতা জয় এবং পার্লামেণ্টকে সরকারের প্রভুত্বে পরিণত করা।' (৭২৬, ৭২৭, ৭৩২ পৃঃ।)

এটা একেবারেই বিশুদ্ধতম ও স্থূলতম সুবিধাবাদ--বিপ্লবকে মুখে স্বীকার করে কাজে বর্জন করা। এমনকি 'প্রলেতারিয়েতের প্রতি অনুকূল সরকার' ছাড়িয়েও কাউৎস্কির চিন্তা এগুচ্ছে না -- ১৮৪৭ সালে যখন 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' 'শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন' ঘোষণা করেছিল তার তুলনায় কূপমণ্ডূকতার দিকে এক পশ্চাৎপদক্ষেপ।

কাউৎস্কিকে তাঁর পেয়ারের 'ঐক্য' স্থাপন করতে হবে শেইদেমান, প্লেখানভ, ভান্দেরভেল্‌দের সঙ্গে যাঁরা সবাই 'প্রলেতারিয়েতের প্রতি অনুকূল সরকারের' জন্য লড়তে রাজী।

আমরা কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি এই সব বেইমানদের সঙ্গত্যাগ করব ও সমগ্র সাবেকি রাষ্ট্রযন্ত্রটা ধ্বংসের জন্য লড়ব যাতে সশস্ত্র প্রলেতারিয়েত নিজেরাই **হয়ে ওঠে সরকার**। এ হল 'দুটি বৃহৎ প্রভেদ'।

লেগিন, দাভিদ, প্লেখানভ, পত্রেসভ, সেরেতেলি, চের্নোভদের প্রীতিকর সাহচর্য লাভ করতে হবে কাউৎস্কিকে; এঁরা 'রাষ্ট্রক্ষমতার অভ্যন্তরে শক্তি-সম্পর্কের স্থানান্তরের' জন্য, 'পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্য অর্জন ও সরকারের ওপর পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্বের' জন্য লড়তে পুরোপুরি রাজী-- উদারতম লক্ষ্য বটে, সুবিধাবাদীদের কাছে তা সবই গ্রহণযোগ্য, সবই থেকে যাচ্ছে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে।

আমরা কিন্তু সুবিধাবাদীদের সঙ্গ ত্যাগ করব; আর সমগ্র সচেতন প্রলেতারিয়েত আমাদের সঙ্গে থাকবে 'শক্তি-সম্পর্কের স্থানান্তরের' জন্য নয়,

বুর্জোয়াকে উৎখাতের জন্য, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টপ্রথা ধ্বংসের জন্য, কমিউন ধরনের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অথবা শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্য, প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামে।

* * *

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রে কাউৎস্কির দক্ষিণে আছেন জার্মানির 'সমাজতান্ত্রিক মাসিকপত্র'(৫৩) (লেগিন, দাভিদ, কোল্‌ব এবং স্ক্যাণ্ডিনেভীয় স্তাউনিঙ ও ব্রান্তিঙ সমেত আরো অনেকে), ফ্রান্স ও বেলজিয়মে জোরেসপন্থী (৫৪) আর ভান্দেভের্ল্‌দে, ইতালীয় পার্টির (৫৫) তুরাতি, ত্রেভেস প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী মুখপাত্র, ইংলণ্ডে ফ্যাবিয়ান ও 'স্বাধীনরা' ('ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টি' (৫৬), কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই উদারনীতিকদের মুখাপেক্ষী) প্রভৃতি ধারা। এই সমস্ত মহাশয়েরাই পার্লামেণ্টী কাজে ও পার্টির প্রচারসাহিত্যে বিপুল, প্রায়ই একটা প্রাধান্যকারী ভূমিকা নিয়ে প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে সোজাসুজি বর্জন করেন ও অনাবৃত সুবিধাবাদ চালান। এ'দের কাছে প্রলেতারীয় 'একনায়কত্ব' গণতন্ত্রের 'বিরোধী'!! পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের থেকে এ'দের মূলত কোনো গুরুতর তফাৎ নেই।

এই অবস্থাটা মনে রাখলে আমরা এই সিদ্ধান্ত টানার অধিকারী যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তার সরকারী মুখপাত্রদের বিপুল সংখ্যাধিক্যে পুরোপুরি সুবিধাবাদে নেমে গেছে। কমিউনের অভিজ্ঞতা শুধু বিস্মৃত নয়, বিকৃত হয়েছে। সময় আসছে যখন শ্রমিক জনগণকে অভিযানে নামতে হবে, ভাঙতে হবে সাবেকী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে, নতুন যন্ত্র তার স্থলাভিষিক্ত করতে হবে এবং তাতে করে তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বটাকে পরিণত করতে হবে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ঘাঁটিতে—শ্রমিক জনগণের মনে এই চেতনার উদ্রেক তো করাই হয় নি, করা হয়েছে ঠিক উল্টোটাই এবং 'ক্ষমতা দখলটা' এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যাতে সুবিধাবাদের জন্য হাজারটা ফাঁক থেকে যায়।

রাষ্ট্রগুলি যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ প্রবলীকৃত সমর যন্ত্রগুলি মারফত পরিণত হয়েছে সামরিক পিশাচে, যা লক্ষ লক্ষ লোক

সংহার করছে শুধু এই কলহ মেটানোর জন্য যে, বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব করবে বৃটেন, না জার্মানি, অমুক ফিনান্স পুঁজি, না অমুক ফিনান্স পুঁজি, তখন রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্নে বিকৃতি ও নীরবতা বিরাট ভূমিকা না নিয়ে পারে নি।*

* পাণ্ডুলিপিতে পরে আছে:

'সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের

রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা

এ পরিচ্ছেদের শিরোনামায় উল্লিখিত বিষয়টি এতই অপরিসীম বিরাট যে, তা নিয়ে খণ্ডের পর খণ্ড লেখা যায় ও উচিত। বর্তমান পুস্তিকায় বলাই বাহুল্য শুধু বিপ্লবে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের সঙ্গে সরাসরি যা সংশ্লিষ্ট, শুধু তেমন অভিজ্ঞতালব্ধ প্রধান প্রধান শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।'

(এইখানেই পাণ্ডুলিপি শেষ।) — সম্পাঃ

প্রথম সংস্করণের উত্তর-নিবেদন

পুস্তিকাটি ১৯১৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে লেখা। '১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা' নামে পরবর্তী সপ্তম পরিচ্ছেদটির ছক আমি করে রেখেছিলাম। কিন্তু শিরোনামাটি ছাড়া ও পরিচ্ছেদের একটি পঙক্তি লেখাও আমার হয়ে উঠল না: 'ব্যাঘাত' ঘটাল রাজনৈতিক সংকট, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বাহ্ন। এমন 'ব্যাঘাতে' কেবল আনন্দই হবার কথা। তবে পুস্তিকার দ্বিতীয় অংশটা ('১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা' নিয়ে) হয়ত দীর্ঘকাল স্থগিত রাখতে হবে। লেখার চেয়ে 'বিপ্লবের অভিজ্ঞতা' লাভ করাই বেশি প্রীতিকর ও হিতকর।

লেখক

পেত্রগ্রাদ

৩০শে নভেম্বর, ১৯১৭

লিখিত: আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯১৭
২য় পরিচ্ছেদের ৩য় অংশ
১৯১৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের আগে

পুস্তকাকারে মুদ্রিত ১৯১৮ সালে
পেত্রগ্রাদে 'জিজ্ন ই জ্নানিয়ে'
প্রকাশভবন কর্তৃক

ভ. ই. লেনিন রচনাবলীর ৫ম
রুশ সংস্করণের পাঠ অনুসারে,
৩৩ খণ্ড, ১—১২০ পৃঃ

টীকা

(১) 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটি লেনিন লেখেন আত্মগোপন করে থাকার সময়, ১৯১৭ সালের আগস্ট — সেপ্টেম্বরে। রাষ্ট্রের প্রশ্ন নিয়ে তাত্ত্বিক বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা লেনিন বলেছিলেন ১৯১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। তখন তিনি 'যুব আন্তর্জাতিক' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে রাষ্ট্র বিষয়ে বুখারিনের মার্কসবাদ-বিরোধী মতামতের সমালোচনা করেন এবং রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশদ প্রবন্ধ লেখার প্রতিশ্রুতি দেন। আ.ম.কল্লনতাইর নিকট ১৯১৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারির চিঠিতে লেনিন জানান যে, রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি মালমসলা প্রায় তৈরি করে এনেছেন। 'রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসবাদ' শিরোনামায় এ মালমসলা তিনি ছোটো ছোটো অক্ষরে লিখে রেখেছিলেন নীল মলাট-দেওয়া একটি খাতায়। তাতে ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা থেকে উদ্ধৃতি, এবং কাউৎস্কি, পান্নেকুক ও বের্নস্তাইনের বই থেকে নেওয়া কিছু কিছু অংশ ও ভ. ই. লেনিনের সমালোচনামূলক মন্তব্য, যুক্তি ও সাধারণীকরণ।

পরিকল্পনা ছিল 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটিতে থাকবে সাতটি পরিচ্ছেদ, কিন্তু '১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা' নামক শেষ, সপ্তম পরিচ্ছেদটি লেনিন লিখে উঠতে পারেন নি, শুধু তার বিশদ ছকটাই টিকে আছে। পুস্তক প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রকাশভবনের কাছে লেনিন লিখে পাঠান, যদি 'এই সপ্তম পরিচ্ছেদটা শেষ করতে বড়ো বেশি দেরি হয় অথবা তা আয়তনে বেশি দীর্ঘ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে প্রথম সংস্করণ হিশেবে প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদ আলাদাভাবে প্রকাশ করা দরকার...'

পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় লেখক হিশেবে ছদ্মনাম দেওয়া ছিল 'ফ. ফ. ইভানভস্কি'। এই ছদ্মনামে লেনিন বই প্রকাশের প্রস্তাব দেন, অন্যথায় সাময়িক সরকার তা বাজেয়াপ্ত করতে পারত। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয় মাত্র ১৯১৮ সালে, তখন ছদ্মনামের আর দরকার ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণে লেনিন ২য় পরিচ্ছেদে '১৮৫২ সালে মার্কস কর্তৃক প্রশ্নটির উপস্থাপন' নামে একটি অংশ যোগ করেন, এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে।

নামপত্র।

(২) **ফ্যাবিয়ান** —১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সংস্কারবাদী সংগঠন ফ্যাবিয়ান সোশ্যাইটির সভ্য; নামটি নেওয়া হয় খ্ঃ পূঃ তৃতীয় শতকের রোমক সেনাপতি ফাবিয়াস মাক্সিমের নাম থেকে। হ্যানিবলের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর গড়িমসি রণকৌশল, এবং চূড়ান্ত লড়াই পরিহারের জন্য তাঁর ডাকনাম হয় কুঙ্কটাটর ('দীর্ঘসূত্রী')। ফ্যাবিয়ান সমাজের সভ্যরা ছিল প্রধানত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী—বিজ্ঞানী, লেখক, রাজনীতিক (এস. ও বি. ওয়েব, আর. ম্যাকডোনাল্ড, বার্নার্ড শ' প্রভৃতি)। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অস্বীকার করতেন ও বলতেন যে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ সম্ভব কেবল ছোটোখাটো সংস্কার ও সমাজের ক্রমিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। ফ্যাবিয়ানবাদকে লেনিন অভিহিত করেন **'চূড়ান্ত সুবিধাবাদী** ধারা' বলে। ১৯০০ সালে ফ্যাবিয়ান সোশ্যাইটি লেবর পার্টিতে যোগ দেয়। লেবর পার্টির মতাদর্শের একটি উৎস 'ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্র'।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) ফ্যাবিয়ানরা সোশ্যাল-শভিনিস্ট মত অবলম্বন করে।

পৃঃ ৫

(৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' দ্রষ্টব্য। ১০,১১; ১২-১৭ পাতায় লেনিন এঙ্গেলসের এই রচনা থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

পৃঃ ৮

(৪) **সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি** — রাশিয়ার পেটি বুর্জোয়া পার্টি। নানা রূপ নারোদবাদী গ্রুপ ও চক্রের সম্মেলনে পার্টিটি দেখা দেয় ১৯০১ সালের শেষ ও ১৯০২ সালের গোড়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিকাংশ সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি সোশ্যাল-শভিনিস্ট মত অবলম্বন করে।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা মেনশেভিকদের সঙ্গে একত্রে হয়ে দাঁড়ায় সাময়িক বুর্জোয়া সরকারের প্রধান খুঁটি এবং পার্টির নেতারা (কেরেন্স্কি, আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ, চের্নোভ) সে-সরকারে যোগ দেন। জমিদারি মালিকানা উচ্ছেদের জন্য কৃষকদের দাবি সমর্থন করতে অস্বীকার করে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি; ভূমিতে জমিদারি মালিকানা সংরক্ষণের পক্ষ নেয়; সাময়িক সরকারের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মন্ত্রীরা জমিদারী জমি দখলকারী চাষীদের বিরুদ্ধে পিটুনী বাহিনী পাঠায়। অক্টোবর সশস্ত্র বিপ্লবের প্রাক্‌কালে পার্টিটি খোলাখুলি প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ার পক্ষে চলে যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমর্থন করে ও বৈপ্লবিক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯১৭ সালের নভেম্বরের শেষে এদের বাম পক্ষ স্বাধীন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট রেভলিউশানারি পার্টি গঠন করে। কৃষক জনগণের ওপর প্রভাব বজায় রাখার আশায় বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা বাহ্যত সোভিয়েত রাজকে

মেনে নেয় ও বলশেভিকদের সঙ্গে আপোস করে, কিন্তু অচিরেই সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথ ধরে।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের সময় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাত চালায়, হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের সক্রিয় সাহায্য করে, প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে অংশ নেয়, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ চালায়। গৃহযুদ্ধ শেষের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা দেশের অভ্যন্তরে ও শ্বেতরক্ষী দেশান্তরীদের শিবির থেকে শত্রুতা চালিয়ে যেতে থাকে। পৃঃ ৯

(৫) **মেনশেভিক** — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরে পেটি বুর্জোয়া, সুবিধাবাদী ধারা, শ্রমিক শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক। এ নামকরণ হয় ১৯০৩ সালের আগস্টে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসের সময় থেকে, যখন কংগ্রেসের শেষে পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে তারা হয় সংখ্যালঘু (রুশীতে মেনশিন্স্ত্‌ভো) আর লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা হয় সংখ্যাগুরু (রুশীতে বলশিন্স্ত্‌ভো); এই থেকেই মেনশেভিক ও বলশেভিক আখ্যা চালু হয়।

মেনশেভিকরা বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সমঝোতা করাতে চাইত, শ্রমিক আন্দোলনে অনুসরণ করত সুবিধাবাদী ধারা। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের সঙ্গে একত্রে তারা সাময়িক সরকারে প্রবেশ করে, তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করে এবং বর্ধমান প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিকরা খোলাখুলি প্রতিবিপ্লবী পার্টি হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের লক্ষ্যে চক্রান্ত ও বিদ্রোহের আয়োজন করে ও তাতে অংশ নেয়। পৃঃ ৯

(৬) **গোত্র (কৌলিক) সংগঠন** — আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যবস্থা অথবা মানব ইতিহাসের প্রথম সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠন। এটি হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কে সম্মিলিত রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের গোষ্ঠী। গোত্র সমাজের বিকাশে দুটি পর্ব: মাতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের শেষে আদিম সমাজ পরিণত হয় শ্রেণী-সমাজে ও রাষ্ট্র দেখা দেয়। আদিম সমাজে উৎপাদন উপায়ের ওপর ছিল সামাজিক মালিকানা ও উৎপন্ন বণ্টন হত সমমাত্রায়। সে পর্বে উৎপাদন শক্তির নিম্ন মাত্রা ও তাদের চরিত্রের সঙ্গে এটা মূলত খাপ খেত। পৃঃ ১০

(৭) কার্ল মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' (৪র্থ বিভাগ) এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি-দ্যুরিঙ' তথা ১৮৭৫ সালের ১৫ই—২৮শে মার্চ আ. বেবেলের কাছে এঙ্গেলসের চিঠির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২১

(৮) কার্ল মার্কসের 'পঁজি', ১ম খণ্ড। পঃ ২১

(৯) ত্রিশবর্ষ যুদ্ধ (১৬১৮—১৬৪৮)—প্রথম ইউরোপ-জোড়া যুদ্ধ, বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্র জোটের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধির ফলে এটি দেখা দেয় ও ক্যাথলিক বনাম প্রটেস্টাণ্ট সংগ্রামের রূপ নেয়। যুদ্ধ শুরু হয় হ্যাপসবুর্গ রাজতন্ত্রের নিপীড়ন এবং ক্যাথলিকতার আক্রমণের বিরুদ্ধে চেক দেশে বিদ্রোহ থেকে। যুদ্ধে-নামা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি দুটি শিবির গঠন করে: ক্যাথলিকতার ঝাণ্ডায় সম্মিলিত পোপ, স্প্যানিশ ও অস্ট্রীয় হ্যাপসবুর্গরা এবং জার্মানির ক্যাথলিক রাজারা লড়াই চালায় চেক, ডেনমার্ক, সুইডেন, হল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি প্রটেস্টাণ্ট দেশ ও রিফর্মেশন গ্রহণ-করা কিছু জার্মান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। প্রটেস্টাণ্ট দেশগুলিকে সহায়তা করে হ্যাপসবুর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী রাজারা। জার্মানি হয়ে দাঁড়ায় এ লড়াইয়ের প্রধান ক্ষেত্র, সামরিক লুণ্ঠন ও দখলের সামগ্রী। ১৬৪৮ সালে যুদ্ধ শেষ হয় ভেস্তফালিয়া শান্তিতে, জার্মানির রাজনৈতিক খণ্ডবিখণ্ডতা এতে পাকা হয়। পঃ ২২

(১০) গোথা কর্মসূচি—জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির এ কর্মসূচিটি গৃহীত হয় ১৮৭৫ সালে, তদবধি বিদ্যমান আলাদা দুটি সমাজতান্ত্রিক পার্টি এইজেনাখপন্থী (আ. বেবেল ও ভ. লিবক্লেখ্‌তের পরিচালনায়, মার্কস ও এঙ্গেলসের ভাবগত প্রভাবের অধীনে) ও লাসালপন্থীদের সম্মিলিত করা গোথায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে। কর্মসূচিটিতে পাঁচমিশালীপনা ও সুবিধাবাদের দোষ ছিল কেননা গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্নে এইজেনাখপন্থীরা লাসালপন্থীদের ছাড় দেয় ও লাসালীয় সূত্র গ্রহণ করে। কার্ল মার্কস তাঁর 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়' এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ১৮৭৫ সালের ১৮ই—২৮শে মার্চ আ. বেবেলের নিকট চিঠিতে গোথা কর্মসূচির খসড়াকে নির্মম সমালোচনা করেন ও ১৮৬৯ সালের এইজেনাখীয় কর্মসূচীর তুলনায় পশ্চাৎপদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। পঃ ২৩

(১১) ১৯ শতকের শেষ ও ২০ শতকের গোড়ায় একগুচ্ছ দেশের বুর্জোয়া শাসক চক্রেরা শ্রমিক আন্দোলনকে বিভক্ত এবং তুচ্ছ কিছু ছাড় দিয়ে বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে প্রলেতারিয়েতকে বিচ্যুত করার জন্য কুটিল চালাকির আশ্রয় নেয়: প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেবার জন্য সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির কিছু কিছু সংস্কারবাদী নেতাদের টেনে আনে। ইংলণ্ডে ১৮৯২ সালে পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন জন বার্নস — 'মন্ত্রিপদের লোভে বুর্জোয়ার কাছে আত্মবিক্রীত, শ্রমিক শ্রেণীর সরাসরি বেইমানদের' একজন (ভ. ই. লেনিন)। ফ্রান্সে ১৮৯৯ সালে র. ভালদেক-রুসো বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন সমাজতন্ত্রী আলেক্সান্দর এতিয়েন মিলেরাঁ ও বুর্জোয়া নীতি চালাতে সাহায্য করেন। মিলেরাঁ

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেওয়ায় ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। লেনিন মিলেরাঁপন্থাকে বলেন ব্রতভ্রষ্টতা, শোধনবাদ, 'কার্যত বের্নস্তাইনবাদ'। মিলেরাঁর মতো 'সমাজতন্ত্রীরা', লেনিন বলেন, 'ক্ষুদে সংস্কারের আশ্বাস দিয়ে' শ্রমিক শ্রেণীকে সরিয়ে আনে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে। ইতালিতে বিশ শতকের গোড়ায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার খোলাখুলি পক্ষপাতী ছিলেন লেওনিদা বিসসোলাতি, ইভানয়ে বনোমি, প্রভৃতিরা, ১৯১২ সালে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একগুচ্ছ দেশের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নেতারা খোলাখুলি সোশ্যাল-শভিনিস্ট মত অবলম্বন করে, নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেয় ও হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া রাজনীতির বাহক। পৃঃ ২৬

(১২) রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি (১২ই মার্চ) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে স্বৈরতন্ত্র উৎখাত হয় ও গঠিত হয় বুর্জোয়া সাময়িক সরকার। পৃঃ ৩১

(১৩) কাদেত — রাশিয়ায় উদারনীতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টি নিয়মতান্ত্রিক-গণতন্ত্রী পার্টির সভ্য। এ পার্টি গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে, তাতে যোগ দেয় বুর্জোয়াদের মুখপাত্র, জমিদারদের মধ্য থেকে জেম্‌স্তভো কর্মকর্তারা এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাদেতরা জার সরকারের রাজ্যগ্রাসী বহির্নীতির সক্রিয় সমর্থক ছিল। ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় তারা রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। বুর্জোয়া সাময়িক সরকারের নেতৃপদে থেকে কাদেতরা মার্কিন-বৃটিশ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে লাভজনক জনবিরোধী প্রতিবিপ্লবী নীতি চালায়। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর কাদেতরা সোভিয়েত রাজের চরম শত্রু হিশেবে দেখা দেয়, সমস্ত সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ ও হস্তক্ষেপকারীদের অভিযানে অংশ নেয়। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীরা বিধ্বস্ত হবার পর দেশান্তরে গিয়ে তারা তাদের সোভিয়েত-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে থাকে। পৃঃ ৩১

(১৪) *Die Neue Zeit* (নবযুগ) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা। স্তুৎগার্ত থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। ১৯১৭ সালের অক্টোবরের আগে সম্পাদক ছিলেন ক. কাউৎস্কি, পরে গ. কুনভ। *Die Neue Zeit* পত্রিকায় মার্কস ও এঙ্গেলসের কয়েকটি রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। এঙ্গেলস তাঁর পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীকে সাহায্য করতেন ও পত্রিকায় মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়ার সমালোচনাও করেছেন প্রায়ই। ৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর থেকে পত্রিকায়

নিয়মিতভাবে শোধনবাদীদের লেখা ছাপা হতে থাকে। বের্নস্তাইনের 'সমাজতন্ত্রের সমস্যা' নামক যে রচনা দিয়ে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে শোধনবাদীদের অভিযান শুরু হয়, তাও এই পত্রিকাতেই বেরয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) পত্রিকাটি কেন্দ্রপন্থী অবস্থান নেয় ও কার্যত সোশ্যাল-শভিনিস্টদের সমর্থন করে। পৃঃ ৩৪

(১৫) লণ্ডনে ১৮৭০ সালের ৬ই ও ৯ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মার্কস লিখিত 'ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় বিবৃতি। ইউরোপ ও আমেরিকায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির সদস্যদের প্রতি' বিবৃতিটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩৭

(১৬) ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল ল. কুগেলমানের কাছে লেখা কার্ল মার্কসের চিঠি দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩৭

(১৭) কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য। লেনিন পরে ৪৫, ৪৬; ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় এই বই থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পৃঃ ৪৩

(১৮) **'দেলো নারোদা'** (জনব্রত)—সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির মুখপত্র দৈনিক কাগজ, পেত্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই পর্যন্ত, কয়েক বার কাগজের নামটা বদল করা হয়। প্রতিরক্ষাবাদী ও আপোসপন্থী মতামত পোষণ করত কাগজটি, সাময়িক বুর্জোয়া সরকারকে সমর্থন করে। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে সামারা থেকে (চারটি সংখ্যা) এবং ১৯১৯ সালের মার্চে মস্কো থেকে (দশটি সংখ্যা) কাগজটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় কাগজটিকে। পৃঃ ৪৭

(১৯) **হেরোস্ত্রাৎ**—গ্রীক, খৃঃ পূঃ ৩৫৬ সালে নাম ছড়াবার আশায় এথেন্সে আর্তেমিদার মন্দির পুড়িয়ে দেন। পৃঃ ৫২

(২০) **জিরণ্ডপন্থী** —১৮ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্বে বুর্জোয়াদের একটি রাজনৈতিক জোট। এরা নরমপন্থী বুর্জোয়াদের স্বার্থ প্রকাশ করত, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দোল খেত, রাজতন্ত্রের সঙ্গে চুক্তির পথ নেয়। পৃঃ ৫৫

(২১) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'বাসস্থান সমস্যা' দ্রষ্টব্য। পরে ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠায় এই রচনা থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। পৃঃ ৫৮

(২২) ব্লাঙ্কিপন্থী — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বিখ্যাত বিপ্লবী, ফরাসী ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট মুখপাত্র লুই অগুস্ত ব্লাঙ্কি (১৮০৫—১৮৮১) পরিচালিত ধারার অনুগামীরা। ব্লাঙ্কিপন্থীরা 'মজুরি-দাসত্ব থেকে মানবজাতির মুক্তি আশা করত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের মারফত নয়, ক্ষুদ্র এক বুদ্ধিজীবী সংখ্যাল্পের চক্রান্ত মারফত' (ভ.ই.লেনিন)। বৈপ্লবিক পার্টির ক্রিয়াকলাপের স্থলে মুষ্টিমেয় চক্রান্তকারীদের সংগ্রাম আমদানি করত তারা, অভ্যুত্থানের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় মূর্ত-নির্দিষ্ট অবস্থার কথা বিবেচনা করত না, জনসংযোগকে তাচ্ছিল্য করত। পৃঃ ৫৯

(২৩) প্রুধোঁপন্থী — ফরাসী নৈরাজ্যবাদী প্রুধোঁ প্রচারিত একটি অবৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ-বিরোধী পেটি বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ধারার অনুগামী। পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৃহৎ পুঁজিবাদী মালিকানার সমালোচনা করে প্রুধোঁ ক্ষুদ্র ব্যক্তি মালিকানাকে চিরস্থায়ী করার স্বপ্ন দেখতেন, 'জন' ব্যাঙ্ক ও 'বিনিময়' ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাব দেন, এর সাহায্যে নাকি শ্রমিকেরা নিজস্ব উৎপাদন উপায় সংগ্রহ করে কারুজীবী হতে পারবে ও উৎপন্ন মালের 'ন্যায্য' বাজার পাবে। প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রুধোঁ বোঝেন নি; শ্রেণী-সংগ্রাম, প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন; নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন। ১ম আন্তর্জাতিকের ওপর প্রুধোঁপন্থীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে মার্কস ও এঙ্গেলস সুসঙ্গতভাবে প্রুধোঁপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালান। মার্কস প্রুধোঁবাদের বিধ্বংসী সমালোচনা করেন তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে। ১ম আন্তর্জাতিকে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের অনুগামীরা প্রুধোঁবাদের বিরুদ্ধে যে বদ্ধপরিকর সংগ্রাম চালান তাতে ১ম আন্তর্জাতিকে মার্কসবাদ বিজয়ী হয়।

লেনিন প্রুধোঁবাদকে অভিহিত করেন 'মধ্যবিত্ত ও কূপমণ্ডুকের বুদ্ধিস্থূলতা' বলে, শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে যা অক্ষম। শ্রেণী-সহযোগিতা প্রচারের জন্য বুর্জোয়া 'তাত্ত্বিকরা' প্রুধোঁবাদকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। পৃঃ ৬০

(২৪) ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বরে ইতালিতে *Almanacco Republicano per l'anno* 1874 (১৮৭৪ সালের প্রজাতান্ত্রিক পত্রিকা) সংকলনে মুদ্রিত ও পরে ১৯১৩ সালে জার্মান অনুবাদে *Die Neue Zeit* পত্রিকায় প্রকাশিত কার্ল মার্কসের 'রাজনৈতিক উদাসীনবাদ' এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৬০

(২৫) কার্ল মার্কস, 'রাজনৈতিক উদাসীনবাদ'। পৃঃ ৬০

(২৬) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে'। পৃঃ ৬২

(২৭) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে'। পৃঃ ৬৩

(২৮) কার্ল মার্কস, 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'। পৃঃ ৬৪

(২৯) কার্ল মার্কসের 'দর্শনের দারিদ্র্য' রচনাটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৬৫

(৩০) **এরফুর্ত কর্মসূচি**—১৮৯১ সালের অক্টোবরে এরফুর্তে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গৃহীত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি'র কর্মসূচি। গোথা কর্মসূচির (১৮৭৫) তুলনায় এটি এক অগ্রগামী পদক্ষেপ। এর মূলকথা ছিল এই মার্কসীয় প্রতিপাদ্য যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ধ্বংস অনিবার্য ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি তার স্থান নেবে; বিশেষ জোর দেওয়া হয় যে, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো আবশ্যক এবং সে সংগ্রামের নেতা হিশেবে পার্টির ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় ইত্যাদি; কিন্তু এরফুর্ত কর্মসূচিতেও সুবিধাবাদের কাছে গুরুতর ছাড় দেওয়া হয়। কর্মসূচির আদি খসড়াটার বিশদ সমালোচনা এঙ্গেলস করেন '১৮৯১ সালের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক খসড়া কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে; মূলত এটা ছিল সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদের সমালোচনা। কিন্তু জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃত্ব পার্টি সদস্যদের কাছ থেকে এঙ্গেলসের এই সমালোচনা লুকিয়ে রাখেন ও কর্মসূচির চূড়ান্ত বয়ান রচনার সময় এঙ্গেলসের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলি উপেক্ষিত হয়। লেনিন মনে করতেন যে, এরফুর্ত কর্মসূচিতে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সম্পর্কে নীরবতাই হল তার প্রধান ত্রুটি, সুবিধাবাদের নিকট কাপুরুষোচিত নতিস্বীকার। পৃঃ ৬৭

(৩১) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে পাশ হয় ১৮৭৮ সালে বিসমার্ক সরকারের আমলে, শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য। এতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, গণ শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়; বাজেয়াপ্ত হয় সোশ্যালিস্ট সাহিত্য; সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা নিগৃহীত ও নির্বাসিত হন। তাহলেও দমন দিয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে ভাঙা যায় না, অবৈধ অস্তিত্বের সঙ্গে পার্টি তার কাজকর্ম খাপ খাইয়ে নেয়: বিদেশ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তার কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' এবং নিয়মিত পার্টি কংগ্রেস বসে (১৮৮০, ১৮৮৩, ১৮৮৭); জার্মানিতে গোপনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন ও গ্রুপ দ্রুত বেড়ে ওঠে, তাদের নেতৃত্ব করে অবৈধ কেন্দ্রীয় কমিটি। একই সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য পার্টি বৈধ সুযোগ ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়, প্রভাব তার অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে। রাইখস্টাগ নির্বাচনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে প্রদত্ত ভোট ১৮৭৮ সালের তুলনায় ১৮৯০ সালে বেড়ে ওঠে তিনগুণের বেশি। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রচুর সাহায্য করেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক

এঙ্গেলস। ১৮৯০ সালে গণ ও ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন নাকচ হয়। পৃঃ ৬৯

(৩২) 'প্রাভদা' — বৈধ বলশেভিক দৈনিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যা বেরয় পিটার্সবুর্গে, ১৯১২ সালের ২২শে এপ্রিল (৫ই মে)।

'প্রাভদার' মতাদর্শগত নেতা ছিলেন লেনিন, প্রায় রোজ তাতে লিখতেন, সম্পাদকমণ্ডলীকে নির্দেশ দিতেন, কাগজটা যাতে সংগ্রামী, বৈপ্লবিক প্রেরণায় চলে তা দেখতেন।

'প্রাভদার' সম্পাদকমণ্ডলীতে কেন্দ্রীভূত হয় পার্টির সাংগঠনিক কাজের একটা বিরাট অংশ। স্থানীয় পার্টি চক্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হত এখানেই, কলকারখানায় পার্টি কাজের রিপোর্ট আসত এখানে, এখান থেকেই পার্টির কেন্দ্রীয় ও পিটার্সবুর্গ কমিটির নির্দেশ যেত।

অবিরাম পুলিসী পীড়ন চলে 'প্রাভদার' ওপর। ১৯১৪ সালের ৮ই (২১শে) জুলাই 'প্রাভদা' বন্ধ করে দেওয়া হয়।

'প্রাভদার' পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর। ১৯১৭ সালের ৫ই(১৮ই) মার্চ থেকে 'প্রাভদা' বেরুতে থাকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় ও পেত্রগ্রাদ কমিটির মুখপত্র হিশেবে।

লেনিন পেত্রগ্রাদে আসার পর তার সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রূপে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্বৃদ্ধির লেনিনীয় পরিকল্পনার জন্য সংগ্রাম চালায় 'প্রাভদা'।

১৯১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর 'প্রাভদা' প্রতিবিপ্লবী সাময়িক সরকারের অত্যাচারে বহুবার তার নাম বদল করে প্রকাশিত হয়, যেমন, 'প্রাভদাপত্র', 'প্রলেতারি', 'রাবোচি' (শ্রমিক), 'রাবোচি পুৎ' (শ্রমিকপথ)। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর ১৯১৭ সালের ২৭শে অক্টোবর (৯ই নভেম্বর) থেকে 'প্রাভদা' তার পুরনো নামেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। পৃঃ ৭৩

(৩৩) কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭৪

(৩৪) ১৯১৭ সালের ১১ই (২৪শে) জুন ১ম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলী, পেত্রগ্রাদ শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি, কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি এবং কংগ্রেসের সমস্ত উপদলের ব্যুরো নিয়ে সম্মিলিত এক অধিবেশনে সাময়িক সরকারের মন্ত্রী, মেনশেভিক সেরেতেলির বক্তৃতার কথা বলা হচ্ছে। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে

অধিবেশনটির আয়োজন করে বলশেভিক পার্টির ওপর আঘাত হানার জন্য। ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে সেরেতেলি তাঁর বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, ১০ই (২৩শে) জ্বন বলশেভিকদের আয়োজিত শোভাযাত্রাটা ছিল 'সরকার উচ্ছেদ করে বলশেভিকগণ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র।' সেরেতেলির সমস্ত বক্তৃতাটাই ছিল কুৎসাপ্রণোদিত ও প্রতিবিপ্লবী। সেরেতেলি এবং অন্যান্য মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি নেতাদের প্রচারিত কুৎসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলশেভিকরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে। লেনিন এ অধিবেশনে ছিলেন না এবং তাতে যোগ দেবার বিরোধী ছিলেন। 'প্রাভদার' সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্রে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি 'এ র্প প্রশ্নে (শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ) কোনো অধিবেশনেই অংশ নেব না এই লিখিত বিবৃতি দিয়ে ও-সম্মেলনে যোগদানে বলশেভিকদের নীতিগত আপত্তিকে সমর্থন করেন।' পৃঃ ৭৫

(৩৫) Los-von-Kirche-Bewegung (গির্জা ছাড়ার আন্দোলন) অথবা Kirchenaustritts-bewegung (গির্জা ত্যাগের আন্দোলন) জার্মানিতে গণচরিত্র গ্রহণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে, ১৯১৪ সালের জানুয়ারিতে *Die Neue Ziet* পত্রিকার পাতায় শোধনবাদী পাউল গেরের 'Kirchenaustritts-bewegung und Sozialdemokratie' ('গির্জা ত্যাগের আন্দোলন ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি') প্রবন্ধ থেকে শুরু হয় এই আন্দোলনের প্রতি জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোভাবের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। গেরের বক্তব্য ছিল গির্জা ত্যাগের আন্দোলনে পার্টি তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং পার্টির নাম নিয়ে পার্টি সভ্যদের ধর্মবিরোধী বা গির্জাবিরোধী প্রচার নিষিদ্ধ করবে। আলোচনায় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বড়ো বড়ো নেতারা গেরের কোনো প্রতিবাদ করেন নি।

'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহের সময় লেনিন এই আলোচনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পৃঃ ৭৬

(৩৬) সম্ভবপর বেতনহারের যে সংখ্যাটা লেনিন এখানে দিয়েছেন তা ১৯১৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধের কাগজে নোটের ভিত্তিতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় কাগজে নোটের খুবই মূল্যহ্রাস পেয়েছিল। পৃঃ ৭৭

(৩৭) লাসালপন্থী — জার্মান পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী ফ. লাসালের পক্ষভুক্ত ও অনুগামীরা, সাধারণ জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্যরা, এ ইউনিয়নটি স্থাপিত হয় ১৮৬৩ সালে লাইপজিগে শ্রমিক সমিতিগুলির কংগ্রেসে, শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় প্রভাবাধীন করায় চেষ্টিত বুর্জোয়া প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে। ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি ছিলেন লাসাল, তার কর্মসূচি ও মূল নীতি তিনিই স্থির করেন। ইউনিয়নের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিশেবে ঘোষিত হয়

সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম এবং তার অর্থনৈতিক কর্মসূচি হয় রাষ্ট্রের অর্থসাহায্য নিয়ে শ্রমিকদের উৎপাদনী সমিতি গঠন। নিজেদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে লাসাল ও তাঁর অনুগামীরা প্রাশিয়ার একাধিপত্যের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে বিসমার্কের বৃহৎ শক্তি নীতির সমর্থন করতেন। ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কার্ল মার্কসের কাছে লিখেছিলেন: 'বাস্তবক্ষেত্রে এটা হল নীচতা এবং প্রাশীয়দের হিতার্থে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের বেইমানি।' মার্কস ও এঙ্গেলস লাসালপন্থার তত্ত্ব, রণকৌশল ও সাংগঠনিক নীতিকে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যস্থ একটি সুবিধাবাদী ধারা বলে একাধিক বার তীব্র সমালোচনা করেছেন। পৃঃ ৮০

(৩৮) ১৯০৩ সালের ১৭ই জুলাই—১০ই আগস্ট (৩০শে জুলাই—২৩শে আগস্ট) অনুষ্ঠিত **রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসের** কথা বলা হচ্ছে। কংগ্রেসের প্রথম ১৩টি অধিবেশন হয় ব্রুসেল্সে। তারপর পুলিসী উপদ্রবের ফলে কংগ্রেস অধিবেশন স্থানান্তরিত হয় লণ্ডনে।

কংগ্রেসের প্রস্তুতি চালায় 'ইস্ক্রা'; লেনিনের নেতৃত্বে পত্রিকাটি বিপ্লবী মার্কসবাদের ভিত্তিতে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ঐক্যের জন্য বিরাট কাজ করে।

কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল পার্টির কর্মসূচি ও নিয়মাবলী গ্রহণ এবং পরিচালক পার্টি কেন্দ্রগুলির নির্বাচন। লেনিন ও তাঁর পক্ষভুক্তরা সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে দৃঢ় সংগ্রাম চালান।

'ইস্ক্রা' সম্পাদকমণ্ডলী যে খসড়া কর্মসূচি রচনা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনে পার্টির নেতৃভূমিকা, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অর্জনের আবশ্যিকতা ও কৃষি অংশটির ওপর তীব্র আক্রমণ চালায় সুবিধাবাদীরা। কংগ্রেস সুবিধাবাদীদের প্রত্যাঘাত দেয় ও একবাক্যে (একজন ভোটদানে বিরত থাকেন) পার্টি কর্মসূচি অনুমোদন করে; এতে আসন্ন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আশু কর্তব্য (নিম্নতম কর্মসূচি) এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কর্তব্য (উচ্চতম কর্মসূচি) উভয়ই সূত্রবদ্ধ হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে সেই প্রথম এমন একটি বিপ্লবী কর্মসূচি গৃহীত হল যাতে, লেনিনের উক্তি অনুসারে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামকে পেশ করা হয় শ্রমিক পার্টির মূল কর্তব্য হিশেবে।

পার্টির নিয়মাবলী আলোচনার সময় তীব্র সংঘাত বাধে পার্টি গঠনের সাংগঠনিক নীতির প্রশ্নে। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী বৈপ্লবিক পার্টি গঠনের জন্য লড়াই চালান লেনিন ও তাঁর পক্ষভুক্তরা। সেই কারণে নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদে পার্টি সভ্যপদের যে সর্ত লেনিন প্রস্তাব করেন তাতে শুধু পার্টির কর্মসূচি স্বীকার ও বৈষয়িক সহায়তাই নয়, কোনো একটি পার্টি সংগঠনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের কথাও ছিল। প্রথম অনুচ্ছেদের জন্য

মার্তভ কংগ্রেসে তাঁর নিজের যে সূত্র হাজির করেন তাতে কর্মসূচির স্বীকৃতি ও বৈষয়িক সহায়তা ছাড়া সভ্যপদের জন্য কেবল পার্টির কোনো সংগঠনের নেতৃত্বে পার্টির সঙ্গে নিয়মিত ব্যক্তিগত সহযোগিতার সর্ত ছিল। মার্তভের সূত্রে অদৃঢ়মতি লোকেদের পার্টি প্রবেশ সহজ হয়। কংগ্রেস সামান্য সংখ্যাধিক্যে এ সূত্র গ্রহণ করলেও মোটের ওপর লেনিন রচিত নিয়মাবলীই পাশ হয়। রণনীতির প্রশ্নেও কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস।

কংগ্রেসে বদ্ধপরিকর ইস্ক্রাপন্থী — লেনিনপন্থীদের সঙ্গে 'নরম' ইস্ক্রাপন্থীদের — মার্তভ পক্ষভুক্তদের মধ্যে ভাঙন ঘটে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে কংগ্রেসে লেনিন ধারার অনুগামীরা বেশি ভোট পায় ও বলশেভিক (সংখ্যাধিক) নামে অভিহিত হয় এবং সুবিধাবাদীরা সংখ্যাল্প ভোট পাওয়ায় পরিচিত হয় মেনশেভিক (সংখ্যাল্প) নামে।

রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে এ কংগ্রেসের ভূমিকা বিপুল। লেনিন লেখেন: 'রাজনৈতিক ভাবনার একটি ধারা ও রাজনৈতিক পার্টি হিশেবে বলশেভিকবাদের অস্তিত্ব ১৯০৩ সাল থেকে।' রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেস একটি নতুন ধরনের প্রলেতারীয় পার্টি গঠন করে যা হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত দেশের বিপ্লবী মার্কসবাদীদের কাছে আদর্শস্বরূপ, এবং তাই এ কংগ্রেস আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি মোড় পরিবর্তন। পৃঃ ৮১

(৩৯) কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৮

(৪০) **শাইলক** — শেক্সপিয়রের 'ভেনিসীয় বণিক' নাটকের চরিত্র—পৈশাচিক কুসীদজীবী, ঋণশোধে অসমর্থ তার অধমর্ণের দেহ থেকে চুক্তি অনুসারে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবার দাবিতে অটল। পৃঃ ৯৫

(৪১) **সেমিনারি-ছাত্র অথবা বুর্সাক** — সেমিনারি হস্টেল (বুর্সা) বাসী অধ্যাত্মবিদ্যার ছাত্র, যাদের জীবনযাত্রার কথা রুশ লেখক ন. গ. পমিয়ালভস্কি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'বুর্সা চিত্র' গ্রন্থে। পৃঃ ৯৬

(৪২) **১ম আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেস** হয় ১৮৭২ সালের ২রা—৭ই সেপ্টেম্বর। ১৫টি জাতীয় সংগঠন থেকে তাতে উপস্থিত থাকেন ৬৫ জন প্রতিনিধি। কংগ্রেসের প্রস্তুতি চালাবার সময় মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারীয় বিপ্লবী শক্তির ঘনবদ্ধতার জন্য বিপুল কাজ চালান। মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রস্তাব অনুসারে আলোচ্য সূচি ও কংগ্রেস আহ্বানের তারিখ ধার্য হয়। আলোচ্য ছিল দুটি মূল প্রশ্ন: ১) সাধারণ পরিষদের অধিকার এবং ২) প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

সাধারণ পরিষদের অধিকার বৃদ্ধি, পরিষদের দপ্তর স্থানান্তর, 'সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স' নামে একটি গোপন সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সব সিদ্ধান্তের অধিকাংশই মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা। বাকিগুলিও রচিত তাঁদেরই প্রস্তাবের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রলেতারিয়েতের মহান দায়িত্ব' এবং 'সামাজিক বিপ্লবের বিজয় নিশ্চিত ও তার শেষ লক্ষ্য শ্রেণী-বিলোপ ঘটাবার জন্য' রাজনৈতিক পার্টি হিশেবে প্রলেতারিয়েতের সংগঠিত হওয়া দরকার।

সব ধরনের পেটি বুর্জোয়া গোষ্ঠীবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের অনুগামীদের বহুবছরেব সংগ্রাম সমাপ্ত হয় কংগ্রেসে। নৈরাজ্যবাদীদের নেতা ম. আ. বাকুনিন, দ. গিলম প্রভৃতি আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন।

মার্কস ও এঙ্গেলসের সাক্ষাৎ নেতৃত্বে এবং তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিচালিত হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিতে নৈরাজ্যবাদীদের পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির ওপর মার্কসবাদের বিজয় সূচিত হয় এবং ভবিষ্যতে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাবলম্বী সব জাতীয় রাজনৈতিক পার্টি গঠনের বনিয়াদ গড়ে ওঠে। পৃঃ ১০৩

(৪৩) কার্ল মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'য় ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৩

(৪৪) **'জারিয়া'** (ঊষা) — মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক-রাজনৈতিক পত্রিকা; ১৯০১—১৯০২ সালে স্টুৎগার্তে 'ইস্ক্রা' সম্পাদকমণ্ডলী থেকে প্রকাশিত হয় বৈধভাবে। প্রকাশিত হয় মাত্র ৪টি সংখ্যা (৩টি খণ্ড)। পৃঃ ১০৪

(৪৫) ১৯০০ সালের ২৩শে—২৭শে সেপ্টেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত **দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পঞ্চম বিশ্ব কংগ্রেসের** কথা বলা হচ্ছে। 'রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ও বুর্জোয়া পার্টিদের সঙ্গে জোট' এই যে মূল প্রশ্নটি ওঠে প্রতিবিপ্লবী ভালদেক-রুসো সরকারে আ. মিলেরাঁর যোগদান প্রসঙ্গে, তাতে ক. কাউৎস্কি উত্থাপিত প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, 'বুর্জোয়া সরকারের দলে কোনো কোনো সমাজতন্ত্রীর যোগদান রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়ের স্বাভাবিক সূত্রপাত হিশেবে দেখা যায় না, দেখতে হবে দুরূহ অবস্থাচক্রে সংগ্রামের একটা বাধ্যতামূলক সাময়িক ও ব্যতিক্রমমূলক উপায় হিশেবে।' পরবর্তী কালে সুবিধাবাদীরা বুর্জোয়ার সঙ্গে নিজেদের সহযোগিতার কৈফিয়ৎ হিশেবে সিদ্ধান্তের এই কথাটি প্রায়ই উল্লেখ করেছে। পৃঃ ১০৪

(৪৬) **বের্নস্টাইনীপনা, বের্নস্টাইনপন্থা** — জার্মানিতে উনিশ শতকের শেষে উত্থিত আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অভ্যন্তরস্থ একটি সুবিধাবাদী, মার্কসবাদ-বিরোধী ধারা, নামকরণ হয় শোধনবাদের সর্বাধিক খোলাখুলি প্রবক্তা এ. বের্নস্টাইনের নামে। পৃঃ ১০৫

(৪৭) কার্ল মার্কসের 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৬

(৪৮) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' জার্মান সংস্করণে ১৮৭২ সালের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৭

(৪৯) কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৯

(৫০) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট লীগের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১১৩

(৫১) কার্ল মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১১৫

(৫২) সিডনি ও বিয়াট্রিস ওয়েবের 'বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নবাদের তত্ত্ব ও আচরণ' বইটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১১৫

(৫৩) **'সমাজতান্ত্রিক মাসিকপত্র'** *(Sozialistische Monatshefte)* — জার্মান সুবিধাবাদীদের প্রধান ও আন্তর্জাতিক শোধনবাদের অন্যতম মুখপত্র; প্রকাশিত হয় বার্লিন থেকে ১৮৯৭—১৯৩৩ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৯১৮) সোশ্যাল-শভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে। পৃঃ ১১৮

(৫৪) **জোরেসপন্থী** — ফরাসী ও আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী জাঁ জোরেসের মতাবলম্বী। সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল ও রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোরেস গণতন্ত্র, জনস্বাধীনতা ও শান্তির জন্য লড়েন। কিন্তু জোরেস ও তাঁর পক্ষপাতীরা মার্কসবাদের মূল কতকগুলি কথাকে সংশোধন করতে চান। তাঁরা মনে করতেন যে, সমাজতন্ত্রের বিজয় হবে বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, 'গণতান্ত্রিক ভাবনার পরিস্ফুরণের' ফলে। নিপীড়ক ও নিপীড়িতদের মধ্যে শ্রেণী-শান্তির প্রচার করেন তাঁরা, সমবায় সম্পর্কে প্রুধোঁর বিভ্রান্তি পোষণ করতেন ও ভাবতেন পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে তার বিকাশে বুঝি সমাজতন্ত্রে ক্রমিক উত্তরণ সহজ হবে। ১৯০২ সালে জোরেসপন্থীরা সংস্কারবাদী মতবাদের ভিত্তিতে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠন করেন। ১৯০৫ সালে পার্টিটি গেদপন্থী ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টি নামে একক পার্টি গঠন করে। জোরেস ও জোরেসপন্থীদের সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেন লেনিন। যুদ্ধের আসন্ন বিপদের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য জোরেসের সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা তাঁর ওপর রুষ্ট হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রতিক্রিয়ার কেনা গুণ্ডার হাতে তিনি নিহত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে প্রাধান্যকারী জোরেসপন্থীরা খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ সমর্থন করেন ও সোশ্যাল-শভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নেন। পৃঃ ১১৮

(৫৫) **ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি** স্থাপিত হয় ১৮৯২ সালে, প্রথমে তার নাম ছিল 'ইতালীয় মেহনতীদের পার্টি'; ১৮৯৩ সালে রেজ্জো-এমিলিয়া কংগ্রেসে তার নাম হয় 'ইতালীয় মেহনতীদের সমাজতান্ত্রিক পার্টি'; ১৮৯৫ সালে তা নাম নেয় 'ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি'। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তার অভ্যন্তরে সুবিধাবাদী ও বৈপ্লবিক দুই ধারার মধ্যে রাজনীতি ও রণনীতি নিয়ে তীব্র ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চলে। ১৯১২ সালে রেজ্জো-এমিলিয়া কংগ্রেসে বামপন্থীদের চাপে সবচেয়ে খোলাখুলি সংস্কারবাদীরা, যুদ্ধের সমর্থক এবং সরকার ও বুর্জোয়ার সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষপাতীরা (বনোমি, বিসসোলাতি প্রমুখ) পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে যুদ্ধে ইতালির যোগদান পর্যন্ত ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি যুদ্ধের বিরোধিতা করে ও ধ্বনি দেয়: 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে, নিরপেক্ষতার পক্ষে।' ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থক ও যুদ্ধের পক্ষপাতী একদল বিশ্বাসঘাতককে (মুসোলিনি প্রমুখ) পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হয়। আঁতাতের পক্ষ নিয়ে ইতালির যুদ্ধে যোগদানের (১৯১৫, মে) ফলে ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট ধারা দেখা দেয়: ১) দক্ষিণপন্থী, যুদ্ধ চালনায় বুর্জোয়াকে যারা সাহায্য করে; ২) কেন্দ্রপন্থী, পার্টির অধিকাংশ সভ্যই ছিল তাদের পেছনে, ধ্বনি ছিল 'যুদ্ধে অংশগ্রহণও নয়, যুদ্ধ বানচালও নয়,' এবং ৩) বামপন্থী, যুদ্ধের বিরুদ্ধে তারা আরো দৃঢ় মত পোষণ করলেও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সুসঙ্গত সংগ্রাম গঠনে অক্ষম। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা এবং বুর্জোয়ার সহযোগী সংস্কারবাদীদের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের প্রয়োজন তারা বুঝত না। ইতালীয় সমাজতন্ত্রীরা লুগানো-তে (১৯১৪) সুইজারল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রীদের সাথে একত্রে সম্মেলন করে, ৎসিমেরভাল্দ (১৯১৫) ও কিন্তালে (১৯১৬) আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে সক্রিয় অংশ নেয়।

১৯১৬ সালের শেষের দিকে ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি সোশ্যাল-স্বাস্তিবাদের পথ নেয়। পৃঃ ১১৮

(৫৬) **বৃটেনের স্বাধীন শ্রমিক পার্টি** (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টি)—সংস্কারবাদী সংগঠন; ১৮৯৩ সালে ধর্মঘট সংগ্রামের প্রাবল্য ও বুর্জোয়া পার্টির অধীনতা থেকে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে 'নয়া ট্রেড ইউনিয়নের' নেতারা এটি স্থাপন করেন। পার্টিতে যোগ দেয় 'নয়া ট্রেড ইউনিয়নের' ও কতকগুলি পুরনো ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যরা, ফ্যাবিয়ানদের প্রভাবাধীন বুদ্ধিজীবী ও পেটি বুর্জোয়ারা। পার্টির নেতা

ছিলেন কেইর হার্ডি ও র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। উদ্ভবের মুহূর্ত থেকে পার্টিটি বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নেয়, প্রধানত মন দেয় পার্লামেণ্টী রূপের সংগ্রাম ও উদারনৈতিক পার্টির সঙ্গে পার্লামেণ্টী চুক্তিতে। স্বাধীন শ্রমিক পার্টির চরিত্র বর্ণনা করে লেনিন লেখেন যে, 'কার্যক্ষেত্রে এটি সর্বদাই বুর্জোয়ার মুখাপেক্ষী সুবিধাবাদী পার্টি।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বাধীন শ্রমিক পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে, কিন্তু অচিরেই সোশ্যাল-শভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নেয়। পৃঃ ১১৮

নামের সূচি

আ

আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ, ন. দ. (১৮৭৮—১৯৪৩)— সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির একজন নেতা, তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘোরতর সোশ্যাল-শভিনিস্ট। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি; দ্বিতীয় সাময়িক কোয়ালিশন সরকারের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, পরে প্রতিবিপ্লবী 'রুশ প্রজাতন্ত্রের সাময়িক পরিষদের' (প্রাক-পার্লামেণ্টের) সভাপতি; অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহাদির একজন সংগঠক। — ১৫, ৪৭।

এ

এঙ্গেলস (Engels), ফ্রেডারিক (১৮২০—১৮৯৫)— বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম প্রবর্তক, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের নেতা ও গুরু, কার্ল মার্কসের বন্ধু ও সহযোগী। —৬-৮, ১০-২৫, ৩০, ৩২, ৩৮, ৫৭,৫৯-৬৭, ৬৮-৭৪, ৮৮, ৯৪, ৯৭, ১০০, ১০৩, ১০৫-১০৯, ১১৩।

ও

ওয়েব (Webb), বিয়াট্রিস (১৮৫৮—১৯৪৩) — সুবিদিতা ইংরেজ সমাজকর্মী। — ১১৫।

ওয়েব (Webb), সিডনি (১৮৫৯—১৯৪৭) — সুবিদিত ইংরেজ সমাজকর্মী, সংস্কারবাদী। স্ত্রী বিয়াট্রিস ওয়েবের সঙ্গে একত্রে বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও তত্ত্ব নিয়ে একাধিক পুস্তক লিখেছেন। পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিক অভিজাতদের মতপ্রবক্তা হিশেবে সিডনি ওয়েব তাঁর রচনায় পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা প্রচার করেন। সংস্কারবাদী ফ্যাবিয়ান সোশ্যাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট মতাবলম্বী। প্রথম (১৯২৪) ও দ্বিতীয় (১৯২৯—১৯৩১) লেবর সরকারে ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতি ছিল। — ১১৫।

10—3ак. 1256

ক

কর্নেলিসেন (Cornelissen), খ্রিস্তিয়ান— ওলন্দাজ নৈরাজ্যবাদী, প. আ. ক্রপোৎকিনের অনুগামী; মার্কসবাদের বিরোধিতা করেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। — ৯৭।

কাউৎস্কি (Kautsky), কার্ল (১৮৫৪—১৯৩৮) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা, গোড়ায় মার্কসবাদী, পরে মার্কসবাদদ্রোহী, সুবিধাবাদের সর্বাধিক বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর একটি রকমফের কেন্দ্রপন্থার (কাউৎস্কিপন্থার) মত প্রবক্তা। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির তাত্ত্বিক মুখপত্র *Die Neue Zeit* (নবযুগ) পত্রিকার সম্পাদক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় কাউৎস্কি কেন্দ্রপন্থী অবস্থান নেন ও আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসঙ্গে বুলি দিয়ে তাঁর সোশ্যাল-শভিনিজম আড়াল করতে চান। অতি-সাম্রাজ্যবাদ নামে প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের প্রণেতা। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রকাশ্যেই প্রলেতারীয় বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং সোভিয়েত রাজের বিরোধিতা করেন। —৬, ৮, ৯, ১০, ১৪, ২৩, ২৫, ২৯, ৩৫, ৪৪, ৪৬, ৬৬, ৬৭, ৭৬, ১০২, ১১৭-১১৮।

কুগেলমান (Kugelmann), লুদভিগ (১৮৩০—১৯০২) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, কার্ল মার্কসের বন্ধু, জার্মানিতে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে যোগ দেন, প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য। —৩৮, ৩৯।

কেরেন্স্কি, আ. ফ. (জন্ম ১৮৮১)— সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আইন মন্ত্রী, সমর ও সামুদ্রিক মন্ত্রী, এবং পরে সাময়িক সরকারের প্রধান মন্ত্রী ও ফৌজের সর্বাধিনায়ক। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালান, ১৯১৮ সালে দেশ ছেড়ে পালান।— ১৪, ৭৩।

কোল্ব (Kolb), ভিলহেল্ম (১৮৭০—১৯১৮) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, চরম সুবিধাবাদী ও শোধনবাদী, *Volksfreund* (জনমিত্র) পত্রিকার সম্পাদক। সাম্রাজ্যাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। — ১১৮।

ক্রপোৎকিন, প. আ. (১৮৪২—১৯২১)— নৈরাজ্যবাদের একজন প্রধান নায়ক ও তাত্ত্বিক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় শভিনিস্ট। ১৯১৭ সালে দেশান্তর থেকে রাশিয়ায় ফেরেন ও বুর্জোয়া মতামতই পোষণ করতে থাকেন, কিন্তু ১৯২০ সালে ইউরোপীয় শ্রমিকদের নিকট পত্রে তিনি অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপে বাধা দেবার জন্য শ্রমিকদের ডাক দেন। — ৯৭, ১১৬।

গ

গে, আ. ইউ. (মৃত্যু ১৯১৯) — রুশ নৈরাজ্যবাদী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের পক্ষভুক্ত। — ৯৭।

গেদ (Guesde), জুল (বাজিল, মাতিও) (১৮৪৫—১৯২২) — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও ২য় আন্তর্জাতিকের একজন সংগঠক ও নেতা। ১৯০১ সালে গেদ ও তাঁর পক্ষভুক্তরা ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠন করেন যা ১৯০৫ সালে সংস্কারবাদী ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে মিলে যায় ও সংযুক্ত ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টি নামে পরিচিত হয়। ফ্রান্সে মার্কসবাদের প্রচার ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিকাশের জন্য গেদ অনেককিছু করেন।

কিন্তু দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের নীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে গেদ তত্ত্ব ও রণকৌশলের প্রশ্নে গোষ্ঠী-সঙ্কীর্ণতাবাদী ভুল করে বসেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের গোড়া থেকেই তিনি সোশ্যাল-শভিনিস্ট অবস্থান নেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন। ১৯২০ সালে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির তুর কংগ্রেসের অধিকাংশ কমিণ্টার্নে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন, গেদ তা সমর্থন করেন নি। — ৫।

গ্রাভ (Grave), জাঁ (১৮৫৪—১৯৩৯)— ফরাসী পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম তত্ত্বকার। বিশ শতকের গোড়ায় নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালিজমের অবস্থান নেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। — ৯৭।

চ

চের্নোভ, ভ. ম. (১৮৭৬—১৯৫২) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির একজন নেতা ও তত্ত্বকার। ১৯০২—১৯০৫ সালে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'রেভলিউৎসিওন্নায়া রোসিয়া' (বিপ্লবী রাশিয়া) পত্রিকার সম্পাদক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় বামপন্থী বুলির আড়াল নিয়ে কার্যত সোশ্যাল-শভিনিস্ট অবস্থান নেন। ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া সাময়িক সরকারে কৃষি মন্ত্রী, জমিদারী জমি দখলকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমননীতি চালান। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক। ১৯২০ সালে দেশ ত্যাগ করেন; বিদেশ থেকে সোভিয়েত-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যান। — ৫, ১৫, ৪৭, ৪৮, ৭৯, ৯৬, ১১৭।

জ

জেঞ্জিনভ, ভ. ম. (জন্ম ১৮৮১) — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির অন্যতম নেতা, তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষাবাদী।

১৯১৭ সালে পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য, বুর্জোয়ার সঙ্গে জোটের পক্ষপাতী। সোশ্যালিস্ট - রেভলিউশানারিদের মুখপত্র 'দেলো নারোদা'র অন্যতম সম্পাদক। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের বিরোধী, শ্বেতদেশান্তরী। — ৪৮।

জোরেস (Jaurès), জাঁ (১৮৫৯—১৯১৪) — ফরাসী ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, ঐতিহাসিক। ১৮৮৫—১৮৮৯, ১৮৯৩—১৮৯৮, ১৯০২—১৯১৪ সালে পার্লামেন্টের সদস্য। পার্লামেন্টে সমাজতান্ত্রিক দলের অন্যতম নেতা। ১৯০৪ সালে *L'Humanité* (মানবতা) পত্রিকা স্থাপন করেন ও মৃত্যু অবধি তার সম্পাদনা করেন। গণতন্ত্র, জনস্বাধীনতার পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী পীড়ন ও রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ান। তাঁর বিশ্বাস ছিল যুদ্ধ ও ঔপনিবেশিক পীড়নের চূড়ান্ত অবসান হতে পারে কেবল সমাজতন্ত্রেই। কিন্তু জোরেস ভাবতেন সমাজতন্ত্রের জয় হবে বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের পথে নয়, 'গণতান্ত্রিক ভাবনার পরিস্ফুরণের' ফলে। তাঁর এই সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে জোরেস সুবিধাবাদের দিকে সরে যান, লেনিন তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য জোরেসের সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা রুষ্ট হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে প্রতিক্রিয়ার কেনা গুণ্ডার হাতে জোরেস নিহত হন। — ১০৪, ১১৮।

ত

তুগান-বারানভস্কি, ম. ই. (১৮৬৫—১৯১৯)— রুশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ। ৯০-এর দশকে 'বৈধ মার্কসবাদের' বিশিষ্ট প্রতিনিধি। ১৯০৫—১৯০৭ সালের বিপ্লবের সময় কাদেত পার্টির সভ্য। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ইউক্রেনে প্রতিবিপ্লবের সক্রিয় কর্মী। —৯০।

তুরাতি (Turati), ফিলিপ্পো (১৮৫৭—১৯৩২)— ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির অন্যতম সংগঠক (১৮৯২), তার দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী অংশের নেতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় কেন্দ্রপন্থী অবস্থান নেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ। ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে ভাঙনের (১৯২২) পর সংস্কারবাদী ইউনিটারি (ঐকিক) সমাজতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্ব করেন। ১৯২৬ সালে ফাশিস্ট ইতালি থেকে ফ্রান্সে পালান। — ১১৮।

ত্রেভেস (Treves), ক্লাউদিও (১৮৬৮—১৯৩৩) — ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির একজন সংস্কারবাদী নেতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় কেন্দ্রপন্থী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ।

১৯২২ সালে ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে ভাঙনের পর সংস্কারবাদী ইউনিটারি (ঐকিক) সমাজতান্ত্রিক পার্টির একজন নেতা। — ১১৮।

দ

দাভিদ (David), এদ্‌য়ার্দ (১৮৬৩—১৯৩০) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দক্ষিণ অংশের একজন নেতা, শোধনবাদী, পেশায় অর্থনীতিবিদ। জার্মান সুবিধাবাদীদের মুখপত্র *Sozialistische Monatshefte* (সমাজতান্ত্রিক মাসিকপত্র) পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। — ৫, ৪৬, ১১৮।

দ্যুরিঙ (Dühring), ওগেন (১৮৩৩—১৯২১) — জার্মান দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ, পেটি বুর্জোয়া ভাবপ্রবক্তা। — ১৮, ২১, ৫৯।

ন

নেপোলিয়ন প্রথম (বোনাপার্ট) (১৭৬৯—১৮২১) — ১৮০৪—১৮১৪ সালে এবং ১৮১৫ সালে ফরাসী সম্রাট। — ২৯।

নেপোলিয়ন তৃতীয় (বোনাপার্ট, লুই; লুই নেপোলিয়ন) (১৮০৮—১৮৭৩) — ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের সম্রাট, প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব পরাজিত হবার পর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হন; ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর রাত্রের কুদেতায় ক্ষমতা দখল করেন। — ২৮, ২৯।

প

পত্রেসভ, আ. ন. (১৮৬৯—১৯৩৪)— মেনশেভিকবাদের একজন নেতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দেশ ত্যাগ করেন। — ৫, ১১৭।

পমিয়ালভস্কি, ন. গ. (১৮৩৫—১৮৬৩) — রুশ লেখক, গণতন্ত্রী। স্বৈরতান্ত্রিক-আমলাতান্ত্রিক রাশিয়ার ভিত্তিগুলির বিরুদ্ধে, জবরদস্তি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লেখেন। — ৯৬।

পান্নেকুক (Panneckoek), আন্তনি (১৮৭৩—১৯৬০) — ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। ১৯০৭ সালে হল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বাম অংশের মুখপত্র *De Tribune* (মঞ্চ) পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ১৯০৯ সালে ঐ বাম অংশটি হল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ('ট্রিবিউনিস্টদের' পার্টি) হিশেবে সংগঠিত হয়। ১৯১০ সাল থেকে জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাদের সংস্থাগুলিতে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী।

ৎসিমেরভাল্দ বামপন্থীদের তাত্ত্বিক মুখপত্র *Vorbote* (অগ্রদূত) পত্রিকা প্রকাশে অংশ নেন। ১৯১৮—১৯২১ সালে হল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও কমিণ্টার্নের ক্রিয়াকলাপে অংশ নেন। অতি-বাম গোষ্ঠীবাদী মতামত পোষণ করতেন। ১৯২১ সালে পান্নেকুক কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেন ও সক্রিয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে অচিরেই সরে যান। —১১০,১১১, ১১২, ১১৩।

পালচিনস্কি, প. ই. (মৃত্যু ১৯৩০) — ইঞ্জিনিয়র, 'প্রদ্উগোল' কয়লা সিণ্ডিকেটের সংগঠক, ব্যাঙ্ক মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বুর্জোয়া সাময়িক সরকারে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রিদপ্তরে উপমন্ত্রী। শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে অন্তর্ঘাতের প্রেরণাদাতা। গণতান্ত্রিক সংগঠনাদির বিরুদ্ধে লড়েন। — ১৫।

প্রুধোঁ (Praudhon), পিয়ের জোসেফ (১৮০৯—১৮৬৫) — ফরাসী প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ, পেটি বুর্জোয়ার ভাবপ্রবক্তা, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। — ৫২, ৫৩, ৬৪,৮০, ১০৩, ১০৫।

প্লেখানভ, গ. ভ. (১৮৫৬—১৯১৮)— রুশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, রাশিয়ার মার্কসবাদের প্রথম প্রচারক। ১৮৮৩ সালে জেনেভায় 'শ্রম মুক্তি' গ্রুপ নামে প্রথম রুশী মার্কসবাদী সংগঠন গড়েন। নারোদবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন প্লেখানভ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে শোধনবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। বিশ শতকের শুরুতে 'ইস্ক্রা' ও 'জারিয়া' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকেন।

১৮৮৩ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত প্লেখানভ অনেক গ্রন্থ লেখেন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন ও প্রচারে তা বৃহৎ ভূমিকা নেয়। তবে সেই সময়েই তাঁর ভবিষ্যৎ মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রূণ হিশেবে গুরুতর ভ্রান্তিও তাঁর ছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসের পর তিনি সুবিধাবাদের সঙ্গে আপোসের পথ নেন ও পরে মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেন। প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় সমস্ত মূল প্রশ্নেই তাঁর মত ছিল মেনশেভিকদের অনুরূপ। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট অবস্থানে যান। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাশিয়ায় ফিরে বলশেভিকদের ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করেন এই বলে যে, রাশিয়া সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পক্ষে পরিপক্ক হয় নি। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব নেন, কিন্তু সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেন নি। — ৫, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৫৩, ৯৭, ১০২,১০৩ ১১৭।

ব

বাকুনিন, ম. আ. (১৮১৪—১৮৭৬)— নারোদবাদ ও নৈরাজ্যবাদের একজন মতপ্রবক্তা। ১৮৪০ সাল থেকে বিদেশবাসী, জার্মানির ১৮৪০—১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশ নেন। ১ম আন্তর্জাতিকে যোগ দেন, সেখানে মার্কসবাদের চরম শত্রু হয়ে ওঠেন। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সমেত সর্ববিধ রাষ্ট্রের বিরোধী ছিলেন বাকুনিন, প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকা বোঝেন নি, শ্রমিক শ্রেণীর স্বাবলম্বী রাজনৈতিক পার্টি গঠনের বিরোধিতা করতেন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে বিরত রাখার মতবাদ সমর্থন করতেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বাকুনিনের প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালান। ভাঙনমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য বাকুনিন ১৮৭২ সালে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন। — ৫৩, ৬৬, ১০৩।

বিসমার্ক (Bismarck), অত্তো এদুয়ার্দ লেওপোল্দ (১৮১৫—১৮৯৮)— প্রাশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিক। বিসমার্কের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'রুধিরে ও লৌহে' খণ্ডবিখণ্ড ছোটো ছোটো জার্মান রাষ্ট্রগুলির সম্মিলন ও য়ুঙ্কার প্রাশিয়ার আধিপত্যে একক জার্মান সাম্রাজ্য গঠন। ১৮৭১ সালে বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যের রাইখের চ্যান্সেলার পদলাভ করেন ও ২০ বছর ধরে স্বরাষ্ট্র নীতি ও বহির্নীতি চালিয়ে যান জমিদার-য়ুঙ্কারদের স্বার্থে, যদিও একই সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে য়ুঙ্কারদের জোট বাঁধারও চেষ্টা করে গেছেন। ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন চালু করেও শ্রমিক আন্দোলন দমন করতে না পেরে বিসমার্ক সামাজিক আইন প্রণয়নের এক বাগাড়ম্বরী কর্মসূচি নেন ও কতকগুলি ধরনের শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমার আইন পাশ করেন। কিন্তু ছোটোখাটো কিছু ঘুষ দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা তাঁর সফল হয় না। ১৮৯০ সালে অবসর নেন। — ১৪।

বিসসোলাতি (Bissolati), লেওনিদা (১৮৫৭—১৯২০) — ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং তার চরম দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী অংশের নেতা। ১৯১২ সালে ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে 'সোশ্যাল-সংস্কারবাদী পার্টি' গঠন করেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট, আঁতাতের পক্ষে ইতালির যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী। ১৯১৬—১৯১৮ সালে দপ্তরহীন মন্ত্রী হিশেবে সরকারে থাকেন। — ৪৬।

বেবেল (Bebel), আগস্ত (১৮৪০—১৯১৩) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন

৬০-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে; ১ম আন্তর্জাতিকের সভ্য ছিলেন। ১৮৬৯ সালে ভ. লিবক্লেখতের সঙ্গে একত্রে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠন করেন ('এইজেনাখপন্থী')। একাধিকবার রাইখস্টাগের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ৯০-এর দশকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যে সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের বিরোধিতা করেন। বের্নস্তাইনপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তৃতাকে লেনিন বলেছিলেন, 'মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রমিক পার্টির সাঁচ্চা সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের জন্য সংগ্রাম সমর্থনের আদর্শ।' — ৬৪, ৬৭, ৮৩, ৮৪, ৮৮।

বের্নস্তাইন (Bernstein), এদুয়ার্দ (১৮৫০—১৯৩২) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের চরম সুবিধাবাদী অংশের নেতা, শোধনবাদ ও সংস্কারবাদের তাত্ত্বিক। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে যোগ দেন ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৯ সালে জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র *Der Sozialdemokrat* (সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৯৬—১৮৯৮ সালে *Die Neue Zeit* (নবযুগ) পত্রিকায় 'সমাজতন্ত্রের সমস্যা' নামে ধারাবাহিক রচনা লেখেন, পরে তা 'সমাজতন্ত্রের পূর্বসর্ত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কর্তব্য' নামে আলাদা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, খোলাখুলি তাতে তিনি মার্কসবাদের দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূলকথাগুলিকে সংশোধন করেন। বের্নস্তাইন ঘোষণা করেন যে, শ্রমিক আন্দোলনের মূল কর্তব্য সংস্কারের জন্য সংগ্রাম, যার লক্ষ্য পুঁজিবাদেই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, এবং এই সুবিধাবাদী সূত্র হাজির করেন: 'আন্দোলনই সব, শেষ লক্ষ্য কিছুই না।' সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় কেন্দ্রপন্থী অবস্থান নেন ও আন্তর্জাতিকতার বুলি দিয়ে সোশ্যাল-শভিনিজম ঢাকতে চান। পরের বছরগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার নীতি সমর্থন করে যান, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। — ৪৪, ৫২, ৫৩, ৫৪, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১৫।

বোনাপার্ট, লুই — তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্রষ্টব্য।

ব্রাকে (Bracke), ভিলহেল্ম (১৮৪২—১৮৮০) — জার্মান সমাজতন্ত্রী, প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা, এইজেনাখ পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা (১৮৬৯)। পার্টি সাহিত্যের প্রধান প্রকাশক ও প্রচারক। — ৬৪, ৮৩।

ব্রান্তিঙ (Branting), কার্ল ইয়ালমার (১৮৬০—১৯২৫) — সুইডেনের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা, ২য় আন্তর্জাতিকের অন্যতম পরিচালক; সুবিধাবাদী মতাবলম্বী।

১৮৮৭—১৯১৭ সালে (মাঝে মাঝে ছেদ-সহ) পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র *Socialdemokraten* (সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৯৭—১৯২৫ সালে রিকস্দাগের প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। ১৯১৭ সালে এদেনের উদারনৈতিক-সমাজতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেন, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন। — ৪৬, ১১৮।

ব্রেশকো-ব্রেশকোভস্কায়া, ইয়ে. ক. (১৮৪৪—১৯৩৪)— সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টির অন্যতম নেত্রী ও সংগঠক, তার চরম দক্ষিণ অংশের অন্তর্ভুক্ত। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সামরিক সরকারের উৎসাহী সমর্থক। 'বিজয়ী সমাপ্তি পর্যন্ত' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালান। — ৫।

ভ

ভান্দের্ভেল্দে (Vandervelde), এমিল (১৮৬৬—১৯৩৮)— বেলজিয়মের শ্রমিক পার্টির নেতা, ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সভাপতি, চরম সুবিধাবাদী। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট, বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাশিয়ায় আসেন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রচার করতে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শত্রুতা করেন, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপে সক্রিয় সহযোগিতা দেন; ২য় আন্তর্জাতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন অনেক। ১৯২৫—১৯২৭ সালে বেলজিয়মের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লোকার্নো চুক্তি সম্পাদনে (১৯২৫) অংশ নেন, কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের একক ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ফ্রণ্ট গঠনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়েন। একগুচ্ছ পুস্তক-পুস্তিকার লেখক যাতে লেনিন যা বলেছেন, 'মার্কসবাদের বিরুদ্ধে' নেমেছে 'পেটি বুর্জোয়া পাঁচমিশালীপনা, দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিরুদ্ধে কূটতর্ক, প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে কূপমণ্ডূক সংস্কারবাদ।'— ৫, ৪৬, ৪৮, ১১৭, ১১৮।

ভেইদেমেয়ার (Weydemeyer), ইয়োজেফ (১৮১৮—১৮৬৬) — জার্মান ও মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের বন্ধু ও সহকর্মী। — ৩৪।

ম

ম'তেস্ক্য (Montesquieu), শার্ল লুই (১৬৮৯—১৭৫৫) — বিখ্যাত ফরাসী বুর্জোয়া সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সাহিত্যিক। ১৮

শতকের বুর্জোয়া জ্ঞানপ্রচার পর্বের প্রতিনিধি, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের তত্ত্বকার। প্রধান রচনা: 'পারস্য পত্র', 'রোমকদের মহিমা ও পতনের কারণ বিচার',· 'আইনের মর্ম'। — ৫৫।

মার্কস (Marx), কার্ল (১৮১৮—১৮৮৩) — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিভাধর মনীষী, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতের গুরু ও নেতা। — ৬-১০, ১৬, ১৯, ২১-৪১, ৪৩-৪৬, ৫২-৫৭, ৬০, ৬৪-৬৫, ৭০, ৭২, ৮৩-৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯০-৯৪, ৯৭, ৯৮, ১০৩-১১৬।

মিখাইলভ্স্কি, ন. ক. (১৮৪২—১৯০৪) — উদারনীতিক নারোদবাদের বিশিষ্ট তত্ত্বকার, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক, দর্শনে পজিটিভিস্ট, সমাজবিদ্যায় সাবজেক্টিভ ধারার অন্যতম প্রতিনিধি। ১৮৯২ সালে 'রুস্কয়ে বগাৎস্ত্‌ভো' (রুশী সম্পদ) পত্রিকার পরিচালক, তার পৃষ্ঠায় মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালান।—১১

মিলেরাঁ (Millerand), আলেক্সান্দর এতিয়েন (১৮৫৯—১৯৪৩) — ফরাসী রাজনীতিক। ৯০-এর দশকে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন, ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারার নেতৃত্ব করেন। ১৮৯৯ সালে ভালদেক-রুসোর প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন ও সেখানে প্যারিস কমিউনের ঘাতক জেনারেল গালিফের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ভ. ই. লেনিন মিলেরাঁপন্থাকে প্রলেতারীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও শোধনবাদের বাস্তব অভিব্যক্তি বলে উদঘাটিত করেন ও তার সামাজিক মূল দেখান।

১৯০৪ সালে সমাজতান্ত্রিক পার্টি থেকে তাঁর বহিষ্কারের পর মিলেরাঁ অন্যান্য ভূতপূর্ব সমাজতন্ত্রীদের (ব্রিয়াঁ, ভিভিয়ানি) সঙ্গে একত্রে 'স্বাধীন সমাজতন্ত্রীদের' গ্রুপ গঠন করেন। ১৯০৯—১৯১০, ১৯১২—১৯১৩, ১৯১৪—১৯১৫ সালে বিভিন্ন মন্ত্রিপদে থাকেন। মিলেরাঁ সোভিয়েত-বিরোধী হস্তক্ষেপ অভিযানের অন্যতম সংগঠক। — ১০৪।

মেরিঙ (Mehring), ফ্রানৎস (১৮৪৬—১৯১৯) — জার্মানির শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বাম অংশের অন্যতম নেতা ও তত্ত্বকার। পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র *Die Neue Zeit* (নবযুগ) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। — ৩৪।

র

রাদেক, ক. ব. (১৮৮৫—১৯৩৯) — বিশ শতকের গোড়ায় গ্যালিসিয়া, পোল্যাণ্ড ও জার্মানির সোশ্যাল-. ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে যোগ দেন; জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রকাশনায় অংশ নেন।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিকতাবাদী, তবে কেন্দ্রপন্থার দিকে দোলায়মানতা দেখান; জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে ভুল মত পোষণ করেন। বলশেভিক পার্টিতে আসেন ১৯১৭ সাল থেকে। ব্রেস্ত শান্তিচুক্তির সময় 'বামপন্থী কমিউনিস্ট', ১৯২৩ সাল থেকে ত্রৎস্কিপন্থী বিরোধী-গ্রুপে সক্রিয় কর্মী, সেই কারণে ১৯২৭ সালে সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১৫শ কংগ্রেসে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৩০ সালে পার্টিতে পুনঃগৃহীত হন, ১৯৩৬ সালে ফের পার্টি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য বহিষ্কৃত হন। — ১১১।

রুবানভিচ, ই. আ. (১৮৬০—১৯২০)— সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের একজন নেতা। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সদস্য। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের শত্রু। — ৫।

রুসানভ, ন. স. (জন্ম ১৮৫৯) — প্রাবন্ধিক, 'নারোদ্‌নায়া ভলিয়া' দলের অনুগামী, পরে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি। দেশান্তরে থাকতেন, এঙ্গেলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় ফেরেন, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি কতকগুলি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্বেতদেশান্তরী। — ৪৮।

রেনোদেল (Renaudel), পিয়ের (১৮৭১—১৯৩৫) — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির একজন সংস্কারবাদী নেতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। ১৯২৭ সালে সমাজতান্ত্রিক পার্টির নেতৃপদ থেকে সরে আসেন, ১৯৩৩ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন; পরে ছোটো একটি নয়া-সমাজতান্ত্রিক গ্রুপ গঠন করেন। — ৫।

ল

লাসাল (Lassalle), ফের্দিনান্দ (১৮২৫—১৮৬৪) — জার্মান পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদের একটি রকমফের লাসালপন্থার প্রবর্তক। সাধারণ জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৩)। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ইউনিয়ন গঠনের একটা ইতিবাচক দিক ছিল, কিন্তু লাসাল ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তাকে সুবিধাবাদী পথে চালান। লাসালপন্থীরা মনে করতেন যে, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও রুষ্কার রাষ্ট্র থেকে অর্থসাহায্য-পাওয়া উৎপাদন সমিতি গঠনের জন্য বৈধ আন্দোলন চালিয়ে তাঁরা 'স্বাধীন জনরাষ্ট্র' গড়তে পারবেন। প্রতিক্রিয়াশীল প্রাশিয়ার আধিপত্যে 'ওপর থেকে' জার্মানির ঐক্যের নীতি লাসাল সমর্থন করতেন। লাসালপন্থীদের সুবিধাবাদী নীতিতে ১ম আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপে ও জার্মানিতে খাঁটি শ্রমিক পার্টি গঠনে বাধা হয়,

শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনা গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। — ৮০, ৮৪, ৯১, ৯২।

লিবক্লেখত (Liebknecht), ভিলহেল্ম (১৮২৬—১৯০০) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। ১৮৭৫ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং তার কেন্দ্রীয় মুখপত্র *Vorwärts* (আগুয়ান) পত্রিকার দায়িত্বশীল সম্পাদক। ১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত উত্তর-জার্মান রাইখস্টাগের প্রতিনিধি, এবং ১৮৭৪ সাল থেকে একাধিকবার জার্মান রাইখস্টাগের প্রতিনিধি। প্রাশীয় যুঙ্কারতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র নীতির মুখোস খোলার জন্য কৃতিত্বের সঙ্গে পার্লামেন্টের মঞ্চ ব্যবহার করেন। বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য একাধিকবার কারারুদ্ধ হন। প্রথম আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপে ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠনে সক্রিয় অংশ নেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস লিবক্লেখতের সাতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহলেও লিবক্লেখতের আপোষপন্থী কতকগুলি ভুলের সমালোচনা তাঁরা করেন ও সঠিক অবস্থানে যেতে তাঁকে সাহায্য করেন। — ৬৬, ৬৯।

লুই নেপোলিয়ন — নেপোলিয়ন তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

লুক্সেমবুর্গ (Luxemburg), রোজা (১৮৭১—১৯১৯) — আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্টা কর্মী, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে বাম অংশের অন্যতম নেত্রী। পোল্যান্ডে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতাদের অন্যতম, পোলীয় শ্রমিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেন। ১৮৯৭ সাল থেকে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন, বের্নস্টাইনপন্থা ও মিলেরাঁপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। প্রথম রুশ বিপ্লবে (ওয়ারশ-তে) রোজা লুক্সেমবুর্গ অংশ নিয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়ার পর্বে ও নতুন বিপ্লবী জোয়ারের সময় লিকুইডেটরদের প্রতি আপোষের মনোভাব দেখান।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদী অবস্থান নেন। জার্মানিতে 'আন্তর্জাতিক' গ্রুপ সৃষ্টির অন্যতম উদ্যোক্তা, পরে এর নাম হয় 'স্পার্টাকাস' গ্রুপ ও আরো পরে 'স্পার্টাকাস লীগ'। জার্মানিতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসে নেতৃভূমিকা নেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে ধৃত হন ও নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়। — ১১১।

লেগিন (Legien), কার্ল (১৮৬১—১৯২০) — দক্ষিণপন্থী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, জার্মান ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম নেতা, শোধনবাদী। ১৮৯০ সাল থেকে জার্মান ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ

কমিশনের সভাপতি। ১৯০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েটের অন্যতম সম্পাদক, ১৯১৩ সাল থেকে সভাপতি। ১৮৯৩ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত (মধ্যে মধ্যে ছেদ-সহ) জার্মান রাইখস্টাগে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় চরম সোশ্যাল-শভিনিস্ট। ১৯১৯—১৯২০ সালে ভাইমার প্রজাতন্ত্রে জাতীয় সভার সদস্য। বুর্জোয়ার রাজনীতি সমর্থন করতেন, বৈপ্লবিক প্রলেতারীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়েন। — ৫, ৪৬, ৪৮, ১১৮।

শ

শেইদেমান (Scheidemann), ফিলিপ (১৮৬৫—১৯৩৯) — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির চরম দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী অংশের একজন নেতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় উগ্র সোশ্যাল-শভিনিস্ট। জার্মানিতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের সময় তথাকথিত জন-অধিকারী পরিষদে ঢোকেন, স্পার্টাকাসপন্থীদের বিরুদ্ধে গুন্ডামি অভিযানের অন্যতম প্ররোচক। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি — জুনে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের কোয়ালিশন সরকারের নেতা, ১৯১৮—১৯২১ সালে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের রক্তাক্ত দমনের অন্যতম সংগঠক। পরে সক্রিয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে সরে যান। — ৫, ৪৬, ৪৮, ১১৮।

স

সাম্বা (Sembat), মার্সেল (১৮৬২—১৯২২)— ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির একজন সংস্কারবাদী নেতা, সাংবাদিক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। ১৯১৪ সালের আগস্ট থেকে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারে' সমাজকর্মের মন্ত্রী। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আঁতাত দেশগুলির সমাজতন্ত্রীদের লণ্ডন সম্মেলনে অংশ নেন, এটি আহূত হয়েছিল সোশ্যাল-শভিনিজমের কর্মসূচিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। — ৪৬, ৪৮।

সেরেতেলি, ই. গ. (১৮৮২—১৯৫৯)— মেনশেভিকবাদের একজন নেতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় কেন্দ্রপন্থী। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য, প্রতিরক্ষাবাদী। ১৯১৭ সালের মে মাসে বুর্জোয়া সাময়িক সরকারে যোগ দেন ডাক-তার মন্ত্রী হিশেবে, জুলাই ঘটনাবলীর পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, বলশেভিক দলনের অন্যতম প্রেরণাদাতা। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সেরেতেলি হন জর্জিয়ার মেনশেভিকপন্থী প্রতিবিপ্লবী সরকারের অন্যতম

পরিচালক। জর্জিয়ায় সোভিয়েত রাজের বিজয়ের পর শ্বেতদেশান্তরী। ৫, ১৫, ৪৭, ৪৮, ৭৫, ৭৯, ৯৬, ১১৭।

স্কবেলেভ, ম. ই. (১৮৮৫—১৯৩৯)— মেনশেভিকদের পক্ষভুক্ত হয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে যোগ দেন ১৯০৩ সাল থেকে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় কেন্দ্রপন্থী। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সহসভাপতি; প্রথম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সহসভাপতি; ১৯১৭ সালের মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত বুর্জোয়া সাময়িক সরকারে শ্রম মন্ত্রী। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিকদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, সমবায় ব্যবস্থায় ও পরে বহির্বাণিজ্যের জন-কমিশারিয়েতে কাজ করেন। —৪৭।

স্তাউনিঙ (Stauning), তরভাল্দ আভগুস্ত মারিনুস (১৮৭৩—১৯৪২)— ডেনমার্কের রাষ্ট্রনায়ক, ডেনমার্কের সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একজন দক্ষিণপন্থী নেতা, প্রাবন্ধিক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। ১৯১৬—১৯২০ সালে ডেনমার্কের বুর্জোয়া সরকারে দপ্তরহীন মন্ত্রী। পরে ডেনমার্কের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সরকার এবং বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যাল ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কোয়ালিশন সরকারের নেতা। — ৪৬, ১১৮।

স্তিরনার (Stirner), মাক্স (১৮০৬—১৮৫৬) — জার্মান দার্শনিক, বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নৈরাজ্যবাদের অন্যতম ভাবপ্রবক্তা। ১৮৪৪ সালে নিজের মতামত পেশ করেন 'Der Einzige und sein Eigentum' ('একক ও তার সম্পত্তি') পুস্তকে। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস একাধিকবার তাঁকে সমালোচনা করেছেন।—১০৩।

স্ত্রুভে, প. ব. (১৮৭০—১৯৪৪) — বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক, কাদেত পার্টির একজন নেতা। ৯০-এর দশকে 'বৈধ মার্কসবাদের' বিশিষ্ট মুখপাত্র, কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষার 'পরিপূরণ' ও 'সমালোচনা' করেন, মার্কসবাদ ও শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের ঘোরতর শত্রু, ভ্রাঙ্গেলের প্রতিবিপ্লবী সরকারের সদস্য, শ্বেতদেশান্তরী। — ৪০।

স্পেন্সার (Spencer), হার্বার্ট (১৮২০—১৯০৩) — ইংরেজ দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজবিদ, পজিটিভিজমের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, সমাজের তথাকথিত জৈব তত্ত্বের অন্যতম প্রবর্তক। সামাজিক অসাম্যকে ন্যায্য প্রতিপন্নের চেষ্টায় তিনি মানবসমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেন ও অস্তিত্বের সংগ্রাম বিষয়ে জীববিদ্যার যে সূত্র আছে তা মানবজাতির ইতিহাসে চাপান। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল

দার্শনিক ও সামাজিক মতামতের জন্য স্পেন্সার হয়ে ওঠেন ইংরেজ বুর্জোয়াদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাবপ্রবক্তা। মূল রচনা: 'System of Synthetic Philosophy' ('সংশ্লেষণমূলক দর্শনতন্ত্র'), ১৮৬২—১৮৯৬। — ১১।

হ

হাইন্ডম্যান (Hyndman), হেনরি মাইয়ার্স (১৮৪২—১৯২১) — ইংরেজ সমাজতন্ত্রী, সংস্কারবাদী। ১৮৮১ সালে ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন গঠন করেন, ১৮৮৪ সালে তা পুনর্গঠিত হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনে। ১৯০০—১৯১০ সালে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোর সদস্য। বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির একজন নেতা, ১৯১৬ সালে পার্টির সলফোর্ড সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর সোশ্যাল-শভিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচিত হলে তিনি পার্টি ত্যাগ করেন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ দাবি করেন। — ৫।

হেগেল (Hegel), গেওর্গ ভিলহেল্ম ফ্রিদরিখ (১৭৭০—১৮৩১) — মহান জার্মান দার্শনিক, অবজেকটিভ ভাববাদী, জার্মান বুর্জোয়াদের ভাবপ্রবক্তা। হেগেলের ঐতিহাসিক কীর্তি হল দ্বন্দ্বতত্ত্বের গভীর ও সর্বাঙ্গীন অনুশীলন, যা হয়ে দাঁড়ায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটি তাত্ত্বিক উৎস। তবে হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা ছিল ভাববাদী চরিত্রের, তাঁর রক্ষণশীল অধিবিদ্যামূলক দর্শন ছকের সঙ্গে জড়িত। — ৮।

হেন্ডের্সন (Henderson), আর্থার (১৮৬৩—১৯৩৫) — ইংলন্ডের লেবর পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন নেতা। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শভিনিস্ট। একাধিকবার ইংলন্ডের বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন। — ৪৬।